বন্দিনী রঙ্গিণী

দীনেন্দ্র কুমার রায়

বন্দিনী রঙ্গিণী

প্রথম তরঙ্গ

পলায়ন

ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের লীলা-নিকেতন প্যারিসের রু ম্যাকেব্রে নামক রাজপথে লি হোটেল সেণ্ট জুলিয়েন নামক যে ক্ষুদ্র হোটেলটি অবস্থিত, তাহার মালিকের নাম পিয়ের ম্যালার্ড। পিয়ের ম্যালার্ড প্রথম যৌবনে কুস্তিগীর ও বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা ছিল। সেই সময় সে ব্যায়াম-ক্ষেত্রে জুফ ম্যালার্ড নামে পরিচিত ছিল। এক বার সে ফৌজদারীর আসামী হইয়া বহু কষ্টে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। যে রমণীর অনুগ্রহে ম্যালার্ড সেই ফ্যাসাদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল, সে সেই যুবতীকে বিবাহ করিয়া জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল।

পিয়ের ম্যালার্ড তাহার আফিস-ঘর হইতে কয়েকখানি সংবাদপত্র লইয়া হোটেলের একটি কক্ষে প্রবেশ করিল; সেই কক্ষে তাহার কোন ইংরাজ অতিথি শয্যাপ্রান্তে বসিয়া একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। ইনি সুবিখ্যাত ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক; তাঁহার সহকারী স্মিথকে সঙ্গে লইয়া প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি সেই হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ম্যালার্ডকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক কাগজখানি কোলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বলিলেন, "খবর কি ম্যালার্ড?"

পিয়ের ম্যালার্ড বলিল, "মসিয়ে ব্লেক, আপনি যে দুইখানি সান্ধ্য দৈনিক চাহিয়াছিলেন, একখানি 'লি ইতইল' অন্যখানি 'নুভেল্লি ডু সয়ার'—আপনার জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিলাম।"—জানালার কাছে একখানি গোল টেবিল ছিল। ম্যালার্ড কাগজ দুইখানি সেই টেবিলে রাখিল।

ম্যালার্ড সেই কক্ষের চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মসিয়ে ব্লেক, এখানে আপনার কোন অসুবিধা হইতেছে না ত?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "না, কোন অসুবিধা নাই, দিব্য আরামে আছি।"—তিনি পুনর্ব্বার সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন। ম্যালার্ড সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কয়েক মিনিট পরে স্মিথ পাশের একটি কক্ষ হইতে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বলিল, "কর্ত্তা, ব্যাগ হইতে দুই চারিটি দরকারী জিনিস মাত্র বাহির করিয়াছি, অবশিষ্ট সকল জিনিসই ব্যাগে আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেগুলি ব্যাগেই থাক, আমাদিগকে হয় ত শীঘ্রই প্যারিস ত্যাগ করিতে হইবে।"

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "কেন কর্ত্তা? আমরা ত অল্পকাল পূর্ব্বে এখানে আসিলাম, আজই প্যারিস ত্যাগ করিতে হইবে? ফরাসী কাগজে নূতন কোন সংবাদ পাইয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখনও দেখা হয় নাই; দেখিতেছি!"—তিনি ইংরাজী সংবাদপত্রখানি টেবিলে ফেলিয়া রাখিয়া টেবিল হইতে প্রসিদ্ধ ফরাসী দৈনিক 'লি ইতইল ডি প্যারে' খানি হাতে তুলিয়া লইলেন।

স্মিথের মন খুঁত খুঁত করিতেছিল, সে দিন তাহার প্যারিসে আসিবার ইচ্ছা ছিল না; তাহার পরিচিতা কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া তরুণীকে সেইদিন অপরাহ্নে লণ্ডনের কোন শ্রেষ্ঠ রেস্তরাঁয় চা পান করাইয়া বায়স্কোপ দেখাইতে লইয়া যাইবে—এইরূপ স্থির করিয়াছিল; সেই বায়স্কোপ-কোম্পানী মিঃ ব্লেকেরই গোয়েন্দাগিরির কতকগুলি দৃশ্য চলচ্চিত্রে প্রদর্শন করিতেছিল। মিঃ ব্লেকের গোয়েন্দাগিরি-সংক্রান্ত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপন্যাস দেশ-দেশান্তরের 'বায়স্কোপে' প্রদর্শিত হইতেছে; এমন কি, আজ কাল কলিকাতারও কোন কোন রঙ্গালয়ে মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও মিসেস্ বার্ডেল প্রভৃতির অভিনয় দর্শন করিয়া কলিকাতার বহু পাঠক আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। সুতরাং স্মিথ তাহার তরুণী সঙ্গিনীকে লইয়া তাহাদেরই অনুষ্ঠিত অসাধ্য

সাধনের চিত্রাভিনয় দেখিবার জন্য কিরূপ উৎসুক হইয়াছিল, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক হঠাৎ তাহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া তাহাকে লইয়া প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন।—মিঃ ব্লেক যে ইংরাজী কাগজখানি রাখিয়া দিলেন, সেই কাগজখানি পাঠের জন্য স্মিথের অত্যন্ত আগ্রহ হইল; তাহার মনে হইল এই কাগজখানির সহিত তাহার স্বদেশের শেষ-স্মৃতি বিজড়িত হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক কি উদ্দেশ্যে সহসা প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহা স্মিথের অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু স্মিথ টেবিলস্থিত ইংরাজী দৈনিক পাঠ করিয়া তাহার প্যারিসে আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল; কারণ সে সেই কাগজের এক স্থানে দেখিল, একটি প্রবন্ধের মাথায় লেখা ছিল;—"প্যারিসে অস্ত্রধারী কয়েদীর পলায়ন।"—স্মিথ সেই প্রবন্ধের নিম্নে ইহার যে বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করিল, তাহা এইরূপ,—

"গত মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় প্যারিসের মণ্টমার্টি অঞ্চলে বিষম হৈ-চৈ উপস্থিত হইয়াছিল; কারণ সেই সময় হঠাৎ শুনিতে পাওয়া গেল—জেটি ডি পেসার নামক স্থানে সীন নদের তীরে ম্যাল্‌মাইসন কারাগার নামক যে কারাগার আছে, সেই কারাগার হইতে একজন কয়েদী একটি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

"এই পলাতক কয়েদীর নাম না কি নাস্‌মিথ; সে একজন এংগ্লো অ্যামেরিকান। ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে সে দীর্ঘকালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল; কারণ সে একটি ঝুটা যৌথ কারবার খুলিয়া লিও ও মার্সেলের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাজনকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল, প্রতারণা পূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে পথে বসাইয়াছিল।

"এই কয়েদী কারাগার হইতে কি কৌশলে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা এখন পর্য্যন্ত ঠিক জানিতে পারা যায় নাই; তবে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে, সে না কি দেউড়ীর দুইজন প্রহরীকে গুলী মারিয়া হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া দেউড়ীর ফটক খুলিয়া দিতে বাধ্য করিয়াছিল।

"যাহা হউক, এই ভাবে সে মুক্তিলাভ করিয়া কারাগার-সন্নিহিত পথ দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে। সেই সময় সেই পথ দিয়া একখানি ট্যাক্সি যাইতেছিল, পলাতক কয়েদী ট্যাক্সিওয়ালাকে গুলী করিবার ভয় দেখাইয়া ট্যাক্সি থামাইতে বাধ্য করে; তাহার পর ট্যাক্সিতে উঠিয়া গারে ডু নর্ড অভিমুখে ধাবিত হয়। ট্যাক্সিওয়ালা প্রাণভয়ে তাহার আদেশে ট্যাক্সিখানা বায়ুবেগে চালাইতেছিল।

"সেই ট্যাক্সির যিনি আরোহী ছিলেন, তাঁহার নাম মসিয়ে মারসাঁ; তিনি লিওঁর রেশম-ব্যাবসায়ী। পলাতক কয়েদী তাঁহার ট্যাক্সিতে উঠিয়া, তাঁহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া তাঁহার ওভারকোট ও হ্যাট কাড়িয়া লইয়াছিল। মসিয়ে মারসাঁ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া লা প্লেস ডি লা হেস্‌পিল্‌টিক নামক স্থানে সেই চলন্ত ট্যাক্সি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আহত হইয়াছেন।

"মসিয়ে মারসাঁ ট্যাক্সি হইতে পথে পড়িয়া আহত হইলে, চতুর্দ্দিকে সোরগোল উত্থিত হইল; একদল পুলিশ ও কারারক্ষী উত্তর বিভাগের ষ্টেশন অভিমুখে ধাবিত হইল। কিছুকাল পরে তাহারা জানিতে পারিল, পলাতক কয়েদীর মত একজন লোক লা স্যাপেল বিভাগের একটি দোকানে প্রবেশ করিয়া টাকার দাবী করে, এবং টাকা না দিলে তাহাকে গুলী করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। লোকটা এই উপায়ে দোকানদারের নিকট কিছু টাকা আদায় করিয়া রু মার্সাল নামক পথ দিয়া মন্তমাত্রে অভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিল!

"যথারীতি অনুসন্ধান আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই একদল পুলিশ এই পল্লী ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার কি ফল হইয়াছে, তাহা এখনও জানিতে পারা যায় নাই; তবে পলাতক কয়েদী যে ধরা পড়িবে—এইরূপই আশা করা যাইতেছে।

"অনুসন্ধানে জানিতে পারা গিয়াছে, কয়েদী নাস্‌মিথের স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, এবং সম্ভবতঃ সে দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত না। তাহার ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্যই তাহাকে টৌলুসের কারাগার হইতে মাল্‌মাইসনের কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছিল। টৌলুসের কারাগার হইতে অনেক বার সে নানা কৌশলে পলায়নের চেষ্টা করায় কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা হইয়াছিল—লোকটা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত; এই সকল অপরাধে তাহার দণ্ডের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

"পলাতক কয়েদী কি উপায়ে টোটাভরা পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিল, কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারেন নাই।'

স্মিথ লণ্ডনের দৈনিকে ফরাসী-রাজধানীবক্ষে সংঘটিত এই সংবাদটি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে

পাঠ করিল।—মিঃ ব্লেক এই সংবাদটি পাঠ করিয়াই স্মিথকে সঙ্গে লইয়া লণ্ডন হইতে সেইদিনই তাড়াতাড়ি প্যারিসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হ্যাটন্ গার্ডেনের বিখ্যাত জহরত-ব্যবসায়ী মিঃ মেয়ারের হত্যাকাণ্ডের ও তাহার দোকান লুণ্ঠিত হইবার পর মিঃ ব্লেক একাল পর্য্যন্ত ওল্‌গা নাস্‌মিথ ওরফে লোলা ডি গাইসের কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। মিঃ মেয়ারের হত্যাকাণ্ডের ও তাহার দোকান লুণ্ঠনের বিস্ময়কর বিবরণ 'কুহাকিনী রঙ্গিণী' নামক উপন্যাসে প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ ব্লেকের ধারণা হইয়াছিল, নাস্‌মিথের পলায়নের সহিত তাহার কন্যা রঙ্গিণী ওল্‌গার নিশ্চয়ই কোন সম্বন্ধ আছে এবং তিনি প্যারিসে উপস্থিত হইলে রঙ্গিণীর সন্ধান পাইবেন। রঙ্গিণী অদ্ভুত বুদ্ধি-কৌশলে কি ভাবে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়া তাঁহার গৃহ হইতে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, এবং সেই চতুরা মুখরা নারীর সহিত বুদ্ধির যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তিনি বড়ই অধীর হইয়াছিলেন। রঙ্গিণী নিদ্রা-উৎপাদক গ্যাসের সাহায্যে মিঃ ব্লেককে তন্দ্রাভিভূত করিয়া তাঁহার রুদ্ধদ্বার গৃহ হইতে পলায়ন করিলে, তিনি লণ্ডনের নানা স্থানে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু সে যেন বাতাসে মিশিয়া গিয়াছিল! তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টর হাকারেরও সকল চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। বস্তুতঃ যে কয়েদী কারারক্ষীগণের অজ্ঞাত উপায়ে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া প্যারিসের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিল—সে যে রঙ্গিণী ওল্‌গার পিতা, এবং তাহার প্রতি অত্যাচারের প্রতিফল প্রদানের জন্যই রঙ্গিণী ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে দস্যুবৃত্তি করিয়াছিল—ইহা লণ্ডনের ও প্যারিসের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল, কেবল মিঃ ব্লেকই এই সকল কথা জানিতেন।

জেনোফন নাস্‌মিথ অর্থাৎ রঙ্গিণী ওল্‌গার পিতার প্রকৃত পরিচয় লণ্ডন ও প্যারিসের পুলিশের অধ্যক্ষগণের অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক জানিতেন জেনোফন নাস্‌মিথ সাধু পুরুষ না হইলেও তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভা অসাধারণ ছিল; তথাপি সে যে যৌথ কারবারে যোগদান করিয়া তাহাতে তাহার সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছিল, সেই কারবারের অধ্যক্ষ একজন প্রকাণ্ড প্রতারক, তাহা সে বুঝিতে পারে নাই; কারবারের অধ্যক্ষ নাস্‌মিথের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া কারবারটিকে নষ্ট করিয়াছিল, এবং কারবারের সমস্ত অর্থ অপহরণ করিয়া টাকার জোরে 'নাইট' খেতাবের অধিকারী হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক আরও জানিতেন, নর্ত্তকী নাডা সিলেনস্কির গর্ভে জেনোফন নাস্‌মিথের যে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, সে তাহার পিতার প্রতিভা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার এবং তাহার মাতার রূপ ও প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিল। রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ তাহার পিতৃশত্রুর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, তাহাকে বিধ্বস্ত করিয়া, পিতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদান করিবে—ইহা সে স্বয়ং ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। এইজন্য রঙ্গিণী দস্যুদল সংগঠন করিয়া স্যার এন্‌সর নাথানের বিভিন্ন কারবার হইতে নানা কৌশলে বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের পুলিশ কোন দিন এই দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, রঙ্গিণীকেও কোন দিন সন্দেহ করিতে পারে নাই। রঙ্গিণী মিঃ ব্লেকের নিকট এ কথাও প্রকাশ করিয়াছিল যে, সে তাহার পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে এবং যদি তাহার পিতা নির্ব্বিঘ্নে ইউরোপে বাস করিতে না পারে পুনর্ব্বার তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকে—তাহা হইলে তাহাকে লইয়া বিষুব-রেখা অতিক্রম করিয়া মেজেলান প্রণালীতে উপস্থিত হইবে এবং সেই স্থান হইতে জাপানের পথে সাইবেরিয়া ঘুরিয়া শ্বেতসাগরে গমন করিবে, তথাপি তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিবে না।

এইজন্যই মিঃ ব্লেক লণ্ডনের দৈনিকে নাস্‌মিথের পলায়ন-সংবাদ পাঠ করিয়া রঙ্গিণী ওল্‌গা ও তাহার পলাতক পিতার সন্ধানে তাড়াতাড়ি প্যারিসে আসিয়াছিলেন, এবং রু ম্যাকেব্রের সেণ্ট জুলিয়েন হোটেলে বাসা লইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

স্মিথ কাগজখানি রাখিয়া বলিল, "আর কোন নূতন সংবাদ পাইলেন কি? পুলিশ কি নাস্‌মিথকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হ্যাঁ"।

—

দ্বিতীয় তরঙ্গ

যুক্তি তর্ক

মিঃ ব্লেকের উত্তর শুনিয়া স্মিথ সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আগ্রহ ভরে বলিল,—"বলেন কি কর্ত্তা! নাস্‌মিথ ধরা পড়িয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত বলিয়াছি—হাঁ।"

স্মিথ বলিল,—"কখন?"

মিঃ ব্লেক—"আজ সকালে।"

স্মিথ—"গ্রেপ্তার হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িলেন।

স্মিথ বলিল, "তবে?—সে কি ইচ্ছা করিয়া ধরা দিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক—"না।"

স্মিথ বিস্মিত ভাবে বলিল, "ইহাও নয়, উহাও নয়! তবে ব্যাপার কি কর্ত্তা? এখন সে কোথায়?"

মিঃ ব্লেক কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, "জেলখানার মড়িঘরে।" (যে ঘরে মৃতদেহ রক্ষিত হয়।)

স্মিথ বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি কি বলিতেছেন—সে মারা গিয়াছে? সে কি পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া তাহাদের গুলীতে নিহত হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাও নয়। তাহার বিকৃত দেহ পশ্চিম লাইনের ভার্সেলে শাখার কুর্বেভয়ের নিকটস্থ রেলের রাস্তার উপর পাওয়া গিয়াছে।"

স্মিথ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "শেষে কি লোকটা এইভাবে আত্মহত্যা করিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পুলিশ এইরূপই অনুমান করিয়াছে। ইতইলের বিশেষ-সংবাদদাতা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—নাস্মিথ যে সময় রেলের লাইন পার হইয়া পলায়ন করিতেছিল—ঠিক সেই সময় একখানি ট্রেণ সেই স্থানে আসিয়া পড়ায় সে দুই লাইনের মধ্যে পড়িয়া চাকার নীচে পিসিয়া গিয়াছে; হইতেও পারে।"

স্মিথ আর কোন কথা না বলিয়া টেবিলের কাছে গিয়া 'নুভেল্লি ডু সয়ার' নামক দৈনিক-পত্রিকাখানি দেখিতে লাগিল। নাস্মিথের মৃত্যু সম্বন্ধে 'লি ইতইলে' যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, 'নুভেল্লি'তেও তাহাই ছিল; কেবল 'আত্মহত্যা'র সিদ্ধান্তটি নূতন। তাহাতে এ কথাও লিখিত হইয়াছিল যে, "এখনও প্রকৃত রহস্যের উদ্ভেদ হয় নাই; এই ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যু কিরূপে টোটাভরা পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই; আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে টোটাভরা পিস্তলটা তাহার মৃতদেহের পাশেই পাওয়া গিয়াছে। অনুমান হয় সে কোন সুযোগে সেই পিস্তলটি সংগ্রহ করিয়াছিল, এবং তাহার সাহায্যে মুক্তিলাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জেলখানা হইতে বাহির হইয়াছিল।

"এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, নাস্মিথ পলায়নের পূর্ব্বে কোনরূপ উদ্যোগ আয়োজন করিবার সুযোগ পায় নাই। কারাগারের ভিতরে বা বাহিরে তাহার কোন সহযোগীও ছিল না। তাহার শরীর অসুস্থ ছিল, সেই অবস্থায় সে লা-স্যাপেল হইতে কুর্বেভয় পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া অত্যন্ত গলদঘর্ম্ম ও পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, এবং অবিলম্বে ধরা পড়িতে হইবে—এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া হতাশ হৃদয়ে সে চলন্ত ট্রেণের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে আত্মহত্যায় সেই হতভাগ্য পলাতক কয়েদীর ইহলীলার অবসান হইয়াছে।"

স্মিথ ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত না হইলেও ফরাসী দৈনিকখানি পাঠ করিয়া বর্ণিত বিষয়ের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার একজন সহকারীকে কারাগারে পাঠাইয়া সকল সংবাদ সংগ্রহ করিবেন; তবে পলাতক কয়েদী যে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই পিস্তলের কোন মালিক কারাগারে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, এজন্য অনুমান হয়, পিস্তলটি সে বাহির হইতে পাইয়াছিল।

'নোওভেলে' পত্রিকার একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন,—কারাগারের এক জন রক্ষীকে সন্দেহ হওয়ায় কারাধ্যক্ষ তাহাকে জেরা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহাকে থানায় প্রেরণ করা হইয়াছিল। পুলিশের সন্দেহ, সেই কারারক্ষী যখন নাস্মিথের কামরায় উপস্থিত হইয়াছিল—তখন সে অত্যন্ত মাতাল; তাহাকে বেহুঁস দেখিয়াই হউক বা তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াই হউক, নাস্মিথ কারাকক্ষ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু কারারক্ষী নিজের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য অবশেষে বলিয়াছিল যে, সে নাস্মিথের কামরায় প্রবেশ করিয়া তাহাকে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছিল; সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় দ্বারের চাবির গোছা তালায় লাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কয়েদী তাহাকে দেখিয়া দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করায়

সে তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল; সেই সময় হঠাৎ তাহার ঢুলুনী আসিয়াছিল। সেই সুযোগে কয়েদী তাহার কামরা হইতে বাহির হইয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে আরম্ভ করে; কারারক্ষী তাহার অনুসরণ করিবার জন্য সেই কক্ষের বাহিরে গিয়া তাহার সন্ধান পায় নাই! দরজার চাবিও সে দেখিতে পায় নাই। কয়েদী দরজা-সংলগ্ন তালা হইতে চাবির গোছা খুলিয়া লইয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়াছিল।

কারাগারের অধ্যক্ষ এবং পুলিশ তাহার এই গল্প বিশ্বাস করেন নাই; কয়েদী-নাস্মিথের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হঠাৎ প্রহরীর ঢুলুনী আসিয়াছিল, সেই সুযোগে কয়েদী তাহার কামরা হইতে পলায়ন করিল, কারারক্ষী তাহার অনুসরণ করিয়াও তাহাকে আর দেখিতে পাইল না—এরূপ অসম্ভব কথা তাঁহারা কি করিয়া বিশ্বাস করেন?—কিন্তু কারারক্ষী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে শপথ করিয়া বলিয়াছিল—তাহার একটি কথাও মিথ্যা নহে। উপসংহারে সংবাদদাতা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, কারারক্ষীর কথা সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে—কয়েদী নাস্মিথ কোন কৌশলে তাহাকে সম্মোহিত করিয়া সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিল। কারাগার হইতে পূর্ব্বে সে বহুবার পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল।

স্মিথ এই সংবাদ পাঠ করিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, নাস্মিথ কি কৌশলে তাহার কারাকক্ষ হইতে পলায়ন করিয়াছিল—তাহা কি কাগজ পড়িয়া জানিতে পারিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান হইতেছে—এই মাত্র জানিতে পারিয়াছি।—এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?"

স্মিথ বলিল, "এই কাগজখানার এই অংশটা পড়িয়া দেখুন কর্ত্তা!"—সে কাগজখানি মিঃ ব্লেকের হাতে দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানটির উপর অঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

মিঃ ব্লেক কাগজের সেই অংশটুকু পাঠ করিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "ইহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "আমাদের এখানে আসা সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অর্থাৎ?"

স্মিথ বলিল, "অর্থাৎ নাস্মিথের পলায়নে তাহার কন্যা রঙ্গিণী ওল্গার সহায়তা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারারক্ষীর হঠাৎ ঢুলুনি আসিবার কারণ কি, তাহা আপনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঘুম-পাড়াইবার গ্যাস?"

স্মিথ বলিল, "তাহা ভিন্ন আর কি? ওয়ার্ডার বেচারা মিথ্যা কথা বলে নাই; কিন্তু কয়েদী নাস্মিথের সহিত কথা কহিতে তাহার হঠাৎ ঢুলুনী আসিল কেন, এবং কয়েক মিনিটকেই বা কেন সে এক মুহূর্ত্ত মনে করিয়াছিল, তাহা সে জানিত না। মেয়ারের জহরতপূর্ণ সিন্দুক পাহারা দেওয়ার সময় লেসেলী কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল? না, আপনার ঘর হইতে রঙ্গিণী যখন অদৃশ্য হইয়াছিল, তখন আপনিই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন?—ওয়ার্ডার নাস্মিথের কারাকক্ষে প্রবেশ করিলে নাস্মিথ কথা কহিতে কহিতে তাহার অজ্ঞাতসারে গ্যাসের সেই বোমাটি তাহার পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা চূর্ণ হইয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্ডারের নিদ্রাকর্ষণ, এবং সেই সুযোগে নাস্মিথের পলায়ন;—কাজটা তাহার পক্ষে কঠিন হয় নাই কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গ্যাসের প্রভাবে কেবল ওয়ার্ডারটারই ঢুলুনী আসিল, নাস্মিথের নাসারন্ধ্রে সেই গ্যাস প্রবেশ করিল না?"

স্মিথ বলিল, "না, সে নিশ্বাস বন্ধ করিয়াই চম্পট দান করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গ্যাসের বোমা সে কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "যেরূপে সে পিস্তলটা সংগ্রহ করিয়াছিল। রঙ্গিণীর পক্ষে এ কাজ কঠিন হইয়াছিল—এরূপ মনে করিবার কি কোন কারণ আছে? প্রয়োজন হইলে সে ছুঁচের ছিদ্রের ভিতর হাতী পুরিতে পারে, ইহা ত আপনি জানেন।"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না, ঈষৎ হাসিয়া কাগজখানি দেখিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে তিনি মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কাগজে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছে—নাস্মিথের পলায়নে সাহায্য করিতে পারে—কারাগারের ভিতরে বা বাহিরে এরূপ লোক একজনও ছিল না। পুলিশ কাগজের রিপোর্টারদের নিকট এ কথা স্বীকার করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "পুলিশের দৃষ্টিশক্তি কিরূপ তীক্ষ্ণ—ইহা তাহারই প্রমাণ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিতে চাও—রঙ্গিণী ওল্‌গা তাহার পিতার পলায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি স্বীকার করিতেছ—রঙ্গিণী তাহার পিতাকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিবার জন্য যেটুকু কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিল, সেই-টুকু কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল; অর্থাৎ তাহার পিতা কারাগারের বাহিরে আসিয়া নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিতে পারিবে, কি ধরা পড়িবে, সে চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় নাই? বুড়া নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লয়—ইহাই রঙ্গিণীর ইচ্ছা ছিল?"

স্মিথ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কৈ, আমি ত সে কথা আপনাকে বলি নাই!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখা যাইতেছে? কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে—বৃদ্ধ নাস্‌মিথ পথে আসিয়া গুলী করিবার ভয় দেখাইয়া একখানি ট্যাক্সি থামাইয়াছিল, এবং সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া ট্যাক্সিচালককে বায়ুবেগে ট্যাক্সি চালাইতে বাধ্য করিয়াছিল।—পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে কাগজেই এ কথা লেখা হইয়াছে, ইহা মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, এ কথা সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ কথা; কিন্তু যে কাজের শেষ ফল অনিশ্চিত, সেই রকম কাঁচা কাজে কি রঙ্গিণী ওল্‌গাকে কখন হস্তক্ষেপণ করিতে দেখিয়াছ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আমি স্বীকার করি, রঙ্গিণী কখন এ রকম কাঁচা কাজ করে না। নাস্‌মিথ ধরা পড়িবার ভয়ে যে ভাবে দৌড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিল—তাহাতে মনে হয় বটে কারাগারের বাহিরে কাহারও নিকট তাহার সাহায্য লাভের আশা ছিল না, পুলিশেরও সেইরূপই ধারণা; কিন্তু—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তুটা মুলতুবি রাখিয়া আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও,—রঙ্গিণী ওল্‌গার দলভুক্ত দুর্দ্দান্ত দস্যুরা যাহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তাহাকে কি পলায়নের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরের ট্যাক্সিতে উঠিয়া ট্যাক্সির আরোহীর কোট ও টুপি কাড়িয়া লইবার প্রয়োজন হয়? না, কিছু টাকা সংগ্রহের জন্য কোন দোকানদারের দোকানে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ওভাবে গুলী করিয়া মারিবার ভয় দেখাইতে হয়? রঙ্গিণী ওল্‌গা কি জানিত না, তাহার পিতা বৃদ্ধ ও রুগ্ন?—তবে সে কোন বিবেচনায় তাহার পিতাকে পদব্রজে দৌড়াইয়া পালাইতে দিল? একপাল কুকুর যে ভাবে আতঙ্কবিহ্বল খরগোসের অনুসরণ করে—পুলিশ সেইভাবে তাহার পলাতক পিতার অনুসরণ করিবে, ইহা জানিয়াও সে তাহার প্রাণরক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন রহিল? তাহার পিতার জীবন কি তাহার নিকট এতই তুচ্ছ?—কেবল তাহাই নহে; রঙ্গিণী কি তাহার পিতার প্রতি এতই মমতাহীন যে, পুনর্ব্বার ধরা পড়িয়া কারারুদ্ধ হইবে, এই ভয়ে সেই বৃদ্ধ ক্লান্ত দেহে ভগ্ন হৃদয়ে পলায়ন করিতে গিয়া রেলের ট্রেণের নীচে চূর্ণ হইল, তথাপি সে তাহাকে রক্ষা করিবার কোন ব্যবস্থা করিল না? যে রঙ্গিণী তাহার পিতার উৎপীড়কদের বিধ্বস্ত করিবার জন্য নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, সে তাহার রুগ্ন পিতাকে কোন কৌশলে কারাগারের বাহিরে আনিয়া তাহার জীবন বিপন্ন করিল, তাহাকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার কোন ব্যবস্থা করিল না, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? এই জন্যই আমার বিশ্বাস, বৃদ্ধ নাস্‌মিথ রঙ্গিণী ওল্‌গার জ্ঞাতসারে জেলখানা হইতে পলায়ন করে নাই। রঙ্গিণী তাহার পলায়নে সাহায্য করিলে কখন তাহাকে ঐ ভাবে মরিতে হইত না।"

স্মিথ বলিল, "আপনার এই অনুমান সম্পূর্ণ সঙ্গত; কিন্তু আমার মনে হয় রঙ্গিণী তাহার পিতার পলায়নের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেও তাহার অনুচরবর্গের ত্রুটিতে বা অন্য কারণে, তাহাদের মধ্যে হয়ত কোনরূপ বিরোধ হওয়ায়, রঙ্গিণীর আদেশ কার্য্যে পরিণত হয় নাই—এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে। যাহারা নাস্‌মিথের উদ্ধারের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল—তাহারা যথাসময়ে যথাস্থানে তাহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত না থাকায় তাহাকে ঐ ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। আপনি মনে করিয়াছিলেন, রঙ্গিণী ওল্‌গা তাহার পিতার জন্য কোন মোটরকার পাঠাইয়াছিল, এবং গাড়ীখানি জেলখানার বাহিরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ও কথা মনে করি নাই, এবং তাহা তোমাকে বলি নাই।"

স্মিথ বলিল, "আপনি তাহা মনে না করিলেও—এইরূপই করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক—ইহা ত আপনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বৃদ্ধ নাস্মিথ যদি সেই গাড়ীতে উঠিতে পারিত, তাহা হইলে রঙ্গিণী তাহাকে এক ঘণ্টার মধ্যে দশান্তরে পাঠাইতে পারিত; রঙ্গিণীর ন্যায় শক্তিশালিনী দস্যুদল-নেত্রীর ইহা অসাধ্য নহে। রঙ্গিণী সম্ভবতঃ এইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার অনুচরবর্গের ত্রুটিতে তাহার সকল আয়োজন পণ্ড হইয়া গিয়াছে। সেই ত্রুটির প্রকৃত কারণ অনুমান করা আমাদের অসাধ্য।—গাড়ীখানি যে সময় যেখানে রাখিতে বলা হইয়াছিল, সেই সময় সেখনে হয়ত তাহা প্রেরিত হয় নাই। এ অবস্থায় নাস্মিথ আত্মরক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিল—তাহাই সে অবলম্বন করিয়াছিল; এবং তাহার যে ফল হইয়াছে—তাহা আমাদের অজ্ঞাত নহে। আপনি সম্ভবতঃ আমার এই যুক্তির সমর্থন করিবেন না; কিন্তু—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার এই যুক্তি সমর্থনের অযোগ্য, এ কথা আমি ত বলি নাই; কিন্তু ইহা সঙ্গত কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিব।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি পুলিশ-আফিসে টেলিফোন করিয়া মসিয়ে ভারলেনকে এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথাও চিন্তা করি নাই; এ সম্বন্ধে কি করা উচিত—তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।"

অতঃপর তিনি পরিচ্ছদ খুলিয়া রাখিয়া পাইপে তামাক সাজিয়া লইলেন, এবং শয্যায় বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন; তাঁহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে স্মিথের সাহস হইল না।

গভীর রাত্রি, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষ তাম্রকূট-ধূমে সমাচ্ছন্ন। তিনি তখনও জাগিয়া বসিয়া ছিলেন; সহসা সে কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া বিবি ম্যালার্ড মাথা বাড়াইয়া দিল। সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "মসিয়ের কোন অসুবিধা হয় নাই ত? আপনার আর কোন জিনিসের দরকার আছে কি?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া মাথা নাড়িলেন।

বিবি ম্যালার্ড বলিল, "আপনার অনুমতি হইলে এখন আমি শুইতে যাইতে পারি; নমস্কার মসিয়ে!"

বিবি ম্যালার্ড দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। একালে ইউরোপের কোন হোটেলের কর্ত্রী অতিথিগণের প্রতি এরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শনে অভ্যস্ত নহে, ইহা সেকেলে নিয়ম; কিন্তু বিবি ম্যালার্ড শয়নের পূর্ব্বে অতিথিগণের তত্ত্বতল্লাস লইয়া ও বিশ্রামের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিত।

ক্রমে আরও এক ঘণ্টা অতীত হইল, মিঃ ব্লেক তখনও চিন্তামগ্ন; তিনি শূন্য দৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিয়া শয্যায় বসিয়া ছিলেন। স্মিথ সেই কক্ষের এক কোণে বসিয়া একখানি ফরাসী উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। হঠাৎ সে পুস্তকখানি টেবিলে নিক্ষেপ করিয়া হাই তুলিল; তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি এখন শুইতে যাইবে না কি?

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা! বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এখনই শুইয়া পড়িব। কাল সকালে ভারলেনের সঙ্গে দেখা করাই স্থির করিলাম। শব-ব্যবচ্ছেদের সময় আমাকে এখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "নাস্মিথের শব-ব্যবচ্ছেদের সময়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহার ভিন্ন আর কাহার?

স্মিথ পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিল; সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি তাহার শয়ন-কক্ষ। মিঃ ব্লেকও ধূমপান শেষ করিয়া আলোক নির্ব্বাপিত করিলেন, এবং শয়ন মাত্রে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে কাহার করাঘাত-শব্দ শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন, রুদ্ধ দ্বারের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "কে এত রাত্রে দরজায় ধাক্কা দিতেছে?—কে তুমি? কি চাও?

উত্তর হইল, "আমি, পিয়ের ম্যালার্ড, মসিয়ে ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক সেই গভীর রাত্রে হোটেলের অধ্যক্ষকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য উৎসুক দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; তিনি 'সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিলেন, ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দুইটা বাজিয়া গিয়াছে! তিনি উৎকণ্ঠিত

ভাবে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। মুহূর্ত্ত পরে মসিয়ে ম্যালার্ড মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল; একটি পুরু ড্রেসিং-গাউনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত, মোজাবিহীন পায়ে কার্পেটের চটি জুতা। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন কোন কারণে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার চক্ষুতেও তিনি কৌতুহলের আভাস দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,"এত রাত্রে কি সংবাদ মসিয়ে ম্যালার্ড?"

ম্যালার্ড বলিল, "মসিয়ে ব্লেক, এই রাত্রেই একজন আপনার দর্শনপ্রার্থী। —সে অফিস-ঘরে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই অসময়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে—কে সে? তাহার নাম কি?

পিয়ের ম্যালার্ড শুষ্ক স্বরে বলিল, "সে আমার নিকট তাহার নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার পরিচিত?"

ম্যালার্ড বলিল, "সে বলিল, আপনার সহিত তাহার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ঘনিষ্ঠতা আছে? সে যুবক, না বৃদ্ধ?"

ম্যালার্ড দন্ত-কৌমুদী বিকাশ করিয়া বলিল, "যুবকও নহে, বৃদ্ধও নহে।—সে পরমাসুন্দরী তরুণী, বয়স তাহার কুড়ি বাইশ বৎসরের অধিক নহে; তাহার রূপে আমার আফিস-ঘর আলোকিত হইয়াছে। এই মধ্যরাত্রে সেই রূপসী নারী আপনার দর্শনপ্রার্থিনী। হা-হা, হী হী!

তৃতীয় তরঙ্গ

বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত

মিঃ ব্লেক বিস্ময়-প্রদীপ্ত নেত্রে মসিয়ে ম্যালার্ডের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।—মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া তিনি কৌতুহল ভরে বলিলেন, "পরমাসুন্দরী তরুণী তোমার হোটেলে এই রাত্রি দুটোর সময় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে? আশ্চর্য্য বটে!"

মসিয়ে ম্যালার্ড মিঃ ব্লেকের ভাবভঙ্গি দেখিয়া বড় আমোদ বোধ করিল। সে মিঃ ব্লেকের উপর বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "হ্যা মসিয়ে ব্লেক!—'এমন সুন্দরী নারী—কভু নাহি দেখেছি নয়নে!' তাহার বয়স কুড়ি কি বাইশ, দেখিয়া মনে হইল স্বর্গ হইতে পরী পথ ভুলিয়া আমার হোটেলে উপস্থিত হইয়াছে! আবার তখনই মনে হইল তাহার ত পাখা নাই, তবে নর্ত্তকীর পোষাক আছে বটে। সে মসিয়ের পত্নী বা ঐ রকম আর কিছু নয় ত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আঃ, কি যে বল তার ঠিক নাই! তুমি কি জান না আমি চিরকুমার, একাল পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই?"

মসিয়ে ম্যালার্ড বলিল, "সেইজন্যই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পত্নী না হউক, ঐ রকম আর কিছু কি না?"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার ধারণা তেমন উচ্চ নয় ম্যালার্ড! সে কথা যাক্, সেই যুবতী তোমাকে কি বলিল?"

ম্যালার্ড বলিল, "সে বলিল, তাহার কথা শুনিলেই আপনি আফিস-ঘরে গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, এখন আমার আর নড়িবার ইচ্ছা নাই। যদি আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে এখানেই পাঠাইয়া দিতে পার।"

ম্যালার্ড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এখানে? আপনার এই শয়ন-কক্ষে?—তা বেশ, আমি তাহাকে এ কথা জানাইব; কিন্তু যদি সে এই গভীর রাত্রে আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে সম্মত না হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য তাহার আগ্রহ থাকিলে সে এখানে আসিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হইবে না। যাও বন্ধু, যাহা বলিলাম—তাহাই কর।"

ম্যালার্ড প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি একটা কোটে দেহ আবৃত করিলেন। কৌতুহলে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ম্যালার্ডের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন ফরাসী দেশে পরমাসুন্দরী তরুণী কেবল একজনই থাকিতে পারে—যে মধ্যরাত্রে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না; কারণ রঙ্গিণী ওল্গা পূর্ব্বেও একদিন এইরূপ গভীর রাত্রে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধির যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত

করিয়াছিল। তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য সে সকল কর্ম্মই করিতে পারিত; এবং কি উদ্দেশে সে কখন কি কাজ করে—মিঃ ব্লেকেরও তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না। সেই ছলনাময়ী নারী কি উদ্দেশ্যে এই অসময়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রহভরে সেই 'পরমা সুন্দরী তরুণীর' প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কয়েক মিনিট পরে পিয়ের ম্যালার্ড মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষের দ্বার-প্রান্ত হইতে বলিল, "মসিয়ে ব্লেক, আপনার তরুণী বান্ধবী আসিয়াছেন, তাঁহার অভ্যর্থনা করুন।"

রঙ্গিণী ওল্‌গা নাসমিথ মসিয়ে ম্যালার্ডের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন তাঁহার অনুমান সত্য, রূপসী তরুণী রঙ্গিণী ওল্‌গাই বটে; কিন্তু তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যার তপনরাগে বিকশিত শতদলের যে শোভা পরিলক্ষিত হয়, তাহার চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখখানি তখন সেইরূপ সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার পরিধানে বহুমূল্য মখমলের পরিচ্ছদ, হীরকালঙ্কার-ভূষিত শুভ্র হাত দুইখানি তাহার কণ্ঠে সংস্থাপিত ছিল। তাহার পরিচ্ছদের বিশেষত্ব দেখিয়া মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল সে কোন রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করিতেছিল—সেই অবস্থায় তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনেরও বিলম্ব সহে নাই!

মসিয়ে ম্যালার্ডকে পশ্চাতে রাখিয়া রঙ্গিণী ওল্‌গা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে অগ্রসর হইল; কিন্তু তাহার মুখের গর্ব্বিত ভাব না দেখিয়া, এবং বেদনাভরা করুণ দৃষ্টিতে তাহাকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তাহার এই কাতরতা, এই ব্যথাভরা অশ্রুসজল দৃষ্টি আন্তরিক, না তাঁহাকে প্রতারিত করিবার জন্য অভিনয় মাত্র, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই রঙ্গিণী ওল্‌গা বিনীতভাবে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি ঘুমাইতেছিলেন; এ সময় আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে হইল—এজন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ঘুমাইতেছিলাম। আর এ সময় কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়া অনুচিত, ইহাও তোমার অজ্ঞাত নহে; তথাপি তুমি আসিয়াছ দেখিতেছি!"

রঙ্গিণী ওল্‌গা বলিল, "আমি কি আপনার শান্তিভঙ্গ করিয়াছি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাও কি তোমাকে বলিয়া দিতে হইবে?"

রঙ্গিণী বলিল, "হাঁ, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করুন, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি।—আমার সকল কথা শুনিলে আপনি আমার অপরাধ নিশ্চয়ই মার্জ্জনা করিবেন।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমার অনেক অপরাধই আমি মার্জ্জনা করিয়াছি, এবারও মার্জ্জনা করিতে কুণ্ঠিত হইব না; কিন্তু তোমার কি বলিবার আছে, শীঘ্র বল। আমি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, তাহার উপর ঘুমে আমার চক্ষু জড়াইয়া আসিতেছে।"

রঙ্গিণী তাহার পরিচ্ছদের গলার বোতাম খুলিল, তখন তাহার শুভ্র কণ্ঠ অনাবৃত হইল; তাহার মর্ম্মর-শুভ্র স্কন্ধেরও কিয়দংশ মিঃ ব্লেকের দৃষ্টিগোচর হইল; তাহার শুভ্র ফ্রক জালিকাটা চিক্কণ বস্ত্রে নির্ম্মিত; তাহা তাহার জানুর ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তাহাকে সেই বেশে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল—কোন গ্রীক ভাস্করের খোদিত মহিমময়ী নারীমূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। মিঃ ব্লেক বহুদিন পূর্ব্বে তাহার জননী নাডা সেলেনস্কিকে মস্কৌ নগরের ব্যাট থিয়েটারে নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলেন, এতকাল পরে সে যেন তরুণী নর্ত্তকীর বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে!—রঙ্গিণীও যে পারিসের কোন রঙ্গালয়ে নৃত্য করিতে করিতে হঠাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে—ইহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তাহার নৃত্য-কৌশলে মুগ্ধচিত্ত অগণ্য রসলুব্ধ দর্শকের মোহ ভঙ্গ করিয়া, তাহাদিগকে নিরাশ করিয়া সে কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে—তাহা জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন।

রঙ্গিণী হঠাৎ বলিল, "আমি একটু বসিতে পারি কি?

মিঃ ব্লেক দেখিলেন—তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত। তিনি কোমল স্বরে

বলিলেন, "হাঁ, ইচ্ছা হইলে অনায়াসে বসিতে পার। তুমি বসিবে—তাহাতে আমার আপত্তির কোন কারণ নাই মিস্ নাস্মিথ !"

মসিয়ে ম্যালার্ড দূরে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। রঙ্গিণীর মত সুন্দরী তরুণীর সহিত আলাপে মিঃ ব্লেকের গাম্ভীর্য্য এবং সংযতভাব দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সে বুঝিতে পারিল—তাহার সন্দেহ অমূলক; এই তরুণী অভিসারিকা নহে, মিঃ ব্লেকও সেভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিলেন না। এই যুবতীর অপরূপ রূপরাশি তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব-বিস্তার করিতে পারে নাই।—ম্যালার্ড মিঃ ব্লেকের ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া সেই কক্ষের মধ্যস্থানে উপস্থিত হইল, এবং রঙ্গিণীকে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল, মাদামোয়সেলিকে বড়ই পরিশ্রান্ত দেখিতেছি,—যদি এক পেয়ালা কাফি কি আর কিছু পান করিয়া একটু—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "না, ওসব হাঙ্গামার প্রয়োজন নাই পিয়ের! তুমি দয়া করিয়া এই কক্ষ ত্যাগ করিলে আমি উঁহার কথাগুলি শুনিতে পারি। তোমার সাক্ষাতে সকল কথা বলিতে হয় ত উঁহার একটু সঙ্কোচ হইতে পারে।"

কিন্তু রঙ্গিণী ওল্‌গা মিঃ ব্লেকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া পিয়েরে ম্যালার্ডকে অনুনয়ের স্বরে বলিল, "ধন্যবাদ মসিয়ে! আমি সত্যই বড় পরিশ্রান্ত; আমার জন্য এক পেয়ালা গরম গরম খুব কড়া কফি আনিয়া দিলে বড়ই বাধিত হইব।"

"হাঁ, নিশ্চয়ই আনিয়া দিব।—এ ত আমারই কাজ।"—বলিয়া ম্যালার্ড তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিল।—এরূপ রূপবতী তরুণীর প্রতি মিঃ ব্লেকের ব্যবহার দেখিয়া তাহার ধারণা হইল মিঃ ব্লেক নিতান্ত অরসিক, তিনি নারীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানেন না; জানোয়ার আর কি! (ব্রুট্)

মসিয়ে ম্যালার্ড গরম গরম কড়া কফি আনিতে গেল দেখিয়া রঙ্গিণী ওল্‌গা উঠিয়া চেয়ারখানি অগ্নিকুণ্ডের নিকট টানিয়া লইয়া বসিল, এবং হাত দু'খানি অগ্নিকুণ্ডের আগুনে উত্তপ্ত করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "বাহিরের ঘরখানা কি ভয়ানক ঠাণ্ডা! আমার সর্ব্বাঙ্গ হিমে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এখন খুব শীত পড়িতেছে কি না।"—তিনি কোটের পকেট হইতে সিগারেট-কেসটি বাহির করিয়া রঙ্গিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ধূমপান করিবে কি ?"

রঙ্গিণী বলিল, "না থাক, ধন্যবাদ।"—সে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, মুখ না ফিরাইয়াই একথা বলিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সত্যই কি তোমার ধূমপানের ইচ্ছা নাই ? ইচ্ছা থাকিলে বল, একটা সিগারেট দিই।"

রঙ্গিণী বলিল, "না, আমার ইচ্ছা নাই।"

মিঃ ব্লেক একটি সিগারেট লইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার পর খাটের ধারে পায়ের উপর পা রাখিয়া বসিলেন, এবং রঙ্গিণীকে বলিলেন, "আমি প্যারিসে আসিয়াছি—এ সংবাদ কোথায় পাইলে ?"

রঙ্গিণী হাসিয়া বলিল, "ভেড়ার পাল খোঁয়াড়ে ঢুকিল কি না—তাহা তাহাদের রক্ষী কুকুর কিরূপে জানিতে পারে ? আপনি দেউড়ী দিয়া প্যারিসে প্রবেশ করিয়াছেন কি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন্ দেউড়ী ?"

রঙ্গিণী বলিল, "ইংলণ্ড হইতে যে দেউড়ী দিয়া প্যারিসে প্রবেশ করিতে হয়—গারে ডি নর্ড।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি সেখানে ছিলে না কি ?"

রঙ্গিণী বলিল, "না, আমি ছিলাম না; আমার বন্ধুবান্ধবেরা সেখানে ছিল। তাহারা আপনার অনুসরণ করিয়া জানিতে পারে—আপনি এইখানে আসিয়া বাসা লইয়াছেন। তাহাদের কাছেই আপনার সংবাদ পাইয়াছি। তাহারা জানিত আপনার সংবাদ জানিবার জন্য আমার আগ্রহ আছে, এজন্য আমার আদেশ না পাইলেও তাহারা আমাকে সন্ধান জানাইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন আগুনের উত্তাপে তাহার মুখের মলিন ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহার গাল দু'খানি রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ক্লান্তি দূর হইয়াছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি উদ্দেশ্যে এই অসময়ে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ—তাহা ত বলিলে না। আর কতক্ষণ জাগিয়া বসিয়া থাকিব ? এই রাত্রেই তোমাকেও ত বাসায় ফিরিতে হইবে।"

রঙ্গিণী বলিল, আপনি লণ্ডন হইতে হঠাৎ আজ প্যারিসে আসিলেন কেন আগে বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা জানিয়াও আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? হাঁ, তুমি নিশ্চয়ই তাহা জান। আমি তোমাকে আগে যে প্রশ্ন করিয়াছি—তাহারই উত্তর আগে চাই। প্রশ্নের উত্তরের পরিবর্ত্তে আমি প্রশ্ন শুনিতে চাহি না। বল, এসময়ে কেন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ?"

রঙ্গিণী ধীরে ধীরে বলিল, "আপনার এখানে আসিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, এই কথা বলিতে আসিয়াছি।—আপনি জানিতে পারিয়াছেন—আপনার শ্রম অনর্থক হইয়াছে। আপনি যে উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন—তাহা সফল হইবার আর কোন আশা নাই; কারণ আপনি অনেক বিলম্বে প্যারিসে আসিয়াছেন। পিঞ্জরের পাখী পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গিয়াছে—তাহা ত আপনি জানেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথা বুঝিতে পরিলাম না; হেঁয়ালী ছাড়িয়া তোমার মনের কথা খুলিয়া বল।"

রঙ্গিণী মিঃ ব্লেকের চক্ষুর দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে শুনুন। আমাদের কথা-কাটাকাটি করিয়া সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। আজ রাত্রে আমার মনও ভাল নাই। কিরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—তাহা পূর্ব্বেই আপনি জানিতে পারিয়াছেন। কারণ আপনি সংবাদপত্র পড়েন নাই—এ কথা বিশ্বাসের অযোগ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সংবাদপত্রে কি পড়িয়াছি বলিতেছ?—তোমার পিতার পলায়নের সংবাদ?"

রঙ্গিণী বলিল, "সেই সংবাদ ভিন্ন কি আর কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই? কুরভিবয়ে কি সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা শুনিতে পান নাই—এই কথা আমাকে বিশ্বাস করিতে বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তাহা তোমাকে বিশ্বাস করিতে বলি না। আমি সেই সংবাদও কাগজে পড়িয়াছি, কিন্তু—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রঙ্গিণী ব্যগ্রভাবে বলিল, "তাহা হইলে ত আপনি নিঃসন্দেহই হইয়াছেন।—হাঁ, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। সব শেষ!—এখন আমি মুক্ত। সেই কথাই আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। আমার দলের লোকেরা আমার মনের কথা জানে; বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল একজনকেই আমার মনের কথা বলিবার জন্য আগ্রহ হইয়াছে, সেই একজন আপনি। আপনি ত জানেন—আমি কি উদ্দেশ্যে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়া আপনার বিরাগের পাত্রী হইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রতিহিংসা। তোমার পিতাকে যাহারা উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ করিয়াছিল—তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করাই তোমার উদ্দেশ্য ছিল—একথা তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে; কিন্তু সে কথা সত্য কিনা কিরূপে বলিব?—দস্যুর কাজ দেখিয়া তাহার সম্বন্ধে ধারণা করিতে হয়—তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিয়া লাভ নাই; তাহা জানিবার জন্যও আমরা আগ্রহ প্রকাশ করি না। প্রতিহিংসা তোমার উদ্দেশ্য হইতেও পারে—তাহাতে অন্যের কি যায় আসে?"

রঙ্গিণী দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনি যাহাকে প্রতিহিংসা বলিতেছেন—আমি তাহার অন্য নাম দিতে চাই। আপনাদের ইংলণ্ডের অনিন্দ্যসুন্দর আইনের বিধান অনুসারে নরহন্তার প্রাণদণ্ড হয়, পরস্বাপহারক দস্যু কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়।—আপনাদের আইনে কি এই কার্য্য প্রতিহিংসা বলিয়া গণ্য হয়? না, আপনাদের আইনে ইহার নাম বিচার। কোন নরহন্তার প্রাণদণ্ড হইলে আপনারা বলেন—সুবিচার হইল।—কিন্তু কথার অর্থ লইয়া আপনার সহিত তর্ক বিতর্ক করি, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।—তবে যদি আপনার কথাই মানিয়া লই, প্রতিহিংসার জন্যই যদি আমি একাল পর্য্যন্ত দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকি—তাহা হইলে আর তাহার প্রয়োজন নাই। এখন প্রতিহিংসা নিষ্ফল। আমি প্রতিপদক্ষেপে জীবন বিপন্ন করিয়াছিলাম—কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন দিন বিপদকে আলিঙ্গন করি নাই। যাঁহার জন্য এ কাজ করিয়াছিলাম—তিনি কে, তাহা আপনি জানেন; কেন আজ আমার কাজ শেষ হইয়াছে, তাহাও আপনি জানিতে পারিয়াছেন; তবে আর কি? আজ আমি মুক্ত।"

রঙ্গিণী সবেগে দণ্ডায়মান হইল।

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রঙ্গিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি সত্য কথা বলিতেছ?—এখন হইতে সৎপথে চলিবে—একথা কি আমি বিশ্বাস করিতে পারি?"

রঙ্গিণী বলিল, "আমার কাজ শেষ হইয়াছে বলিয়াছি, যে উদ্দেশ্যে যাহা করিতেছিলাম—তাহার প্রয়োজনীয়তাও শেষ হইয়াছে; সুতরাং আমি

এখন নিষ্ক্রিয়। ইহাকে যদি আপনি সৎপথ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তাহা হইলে আপনার সহিত আমার মতভেদ নাই। হাঁ, আপনার কথিত সৎপথই এখন আমার অবলম্বনীয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার পিতার মৃত্যুতে তোমার মতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে? তুমি তোমার পিতাকে উদ্ধার করিতে গিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছ, মৃত্যু কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পার নাই—এজন্য তুমি পাপের পথ ত্যাগ করিবে, আর কোন অন্যায় কাজ করিবে না—ইহাই কি তোমার নূতন সঙ্কল্প মিস্ নাস্মিথ! এত দিনে সত্যই কি তোমার সুমতি হইল?"

রঙ্গিণী কোন কথা না বলিয়া অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই।"

রঙ্গিণী বলিল, "আমি সৎপথে চলিব কি না, আমার সুমতি হইয়াছে কি না, তাহা আপনি বুঝিতে পারেন নাই বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি বলিতেছি, তোমার শক্তি অসাধারণ, তুমি অসামান্য বুদ্ধিমতী, তথাপি তুমি তোমার পিতার উদ্ধারের জন্য যে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, তাহা কি কারণে ব্যর্থ হইল? তোমার পিতার এরূপ শোচনীয় পরিণামের কারণ কি—এবং এজন্য কে দায়ী, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।"

রঙ্গিণী বিচলিত স্বরে বলিল, "সেই জন্যই কি আপনি আমাকে তিরস্কার করিতেছেন? গত কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া আমি যে উদ্বেগ ও যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট নহে? আপনি আমার মনের কষ্ট বুঝিতে পারিলে এভাবে তিরস্কার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। আপনি নিদ্রিত ছিলেন, তাহা জানিয়াও এই অসময়ে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছি; কিরূপ বিপদে পড়িয়া আমাকে আপনার নিকট আসিতে হইয়াছে, তাহা ত আপনি জানেন না, সে কথা শুনিলে আপনার মনে নিশ্চয়ই দয়ার সঞ্চার হইবে।"

রঙ্গিণী তৎক্ষণাৎ তাহার দেহের আবরণ-বস্ত্র খুলিয়া ফেলিল। সেই বহিরাবরণের নীচে নর্ত্তকীর পরিচ্ছদ ছিল, সে মিঃ ব্লেককে সেই পরিচ্ছদ দেখাইয়া আবেগভরে বলিল, "আমার এই বেশ দেখিয়া আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না কোথা হইতে আমি এখানে আসিয়াছি? আমি রয়েল থিয়েটারে নাচিতেছিলাম; আমার নৃত্য-কৌশলে, হাসির উচ্ছ্বাসে, আর আমার ভাঁড়ামিতে তরলমতি দর্শকগণ মোহিত হইয়াছিল, সেই সকল হতভাগ্য মুগ্ধ দর্শক হাঁ করিয়া যেন আমাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিল! তাহাদের ধারণা আমি বিখ্যাত নর্ত্তকী রীমা নালিফ্। হাঁ, আমি এই নামেই প্যারিসে পরিচিতা। আমার নাচের তালে তালে মধুবৃষ্টি হইতেছিল; আমার হাসিতে যেন অমৃত ঝরিতেছিল; কিন্তু আমার হাসির অন্তরালে কি বুক-ফাটা অশ্রুর তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল—তাহা কি মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ বুঝিতে পারিয়াছিল?"

রঙ্গিণী এইসকল কথা বলিয়া শ্রান্তভাবে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি সেইদিন সায়ংকালে রঙ্গিণীর এই অবস্থা দেখিলে বিচলিত হইতেন; কিন্তু তখন তাঁহার মনের ভাব অন্য রকম হইয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল মনে মনে তর্কবিতর্ক করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, মড়িখানায় কয়েদীর পরিচ্ছদাবৃত যে বিকলাঙ্গ মৃতদেহটি সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহা জেনোফন নাস্মিথের মৃতদেহ নহে। তাঁহার মনে হইল—রঙ্গিণী তাঁহার সহানুভূতি লাভের আশায় যে সকল কথা বলিল. যেরূপ কাতরতা প্রকাশ করিল, তাহা অভিনয় মাত্র, তাহা বাহ্যিক উচ্ছ্বাস; কিন্তু এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় তিনি কোন দিন কোন রঙ্গালয়ে দেখিতে পান নাই; রঙ্গালয়ের বাহিরে কোন নারী এরূপ অভিনয় করিতে পারে—ইহাও তিনি জানিতেন না। রঙ্গিণীর কথা শুনিয়া, ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তিনি মনে মনে তাহার অসাধারণ শক্তির প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না, তাহার দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল না।

রঙ্গিণী হঠাৎ মুখ হইতে হাত দুইখানি নামাইয়া নির্নিমেষ নেত্রে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, আমি রঙ্গমঞ্চে নাচিতেছিলাম; পাগ্‌লিয়াক্‌সির ভাঁড়ের মত হা হা হী হী করিয়া হাসিতেছিলাম। দর্শকগণ ফুলের তোড়া হাতে লইয়া আমাকে সেগুলি উপহার দেওয়ার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল; এবং তাহারা আমার অবসরের প্রতীক্ষায় ষ্টেজের দরজায় উঁকি দিতেছিল। সেই

সময় আমি তাহাদের ভীড় ঠেলিয়া এখানে পলাইয়া আসিলাম; কিন্তু তাহারা আর কোন দিন রীমা নালিফের নাচ দেখিতে, তাহাকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়া ধন্য হইতে থিয়েটারে যাইবে না। তাহারা আর কখন প্যারিসে আমাকে দেখিতে পাইবে না। আমি স্থানান্তরে যাইতেছি; হাঁ, এখনই আমি চলিয়া যাইব।"

রঙ্গিণী উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বিবর্ণ মুখে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল, "এক সময় প্যারিস খুবই ভাল লাগিত, এত দিন আমি এই ফরাসীরাজধানীর বড়ই পক্ষপাতিনী ছিলাম, কিন্তু এখন? এখন প্যারিস আমার পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য, প্যারিস আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; এখানে আর এক মুহূর্ত্ত আমার থাকিতে ইচ্ছা নাই। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমি প্যারিস ত্যাগ করিব, আর কখন এখানে আসিব না। এই জন্যই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম; অসময়ে আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া শান্তির ব্যাঘাত ঘটাইলাম। প্যারিস ত্যাগ করিলে আর ত আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইবে না। কেন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহা এখনও আপনাকে বলা হয় নাই। আপনার নিকট দস্যুতস্করগণের নামের যে তালিকা আছে—সেই তালিকায় আপনি আমার নামও লিখিয়া রাখিয়াছেন। আপনি আমার সকল কথাই শুনিলেন। সেই তালিকা হইতে আমার নামটি অপসারিত করুন—ইহাই আমার অনুরোধ। আপনি কি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিবেন না?

মিঃ ব্লেক কি বলিবেন, হঠাৎ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, রঙ্গিণী বিদায় প্রার্থনায় তাঁহার সম্মুখে হাত বাড়াইল; মিঃ ব্লেক তাহার মুখে মৃদু হাসি দেখিতে পাইলেন। সে হাসি বর্ষার অপরাহ্ণের তপনালোকের ন্যায় ক্ষীণ। মিঃ ব্লেক অত্যন্ত অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই কক্ষের বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। মিঃ ব্লেক একটু আশ্বস্ত হইলেন; মসিয়ে ম্যালার্ড কফি আনিয়াছে বুঝিয়া তিনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ভিতরে এস।"

পিয়ের ম্যালার্ড একখানি ট্রের উপর কফির পেয়ালা লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দেখিল, তরুণী সেই কক্ষত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়া তাহার গাত্রাবরণের বোতাম আঁটিতেছে—কফি আনিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে বুঝিয়া ম্যালার্ড বিনীত ভাবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। রঙ্গিণী ওল্‌গা তাহাকে ক্ষুব্ধ হইতে নিষেধ করিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিল।

পিয়ের ম্যালার্ড রঙ্গিণীকে প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, "কিন্তু মাদামইসেল! আপনি দয়া করিয়া কফিটুকু পান করিয়া যান। বাহিরে ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা; কফিটা খুব গরম আছে, আপনি ইহা পান করিলে—"

মসিয়ে ম্যালার্ডের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই কফির পেয়ালা ও পাত্র সমেত ট্রে-খানি তাহার হাত হইতে খসিয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে কাতর আর্ত্তনাদ করিয়া, দুই হাতে গলা ধরিয়া ধরাশায়ী হইল।

এই কাণ্ড মুহূর্ত্তমধ্যে ঘটিয়া গেল; সেই মুহূর্ত্তেই সুশীতল বায়ু-হিল্লোল জানালার ভিতর দিয়া সেই কক্ষে প্রবাহিত হইল। জানালার সম্মুখে তেপায়ার উপর চীনামাটীর একটি বৃহৎ ফুলদানী ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ হইয়াছিল।

রঙ্গিণী ওল্‌গা সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া এক লম্ফে সরিয়া গেল, এবং দেওয়ালের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মিঃ ব্লেক ভূলুণ্ঠিত মসিয়ে ম্যালার্ডের পাশে বসিয়া-পড়িয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন—মসিয়ে ম্যালার্ডের ঘাড় গুলীর আঘাতে ফুটা হইয়া প্রবল বেগে রক্ত ঝরিতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুতে উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিল।

স্মিথ পাশের কক্ষে ঘুমাইতেছিল, মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষের ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে এক লম্ফে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দেখিল—হোটেলওয়ালা পিয়ের ম্যালার্ড আহত হইয়া শোণিত-স্রোতে ভাসিতেছে, এবং রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ আড়ষ্টভাবে দেওয়ালের পাশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে! তাহার মুখ মৃতের ন্যায় বিবর্ণ।—স্মিথ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

মিঃ ব্লেক মুখ তুলিতেই সম্মুখে স্মিথকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকে বলিলেন, "মসিয়ে ম্যালার্ডকে কে গুলী করিয়াছে! তুমি শীঘ্র দোতালায় গিয়া বিবি-ম্যালার্ডকে ডাকিয়া আন। তাহার পর

পোষাক পরিয়া একজন ডাক্তারের সন্ধানে যাও।"

রঙ্গিণী ওল্‌গা দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, এতক্ষণ পরে সে কথা কহিল; ক্ষীণস্বরে বলিল, "না, না, উঁহাকে ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। মাদাম ম্যালার্ডকে এখানে ডাকিয়া আনিবার ব্যবস্থা করুন, আমিই ডাক্তার আনিতে যাইতেছি!"

রঙ্গিণী মিঃ ব্লেককে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। সে সেই অট্টালিকা হইতে নামিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অদৃশ্য হইল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই নিস্তব্ধ হোটেলে আতঙ্ক-কোলাহল উত্থিত হইল। বিবি-ম্যালার্ড তাহার দ্বিতলস্থ শয়ন-কক্ষ হইতে নামিয়া মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াই আহত স্বামীকে রক্তস্রোতে ভাসিতে দেখিল। স্বামীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল; কিন্তু সে অবিলম্বে আত্মসংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে পথে উপস্থিত হইল, এবং ডাক্তার ও পুলিশের সন্ধানে চারি দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে পুলিশের একজন কনষ্টেবল মিঃ ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল; একজন বিদেশীকে আহত হোটেলওয়ালার দেহের নিকট উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইল; সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল কি ব্যাপার? মসিয়ে ম্যালার্ড রক্তে ভাসিতেছেন দেখিতেছি; কে উঁহাকে গুলী করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে সকল কথা তুমি একটু পরে শুনিও, আগে একজন ডাক্তার ডাকিতে হইবে; কেহ কি ডাক্তারকে খবর দিয়াছে?"

দুই এক মিনিট পরে আর একজন পুলিশম্যান আসিয়া জুটিল; মুহূর্ত্ত-পরে আর একজনও আসিল। তাহার পশ্চাতে একজন ডাক্তার হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মসিয়ে ম্যালার্ডের দিকে চাহিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "এ কি ব্যাপার? পিয়ের ম্যালার্ড কি গুলীতে জখম হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ মহাশয়! উহার গলার কাছে গুলী বিঁধিয়াছে। অত্যন্ত ভয়ানক কাণ্ড! —আপনার এখানে আসিতে বিলম্ব হইতেছিল দেখিয়া আমি নিজেই একটু ডাক্তারী করিয়াছি, রক্তস্রাবটা আপাততঃ বন্ধ করিয়া দিয়াছি; এখন যাহা করিতে হয় আপনি করুন। আপনাকে কে ডাকিতে গিয়াছিল ডাক্তার!"

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ কোট ও হাতের দস্তানা খুলিয়া ফেলিয়া মসিয়ে ম্যালার্ডের মাথার কাছে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "একজন পুলিশম্যানের নিকট এই সংবাদ পাইয়া তাড়াতাড়ি এখানে আসিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কি! একটি তরুণী আপনাকে ডাকিতে যায় নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "না। এখন জেরা বন্ধ রাখুন, আগে আমি ক্ষত পরীক্ষা করি।"

ডাক্তার মসিয়ে ম্যালার্ডের ক্ষতমুখে অস্ত্র চালাইয়া ক্ষত পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক উঠিয়া সেই কক্ষের জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং জানালার শার্শি খুলিয়া দিলেন। তিনি শার্শি পরীক্ষা করিয়া শার্শির সর্ব্বনিম্ন অংশে গুলার একটি ছিদ্র দেখিতে পাইলেন। সেই জানালার পশ্চাতেই রাজপথ। পথের অন্য ধারে একটি দ্বিতল অট্টালিকা। মিঃ ব্লেক জানালা দিয়া মাথা বাড়াইয়া পথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে জনপ্রাণীকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি আশা করিয়াছিলেন রঙ্গিণী ওল্‌গা সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিবে; কিন্তু সে আর সেখানে ফিরিল না। রু ম্যাকাব্রেতে আর তাহার সন্ধান মিলিল না।

চতুর্থ তরঙ্গ

অভিযুক্ত

মিঃ ব্লেক চিরদিন স্বদেশীয় বিচার-প্রণালীর পক্ষপাতী। তাঁহার ধারণা, ইংরাজের আইনে যেমন নিরপেক্ষ ভাবে নিক্তির তৌলে সুবিচার হয় —ইউরোপের অন্য কোন দেশে সেরূপ নিরপেক্ষ বিচারের আশা নাই। এইজন্য ফরাসীদেশ-প্রচলিত বিচার-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার তেমন শ্রদ্ধা নাই। ফরাসীদেশের আইনে অনেক খুঁত আছে, এবং সুবিচার সর্ব্বত্র সুলভ নহে বলিয়াই তাঁহার ধারণা। তিনি ডিটেক্‌টিভ, এজন্য পুলিশের সহিত পরোক্ষ-ভাবে তাঁহার সম্বন্ধ আছে; গোয়েন্দাগিরি উপলক্ষে

তাঁহাকে ইউরোপের নানা দেশে যাতায়াত করিতে হয়, কিন্তু তিনি স্বদেশীয় পুলিসের তদন্ত-পদ্ধতিই নিখুঁত বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফরাসী-পুলিশের তদন্ত-প্রণালীর অনেক খুঁত তাঁহার চোখে পড়িত। —ইংলণ্ডে কেহ কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হইলে বিচারালয়ে তাহার জেরা পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; সে অপরাধী কি নিরপরাধ—ইহাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয়। ফরিয়াদী-পক্ষকেই তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে হয়; কিন্তু ফরাসীদেশে যে ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়—ফরাসী-পুলিশ গুঁতার চোটে তাহাকে 'বাবা' বলায়! ছলে বলে বা কৌশলে তাহাকে দিয়া অপরাধ স্বীকার করাইয়া লয়, এবং তাহার সেই স্বীকারোক্তি বিচারালয়ে অকাট্য সত্য বলিয়া গৃহীত হয়; সুতরাং বিচার-কার্য্য অতি সহজেই সুসম্পন্ন হয়। বিচার শেষ করিতে অধিক সময় লাগে না, সরকারের অর্থব্যয়ও অল্প হইয়া থাকে। ফরাসী-পুলিশ সুবিচারের না হউক, বিচারকের সহায়, তাঁহার শ্রম লাঘব করে। এদেশের অনেক ডেপুটী-হাকিমও পুলিশের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকা বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহারা বদলী হইলে স্থানীয় পুলিশ শোকাভিভূত হইয়া তাঁহাদের বিদায়-উপলক্ষে 'রঘুনন্দনের'ও ব্যবস্থা করিয়া থাকে!

কিন্তু ইংরাজের বিচার-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইংরাজের আইন অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রথমেই সতর্ক করা হয়—সে যেন বুঝিয়া-সুজিয়া কথা বলে, কারণ সে যাহা বলিবে তাহা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, সে যাহাতে নিরপেক্ষ বিচারে বঞ্চিত না হয়, এ জন্য তাহাকে আত্মসমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়, সে সুদক্ষ উকীল-ব্যারিষ্টারের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি, কোন মামলায় গবর্মেণ্ট ফরিয়াদী হইলেও আদালতে আসামীর আত্মসমর্থনের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে; কিন্তু ফরাসী দেশে পুলিশের কাছে একবার দোষ স্বীকার করিলে বিচারালয়ে তাহার নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। ইংরাজের আইনের মত নিরপেক্ষ আইন পৃথিবীতে নাই; তবে যে মধ্যে মধ্যে বিচার-বিভ্রাট ঘটে—সেজন্য আইন দায়ী নহে। এদেশেও বিচার-ব্যভিচার লক্ষিত হইয়া থাকে; কারণ বিচারক অভ্রান্ত নহেন, এবং বর্ণ-বৈষম্য অনেক সময় সুবিচারের পরিপন্থী হইয়া থাকে। ইহার ফলে 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়!'

যাহা হউক, ফরাসী দেশে ফৌজদারীর আসামী হওয়া যে বড়ই বিড়ম্বনাজনক—এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।—মিঃ ব্লেককে ফরাসী দেশে আসিয়া কখন কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইতে হয় নাই; কিন্তু তিনি মসিয়ে ম্যালার্ডের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, সেই রাত্রে পুলিশের সুনজরে পড়িয়া যেরূপ বিড়ম্বনা ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় চিরজীবন তাঁহার স্মরণ থাকিবে। ফরাসী পুলিশ যাহাকে অপরাধী বলিয়া সন্দেহ করে—তাহাকে পুলিশের হস্তে কিরূপ নিগৃহীত হইতে হয়, সেই স্মরণীয় ঘটনার রাত্রে তিনি তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইলেন।

যে সময় ডাক্তার মসিয়ে ম্যালার্ডের ক্ষত পরীক্ষা করিতেছিলেন—সেই সময় স্থানীয় থানার একজন ইন্‌স্পেক্টর সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। লোকটার প্রকাণ্ড মাথা, এবং কাতলা মাছের মত আকর্ণ-বিশ্রান্ত হাঁ। তাহার মেজাজ দেখিলে সন্দেহ হইত ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনে সে জলাতঙ্ক রোগে (hydrophobia) ভুগিতেছে; তাহার উপর তাহার দম্ভের পরিচয় পাইলে মনে হইত ফরাসী-সাধারণ-তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট অপেক্ষাও তাহার পদমর্য্যাদা অধিক।—লোকটির চেহারা দেখিয়াই মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল —এই ইন্‌স্পেক্টরটি দ্বিপদ গর্দ্দভ। তাঁহার অন্য দুইখানি পা দৃষ্টির অগোচর থাকিলেও তাঁহার কণ্ঠস্বরে গর্দ্দভকণ্ঠের মাধুর্য্য সুপরিস্ফুট।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ মসিয়ে ম্যালার্ডের আততায়ী-সন্দেহে ধৃত হইয়া স্থানীয় থানায় প্রেরিত হইলেন; দুইজন পুলিশ প্রহরী তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিল। তাঁহাদের সঙ্গে যে 'পাসপোর্ট' ছিল, থানার একখানি বড় খাতায় প্রথমেই তাহা নকল করিয়া লওয়া হইল; যেন সেই ছাড়-পত্রেই তাঁহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইবে! অতঃপর তাঁহাদিগকে যে ভাবে জেরা করা হইল, তাহা অতীব কৌতূহলোদ্দীপক; সেই জেরার নমুনা মিঃ ব্লেকের 'ডায়েরী' হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইন্‌স্পেক্টর রাসভবিনিন্দিত স্বরে বলিল, "হুম্! তারপর, যা' খাঁটি সত্য কথা—তাহাই বলিবে, না চর্কি-কলে তুলিয়া সে কথা তোমাদের মুখ দিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে? সেই মেয়ে মানুষটি কে বল দেখি বাপ্‌ধন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তোমার স্মরণ-শক্তি যখন অতখানি ক্ষীণ তখন পুলিশের চাকরী না করিয়া

বাবুর্চ্চিগিরি করিলেই বেশ মানাইত। সেই মেয়ে মানুষটি কোন বাজে স্ত্রীলোক নহে; রু ডি লি এন্‌ভার্স'এ যে নাচঘর আছে, সে সেই নাচঘরের নর্ত্তকী—তাহার নাম মাদামইসেল নালিফ্‌।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "বটে, তাহার নাম পূর্ব্বেই বলিয়াছ; কিন্তু তাহার সহিত তোমাদের কি সম্বন্ধ তাহা ত বল নাই; আজ রাত্রি দুইটার সময় সে আচম্বিতে তোমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল—এ কিরূপ তামাসা জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে তাহাব ঘরোয়া কোন কোন কথার আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে সেখানে দেখা করিতে গিয়াছিল। তাহার ঘরোয়া ব্যাপারের সহিত পুলিশের কোন সম্বন্ধ নাই; তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ তোমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা।"

ইন্‌স্পেক্টর মুখ বিকৃত করিয়া রুক্ষস্বরে বলিল, "তুমি যে ভারি লম্বা লম্বা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে! আমার কাছে ও রকম ফুটুনী (insolence) চলিবে না। সোজা হইয়া আমার কথার জবাব দাও, না দিলে—" ইন্‌স্পেক্টব কথা শেষ না করিয়া কর-পল্লব মুষ্টিবদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, ভদ্র ভাবে কথা বল।—আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর দাঁত বাহির করিয়া বিকট মুখভঙ্গি করিল। স্মিথ তাহাব ভঙ্গি দেখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিয়া লইল।

ইন্‌স্পেক্টর মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া লইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে তাহার ঝগড়া হইয়াছিল। কে প্রথমে ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছিল, তুমি না সে?—ঝগড়ার কথা আমার কাছে অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। আমি জানি তোমরা ঝগড়া করিয়াছিলে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা ঝগড়া করিয়াছিলাম তাহা তুমি জান?—ইহা তোমার জানা থাকিলে কে প্রথমে ঝগড়া করিয়াছিল তাহাও তুমি জান।"

ইন্‌স্পেক্টর মাথা নাড়িয়া বলিল, "শুধু কি ঝগড়া? মুখোমুখি শেষ হইলে সে চটিয়া-মটিয়া পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়াছিল; তুমি বেগতিক দেখিয়া তাহার হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছিলে। তোমাদের ঝগড়া শুনিয়া হোটেলের মালিক মসিয়ে ম্যা—ম্যালার্ড তোমার শয়ন-কক্ষে আসিয়াছিল। তুমি ছুঁড়ির হাতিয়ার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলে টোটাভরা পিস্তলটা হঠাৎ আওয়াজ হইয়া গেল। মসিয়ে ম্যালার্ড অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল, পিস্তলের গুলী বোঁ করিয়া বাহির হইয়া সেই বেচারার গলায় বিঁধিল। সে তৎক্ষণাৎ মেঝের উপর পড়িয়া গেল। হুঁ, হুঁ, পুলিশের কাজে চুল পাকাইলাম, এই সোজা কথাটা বুঝিতে পারি নাই মনে করিতেছ? যাহা হউক, ছুঁড়ি মানুষ ঘাল করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কেমন, সত্য কি না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সব টুকু সত্য নয়, দুই একটা কথা বাদ পড়িয়া গিয়াছে।" ইন্‌স্পেক্টর খুসী হইয়া বলিল, "বটে বটে! তা কোন্ কথাটা বাদ পড়িয়াছে বল। তুমি সত্যবাদী ইংরাজ, নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পিস্তল হইতে গুলী বাহির হইবার সময় শব্দ হয় নাই, গুলীটা নিঃশব্দেই বাহির হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, তা' হইতেই পারে না, গুলী চলিল, শব্দ হইল না—এ-ও কি একটা কথা? তুমি কি কালা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি কালাও নহি, কানাও নহি; অর্থাৎ সকলই দেখিতে শুনিতে পাই। আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। পিস্তলের শব্দ শুনিয়াছে—এরূপ কোন সাক্ষী হাজির করিতে পার?"

ইন্‌স্পেক্টর মুখ সিট্‌কাইয়া বলিল, "সাক্ষী হাজির করা না করা আমার ইচ্ছা। তোমার আর কি বলিবার আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মাদামইসেল নালিফের সঙ্গে আমার ঝগড়া হইয়াছিল—সে কথা ত বলিলে, কিন্তু একটা কাজের কথা বলিতে ভুল করি'লে কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "কোন্ কথাটা বলিতে ভুল হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মাদামইসেল নালিফ্‌ বাহিরে গিয়া জানালার ধারির উপর উঠিয়া বসিল, এবং শার্শি বন্ধ থাকিলেও এমন তাকে পিস্তল ছুড়িল যে, পিস্তলের গুলী শার্শি ফুটা করিয়া পিয়ের মালার্ডের গলায় বিঁধিল। সেই যুবতী ঐ ভাবে গুলী না চালাইলে কি জানালার শার্শি ফুটা হইত?"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিল, "গুলীতে শার্শি ফুটা হইয়াছে? ও আবার কি কথা? না, না, তুমি কল্পনা করিয়া এ কথা বলিতেছ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার কল্পনায় শার্শি ফুটা হইযাছে, কি পিস্তলের গুলীতে ফুটা হইয়াছে,

তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। আমার কথা তুমি কেন বিশ্বাস করিবে ?"

ইন্‌স্পেক্টর একজন সার্জ্জেণ্ট ও দুই জন কনষ্টেবলকে নিম্নস্বরে কি বলিল; একজন কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল; মিঃ ব্লেক বুঝিলেন যে, তাঁহার শয়ন-কক্ষের শার্শি পরীক্ষা করিতে চলিল।

কনষ্টেবল প্রস্থান করিলে ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে বলিল, "এখন আমার কথাগুলা মন দিয়া শোন দোস্ত! তুমি হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছ—তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। এখন সকল কথা স্বীকার না করিলে তোমার বাঁচিবার উপায় নাই। তবে গিলটিনে তোমার মাথা কাটা যাইবে, সে আশঙ্কা নাই, কারণ পিয়ের ম্যালার্ডকে তুমি গুলী করিয়াছ—ইহার কোন প্রমাণ নাই, আমিও তাহা বিশ্বাস করি না। আর সেই নর্ত্তকীর সঙ্গে প্রেম—ওটা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তোমরা ইংরাজরা সকলেই একরকম প্রকৃতির লোক। দেশে তোমার বোধ হয় মান সম্ভ্রম আছে, কিন্তু এ দেশে সাধারণ কুলি-মজুরের সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নাই। তুমি মনে করিয়াছ কেলেঙ্কারীটা অনেক দূর গড়াইবে, এ সংবাদ লণ্ডনে পৌঁছিবে, এবং তোমার স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধবের কর্ণগোচর হইবে; এই জন্যই তুমি সত্য কথা গোপন করিতে উৎসুক হইয়াছ; তোমাদের দেশের যে সকল মহাত্মা ডুব দিয়া জল পান করেন, তাঁহারা তোমার কেলেঙ্কারীর কথা শুনিয়া কানে হাত দিয়া ছি ছি করিবেন—ইহাই তোমার প্রধান ভয়, তাহা কি বুঝিতে পারি নাই? কিন্তু আমার কথায় নির্ভর করিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, কোন কথাই প্রকাশ হইবে না, সমস্তই আমি গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করিব; বুঝিয়াছ? তুমি অপরাধ স্বীকার করিলেই সকল গোলমাল মিটিয়া যাইবে। আরমাণ্ড! এই আসামী অপরাধ স্বীকার করিবে, তুমি উহার কথাগুলি লিখিয়া লও।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি ত অনেক কথাই বলিলে, এখন আমি যাহা বলি—সেই কাজটি করিবে কি? তুমি পুলিশ-আফিসে টেলিফোন করিয়া জিজ্ঞাসা কর আমার বন্ধু মসিয়ে ভারলেন সেখানে আছেন কি না; যদি তিনি সেখানে থাকেন, তাহা হইলে আমি আমার সকল কথা তাঁহাকেই বলিব। তিনি সেখানে না থাকিলে পুলিশের অধ্যক্ষকে বল—রবার্ট ব্লেক লণ্ডন হইতে আসিয়াছেন, কোন জরুরী কাজের জন্য তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করিবেন। যদি কোন ফ্যাসাদে পড়িতে না চাও, তাহা হইলে আমার কথা-মত কাজ কর; আমার কথা অগ্রাহ্য করিলে এমন বিপদে পড়িবে যে, তোমার চাকরী বজায় রাখাই কঠিন হইবে।"

মিঃ ব্লেক এরূপ দৃঢ়তার সহিত কথাগুলি বলিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে সাহস করিল না। সে মিঃ ব্লেককে কায়দা করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল; এবং একজন সার্জ্জেণ্টের কানে কানে কি বলিয়া অগত্যা টেলিফোনের কলের কাছে উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। সেই এক রাত্রে যে সকল ঘটনা ঘটিল—তাহার আলোচনা করিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। নিরীহ পিয়ের ম্যালার্ড হঠাৎ কোন অজ্ঞাতনামা আততায়ীর পিস্তলের গুলীতে আহত হইল, সে বাঁচিবে কি না সন্দেহ; অথচ কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে গুলী করিল, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। তাহার উপর তাঁহাকে অকারণ ফৌজদারীর আসামী হইতে হইল! অতঃপর তিনি কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। পিয়ের ম্যালার্ডের হত্যার চেষ্টার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া তিনি অধিকতর চঞ্চল হইলেন। তাহাকে হত্যা করিয়া কাহার কি লাভ হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার ধারণা হইল, সেই গুলী তাঁহাকে বা রঙ্গিণী ওল্‌গাকে লক্ষ্য করিয়াই নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। জানালার নিকট চীনা-মাটীর যে ফুলদানীটা মেঝের উপর পড়িয়া চূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে বাধা পাইয়া গুলীটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল, এবং ছিট্‌কাইয়া মসিয়ে ম্যালার্ডের কণ্ঠে বিদ্ধ হইয়াছিল। গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহার ও রঙ্গিণী ওল্‌গার জীবন-রক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু পিয়ের ম্যালার্ডের জীবন-সংশয়!

রঙ্গিণী ওল্‌গা ডাক্তার ডাকিবার ছল করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; সে মিঃ ব্লেকের নিকট প্রত্যাগমন না করায় তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—তাহার ইঙ্গিতেই তাহার কোন অনুচর লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইয়াছিল; কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা থাকিলে রঙ্গিণী কি তাহার দুঃখের কথা বলিবার জন্য সেই গভীর রাত্রে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত? তাঁহার অনুমান হইল রঙ্গিণী

প্রাণভয়েই পলায়ন করিয়াছিল; সম্ভবতঃ সে বুঝিয়াছিল—তাহাকেই গোপনে হত্যা করিবার জন্য সেই গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রঙ্গিণী তাঁহার সকল প্রশ্নের উত্তর না দিয়া পলায়ন করায় তিনি দুঃখিত হইলেন।"

অল্পকাল পরে ডাক্তার থানায় আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পিয়ের ম্যালার্ড এখন কেমন আছে ডাক্তার!"

ডাক্তার বলিলেন, "জীবনের আশঙ্কা নাই; কিন্তু এ যাত্রা খুব বাঁচিয়া গেল বটে, (But it was a narrow escape) গলা হইতে গুলীটি বাহির করিতে পারিব কি না সন্দেহ ছিল; অনেক কষ্টে তাহা বাহির করিয়াছি। গুলীটা সাধারণ গুলি নহে; ইহার আকার অসাধারণ।" (unusual type)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুলীটা আমাকে দেখাইবেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর ব্যগ্র স্বরে বলিল, "না, না, উহাকে দিবেন না। আমার হাতে দিন।"

ডাক্তার ইন্‌স্পেক্টরের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া বলিলেন, "উহার হাতে দিলে উনি কি গুলীটা গিলিয়া ফেলিবেন? এটা কি কলা? তুমি পাগল হইয়াছ না কি?"

ডাক্তার গুলীটা পকেট হইতে বাহির করিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিলেন। মিঃ ব্লেক গুলীটা পরীক্ষা করিতে করিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। গুলীটির পশ্চাদ্ভাগ সাধারণ গুলী অপেক্ষা প্রশস্ততর। মিঃ ব্লেক কোন দিন কোন টোটার এরূপ গুলী দেখিতে পান নাই, সম্পূর্ণ নূতন ধরণের গুলী!

ডাক্তার মিঃ ব্লেকের নিকট হইতে গুলীটি ফেরত লইয়া ইন্‌স্পেক্টরের হাতে দিলেন, তাহার পর তাহাকে বলিলেন, "গুলীটা সাবধানে রাখিবেন ইনস্পেক্টর! এ বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! বৃদ্ধ ম্যালার্ড দীর্ঘ কাল হইতে আমার পরিচিত; তাহার মত নির্ব্বিরোধ শান্ত শিষ্ট লোক আমি অল্পই দেখিয়াছি; তাহাকে হত্যা করিবার জন্য কাহারও আগ্রহ হইতে পারে—ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য; তথাপি তাহাকে এই ভাবে আহত হইতে হইল! কে কি কারণে তাহাকে গুলী করিল বুঝিবার উপায় নাই। গুলীটা এ দেশের জিনিস নয়। শুনিয়াছি পিস্তল হইতে গুলী বাহির হইবার সময় শব্দ হয় নাই। সমস্ত ঘটনাই রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মসিয়ে ম্যালার্ড আমার শয়ন-কক্ষে আসিয়া এই গুলীতে আহত হইয়াছিল, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম; পিস্তলের আওয়াজ হয় নাই—এ কথা সত্য।"

এই ডাক্তারটি বিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক; তিনি বহুদিন পুলিশ-সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কথায় কথায় ম্যাল্‌মাইসন কারাগার হইতে পলাতক কয়েদীর আকস্মিক মৃত্যুর কথা উত্থাপিত করিয়া বলিলেন কুর্ব্বেভয়ের রেলের লাইনে যে বিকলাঙ্গ মৃতদেহটি পাওয়া গিয়াছে—তাহা তিনি না দেখিলেও সে সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "নর্দ্দারণ হাসপাতালের ডাক্তার রেনার্ড অল্পবয়স্ক চিকিৎসক হইলেও তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব আছে। আজ রাত্রে আমি তাহার সঙ্গে একত্র আহার করিয়াছিলাম। সেই সময় সে কয়েদীর মৃতদেহ সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলিয়াছিল। রেনার্ডের বয়স অল্প হইলেও ছোকরা খুব চতুর; তাহার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল যদি আমরা পুলিশের বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে আমরা যে কোন মামলা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি! রেলের কর্ম্মচারীরা বলিয়াছিলেন উক্ত দুর্ঘটনার পূর্ব্বে একখানি মাত্র ট্রেণ সেই লাইনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। লাইনের সিগ্‌ন্যালম্যান বলিয়াছিল—রাত্রি সাড়ে বারটার সময় লোকটা রেলের লাইনে আসিয়া ট্রেণে কাটা পড়িয়াছিল; কিন্তু রেনার্ড বলিতেছিল—রাত্রি বারটার অনেক আগেই লোকটার মৃত্যু হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক ডাক্তারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, স্মিথও বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেক ডাক্তারকে বলিলেন, "আপনি যে বড়ই অদ্ভুত কথা বলিতেছেন! ট্রেণে কাটা পড়িবার অনেক পূর্ব্বে লোকটার মৃত্যু হইয়াছিল? ডাক্তার রেনার্ডের এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "রেনার্ড মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। রেনার্ডের বিশ্বাস—লোকটা কোন রোগে মারা গিয়াছিল। সম্ভবতঃ সে রেলের লাইনের উপর আসিবামাত্র অবসন্ন-দেহে পড়িয়া গিয়া সেই স্থানেই মারা যায়—তাহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে ট্রেণখানি সেই লাইনে আসিয়া তাহার মৃতদেহের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছিল।—ডাক্তার রেনার্ড এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও, পুলিশ বলিয়াছে, কয়েদীটাই লাইন পার

হইয়া পলায়ন করিতে গিয়া চলন্ত ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই বিচিত্র কথা! ডাক্তার রেনার্ড কি তাঁহার অভিমত পুলিশের গোচর করিয়াছেন?"

বৃদ্ধ পুলিশ-সার্জ্জন মাথা নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "না, পুলিশের কাছে সে একথা প্রকাশ করে নাই। তাহার বয়স কম; সুতরাং সে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে—তাহা অভ্রান্ত বলিয়া ঘোষণা করিবার মত মনের বলও তাহার নাই। এজন্য তাহার দোষ দিতে পারি না, তরুণ চিকিৎসকদের আত্মনির্ভরের শক্তি অল্প। বিশেষতঃ মৃতব্যক্তির মৃত্যুঘোষণাই (declaration of death) তাহার কাজ; সে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছে—মৃত্যুসম্বন্ধে তাহার ধারণা কিরূপ—তাহা সে প্রকাশ করিতে বাধ্য নহে। কাল মৃতব্যক্তির শব-ব্যবচ্ছেদ দিন। বৃদ্ধ ডাক্তার লিফিভারকেই এই কাজ করিতে হইবে।—ডাক্তার লিফিভারের যোগ্যতায় পুলিশের অগাধ বিশ্বাস; কিন্তু ডাক্তারী ব্যবসায়ে লিফিভারের মত গর্দ্দভ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।"

স্মিথ পুলিশ-সার্জ্জনের কথা শুনিয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল; তাহার হাসি শুনিয়া একজন প্রহরী তাহাকে ধমকাইতে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় প্যারিস-পুলিশের ডেপুটী অধ্যক্ষ মসিয়ে ভারলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সার্জ্জেণ্ট, প্রহরী প্রভৃতি সসম্মানে অভিবাদন করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। মসিয়ে ভারলেন স্থূলদেহ, খর্ব্বকায় মানুষ; তাঁহার চক্ষুদুটি অসাধারণ উজ্জ্বল; ভ্রূজোড়াটা কেশবহুল, তাহা চোখের উপর লতাইয়া পড়িয়াছিল, এবং তাহার অন্তরালে চক্ষুতারকা দুইটি ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও কড়া উপরওয়ালা বলিয়া পুলিশের অধস্তন কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত।

মসিয়ে ভারলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই মিঃ ব্লেককে দেখিতে পাইলেন, তিনি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "মসিয়ে ব্লেক, আপনি এখানে? আপনাকে এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তাহার শতগুণ অধিক সুখী হইয়াছি। বহুদিন পরে আপনার সঙ্গে দেখা হইল; কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই কোন কাজের ভার লইয়া এখানে আসিয়াছেন।—ব্যাপার কি বন্ধু!"

যে ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে অশিষ্টভাবে জেরা করিতেছিল, পুলিশের ছোট কর্ত্তার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার পরিচয় পাইয়া সে স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়।

মিঃ ব্লেক মসিয়ে ভারলেনকে বলিলেন, "আপনার ঐ ইন্‌স্পেক্টরকে টেলিফোনে পুলিশ-আফিসে সংবাদ দিতে বলিয়াছিলাম; ইন্‌স্পেক্টর কি আপনাকে কোন কথা বলে নাই?"—তিনি তীব্র দৃষ্টিতে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিলেন। সে বেচারা জিহ্বাদ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন করিয়া কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার অবসর না দিয়া মসিয়ে ভারলেন মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমি আফিসে ছিলাম না, এজন্য আপনার আগমন-সংবাদ জানিতে পারি নাই। মণ্টমার্টিতে একটা তদন্তে গিয়াছিলাম; সেখান হইতে আমাকে প্লেস ডি লা গ্র্যাণ্ডিতে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে একটি স্ত্রীলোক একজন পুরুষকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। এই হত্যাকাণ্ডটা একটু অস্বাভাবিক বলিয়াই আমার মনে হইল।"

মসিয়ে ভারলেন একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর আর একখানি চেয়ার দেখাইয়া মিঃ ব্লেককে তাহাতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে আসামীশ্রেণীভুক্ত করায় এতক্ষণ পর্য্যন্ত বসিতে বলে নাই।

মিঃ ব্লেক মসিয়ে ভারলেনের পাশে বসিয়া বলিলেন, "হত্যাকাণ্ডটা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইবার কারণ কি?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "একখান মোটর-কার জানালা বন্ধ করিয়া পথ দিয়া যাইতেছিল; সেই গাড়ীর খোলা দরজা দিয়া একটি স্ত্রীলোককে পুরুষটির সহিত ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে দেখা গিয়াছিল; (they were seen to be struggling) কিছুকাল পরে পুরুষটি গাড়ীর ভিতর হইতে পথে পড়িয়া গেল, স্ত্রীলোকটিও তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া নীচে পড়িল; কিন্তু মুহূর্ত্তপরেই সে লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিল। তাহার পর গাড়ীখানি দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। একজন ঝাড়ুদার (a street cleaner) ও একজন পিয়ন তাহাদিগকে গাড়ী হইতে পথে পড়িতে দেখিয়াছিল। তাহাদের ধারণা হইয়াছিল—পুরুষটিকে ছোরা মারিয়া খুন করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়া

জানিতে পারা গিয়াছে—তাহার মৃত্যু হইয়াছিল বটে, কিন্তু ছুরিকাঘাত হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে!—তাহা হইলে লোকটা মরিল কিরূপে?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "গুলীর আঘাতে! তাহাকে গুলী করা হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "গুলী করা হইয়াছিল?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "হাঁ, মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া তাহাই জানিতে পারা গিয়াছে; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, গুলী করা হইলেও পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঝাড়ুদার ও পিয়ন উভয়েই বলিয়াছে—লোকটা নিহত হইয়া গাড়ী হইতে যখন পথে নিক্ষিপ্ত হয় তখন তাহারা পিস্তলের শব্দ শুনিতে পায় নাই। আমি তাহাদের কথা অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। যদি পিস্তলের আওয়াজ হইত, তাহা হইলে সেই শব্দ শুনিয়া আরও অনেক লোক সেখানে দৌড়াইয়া যাইত।"

ডাক্তার ও স্মিথ মসিয়ে ভারলেনের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। সকল কথা শুনিয়া ডাক্তার অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন; তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহাকে নীরব থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন; তাহার পর মসিয়ে ভারলেনকে বলিলেন, "হাঁ, অদ্ভুত ব্যাপার বটে, বড়ই বিচিত্র কাণ্ড!—কি জন্য ইহা বিচিত্র বলিলাম—তাহা আপনি এখনই শুনিতে পাইবেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আপনার সকল কথা শেষ করুন।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "আমার আর কিছুই বলিবার নাই; আমরা সেই গাড়ীখানির নম্বর সংগ্রহ করিতে পারি নাই। লোকটা মরিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার নিকট কোন কথা জানিবার উপায় নাই। এই রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করা অত্যন্ত দুরূহ মনে হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পুরুষটা ত মরিয়াই গিয়াছে, কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটার কোন সন্ধান হইল না? তাহার আকার প্রকার কিরূপ জানিতে পারেন নাই?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "স্ত্রীলোকটার আকার প্রকার কিরূপ, তাহা সেই ঝাড়ুদারটাকে এবং পিয়নটাকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। রাত্রিকালের ঘটনা, ঝাড়ুদারটা রাতকাণা;—স্ত্রীলোকটার আকার কিরূপ, তাহার দেহে কিরূপ পরিচ্ছদ ছিল—তাহা সে বলিতে পারে নাই; পিয়নটার নিকট যতদূর সংবাদ পাইয়াছি, তাহাও নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না; সে বলিল—স্ত্রীলোকটি পরমাসুন্দরী, বয়স অল্প; তাহার পোষাক দেখিয়া পিয়নের ধারণা হইয়াছিল—সে কোন রঙ্গালয়ের অভিনেত্রী। তাহার নর্ত্তকীর পরিচ্ছদ দেখিয়া পিয়ন অনুমান করিয়াছিল সে থিয়েটার হইতে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার মাথায় টুপি ছিল না; নীলবর্ণ বহিরাবরণে (a blue cloak) তাহার পরিচ্ছদ আবৃত ছিল।"

মিঃ ব্লেক অতিকষ্টে তাঁহার মনের ভাব গোপন করিলেন। এই দুর্ঘটনার পরই কি রঙ্গিণী ওল্গা ম্যালার্ডের হোটেলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল? সে কি পথিমধ্যে কোন শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল? গাড়ীর ভিতর যে লোকটি পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছিল, সে কে? কে তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছিল? রঙ্গিণীকে হত্যা করাই কি আততায়ীর উদ্দেশ্য ছিল? মিঃ ব্লেক কিছুই বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন; আশঙ্কা ও উদ্বেগের ছায়া তাঁহার চক্ষুতে ঘনাইয়া আসিল।

পঞ্চম তরঙ্গ

দুর্ভেদ্য রহস্য যবনিকা

যুবতী পরমা সুন্দরী, তাহার পরিচ্ছদের বহিরাবরণ নীলবর্ণ—এই কথা শুনিয়া স্মিথ প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু সে মুখে উদ্বেগ ও আশঙ্কার চিহ্ন দেখিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। মসিয়ে ভারলেনও মিঃ ব্লেকের আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইলেন; তাঁহাকে বলিলেন, "মসিয়ে ব্লেক, হঠাৎ আপনার কি হইল? আপনি ও ভাবে চাহিয়া আছেন যে!"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "সেই যুবতী কে, তাহা বোধ হয় আপনাকে বলিতে পারিব।—কিন্তু আপনার সকল কথা আগে শুনিয়া লই।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "কিন্তু আপনি যতটুকু জানিতে পারিয়াছেন—তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ?

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "হঁ, সিদ্ধান্ত অবশ্যই একটা করিয়াছি, এবং তাহাই সঙ্গত মনে হইতেছে। —আমার বিশ্বাস, সেই পুরুষটাকে গাড়ীর ভিতর অনেক পূর্ব্বেই গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল। স্ত্রীলোকটি এইরূপ আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে ভীত হইয়া পথের একটি জনবিরল অংশে গাড়ী থামাইয়াছিল ; প্লেস্ ডি লা গ্রাণ্ডি অন্যান্য প্রধান পথ অপেক্ষা অনেকটা নির্জ্জন। মোটর-কার সেই পথে প্রবেশ করিলে স্ত্রীলোকটি গাড়ী থামাইয়া মৃতদেহ পথে নিক্ষেপ করিয়াছিল।"

মসিয়ে ভারলেন এই পর্য্যন্ত বলিয়া গম্ভীর ভাবে গোঁফে তা দিলেন; এই সিদ্ধান্ত অকাট্য বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আপনি বলিয়াছেন —স্ত্রীলোকটিকে সেই পুরুষটির সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে দেখা গিয়াছিল। মরা মানুষের সঙ্গে তাহার ধ্বস্তাধ্বস্তি করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "বোধ হয় ছিল না; কিন্তু সেই পিয়ন-ছোঁড়া ও ঝাড়ুদারটা বলিয়াছিল —তাহারা গাড়ীর খোলা দরজা দিয়া স্ত্রীলোকটাকে পুরুষটার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে দেখিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঝাড়ুদারটা রাতকাণা, পিয়নটাও তাহাদিগকে ঠিক কি অবস্থায় দেখিয়াছিল—তাহা সে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। আমার মনে হয়—মৃতদেহটি গাড়ীর ভিতর হইতে নীচে ফেলিবার জন্য তাহা লইয়া স্ত্রীলোকটা যে ভাবে টানাটানি করিতেছিল, তাহা দেখিয়া, তাহাদের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিতেছিল—হঠাৎ এরূপ মনে হওয়া অসঙ্গত নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে!"—মসিয়ে ভারলেনের সকল কথা শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল প্রবল হইয়াছিল, তিনি একটু উত্তেজিতও হইয়াছিলেন। তিনি আগ্রহপূর্ণ কৌতূহল (eager curiosity) দমন করিতে না পারিয়া মসিয়ে ভারলেনকে বলিলেন, "দেখুন মসিয়ে ভারলেন, যে ব্যাপারের তদন্ত উপলক্ষে আমাকে এই থানায় ধরিয়া আনা হইয়াছে—সে সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি ?—আপনি আফিসে ছিলেন না, আমি এখানে নীত হইয়াছি—তাহাও জানিতেন না; তবে আপনার এখানে আসিবার কারণ কি ?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "আপনাকে কি উদ্দেশ্যে এখানে ডাকিয়া আনা হইয়াছে, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই ; তবে বুঝিয়াছি আপনি কে তাহা না জানিয়া আপনাকে এখানে লইয়া আসিয়া এই ইন্‌স্পেক্টরটির যে অবস্থা হইয়াছে—তাহা অনেকটা সাপের ছুঁচো ধরার মত!—আমি সংবাদ পাইলাম রু ম্যাকাব্রেতে একজন লোক পিস্তলের গুলীতে আহত হইয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আমি আফিসে না গিয়া সোজা এখানে আসিয়াছি।—আপনি কি সেই গুলী-মারা ব্যাপার সম্বন্ধে কোন কথা জানেন ?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "জানি বৈ কি! আপনার ঐ ইন্‌স্পেক্টরটি প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না পাইয়া নিজের কার্য্যদক্ষতা দেখাইবার জন্য আমাকেই এখানে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মসিয়ে ভারলেন লাফাইয়া উঠিলেন, এবং এরূপ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে বাচাল ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিলেন যে, তাঁহার সেই তীব্র দৃষ্টির দাহিকাশক্তি থাকিলে সেই বেচারা তৎক্ষণাৎ ভস্মে পরিণত হইত ; কিন্তু সে পুড়িয়া মরিল না, সভয়ে মসিয়ে ভারলেনের মুখের দিকে চাহিয়া চক্ষু অবনত করিল। তাহার মুখে কথা সরিল না।

মসিয়ে ভারলেন অধীর স্বরে বলিলেন, "আপনাকে অপরাধী-সন্দেহে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছে? কি বিড়ম্বনা!—আমি ভাবিয়াছিলাম —উহার অনুরোধে আপনি স্বেচ্ছায় এখানে আসিয়াছেন।—আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! কাণ্ডখানা কি, খুলিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডাক্তার মহাশয় এখানে উপস্থিত, উনি সকল কথাই জানেন। উনিই আপনার কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে পারিবেন।"

ডাক্তার মসিয়ে ভারলেনের নিকট সকল কথা বলিবার জন্য প্রথম হইতেই উৎসুক ছিলেন ; এতক্ষণ পরে কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সকল কথাই মসিয়ে ভারলেনের নিকট প্রকাশ করিলেন। পিয়েরে ম্যালার্ডের জীবন কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, এবং তিনি কিরূপ দক্ষতার সহিত ম্যালার্ডের আহত কণ্ঠ হইতে গুলীটা বাহির করিয়া আনিয়াছে—নিজের সেই বাহাদুরীর কথাও তাঁহাকে জানাইতে ভুলিলেন না।

সকল কথা শেষ করিয়া ডাক্তার বলিলেন,

"আপনি বলিলেন না—মোটর-গাড়ীতে যে লোকটি নিহত হইয়াছিল—তাহাকে গুলী করিবার সময় পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায় নাই ? এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ হইয়াছে। পিয়ের ম্যালার্ড যে গুলীতে আহত হইয়াছে—পিস্তল হইতে সেই গুলী বাহির হইবার সময় কোন শব্দ হয় নাই। এ যেন নিঃশব্দ বজ্রাঘাত ! কোন শব্দ না করিয়া গুলী আসিয়া ম্যালার্ডের গলায় বিঁধিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাহার পতন ও মূর্চ্ছা ; সৌভাগ্য বশতঃ মৃত্যু হয় নাই। ইন্দ্রজালের মত অদ্ভুত ব্যাপার !"

এই সময় ইন্‌স্পেক্টর কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া মসিয়ে ভারলেনকে কি বলিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু মসিয়ে ভারলেন ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে মুখ নামাইল।

মসিয়ে ভারলেন মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "পিয়ের ম্যালার্ড যখন আহত হয়, তখন আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি, মসিয়ে ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার শয়ন কক্ষেই এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "সে সময় একটি রমণী সেখানে উপস্থিত ছিল শুনিলাম, সে কি আপনার কোন বান্ধবী ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বান্ধবী না হইলেও আমার অপরিচিতা নহে।"

মসিয়ে ভারলেন হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সেই স্ত্রীলোকটিকে সন্দেহ করিবার কি কোন কারণ আছে ? অর্থাৎ তাহারই ইঙ্গিতে এই বিভ্রাট ঘটিয়াছিল কি না জানিতে চাই।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "না, তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।—এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ? কারণ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ, জানালার বাহির হইতে গুলী আসিয়াছিল। সেই গুলীতে জানালার শাশি ফুটা হইয়াছিল, এবং জানালা-সন্নিহিত একটা ফুলদানি চূর্ণ করিয়া গুলীটা পিয়ের ম্যালার্ডের গলায় বিঁধিয়াছিল। ঐ ভাবে সম্মুখে বাধা না পাইলে সেই গুলী হতভাগ্য হোটেলওয়ালাকে পরলোকে প্রেরণ করিত। গুলীটা সাধারণ নহে, এবং যে পিস্তলের সাহায্যে তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল—সেই পিস্তলটিও অসাধারণ।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "অসাধারণ পিস্তল ! আপনার এ কথার অর্থ কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুলী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি—এ দেশে সেইরূপ গুলীর ব্যবহার নাই ; ঐরূপ গুলী কেবল আমেরিকান 'লিকুইড এয়ার পিস্তলে' (American liquid air-pistol) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আপনার ঐ ইন্‌স্পেক্টরের কাছেই গুলীটা আছে, আপনি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর বিপুল বিস্ময়ে হা করিয়া মিঃ ব্লেকের কথাগুলা গিলিতেছিল। আততায়ী যে পিস্তলের সাহায্যে গুলী চালাইয়াছিল, সেই অদ্ভুত পিস্তলের নাম শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টরের দুই চক্ষু কপালে উঠিল। মসিয়ে ভারলেন তাহার নিকট হইতে ডাক্তার-প্রদত্ত গুলীটি গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "নূতন রকম গুলী বটে, আমি এরূপ গুলী পূর্ব্বে কোন দিন দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি এই রকম গুলী আর একটা দেখিতে চাহেন ?—তাহা কোথায় দেখিতে পাইবেন, বলিয়া দিতে পারি।"

মসিয়ে ভারলেন আগ্রহ ভরে বলিলেন, "কোথায় ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্লেস্ ডি লা গ্র্যাণ্ডিতে যে লোকটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, তাহারই দেহে এইরূপ গুলী বিঁধিয়া আছে।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চাহেন—যে স্ত্রীলোকটি আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল, সে সেই মৃতদেহটি গাড়ী হইতে পথে ফেলিয়া গিয়াছিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই রূপই আমার বিশ্বাস। কিন্তু আপনি তাহাকে খুনী বলিয়া সন্দেহ করিবেন না ; সে এ কাজ করে নাই।"

মসিয়ে ভারলেন—"কে সেই রমণী ?"

মিঃ ব্লেক—"তাহার নাম নর্ত্তকী রীমা নালিফ্।"

মসিয়ে ভারলেন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "নর্ত্তকী রীমা নালিফ্ ?—আমার অনুচরেরা যে তাহাকেই গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে ! কেন ? তাহার অপরাধ কি ?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "আপনি তাহাকে

নিরপরাধ মনে করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিরপরাধ কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে; তবে তাহার বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই। কাল রাত্রে আমাদের আফিসের টেলিফোনে কে একজন লোক পুলিশ-কমিশনরের নাম ধরিয়া ডাকিতে আরম্ভ করে, আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু সে পরিচয় দিল না। লোকটার উচ্চারণ শুনিয়া মনে হইল সে জর্ম্মান। সে বলিল, রীমা নালিফ, এই ছদ্মনামে যে নর্ত্তকী প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে খ্যাতি লাভ করিয়াছে—তাহার প্রকৃত নাম ওল্‌গা নাস্‌মিথ। মালমাইসনের কারাগার হইতে নাস্‌মিথ নামক যে কয়েদী অদ্ভুত কৌশলে পলায়ন করিয়াছে, ওল্‌গা নাস্‌মিথ তাহারই কন্যা। ওল্‌গার সাহায্যেই নাস্‌মিথ কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে; সুতরাং ওল্‌গা নাস্‌মিথের অপরাধ অল্প নহে। বড় সাহেব ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত থাকায় আমি অবিলম্বে সহযোগী কমিশনরকে এই টেলিফোনের মর্ম্ম জ্ঞাপন করিলাম। তিনি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; বলিলেন, টেলিফোনে কত লোক সম্ভব অসম্ভব কত কথাই বলিয়া থাকে; যে লোক টেলিফোনে নিজের নাম বলিতে সাহস করে না, তাহার অভিযোগ গ্রাহ্য করিতে হইলে আমাদিগকে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই বুনো-হাঁস তাড়াইয়া (chasing wild geese) বেড়াইতে হইবে; কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় এই লোকটার কথা অবিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। আপনি নর্ত্তকী রীমা নালিফ্‌কে চেনেন বলিলেন, তাহার প্রকৃত নাম কি ওল্‌গা নাস্‌মিথ?”

মিঃ ব্লেক মসিয়ে ভারলেনের নিকট ওল্‌গা নাস্‌মিথের পরিচয় গোপন রাখিবেন, এই রূপই তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু অতঃপর তাহা অসম্ভব হইল। তিনি বলিলেন, “আপনি সত্য কথাই শুনিয়াছেন; নর্ত্তকী রীমা নালিফের প্রকৃত নাম ওল্‌গা নাস্‌মিথ। মালমাইসন কারাগার হইতে যে কয়েদী পলায়ন করিয়াছে—ওল্‌গা তাহারই কন্যা। সে কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে দস্যুবৃত্তি করিয়া প্যারিসে পলাইয়া আসিয়াছে, এবং ছদ্মনামে রঙ্গালয়ে নৃত্য করিয়া দর্শকগণের মন মুগ্ধ করিতেছে; আমি তাহারই সন্ধানে প্যারিসে আসিয়াছি। সে রূপবতী তরুণী হইলেও কতকগুলি ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুর সাহায্যে একটি দল বাঁধিয়াছে; বিভিন্ন স্থানে তাহারা যে সকল ডাকাতি করিয়াছে, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও সাহসের পরিচায়ক। পুলিশ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।”

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “তাহার পিতা কয়েদী নাস্‌মিথ কি সত্যই তাহার সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, এই সংবাদ পাইয়াই ত আমি তাড়াতাড়ি প্যারিসে আসিয়াছি।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মসিয়ে ভারলেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। ইন্‌স্পেক্টরটা স্তম্ভিতভাবে ছাগলের মত স্থির দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। (was staring like a goat)

মসিয়ে ভারলেন হঠাৎ মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “মসিয়ে ব্লেক, সেই নর্ত্তকীটা কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল? আপনার কাছে তাহার আসিবার কথা ছিল কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, তাহাকে স্বেচ্ছায় আমার নিকট আসিতে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। সে আমাকে বলিতে আসিয়াছিল—একাল পর্য্যন্ত সে যে সকল অবৈধ কার্য্য দ্বারা বহুলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সেই সকল কাজ সে আর করিবে না; অতঃপর সে সাধুভাবে কালযাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। কয়েকজন ধনবান লোকের ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য সে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছিল; প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়াই সে না কি এরূপ করিয়াছিল। কারণ, সেই লোকগুলি ষড়যন্ত্র করিয়া মিথ্যা অভিযোগে তাহার পিতাকে জেলে পুরিয়াছিল। এসকল কথা আমি জানিতাম; এবং এসকল কথা যে আমার সুবিদিত—রঙ্গিণী ওল্‌গাও তাহা জানিত। এইজন্যই আজ রাত্রে সে আমার নিকট আসিয়া বলিল—আর তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রয়োজন নাই।”

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “প্রতিহিংসায় হঠাৎ তাহার প্রতিনিবৃত্ত হইবার কারণ কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মালমাইসন কারাগার হইতে সে তাহার পিতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার পিতা কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াও দুর্ভাগ্যক্রমে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার পিতার মৃত্যু হওয়াতেই সে তাহার পিতার শত্রুগণকে বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছে।”

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "কয়েদী নাস্মিথ তবে সত্যই মরিয়াছে? তাহার মৃত্যু হইয়াছে—এ কথা ওল্‌গা স্বয়ং আপনার নিকট স্বীকার করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার কথা শুনিয়া সেইরূপই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। আমার ধারণা, সে ধাপ্পাবাজিতে আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিল।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "কিন্তু রেলের লাইনের উপর যে বিকৃত-মূর্ত্তি মৃতদেহটি পাওয়া গিয়াছে, যদি তাহা কয়েদী নাস্মিথের মৃতদেহ না হয়—তাহা হইলে সেই মৃতদেহ কাহার?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমার তাহা অনুমান করা অসাধ্য; অন্ততঃ সেই মৃতদেহটি দেখিবার পূর্ব্বে আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিব না। আপনার অনুমতি হইলে এবং আপনার ঐ বুদ্ধিমান ইন্‌স্পেক্টরটি আমাকে মুক্তি দান করিলে, আমি সেই মৃতদেহটি দেখিতে যাইব। তা' ছাড়া, আপনি প্লেস ডি লা গ্যাণ্ডিতে যে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়াছে বলিতেছিলেন, তাহাও দেখিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "হাঁ, আপনি দুইটি মৃতদেহই পরীক্ষা করিতে পারেন।"—অনন্তর তিনি ইন্‌স্পেক্টরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর আন্‌জো, তুমি পিয়ের ম্যালার্ডের হোটেলে গুলী-মারা ব্যাপারের তদন্ত করিতে গিয়া কিরূপ কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়াছ, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। মিঃ ব্লেককে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া তুমি প্রতিপন্ন করিয়াছ—তোমার মত অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারী পুলিশ বিভাগে অধিক নাই। যাহা হউক, মসিয়ে ব্লেককে তুমি অবিলম্বে ছাড়িয়া দিবে, এবং তিনি যখন যে কাজ করিতে চাহিবেন—তাহাতে বাধা দিবে না। তিনি কি উদ্দেশ্যে কখন কি করিবেন—তাহা তোমার বুঝিবার শক্তি নাই।—আমার কথা বুঝিয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর আন্‌জো মসিয়ে ভারলেনের কথায় অপমান বোধ করিল; বিশেষতঃ মসিয়ে ভারলেন মিঃ ব্লেকের, স্মিথের ও ডাক্তারের সম্মুখে তাহাকে অকর্ম্মণ্য বলায় তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; সে নীরস স্বরে বলিল, "আপনার কথা বুঝিবার মত বুদ্ধি আমার আছে; কিন্তু আপনি বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছেন—আমি এই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, এবং কতকগুলি দায়িত্বভার আমারই উপর ন্যস্ত আছে।—আপনি যদি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্মে হস্তক্ষেপণ করেন, তাহা হইলে—"

মসিয়ে ভারলেন ইন্‌স্পেক্টরের কথায় বাধা দিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য আমার আদেশ পালন করা।—আমি যে আদেশ করিলাম তদনুসারে কাজ করিবে। হাঁ, মুখ বুঁজিয়া আমার আদেশ পালন করিবে।—পিয়ের ম্যালার্ডের হোটেলে পাহারার কোন বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিল, "হাঁ, দুইজন কন্‌ষ্টেবল সেখানে মোতায়েন আছে,—আরও একজনকে সেখানে পাঠাইয়াছি।"—ইন্‌স্পেক্টর রাগে অপমানে গর্-গর করিতে লাগিল। চাকরীর উপর তাহার ধিক্কার জন্মিল, কিন্তু স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার মুখ মনে পড়ায় তাহাকে ঠাণ্ডা হইতে হইল।

মসিয়ে ভারলেন বলিলে, "তাহা হইলে সেখানে এখন তিনজন কন্‌ষ্টেবল পাহারায় আছে; উত্তম। আমিও এখনই সেখানে যাইতেছি; তাহা হইলে আমরা চারিজন হইব। মসিয়ে ব্লেক ও তাঁহার সহকারী স্মিথ নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সেখানে যাইতে উৎসুক হইয়াছেন।"

মসিয়ে ভারলেন ইন্‌স্পেক্টর আন্‌জোর দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন; মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ক্রোধে অধীর হইয়া সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে লাগিল, এবং সেই কক্ষে যে সার্জ্জেণ্ট উপস্থিত ছিল, তাহাকে অকারণ তিরস্কার করিয়া পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিল।—এই ইন্‌স্পেক্টরটি প্রাচীন কর্ম্মচারী; মসিয়ে ভারলেন তাহার পুলিশে প্রবেশের অনেক পরে চাকরী পাইয়াছিলেন, এবং অসাধারণ যোগ্যতাবলে তাহাকে অতিক্রম করিয়া ডেপুটী পুলিশ-কমিশনরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন; এজন্য ইন্‌স্পেক্টর আন্‌জো তাঁহাকে শত্রু মনে করিত, (Professional enmity) এবং তাঁহার আদেশ পালন করা অপমানজনক মনে করিত; ফলতঃ তাহাকে মসিয়ে ভারলেনের নিকট পদে পদে অপদস্থ হইতে হইত।

থানার বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেক মসিয়ে ভারলেনকে বলিলেন, "আপনার এই ইন্‌স্পেক্টরটির পেন্সন লইতে আর বিলম্ব কত?"

মসিয়ে ভারলেন হাসিয়া বলিলেন, "আন্‌জো আমার চাকরী আরম্ভ হইবার পাঁচ সাত বৎসর

আগে পুলিশে ঢুকিয়াছে। বোধ হয় আর এক বৎসর পর ও পাপ বিদায় হইবে'—এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটি আপনাদের পুলিশ-বিভাগের অলঙ্কারস্বরূপ! এরকম যোগ্য লোক আর কত দিন প্যারিসের শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে—তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ হয় না?"

মসিয়ে ভারলেন একটু হাসিলেন মাত্র, আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা তিনজনে নির্জ্জন পথে ম্যাগাব্রের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, কন্‌কনে শীতে হাড়ের ভিতর কাঁপুনী ধরাইয়াছিল; আসন্ন ঊষার কুজ্ঝটিকা প্রভাতকল্পা শর্ব্বরীকে যেন কি এক রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছিল।

মসিয়ে ভারলেন চলিতে চলিতে মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "যদি উহা সত্য হয়, অর্থাৎ যাহার মৃতদেহ রেলের লাইনে পাওয়া গিয়াছে, সে যদি পলাতক কয়েদী নাস্‌মিথ না হইয়া অন্য কোন লোক হয়, তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে—পুলিশে চাকরী গ্রহণ করিয়া এরূপ রহস্যজনক ব্যাপার আর কখন প্রত্যক্ষ করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন; অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য রহস্য। আমার বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তি কয়েদী নাস্‌মিথ নহে। আমি জানি, রঙ্গিণী ওল্‌গা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করে—তাহা অসম্পন্ন থাকে না।"

মসিয়ে • ভারলেন বলিলেন, "মৃত ব্যক্তি নাস্‌মিথ না হইয়া যদি অন্য কেহ হয়—তাহা হইলে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে—এই নারী পুলিশ অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক চতুরা; সে আমাদের অজ্ঞাতসারে এরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছে, যাহা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত; একটা স্ত্রীলোক তাহার দুরভিসন্ধি সফল করিবার জন্য প্যারিসের সমস্ত পুলিশ-কর্ম্মচারীকে বোকা বানাইয়া দিল। আমাদের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপের জন্য সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বুদ্ধির যুদ্ধে সে একাধিক বার আমাকে পরাজিত করিয়াছে। অসাধারণ শক্তিসম্পন্না এই নারী। আমি পরাজয়-বেদনা ভুলিতে না পারিয়া তাহার সন্ধানে প্যারিসে আসিয়াছি।'

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "ওল্‌গা নাস্‌মিথ তাহার পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এবং ভবিষ্যতে পুলিশ তাহার সন্ধানে বিরত হয় এই উদ্দেশ্যে—প্রথম হইতে এরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছে যে, রেলের লাইনে যে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়াছে—তাহা নাস্‌মিথেরই মৃতদেহ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।—ইহা সাধারণ বুদ্ধির ও অল্প যোগাড়-যন্ত্রের ফল নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথ অসাধারণ বুদ্ধিমতী, এবং তাহার কার্য্যপ্রণালী এইরূপই কৌশলপূর্ণ।"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "তাহার কার্য্য-প্রণালীটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। নাস্‌মিথ কারাগার হইতে বাহির হইয়া পথে আসিয়াই একখানি মোটরকার দেখিতে পাইয়াছিল; আপনি কি মনে করেন—সেই কারের ড্রাইভার রঙ্গিণী ওল্‌গার বেতনভোগী?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ড্রাইভারটা রঙ্গিণীর বেতনভোগী, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই; তবে সেই গাড়ীর আরোহী রঙ্গিণীর দলের লোক—এইরূপই আমার ধারণা। নাস্‌মিথ তাহার টুপি ও কোট কাড়িয়া লইয়াছিল, এবং সে প্রাণভয়ে গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল—ইহাও রঙ্গিণীর উপদেশের বা আদেশের ফল। এই ব্যাপারের পর গাড়ীর ড্রাইভার ও আরোহীকে নাস্‌মিথের পলায়নের সাহায্যকারী বলিয়া কে সন্দেহ করিবে?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, কিন্তু একটা দোকানে প্রবেশ করিয়া, দোকানদারকে গুলী করিবার ভয় দেখাইয়া অর্থ লুণ্ঠন—ইহাও কি ষড়যন্ত্রের ফল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত সেইরূপই মনে হয়। পুলিশকে কুবরিভয়ের রেলের লাইনের দিকে লইয়া যাইবার জন্য রঙ্গিণী ওল্‌গা পূর্ব্বেই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিল। রেলের লাইনে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে শুনিয়া আপনিও বোধ হয় বিস্মিত হন নাই।

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "না; আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম, লোকটা পলায়নে অকৃতকার্য্য হইলে ধরা পড়িবার ভয়ে আত্মহত্যা করিবে। কিন্তু একটা কথা আমরা তখন বুঝিতে পারি নাই; যাহার হাতে টোটাভরা পিস্তল ছিল—সে আত্মহত্যা করিবার জন্য রেলের লাইনে কাটা

পড়িতে যায় কেন ? পূর্ব্বে একবারও সন্দেহ করিতে পারি নাই—ওলগা তাহার পিতাকে কৌশলে সরাইয়া দিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য রেলের লাইনের উপর একটা মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই মৃতদেহটি অন্য কোন লোকের হইতে পারে—এ সন্দেহ যাহাতে কাহারও মনে স্থান না পায়, এই উদ্দেশ্যেই চতুরা রঙ্গিণী এই খেলা খেলিয়াছিল। আপনি তাহার অভিসন্ধি সহজে বুঝিতে পারেন নাই ?”

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “না। টেলিফোনে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইবার পূর্ব্বে কোন সন্দেহই আমার মনে স্থান পায় নাই। বলিয়াছি, সহযোগী ‘প্রিফেক্ট’ সংবাদটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহাতেই রঙ্গিণীর চাতুর্য্য ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বুঝিতে পারিতেছেন। সে বুঝিয়াছিল মৃতদেহটি পুলিশের হাতে পড়িবে ও যথাসময়ে সমাহিত হইবে; তাহার পর কয়েদী নাস্মিথের কথা সকলেই ভুলিয়া যাইবে। সে বাঁচিয়া আছে, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইবে না। অতঃপর সুযোগ বুঝিয়া আসল নাস্মিথ একটা নূতন নাম লইয়া স্বাধীন ভাবে জীবন-যাত্রা আরম্ভ করিবে। তাহার পুনর্ব্বার ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না; উৎকণ্ঠিত চিত্তেও তাহাকে কালযাপন করিতে হইবে না। আমার বিশ্বাস, তাহাকে দেশান্তরে পাঠাইবার জন্য জাল পাসপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।”

মসিয়ে ভারলেন চিন্তাকুল চিত্তে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন, “কিন্তু আর একটা কথা বুঝিতে পারিতেছি না; আপনার কি বিশ্বাস—রঙ্গিণী ওলগা তাহার পিতাকে নিরাপদ করিবার জন্য কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে ধরিয়া কয়েদীর পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াছিল, তাহার পর তাহাকে হত্যা করিয়া রেলের লাইনের উপর ফেলিয়া রাখিয়াছিল ?—সেই হতভাগ্য ব্যক্তিকে কেহ সনাক্ত করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যেই কি তাহার মুখ বিকৃত করিয়াছিল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাহার মুখ বিকৃত করিয়াছিল—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; তবে রঙ্গিণী বা তাহার অনুচরেরা কোন জীবিত ব্যক্তিকে হত্যা করে নাই; মৃতদেহ লইয়া গিয়া তাহারই মুখ বিকৃত করিয়াছিল, এবং এইভাবে মৃত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিবার পথ বন্ধ করিয়াছিল।”

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “কি অদ্ভুত চাতুরী! কিন্তু সে কাহাকেও হত্যা না করিলে, মৃতদেহ কোথায় পাইল ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মৃতদেহ সংগ্রহ করা তাহার অসাধ্য হয় নাই; কোন্ কাজটাই বা রঙ্গিণীর অসাধ্য ? দরিদ্র পল্লীতে প্রত্যহ অনেক লোকের মৃত্যু হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-ক্ষেত্রে তাহাদের মৃতদেহ সমাহিত হইতেছে। রঙ্গিণীর আদেশে তাহার অনুচরেরা কোন সমাধি-ক্ষেত্রের মুদ্দফরাসকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়াছিল; সে অন্যের অজ্ঞাতসারে গভীর রাত্রে একটি সদ্য-সমাহিত মৃতদেহ তুলিয়া আনিয়া তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল। অবশিষ্ট কাজ সহজেই সম্পন্ন হইয়াছিল।—আমার কথা বুঝিয়াছেন ?”

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “হাঁ, আমি ত বুঝিয়াছিই, কিন্তু বড়-কর্ত্তা যখন এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন—তখন তাঁহার মুখের ভঙ্গি কিরূপ হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিয়া, সেই সময় তাঁহার একখানি ফটো লইবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আমি আপনাকে যে সকল কথা বলিলাম—তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এখনও প্রতিপন্ন হয় নাই; অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাই আপনাকে বলিলাম।—শব-ব্যবচ্ছেদের সময়, আমার এই সিদ্ধান্ত সত্য কি মিথ্যা, তাহা জানিতে পারা যাইবে।”

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, “তা বটে; কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যুক্তি-সঙ্গত বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে সম্ভবতঃ এই সিদ্ধান্তের খণ্ডন হইবে না। সে যাহাই হউক, অন্যান্য রহস্য সম্বন্ধে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকিতে হইয়াছে। পিয়ের ম্যালার্ডকে কে গুলী করিয়াছে ? প্লেস্ ডি লা গ্র্যাণ্ডিতে যে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়াছে—তাহা কাহার মৃতদেহ ? কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ?—ইহা একই লোকের কাজ, না বিভিন্ন ব্যক্তি এই দুই জনকে গুলী করিয়াছিল,—এই সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা কোথায় পাইব ?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, এসকল ব্যাপার আমি বুঝিতে পারি নাই, এবং এখন পর্য্যন্ত

বুঝিবারও চেষ্টা করি নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, নাস্মিথ ও রঙ্গিণী ওল্গার সহিত এই সকল কাণ্ডের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। আমরা ক্রমশঃ হয় ত অন্ধকারের ভিতর আলো দেখিতে পাইব। রঙ্গিণী সরল ভাবে আমাকে তাহার মনের কথা বলিলে বোধ হয় কিছু বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু সে সরলতার ভাণ করিয়া আমাকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যদি আবার তাহার দেখা পাই—তাহা হইলে আমি তাহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিব।"

ষষ্ঠ তরঙ্গ

অদ্ভুত আব্দার

হোটেল সেণ্ট জুলিয়েনের দ্বিতলস্থ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে পিয়ের ম্যালার্ড উচু বালিসে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে বসিয়া ছিল; তাহার গলার ক্ষতস্থানের উপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ক্ষত গভীর হইলেও, তাহার মনেরবল যথেষ্ট ছিল, সে হতাশ হইয়া পড়ে নাই। সে মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু কে কি কারণে তাহাকে গুলী করিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এই গুলী-মারা ব্যাপারে চারি দিকে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল, প্যারিসের বহু সংবাদপত্রে তাহার হোটেলের নাম প্রকাশিত হইয়াছিল, কেহ কেহ প্রসঙ্গক্রমে তাহার ও তাহার হোটেলের প্রশংসাও করিয়াছিল; তাহা শুনিয়া সে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছিল, এবং ভাবিতেছিল, এই সুযোগে তাহার হোটেলটি জাঁকিয়া উঠিতে পারে; অনেক লোক তাহার হোটেল দেখিতে আসিবে; সুতরাং তাহার গুলী খাওয়া নিতান্ত অনর্থক হয় নাই!

এই অদ্ভুত রহস্য-ভেদের জন্য তাহার মনে বিন্দুমাত্র কৌতূহলের সঞ্চার হয় নাই; কে কি উদ্দেশ্যে গুলী মারিয়া তাহাকে আহত করিয়াছিল, তাহা সে বুঝিতে না পারিলেও, বুদ্ধিমতী ও সংসারাভিজ্ঞা বিবি-ম্যালার্ড তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছিল। বিবি ম্যালার্ডের সকল কথাই সে বাইবেল-বাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত মনে করিত। বিবি-ম্যালার্ড তাহাকে বলিয়াছিল—এই বিভ্রাট প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল। সেই গভীর রাত্রে রীমা নালিফের ন্যায় তরুণী নর্ত্তকীর মসিয়ে ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করা উচিত হয় নাই। সেই নর্ত্তকীর স্বামী বা প্রণয়ী কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া গোপনে তাহার অনুসরণ করিয়াছিল, পিস্তল তাহার হাতেই ছিল। রীমা নালিফকে মসিয়ে ব্লেকের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে নাই। সে জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া মসিয়ে ব্লেককে হত্যা করিবার জন্য গুলী চালাইয়াছিল; কিন্তু সেই গুলী মসিয়ে ব্লেকের অঙ্গ স্পর্শ না করিয়া ম্যালার্ডের গলায় বিঁধিয়াছিল।

ঈর্ষ্যাকুল প্রেমিক ক্রোধান্ধ হইয়া গুলী বর্ষণ করিয়াছিল, এ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ হইল না; কিন্তু কাহাকে লক্ষ্য করিয়া সেই গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এই প্রশ্ন লইয়া তাহাদের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা আরম্ভ হইল।—বিবি ম্যালার্ড বলিল, "মসিয়ে ব্লেককে খুন করিবার জন্যই তাঁহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দী গুলী চালাইয়াছিল"; কিন্তু পিয়ের ম্যালার্ড পত্নীর কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "তোমার ও কথা আমি বিশ্বাস করি না।—নর্ত্তকী রীমা নালিফই তাহার প্রণয়ীর গুলীর লক্ষ্য। প্রণয়িণী বা স্ত্রীকে অভিসারে যাইতে দেখিলে এ রকম পুরুষ কে আছে যে, তাহাকে হত্যা করিবার জন্য উৎসুক না হয়?"

বিবি ম্যালার্ড রাগ করিয়া বলিল, "ও রকম বদ্-রসিক পুরুষের গলায় দড়ি!"

পিয়ের ম্যালার্ড বলিল, "ও রকম দুঃশীলা স্ত্রীলোককে ক্ষ্যাপা কুকুরের মত গুলী করিয়া মারাই উচিত।"

বিবি-ম্যালার্ড বলিল, "কিন্তু রাগের মাথায় গুলী করিতে গিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে জখম করা উচিত নয়।"

এই সময় হোটেলের প্রধান পরিচারিকা আসিয়া স্বামী-স্ত্রীর তর্ক-যুদ্ধ থামাইয়া দিল। সে বলিল, "যাহাকেই লক্ষ্য করিয়া গুলী মারা হউক, কর্ত্তাকেই তাহাদের অবিবেচনার ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। পুরুষ দুইটির ও স্ত্রীলোকটির—এই তিন জনেরই অল্পাধিক দোষ আছে। মসিয়ে ব্লেক কোন্ বিবেচনায় গভীর রাত্রে ঐ রকম যুবতী স্ত্রীলোককে তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশের অনুমতি দিলেন? আর কর্ত্তাই বা সেই ছুঁড়িকে কফি খাওয়াইয়া খুসী করিবার জন্য অত ব্যস্ত হইয়াছিলেন কেন? থিয়েটারের নাচওয়ালীকে অত আস্কারা দেওয়াই বা কেন? রাত-দুপুরে ছুঁড়িটা

হোটেলে আসিয়া মসিয়ে ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিতে চাহিল, আর উনি তাহার হুকুম তামিল করিতে ছুটিলেন।—তাহাকে হাঁকাইয়া দিলে কি এ রকম বিপদে পড়িতেন? আমি জানি ইংরাজ মাত্রেই ক্ষ্যাপা, আর বেশীর ভাগই অসচ্চরিত্র। (all mad and mostly disreputable) তাহাদিগকে কি হোটেলে যায়গা দিতে আছে? নিজের দোষে কর্ত্তা কষ্ট পাইতেছেন।"

দ্বিতলের কক্ষে এই সকল আলোচনা চলিতেছিল; একতালায় মিঃ ব্লেকের শয়নকক্ষে মিঃ ব্লেকও স্মিথের সহিত তখন নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন। কথায় কথায় স্মিথ বলিল, "রেলের লাইনে যে লোকটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল—পুলিশ তাহা তুলিয়া আনিয়া মড়িখানায় রাখিয়া গিয়াছিল। শব-ব্যবচ্ছেদের সময় আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কর্ত্তা! আপনি সেখানে গিয়া দেখিয়াছেন—সন্ন্যাস রোগে লোকটার মৃত্যু হইয়াছিল—ডাক্তারের পরীক্ষায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই সন্ন্যাস রোগের কারণ অতিরিক্ত মদ্যপান; তাহার হৃদ্‌রোগ ছিল—ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। কি বলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ডাক্তার ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।"

স্মিথ বলিল, "তাহার ফুসফুস ও অন্যান্য অন্তরেন্দ্রিয় স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল। তাহার পাকাশয়ের অবস্থা দেখিয়া জানিতে পারা গিয়াছে লোকটা পাকা মাতাল (confirmed drunkard) ছিল। ডাক্তার বেনাড আপনার সহিত একমত হইয়া স্বীকার করিয়াছেন—ভার্সেলি মেল-ট্রেণ চাপা পড়িয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে—পুলিশ এ কথা বলিলেও, সেই ট্রেণ ঐ স্থান দিয়া যাইবার প্রায় আট ঘণ্টা পূর্ব্বে লোকটার সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য।"

স্মিথ বলিল, "এই সকল প্রমাণ দ্বারা কি প্রতিপন্ন হয়? প্রতিপন্ন হয় যে, উহা জেনোফন নাসমিথের মৃতদেহ নহে। যে সময় জেনোফন নাসমিথের মৃত্যু হইয়াছিল—তাহার আট ঘণ্টা পর সে ঐ লাইনের উপর আসিয়া পুনর্ব্বার মরিয়াছিল, ইহা পাগলেও বিশ্বাস করিবে কি? ঐ লোকটার যখন মৃত্যু হইয়াছিল—নাসমিথ তখন কারাগার হইতে বাহিরও হয় নাই; এ অবস্থায় কি করিয়া উহা নাসমিথের মৃতদেহ হইবে?—আর যদি তর্কস্থলে স্বীকার করি—মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে আপনাদের ভুল হইয়াছিল, অর্থাৎ ভার্সেলি ট্রেণ ঐ স্থানে আসিবার আট ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হয় নাই; তাহা হইলে তাহার পাকাশয়ে যে মদ পাওয়া গিয়াছিল—এ প্রমাণ কিরূপে উড়াইয়া দেওয়া যাইবে? জেনোফন নাসমিথ দীর্ঘকাল কারাগারে ছিল, সুতরাং তাহার পাকাশয়ে মদ থাকা অসম্ভব। এ অবস্থায় সেই মাতালটা জেনোফন নাসমিথ নহে,—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এতদ্ভিন্ন মালমাইসন কারাগারের ডাক্তারের অভিমত হইতে জানিতে পারা গিয়াছে—কয়েদী নাসমিথের হৃৎযন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলেও, তাহার একটি ফুসফুস যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।—এই সকল প্রমাণের সাহায্যে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি—মৃতব্যক্তি জেনোফন নাসমিথ নহে, এবং নাসমিথ এখনও জীবিত আছে; জেনোফন নাসমিথই ট্রেণে কাটা পড়িয়াছে—এই মিথ্যা ধারণা উৎপাদনের জন্য পূর্ব্ব হইতেই ষড়যন্ত্র করিয়া মৃতদেহটি রেলের লাইনের উপর ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল—এ বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—"আমি তোমার মতেরই সমর্থন করি; তোমার আর কি বলিবার আছে?"

স্মিথ বলিল, "তাহার পর দ্বিতীয় মৃতদেহের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্লেস্ ডি লা গ্যাণ্ডিতে যে মৃতদেহটি পাওয়া গিয়াছে, তাহারই কথা বলিতেছি। এই ব্যক্তি পিস্তলের গুলীতে নিহত হইয়াছিল, এবং শব-ব্যবচ্ছেদের সময় আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই দ্বিতীয় ব্যক্তি পিস্তলের গুলীর আঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। ডাক্তার তাহার বুক চিরিয়া গুলী বাহির করিলে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে সেই গুলী, এবং পিয়ের ম্যালার্ড যে গুলীতে আহত হইয়াছিল—তাহা ঠিক একই রকম গুলী। উভয় গুলীর মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

"আপনি বলিয়াছেন—পিয়ের ম্যালার্ডকে যে গুলীদ্বারা আহত করা হইয়াছিল—সেই গুলী আমেরিকার শব্দহীন 'লিকুইড্ এয়ার-পিস্তল' হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আপনার নিকট শুনিয়াছি আমেরিকার চিকাগো নগরে এই শ্রেণীর কতকগুলি পিস্তল পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। যে ব্যক্তি এই ভাবে নিহত হইয়াছে, সে কে, কো দেশেরন্

লোক, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; কেহই তাহার মৃতদেহ সনাক্ত করিতে পারে নাই।—তাহার পরিধানে যে পরিচ্ছদ ছিল—তাহা ইংরাজ দর্জ্জির নির্ম্মিত। ইহা ভিন্ন তাহার স ন্ধে আর কোন কথাই পুলিশ জানিতে পারে াই। আপনিও তাহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে ' রয়াছেন কি না, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু প্যারিসের পুলিশ তাহাকে সনাক্ত করিতে না পারিলেও, আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, তাহার আসল নাম কি জানি না, তবে তাহার ডাক নাম জিম্। সে রঙ্গিণী ওলগার দলভুক্ত দস্যু।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার নাম তুমি কোথায় শুনিলে? কিরূপেই বা জানিলে সে রঙ্গিণীর অনুচর?"

স্মিথ বলিল, "রঙ্গিণীর একটা অনুচর আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার হাত পা ও মুখ বাঁধিয়াছিল, এবং ম্যাক্সওয়েল গার্ডেনে রঙ্গিণীর বাসার কাছে একটা কয়লার গুদামে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সে কথা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ('কুহকিনী রঙ্গিণী'তে এই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।)—তাহার পর তাহারা যখন আমার জুতা টুপি পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইয়াছিল—সেই সময় একজন দস্যু 'জিম'কে ডাকিয়া তাহারই উপর আমাকে বিবস্ত্র করিবার ভার দিয়াছিল। সেই সময় উহাকে দেখিয়াছিলাম ও উহার নাম শুনিতে পাইয়াছিলাম।—এখন দেখা আবশ্যক—এই উভয় ঘটনা হইতে কি সপ্রমাণ হইতেছে? কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমাদিগের স্থির করিতে হইবে—রঙ্গিণী ওলগা কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে এখানে দেখা করিতে আসিয়াছিল?"

স্মিথের তর্কপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেক একটু হাসিলেন; তাহার যুক্তি শুনিয়া তিনি আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। সে যে সকল কথা বলিতেছিল, তাহা যে সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তিনি বলিলেন, "রঙ্গিণী ওলগা কি জন্য আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল—অনুমান করিতে পার কি?"

স্মিথ বলিল, "রঙ্গিণী আপনাকে ভয় করিত; সে পুলিশকে গ্রাহ্য না করিলেও আপনার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল —গ্যানরগ্রীণ হইতে লেডি নাথানের হীরক-নেক্‌লেস অপহরণ করিয়া সে বুঝিতে পারিয়াছিল—আপনার চক্ষুতে ধূলা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। সেইবার সে আপনার কবল হইতে অতি কষ্টে মুক্তিলাভ করিলেও, তাহার ধারণা হইয়াছিল—দীর্ঘকাল আপনার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না। আপনি প্যারিসে আসিয়াছেন শুনিয়া তাহার মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সে যে কৌশলে পুলিশকে প্রতারিত করিয়াছিল, আপনার নিকট সেই কৌশল খাটিবে না বুঝিয়া, অনুনয় বিনয়ে আপনাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল; সেই সঙ্গে আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিল—তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তাহার পিতৃ-শত্রুগণকে সে আর উৎপীড়িত করিবে না। তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—এ কথা আপনি বিশ্বাস করিয়াছেন কি না, তাহাও জানিবার জ তাহার আগ্রহ হইয়াছিল; কারণ, পুলিশের মত আপনিও সে কথা বিশ্বাস করিলে তাহার পিতার পুনর্ব্বার ধরা পড়িবার আশঙ্কা দূর হইত। পুলিশ তাহার পিতার মৃতদেহ বলিয়া যে মৃতদেহ রেলের লাইন হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল—তাহা সমাহিত হইলে, তাহার পিতা জীবিত আছে—এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান পাইত না। সে সম্পূর্ণ নিরাপদ হইতে পারিত।—সে আপনার সম্মুখে যে অভিনয় করিয়াছিল, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, সে দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সৎপথ অবলম্বন করিবে বলিয়াছিল,—তাহার সে কথা কি মিথ্যা? তাহার কি সুপথে চলিবার ইচ্ছা ছিল না?"

স্মিথ বলিল, "কি করিয়া বলি? তাহার মনের কথা বুঝিতে পারি নাই। তবে সে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে শুনিলে আমি বিস্মিত হইব না; কারণ দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, ঐ পথ ত্যাগ করিলেও ভবিষ্যতে তাহাকে অর্থাভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না। তাহার পিতার মুক্তিলাভের পর বিপজ্জনক সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া শান্তিতে কালযাপন করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিশেষতঃ দস্যুবৃত্তি তাহার পেশা নহে —ইহা আমি বিশ্বাস করি।—সে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহার পিতৃশত্রুগণের ধন রত্ন লুণ্ঠন করিতেছিল, তাহার এ কথা মিথ্যা বলিয়া মনে হয় না।—আপনি ভবিষ্যতে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিবেন—এইরূপ অভয়বাণী শুনিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইয়াছিল, এবং ইহাই তাহার এখানে আসিবার অন্যতম কারণ বলিয়া মনে হয়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার সহিত এখানে তাহার দেখা করিতে আসিবার অন্য কোন কারণ ছিল না—ইহা যতক্ষণ জানিতে না পারি, ততক্ষণ তোমার এই অনুমানই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।—এ কথা থাক; পিয়ের ম্যালার্ড হঠাৎ পিস্তলের গুলীতে আহত হইল, ইহার কোন কারণ স্থির করিতে পারিয়াছ? কে কি উদ্দেশ্যে তাহাকে গুলী করিয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "এ যে কি ব্যাপার, তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই কর্ত্তা! তবে আততায়ী পিয়ের ম্যালার্ডকে লক্ষ্য করিয়া গুলী মারে নাই, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; গুলীটা হঠাৎ তাহার গলায় বিঁধিয়া গিয়াছিল। আমার সন্দেহ—আপনাকেই লক্ষ্য করিয়া গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "আমাকে লক্ষ্য করিয়া? তুমি ত খাসা অনুমান করিয়াছ!—আমাকে হত্যা করিবার জন্য কাহার আগ্রহ হইয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "বোধ হয় রঙ্গিণীর।—তাহারই কোন অনুচর আপনাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিল, "আমাকে হত্যা করিবার জন্য রঙ্গিণী তাহার অনুচরকে আদেশ করিয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "অসম্ভব কি?—যখন সে বুঝিতে পারিল—আপনি তাহার ধাপ্পাবাজিতে ভুলিলেন না, তখন সে জানালার দিকে চাহিয়া বোধ হয় তাহার অনুচরকে এজন্য ইঙ্গিত করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য থাকিলে রঙ্গিণী কি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত?"

স্মিথ বলিল, "হয় ত আপনাকে আহত করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল; সে বুঝিয়াছিল—আপনি আহত হইলে তদন্তটা বন্ধ রাখিয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবেন, অন্ততঃ কিছুদিন আপনাকে অকর্ম্মণ্য হইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু তুমিই বলিতেছিলে—সে অভিনয়-কৌশলে আমাকে ভুলাইতে আসিয়াছিল।

স্মিথ বলিল, "সে কথা সত্য; কিন্তু আপনি তাহার কথায় ভুলিয়াছেন—ইহা ত সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। আপনার মুখ দেখিয়াই সে আপনার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল। সহজে কার্য্যসিদ্ধি হইল না দেখিয়া সে ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। পথের অন্য দিকে যে বারান্দা আছে—সে সেখানে তাহার অনুচরকে রাখিয়া আসিয়াছিল, তাহার পর আপনার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে সে মুখ তুলিয়া সেইদিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র গুলীটা জানালার শার্শি ফুটা করিয়া আপনাকে জখম করিতে আসিল; কিন্তু পথ ভুলিয়া পিয়ের ম্যালার্ডের গলা ফুটা করিয়া বসিল!—চীনামাটির ফুলদানীতে গুলীটা বাধা না পাইলে, আপনি সুস্থদেহে এখন আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে পারিতেন কি না, অনুমান করা কঠিন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ কথা, আমি তোমার এই সিদ্ধান্তই মানিয়া লইলাম, স্বীকার করিলাম রঙ্গিণী ওল্‌গার আদেশে তাহার কোন অনুচর আমাকেই লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িয়াছিল, সৌভাগ্যক্রমে আহত হই নাই; কিন্তু রঙ্গিণীর একজন অনুচর ঐরূপ একটি গুলীতে নিহিত হইল; তাহাকে কে হত্যা করিল? রঙ্গিণীর দলভুক্ত অন্য কোন দস্যু তাহাকে নিহত করিয়াছে, ইহাই কি তোমার বিশ্বাস? আমাকে রঙ্গিণী শত্রু মনে করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহার দলের লোককে ওভাবে হত্যা করিবে কেন?

স্মিথ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয় ইহা বিশ্বাসঘাতকতার ফল"।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহার প্রতি কে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "জিমি হয় ত রঙ্গিণীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল; সে এইভাবে তাহার ফলভোগ করিয়াছে।—ইহা ভিন্ন জিমির হত্যাকাণ্ডের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। নিজের দলের লোককে রঙ্গিণী হত্যা করিবে কেন? হাঁ, জিমি নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। সে হয় ত রঙ্গিণীর শত্রুপক্ষকে ঘরের খবর বলিয়াছিল। রঙ্গিণী তাহা জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিয়াছে। প্যারিসের পুলিশ-আফিসে একজন লোক টেলিফোনে রঙ্গিণী ওল্‌গার প্রকৃত পরিচয় জানাইয়াছিল—মসিয়ে ভারলেন আপানাকে একথা বলিয়াছেন। আমার বিশ্বাস, সেই লোক জিমি ভিন্ন অন্য কেহ নহে। রঙ্গিণী জানিতে পারিয়াছিল—জিমি পুলিশের নিকট তাহার নাম প্রকাশ করিয়াছে; জেলখানা হইতে সে তাহার পিতার পলায়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল—ইহাও পুলিশের

গোচর করিয়াছে; এইজন্য রঙ্গিণী ধরা পড়িবার ভয়ে মধ্যরাত্রে তাড়াতাড়ি আপনার সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। সে প্যারিস হইতে পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই এখানে আসিয়াছিল; আপনাকে ত স্পষ্টই বলিয়াছিল—তাহার সময় নিতান্ত অল্প। সে তাহার পিতার সহিত অবিলম্বে প্যারিস ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিল। জিমির বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই তাহাকে এইভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে কি তোমার বিশ্বাস—রঙ্গিণী এখান হইতে পলায়ন করিয়া সেই রাত্রেই তাহার পিতার সঙ্গে দেশান্তরে যাত্রা করিয়াছে?"

স্মিথ বলিল, "রঙ্গিণী পুলিশের ভয়ে সেই রাত্রেই তাহার পিতার সঙ্গে প্যারিস ত্যাগ করিয়াছে। এখন তাহারা হয় ত শত মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। প্যারিসের পুলিশ এখন তাহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিবে না। প্রত্যুষে ছয়টার সময় চ্যান্টিলি হইতে একখানি এরোপ্লেন ক্রয়ডনে যাইবে; তাহারা সম্ভবতঃ সেই খ-পোতের টিকিট লইয়াছে। বেলা নয়টার সময় তাহা লণ্ডনে পৌঁছিবে। ঠিক জানি না, হয় ত আজ বেলা বারটার সময় সাউদামটন বন্দর হইতে কোন জাহাজ বিউনো আয়রেসে যাইবে, কিম্বা বেলা তিনটার সময় কোন জাহাজ লিভারপুল হইতে নিউ ইয়র্কে যাত্রা করিবে। তাহারা উভয়ে এই দুই জাহাজের কোনখানিতে চাপিয়া যদি ইংলণ্ড ত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমি একশ ডলার বাজি হারিব"

সহসা সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া বিবি ব্যালার্ড মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল; সে বলিল, "মসিয়ে ব্লেক, কে একজন লোক টেলিফোনে আপনাকে কি বলিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; আপনি হল-ঘরে আসিয়া তাহার কথা শুনিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বন্ধু ভারলেন বোধ হয় আমাকে কোন কথা বলিবেন।"—তিনি উঠিয়া হোটেলের হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষে মার্ব্বেলের একটি ক্ষুদ্র টেবিলের উপর টেলিফোনের যন্ত্রটি সংস্থাপিত ছিল; মিঃ ব্লেক তাহা তুলিয়া লইয়া সাড়া দিতেই প্রশ্ন হইল, "হাল্লো, আপনি কি মিঃ ব্লেক?"

ইংরাজীতেই প্রশ্ন হইল বটে, কিন্তু মিঃ ব্লেক কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন, প্রশ্নকর্ত্তা মসিয়ে ভারলেন নহেন; কণ্ঠস্বর গম্ভীর ও শ্রুতিমধুর। কোন ফরাসী ভদ্রলোক ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করিলে তাঁহার ইংরাজী উচ্চারণ যেরূপ হয়, প্রশ্নকর্ত্তার উচ্চারণের সেইরূপ বিশিষ্টতা ছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ব্লেক; আপনি কে?"

উত্তর হইল, "আমি দূতাবাস (Embassy) হইতে কথা বলিতেছি। আপনি যে ঘটনার তদন্তে নিযুক্ত আছেন, সে সম্বন্ধে অর্থাৎ নর্ত্তকী রীমা নালিফের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্বন্ধে কোন কোন জ্ঞাতব্য সংবাদ আপনাকে জানাইতে চাই, আপনি অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে পারি; কিন্তু আপনার কি নাম ও আপনি কোথা হইতে কথা বলিতেছেন—তাহা আগে জানিতে চাই।"

উত্তর হইল, "টেলিফোনে ঐ সকল কথা বলা আমি সঙ্গত মনে করি না মিঃ ব্লেক! টেলিফোনে সে সকল কথা প্রকাশ করা অবিবেচকের কাজ; তবে আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি, আমার কথায় নির্ভর করিয়া এখানে আসিলে আপনার বিপদের কোন আশঙ্কা নাই। আপনার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে; আশা করি, আপনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোথায় গিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে?"

উত্তর হইল, "আমার ঠিকানা আপনাকে বলিতে পারিব না, তাহা আপনাকে টেলিফোনে বলিতে বাধা আছে। আপনি প্লেস ডি লা গ্র্যাণ্ডির উদ্যানের উত্তর দেউড়ীতে আসিলে সেখানে কোন রমণীকে চীন্ দেশীয় একটি পিকিন্‌সি কুকুর কোলে লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিবেন; সেই স্ত্রীলোকটি আপনার প্রতীক্ষায় সেখানে বসিয়া থাকিবে। আপনি সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনার হাতের ছড়ি বা দস্তানা—যাহা হউক একটা জিনিস মাটীতে ফেলিয়া দিবেন, তাহা হইলেই সে আপনার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। তাহার পর সে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিবে। আপনি নিঃসন্দেহে তাহার অনুসরণ করিবেন। সে একটা গলিতে প্রবেশ করিয়া সেই গলির প্রথম বাড়ীর সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইয়া আবার চলিতে থাকিবে; কিন্তু আপনি আর অধিক দূর না গিয়া সেই বাড়ীর দরজায় করাঘাত করিবেন। আপনি দ্বারে করাঘাত

করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া যাইবে; তখন অসঙ্কোচে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিবেন। আপনার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই মিঃ ব্লেক। তবে যে আমি কেন এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছি—তাহা আমার সঙ্গে দেখা হইলেই আপনি বুঝিতে পারিবেন। আপনি দয়া করিয়া আসিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সকল কথাই রহস্যাবৃত; কোন কথাই আপনি খুলিয়া বলিতে অসম্মত। এ অবস্থায় আপনার কথায় নির্ভর করিয়া একাকী ঐরূপ অপরিচিত স্থানে আমার যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না ভাবিয়া দেখি।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, "দয়া করিয়া শীঘ্র আসুন। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি আপনার বিপদের আশঙ্কা নাই।"

মিঃ ব্লেক টেলিফোনের রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন। টেলিফোনে কে কি বলিল, তাহা শুনিবার জন্য স্মিথ আগ্রহভরে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল; তিনি স্মিথকে সকল কথাই বলিলেন। স্মিথ বলিল, "লোকটা নিজের নাম বলিল না, আপনাকে কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও বলিল না; তাহার এরূপ অসরল ব্যবহার ভাল লক্ষণ নহে। আপনাকে বিপন্ন করিবার জন্য ইহা শত্রুপক্ষের চাল কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আপনি কি তাহার কথায় নির্ভর করিতে পারেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা দূতাবাস হইতে কথা বলিতেছিল; কিন্তু কেহ 'আমি রেলের ষ্টেশন হইতে কথা বলিতেছি'—বলিলে যাহা বুঝি, 'দূতাবাস হইতে কথা বলিতেছি' বলায় সেই রূপই বুঝিলাম। সেই প্যারিসে নানা দেশের রাজদূতের আবাস আছে; লোকটা কোন্ দূতাবাস হইতে কথা বলিল, তাহাও আমাকে জানাইল না। তাহার ব্যবহার সরল নহে; কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সেখানে না যাওয়া সঙ্গত মনে হয় না। আমি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই যাইব। লোকটা কি বলে তাহা শুনিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইয়াছে। কিন্তু আমি একাকী যাইব না, তুমিও আমার সঙ্গে চল স্মিথ!"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া টোটা-ভরা পিস্তলটি পকেটে ফেলিলেন, তাহার পর স্মিথকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইলেন। রু ম্যাকাব্রে হইতে প্লেস্ ডি লা গ্র্যাণ্ডির দূরত্ব অধিক নহে। তাঁহারা সেই পথে অগ্রসর হইলেন। পথ জনকোলাহল-বর্জ্জিত। প্লেস্ ডি লা গ্র্যাণ্ডির বাগানে তখন অধিক লোক ছিল না; বাগানের ঝরণার কাছে কয়েকটি বালক-বালিকা খেলা করিতে করিতে উচ্চ হাস্যে বাগান প্রতিধ্বনিত করিতেছিল।

তাঁহারা বাগানের দক্ষিণ দরজা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলেন; উত্তর দরজা দিয়া বাগান হইতে বাহির হইবার সময় দেউড়ীর নিকট একখানি বেঞ্চিতে একটি প্রৌঢ়াকে উপবিষ্ট দেখিলেন, তাহার কোলে একটি ক্ষুদ্র পিকিন্‌সি কুকুর ছিল। প্রৌঢ়ার সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ পরিচ্ছদ-মণ্ডিত।

প্রৌঢ়া কুকুরটাকে কোলে লইয়া আদর করিতেছিল, সে মিঃ ব্লেকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল না; এমন কি, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহার সম্মুখে আসিয়াছেন ইহা যেন সে দেখিতেও পাইল না। মিঃ ব্লেক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাতের বেতখানি পদপ্রান্তে ফেলিয়া দিলেন, যেন হঠাৎ তাহা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল; যাহা হউক, তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহা তুলিয়া লইবামাত্র প্রৌঢ়া উঠিয়া দাড়াইল, এবং কুকুরটিকে কোলে লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। সে একবারও মিঃ ব্লেকের দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ কিছু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। প্রৌঢ়া কিছু দূরে গিয়া কুকুরটাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল এবং তাহার গলার কলারে শিকল বাঁধিয়া টানিতে টানিতে একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার অনুসরণ করিতেছিলেন কি না তাহা সে দেখিল না। মিঃ ব্লেক ম্যাচ জ্বালিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইলেন। প্রৌঢ়ার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন; অতঃপর তাহার অনুসরণ করা সঙ্গত কি না, তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি মনে করিলেন, এতদূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসঙ্গত, স্ত্রীলোকটা কি করে, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ ক্ষণকাল থামিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর গমন করিয়া প্রৌঢ়া একটা বাড়ীর সম্মুখে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কুকুরটাকে পুনর্ব্বার কোলে তুলিয়া লইল, এবং যে ভাবে যাইতেছিল—সেই ভাবেই চলিতে লাগিল; তখনও সে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল না।

মিঃ ব্লেক পাশে চাহিয়া প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা একখানি পুরাতন বাড়ী দেখিতে পাইলেন; তিনি

স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই ফটকের ভিতর প্রবেশ করিলেন। কয়েক গজ গমন করিয়া তাঁহারা সেই অট্টালিকার বাহিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া দ্বারের সম্মুখে পদার্পণ করিবামাত্র সেই দ্বার খুলিয়া গেল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ একটি সুপ্রশস্ত হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সেই ঘরে একজন ভৃত্য দাঁড়াইয়া ছিল, যেন সে মিঃ ব্লেকেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনিই কি মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আমারই এখানে আসিবার কথা ছিল।"

ভৃত্য বলিল, "আপনারা দয়া করিয়া আমার সঙ্গে আসুন।"

ভৃত্য হল-ঘরের বহির্দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্য একটি কক্ষে প্রবেশ করিল; মিঃ ব্লেক ও স্মিথ নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্লেকের কৌতূহল ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতেছিল।

তাঁহারা অপেক্ষাকৃত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইলেন, সেই কক্ষে অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন জ্বলিতেছিল; সেই আগুনের উত্তাপে কক্ষটি বেশ গরম। একজন বৃদ্ধ সেই অগ্নিকুণ্ডের নিকট একখানি চেয়ারে বসিয়া, অগ্নিকুণ্ডের উপর দুই হাত প্রসারিত করিয়া বহ্নি-সেবন করিতেছিল। বৃদ্ধটি কৃশ ও দুর্ব্বল, কিন্তু তাহার মুখে বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশীলতার চিহ্ন পরিস্ফুট; তাহাকে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল লোকটি সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন।

ভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে বলিল, "মিঃ ব্লেক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন মহাশয়!"

ভৃত্যের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে উঠিয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাহার ক্লান্ত চক্ষু দুইটি যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার ম্লান মুখ প্রসন্ন হইল। গভীর নিরাশার মধ্যে যেন সে আশার আলোক দেখিতে পাইল।

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের আদব কায়দা দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কূট রাজনীতির বৈঠকে (in the greatest of the diplomatic schools) সে শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

বৃদ্ধ মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন দেখিয়া আমি কিরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছি—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। সত্যই আমার আশঙ্কা হইয়াছিল, আপনি হয় ত আসিবেন না। আমি জানি আমার কথাগুলি আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে নাই। আমার সরলতায় আপনার সন্দেহ হইয়াছিল; কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও টেলিফোনে আপনাকে সকল কথা বলিবার উপায় ছিল না।"—বৃদ্ধ হঠাৎ স্মিথের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "ইনি আপনার সঙ্গে আসিয়াছেন? আপনার বন্ধু?"

মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল টেলিফোনে তিনি ইহারই সুমিষ্ট ও সতেজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়াছিলেন। এই বৃদ্ধই যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিল—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি বলিলেন, "এই যুবক আমারই সহকারী, আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; উহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কোন কাজ করি না; সুতরাং আপনার সঙ্কোচের কারণ নাই।"

এই বৃদ্ধ মিঃ ব্লেককে নর্ত্তকী রীমা নালিফ সম্বন্ধে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন কোন কথা বলিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিল; কিন্তু রীমা নালিফের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ, এবং সে রীমা নালিফ সম্বন্ধে কি কথা জানে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন দেখিয়া বৃদ্ধ তাহার ভৃত্যকে সেই কক্ষ হইতে সরাইয়া দিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনারা দয়া করিয়া বসুন।"

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ অগ্নিকুণ্ডের অদূরে উপবেশন করিলে বৃদ্ধ উৎকৃষ্ট চুরুটের একটি বাক্স মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে ধূমপান করিতে অনুরোধ করিল। মিঃ ব্লেক একটি চুরুট ধরাইয়া লইয়া ধূমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি দুই তিন মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, "আপনি আমাকে একটু অসুবিধায় ফেলিয়াছেন মহাশয়! কাহারও সহিত আলাপ করিতে হইলে, তিনি কে তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক; কিন্তু আমি এখন পর্য্যন্ত আপনার পরিচয়, এমন কি, আপনার নামটি পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই! কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি—তাহা কি আমার জানিবার অধিকার নাই?"

বৃদ্ধ বলিল, "হাঁ, আপনার অসুবিধা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; এ জন্য আমি বাস্তবিকই অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু আমার সকল কথা আপনাকে বলিবার পূর্ব্বে আমার পরিচয় দেওয়া সঙ্গত হইবে কি না, ঠিক বুঝিতে পারি নাই। এক সময় আমি মার্কিন রাজদূতের সাহায্যে নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু এখন আমি সেই কার্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি; অনেক দিন পূর্ব্বে সেই কার্য্যে ইস্তফা দিয়াছি। গত কয়েক বৎসর আমাকে টোলোসের কারাবরোধে বাস করিতে হইয়াছিল; কারণ অপরাধ না করিয়াও বিচারকের সূক্ষ্ম বিচারে আমি অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছিলাম! সংপ্রতি আমি মাল্‌মাইসন কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া এখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি।—আমার নাম জেনোফন নাস্‌মিথ!"

সপ্তম তরঙ্গ

রহস্যের নূতন সূত্র

মিঃ ব্লেক সহজে বিস্মিত হইতেন না; কিন্তু বৃদ্ধের মুখে তাহার পরিচয় শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলেন; তাঁহার মুখে কথা সরিল না। স্মিথ হাঁ করিয়া নাস্‌মিথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, যেন সে নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। মিঃ ব্লেকের মনেও দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। রঙ্গিণী ওল্‌গার পিতার সম্বন্ধে তিনি যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন—তাহা শুনিয়া তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল; সেই কাল্পনিক চেহারার সহিত বৃদ্ধ নাস্‌মিথের আকৃতির বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। বস্তুতঃ এই পক্ককেশ, মুনি-ঋষির ন্যায় সুগম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি, (ascetic-looking man) মিষ্টভাষী, মার্জ্জিত রুচিসম্পন্ন, রাজদূতের ন্যায় শিষ্টাচার (manners of an ambassador) প্রদর্শনে অভ্যস্ত, প্রাচীন ভদ্রলোকটি কোন দিন ফৌজদারীর আসামী হইতে পারে, বা দীর্ঘকাল কারা-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, দুই দিন পূর্ব্বে ফরাসী রাজধানীর কারা-প্রকোষ্ঠ হইতে কৌশলে বাহির হইয়া প্রাণভয়ে শিকারীর কুকুর-বিতাড়িত শশকের ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়াছিল—এ কথা বিশ্বাস করা মিঃ ব্লেকের অসাধ্য হইল। বিশেষতঃ যাহাকে মৃত মনে করিয়া পুলিশ নিশ্চিন্ত হইয়াছিল এবং তাহারই মৃতদেহ ভাবিয়া তাহা সমাহিত করিতেছিল, মিঃ ব্লেক যাহার সন্ধানে লণ্ডন হইতে প্যারিসে আসিয়াছিলেন, এবং যে ফরাসী পুলিশকে প্রতারিত করিয়া প্যারিস হইতে সুকৌশলে পলায়ন করিয়াছে সিদ্ধান্ত করিয়া যাহার সাক্ষাতের আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন—সেই জেনোফন নাস্‌মিথ তাহার গোপনীয় আবাসে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল—তাহার এই ব্যবহার এতই বিস্ময়কর, অবিশ্বাস্য ও বিচিত্র বলিয়া তাঁহার মনে হইল যে, তিনি অতঃপর কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া রহিলেন।—এরূপ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব ঘটনা তাঁহার জীবনে অল্পই ঘটিয়াছিল। তাঁহার চুরুটের আগুন নিবিয়া গেল; তাঁহার চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

মিঃ ব্লেককে নির্ব্বাক হইয়া বিহ্বলভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া নাস্‌মিথ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমার পরিচয় শুনিয়া আপনি বিস্মিত বা বিচলিত হইবেন না মিঃ ব্লেক! আমি সত্যই কারাগার হইতে পলাতক—কয়েদী নাস্‌মিথ; পুলিশ আমাকে মৃত মনে করিয়া অন্যের মৃতদেহ রেলের লাইন হইতে মড়িঘানায় লইয়া গিয়াছিল; এবং ডাক্তার দ্বারা শবব্যবচ্ছেদ করাইয়া তাহা সমাহিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে; আমি মরিয়াছি ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি পুলিশের সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন করেন নাই। আমার কন্যা ওল্‌গা আপনার সম্বন্ধে অনেক কথাই আমাকে বলিয়াছে। সেই সকল কথা শুনিয়া আজ অপরাহ্নে আপনার সহিত টেলিফোনে আলাপ করিয়াছিলাম; আপনাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলাম। আপনি বোধ হয় মনে করিতেছেন আমি ক্ষেপিয়া গিয়াছি, নতুবা এ রকম পাগলামি করিতাম না। ক্ষ্যাপা ভিন্ন বনের বাঘকে কে ঘরে ডাকিয়া আনে? যে ক্ষিপ্ত, উন্মাদ, সে-ও বোধ হয় এ রকম কাজ করে না। আপনি কে, প্যারিসে কেন আসিয়াছেন—ইহা জানিয়াও আপনাকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছি; আমার এই দুঃসাহসে আপনি স্তম্ভিত হইয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিয়াছি;—কিন্তু আমি এ কাজ কেন করিলাম—তাহা আপনি বুঝিতে পারেন নাই। আমি জানিতে পারিয়াছি, আমার এই দুঃসময়ে

পৃথিবীতে যদি কাহারও আমাকে সাহায্য করিবার শক্তি থাকে—তাহা হইলে সেই শক্তি কেবল আপনারই আছে। আমি নিজের জন্য চিন্তিত নহি; কিন্তু আমার প্রাণাধিকা কন্যা ওল্‌গা আজ বিপদ-সাগরে ভাসিতেছে; তাহার জীবন বিপন্ন হইয়াছে। হয় ত এতক্ষণ সে বাঁচিয়া নাই, বোধ হয় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেকের কৌতূহল ও বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল; তিনি বলিলেন, "তাহার মৃত্যু হইয়াছে! আপনার এরূপ অনুমানের কারণ কি?"—তাঁহার মানসিক ব্যাকুলতা কণ্ঠস্বরে পরিস্ফুট হইল।

নাস্‌মিথ বলিল, "সেই কথাই বলিব বলিয়া আপনাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম সকল কথা আপনাকে বলিতেছি শুনুন। কিন্তু আপনাকে প্রথমেই বলিয়া রাখি—ওল্‌গা আমার প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়নের জন্য প্রতিহিংসার যে ব্যবস্থা করিয়াছিল, যে সকল অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল আমি কোন দিন তাহার অনুমোদন করি নাই। না, আমি তাহার পাগলামীর সমর্থন করি নাই; এ কথা আপনি বিশ্বাস করিতে পারেন। তাহার কুকর্ম্মের সহিত আমার যোগ বা সহানুভূতি ছিল না। দেড় বৎসর পূর্ব্বে টৌলাসের কারাগারে সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, আমার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল; যে সকল নীচাশয় অর্থগৃধ্নু দুর্ব্বৃত্তের ষড়যন্ত্রে আমার সেই দুর্দ্দশা হইয়াছিল—সেইদিন হইতেই তাহাদিগকে উৎপীড়িত, চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য তাহার ষড়যন্ত্রের আরম্ভ।

"আমি কাহাদের ষড়যন্ত্রে বিনাদোষে সুদীর্ঘ-কালের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম, ওল্‌গা তাহা জানিত না; আমার দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাহার নিকট আমার দুর্দ্দশার কারণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার উৎপীড়কগণ কিরূপভাবে আমার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া মিথ্যা সাক্ষীর বলে আমাকে জেলে পুরিয়াছিল—তাহা তাহাকে বলিয়া বড়ই ভুল করিয়াছিলাম। আমার নির্য্যাতন-কাহিনী শুনিয়া তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। আমি জানিতাম তাহার জননীর উত্তপ্ত শোণিত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, অত্যাচারীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ সে তাহার মাতার প্রকৃতি হইতে লাভ করিয়াছে; কিন্তু সেই সকল কথা বলিবার জন্য আমি আপনাকে এখানে আহ্বান করি নাই। ওল্‌গা যে সকল অন্যায় কাজ করিয়াছে, যে ভাবে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া অপরাধী হইয়াছে—তাহা সমর্থন-যোগ্য না হইলেও, স্বার্থসিদ্ধির জন্য সে তাহা করে নাই; কেবল আমারই মুখ চাহিয়া, আমার প্রতি অত্যাচারের প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে, আমার অসম্মতিতে সে ঐ সকল অপকর্ম্ম করিয়াছিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, প্রতারকেরা তাহার যে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিল, ছলে বলে কৌশলে সে তাহা উদ্ধার করিবে, কারাগার হইতে আমাকে মুক্তিদান করিবে।

"আমার দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য তাহার এইরূপ আগ্রহ দেখিয়া আমি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম—ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না; কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম ইহাতে তাহার জীবন বিপন্ন হইবে। তাহা আমি প্রার্থনীয় মনে করি নাই। আমি তাহাকে একথা বুঝাইয়া তাহার কঠোর সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। এই জীবন-সন্ধ্যায় আমি স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যাকুল ছিলাম না; দীর্ঘকাল কারাগারে আবদ্ধ থাকায় পিঞ্জরাবরুদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আমার অবস্থা হইয়াছিল। সে আমাকে বলিয়াছিল কারাগার হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া আমি নূতনভাবে জীবন গঠন করিব, নূতন পথে অগ্রসর হইব; অতীত জীবনের সহিত আমার আর কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কিন্তু আর তাহা হইবার নয়, ভস্মে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আবির্ভাব প্রত্যাশা করা যায় না; আমার জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি কিরূপে ওল্‌গার আশা পূর্ণ করিব?"

নাস্‌মিথ এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল, একসঙ্গে অনেক কথা বলিয়া সে পরিশ্রান্ত হইয়াছিল; কয়েক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া সে পুনর্ব্বার বলিতে আরম্ভ করিল, "কিন্তু ওল্‌গা আমার সে কথায় কর্ণপাত করে নাই; যৌবনের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় সে অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার দুরূহ সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য জীবন পণ করিয়াছিল। কারাযন্ত্রণায় আমি অভ্যস্ত হইয়াছিলাম, তাহা আর আমার অসহ্য মনে হইত না; কিন্তু আমার দুঃখ দুর্গতিতে ওল্‌গা অধীর হইয়াছিল; প্রাচীন বয়সে আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া কষ্ট পাই, এ চিন্তাও সে দুঃসহ মনে করিত। আমি নিজের কষ্টে দুঃখিত না হইলেও আমার জন্য তাহার দুঃখের সীমা ছিল না। আমাকে সুখী করিবার জন্য

সে সকল বিপদ মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিল; নিজের স্বাধীনতা নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আমি জানিতাম সে অনেক পরাক্রান্ত ধনাঢ্য শত্রুর বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সুতরাং এক দিন তাহার সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী; একদিন তাহার স্বাধীনতা, জীবন বিপন্ন হইবেই। সে যতই চতুরা ও বুদ্ধিমতী হউক, আপনার ও পুলিশের সমবেত শক্তির তুলনায় তাহার শক্তি তুচ্ছ। বিশেষতঃ, যে ধনাঢ্য বণিক সমিতির বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল—তাহারা পুনঃ পুনঃ ক্ষতিগ্রস্ত, বিপন্ন ও লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিবে, এবং তাহাকে ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় নিষ্পেষিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; তাহাদের সেই চেষ্টা বিফল করা, তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা ওল্‌গার সাধ্যাতীত। ওল্‌গার এই প্রতিদ্বন্দ্বীরা কি প্রকৃতির লোক, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; কারণ একসময় আমি তাহাদেরই দলভুক্ত ছিলাম। কিন্তু ওল্‌গা যে কিরূপ ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়াছে—তাহা সে জানিত না, বা তাহা জানিয়াও গ্রাহ্য করে নাই। তাহার হৃদয়ে যৌবনের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি থাকিলেও প্রবীণের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা সে লাভ করিতে পারে নাই; প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সে অদম্য উৎসাহে গত দেড় বৎসর কাল আমার শত্রুগণকে নানাভাবে উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। অবশেষে আমার হিতৈষী সুহৃদ স্যামুয়েল ষ্টুয়ার্টের হত্যাকারী নরপিশাচ মেয়ার তাহার অনুচর-হস্তে নিহত হইয়াছে, মেয়ারের সর্ব্বস্ব ওল্‌গা কর্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াছে। মেয়ারের এই শোচনীয় পরিণামে তাহার দলের লোকগুলা আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছে; ইহার উপর আমি কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছি—এই সংবাদ শুনিয়া তাহারা চারি দিক অন্ধকার দেখিতেছে, এবং আমি ও ওল্‌গা জীবিত থাকিতে তাহাদের ধন, প্রাণ নিরাপদ নহে বুঝিয়া তাহারা আমাদের উভয়কে হত্যা করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

"কাল রাত্রি তিনটার সময় ওল্‌গা হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিল, কিছুকাল পূর্ব্বে সে যখন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, সেই সময় একজন আততায়ী আপনার শয়ন-কক্ষের জানালার বাহির হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী মারিয়াছিল; কালই সায়ংকালে সে তাহার অনুচর জিম মার্কহামকে সঙ্গে লইয়া একখানি গাড়ীতে প্লেস্ ডি লা গ্র্যাণ্ডি দিয়া যাইতেছিল—সেইসময় কোন আততায়ীর গুলীতে জিম তাহার পাশেই নিহত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ওল্‌গাকেই লক্ষ্য করিয়া সেই গুলী নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।—আমাকে এই সকল কথা বলিতে বলিতে ওল্‌গার মুখ ভয়ে চূণ হইয়া গেল, সে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সে বুঝিয়াছিল—তাহার জীবন আর মুহূর্ত্তের জন্য নিরাপদ নহে। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। —সে আমার এখানে আর না দাঁড়াইয়া ঝড়ের মত বেগে তাহার শয়ন-কক্ষে চলিয়া গেল।

"আজ সকালে আটটার সময় আমি তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তাহার শয্যা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, সে সেই শয্যায় শয়ন করিয়াছিল; কিন্তু তাহাকে সেই কক্ষে দেখিতে পাইলাম না!—সে শয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া আল্‌নায় রাখিয়াছিল; সেগুলি সেই স্থানেই ছিল। সুতরাং বুঝিলাম শয়নের পরিচ্ছদেই সে অদৃশ্য হইয়াছে! জানি, শয়নের পরিচ্ছদে সে বাহিরে যাইবে না; অথচ এখন পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান পাই নাই! তাহার কোন সংবাদও পাই নাই।

"মিঃ ব্লেক, তাহার অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। আমি কোথায় যাইব, কিরূপে তাহার সংবাদ পাইব—বুঝিতে পারিতেছি না। আমি পুলিশে সংবাদ দিলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ আমাকে গ্রেপ্তার করিবে। না পুলিশের নিকট সাহায্য লাভের আশা নাই। ওল্‌গার কোন বিপদ ঘটে নাই—এই সংবাদ জানিতে পারিলে আমি স্বেচ্ছায় কারাগারে পুনঃপ্রবেশ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাহাতে কি তাহার প্রাণ রক্ষা হইবে? ওল্‌গার জীবন রক্ষার জন্য আমার এই অকর্ম্মণ্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত আছি: কিন্তু আমার তুচ্ছ জীবনের বিনিময়ে কি তাহার জীবন রক্ষা করিতে পারিব? মিঃ ব্লেক, আপনি যদি তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন, সে নিরাপদে আছে—এই সংবাদ আমাকে আনিয়া দিতে পারেন—তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে মালমাইসন কারাগারে পুনঃপ্রবেশ করিব।—আপনার নিকট আমি এই উপকারটুকু প্রার্থনা করিতেছি।

"কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি।—ওল্‌গার একটি পোষা কুকুর ছিল; রাত্রে কুকুরটা তাহার পাহারায় থাকিত, কোন

বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে সে চীৎকার করিয়া ওল্‌গার নিদ্রাভঙ্গ করিত। আজ সকালে ওল্‌গার শয়ন-কক্ষে যাইবার সময় দেখি কুকুরটা রান্নাঘরের দরজায় মরিয়া পড়িয়া আছে।—কেহ কুকুরটাকে গুলী মারিয়া হত্যা করিয়াছিল! গুলী তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্মুখের দরজা বন্ধ ছিল; আমার চাকরেরা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পায় নাই; রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয় না, প্রায় সারারাত্রি আমি জাগিয়া থাকি। কাল রাত্রি চারিটা পর্য্যন্ত জাগিয়া ছিলাম; কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাই নাই।"

এই সকল কথা বলিয়া নাস্‌মিথ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া কাতরভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি কি দয়া করিয়া তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনি আমার এই অনুরোধ রক্ষা করিলে আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব, আপনি আমাকে পুনর্ব্বার কারাগারে প্রেরণ করিবেন, আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করিবেন, আমি তাহাতে বাধা দিব না। তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, তাহার জীবন রক্ষার জন্য আমি যে কোন মুহূর্ত্তে এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা নামাইতে প্রস্তুত আছি। আমি রুগ্ন বৃদ্ধ, আর কয়দিনই বা বাঁচিব? জীবনের প্রতি আমার আর কিছুমাত্র মায়া মমতা নাই। যে পাখী দীর্ঘকাল পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকে তাহার যেমন উড়িবার শক্তি থাকে, না, আমি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেও সেইরূপ আমার পলায়নের শক্তি নাই; কারাবাস ও স্বাধীন জীবন, এ উভয়ই আমার পক্ষে—ও কি ও?"

সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের বাতায়ন খুলিয়া গেল, এবং বৃদ্ধ নাস্‌মিথ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থানেই আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার মস্তক অগ্নিকুণ্ডের পাশে লুটাইয়া পড়িল, এবং সে দক্ষিণ হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া যন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল।

স্মিথ এক লম্ফে বৃদ্ধের মাথার কাছে গিয়া অগ্নিকুণ্ডের লৌহ-বেষ্টনীর নিকট হইতে তাহার মাথাটা সরাইয়া আনিল, এবং তাহা রাগের উপর রাখিয়া সভয়ে বলিল, "এ কি ব্যাপার কর্ত্তা! পিস্তলের গুলীতে—"

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সাবধান স্মিথ! ঐ জানালা! মাথা নামাও, মাথা নামাও।"

কিন্তু স্মিথ সতর্ক হইবার পূর্ব্বেই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; সে কাঁধের কাছে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইল! সে হাত তুলিতে না পারিয়া আর্ত্তস্বরে বলিল, "আমিও আহত হইয়াছি কর্ত্তা! কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক নহে, আপনি ব্যস্ত হইবেন না। শীঘ্র বাহিরে গিয়া আততায়ীর অনুসরণ করুন, সে এখনও দূরে পলাইতে পারে নাই।"

মিঃ ব্লেক জানালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, জানালার উদ্ধাংশের শার্শির একখানি কাচ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে!—তাঁহার ধারণা হইল কেহ কোন উচ্চ স্থানে বসিয়া গুলী বর্ষণ করিয়াছে। কিন্তু পিস্তলের আওয়াজ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। মিঃ ব্লেক বিহ্বল দৃষ্টিতে ধরালুণ্ঠিত নাস্‌মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। কি অদ্ভুত ব্যাপার! কি ভীষণ কাণ্ড!—দিবাভাগে অদৃশ্য আততায়ীর নিঃশব্দ গুলীতে রুদ্ধদ্বার গৃহকক্ষে মানুষ খুন! আততায়ীর সাহস ও স্পর্দ্ধার পরিচয় পাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু আর সময় নষ্ট করা তিনি অসঙ্গত মনে করিলেন। তিনি এক লম্ফে সেই জানালার নিকট আসিয়া, ভাঙ্গা-শার্শির ভিতর দিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, আততায়ী পথে দাঁড়াইয়া গুলী মারিলে শার্শির মাথার কাচ ভাঙ্গিয়া পাড়ত না; আততায়ী কোথা হইতে গুলী মারিয়াছে জানিবার জন্য তিনি উর্দ্ধে চাহিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই পথের অন্য-প্রান্তস্থিত অট্টালিকার দ্বিতলের বারান্দার পশ্চাৎস্থিত একটি কক্ষের জানালা হঠাৎ বন্ধ হইল। মিঃ ব্লেক আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাই যথেষ্ট।

মিঃ ব্লেক টুপিটা তুলিয়া লইয়া এক লম্ফে সেই কক্ষের বাহিরে আসিলেন; নাস্‌মিথের চাকরটা সেই সময় সেই কক্ষে আসিতেছিল, মিঃ ব্লেক হুড়-মুড় করিয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইয়া লইয়া চাকরটাকে বলিলেন, "শীঘ্র ঘরের ভিতর যাও, তোমার মনিব আহত হইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক আর কোন দিকে না চাহিয়া দ্রুতবেগে হল-ঘর পার হইয়া পথে আসিলেন; তিনি নাস্‌মিথের বাড়ীর সম্মুখস্থ বাড়ীর দিকে চাহিলেন। সেই বাড়ী হইতেই গুলী বর্ষিত

হইয়াছিল; তাহা কোন ভদ্রলোকের বাসভবন নহে, (not a private residence) সেই অট্টালিকা কাহারও আফিস বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, সেই বাড়ীর দরজা খোলা, এবং দরজার সম্মুখে একখানি ট্যাক্সি দাঁড়াইয়া ঘস্‌-ঘস্‌ শব্দ করিতেছিল, যেন মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাহা চলিতে আরম্ভ করিবে। মিঃ ব্লেক দ্রুতবেগে পথ পার হইয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখের ঘরেই দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি। তিনি সেই সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া, অতঃপর কি করিবেন তাহাই ভাবিয়া লইলেন। যে ব্যক্তি দ্বিতলের কক্ষ হইতে গুলী চালাইয়াছিল, সে তখনও দ্বিতল হইতে নামিয়া যায় নাই বুঝিয়া, তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া দোতালার প্রায় কাছাকাছি উঠিয়াছেন, এমন সময় সিঁড়ির মাথায় একটি লোককে দেখিতে পাইলেন; সে তখন দোতালা হইতে নীচে নামিয়া আসিতেছিল; লোকটার চেহারা ও ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

লোকটি দীর্ঘকায়, মুখখানি সুচল, প্রৌঢ় হইলেও চেহারা দেখিয়া বলবান বলিয়াই মনে হইল। তাহার মাথায় ছত্রীওয়ালা (broad brimmed) টুপি; টুপিটা কাল কাপড়ে মোড়া। তাহার দেহ সেকেলে রকমের একটা কাল লম্বা কোটে আচ্ছাদিত। তাহার চক্ষু দুটি উজ্জ্বল; রক্তবর্ণ চক্ষু কপালের উপর ঠেলিয়া উঠিয়াছিল, যেন পাগলের দৃষ্টি। তাহার মুখ মৃতের মুখের মত বিবর্ণ।

মিঃ ব্লেক তাহাকে নামিতে দেখিয়াও, তাহাকে যেন দেখিতে পান নাই, এই ভাবে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিলেন, সেই লোকটির প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল, ইহা তিনি তাহাকে বুঝিতে দিলেন না; কিন্তু সে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সতর্ক ভাবে নামিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক একবার মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার সন্দেহ হইয়াছিল—লোকটা পাগল!

মিঃ ব্লেক আরও কিছুদূর উঠিবার পর লোকটি তাঁহার পাশ দিয়া নামিয়া গেল, কিন্তু সে তাঁহাকে অতিক্রম করিবামাত্র তিনি ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাহার পশ্চাৎ হইতে এ ভাবে তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিলেন যে, তাহার হাত নাড়িবার উপায় রহিল না।—এই ভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, এবং তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া নীচে ফেলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক সিঁড়ির উপর শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, লোকটা তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না। তাঁহার কঠিন ভুজ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া সে ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর প্রচণ্ড বেগে সম্মুখে ঝুঁকিয়া সিঁড়ির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। সেই ভাবে পড়িলে যে তাহার নাক মুখ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে—সে দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। সে মুখ গুঁজিয়া সিঁড়ির উপর পড়িবামাত্র মিঃ ব্লেকও তাহার পিঠের উপর পড়িলেন।

ঢালু সিঁড়ির উপর এই ভাবে পড়িবামাত্র তাঁহাদের দুই জনকেই সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে গড়াইতে সিঁড়ির নীচে আসিতে হইল। গড়াইয়া নীচে পড়িবার সময় সেই ব্যক্তি মিঃ ব্লেকের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। উভয়কেই গড়াইতে গড়াইতে নীচের সানে আসিয়া পড়িতে হইল; পড়িবার সময় লোকটা এরূপ এক ঝাঁকুনী দিয়া চিত হইল যে, মিঃ ব্লেক তাহার পিঠের নীচে পড়িলেন, এবং মুহূর্ত্ত পরে কঠিন সানে এরূপ বেগে নিক্ষিপ্ত হইলেন যে, তাঁহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়া মাথা ঘুরিতে লাগিল। সেই সুযোগে সেই ব্যক্তি মিঃ ব্লেকের বাহুপাশ হইতে একখানি হাত ছাড়াইয়া লইল।

মিঃ ব্লেক তখন মাথার যন্ত্রণায় কাতর; তিনি সভয়ে দেখিলেন সে পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া তাঁহার মুখের দিকে ঘুরাইয়া ধরিল। পিস্তলটি ক্ষুদ্র, তাহার আকার কতকটা ভোঁতা সাবলের অগ্রভাগের অনুরূপ! মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি তাহার হাতে এক ধাক্কা দিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে 'হুস্‌' করিয়া একটা শব্দ হইল, পিচকিরির সাহায্যে জল নিক্ষেপ করিবার সময় যেরূপ শব্দ হয়—সেইরূপ শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গালের কাছে অসহ্য উত্তাপ অনুভব করিলেন।

মিঃ ব্লেক ডান হাতখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া প্রচণ্ড-বেগে তাহার মুখে এক ঘুসি মারিলেন। তাহার পর তাহার হাত হইতে পিস্তলটা কাড়িয়া লইয়া সবেগে

সেই কক্ষের একপ্রান্তে নিক্ষেপ করিলেন। সেই সময় লোকটা আর একবার মুক্তিলাভের চেষ্টা করিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক পিস্তলটা ফেলিয়া দিয়াই পুনর্ব্বার দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে লোক ডাকিতে লাগিলেন। লোকটা উন্মাদ বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল।

পাগল মিঃ ব্লেকের কবল হইতে মুক্তিলাভের উপায় না দেখিয়া, বহুচেষ্টায় মাথাটা তাঁহার হাতের কাছে লইয়া গেল, এবং মুখ নামাইয়া সজোরে তাঁহার হাত কামড়াইয়া ধরিল। মিঃ ব্লেক তাহার দংশনে বিব্রত হইয়া উঠিলেন, তথাপি তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন না; তখন সে মিঃ ব্লেককে টানিয়া লইয়া সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন।

পাগল সিঁড়ির নীচে দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতে এমন কামড় দিল যে, যন্ত্রণায় তিনি হাত টানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই সে এক ধাক্কা দিয়া মিঃ ব্লেককে সিঁড়ির উপর চিত করিয়া ফেলিয়া দিল। মিঃ ব্লেক আর তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিলেন না।

পাগল এইভাবে মুক্তিলাভ করিয়াই দ্বারের দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। মিঃ ব্লেকও মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন, কিন্তু তিনি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পাগল দ্বারের বাহিরে আসিয়া এরূপ জোরে দ্বার টানিয়া দিল যে দ্বারের বোল্টু ঘুরিয়া গিয়া ফ্রেমের মধ্যে আঁটিয়া বসিল। (the bolt shot out and jammed in the frame) মিঃ ব্লেক দ্বার টানিয়া খুলিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, তিনি বল্টু সরাইয়া বিস্তর টানাটানির পর দ্বার খুলিলেন বটে, কিন্তু দ্বারের বাহিরে আসিয়া সেই পাগলকে আর দেখিতে পাইলেন না; দ্বারপ্রান্তে যে ট্যাক্সিখানি দাঁড়াইয়া 'ভরর-ভরর' শব্দ করিতেছিল, সে তাহাতে উঠিয়া চক্ষুর নিমেষে চম্পট দান করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ পথে আসিয়া চিৎকার করিয়া পলাতক ট্যাক্সি থামাইতে পথিকদের অনুরোধ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার গলা হইতে কথা বাহির হইল না; একটা অস্ফুট গোঁ-গোঁ শব্দ বাহির হইল, তাহা কেহ শুনিতে পাইল না।

তিনি যখন পথে আসিয়া ট্যাক্সির অনুসরণের চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাহা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। তথাপি সেই ট্যাক্সির পশ্চাদ্ভাগ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। ট্যাক্সির 'নম্বর-প্লেটে' তিনি ট্যাক্সির নম্বর দেখিতে পাইলেন। নম্বরটি xy ৩৭০৮। ট্যাক্সির নম্বর তিনি স্মরণ রাখিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে—ইহা আশা করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেকের মন ক্রোধে ও ক্ষোভে পূর্ণ হইল। তাঁহার মনে হইল স্মিথ তাঁহার সঙ্গে থাকিলে তিনি পাগলাটাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন। তাহাকে ধরিতে পারিলে রহস্যভেদ সহজ হইত। এভাবে অকৃতকার্য্য হইয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন, এবং সেই অট্টালিকায় প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পিস্তলটি কুড়াইয়া লইলেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—তাহা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের 'লিকুইড্ এয়ার-পিস্তল, তাহা অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র, তাহার গঠনপ্রণালীও অদ্ভুত। এই অস্ত্র যেমন সাংঘাতিক সেইরূপ অব্যর্থ। তাহা নিঃশব্দে লক্ষ্যভেদ করে, এবং তাহার বেগ অত্যন্ত তীব্র।

মিঃ ব্লেক সেই পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া নাস্মিথের বাসায় উপস্থিত হইলেন। পিস্তলটি হস্তগত করিয়া তাঁহার আশা হইল পাগলটা পলায়ন করিলেও আর হঠাৎ নরহত্যা করিতে পারিবে না।—অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সেই পিস্তলে এক জন নিহত ও তিনজন আহত হইয়াছিল। ওল্গার কুকুরটিকেও সে হত্যা করিয়াছিল, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের সন্দেহ রহিল না, কিন্তু নিরুদ্দিষ্টা রঙ্গিণীর ভাগ্যে কি হইয়াছিল, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না।

অষ্টম তরঙ্গ

সন্ধান

মিঃ ব্লেক চিন্তাকুলচিত্তে হোটেল সেণ্ট জুলিয়েনে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যখন স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সেই হোটেল হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি মুহূর্ত্তের জন্য মনে করেন নাই যে, রঙ্গিণী ওল্গার পিতা জেনোফন নাস্মিথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। তিনি জার্ডিন্স ডি লা গ্রাণ্ডির বাগানে প্রবেশ করিয়া বাগানের উত্তর দরজায় একটি প্রৌঢ়াকে কুকুর লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; তাহার অনুসরণ

করিয়া তিনি নাস্‌মিথের রাসভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাকে সেখানে সশরীরে দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া তাঁহার বিস্ময় ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাহার পর অল্প সময়ের মধ্যে যে সকল কাণ্ড ঘটিল—তাহা এরূপ অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ, ঘটনাচক্র এরূপ জটিল যে, স্বচক্ষে না দেখিলে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার মনে হইল নিদ্রাঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যাহা দেখিয়া আসিলেন তাহা সত্য নহে; কিন্তু স্মিথ আহত স্থানে পটি বাঁধিয়া, ফিতা দিয়া গলায় হাত ঝুলাইয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ছিল; ক্ষত-মুখ হইতে প্রচুর রক্ত ক্ষরিত হওয়ায় তাহার মুখ মলিন, দেহ অবসন্ন।—ইহা অত্যন্ত কঠোর সত্য।

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "ব্যাপার যে ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া উঠিল স্মিথ! পুলিশের বিশ্বাস নাস্‌মিথের মৃতদেহ তাহারা সমাহিত করিয়াছে; কিন্তু আমরা সজীব নাস্‌মিথকে দেখিয়া আসিলাম। পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া কিছু দিন সে বাঁচিয়া থাকিবে মনে করিয়াছিল; কিন্তু আর তাহার জীবনের আশা নাই। তাহার যে ফুস্‌ফুস্ নীরোগ ছিল—আততায়ীর গুলীতে তাহা বিদীর্ণ হইয়াছে। তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে তুমি বাঁচিয়া গিয়াছ। আমার কথা শুনিয়া তুমি তাড়াতাড়ি মাথা সরাইয়া না লইলে গুলীটা তোমার বুকে বিঁধিত। তুমি ত বাঁচিলে, কিন্তু রঙ্গিণী ওল্‌গার জীবন রক্ষা হইবে কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। সে জীবিত থাকিলেও তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সহজ হইবে না। যে লোকটা তোমাদিগকে গুলী মারিয়াছিল, সে বিকৃতমস্তিষ্ক; নরহত্যায় তাহার কুণ্ঠা নাই। সে রঙ্গিণীকেও হত্যা করিয়াছে শুনিলে বিস্মিত হইব না।"

স্মিথ বলিল, "সেই পাগলটা রঙ্গিণী ওল্‌গাকে চুরি করিয়া লইয়া যায় নাই ত?—সে একাকী আসিয়া কি ওল্‌গাকে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে অপসারিত করিতে পারিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটা অসাধারণ বলবান। রঙ্গিণীর মত ক্ষীণাঙ্গী নারীকে বহিয়া লইয়া যাওয়া তাহার অসাধ্য নহে। গত রাত্রে সে নাস্‌মিথের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রঙ্গিণীর কুকুরটাকে গুলী করিয়া মারিয়াছিল। পিস্তলের শব্দ হয় নাই, এ জন্য রঙ্গিণী সতর্ক হইতে পারে নাই। আমি তাহার যে পিস্তলটি লইয়া আসিয়াছি, উহাই সেই পিস্তল। কুকুরটাকে গুলী করিয়া মারিয়া সে রঙ্গিণীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। রঙ্গিণীকে বোধ হয় সে গুলী মারিবার ভয় দেখাইয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "সে কি ভয়ে চীৎকার করে নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় সে চীৎকার করে নাই। চীৎকার করিতে তাহার সাহস হয় নাই; রঙ্গিণী বুঝিয়াছিল—চীৎকার করিলেই পাগল তাহাকে গুলী করিয়া মারিবে; প্লেস ডি লা গ্র্যাণ্ডির পথে তাহারই গাড়ীতে তাহার অনুচর নিহত হইয়াছিল—ইহা কি তাহার স্মরণ ছিল না?"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু লোকটা কে কর্ত্তা? সে কি উদ্দেশ্যে রঙ্গিণীর অনুসরণ করিতেছিল, কেনই বা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল নস্‌মিথের অনুমানই সত্য। রঙ্গিণী ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়াছে; সে যাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত ও উৎপীড়িত করিতেছিল—ঐ পাগলটা তাহাদেরই বেতনভোগী চর; রঙ্গিণীকে হত্যা করিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সার এন্‌সর নাথান ও তাহার দলের লোকের আদেশে সে পরিচালিত হইতেছিল। কিন্তু এখন আমার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আমার বিশ্বাস, এই লোকটা রীমা নালিফের রূপ দেখিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। সম্ভবতঃ সে রঙ্গিণীকে প্রেম নিবেদন করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গিণী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সে রঙ্গিণীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রঙ্গিণী যে রাত্রিতে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল, সেই রাত্রেও সে ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। সে আমাকে রঙ্গিণীর প্রণয়ী মনে করিয়া, আমাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী মারিয়াছিল; কিন্তু পিয়ের ম্যালার্ড সেই গুলীতেই আহত হইয়াছিল। প্লেস্ ডি লা গ্র্যাণ্ডিতে রঙ্গিণীর যে অনুচরকে সে হত্যা করিয়াছিল—রঙ্গিণীর সঙ্গে যাইতে দেখিয়া তাহাকেও সে রঙ্গিণীর প্রণয়ী মনে করিয়াছিল। রঙ্গিণী যাহার সহিত গোপনে আলাপ করিবে, তাহাকেই সে রঙ্গিণীর প্রণয়ী মনে করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করিবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার কথা সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে; কিন্তু রঙ্গিণীর পিতাকে সে গুলী করিল কেন? বৃদ্ধ নাস্‌মিথকে হত্যা করিয়া তাহার কি ইষ্টসিদ্ধি হইত?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাগল কি ভাবিয়া কখন কি কাজ করে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। হয় ত সে মনে করিয়াছিল নাস্মিথকে হত্যা করিলে তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধি—"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই টেলিফোন ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক উঠিয়া গিয়া রিসিভার তুলিয়া লইলেন, এবং সাড়া দিতেই তাঁহার বন্ধু মসিয়ে ভারলেনের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন।

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "মসিয়ে ব্লেক, আপনাকে দুই একটা জরুরী সংবাদ জানাইতে আসিলাম; আমার বিশ্বাস, তাহা শুনিলে আপনি বিস্মিত হইবেন। আমি ত তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এমন কি সংবাদ মসিয়ে ভারলেন!"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "আমাদের সদর আফিসের সার্জ্জন লিফিভারকে আপনি জানেন। নর্দ্দারণ হাসপাতালের ছোকরা ডাক্তার রেনার্ডের সঙ্গে তাহার অত্যন্ত বচসা হইয়া গিয়াছে। লিফিভার নিজের জিদ বজায় রাখিবার জন্য শব-ব্যবচ্ছেদের সময় আপনার সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়াছে। সে যে রিপোর্ট দিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, লোকটা সত্যই ট্রেণে কাটা পড়িয়া মারা গিয়াছে। উহা যে পলাতক কয়েদী নাস্মিথেরই মৃতদেহ—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ!"

মিঃ ব্লেক কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। তাহার পর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "ডাক্তার লিফিভার একটি গণ্ডমূর্খ (utter fool) মসিয়ে ভারলেন!"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই;—কিন্তু তাহার সিদ্ধান্তই যে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। ডাক্তার লিফিভার তাহার রিপোর্টে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছে—কয়েদী নাস্মিথের পরিবর্ত্তে অন্য লোকের মৃতদেহ আনিয়া রেলের লাইনের উপর ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল, এবং তাহাই নাস্মিথের মৃতদেহ বলিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে—এইরূপ একটা জনরব শুনিতে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এরূপ জনরবের মূলে কোন সত্য নাই। সে না কি এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতাপূর্ণ কাহিনী (stupidest story) পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করে নাই! সে আমাদের আফিসের সহকারী অধ্যক্ষের (assistant chief) সঙ্গে দেখা করিয়া খুব রাগ প্রকাশ করিয়া গিয়াছে। সে তাঁহাকে বলিয়াছে—আপনারই উদ্ভট কল্পনা হইতে এই অসম্ভব গল্পের উৎপত্তি!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমার সম্বন্ধে তাহার ধারণা ত খুব উচ্চ!"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "সে আপনাকে সম্মুখে পাইলে খাইয়া ফেলিত! সে বলিল—এই হতভাগা ইংরাজ গোয়েন্দাটা নিজের দেশ ছাড়িয়া প্যারিসে কি জন্য অনধিকারচর্চ্চা করিতে আসিয়াছে?—আপনি ত জানেন ডাক্তার লিফিভার ভয়ঙ্কর ইংরাজ-বিদ্বেষী। আমাদের সহকারী অধ্যক্ষটি তাহারই রায়ে রায় দিয়াছেন। তিনি প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার সঙ্গে দেখা করিয়া বলিলেন—লিফিভারের সিদ্ধান্ত অকাট্য! তিনি আরও বলিলেন—গুলী-মারা ব্যাপারের সহিত নাস্মিথের পলায়নের কোন সম্বন্ধ নাই। থিয়েটারের নর্ত্তকীটার প্রণয় লাভে হতাশ হইয়া একটা পাগল প্রতিদ্বন্দ্বী-প্রণয়ীকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। কিন্তু সে কি উদ্দেশ্যে পিয়ের ম্যালার্ডকেও গুলী করিয়াছিল—তাহ তিনি এখনও জানিতে পারেন নাই বলিলেন। তিনি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন, নাস্মিথ চিরকুমার; সে যখন বিবাহই করে নাই, তখন তাহার কন্যা থাকিবে কিরূপে? তাহার কন্যা-টন্যা কিছুই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনাদের এই সহকারী অধ্যক্ষ আর একটি পাগল। বড় কর্ত্তাটি কোথায়?"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "ম্যালেরিয়া জ্বরে তিনি বেহুঁস।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চারি দিকেই সঙ্কট!"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "কিন্তু আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই, আপনি স্বাধীনভাবে তদন্ত করিতে পারেন; আমরা আপনার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপণ করিব না মসিয়ে ব্লেক! তবে আমি যে আপনাকে সাহায্য করিব—সে আশা নাই; কারণ স্যান্টিস হইতে একটা জালিয়াতীর সংবাদ পাওয়ায় আমাকে অবিলম্বে সেখানে যাইতে হইবে। নাস্মিথের মৃতদেহ আগামী কল্য ম্যাল্মাইসন কারাগারসংলগ্ন সমাধি-ক্ষেত্রে সমাহিত করা হইবে। রীমা নালিফের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে—ম্যাসেলকে তাহার তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে ত আর একটা পাগল!"

মসিয়ে ভারলেন বলিলেন, "সে কথা সত্য। সে কি করে দেখা যাউক। এখন আমি আপনার

নিকট বিদায় লইব। আর এক কথা, আপনি আধ মিনিট অপেক্ষা করুন। লাইসেন্স বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর লি ক্রুম আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে; আপনি একখান ট্যাক্সির সন্ধান জানিতে চাহিয়াছিলেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, লাইসেন্স-ইন্‌স্পেক্টর কি সেই ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাকিয়াছেন?"

মসিয়ে ভারলেন মিনিট দুই কোন কথা বলিলেন না, তাহার পর উত্তর দিলেন, x y ০৭০৮নং ট্যাক্সি ত? সেই ট্যাক্সির ড্রাইভারের নাম জীন ডুপোর্ট; গারে ডি লা উষ্টের থানায় তাহাকে হাজির করা হইয়াছে। আপনি জেরা করিতে পারেন। এখন বিদায় বন্ধু! আশা করি আপনার শ্রম সফল হইবে।"

মিঃ ব্লেক রিসিভার রাখিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। প্যারিসের পুলিশ আফিসের কর্তৃপক্ষের বুদ্ধির বহর দেখিয়া তাঁহার মন ক্ষোভে পূর্ণ হইল। যাঁহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারিতেন, যাঁহার নিকট সাহায্য পাইবার আশা ছিল—এ সময় তাঁহাকে প্যারিস ত্যাগ করিয়া জালিয়াতীর তদন্তে সুদূর মফস্বলে যাইতে হইল—ইহা বড়ই বিড়ম্বনা-জনক বলিয়া তাঁহার মনে হইল; তবে আশার কথা এই যে, তিনি স্বাধীনভাবে তদন্ত করিতে পারিবেন, কেহ তাঁহার কার্য্যে বাধা দিবে না। নাস্‌মিথ তখনও জীবিত, অথচ তাহার মৃতদেহ বলিয়া আর একটি মৃতদেহ সমাহিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে,—এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড আর কখন ঘটিয়াছে কি না, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল না; কিন্তু ডাক্তার লিফিভারের ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে ও পুলিশের কার্য্যদক্ষতায় অন্য একটি মৃতদেহ নাস্‌মিথের মৃতদেহ বলিয়া সমাহিত হওয়ায় তাঁহার কাজের একটু সুবিধা হইবে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর নাস্‌মিথকে পুলিশ গ্রেপ্তারের চেষ্টা করিবে না, এবং সে জীবিত নাই বুঝিয়া পুলিশ ওল্‌গা নাস্‌মিথের বিরুদ্ধে মামলা চালাইবে না; সুতরাং যদি সে জীবিত থাকে—তাহা হইলে তাহার ধরা পড়িয়া জেল-খাটিবার আশঙ্কা নাই বুঝিয়া তিনি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন।

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া টুপি ও ছড়ি লইয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন।

স্মিথ বলিল, "এখন কোথায় যাইবেন কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটা তদন্তে বাহির হইতেছি; রহস্যের একটা সূত্র পাওয়া গিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "আমি আপনার সঙ্গে যাইব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না। তুমি আহত হইয়াছ, এখন তোমার বাহিরে না যাওয়াই ভাল। আমার সঙ্গে পিস্তল থাকিল, হঠাৎ কোন বিপদের সম্ভাবনা ঘটিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিব।"

স্মিথ তাঁহার সঙ্গে পথ পর্য্যন্ত আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনি ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়িবেন না। আপনাকে খুন করিবার জন্য একাধিক বার চেষ্টা হইয়াছে—তাহা স্মরণ রাখিবেন। আপনি অক্ষত দেহে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলেন, এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই গারে ডি লা উষ্টের থানায় উপস্থিত হইলেন। xy০৭০৮নং ট্যাক্সির ড্রাইভার তাহার ট্যাক্সি থানার সম্মুখে রাখিয়া থানায় তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। কি অপরাধে তাহাকে থানায় ধরিয়া আনা হইয়াছিল—তাহা সে জানিত না; ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। থানার কন্‌ষ্টেবলেরাও তাহার অপরাধ কি জানিতে পারে নাই, উপরওয়ালার হুকুমে তাহারা তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে যে প্রশ্ন করিলেন—তাহার উত্তরে সে বলিল, "হাঁ মসিয়ে, সেই লোকটা আজ বৈকালে রু-মার্টিনে আমার ট্যাক্সি ভাড়া করিয়াছিল। তাহার আদেশে আমি খুব জোরে ট্যাক্সি চালাইয়াছিলাম, সে আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল; আমি প্রথমে জোরে ট্যাক্সি চালাইতে সম্মত হই নাই, কিন্তু আমি পূর্ণবেগে ট্যাক্সি চালাইতেছি না দেখিয়া সে খেঁকি কুকুরের মত আমাকে কামড়াইতে উদ্যত হইয়াছিল।—তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমি বলিলাম—'আমাকে মারিবেন না কি? আপনার মতলব কি?'—লোকটা পকেট হইতে এক শ' ফ্রাঙ্কের নোট বাহির করিয়া বাঁ-হাতে ধরিল, এবং ডান হাতে একটা অদ্ভুত আকারের হাতিয়ার লইয়া বলিল, "কি চাও—এই নোট, না এই পিস্তলের গুলী? আমার আদেশ পালন করিলে এই এক শ' ফ্রাঙ্ক তোমার পকেটে প্রবেশ করিবে, আর আমার অবাধ্য হইলে, এই পিস্তলের গুলী তোমার মস্তকে প্রবেশ করিবে—কি চাও বল?—আমি নোটখানি চাহিলাম, এবং ট্যাক্সি লইয়া উড়িয়া চলিলাম। লোকটা ক্ষ্যাপা না কি? কে সে? কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লই। কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?"

ট্যাক্সি ড্রাইভার বলিল, "রু চের্চ্চের একটা বাড়ীতে।—একখান ভাঙ্গা বিশ্রী বাড়ী, সেই বাড়ীর নম্বর ৯৯ - "

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, সেই বাড়ী এখান হইতে কি অনেক দূর?"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বলিল, "সেখান হইতে আমার আড্ডায় ফিরিয়া আসিতে কুড়ি মিনিট লাগিয়াছে; নদীর ধারে একটা পুরাতন গীর্জ্জা আছে। সেই গীর্জ্জার নাম চ্যাপেল নয়ার। সেই গীর্জ্জার ঠিক পশ্চাতেই এই বাড়ী?"

মিঃ ব্লেক ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে কুড়ি ফ্রাঙ্কের একখানি নোট গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "থানার দরজায় যে ট্যাক্সি দেখিলাম, তাহাই ত তোমার ট্যাক্সি?—আমাকে এখনই সেখানে লইয়া চল।"

কি ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে ভাবিয়া ট্যাক্সি-ওয়ালা ভয়ে কাঁপিতেছিল; কিন্তু ফ্যাসাদের পরিবর্ত্তে একটা ভাড়া জুটিয়া গেল দেখিয়া তাহার ম্লান মুখে হাসি ফুটিল। সে প্রফুল্ল চিত্তে তৎক্ষণাৎ থানার বাহিরে আসিয়া ট্যাক্সিতে 'ষ্টার্ট' দিল; মিঃ ব্লেক ট্যাক্সিতে উঠিয়া বসিলে সে দ্রুতবেগে রু-চের্চ্চের দিকে ধাবিত হইল; মিঃ ব্লেক যে এত সহজে সেই পাগলের বাসস্থানের সন্ধান পাইবেন, তাহা আশা করেন নাই; কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল—সেই পাগল ট্যাক্সি ড্রাইভারকে তাহারই বাসস্থানের নিকট লইয়া গিয়া যে ট্যাক্সি হইতে নামিয়াছে—ইহার নিশ্চয়তা কি?—যে নরহত্যা করিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—তাহাকে যে সেই বাড়ীতে পাওয়া যাইবে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না! নানা চিন্তায় তাঁহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

নদীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ট্যাক্সি অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতে লাগিল, অবশেষে তাহা একটি পুরাতন ভজনালয়ের নিকট উপস্থিত হইলে ট্যাক্সিচালক সেই গীর্জ্জার প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। জীর্ণ ও শ্রীহীন পরিত্যক্ত দেবমন্দির দেখিলে মনে যেরূপ অজ্ঞাত ভয় ও ঔদাস্যের সঞ্চার হয়—সেই গীর্জ্জাটি দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনের ভাবও সেইরূপ হইল: সেই ভজনালয় কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেল-নির্ম্মিত, এজন্য উহার গাম্ভীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল সেই ভজনালয়বক্ষে অতীত যুগ হইতে কোন দুর্ভেদ্য রহস্য পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

সেই ভজনালয়-সংলগ্ন সমাধি-ক্ষেত্রটি একসময় বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিলেও, এখন তাহার আয়তন হ্রাস করিয়া তাহা 'রেলিং' দ্বারা ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল; সমাধি-ক্ষেত্রে তখনও কয়েকটি সমাধি-শিলা প্রোথিত ছিল, তাহা শ্যামল সূক্ষ্ম শৈবালরাশি-সমাচ্ছাদিত। এই সমাধি-ক্ষেত্রের পশ্চাতে কয়েকটি অপরিচ্ছন্ন অট্টালিকা, প্রাচীন সমাধি-ক্ষেত্রের সীমা সঙ্কুচিত করিয়া তাহারই উপর সেগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালক্রমে নগরের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় সমাধি-ক্ষেত্রের কিয়দংশ বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছিল; সেই-স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে সমাধি-গহ্বরে অসংখ্য নরকঙ্কাল ও অস্থিপঞ্জর এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

ট্যাক্সিওয়ালা মিঃ ব্লেককে বলিল, "মসিয়ে ঐ চ্যাপেল নয়ারের ও-পাশেই রু-চের্চ্চ নামক পথ; আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, ঐ পথের মোড়ে গাড়ী রাখ। সেই ভদ্রলোকটি হঠাৎ তোমার গাড়ীর কাছে উপস্থিত হইলে তাহার কাছে তুমি সিগারেট ধরাইয়া লইবার জন্য একটা ম্যাচ-বাক্স চাহিবে; সে যখন তোমাকে ম্যাচ-বাক্স দিতে উদ্যত হইবে—সেই সময় তাহার মাথায় লাঠী দিয়া এমন এক ঘা মারিবে, যেন সেই আঘাতে ঘুরিয়া পড়ে; তোমার এই কাজের জন্য আমি দায়ী রহিলাম। তুমি গাড়ী লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবে।"

ট্যাক্সিচালক সেই পথের মোড়ে গাড়ী নামাইয়া বলিল, "আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী আছি। ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া পাইব—যতক্ষণ বলিবেন এখানে অপেক্ষা করিতে পারিব বটে, কিন্তু আমি কাহারও মাথায় লাঠী ঠুকিতে পারিব না। আপনার সঙ্গে কাহারও বিরোধ থাকে, আপনারা মারামারি কাটাকাটি করুন, আমি তাহাতে যোগ দিব কেন? আমি ট্যাক্সি চালাইবার জন্য সরকার হইতে লাইসেন্স পাইয়াছি; দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিলে আমার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হইবে। তখন কিরূপে সংসার প্রতিপালন করিব? বাড়ীতে আমার রোগা স্ত্রী, আর চারটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, একটি ছেলে মৃগী রোগে কষ্ট পাইতেছে—"

সে কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক অদৃশ্য হইয়াছিলেন, সুতরাং ট্যাক্সিওয়ালার মুখের কথা তাহার মুখেই রহিয়া গেল। সে মিঃ ব্লেকের জন্য সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক সেই পথ দিয়া গীর্জ্জার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। গলির ভিতর আলো জ্বলিতেছিল, সঙ্কীর্ণ গলি অত্যন্ত অপরিচ্ছিন্ন, দুর্গন্ধময়, তাহার দুই দিকে ছোট ছোট অট্টালিকা। —মিঃ ব্লেক পথের আলোকে খুঁজিতে খুঁজিতে ৯৯নং বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই বাড়ীতে আলো দেখিতে পাইলেন না, বাড়ীর ভিতর কোন লোক আছে বলিয়াও মনে হইল না। দ্বারের সম্মুখে যে পিতলের ঘণ্টাটি ছিল—তাহা কেহ চুরী করিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। যাহারা পুরাতন লোহা পিতলের তৈজসপত্রাদি বিক্রয় করে—তাহা তাহাদেরই কাজ!

পথে লোকজনের গতিবিধি ছিল না, পাশের একটা বাড়ীতে কে গ্রামফোনে একটা গান আরম্ভ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া সেই অট্টালিকার সদর দরজায় উপস্থিত হইলেন। দ্বার রুদ্ধ ছিল। তিনি কপাটের ও চৌকাঠের মধ্যস্থিত ফাঁকে সাঁড়াশীর মত একটি অস্ত্রের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া সজোরে চাড়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কব্জা সহ কপাট চৌকাঠ হইতে খুলিয়া আসিল। তখন তিনি কপাটখানি টানিয়া দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

গৃহমধ্যে গাঢ় অন্ধকার। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া জ্বালিলেন। তিনি সেই আলোকে চারি দিক দেখিতে দেখিতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় কি একটা নরম জিনিস তাঁহার পায়ে বাধিল! তিনি সচকিত ভাবে তৎক্ষণাৎ সরিয়া দাঁড়াইলেন, বিজলি-বাতিটা নামাইয়া-ধরিয়া তিনি অবনত মস্তকে পদপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন—একটা শীর্ণদেহ কঙ্কালসার ক্ষুধিত কাল বিড়াল গুড়ি মারিয়া বসিয়া ছিল।—তিনি পদাঘাতে বিড়ালটাকে সরাইয়া দিয়া সেই কক্ষ হইতে একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিলেন; সেই গলিটি তক্তাদ্বারা আবৃত; জীর্ণ তক্তাগুলি তাঁহার পদভরে দুলিতে লাগিল। তিনি আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ পাশে একটি কুঠুরী দেখিতে পাইলেন। সেই কুঠুরীটি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, তাহাতে কোন আসবাব-পত্র ছিল না। সেই কুঠুরী দিয়া দোতালায় উঠিবার জীর্ণ কাঁঠের সিঁড়ি। মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সেই সিঁড়ির উপর হইতে কে ক্ষীণস্বরে বলিল, "কে-ও ওখানে?—কাহা'র পদশব্দ শুনিলাম? মসিয়ে আণ্ড্রি কি?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিলেন না। তিনি সেই সিঁড়ির দিকে বিজলি-বাতির আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়া সিঁড়ির মাথায় একটি শীর্ণদেহা, পক্ককেশী, কুব্জা বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলেন; সে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছিল। তাহার দেহ এতই দুর্ব্বল যে, প্রতিপদক্ষেপে তাহার পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা ছিল।

বৃদ্ধা নামিতে নামিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; মিঃ ব্লেক দেখিলেন তাহার চক্ষু বিজলি-বাতির উজ্জ্বল আলোকে মুহূর্ত্তের জন্য কুঞ্চিত হইল না, একবারও তাহার চক্ষুর পলক পড়িল না। এমন কি, তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াও তাহার মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—তাহার দৃষ্টিশক্তি নাই; সে মিঃ ব্লেককে দেখিতে না পাইয়া কান পাতিয়া তাঁহার পদশব্দ শুনিতে লাগিল। অন্ধেরা কর্ণদ্বারা চক্ষুর অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা করে।

বৃদ্ধা নীচে নামিতে নামিতে পুনর্ব্বার বলিল, "মসিয়ে আণ্ড্রি না কি! কে তুমি? কথা বলিতেছ না কেন? মসিয়ে আন্‌দ্রি?"

মিঃ ব্লেক সহজ স্বরে বলিলেন, "না মাদাম, আমি মসিয়ে আন্‌দ্রি নহি; আমি তাহার একজন বন্ধু। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; সে কি বাড়ীতে আছে?"

বৃদ্ধা বলিল "না মসিয়ে! আপনি কি থিয়েটারের ফ্লুটবাদক মসিয়ে ল্যাম্বার্ট?"

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, "হাঁ মাদাম, আমি ল্যাম্বার্ট!"

বৃদ্ধা বলিল, "আঃ, বাঁচিলাম! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। আমি ভাবিতেছিলাম—আপনি আসিলে বাঁচি। আমার সৌভাগ্য যে আপনি আসিয়াছেন।"—বৃদ্ধার মুখ প্রফুল্ল হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন মাদাম! তোমার কি কোন কষ্ট হইতেছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "কষ্ট? সে কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না মসিয়ে ল্যাম্বার্ট! মসিয়ে আন্‌দ্রি

হাসপাতাল হইতে আসিয়া অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। আমি তাহাকে আপনার কাছে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছি; কিন্তু সে আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ঘরে একটি পয়সা নাই। কাল হইতে আমরা উপবাসী ছিলাম; ক্ষুধায় আমি অস্থির হইয়াছিলাম; অবশেষে সে বাহিরে গিয়া কোথা হইতে দুধ, রুটি ও কিছু খাবার লইয়া আসিল। সে কিছু টাকাও আনিয়াছিল; কোথা হইতে সে টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল, জানি না। বোধ হয় সে আপনার নিকট হইতে টাকা লইয়া আসিয়াছিল; আপনি ভিন্ন আর কে তাহাকে সাহায্য করিবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সে আমার কাছে যায় নাই?"

বৃদ্ধা বলিল, "তবে সে কোথায় টাকা পাইল তাহা জানিতে পারি নাই; সে আমাকে কোন কথাই বলে না। তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জনে আমি অস্থির হইয়াছি। আমাকে সে কথা কহিতে দেয় না; আমি নড়িলে চড়িলে সে মারিতে আসে! তাহার স্বভাব একেবারেই বিগড়াইয়া গিয়াছে। কি ছিল, আর কি হইয়াছে! মদ ভাঙ্গ খাইয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে। তাহার পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার দুঃখ হয; কিন্তু তাহাকে কোন কথা বলিতে আমার সাহস হয় না। সে রাগ করিয়া জ্বলন্ত ল্যাম্পটা আমাকে ছুড়িয়া মরিয়াছিল; সেই আগুনে আমার চক্ষু দুটি নষ্ট হইয়াছে। মসিয়ে আনৃদ্রি হাসপাতালে যাইবার পূর্ব্বে এইভাবে আমাকে অন্ধ করিয়াছিল। আমি পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতাম, যদি তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হয়—তাহা হইলে হাসপাতালেই যেন সে মরে। কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিলেন না, সে হাসপাতালে মরিল না; সে সারিয়া উঠিয়া আরও বেশী ক্ষেপিয়া গেল, আরও বেশী বিগড়াইয়া গেল। তাহার অত্যাচার অসহ্য হইয়াছে।

"আমি তাহাকে আপনার কাছে যাইতে বলিয়াছিলাম। আপনি তাহাকে থিয়েটারের বাজনার দলে একটা চাকরী দিবেন; তাহা হইলে সে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিবে। আহারের অভাবে আর আমাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে না। সে আমার কথা শুনিয়া কি করিল জানেন? কুড়ুল দিয়া তাহার বেহালা-খানি খণ্ড খণ্ড করিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, তাহা দেখিয়া সে আমার মাথার উপর কুড়ুল তুলিল;—আমি কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের কোণে পলাইলাম।

"আমার ভয় হইল সে সেখানে দৌড়াইয়া গিয়া আমার মাথায় কুড়ুল মারিবে, আমাকে মারিয়া ফেলিবে; কিন্তু সে তাহা না করিয়া কুড়ুল দূরে ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। ঠিক পাগলের মত কাঁদিতে লাগিল।—কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আর সে থিয়েটারে গিয়া বাজনা বাজাইবে না; সে অন্য স্থান হইতে অনেক টাকা লইয়া আসিবে, আমাদের সকল কষ্ট দূর করিবে।—পাগলের মত সে কত কথাই বলিতে লাগিল; দেখিলাম হতভাগা একেবারেই ক্ষেপিয়া গিয়াছে।'

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ত তাহা বুঝিতে পারি নাই; তাহার মাথা খারাপ হইয়াছে—এরূপ সন্দেহ করি নাই। ক্ষেপিয়া গিয়াছে! বড়ই দুঃখের বিষয়। তুমি কি আনৃদ্রির মা?"

বৃদ্ধা বলিল, "না মসিয়ে, আমি তাহার মা নই। আমার নাম রুমেলি। তাহার নাম আনৃদ্রি লিমার্জ, তাহা ত আপনি জানেন। আমি তাহাকে বাল্যকাল হইতে মানুষ করিয়াছি। সে আমাকে মা বলিয়াই জানিত, আমাকে বড়ই ভাল বাসিত। তাহার পর যুদ্ধ বাধিল। সেই কাল যুদ্ধেই তাহার সর্ব্বনাশ হইল; তাহার মাথা খারাপ হইল। সে দিবারাত্রি নেশা করিত, আর যে সকল কুকর্ম্ম করিত, তাহা ভদ্র লোকে করে না। আপনি ত সকলই জানেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন সে বাহিরে গিয়াছে?"

বৃদ্ধা বলিল, "বোধ হয় গিয়াছে; কিন্তু কখন গিয়াছে, তাহা জানিতে পারি নাই। অনেকক্ষণ তাহার কোন সাড়া পাই নাই। সে রান্নাঘরের চাবি লইয়া চলিয়া গিয়াছে; সেই ঘরে খাবার আছে; ঘর বন্ধ থাকায় আমি খাইতে পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুই এক মিনিট কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মাদাম রুমেলি, আনৃদ্রি এখন কোথায় গিয়াছে বলিতে পার? আমি তাহাকে কোথায় না খুঁজিয়াছি? কিন্তু তাহার দেখা পাই নাই। সে ক্রমাগত পলাইয়া বেড়াইতেছে, ধরা দেয় না। কাল বেলা চারিটার সময় তাহাকে এখানে খুঁজিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার সাড়া পাই নাই।"

বৃদ্ধা বলিল, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার! আমি ত তখন এখানেই ছিলাম, আমি সকল সময় এখানেই থাকি। কাল বেলা চারিটার সময়? না, সে

তখন বাড়ী ছিল না। কাল বেলা বারটার সময় সে বাহিরে গিয়াছিল। বেলা পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছিল। তখন আমি দোতালায় আমার ঘরে ছিলাম, তাহার চীৎকার ও গালাগালি শুনিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল, নীচে আসিতে আমার সাহস হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে কি সে বাড়ীতেই ছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "না মসিয়ে, রাত্রি বারটার একটু পরেই সে বাহিরে গিয়াছিল। সকালে পাঁচটার সময় ফিরিয়াছিল; তখন বোধ হয় চারিদিক পরিষ্কার হইয়া আসিতেছিল। তাহার গলার আওয়াজ শুনিয়া মনে হইল সে কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেছিল। বোধ হয় সে কাহাকেও সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল; কিন্তু সেই সময় কে তাহার সঙ্গে এখানে আসিবে? আমারই ভুল। সে মাতাল হইয়া বোধ হয় আপন মনেই বকিতেছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কাহাকেও লইয়া আসিয়াছিল কি না, তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই? রান্নাঘরের দরজা কখন হইতে বন্ধ আছে বলিতে পার মাদাম রুমেলি?"

বৃদ্ধা বলিল, "বেলা বারটার পর আমি নীচে গিয়া রান্নাঘরের দরজা খোলা পাই নাই; সে বাড়ী আসিয়া বেলা বারটার সময় রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া আবার কোথায় চলিয়া গিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার পর সে কি আর ফিরিয়া আসে নাই?"

বৃদ্ধা বলিল, "না। সে বাহিরে যাইবার আগে আমার ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দ্বারে ধাক্কা দিতে লাগিল। আমি দ্বার খুলিয়া দিলে সে বলিল—আমার খুব অসুখ হইয়াছে, নড়া-চড়া করিলে অসুখ বাড়িবে, আমি যেন নীচে না যাই। আমাকে সে বিছানায় পড়িয়া থাকিতে বলিল। আমি বলিলাম—আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। সে বলিল, 'আমি এইখানে তোমার খাবার দিয়া যাইব।' কিন্তু সে আমাকে খাবার না দিয়াই চলিয়া গিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি কি তাহার কথা শুনিয়া তোমার ঘরেই ছিলে?"

বৃদ্ধা বলিল, "সে যতক্ষণ বাড়ীতে ছিল, ততক্ষণ, ঘরের বাহিরে যাইতে আমার সাহস হয় নাই। সে বারটার সময় বাহিরে যাইলে আমি নীচে গিয়া রান্নাঘরের দ্বার বন্ধ দেখিলাম। সিঁড়ির দিকে যে দ্বার আছে, সেই দ্বার বন্ধ করিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল। আমাকে খাবার দিতেও ভুলিয়া গিয়াছিল।—কি অন্যায় দেখুন!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি বলিলে সে কাল বেলা পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছিল।"

বৃদ্ধা বলিল, "হ্যাঁ, সে কাল বেলা পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরিয়া ভয়ঙ্কর তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল; তাহা শুনিয়া আমি প্রাণভয়ে তাড়াতাড়ি আমার ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিলাম। আমার মনে হইল সে কোন কুকর্ম্ম করিয়া আসিয়া আরও বেশী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।—তখন তাহার কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে তাহাকে ধরিয়া তিনি তাহার হাত হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন; সে তাঁহার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। সেই অপরাহ্নেই সে বৃদ্ধ নাস্মিথকে ও স্মিথকে গুলী করিয়াছিল। এই সকল কাণ্ডের পর তাহার মেজাজ খারাপ হইবারই কথা।

মিঃ ব্লেক এই সকল কথা চিন্তা করিয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, "তাহার পর সে কি আবার বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল?"

বৃদ্ধা বলিল, "কি করিয়া বলি? বোধ হয় সে চলিয়া গিয়াছিল; বাড়ী থাকিলে তাহার সাড়া পাইতাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রান্নাঘরের দরজা কি এখনও সেই রকম বন্ধ আছে?"

বৃদ্ধা বলিল, "হ্যাঁ মসিয়ে ল্যাম্বার্ট! আপনি আর এক সময় আসিলে আনুদ্রির দেখা পাইবেন। সে বাড়ী আসিলে তাহাকে বলিব—আপনি এখানে আসিয়াছিলেন। আপনি কি এখন যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধার সম্মুখে গিয়া সদয় ভাবে তাহার কাঁধে ও পিঠে হাত দিলেন; বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু দৃষ্টিহীন চক্ষুতে কিছুই দেখিতে পাইল না। মিঃ ব্লেক ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই মনে করিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে সহানুভূতি ভরে বলিলেন, "মাদাম রুমেলি, আমার বন্ধু আনুদ্রি বাড়ীতে আছে কি না, তাহা ত তুমি ঠিক জান না; হয় ত সে বাহিরে যায় নাই, কোন ঘরে শুইয়া আছে। বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তুমি তোমার ঘরে গিয়া বিশ্রাম কর, আমি একবার তাহাকে এখানে খুঁজিয়া দেখিব। তোমার কোন ভয় নাই, সে তোমার কোন ক্ষতি না করে—আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইব। তুমি যাহাতে সময়ে দুটি খাইতে পাও, খরচপত্রের

জন্য কিছু টাকা পাও, তাহারও উপায় করিব। আমি তোমার সকল কষ্ট দূর করিব।"

বৃদ্ধা মিঃ ব্লেকের কথায় খুসী হইয়া সিঁড়ি দিয়া দোতালায় তাহার নিজের ঘরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে উচ্চৈঃস্বরে 'মসিয়ে ল্যাম্‌বার্ট'কে আশীর্ব্বাদ করিতেছিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন সে তাঁহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে।

'মসিয়ে ল্যাম্‌বার্ট' লোকটি কে, মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু মসিয়ে ল্যাম্বার্ট বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া তিনি বৃদ্ধার নিকট হইতে যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহা যে অত্যন্ত মূল্যবান্, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তিনি এই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষ অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহার পশ্চাতস্থ সিঁড়ির নীচেব কুঠুরীর দ্বার রুদ্ধ দেখিলেন। তিনি সেই দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পকেট হইতে সাঁড়াশীর মত সেই অস্ত্রটি বাহির করিলেন, এবং পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে সেই দ্বারও খুলিয়া ফেলিলেন। দ্বারের কব্জা সহ দ্বার খসিয়া আসিল। তিনি বামহস্তে বিজলি-বাতি ও দক্ষিণ হস্তে পিস্তল লইয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিলেন।—তিনি জানিতেন তাঁহাকে একটা উন্মাদের আড্ডায় প্রবেশ করিতে হইয়াছে—কখন কি বিপদ ঘটে, তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না; এজন্য তিনি সতর্কভাবে সেই কক্ষ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি নিম্নস্বরে ডাকিলেন, "ওল্‌গা! মিস্ নাস্‌মিথ!—তুমি এখানে আছ কি? যদি এখানে থাক, শীঘ্র সাড়া দাও; তোমার আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

মিঃ ব্লেক রঙ্গিণী ওল্‌গার সাড়া পাইলেন না; সেই কক্ষের কোন অংশে তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি বিজলি-বাতি হাতে লইয়া সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই পাকশালাটি তেমন উচ্চ নহে, তাহার ঊর্দ্ধে দোতালার বনিয়াদের খিলান। খিলানের নীচের অংশই পাকশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছিল; কিন্তু তাহার মেঝে প্রস্তরবদ্ধ। এরূপ দুর্গন্ধময় গুদামের মত ঘর মনুষ্যের বাসোপযোগী নহে।—এক দিকে একটি জীর্ণ অগ্নিকুণ্ডে কতকগুলি ছাই পড়িয়া ছিল; অন্য দিকে একখানি ময়লা টেবিল, এবং দুইখানি জীর্ণ চেয়ার। এক কোণে উচ্চ পাথরের ধারি; তাহার উপর কয়েকখানি পাউরুটি; এক টিন জমানো দুধ, (condensed milk) এবং এক টিন মাংস। দুধের টিনটা তখনও খোলা হয় নাই। মিঃ ব্লেক দেখিলেন দুইটি প্রকাণ্ড ইঁদুর সেই রুটিগুলির প্রায় অর্দ্ধাংশ নিঃশেষিত করিয়াছে। তাঁহার বিজলি-বাতির তীব্র আলো তাহাদের চোখে পড়িয়া তাহাদের চক্ষু এভাবে ধাঁধিয়া দিল যে, তাহারা অন্ধবৎ হইয়া সেই স্থানেই বসিয়া রহিল; তাহাদের পলায়নের শক্তি রহিল না। সেই দুইটি ইঁদুর ভিন্ন মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে আর কোন জীবিত প্রাণী দেখিতে পাইলেন না।

দেওয়ালে কেরোসিন তেলের একটি ল্যাম্প ঝুলিতেছিল; মিঃ ব্লেক একটি ম্যাচের সাহায্যে সেই ল্যাম্পটি জ্বালিলেন। ল্যাম্পের আলোকে সেই কক্ষের আর এক কোণে একখানি বেতের চেয়ার মিঃ ব্লেকের দৃষ্টিগোচর হইল। সেই চেয়ারের উপর কি একটা সাদা জিনিস পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি চেয়ারের নিকটে গিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন, দেখিলেন তাহা একখানি কেম্‌ব্রিকের রুমাল। রুমালখানি ক্ষুদ্র, তাহার চারি ধারে ফিতা-আঁটা, তাহা ল্যাভেণ্ডার-বাসিত; ল্যাভেণ্ডারের মৃদুগন্ধ মিঃ ব্লেকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল।—উহা দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন কোন বিলাসিনী রমণীর রুমাল। মিঃ ব্লেক রুমালখানি পরীক্ষা করিয়া তাহার দুই তিন স্থানে বাদামী রঙের দাগ দেখিতে পাইলেন; তিনি বুঝিলেন, রক্ত শুকাইয়া ঐরূপ দাগ হইয়াছিল! রুমালখানির এক কোণে নীল সূতা দিয়া 'আর-এন্' এই দুইটি অক্ষর উৎকীর্ণ ছিল।—'আর-এন্' রীমা নালিফের নামের আদ্যক্ষর, তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন।

কিন্তু রুমালে রক্তের দাগ কেন?—তবে কি পাগলটা রঙ্গিণী ওল্‌গাকে এখানে আনিয়া হত্যা করিয়াছে?—মিঃ ব্লেকেব বক্ষঃস্থল কাঁপিয়া উঠিল; আশার ক্ষীণ আলোক-শিখা মুহূর্ত্তমধ্যে নির্ব্বাপিত হইল। তিনি রুমালখানি হাতে লইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন!

নবম তরঙ্গ

সমাধি-গহ্বরের বন্দিনী

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, রঙ্গিণীর অন্তর্দ্ধান সম্বন্ধে তিনি যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে; সেই

পাগলই রঙ্গিণী ওল্‌গা নাস্‌মিথকে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে চুরি করিয়া এই নরককুণ্ডে লইয়া আসিয়াছিল। রঙ্গিণী আগুন লইয়া খেলা করিতেছিল, সম্ভবতঃ সে তাহার উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।

সেই কক্ষের এক কোণে একটি ভাঙ্গা দরজা ছিল; এক সময় তাহা পাকশালার কাবোর্ডের দরজা ছিল, কিন্তু তাহা অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া থাকায়, বিশেষতঃ তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়া একখানি কব্জায় ঝুলিতেছিল বলিয়া, তাহার কাছে যাইতে মিঃ ব্লেকের প্রবৃত্তি হয় নাই। মাকড়সা ও ইঁদুর ভিন্ন অন্য কোন জীবিত প্রাণী সেখানে থাকিতে পারে—ইহাও তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই; কিন্তু সেই দিক হইতে অস্ফুট ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ উত্থিত হওয়ায় মিঃ ব্লেক সেই ভাঙ্গা দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন; তখন সেই শব্দ সুস্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। জলপ্রবাহের শব্দ কোথা হইতে উঠিতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কৌতূহলী হইয়া সেই পরিত্যক্ত কাবোর্ডের ভিতর বিজলি-বাতি প্রসারিত করিলেন। বাতির আলোকে তিনি কাবোর্ডের মেঝেতে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন। সুড়ঙ্গের মখের গোলকার লোহার আবরণটি সুড়ঙ্গের পাশেই মরিচাধরা ছিল। সেই আবরণের উপর লোহার একটা সেই আংআংটা (a rusty iron ring) ছিল: রাখা হইয়াছিরিয়া আবরণটি মুখ হইতে সরাইয়া মিঃ ব্লেক ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। এবং বিজলি-ব সুড়ঙ্গের পাশে বসিয়া পড়িলেন, করিলেন। তির সাহায্যে তাহার ভিতর দৃষ্টিপাত কোন কক্ষে তাঁহার ধারণা হইল সুড়ঙ্গটি ভূগর্ভস্থ কুঠরী ...র প্রবেশ-দ্বার। মেঝের নীচে একটি ...ছিল—তাহা তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। সুড়ঙ্গের ভিতর প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছিল; কিন্তু সোপানশ্রেণীর শেষ মুড়া দেখিতে পাইলেন না। সেখান হইতে জলের ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল।

মিঃ ব্লেক ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না; তিনি ভাবিলেন, প্যারিসের যে সকল ড্রেনের জল নগরের ময়লা ধুইয়া সীন নদীর জলস্রোতের সহিত মিশিতেছে, সেই সকল ড্রেনের কোনটির সহিত কি এই ভূগর্ভস্থ কক্ষটির যোগ আছে; সেই জলরাশিই কি এই কক্ষ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে? যদি সেরূপ না হয়, তাহা হইলে সেই ভূগর্ভস্থ কক্ষে জলপ্রবাহ কিরূপে আসিল? রঙ্গিণী ওল্‌গাকে সেখানে ধরিয়া আনিয়া সেই সুড়ঙ্গ দিয়া ভূগর্ভস্থ কক্ষে নিক্ষেপ করা হইয়াছে কি না, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা মনে হইতেই মিঃ ব্লেকের মন আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইল, তাঁহার বুক দুরু-দুরু করিতে লাগিল। কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত উন্মাদটা রঙ্গিণীকে এরূপ ভয়াবহ-স্থানে বন্দিনী করিয়া রাখিতে পারে—ইহা তিনি অসম্ভব মনে করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতি নির্ব্বাপিত করিয়া সেই সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়া পড়িলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন সোপান-শ্রেণীর সংখ্যা অধিক নহে, কিন্তু তিনি ভিতরে নামিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহাদের সংখ্যা অনেক অধিক: তদ্ভিন্ন সোপানগুলি এরূপ পিচ্ছিল যে, প্রতি-পদক্ষেপণে তাঁহার পদস্খলনের সম্ভাবনা বুঝিতে পারিলেন। তিনি চারি পাশের দেওয়াল ধরিয়া ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলেন।

যাহা হউক, কুড়ি ফিট নামিয়া তিনি সমতল ভূমিতে পদার্পণ করিলেন। তিনি বিজলি-বাতি জ্বালিয়া দেখিতে পাইলেন—যে স্থানে তিনি দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তাহা ভূগর্ভস্থ গুদাম-ঘর, তাহার দেওয়ালগুলি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি একটি খিলান দেখিতে পাইলেন। সেই খিলানটি প্রস্তরনির্ম্মিত; তাহার চতুর্দ্দিকে স্তম্ভশ্রেণী বর্ত্তমান। একটি স্তম্ভে তিনি একটি ভাঙ্গা দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বিজলি বাতির আলোকে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুশ্চিন্তা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল।

মিঃ ব্লেক একটি দেওয়াল-সংলগ্ন প্রস্তর নির্ম্মিত বেঞ্চির মত একখানি সুদীর্ঘ আসন দেখিতে পাইলেন, তাহার আকার শবাধারের (coffin) অনুরূপ। তাহার নীচে যে ফাঁক ছিল, তাহা নানা প্রকার জঞ্জালে পূর্ণ। তিনি পা বাড়াইয়া তদ্দারা সেই জঞ্জাল সরাইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভয়ে বিস্ময়ে তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর্ত্তনাদের মত একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইল, কারণ সেই জঞ্জালের ভিতর হইতে একটি নরকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িল। হয় ত বহুকাল পূর্ব্বে কোন হতভাগ্য নগরবাসীর মৃতদেহ সেই স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহারই অস্থি-কঙ্কাল সেই স্থানে সঞ্চিত ছিল। মিঃ ব্লেকের সন্দেহ হইল, এক সময় এই স্থানটি সমাধি-গহ্বর (catacumb) ছিল। ভজনালয়-সংলগ্ন সমাধি-

ক্ষেত্রের এই অংশ এখন বহুলোকের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু সমাধি-ক্ষেত্রের এই অংশ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে। এখনও দস্যু বাটপাড়েরা অনেক নিরীহ ব্যক্তিকে এখানে ধরিয়া আনে, এবং তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় এই সকল সমাধি-গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এখানে তাহারা জীবন্ত সমাহিত হয়। তাঁহার স্মরণ হইল এই অট্টালিকাটি চ্যাপেল নয়ার নামক ভজনালয়ের এক প্রান্তে অবস্থিত, এবং এক সময় এই স্থান পর্য্যন্ত সমাধি-ক্ষেত্রের সীমা ছিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বিজলি-বাতির আলোক অন্য দিকের দেওয়ালে নিক্ষেপ করিলেন; তিনি যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা যে একটি সুবৃহৎ গোরস্থানের অংশ, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—বিভিন্ন অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ সুড়ঙ্গের সাহায্যে এই শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন গোরস্থানে প্রবেশ করিতে পারা যায়, এবং এই সমাধি গহ্বরগুলি সুড়ঙ্গ দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। সেই স্থান নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ড্রেনের জল এই দুর্গন্ধময় কদর্য্য গহ্বরগুলি ধৌত করিয়া অধিকতর দূষিত হইতেছিল, এবং কুল-কুল শব্দে প্রবাহিত হইয়া নদীর জলের সহিত মিশিতেছিল।

লেমার্জ নামক উন্মাদটা কি এই বহু প্রাচীন, ভীষণ অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন সমাধি-গহ্বরের অন্তর্নিহিত সুড়ঙ্গের কোন অংশে রঙ্গিণীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে?—মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতির আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়া জলের ধারে কি একটা জিনিস দেখিতে পাইলেন; তাহা একটি ছর্তরিওয়ালা টুপি। এই টুপি তিনি সেই পাগলের মাথায় দেখিয়াছিলেন। তবে কি পাগলটা সেই স্থানে লুকাইয়া আছে?

মিঃ ব্লেকের মনে হইল—এরূপ বিপজ্জনক স্থানে তিনি একাকী আসিয়া ভাল করেন নাই; অন্ততঃ পক্ষে আর একটি বিজলি-বাতি, একটি কম্পাস, এক তাল দড়ি লইয়া এই গোলকধাঁধায় পদার্পণ করা উচিত ছিল; কারণ এখানে পদে পদে পথ হারাইবার আশঙ্কা ছিল। আঁকা-বাঁকা ঘুরো পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাকে কোথায় যাইতে হইবে, এবং সেই স্থান হইতে কিরূপেই বা প্রত্যাবর্ত্তনের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

কিন্তু আর অধিক বিলম্ব করিতে তাঁহার সাহস হইল না, তিনি তাড়াতাড়ি অনুসন্ধান শেষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া দেওয়ালের ফুকর হইতে একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিলেন, এবং তাহাতে বিজলি-বাতিটি সংস্থাপিত করিয়া সেই ফুকরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাহার পাশের আর একটি সুড়ঙ্গ দিয়া জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; মিঃ ব্লেক সেই জলে নামিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তিনি চলিতে চলিতে দুই পার্শ্বে অনেকগুলি শাখা-সুড়ঙ্গ (subsidiary tonnel) দেখিতে পাইলেন। তিনি নিঃশব্দে সেই নিস্তব্ধ ভূ-বিবরে রঙ্গিণীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক এই ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার বিজলি-বাতির আলো হঠাৎ এরূপ ক্ষীণ হইল যে, তিনি সম্মুখের কোন বস্তুই সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন না। বিজলি-বাতির ব্যাটারীর কোন দোষ হইয়াছে মনে করিয়া তিনি সেই স্থান হইতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন—এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কেহ দুই হাতে সজোরে তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল। তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি তাঁহার আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার পিঠে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগিল; সেই ধাক্কায় পা পিছলাইয়া তিনি জলে পড়িলেন। তিনি জল হইতে উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কে যেন তাঁহাকে জলের ভিতর চাপিয়া ধরিল; তিনি মাথা তুলিতে পারিলেন না, তাঁহার গলার চাপও ক্রমে বাড়িতে লাগিল। তিনি আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি কোন কৌশলে চিৎ হইয়া দুই হাতে তাঁহার আততায়ীর গলা ধরিলেন, এবং তাহাকে জলের ভিতর টানিয়া আনিয়া তাহার পিঠে বসিলেন। এবার তাঁহার আততায়ী জলে ডুবিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে সে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া কোথায় সরিয়া গেল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। মিঃ ব্লেক সেই অন্ধকারে জোরে জোরে নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পিস্তল তুলিয়া সেই নিশ্বাসের শব্দ লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন। তাঁহার আততায়ী আর্ত্তনাদ করিয়া জলে পড়িল; তাঁহার গুলীতে সে আহত হইল কি না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

'দুড়ুম দুড়ুম' শব্দে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ভূ-বিবরে তাঁহার পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল। বারুদের ধূমে

ভূগর্ভ পূর্ণ হইল; অন্ধকারে তিনি কিছুই দেখিতে না পাইলেও, পিস্তলের শেষ গুলী ছাড়িলেন। পুনর্ব্বার গভীর গর্জ্জনে ভূ-বিবর প্রতিধ্বনিত হইল। পিস্তল হইতে যে অগ্নিশিখা নির্গত হইল, মিঃ ব্লেক তাহার আলোকে দেওয়ালের কাছে একটি কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; তাহার চক্ষু হইতে অস্বাভাবিক দীপ্তি বাহির হইতেছিল। পাগল গুলীর শব্দে হো হো করিয়া হাসিল; তাহার পর ব্লেককে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পদস্খলিত হইয়া জল-প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হইল। মিঃ ব্লেক আর তাহাকে উঠিতে দেখিলেন না।

মিঃ ব্লেক পিস্তলটি পকেটে ফেলিয়া ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিলেন। তাহার পর সেই আহত পাগলটাকে জলের ভিতর হইতে হাতড়াইয়া টানিয়া তুলিলেন। তিনি তাহাকে একটি শুষ্ক স্থানে ফেলিয়া দেওয়াল ধরিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার চলিবার শক্তি ছিল না, সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া উঠিয়াছিল।

পাগলটা জড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিল, উঠিবার চেষ্টা করিল না। বারুদের দুর্গন্ধ তখনও মিঃ ব্লেকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল, এবং উপর্য্যুপরি কয়েকবার পিস্তলের গম্ভীর নির্ঘোষ সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইবার পর সেখানে যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল—তাহা মিঃ ব্লেকের অসহ্য হইয়া উঠিল।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কাহার মৃদু ও অস্ফুট রোদনধ্বনি মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল। তাঁহার মনে হইল সমাধি-গহ্বরের অন্য প্রান্ত হইতে এই শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। অবসন্ন দেহে তিনি যেন হঠাৎ বল পাইলেন। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন, আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, "রঙ্গিণী ওল্গা! মিস্ নাস্মিথ! তুমিই কি? কোথায় তুমি?"

কিন্তু কেহই সাড়া দিল না! তিনি আর কোন শব্দও শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার সন্দেহ হইল মুহূর্ত্তপূর্ব্বে তিনি যে রোদন-ধ্বনি শুনিয়াছিলেন তাহা কাল্পনিক; তথাপি তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। কয়েক মিনিট পরে একটি ঝরোকার ভিতর দিয়া চন্দ্রালোক দেখিতে পাইলেন; বাহিরের মুক্ত বায়ুহিল্লোল তাঁহার চোখে মুখে লাগিল। চ্যাপেল নয়ারের উচ্চ গম্বুজের ঊর্দ্ধদেশ হইতে শুক্লপক্ষের খণ্ডচন্দ্রের ম্লান আলোক সেই সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার ব্যাকুল স্বরে ডাকিলেন, "ওল্গা! মিস্ নাস্মিথ!"

এবারও তিনি কোন সাড়া পাইলেন না বটে, কিন্তু দূরে চন্দ্রালোকে কি একটা শুভ্র পদার্থ দেখিতে পাইলেন। আশায় ও আনন্দে তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইল। তিনি দৌড়াইতে দৌড়াতে পদ পিছলাইয়া সেই গহ্বরমধ্যে আছাড় খাইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আরও কয়েক পা অগ্রসর হইবামাত্র ঝপাং শব্দে জলে পড়িলেন। সেই স্থান হইতে সুড়ঙ্গ নিম্নাভিমুখী হইয়াছিল! সেখানে জল তাঁহার প্রায় এক-কোমর। সেই জলের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তিনি সেই শুভ্র পদার্থটিকে জলের ধারে সানের উপর নিপতিত দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক অধীর স্বরে ডাকিলেন, "ওল্গা!"

ওল্গাই বটে! সে সেই সানের উপর জড়বৎ পড়িয়া ছিল; তাহার দেহের অর্দ্ধাংশ জলে নিমগ্ন ছিল, মাথা হইতে পিঠ পর্য্যন্ত পাথরের স্তূপের উপর দেখা যাইতেছিল। তাহার পাতলা পরিচ্ছদ জলে ভিজিয়া দেহের সহিত লিপ্ত হইয়াছিল। তাহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ। মিঃ ব্লেক তাহার নিস্পন্দ দেহ ও নিমিলিত চক্ষুর দিকে চাহিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইল দেহে প্রাণ নাই—তাঁহার সকল পরিশ্রমই কি বিফল হইল?

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহার পাশে ঝুকিয়া-পড়িয়া তাহার অসাড় হাত ঊর্দ্ধে তুলিলেন, হাত তুষার-শীতল; কিন্তু তাহার ধমনীর গতি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ওল্গার বক্ষঃস্থলে কান পাতিয়া বক্ষের মৃদু স্পন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন; অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ধন্য পরমেশ্বর!—দেহে এখনও প্রাণ আছে।"

তিনি ওল্গাকে টানিয়া কোলে তুলিলেন, এবং তাহার মাথা কাঁধের উপর লইয়া পিচ্ছিল পাথরের উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে ফিরিয়া চলিলেন। ওল্গার মাথা তাঁহার কাঁধের উপর লুটাইয়া পড়িয়াছিল। তাহার মলিন মুখে ও মুদিত নেত্রে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত হইল। মিঃ ব্লেক ওল্গাকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় যে সুখ অনুভব করিলেন, তাহা তাঁহার অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব। এরূপ

বিপদসঙ্কুল স্থান হইতে সংজ্ঞাহীনা, অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যবতী তরুণীকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাওয়া তাঁহার জীবনে এই প্রথম। তিনি নারীর রূপের স্তাবক নহেন, কোন রূপসী রূপের রজ্জুতে তাঁহাকে এ পর্য্যন্ত বাঁধিতে পারে নাই; কিন্তু তিনি রূপের মর্য্যাদা জানেন, নারীর রূপ অবজ্ঞার বস্তু, এ ধারণা কোন দিনও তাঁহার ছিল না। ভগবদ্ভক্ত প্রস্ফুটিত কুসুমকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, মিঃ ব্লেক নারীর রূপও ঠিক সেই চক্ষে দেখেন; ইহা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়াই মনে করেন। তিনি নারী-বিদ্বেষী নহেন। ওল্গার অপূর্ব্ব রূপ, অপরূপ লাবণ্য, সুগঠিত দেহের মাধুরীমণ্ডিত ভঙ্গি তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল—শুভ্র পুষ্পের মত একটি ক্ষুদ্র বালিকা তাঁহার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার কমনীয় মুখকান্তি নিষ্কলঙ্ক, শুভ্র, এবং পাপের মলিনতা-বর্জ্জিত।

কিন্তু তাঁহার এ ধারণা ত সত্য নহে; এই রঙ্গিণী ওল্গা নাস্‌মিথ যৌবনসুলভ কত রঙ্গই না করিয়াছে? সার এন্‌সর নাথানের অকালকুষ্মাণ্ডটির সহিত তাহার প্রণয়াভিনয় মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহাকেও সে কি বিষম অপদস্থ করিয়াছিল! রীমা নালিফ এই ছদ্মনামে সে প্যারিসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ে যে নৃত্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছিল—তাহা প্যারিসের বহু ধনাঢ্য যুবকের মস্তিষ্কে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল। এই ওল্গা সুপ্রসিদ্ধা নর্ত্তকী নাভা সেলিনস্কির কন্যা, মৃত্যু-শয্যাশায়ী পলাতক কয়েদী জেনোফন নাস্‌মিথের নন্দিনী—এ কথা মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই;—তথাপি তিনি তাহার মুখে স্বর্গের পবিত্রতা ভিন্ন পাপের মলিনতা দেখিতে পাইলেন না! তিনি পূর্ব্বে একাধিক বার এই সুন্দরী তরুণীর হস্তে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও পরাজিত হইয়া তাহাকে কঠোর শাস্তি দিবেন, তাহাকে কারাগারে প্রেরণ করিবেন—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আজ তিনি রঙ্গিণীকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, কিন্তু তখন তাহার সেই সকল দুর্ব্যবহারের কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলেন। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না! কে বলে মানুষ যাহা ইচ্ছা করে—তাহাই করিতে পারে?

রঙ্গিণীকে বহন করিয়া আনিতে আনিতে কত কথাই তাঁহার মনে পড়িল। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে আসিতেছিলেন; হঠাৎ রঙ্গিণীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তাহার চেতনা সঞ্চার হওয়ায় সে একবার তাঁহার ক্রোড় হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিল; কিন্তু সে তখন বড় দুর্ব্বল, অত্যন্ত অবসন্ন, সে সভয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল। সে ভয় পাইয়াছে বুঝিয়া মিঃ ব্লেক অভয় দানের জন্য দুই একটি কথা বলিলেন, এবং স্নেহভরে দুই হাতে তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন, ত্রস্তা শিশুকন্যাকে কোলে লইয়া তাহার পিতা যে ভাবে নিরাপদ স্থানে যাইতে থাকে—তিনিও ওল্গাকে লইয়া সেই ভাবে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহার বিজলি-বাতি যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত ফুকরের ভিতর দিয়া ওল্গাকে লইয়া দেওয়ালের অপর পার্শ্বস্থ গহ্বরে প্রবেশ করিলেন। তিনি পাকশালায় প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন তেলের ল্যাম্পটি তখন পর্য্যন্ত ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল।—ওল্গা তাঁহার ক্রোড়ে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে তাহাকে মেঝের উপর নামাইয়া রাখিয়া, তাঁহার পুরু কোটটা খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তাহা প্রসারিত করিয়া তাহার উপর ওল্গাকে শয়ন করাইলেন।—কয়েক মিনিট পরে সেই কক্ষের সিঁড়ির উপর হইতে মাদাম রুমেলি কম্পিতস্বরে বলিল, "আনৃড্রি না কি?"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "না, আনৃড্রি এখানে নাই, আমি মসিয়ে ল্যাম্বার্ট। তোমার কাছে ব্রাণ্ডি আছে কি মাদাম?"

মাদাম রুমেলি বলিল, "ব্রাণ্ডি? হাঁ, কাবোর্ডে আছে বটে, কিন্তু সে ব্রাণ্ডি যে তাহার। মসিয়ে, আমি তাহার জিনিসে হাত দিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার ভয় নাই মাদাম! আমার জন্য আনিলে সে রাগ করিবে না; ভয়ানক ঠাণ্ডা। আমার একটু ব্রাণ্ডি চাই, শীঘ্র আনিয়া দাও।"

মাদাম রুমেলি সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া গেল, কয়েক মিনিট পরে সে একটি ফ্ল্যাস্ক লইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল, এবং মিঃ ব্লেককে বলিল, "ঠাণ্ডায় কষ্ট পাইতেছেন, আপনার কষ্ট দূর করাই উচিত। আমি ব্রাণ্ডির ফ্ল্যাস্কটা আনিয়াছি; কিন্তু মসিয়ে ল্যাম্বার্ট, আমি ইহা আপনাকে দিয়াছি, এ কথা তাহাকে বলিবেন না। আপনি নিজেই

লইয়া গিয়াছেন বলিবেন। আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ বুঝিয়াছি, তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নাই, তুমি এখন তোমার ঘরে যাইতে পার।”

মিঃ ব্লেক ব্র্যাণ্ডি লইয়া তাহা অল্প পরিমাণে রঙ্গিণী ওল্‌গার মুখে দিতে লাগিলেন। ওল্‌গা তখনও অচেতন। তিনি তাহার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া দুই তিনবার ব্রাণ্ডি পান করাইতেই তাহার ধমনীর গতি দ্রুত হইল, তাহার পর সে নড়িয়া উঠিল, এবং চক্ষু মেলিয়া চাহিল; কিন্তু তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। হঠাৎ সে উঠিয়া বসিয়া আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, ব্যাকুল স্বরে বলিল, “সে কোথায় ? আমি কোথায় আসিয়াছি ? সে কি এখানে নাই ? কোথায় গিয়াছে ?”

মিঃ ব্লেক কোটটা তুলিয়া তাহার গায়ে জড়াইয়া দিলেন, তাহার পর কোমল স্বরে বলিলেন, “সে চলিয়া গিয়াছে ওল্‌গা ! তুমি এখন নিরাপদ। তোমার ভয়ের কারণ দূর হইয়াছে।”

রঙ্গিণী মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। সে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিল, এবং সভয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেককে চিনিতে পারিয়া তাহার আতঙ্ক দূর হইল, তাহার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; যেন সে আশ্বস্ত হইল।

রঙ্গিণী মৃদুস্বরে বলিল, “আপনি সত্যিই মিঃ ব্লেক ?”—কিন্তু সে তাঁহার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া বলিল, “সে চলিয়া গিয়াছে ? আপনিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন ? মিঃ ব্লেক, আপনি কত মহৎ; আমি মহাপাপিষ্ঠা, আপনার দয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।”—তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক গালে তাহার উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিলেন। রঙ্গিণীর উভয় হস্তে তখনও তাঁহার কণ্ঠ পরিবেষ্টিত ছিল; তিনি ধীরে ধীরে তাহাকে সরাইয়া দিয়া তাহার ‘কিমোনা’ দ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন, তাহার পর কোমল স্বরে বলিলেন, “ওল্‌গা, তুমি এখন নিরাপদ। আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়া ভাল করিয়াছি কি না, তাহা আমার বিচার করিবার শক্তি নাই; বোধ হয় ভালই করিয়াছি; কিন্তু এই বিপদে পড়িয়া যদি তোমার শিক্ষা হয়, যদি তোমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়—তাহা হইলেই আমার সকল শ্রম সফল হইবে। এবার তোমার শিক্ষা হইবে কি ?”

রঙ্গিণী ওল্‌গা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল। সে তখন নিঃশব্দে রোদন করিতেছিল; মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর দিল না। বোধ হয় সে তখন তাহার বিপদের কথাই চিন্তা করিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে সে মুখ তুলিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, “আপনি আমাকে দয়া করিয়া এই ভয়ানক স্থান হইতে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়া চলুন। এখানে আমি আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিব না। এখানে থাকিলে আমি বাঁচিব না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আমি তোমাকে স্থানান্তরেই লইয়া যাইব; আমার কাছে থাকিতে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। আমি বাহিরের পথে একখানি ট্যাক্সি রাখিয়া আসিয়াছি; তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, গাড়ীখানা আমি এই বাড়ীর দরজার কাছে আনাইয়া লই।”

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন; অদূরে একটি যুবককে দেখিতে পাইলেন, সে ম্যাচ-বাক্স বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছিল,—ফেরিওয়ালা। মিঃ ব্লেক তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওহে ছোকরা,—শোন।”

ফেরিওয়ালা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, “ম্যাচিস্ চাই ?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না, তুমি দৌড়াইতে পার ?”

ফেরিওয়ালা বলিল, “পুলিশ তাড়া করিলে চোর যে ভাবে দৌড়ায়—সেই রকম দৌড়াইতে পারি,—যদি দু’ পয়সা লাভের আশা থাকে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দশ ফ্রাঙ্ক লাভের জন্য একটু দৌড়াইতে রাজি আছ ?”

ফেরিওয়ালা বলিল, “আল্‌বৎ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে তোমাকে লুভ্‌রের পুলিশ-আফিসে দৌড়াইয়া যাইতে হইবে। সেখানে গিয়া বলিবে—তুমি ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেকের নিকট হইতে আসিয়াছ; মসিয়ে ভারলেন প্যারিসে আছেন কি স্যান্‌টিসে চলিয়া গিয়াছেন, এই সংবাদ লইয়া আসিবে।”

ফেরিওয়ালা বলিল, “মসিয়ে ভারলেন ? তিনি স্যান্‌টিসে গিয়াছেন কি প্যারিসে আছেন—এই

খবর আনিয়া দিলে দশ ফ্রাঙ্ক বক্‌শিস পাইব ?—আর কিছুই করিতে হইবে না ত ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বক্‌শিস পাইবে ; যদি শুনিতে পাও এখনও তিনি প্যারিসে আছেন—তাহা হইলে তাঁহাকে বলিবে তিনি যেন তাড়াতাড়ি ৯৯ নং রু চের্চ্চে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করেন, বুঝিয়াছ ?"

ফেরিওয়ালা বলিল, "একটা কথা বুঝিতে এখনও বাকি আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কি কথা ?"

ফেরিওয়ালা বলিল, "যদি তিনি ন্যান্‌টিসে চলিয়া গিয়া থাকেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে তিনি ত আসিতে পারিবেন না, তুমিই ফিরিয়া আসিয়া খবরটা আমাকে জানাইয়া যাইবে।"

ফেরিওয়ালা বলিল, "বক্‌শিস্‌টা আগাম দিতে হইবে। আগে পয়সা, তাহার পর কাজ—ইহাই আমার দস্তুর।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চমৎকার দস্তুর ! কিন্তু যদি তুমি বক্‌শিস্‌টা পকেটস্থ করিয়া সেখানে যাইতে ভুলিয়া যাও ?"

ফেরিওয়ালা বলিল, "আমাকে বিশ্বাস করিতে না পারেন—সে দোষ আপনার। পয়সা লইয়া কাজ করিব না—আমি সে রকম নিমকহারাম নহি।"

মিঃ ব্লেক তাহার হাতে দশ ফ্রাঙ্ক দিলেন, সে তাহা পকেটে ফেলিয়া চক্ষুর নিমেষে অন্তর্হিত হইল। মিঃ ব্লেক হুইশ্ল দিতেই ট্যাক্সিওয়ালা তাঁহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া ট্যাক্সিসহ তাঁহার সম্মুখে আসিল। সে বলিল, "আমি চলিয়া যাইতেছিলাম। আপনার বিলম্ব দেখিয়া ভাবিতেছিলাম আপনি আমার কথা ভুলিয়া গিয়া অন্য পথে সরিয়া পড়িয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি তোমার জন্য একটি ভাড়া ঠিক করিয়াছি ; একটি 'লেডি'কে এখান হইতে লইয়া যাইতে হইবে।"

ট্যাক্সিওয়ালা হাসিয়া বলিল, "লেডি সোয়ারী ? বুঝিয়াছি—আপনি এখানে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি ছাই বুঝিয়াছ। শোন—সেই মহিলাটি অসুস্থ, আমি তাহাকে তাহার আত্মীয়দের কাছে পাঠাইব। তুমি রু ম্যাকাব্রে কোথায়, জান ?"

ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, "বোধ হয় জানি, কারণ ঐ পল্লীই আমার জন্মস্থান।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে হোটেল ডি সেণ্ট জুলিয়েন ত তুমি চেন বোধ হয়।"

ট্যাক্সিওয়ালা গম্ভীর ভাবে বলিল, "বোধ হয় ; কারণ সেই হোটেলের পাশের যে বাড়ীতে আমার মা বাস করিতেন, সেই বাড়ীতেই আমি জন্মিয়াছিলাম শুনিয়াছি,—যদিও এতদিন পরে জন্মের কথাটা আমার স্মরণ নাই। আমার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে বোধ হয় তাঁহার স্মরণ থাকিত।—কিন্তু হোটেলওয়ালা পিয়ের ম্যালার্ডকে আমি ছেলেবেলা হইতেই চিনি। এক সময় তিনি প্রকাণ্ড পালোয়ান ছিলেন, এখন বুড়া হইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পিয়ের ম্যালার্ডকেও তুমি চেন ! তাহা হইলে তোমাকে বেশী কিছু বলিতে হইবে না ; তুমি পীড়িতা লেডিটিকে সেই হোটেলে পৌঁছাইয়া দিবে। সেখানে বলিবে মিঃ ব্লেক নামক লণ্ডনের একটি ভদ্রলোক তোমার বাড়ীতে তাহাকে পাঠাইয়াছেন। বিবি ম্যালার্ড তাহার সেবা শুশ্রূষা করিবে—বুঝিয়াছ ?"

ট্যাক্সিওয়ালা বলিল, "হাঁ, মসিয়ে ! আপনার আদেশ আমার স্মরণ থাকিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা গোপনীয় ; তোমার মুখ বন্ধ রাখিবার জন্য মুখে কিছু দেওয়া চাই ত ? এই পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক লও, কথাটা যেন তোমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া না পড়ে।"

ট্যাক্সিওয়ালা আশাতীত পুরস্কার পাইয়া তৎক্ষণাৎ গাড়ীর দরজা খুলিয়া বলিল, "মসিয়ে, আমার বাড়ীতে আমার রুগ্না স্ত্রী ও পাঁচটি সন্তান আছে ; তাহাদের একটি মৃগী রোগে কষ্ট পাইতেছে। আপনার নিকট এই পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক পাইয়া আমি কিরূপ উপকৃত হইলাম, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। মৌখিক কৃতজ্ঞতার কোন মূল্য নাই, কিন্তু আপনি স্থির জানিবেন—এই পীড়িতা লেডি সম্বন্ধে আমি কালা বোবা এবং অন্ধ।"

মিঃ ব্লেক রঙ্গিণী ওল্‌গাকে বাহিরে আনিয়া সেই ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিলেন। ট্যাক্সিওয়ালা রঙ্গিণীর রূপ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করিল, এবং মিঃ ব্লেককে অভিবাদন করিয়া ট্যাক্সিতে ষ্টার্ট দিল। ট্যাক্সি মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল।

মিঃ ব্লেক অতঃপর পূর্ব্বোক্ত পাকশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি বিজলি-বাতি হাতে লইয়া পুনর্ব্বার সেই সমাধি-গহ্বরে প্রবেশ

করিলেন; তিনি পাগলকে যেখানে দেখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানেই সে জড়ের মত পড়িয়া ছিল। তিনি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন; তাঁহার মনে হইল সে সোলার মত পাতলা! এরূপ লঘু দেহে সে দৈত্যের মত শক্তি কোথায় পাইয়াছিল—তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

যাহা হউক, তিনি তাহার অসাড় দেহ কাঁধে তুলিয়া লইয়া অতি কষ্টে পাকশালায় ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাহাকে একখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিলেন। তিনি তাহার চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। তাহার মুখ বিবর্ণ, ধমনী গতিহীন, বক্ষেরও স্পন্দন ছিল না। মিঃ ব্লেকের মনে হইল তাঁহার নিক্ষিপ্ত গুলী তাহার দেহে বিদ্ধ হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইযাছে। "শেষে কি নরহত্যা করিলাম?"—অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিয়া মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিলেন।

হঠাৎ তাঁহার আগ্রহ হইল গুলীটা তাহার দেহের কোন্ অংশে বিদ্ধ হইয়াছে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।—তিনি তাহার দেহের সকল অংশ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু গুলী প্রবেশের চিহ্ন কোন স্থানেই দেখিতে পাইলেন না। গুলীতে আহত না হইয়াও পাগলটা মরিয়া গেল!—মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল সে যক্ষ্মারোগে কষ্ট পাইতেছিল; হঠাৎ মুখ দিয়া রক্ত উঠায় সে পড়িয়াছে ও মরিয়াছে। নরহন্তা উন্মাদের কি শোচনীয় পরিণাম!

রীমা নালিফকে লাভ করিবার জন্য সে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, তাহার রূপের তৃষ্ণা দুর্দমনীয় হওয়ায় সে মরিয়া-হইয়া উঠিয়াছিল; রঙ্গিণী ওল্‌গা যাহার সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেছিল, তাহাকেই সে তাহার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহে হত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছিল; তাহার চেষ্টা কোন কোন ক্ষেত্রে সফলও হইয়াছিল। ঈর্ষ্যা ভিন্ন তাহার অপরাধের মূলে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল বলিয়া তখনও মিঃ ব্লেকের বিশ্বাস হইল না। রঙ্গিণী ওল্‌গা এ সম্বন্ধে কোন কোন কথা তাঁহাকে বলিতে পারিবে—আশা করিয়া তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ মিঃ ব্লেকের মনে হইল, পাগলটার পকেটে কোন কাগজপত্র থাকিলে তাহা হইতে রহস্যের কোন না কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। তিনি তাহার পকেট অনুসন্ধান করিয়া একখানি 'লি ইতয়িল' নামক সংবাদ-পত্র, কয়েক-খানি বিল ও বন্ধকী জিনিসের টিকিট পাইলেন। তাহার বুকের পকেটে চিঠির কাগজে মোড়া একটি তাড়া ছিল। মিঃ ব্লেক তাহা খুলিয়া পঞ্চাশখানি ফরাসী ব্যাঙ্ক-নোট দেখিতে পাইলেন। প্রত্যেক-খানি হাজার ফ্রাঙ্কের নোট।

মিঃ ব্লেক নোটগুলি পরীক্ষা করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক—এই পাগলটার পকেটে সঞ্চিত ছিল! রু-চের্চ্চ পল্লীতে এরূপ ধনাঢ্য লোক ছিল—ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে? অথচ শুনিলাম ইহার দুই বেলা আহারের সংস্থান ছিল না; যে বৃদ্ধা ইহাকে সন্তানের মত প্রতিপালিত করিয়াছিল, এই নরপিশাচ তাহাকে অনাহারে রাখিয়া কি যন্ত্রণাই না দিয়াছে!"

যে চিঠির কাগজে এই নোটগুলি মোড়া ছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি লেখা ছিল,—"Bientot je vais mourir, Toute a ma boune amie, Madame Rumelle." অর্থাৎ "আমার মৃত্যু আসন্নপ্রায়, সমস্তই আমার সদাশয়া বান্ধবী মাদাম রুমেলির।"

মিঃ ব্লেক নোটগুলি হাতে লইয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর সেগুলি সেই চিঠির কাগজ জড়াইয়া মৃতব্যক্তির পকেটেই রাখিয়া দিলেন।

হঠাৎ মাদাম রুমেলির কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মসিয়ে ল্যাম্বার্ট, মসিয়ে ল্যাম্বার্ট! আপনি কি ওখানে আছেন, বাহিরের দরজা হইতে কে ডাকাডাকি করিতেছে। আপনাকেই ডাকিতেছে কি না ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।—আনৃদ্রির কোন বন্ধু আসিয়াছে কি?"

"দেখি" বলিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন।—দ্বার খুলিয়া দেখিলেন পূর্ব্বোক্ত ফেরিওয়ালা ফিরিয়া আসিয়াছে। সে তাঁহাকে বলিল, "দেখুন, আমি ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি পুলিশ আফিসে গিয়া মসিয়ে ভারলেনকে দেখিতে পাই নাই। একজন কনষ্টেবল বলিল—তিনি স্যানৃটিসে চলিয়া গিয়াছেন। আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আর কোথাও দৌড়াইতে হইবে কি? দেশলাই ফেরি করা অপেক্ষা এ কাজে লাভ বেশী; কিন্তু সর্ব্বদা এ রকম সুযোগ জোটে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কাজে আমি

খুসী হইয়াছি ছোকরা! তুমি দৌড়াইয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়াছ, এবার মুখ বন্ধ করিয়া আরও কিছু উপার্জ্জন কর। এ সকল কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না—এই সর্ত্তে তোমাকে পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক দিতেছি; তুমি রাজী আছ কি?"

ফেরিওয়ালা বলিল, "পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক! পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক পাইলে আমি ওকথা ভুলিয়া যাইব, কাহারও নিকট প্রকাশ করা ত দূরের কথা। হাঁ, আপনার সঙ্গে কখন আমার দেখা হইয়াছে, ইহাও স্মরণ থাকিবে না।"

ফেরিওয়ালা প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকায় পুনঃ প্রবেশ করিলেন, এবং সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "মাদাম রুমেলি! আমার একটা কথা শুনিবে কি?"

মাদাম রুমেলি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া বলিল, "কি বলিবেন বলুন, এখান হইতেই আপনার কথা শুনিতে পাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—"মসিয়ে আনড্রির জন্য আমি আর এখানে বিলম্ব করিতে পারিব না, সে হয় ত আজ রাত্রে বাড়ী ফিরিবে না। আমার কথা শোন, তুমি শুইতে যাও, তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নাই। তোমার বড় কষ্ট হইয়াছে শুনিয়া তোমাকে কিছু সাহায্য করিব মনে করিয়াছি। এই সিঁড়ির উপর তোমার জন্য পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক রাখিয়া যাইতেছি।"

মাদাম রুমেলি বলিল, "পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক! আপনার বড় দয়া মসিয়ে ল্যাম্‌বার্ট!—আপনার কথা অগ্রাহ্য করিতে পারিব না, আমি শুইতে চলিলাম। আমি আর আনড্রির জন্য অপেক্ষা করিব না, সে আমাকে খাইতে না দিলেও ঐ টাকায় কিছুদিন চালাইতে পারিব। পঞ্চাশ ফ্রাঙ্কে অভাব ঘুচিবে!—স্বর্গে যে সকল সাধু (saints) আছেন, তাঁহারা আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন মসিয়ে ল্যাম্‌বার্ট! আপনার দয়ার সীমা নাই।"

মিঃ ব্লেক দেখিলেন মাদাম রুমেলি হাতড়াইতে হাতড়াইতে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল, এবং হাত বাড়াইয়া নোটখানি তুলিয়া লইল। সে তাহা ব্যগ্রভাবে মুঠায় পুরিয়া পুনর্ব্বার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গেল। সে জানিতে পারিল না—যে হতভাগা তাহার জীবন বিষময় করিয়াছিল, তাহাকে অন্ধ করিয়াছিল—সে পাকশালায় চিরনিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বিদায় মাদাম!"

মাদাম রুমেলি বলিল, "নমস্কার মসিয়ে ল্যাম্‌বার্ট! পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন।"

মিঃ ব্লেক বহির্দ্বার খুলিয়া পথে আসিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন আনড্রি লেমার্জের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না; কিন্তু তাহার পকেটে যে নোটগুলি ছিল—তাহার কি গতি হইবে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিলেন না। একবার তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল—নোটগুলি মাদাম রুমেলিকে দিয়া আসিবেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং সে ভার গ্রহণ করিলেন না। তিনি সেখানে গোপনে আসিয়াছিলেন—ইহা গোপন রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন। পুলিশ আনড্রির মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিবে—যক্ষ্মারোগই তাহার মৃত্যুর কারণ; কিন্তু সে পিয়ের ম্যালার্ডকে গুলী করিয়াছিল, রঙ্গিণীর অনুচরও তাহার গুলীতেই প্লেস্-ডি গ্র্যাণ্ডিতে নিহত হইয়াছিল—তাহা পুলিশ কোন দিন জানিতে পারিবে না। সেই রহস্য-যবনিকা কোন দিন অপসারিত হইবে না।

মিঃ ব্লেক পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি দেখিতে পাইলেন; তাহা থামাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিয়া ট্যাক্সি-চালককে বলিলেন, "রু ম্যাকাব্রে—শীঘ্র চল।"

দশম তরঙ্গ

আনড্রি লেমার্জের গুপ্ত রহস্য

এক মেঘান্ধকারাচ্ছন্ন অপরাহ্নে ফরাসী-রাজধানী প্যারিস নগরে দুইটি ঘটনা সংঘটিত হইল, প্রত্যক্ষতঃ তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রথম ঘটনা, ওক্‌লার সেণ্ট জার্ভে নামক একটি ক্ষুদ্র সমাধিক্ষেত্রে একটি বৃদ্ধের মৃতদেহ সমাহিত হইল। প্রকাশ, এই ব্যক্তির ফুস্‌ফুস্ হইতে অতিরিক্ত শোণিত-ক্ষরণই তাহার মৃত্যুর কারণ। এভিনিউ মার্টিনের একটি অট্টালিকায় এই বৃদ্ধ বাস করিত; সেই স্থানেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।—সমাধিক্ষেত্রে দুইজন মাত্র শোকার্ত্ত (two mourners) উপস্থিত ছিল। তাহাদের একজন ইংরাজ, দ্বিতীয় একটি বিরসবদনা, কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারিণী, অবগুণ্ঠনবতী তরুণী।

দ্বিতীয় ঘটনাটি—প্যারিসের পুলিশ-আফিসে পুলিশ-কমিশনরের ভীষণ ক্রোধের অভিব্যক্তি। সেই অপরাহ্নে পুলিশ আফিসে যেন ভূমিকম্প

আরম্ভ হইয়াছিল; সকলেই ভয়ে তটস্থ। ফরাসী-দেশের সমগ্র পুলিশ বিভাগে সেই ভূমিকম্পের বেগ অল্পাধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল। তাহার ফলে সেই অপরাহ্নেই নর্ত্তকী রীমা নালিফ ছদ্মবেশে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিল, এবং পিরেনিজ্ গিরিমালা অতিক্রম করিয়া স্পাণিশভাবে পলায়ন করিয়াছিল; মিঃ ব্লেকও অতঃপর প্যারিসে বিলম্ব করা নিষ্ফল বোধে রু ম্যাকাব্রে হইতে লণ্ডনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগই তিনি প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিলেন।

পুলিশ-কমিশনরের বিচলিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

পুলিশ-কমিশনর কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী কঙ্গোতে গমন করিয়া ম্যালেরিয়া লইয়া প্যারিসে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এবং শয্যাগত ছিলেন। তিনি যখন আফিসে অনুপস্থিত ছিলেন, সেই সময় যে সকল ঘটনা তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল—তাহা পরে জানিতে পারায় তাঁহার ক্রোধানল প্রচণ্ডবেগে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাকে আর কখন সেরূপ ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই।

তিনি শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, অল্পভাষী হইলেও বহুদর্শী ও চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি যোগ্যতার সম্মান করিতে জানিতেন। পুলিশ বিভাগের সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিত। ডেপুটি-কমিশনর মসিয়ে ভারলেন তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন; মিঃ ব্লেকও তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রধান সহকারীর সহিত তাঁহার সদ্ভাব ছিল না। সে তাঁহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিত, কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া দূরের কথা—সেজন্য তাহাকে পদে পদে অপদস্থ হইতে হইত। পুলিশ-কমিশনর পুলিশের প্রধান সার্জ্জন লিফিবারকে নিতান্ত অযোগ্য মনে করিতেন; সময়ে সময়ে তাহার প্রতি ব্যবহারেও তিনি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতেন। এজন্য সহকারী কমিশনর লিফিবারের পক্ষাবলম্বন করিত, এবং তাহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করিত। সুতরাং পুলিশ-কমিশনরের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার সহকারী ডাক্তার লিফিবারের ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইয়াছিল। ডাক্তার লিফিবারের রিপোর্টই তাহার গ্রাহ্য হইয়াছিল।

ইহার ফল অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইল। পুলিশ-কমিশনর সুস্থ হইয়া আফিসে আসিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই সকল ব্যাপার জানিতে পারিলেন; তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন। মসিয়ে ভারলেনকে স্যানটিস্ হইতে ফিরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করা হইল। ডাক্তার লিফিবারকে অবসর গ্রহণ করিয়া পেন্সনের দরখাস্ত করিতে আদেশ করা হইল। পুলিশ-কমিশনর তাঁহার প্রধান সহকারীকে কঠোর তিরস্কার করিলেন; ফলে উভয়ে হাতহাতির উপক্রম হইল! অবশেষে সহকারী উপরওয়ালার ব্যবহারে অপমান বোধ করিয়া স্বরাষ্ট্র সচিবের (Mimisteur de l' Interieur) সহিত সাক্ষাৎ করিল; বোধ হয় সে পুলিশ-কমিশনরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল; কিন্তু তাহার ফল উল্টা হইল! তিনি তাহাকে দীর্ঘ কালের ছুটি লইয়া নাইসে গিয়া মাথা ঠাণ্ডা করিতে আদেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে দশ বার জন পুলিশ-কর্ম্মচারী রীমা নালিফের অনুসন্ধানে প্যারিসের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল; তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য 'হুলিয়া' বাহির হইল। মিঃ ব্লেকের নিকট একখানি সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম প্রেরিত হইল। সেই টেলিগ্রামের মর্ম্ম এই যে, যদি তাঁহার কাজের ক্ষতি বা অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে তিনি যেন অবিলম্বে প্যারিসে প্রত্যাগমন করেন, তাঁহার সহিত 'প্রিফেক্টের' (পুলিশ-কমিশনর) জরুরি পরামর্শ আছে। তিনি যখন প্যারিসে আসিয়াছিলেন, 'প্রিফেক্ট' তখন জ্বরে শয্যাগত থাকায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ হয় নাই;—এজন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত।

মিঃ ব্লেক এই টেলিগ্রামের উত্তরে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বিনীত ভাবে জানাইলেন—তিনি নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় প্যারিসে যাইতে পারিবেন না। তিনি প্রিফেক্টকে একথাও জানাইলেন যে, তিনি প্যারিসে গিয়া তাঁহার প্রধান সহকারীর নিকট যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন, তাহা শিষ্টাচারসঙ্গত নহে, এবং তাঁহার প্রধান সহকারীর কার্য্যপদ্ধতির মর্ম্মও তিনি বুঝিতে পারেন নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, অতঃপর তিনি প্যারিসে গমন করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। জেনোফন নাসমিথের মৃত্যু সম্বন্ধে যে বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছিল—তাহা তখন সংশোধনের উপায় ছিল না।

এই জন্য তিনি সেই টেলিগ্রামখানি বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিয়া পাইপ ধরাইয়া চিন্তাকুল চিত্তে স্মিথের মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি তখন স্মিথের সহিত রঙ্গিণী ওল্গার সম্বন্ধে

আলোচনা করিতেছিলেন।—ওল্‌গাকে মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিয়া হোটেল সেণ্ট জুলিয়েনে বিবি ম্যালার্ডের নিকট পাঠাইয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিতে তাঁহার আগ্রহ ছিল না।

মিঃ ব্লেক রঙ্গিণী ওল্‌গাকে সমাধি-গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন পাগল আনড্রি লেমার্জ—রীমা নালিফ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ঈর্ষ্যাবশেই তাহার শত্রুতাসাধন করিয়াছিল; যে কোন উপায়ে হউক, নর্ত্তকী রীমা নালিফকে হস্তগত করাই তাহার জীবনের একমাত্র সঙ্কল্প হইয়াছিল এবং সেজন্য সে কোন কুকর্ম্মেই কুণ্ঠিত হয় নাই। রঙ্গিণী ওল্‌গার শত্রুগণ তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে লেমার্জকে নিযুক্ত করিয়াছিল—এবং সেই পাগল সেইজন্যই কয়েক জনকে খুন জখম করিয়া রঙ্গিণীকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছিল—মিঃ ব্লেকের প্রথমে এই ধারণা হইলেও অবশেষে তিনি তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক মাদাম রুমেলির নিকট বিদায় লইয়া হোটেল জুলিয়েনে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে রঙ্গিণীর সহিত আলাপ করিয়া তাহার নিকট পাগলটার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়াছিলেন।

ওল্‌গা তাঁহাকে বলিয়াছিল, আনড্রি লেমার্জকে সে চিনিত না, এমন কি, সে কে, তাহাও জানিত না। আনড্রি তাহাকে হরণ করিবার পূর্ব্বে রঙ্গিণী ওল্‌গা কোন দিন তাহাকে দেখে নাই; কিন্তু সম্ভবতঃ আনড্রি তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়াই তাহাকে লাভ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। আনড্রি লেমার্জ ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র তাহার অনুসরণ করিতেছিল, রঙ্গিণী ওল্‌গা কোন দিন তাহা জানিতে পারে নাই; অবশেষে একদিন গভীর রাত্রে আনড্রি তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য করে। পাগল যখন রঙ্গিণীর শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—তখন রঙ্গিণী ঘুমাইয়া ছিল; পাগল তাহাকে জাগাইয়া, তাহার মাথার উপর পিস্তল উদ্যত করিয়া নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিয়াছিল—এজন্য রঙ্গিণী ওল্‌গা আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে নাই। পাগল রঙ্গিণীকে বলিয়াছিল—সে তাহার দুই জন প্রণয়ীকে গুলী করিয়াছে; তাহার পিস্তল নিঃশব্দে লক্ষ্য ভেদ করে। রঙ্গিণী যদি তাহার সঙ্গে যাইতে আপত্তি করে, বা কাহারও সাহায্য প্রার্থনায় চীৎকার করে—তাহা হইলে পিস্তলের গুলী নিঃশব্দে তাহারও মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে। রঙ্গিণী বুঝিয়াছিল—নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ না করিলে সে তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না; তখন তাহার 'মাথায় খুন চাপিয়াছিল।' (There was murder in his eyes.)

রঙ্গিণী মিঃ ব্লেককে এ কথাও বলিয়াছিল যে, সে শয্যা ত্যাগ করিয়া একখানি শাত্রবস্ত্র মাত্র সঙ্গে লইবার অনুমতি পাইয়াছিল। সে শালখানি গায়ে জড়াইয়া আনড্রির সঙ্গে পথে আসিয়া একখানি ট্যাক্সি দেখিতে পাইয়াছিল; ট্যাক্সিখানির দ্বার-জানালাগুলি বন্ধ ছিল। আনড্রি তাহাকে তাহার বাড়ীর অদূরে ট্যাক্সি হইতে নামাইয়া-লইয়া গভীর রাত্রেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার পর তাহাকে দুর্গন্ধ-দূষিত অন্ধকারাচ্ছন্ন পাকশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই সময় সে তাহাকে হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আদেশ করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গিণী তাহাকে বলিয়াছিল—সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে—তাহার ছায়াও স্পর্শ করিবে না। আনড্রি তাহাকে বশীভূত করিতে না পারিয়া ক্রোধে ক্ষেপিয়া উঠিল, কিন্তু হত্যা করিল না। রঙ্গিণীর প্রতি উৎপীড়ন করিলে তাহার কামনা পূর্ণ হইবে—এই বিশ্বাসে সেই বর্ব্বর তাহাকে সেই কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল; সেই রাত্রে সে আর ফিরিয়া আসিল না, পরদিন প্রভাতেও ফিরিল না। রঙ্গিণী ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইলেও প্রাণভয়ে অধিকতর ব্যাকুল হইয়াছিল; সে কোথাও লুকাইতে পারে কি না—সেইরূপ স্থানের সন্ধান করিতে করিতে একটা ভাঙ্গা কাবোর্ডের মেঝেতে একটা গোলাকার ঢাকনী দেখিতে পাইল। ঢাকনীটা আংটা ধরিয়া টানিয়া তুলিতে তাহার একটা আঙ্গুল কাটিয়া গেল।—সে রুমালে আঙ্গুলের রক্ত মুছিয়াছিল। মিঃ ব্লেক পরে অদূরে তাহার শোণিতরঞ্জিত রুমালখানি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, গোলাকার ঢাকুনী তুলিয়া রঙ্গিণী একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলে, সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া সিঁড়ির সাহায্যে সমাধি গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে লুকাইয়া থাকিলে আনড্রি তাহার সন্ধান পাইবে না, এই আশায় রঙ্গিণী সমাধি-গহ্বরের ভিতর বহুদূর অগ্রসর হইয়া লুকাইবার চেষ্টা করিয়াছিল।

আনড্রি সেই দিন মধ্যাহ্নকালে বাড়ী ফিরিয়া পাকশালায় প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গিণীকে

সেখানে দেখিতে না পাওয়ায় ও সুঁড়ঙ্গের দ্বার খোলা দেখিয়া সে তাহার সন্ধানে সমাধি-গহ্বরে উপস্থিত হইয়াছিল। রঙ্গিণী তাহার সাড়া পাইয়া একটি গহ্বর হইতে গহ্বরান্তরে প্রবেশ করে, এবং ক্রমাগত তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া গহ্বরের বিভিন্ন অংশে লুকাইতে আরম্ভ করে। আন্‌দ্রি ক্রোধে অধীর হইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন আরম্ভ করিলে, সে কত দূরে আছে—তাহা বুঝিতে পারায় রঙ্গিণী তাহার দৃষ্টির অন্তরালে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইভাবে ক্রমাগত পলায়ন করিয়া সে সেই নর-পিশাচের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতেছিল, অবশেষে সে জলের ধারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলে আর কিছুই জানিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেক তাহার চেতনা-সঞ্চার করিলে সে তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমে অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, তাহার পর সে বুঝিতে পারিল—তিনি তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন।—তখন তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইলেও দারুণ অবসাদে সে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়াছিল।

ওল্‌গা নাস্‌মিথ মিঃ ব্লেকের অনুরোধে তাঁহার নিকট এই সকল কথা প্রকাশ করিলে, মিঃ ব্লেক আন্‌দ্রি লেমার্জের কুকর্ম্মের পরিচয় কতকটা জানিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি আন্‌দ্রি সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাইলেন না। রঙ্গিণীও তাহার পরিচয় জানিত না, এবং সে তাহার প্রতি এরূপ উৎপীড়ন করিবে, ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। রঙ্গিণী হোটেল জুলিয়েন হইতে তাহার পিতার আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া জানিতে পারিল—তাহার পিতা আততায়ীর গুলীতে যেদিন আহত হইয়াছিল, তাহার পরদিন সেই আঘাত-যন্ত্রণায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। পিতার জন্য সে না করিয়াছিল এমন কোন কাজ ছিল না, পিতার প্রাণ রক্ষার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল; সেই পিতাকে সে আততায়ীর কবল হইতে রক্ষা করিতে পারিল না দেখিয়া, দুঃখে কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। —সে আর কোন কথা জানিত কি না, মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারিলেন না; তবে আন্‌দ্রি লেমার্জ কি উদ্দেশ্যে নরহত্যা করিয়াছিল—তাহা জানিতে পারায় তাঁহার একটা সন্দেহ দূর হইল। কিন্তু আন্‌দ্রির প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য তিনি অধীর হইলেন, এবং তাহা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন—আন্‌দ্রি লেমার্জ উন্মাদ; কিন্তু তাহার পাগলামীর মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ছিল। (there was system in his mania) তাঁহার স্মরণ হইল, তিনি মসিয়ে ভারলেনের নিকট শুনিয়াছিলেন, একজন লোক পুলিশ আফিসে সংবাদ দিয়াছিল—রীমা নাল্লিফের প্রকৃত নাম ওল্‌গা নাস্‌মিথ, এবং কারাগার হইতে যে ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছিল—সে তাহারই পিতা। মিঃ ব্লেকের মনে হইল যদি রঙ্গিণী ওল্‌গার দলের কোন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পুলিশে এই সংবাদ দিয়া না থাকে, তাহা হইলে বাহিরের কোন লোক (some outsider) টেলিফোনে এ কথা বলিয়াছে। সেই লোকটি কে?

মিঃ ব্লেক লেমার্জের পরিচয় জানিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলেন, সে ভাল বেহালা বাজাইতে পারিত বলিয়া কাফে কার্টব্লাঙ্কের মালিক মসিয়ে ল্যাম্বার্ট তাঁহার ভোজনাগারে ভোক্তাগণের চিত্তবিনোদনের জন্য যে সকল ঐক্যতানবাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই দলে তাহাকে গ্রহণ করেন। লোকটা ভয়ঙ্কর মাতাল ছিল, কেবল মদ নহে, সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবনেই সে অভ্যস্ত ছিল; তাহার উপর তাহার চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল। নানা অত্যাচারে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় সে সেই কাফেতেই পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সেখানে থাকিলে তাহার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা না দেখিয়া মসিয়ে ল্যাম্বার্ট তাহাকে নর্দ্দার্ণ হাসপাতালে পাঠাইয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক হাসপাতালের ডাক্তার রেণার্ডের নিকট জানিতে পারিলেন—লেমার্জকে মাসাধিক কাল সেই হাসপাতালে রাখা হইয়াছিল। সে একটু সুস্থ হইলে তাহাকে হাসপাতাল হইতে বিদায় করা হয়, সেই সময় হাসপাতালের ডাক্তার তাহাকে বলিয়াছিলেন—যদি সে আর কোন নেশা না করে ও সংযতভাবে থাকে, তাহা হইলে আরও কয়েক বৎসর বাঁচিতে পারে; কিন্তু যদি সে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ অসংযত ব্যবহার আরম্ভ করে, তাহা হইলে তিনমাসের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইবে।

অতিরিক্ত মদ্যপান নিবন্ধন তাহার মস্তিষ্ক পূর্ব্বেই বিকৃত হইয়াছিল, হাসপাতাল ত্যাগ করিয়া সে পুনর্ব্বার নানা প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন আরম্ভ করিলে, ক্রমে তাহার মস্তিষ্কের ঘোরতর বিকার উপস্থিত হইল, এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে সে ক্ষেপিয়া উঠিল।

হাসপাতাল হইতে বাড়ী আসিয়া সে কি ভাবে

কালযাপন করিত, তাহা মিঃ ব্লেক মাদাম ক্লমেলির নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন। তাহারই আক্রমণে মাদাম ক্লমেলির চক্ষু দুটি নষ্ট হইয়াছিল। অর্থাভাবে লেমার্জ তাহার নিজের এবং মাদাম ক্লমেলির ঘরে যে কিছু জিনিষপত্র ছিল, ক্রমে সমস্তই বন্ধক দিয়াছিল; এই ভাবে সে যে অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহা দিয়া মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য (drugs and drink) ক্রয় করিত। সারাদিন অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধার তাড়নায় কোন জিনিস বন্ধক দিয়া যদি দুই একটা টাকা লইয়া আসিত, তাহা হইলে খাদ্য দ্রব্য না কিনিয়া সেই টাকা লইয়া সে মদের দোকানে প্রবেশ করিত, এবং অনাহারে থাকিয়া খালি পেটে মদ গিলিত। এই ভাবে সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল। কিন্তু আন্দ্রি লেমার্জ তখন পর্য্যন্ত রীমা নালিফকে দেখিতে পায় নাই, বা তাহার সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারে নাই। মিঃ ব্লেকের ধরণা হইয়াছিল সে থিয়েটারে চাকরী লইয়া সেখানে রীমা নালিফকে দেখিতে পাইয়াছিল, এবং তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেক রয়াল থিয়েটারের ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারেন—বেহালাবাদক আন্দ্রি লেমার্জ অত্যন্ত মাতাল ও দুশ্চরিত্র বলিয়া যখন তাহাকে থিয়েটার হইতে বিতাড়িত করা হয়, তখন পর্য্যন্ত রীমা নালিফ তাহাদের থিয়েটারে যোগদান করে নাই; সুতরাং আন্দ্রি তাহাকে রয়াল থিয়েটারে দেখিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য।

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন—আন্দ্রি লেমার্জ যদি রঙ্গিণী ওল্গাকে রয়াল থিয়েটারে নৃত্য করিতে না দেখিয়া থাকে, তাহা হইলে সে তাহাকে কোথায় দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল? তাহাকে লাভ করিবার জন্য নরহত্যাতেও কুণ্ঠিত হইল না, ইহারই বা কারণ কি? বিশেষতঃ যে অর্থাভাবে ঘরের সকল জিনিস বন্ধক দিতে বাধ্য হইয়াছিল, মাসের অধিকাংশ দিন যাহাকে অনাহারে থাকিতে হইত, সে একতাড়া ফরাসী ব্যাঙ্ক-নোট কোথায় পাইল, এবং সেই অদ্ভুতাকৃতি দুষ্প্রাপ্য পিস্তলটাই বা সে কোথা হইতে সংগ্রহ করিল? যে নরপিশাচ নেশার বশীভূত হইয়া ক্রোধের তাড়নায় তাহার চিরহিতৈষিণী মাতৃস্বরূপা মাদাম ক্লমেলির উভয় চক্ষু নষ্ট করিয়াছিল, সে অনাহারে থাকিয়াও, সেই ব্যাঙ্ক-নোটগুলি তাহার মৃত্যুর পর মাদাম ক্লমেলিকে প্রদান করা হয় —এরূপ মন্তব্যই বা কি জন্য লিখিয়া রাখিয়াছিল? আন্দ্রি মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী জানিয়াও সেই ব্যাঙ্ক-নোট ভাঙ্গাইয়া পানাহারে তাহা ব্যয় করে নাই—জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিঃসম্বল ভিক্ষুকের ন্যায় দিনপাত করিয়াছিল,—ইহারই বা কারণ কি? মিঃ ব্লেক এই রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া অত্যন্ত ধাঁধায় পড়িয়াছিলেন।

আন্দ্রি লেমার্জের মৃত্যুর পূর্ব্ব সপ্তাহে সে কখন কোথায় গিয়াছিল, কি করিয়াছিল—তাহা জানিতে পারিলে এই সকল রহস্যের কোন না কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে মনে করিয়া মিঃ ব্লেক নানা স্থানে তাহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। তাহার টুপি, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ এবং পাগলের মত ব্যবহার যে সকলেরই দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সে হাসপাতাল হইতে বিদায় লইবার পর তাহার পূর্ব্বতন মনিব মসিয়ে ল্যাম্বার্ট দয়া করিয়া তাহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, সুতরাং মসিয়ে ল্যাম্বার্ট তাহার গতিবিধির সংবাদ রাখিতেন, এইরূপ অনুমান করিয়া, মিঃ ব্লেক তাঁহার কাফেতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন—আন্দ্রি লেমার্জ মধ্যে মধ্যে ক্যাবারেট ওইগোমর্ট নামক রেস্তরাঁয় যাইত।

মিঃ ব্লেক সেই রেস্তরাঁয় উপস্থিত হইয়া পানাহারের পর রেস্তরাঁর একজন পরিচারককে কিঞ্চিৎ বকশিস্ দিয়া খুসী করিলেন, এবং আন্দ্রি লেমার্জ সম্বন্ধে সে যে সকল কথা জানিত, তাহা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।—সে বলিল, কয়েক দিন পূর্ব্বে আন্দ্রি যে টেবিলে খাইতে বসিয়াছিল, সেই টেবিলে আর একজন ভদ্রলোকও আহার করিতেছিল। সেই ভদ্রলোকটির হাঁড়ির মত গোল মুখ শয়তানী-ভরা, এবং সে চক্ষু দুটি দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল—লোকের গলায় ছুরী দেওয়াই তাহার পেশা! তাহারা আহার শেষ করিয়া মদ গিলিতে গিলিতে আস্তে আস্তে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। সেই হাঁড়ি-মুখো লোকটার কথায় জর্ম্মান টান (German accent) ছিল। অনেকক্ষণ পরামর্শের পর সে পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া আন্দ্রির হাতে দিল। তাহার পর সে একটা অদ্ভুত আকারের পিস্তল পকেট হইতে বাহির করিতেই আন্দ্রি তাহা লইয়া পরীক্ষা করিয়া পকেটে ফেলিল।—চাকরটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অদ্ভুত আকারের পিস্তল?"

ভৃত্য বলিল "হাঁ কর্ত্তা! পিস্তলের মাথাটা ভোঁতা সাবলের ডগার মত।"

মিঃ ব্লেক নিজের পিস্তলটি বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইলেন, বলিলেন, "আমার পিস্তলের মত কি?"

ভৃত্য মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ও ত সাধারণ পিস্তল; ও পিস্তল সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।"

মিঃ ব্লেক পাগলটার যে পিস্তল কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার পকেটে ছিল। এই পিস্তলটি এখনও তাঁহার ঘরে আছে। তিনি তাহা বাহির করিয়া বলিলেন, "এই রকম কি?"—

ভৃত্য তাহা দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, ঐ পিস্তলই বটে; এদেশে আমি কাহারও কাছে ওরকম পিস্তল দেখি নাই। সেই হাঁড়ি-মুখো জোয়ানটা মসিয়ে আন্‌ড্রিকে ঐ পিস্তলটাই দিয়াছিল না কি?"

মিঃ ব্লেক তাহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া চিন্তাকুল চিত্তে ভোজনাগার পরিত্যাগ করিলেন। রহস্যের কোন কোন সূত্র আবিষ্কার করিয়া তাঁহার মন কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, লেমার্জ রঙ্গিণীর শত্রুপক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডা। সে রঙ্গিণী ওল্‌গা ও তাহার অনুচরবর্গকে হত্যা করিবার জন্য সেই পিস্তলটি ও তাহার পারিশ্রমিক বা পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর অর্থ পাইয়াছিল। মসিয়েঁ ভারলেন টেলিফোনে যে লোকটার কথা শুনিয়াছিলেন, যে পুলিশ-আফিসে রঙ্গিণীর প্রকৃত পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছিল—তাহার কণ্ঠস্বরেও জার্ম্মান টান ছিল; সুতরাং সেই ব্যক্তি রঙ্গিণীর বিরুদ্ধে পুলিশে সংবাদ দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, আন্‌ড্রি লেমার্জকেও রঙ্গিণীর সর্ব্বনাশসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল,—এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণ কালে পুলিশ-কমিশনর আফিসে আসিয়া ক্রুদ্ধ হুঙ্কারে পুলিশ-আফিস বিকম্পিত করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া প্যারিস ত্যাগ করিয়াছিলেন। ওল্‌গা নাস্‌মিথও ফরাসী-সীমা পরিত্যাগ করিয়া পিরেনিজ্‌ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহার পর পুলিশ-কমিশনর রঙ্গিণীর অনুষ্ঠিত ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত করিয়া সুফল লাভ করিতে না পারিলেও মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন—আন্‌ড্রি লেমার্জ নরহন্তা; সে জানিত তাহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, এ জন্য কোন কুকর্ম্মেই তাহার কুণ্ঠা ছিল না। তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়াই তাহার দ্বারা শত্রু-নিপাত করিবার উদ্দেশ্যে অন্য লোক তাহাকে ভাড়া করিয়াছিল, সে ভাড়াটে গুণ্ডা (hired assassin)—যে লোকটা তাহাকে নরহত্যায় প্ররোচিত করিয়াছিল, অস্ত্র দিয়া ও অর্থ দিয়া তাহাকে সাহায্য করিয়াছিল, সে অন্য লোকের আদেশে এই কাজ করিয়াছিল। কে বা কাহারা তাহাকে এই ভার অর্পণ করিয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহাও অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন, এবং আশা করি পাঠকপাঠিকা-গণও তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। রঙ্গিণী ওল্‌গা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল মহা সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিকে পদে পদে লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছিল—তাহারাই ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়া রঙ্গিণীকে ও তাহার পিতাকে লোকান্তরে পাঠাইবার চেষ্টা না করিলে কি কোন দিন নিশ্চিন্ত হইতে পারিত? আন্‌ড্রি লেমার্জ তাহাদের আদেশ পালনের জন্য চেষ্টার ক্রটি করে নাই; রঙ্গিণী যাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল—সে তাহাকেই রঙ্গিণীর দলভুক্ত মনে করিয়া হত্যা করিবার জন্য বেপরোয়া গুলী চালাইয়াছিল। সুতরাং ম্যালার্ড ও স্মিথের ন্যায় নিঃসম্পর্কীয় লোককেও আহত হইতে হইয়াছিল। স্মিথের ম্যালার্ড যে গুলীতে আহত হইয়াছিল—সেই গুলী যে রঙ্গিণী ওল্‌গাকেই হত্যা করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। রঙ্গিণীও নিশ্চয়ই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আন্‌ড্রি যদি রঙ্গিণীর রূপে মুগ্ধ না হইত, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিয়া সমাধি-গহ্বরে নিক্ষেপ করিত। রঙ্গিণীর অপরূপ রূপরাশিই তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল।

রঙ্গিণীর পিতা জেনোফন নাসমিথ মিঃ ব্লেককে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা সম্পূর্ণ সত্য—ইহাও মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নাসমিথ তাহার শত্রুগণের সহিত এক সময় ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল; সুতরাং তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ ভীষণ, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। তাহাদের শঠতায় ও বিশ্বাসঘাতকতায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে সে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। রঙ্গিণী পুনঃ পুনঃ তাহাদিগকে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিল। কে তাহাদিগকে এই ভাবে উৎপীড়িত করিতেছিল—তাহা তাহারা নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছিল; কিন্তু রঙ্গিণীকে তাহাদের শাসন করিবার শক্তি ছিল না;

রঙ্গিণী কিরূপ দুর্দ্দান্ত ও দুর্দ্দমনীয় দস্যুদলনেত্রী তাহাও তাহাদের অবিদিত ছিল না। এই সকল কারণে তাহারা বন্দিনী ওল্‌গার সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতেছিল; এমন কি, পালের গোদা সার এন্‌সর নাথানও রঙ্গিণীর বিরুদ্ধে পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই; কিন্তু রঙ্গিণী যখন চিঠি লিখিয়া একাধিকবার মেয়ারের বহু অর্থ আত্মসাৎ করিল, পুলিশের কড়া পাহারা অগ্রাহ্য করিয়া তাহার জহরতরাশি লুণ্ঠন করিল, এবং মেয়ারকে তাহার সুরক্ষিত দোকানে সু-কৌশলে হত্যা করিল—তখন রঙ্গিণীর পিতার অন্যান্য শত্রু প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহারা বুঝিতে পারিল রঙ্গিণীকে সদলে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে তাহাদের ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। জেনোফন নাস্‌মিথের শত্রুরা নাস্‌মিথকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই; তবে তাহাদের এ আশা ছিল যে, কারারুদ্ধ নাস্‌মিথ প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা করিতে পারিবে না। কিন্তু নাস্‌মিথ তাহার কন্যার সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া, তাহাদের আতঙ্ক শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাহাদের ধারণা হইয়াছিল, রঙ্গিণী ও তাহার পিতা একযোগে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে তাহাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না, পিতার ও কন্যার ক্রোধানলে তাহারা পতঙ্গের ন্যায় ভস্মীভূত হইবে।

এই জন্যই তাহারা রঙ্গিণীকে ও তাহার পিতাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। স্থির করিয়াছিল—যে উপায়ে হউক, নাস্‌মিথ ও ওল্‌গাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে হইবে। তাহারা অনেক চেষ্টায় আধ-পাগলা (half mad) লেমার্জকে বশীভূত করিয়া তাহাকে আদেশ করিল—ওল্‌গার দলের যাহাকে যেখানে পাইবে, কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিবে; তাহাদের কাহারও অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র থাকিবে না।—পাগল লেমার্জ বহু অর্থ বিনিময়ে এই ভার গ্রহণ করিয়াছিল, এবং তাহাদের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সে রঙ্গিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া একাধিকবার সুযোগ পাইয়াও তাহাকে হত্যা করে নাই; তবে মিঃ ব্লেক রঙ্গিণীর জীবনের ঘোর সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে লেমার্জের বাসগৃহের নিম্নতলস্থ সমাধি-গহ্বর হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে না পারিলে এবং হঠাৎ রক্তবমন করিয়া হতভাগ্য লেমার্জের মৃত্যু না হইলে, রঙ্গিণীর জীবন রক্ষা হইত না—একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রঙ্গিণীকেও তাহার পিতার পন্থার অনুসরণ করিতে হইত।

মিঃ ব্লেক এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াই প্যারিস হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ওল্‌গা প্যারিস হইতে পলায়ন করিবার পূর্ব্বে মিঃ ব্লেককে তাহার নূতন ঠিকানা বলিয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক লণ্ডনে ফিরিয়া স্পেন দেশের সান্‌ট্যানভার নগরের 'হোটেল ফ্রান্সিযা'য় মিস্ এল্‌সা ম্যাকিন্‌টায়ারের নামে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। উহা রঙ্গিণী ওল্‌গারই নূতন ছদ্মনাম, তাহা মিঃ ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ জানিত না। সেই পত্রে মিঃ ব্লেক এই সকল গুপ্ত কথার আলোচনা করেন নাই।

মিঃ ব্লেক সেই পত্রে তাহাকে সদুপদেশ দান করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন—সে যেন তাহার পিতার অন্তিম কামনা পূর্ণ করে, ভবিষ্যতে আগুন লইয়া খেলা না করে। প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া সে বহু অপকর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার ফলে তাহার জীবন অশান্তিপূর্ণ ও বিপন্ন হইয়াছিল; সে কোন দিন সুখী হইতে পারে নাই। ভবিষ্যতে সে সুপথে পরিচালিত হইলে তাহার আর বিপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না, তাহার অবশিষ্ট জীবন সুখেই অতিবাহিত হইবে।—আনড্রি লেমার্জ যে তাহার শত্রুপক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডা—একথা তিনি সেই পত্রে রঙ্গিণীর নিকট প্রকাশ করেন নাই। আনড্রি লেমার্জের প্রকৃত পরিচয় তাহার নিকট প্রকাশ করা তিনি নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক মনে করিয়াছিলেন, রঙ্গিণী এ সকল কথা জানে না, তাহার পিতার শত্রুরা পাগলা লেমার্জকে অর্থে বশীভূত করিয়া তাহারা তাহার পিতাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিয়াছিল, এ সংবাদও তাহার অগোচর ছিল; সুতরাং তাঁহার উপদেশপূর্ণ পত্র পাইয়া সে ভবিষ্যতে হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া সুপথে চলিবে, তাহার মতি পরিবর্ত্তিত হইবে।—জীবনের অবশিষ্ট কাল সে শান্তি সুখ উপভোগ করুক, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি তাহাকে পত্র লিখিবার এক সপ্তাহ পরে সান্‌ট্যানভার হইতে 'রেডিও'তে যে সংবাদ (Radio message) পাইলেন, তাহাতে তাঁহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইল। রঙ্গিণী তাঁহাকে টেলিগ্রামে জানাইয়াছিল,—

"জ্যাক প্যারিস হইতে এখানে আসিয়াছে। আমি তাহাকে কতকগুলি সংবাদ সংগ্রহের ভার দিয়া প্যারিসে রখিয়া আসিয়াছিলাম। সে আমার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিয়াছে। তাহার নিকট জানিতে পারিলাম আপনিও সে সকল কথা জানেন। মনে করিয়াছিলাম আপনার উপদেশ পালন করিব, পূর্ব্বপথ পরিত্যাগ করিব; কিন্তু আপনি কি বলেন—আমার বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা যাহাদের আদেশে নিহত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আমি ক্ষমা করিব? তাহারা বিনাদণ্ডে পরিত্রাণ লাভ করিবে? আপনি আমার নিকট এরূপ অক্ষম ক্ষমাশীলতা কিরূপে প্রত্যাশা করেন?"

মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই টেলিগ্রামখানি পকেটে পুরিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—রঙ্গিণী ওল্‌গা শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক পুনর্ব্বার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইবেই; কিন্তু তাহার পিতার শত্রুগণকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করিবার জন্য সে কি উপায় অবলম্বন করিবে, তাহা তাঁহার ধারণা করিবারও শক্তি নাই। সে যে অনল প্রজ্জ্বালিত করিবে—তাহাতে অনেকেরই ধন-মান, সুখ-শান্তি, এমন কি, জীবন পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইবে—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

আমরাও তাহার নূতন মূর্ত্তি দেখিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সমাপ্ত

মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা

দীনেন্দ্র কুমার রায়

মুক্ত কয়েদীর গুপ্তকথা

প্রথম উচ্ছ্বাস

চোরের ঘাড়ে ডাকাত

জুলাই মাস। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি। গাঢ় অন্ধকারে চরাচর সমাচ্ছন্ন; এই সময় ইংলণ্ডের টেম্‌স্‌ নদীর তীরবর্ত্তী মেডেন-হেড নামক বন্দরের কিছুদূর হইতে একখানি তরণী তিমিরাবৃত নদী-তরঙ্গ ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে তাহার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল। নৌকার কর্ণধার হাল ধরিয়া কাঠের পুতুলের মত স্থিরভাবে বসিয়া ছিল; নৌকাখানি নিঃশব্দে অনুকূল স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নৌকা একটি বাঁধা-ঘাটের সোপানপ্রান্তে উপস্থিত হইলে, নৌ-চালক নৌকা হইতে সেই সিঁড়ির উপর নামিয়া আসিল। জলের ধারে সিঁড়িতে কয়েকটা বৃহৎ লৌহনির্ম্মিত বলয় সন্নিবিষ্ট ছিল; নৌ-চালক তাহারই একটির সহিত নৌকাখানি বাঁধিয়া রাখিল।

তখনও গভীর রাত্রি হয় নাই; কিন্তু অন্ধকারে নৌ-চালকের মুখ চিনিবার উপায় ছিল না, এবং সেখানে তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিবারও কোন লোক ছিল না। নৌ-চালক ক্ষীণকায় যুবক। তাহার বয়স পঁচিশ বৎসরের অধিক নহে; মুখ মলিন, কিন্তু চক্ষু যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিলে স্বতঃই মনে হইত—লোকটা কোন সাধু-উদ্দেশ্যে নৌকা লইয়া সেইখানে উপস্থিত হয় নাই; কি একটা দুরভিসন্ধিতেই সে সেখানে আসিয়াছে, এবং পাছে ধরা পড়িতে হয়—এই ভয়ে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সে নৌকা বাঁধিয়া চোরের মত সতর্ক দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে লাগিল! তাহার পর নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে তীরে উঠিল। তাহার পায়ে জুতা না থাকায় চলিবার সময় শব্দ হইল না।

নদীতীরে একটি সুদৃশ্য উদ্যান; সেই উদ্যানের মধ্যস্থলে একটি অট্টালিকা ছিল। নৌকার আরোহী সেই উদ্যানে প্রবেশ করিল, এবং অট্টালিকার বারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল অট্টালিকার কোনও কক্ষে আলোক নাই। তখন সে বারান্দায় উঠিয়া বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার পর সে মনে মনে বলিল, "এ বাড়ীতে নিশ্চয়ই কোন লোক নাই; তবে বারান্দায় দু'খানি চেয়ার পড়িয়া আছে দেখিতেছি, ইহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না! এই বাড়ীর রক্ষক চেয়ার দু'খানা ঘরে তুলিয়া রাখিতে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে!"

সে বাতায়নের সম্মুখে গিয়া সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু তাহার ললাটে ঘর্ম্ম ও চক্ষুতে আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

এই যুবকের নাম হারি ট্রেভেলিন। সে আজ রাত্রে এই বাড়ীতে চুরী করিতে আসিয়াছে! সে পূর্ব্বে আর কোনও দিন চুরী করে নাই; নিদারুণ অভাবে পড়িয়াই এ বিদ্যায় আজ তাহার এই প্রথম হাতে-খড়ি!

চুরী করিবার জন্য সে আরও বহু স্থানে চেষ্টা করিতে পারিত; কিন্তু এই সর্ব্বপ্রথম এখানে সে হাতে-খড়ি দিতে কেন আসিল—একথা জানিবার জন্য আপনাদের কিঞ্চিৎ কৌতূহল হইতে পারে।

নদীর ধার দিয়া নৌকার গুন টানিয়া যাইবার যে সঙ্কীর্ণ পথ আছে—সেই পথ দিয়া সেই দিন প্রভাতে সে, যাইতে যাইতে দেখিয়াছিল—দুইজন ভদ্রলোক পথের ধারে দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছিলেন; গল্প করিতে করিতে তাঁহারা ঘাসের উপর বসিলেন। তাঁহারা গল্পে এতই মস্‌গুল হইয়াছিলেন যে, ক্ষুধাতুর নিরুপায় ট্রেভেলিন তাঁহাদের অদূরে দণ্ডায়মান আছে—ইহা তাঁহারা লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহাদের দুই একটি কথা তাহার কর্ণগোচর হইলে, তাঁহাদের পরামর্শ শুনিবার জন্য তাহার এতই কৌতূহল হইল যে, সে অদূরবর্ত্তী একটি গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

ভদ্রলোকদ্বয়ের একজন খুব জোয়ান; মুখ দেখিলে মনে হয় লোকটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তাঁহার সঙ্গীকে বলিলেন,

"বাড়ীখানা এরকম অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে নিতান্তই বোকামী হইয়াছে!"

দ্বিতীয় ব্যক্তি অস্ফুট স্বরে কি বলিলেন; তাহার উত্তরে প্রথম ব্যক্তি মোটা গলায় বলিলেন, "কিন্তু কাপ্তেন হারভি এই আইভি-ব্যাঙ্কের মত নির্জ্জন স্থানে অতগুলি রূপার তৈজসপত্র কোন্ সাহসে ফেলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাহা বুঝিতে পারি না!—আমি কিন্তু এরকম অবিবেচনার কাজ কখনও করিতাম না।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, "ঘরে যে ঐ সকল মূল্যবান সামগ্রী আছে—এ কথা ত কেহ জানে না! সুতরাং কোন চোর রাত্রিকালে এই বাড়ীতে ঢুকিয়া সেগুলি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিবে—ইহাও সম্ভব নহে।"

প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, "তা তুমি যাহাই বল, আমি তোমার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। নদীর ধারে বাড়ী; কোন দস্যু তস্কর অন্ধকাররাত্রে নৌকাযোগে আসিয়া জানালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিলে কে তাহা দেখিবে?—আর সে ঐ সকল জিনিসপত্র তাহার নৌকায় তুলিয়া লইয়া চম্পট দান করিলে কে-ই বা তাহার সন্ধান পাইবে?—শনিবারের পূর্ব্বে হারভির এখানে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; তিনি ফিরিয়া আসিয়া যদি দেখিতে পান চোরে সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে—তখন কি আর প্রতিকারের কোন উপায় হইবে?"

গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা শুনিয়া হ্যারি ট্রেভেলিন বিলক্ষণ উৎসাহিত হইয়া উঠিল; সে মনে মনে বলিল, "বাড়ীখানার নাম শুনিলাম 'আইভি-ব্যাঙ্ক।'—এ নাম আমার স্মরণ থাকিবে।"

অনন্তর সে গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া সেই অট্টালিকার চতুর্দ্দিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিল; সে ভাবিল 'বড় বিদ্যা'র অনুশীলনের জন্য সেই রাত্রেই এখানে আসিবে; ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই, এবং কার্য্যসিদ্ধির তেমন সুযোগও আর কোথাও মিলিবার আশা নাই।

রাত্রে নৌকা হইতে কোথায় নামিতে হইবে এবং কোন পথে আইভি-ব্যাঙ্কে প্রবেশ করিতে হইবে—তাহাও ঠিক করিয়া রাখিল।

হ্যারি কোন দিন মনে করে নাই পরস্বাপহরণ করিয়া তাহাকে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে। বৎসরাধিক পূর্ব্ব হইতে হ্যারির সাংসারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছিল; কিন্তু দারুণ অভাবে পড়িয়াও ইতিপূর্ব্বে সে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন করে নাই। আহারাভাবে সে কখন কখন কুলিগিরি করিয়াছে, কাজ না জুটিলে উদরান্নের জন্য অন্যের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছে; কিন্তু চুরী করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। বরং চুরীর প্রতি তাহার আন্তরিক ঘৃণাই ছিল। তাহার বৃদ্ধা জননী মিডল্যাণ্ড সহরে একাকিনী তাহার ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত; সে তাহাকে বলিয়াছিল, "বাবা, যেখানে থাকিস্, মধ্যে মধ্যে আসিয়া তোর বুড়ো মাকে দেখিস্, আর অভাবে পড়িয়া কখন কোন কুকর্ম্ম করিস্ নে।"—হ্যারি যতদিন পারিয়াছিল—তাহার মাতার এই উপদেশ পালন করিয়াছিল। অবশেষে সে আর কাজকর্ম্ম জুটাইতে পারিল না, অন্যের নিকট কিছু সাহায্যও পাইল না। সে কাজ কর্ম্মের সন্ধানে কয়েক দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ায় অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িল, ক্ষুধায় কাতর হইয়া ধর্ম্মজ্ঞান হারাইল। তাহার পর সেই দিন প্রভাতে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকদ্বয়ের কথাবার্ত্তা আড়াল হইতে শুনিয়া তাহার একটু লোভ হইল; শয়তান তাহার কানে কানে বলিল, "এমন সুযোগ কি ছাড়িতে আছে? তোর মুখের দিকে চাহিবার কেহ নাই; সৎপথে থাকিয়া ত এই পুরস্কার! যেরূপে পারিস—অভাব দূর কর। হাত পা থাকিতে শুকাইয়া মরিস্ কেন? পেট ভরা থাকিলে ধর্ম্মের কথা, সাধুতার কথা মিষ্ট লাগে। যে ক্ষুধিত, তাহার আবার পাপ কি? এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে নাই, চুরী কর; অল্প পরিশ্রমে সকল অভাব দূর হইবে।"

শয়তানের পরামর্শ হ্যারির বড়ই মিষ্ট লাগিল। সে ভাবিল পরমেশ্বর যাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, শয়তানই তাহার সহায়। নির্ব্বোধ যুবক জানিত না—পরমেশ্বর কাহাকেও কখন ত্যাগ করেন না; কিন্তু কুপথগামী কখন তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারে না। হ্যারি ভাবিল পৃথিবীর সকল দ্বার যখন তাহার পক্ষে রুদ্ধ, তখন সে জোর করিয়া কাহারও দরজা ভাঙ্গিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে; তাহাতে যদি পাপ হয়—সে জন্য সে দায়ী নহে। পরমেশ্বর ক্ষুধা দিয়াছেন—কিন্তু সৎপথে থাকিয়া তাহার ক্ষুন্নিবারণের শক্তি দিলেন না কেন? পদে পদে তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় কেন? সে অনাহারে মরিতে পারে না, অতএব চুরী করিবে। সারাদিন চিন্তা করিয়াও

হ্যারি এই যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিল না। রাত্রে আইভিব্যাঙ্কে চুরী করিবার জন্য সে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কখন কোন্ পথে আসিয়া কি ভাবে চুরী করিবে—তাহা স্থির করিয়া সে নগরে ফিরিয়া গিয়াছিল।—সন্ধ্যার পর সে একখানি নৌকা সংগ্রহ করিয়া চুরী করিতে আসিল; কিন্তু এই প্রথম পাপে প্রবৃত্ত হইতে তাহার মন মধ্যে মধ্যে বড়ই দমিয়া যাইতেছিল, তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে সেই অট্টালিকার বাতায়নের সম্মুখে বসিয়া রুদ্ধ দ্বার পরীক্ষা করিতে গিয়া ঘামিয়া উঠিল। তাহার পর শার্শি ভাঙ্গিবার সময় ঝনাৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। হ্যারি সভয়ে চারিদিকে চাহিল, শব্দটা কেহ শুনিল না কি? কিন্তু তখন সেই স্থান শ্মশানের ন্যায় নিস্তব্ধ, জনমানব-বর্জ্জিত; সে শব্দ কেহই শুনিতে পাইল না। হ্যারি খড়খড়ির ছিট্‌কিনি পূর্ব্বেই খুলিয়া ফেলিয়াছিল; সে ভাঙ্গা শার্শির ভিতর হাত পূরিয়া দিয়া জানালা উন্মুক্ত করিল। জানালাটি 'ফ্রেঞ্চ উইন্‌ডো,' তাহাতে লোহার গরাদে ছিল না; সুতরাং সেই জানালার ভিতর দিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে হ্যারির কোন অসুবিধা হইল না।

ঘরের ভিতর ঘোর অন্ধকার; কিন্তু হ্যারি বাতি লইয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিল! অন্ধকার ঘরে চুরী করিতে গিয়া বাতির আবশ্যক, একথা তাহার স্মরণ ছিল না।—কি বিড়ম্বনা!

আলো জ্বালিবার কোন উপায় নাই দেখিয়া সে স্তম্ভিত ভাবে দুই এক মিনিট দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অবশেষে কি ভাবিয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে এক এক পা করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

সে যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল—তাহা ভোজনের কক্ষ। অন্ধকারে প্রথমেই একখানি টেবিলে তাহার হাত ঠেকিল; তাহার পর কিছু দূরে সে একটি আলমারি স্পর্শ করিল। সেই আলমারির পাশে অন্ধের মত হাত বুলাইতে বুলাইতে একটি দ্বারে তাহার করস্পর্শ হইল। সেই দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া হ্যারি রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিল, এবং সেই দ্বার দিয়া হলঘরে প্রবেশ করিল। সেই হল-ঘর হইতে পরে সে আর একটি কক্ষে উপস্থিত হইল।

হ্যারি মনে মনে বলিল, "না, এভাবে কাজ চলিবে না; অন্ধকারে কতক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইব? একটা ম্যাচবাক্স সংগ্রহ করিতেই হইবে। যেরূপে হউক আলো জ্বালা চাই।"

তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল না; কারণ সে প্রভাতেই শুনিয়া গিয়াছিল সেই বাড়ীতে জনপ্রাণীও নাই।—কিন্তু সে সেই কক্ষের ভিতর কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অন্ধকারে খস্-খস্ শব্দ শুনিতে পাইল!

হ্যারি থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং রুদ্ধ নিশ্বাসে শব্দটার কারণ বুঝিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর মনে মনে বলিল, "বোধ হয় ইন্দুর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহারই শব্দ।"—সে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইল।

এক মিনিটের জন্য সেই কক্ষ উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে আলোকিত হইল। সেই আলোকে তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, সে চক্ষু মুদিত করিল; তাহার পর চক্ষু খুলিয়া চাহিতেই দেখিল, একটা প্রকাণ্ড জোয়ান তাহাকে দুই হাতে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়াছে; কিন্তু সেই কক্ষ পূর্ব্ববৎ অন্ধকারে পূর্ণ!

হ্যারি অস্ফুট স্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার আততায়ীর কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিল; কিন্তু সেই জোয়ানটা তাহার গলায় এমন এক ধাক্কা দিল যে, হ্যারি ধাক্কাটা সামলাইতে না পরিয়া চিৎ হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল! সঙ্গে সঙ্গে তাহার আততায়ী তাহার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল; সে ত আঙ্গুল নয়, যেন লোহার সাঁড়াশি! হ্যারি গলা হইতে তাহার আঙ্গুলগুলা এক ইঞ্চিও সরাইতে পারিল না; তাহার শ্বাস রোধের উপক্রম হইল। তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল; এবং দুই চোখ কপালে উঠিল!—হ্যারি বুঝিল তাহার অন্তিম কাল আসন্ন; এ যাত্রা তাহার পরিত্রাণ লাভের আশা নাই।—সে দুই হাত জোড় করিয়া ইঙ্গিতে তাহার আততায়ীর নিকট প্রাণভিক্ষা করিলে জোয়ানটা হাত একটু আল্‌গা দিল; তখন হ্যারি ভগ্নস্বরে বলিল, "দোহাই তোমার! আমাকে গলা টিপিয়া হত্যা করিও না।"

জোয়ান গম্ভীর স্বরে বলিল, "দুই হাত একত্র কর।"—

হ্যারি এই আদেশ পালন করিল; সেই মুহূর্ত্তেই তাহার উভয় হস্ত এক জোড়া হাতকড়ায় শৃঙ্খলিত হইল; কিন্তু ইহাতে হ্যারি তত বিচলিত হইল না—যত বিচলিত হইল তাহার আততায়ীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া! তাহার মনে হইল সেই স্বর তাহার অপরিচিত নহে; কিন্তু তাহা সে কবে কোথায় শুনিয়াছিল, স্মরণ হইল না। অন্ধকারে সে তাহার আততায়ীর মুখও দেখিতে পাইল না।

জোয়ান হ্যারিকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিল, "উঠিও না, যেখানে পড়িয়া আছ ঐখানেই পড়িয়া থাক; আমি ল্যাম্প লইয়া এখনই ফিরিয়া আসিতেছি।"

জোয়ানটার পকেটে বিজলি-বাতি ছিল; কিন্তু সে তাহা না জ্বালিয়া ল্যাম্প আনিবার জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। হ্যারি অস্ফুট স্বরে বলিল, "ওঃ, মনে পড়িয়াছে! আজ সকালে এই জোয়ানটাই নদীর ধারে বসিয়া তাহার সঙ্গীর সঙ্গে গল্প করিতেছিল। হঁ, সেই লোকটাই বটে!„

মিনিট-দুই পরে জোয়ান একটি প্রজ্বলিত ল্যাম্প লইয়া সেই কক্ষে প্রত্যাগমন করিল।—সেই আলোকে হ্যারি চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিতে পারিল—সেই কক্ষটি পাকশালা।

জোয়ান ল্যাম্পটা টুলের উপর রাখিয়া বলিল, "হাঁ, এখন তুমি উঠিয়া দাঁড়াইতে পার।"

হ্যারি ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে তাহার আততায়ীর দিকে চাহিতে সাহস করিল না; নত মস্তকে দাঁড়াইয়া ভয়ে ঠক্-ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

জোয়ান হ্যারির সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইহার পর তোমার ভাগ্যে কি আছে—তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?—না, বলিয়া দিতে হইবে?"

হ্যারি সভয়ে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া তৎক্ষণাৎ মুখ নামাইল; সে মুহূর্ত্ত মাত্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিয়াছিল—সে যেন পিশাচের মুখ; সে মুখে দয়া মায়া প্রভৃতি সুকোমল মনোবৃত্তির চিহ্ন মাত্র ছিল না!

হ্যারিকে নীরব দেখিয়া জোয়ান কঠোর স্বরে বলিল, "তুমি চুরী করিতে আসিয়া হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছ! তোমার অপরাধের শাস্তি কি, জান?—দীর্ঘকাল সশ্রম কারাদণ্ড; তাহার ফল ঘানি টানিয়া তেল বাহির করা!

হ্যারি করজোড়ে কাতর স্বরে বলিল, "আমাকে দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন। আমি পূর্ব্বে কোন দিন কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই, পেটের দায়ে আজই প্রথম চুরী করিতে আসিয়াছিলাম। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিলে আর কখন এ কাজ করিব না; অনাহারে মরিতে হইলেও সৎপথ ত্যাগ করিব না। আজ আমার প্রথম পদস্খলন হইয়াছে; আমি কিছুই চুরী করি নাই, অভাবের তাড়নায় চুরী করিতে আসিয়াছিলাম মাত্র। আমার এই প্রথম অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। আজ আমার যে শিক্ষা হইল তাহা চিরজীবন স্মরণ থাকিবে।"

হ্যারি যেরূপ ব্যাকুল ভাবে অনুতপ্ত চিত্তে এই প্রার্থনা করিল, তাহা আর কাহারও নিকট করিলে হয় ত সে একটু অনুকম্পা, কিঞ্চিৎ সহানুভূতি লাভ করিতে পারিত, এমন কি, নিরপেক্ষ বিচারক পর্য্যন্ত তাহাকে করুণার পাত্র মনে করিতেন; কিন্তু সে জানিত না কিরূপ নিষ্ঠুর নরপিশাচের নিকট সে কৃপা ভিক্ষা করিতেছিল! তাহার হৃদয় ইস্পাত অপেক্ষাও কঠিন, প্রস্তর অপেক্ষাও অবিচল।—সে মূর্ত্তিমান পাপ, মনুষ্য দেহে শয়তান!

সেই জোয়ান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হ্যারির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তেমনই নীরস স্বরে বলিল, "ও সব ছেঁদো কথা আর মায়াকান্না মুলতুবী রাখিয়া দাও, তোমার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইয়াছে, আগে তাহাই বুঝিয়া দেখ। তুমি চুরী করিবার মতলবে জানালা ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়াছিলে; সেই অবস্থায় আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। এখন তুমি সাধু সাজিলেই কি নিষ্কৃতি পাইবে? দায়ে পড়িয়া ওরকম প্রতিজ্ঞা সকলেই করে। তাহাতে ফল কি? তোমার অপরাধের কি শাস্তি হইবে, তাহা তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ।"

হ্যারি কম্পিত স্বরে বলিল, "কাল হইতে কিছুই খাই নাই। আমি ক্ষুধার তাড়নায় দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম, ক্ষেপিয়া গিয়াছিলাম; মাথা ঠিক রাখিতে পারি নাই। আপনি দয়া করুন, আমার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করুন; আমাকে এ যাত্রা ছাড়িয়া দিন।"

জোয়ান বলিল, "দয়া? দয়া আমার নাই; ওটা মানুষ মাত্রেরই একটা প্রকাণ্ড দুর্ব্বলতা! তবে বুদ্ধিমানেরা দয়াটাকে কার্য্যসিদ্ধির উপায়রূপে ব্যবহার করে বটে। দয়া ও ক্ষমার কথা মুখে আনিও না। তথাপি আমি তোমাকে যে ছাড়িয়া দিতে না পারি, এমন নয়; কিন্তু বিনা সর্ত্তে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, তেমন পাত্র আমি নহি। তুমি আমার আদেশ পালন করিবে—অঙ্গীকার করিলে আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিতেও পারি।"

হ্যারি ব্যাকুল স্বরে বলিল, "বলুন, কি করিতে হইবে; যাহা বলিবেন তাহাই করিব।"

জোয়ান বলিল, "আচ্ছা, তোমার হাত দু'খানা উঁচু করিয়া তুলিয়া ধর।"

হ্যারি উভয় হস্ত তাহার সম্মুখে প্রসারিত করিলে, সে পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া হ্যারির হাতকড়ি খুলিয়া লইল, এবং তাহা পকেটে রাখিয়া বলিল, "আমি ল্যাম্পটা লইয়া অন্য ঘরে যাইতেছি, তুমি আগে চল; কিন্তু সাবধান, পলায়নের বা আমাকে আক্রমণের চেষ্টা করিও না; তাহার ফল ভাল হইবে না, কারণ আমি নিরস্ত্র নহি।"—সে পকেট হইতে একটি রিভলবার বাহির করিয়া হ্যারির সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল। হ্যারি তাহার মুরুব্বির মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল—দরকার হইলে সে তাহাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না।

সেই কক্ষ হইতে উভয়ে হলঘরের অপর প্রান্তস্থ আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। জোয়ানটা সেই কক্ষের টেবিলের উপর তাহার হাতের ল্যাম্পটা রাখিয়া হ্যারিকে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত একখানি চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "ঐ চেয়ারে বসিতে পার; তোমার সঙ্গে গোটাকত কথা আছে। আমি যে প্রস্তাব করিব—তাহাতে রাজী হইলে, তোমার লাভ ভিন্ন ক্ষতি হইবে না।"

জোয়ান হ্যারির সম্মুখে—আর একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল; তাহার পর হ্যারির মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি অভাবে পড়িয়া বড়ই কষ্ট পাইতেছ বলিলে না?—অর্থাভাবে তোমাকে কষ্ট পাইতে না হয়, ইহা আমারও ইচ্ছা, আজ রাত্রেই যদি দুই শত পাউণ্ড উপার্জ্জন হয়—তাহাতে তোমার আপত্তি আছে কি?"

হ্যারিকে সে জেলে পাঠাইবে—ইহাই তাহার ধারণা হইয়াছিল; তাহার পরিবর্ত্তে সেই রাত্রে দুই শত পাউণ্ড উপার্জ্জনের প্রস্তাব! বিস্ময়ে হ্যারির দুই চক্ষু ঠেলিয়া বাহির হইল; কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে? না, যাহা দেখিতেছে ও শুনিতেছে, তাহা সত্য? সে সেই জোয়ানটার মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

জোয়ান বলিল, "আমার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না? বল, তুমি মুক্তি লাভের পূর্ব্বে দুই শত পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে রাজী আছ কি না? তুমি বুঝিয়াছ—ইচ্ছা করিলেই আমি তোমাকে জেলে পাঠাইতে পারি; কিন্তু আমার আদেশ পালন করিলে তোমাকে জেলে না পাঠাইয়া ছাড়িয়া দিব, তাহার উপর দুই শত পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারিবে।—অবশ্য, এ জন্য তোমাকে একটু পরিশ্রম করিতে হইবে; বিনা-পরিশ্রমে কেহই কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে না। এখন তোমার মত কি? তোমাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না, একথা গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল। ইহাতে তোমার বিপদেরও আশঙ্কা নাই।"

হ্যারি বলিল, "কি করিতে হইবে বলুন;—আর কাজটা বৈধ কি অবৈধ, তাহাও জানা দরকার।"—তখন সে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল।

জোয়ান হাসিয়া বলিল, "কাজটা সাধু কি অসাধু, তাহাই জানিতে চাও? চুরী করিতে আসিয়া যে ধরা পড়িয়াছে—তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে শুনিলে হাসি চাপিয়া রাখা কঠিন বটে! তা কাজটা তুমি—সাধু কি অসাধু কি মনে করিবে বলিতে পারি না; তোমাকে যাহা করিতে হইবে তাহাই বলিতে পারি। তোমাকে আর একজন লোক সাজিতে হইবে, অর্থাৎ তুমি যেন আর একজন লোক! তাহার পর কোন স্থানে গিয়া আমার জন্য কোন জিনিস সংগ্রহ করিতে হইবে। কাজটা তেমন সাধু কার্য্য না হইতেও পারে, কিন্তু চুরী করা অপেক্ষা তাহা যে অধিক হেয় কাজ, এরূপ ত মনে হয় না।"

হ্যারি সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! মানুষ জাল করিতে হইবে? চেক জাল, চিঠি জাল, দলিল জাল প্রভৃতির কথা শুনিয়াছি,—কিন্তু এ যে মানুষ জাল! কাজটা সহজ নয়।—জাল মানুষ সাজিয়া কোথায় যাইতে হইবে?"

জোয়ান বলিল, "লণ্ডনের হান্সা হোটেলে যাইতে হইবে। সেখানে তোমাকে বোধ হয় দুই এক দিন থাকিতেও হইবে।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। যদি তুমি আমার এই প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে এই রাত্রেই তোমাকে পুলিশে দিব। তাহা হইলে তোমার জেল অনিবার্য্য। আর যদি এই প্রস্তাবে সম্মত হও—তাহা হইলে এই সপ্তাহেই দুই শত গিনি তোমার পকেটে উঠিবে।"

হ্যারি পুলিশের হাতে পড়িবার ভয়ে ঘামিয়া উঠিল; ভাগ্যে যাহাই থাক, সে জেল খাটিতে পারিবে না। অন্য একজন লোক সাজিয়া যদি মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়—সঙ্গে সঙ্গে দুই শত গিনি উপার্জ্জন হয়—তাহাতে আপত্তি কি?—সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "আবার কোনও ফ্যাসাদে পড়িতে হইবে না ত?"

জোয়ান বলিল, "ফ্যাসাদে পড়িবে কেন? কাজটা কঠিন নয়; তবে একটু সাহসের দরকার। চোরার ততটুকু সাহসের অভাব হইবে না।"

হ্যারি বলিল, "জেলে যাওয়ার চেয়ে এ কাজ ভাল। আমি আপনার প্রস্তাবে রাজী।"

জোয়ান বলিল, "বুঝিলাম তুমি নির্ব্বোধ নহ; নিজের হিতাহিত বুঝিতে পার। কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাকে সাবধান করা আবশ্যক।—যদি তুমি কোন দিন আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর, বা আমার অনিষ্টের চেষ্টা কর,—তাহা হইলে আমি তোমাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিব; তুমি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইলেও প্রাণরক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি আমাকে চেন না; কিন্তু তুমি যে পেশা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিলে—সেই পেশার সহস্র সহস্র লোক আমাকে ওস্তাদ বলিয়া মানে, এবং আমার আদেশ নতশিরে পালন করে। কাউণ্ট আইভর কারলাকের নাম কি তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত?"

হ্যারি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ও নাম আমি পূর্ব্বে কোন দিন শুনি নাই।"

আইভর কারলাক হাসিয়া বলিল, "বুঝিলাম—সত্যই তুমি এতদিন ও-পথ মাড়াও নাই। আমারই নাম আইভর কারলাক। দস্যু-সমাজ আমাকে মহা সম্মানিত 'কাউণ্ট' খেতাব দিয়াছে; —কিন্তু বাজে কথায় আর সময় নষ্ট করিলে চলিবে না। এখনই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে।"

কারলাক হ্যারিকে সঙ্গে লইয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিল। হ্যারি অদূরে একখানি ছোট মোটর গাড়ী দেখিতে পাইল। সেই গাড়ী হইতে একটি মূল্যবান ভারি কোট টানিয়া লইয়া কারলাক তাহা হ্যারির হাতে দিল, বলিল, এই কোটটা পরিয়া গাড়ীতে ওঠ;—শীতে কষ্ট পাও কেন?"

হ্যারি কোট পরিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে কারলাক ফিরিয়া গিয়া সেই অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিল; তাহার পর মোটরে উঠিয়া হ্যারির পাশে বসিল।

মুহূর্ত্ত পরে মোটরখানি অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে দ্রুত বেগে লণ্ডনের অভিমুখে ধাবিত হইল।

হ্যারি একবারও সন্দেহ করিল না যে, সেই দিন প্রভাত হইতে সে পর্য্যন্ত যে সকল কাণ্ড ঘটিল, তাহা কারলাকের ষড়যন্ত্রের ফল! সেইদিন প্রভাতে হ্যারিকে হঠাৎ দেখিয়াই কারলাক বুঝিতে পারিয়াছিল—হ্যারির সহিত কাপ্তেন সাভরি নামক একটি ভদ্রলোকের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে; এবং হ্যারিকে কোন কৌশলে বশীভূত করিতে পারিলে, তাহার সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সেই মনস্তত্ত্ববিদ্ অসাধারণ চতুর দস্যু হ্যারির মুখ দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাহাকে হস্তগত করা কঠিন হইবে না। তাহার পর সে বড়সীতে টোপ গাঁথিয়া হ্যারি-মৎস্যের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়াছিল। হ্যারি তাহার টোপ গিলিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ইহার পরিণাম কি, হ্যারির তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু পাঠক পাঠিকাগণ ক্রমে তাহা জানিতে পারিবেন।

—

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

ডবল চক্রান্ত

সেণ্ট জেম্স স্কোয়ারের একটি অট্টালিকার নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া এক খর্ব্বকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি তাহার সম্মুখস্থ আসনে উপবিষ্ট আইভর কারলাককে বলিল, "এ পর্য্যন্ত সকল কাজ বেশ নির্ব্বিঘ্নেই সমাধা করিয়াছ; কিন্তু ইহার পর বাকি কাজটা কিরূপে সামাল দিয়া উঠিবে—তা শুনি।"—সে সম্মুখস্থ টেবিল হইতে বোতলটা তুলিয়া লইয়া এক গ্ল্যাস মদ ঢালিয়া লইয়া ঢক্-ঢক্ করিয়া গিলিতে লাগিল।

কারলাক তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "না মেজর! তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই; বাকি কাজটুকুও নির্ব্বিঘ্নে শেষ করিতে পারিব। সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কাজ কি ছিল জান? —আমি ভাবিতেছিলাম, সাভরির চেহারার মত চেহারার লোক কোথায় পাওয়া যায়?—তাহা খুঁজিয়া বাহির করা হয় ত অসম্ভব হইবে। আমার সেই চেষ্টা যখন সফল হইয়াছে,—যে রকম লোক খুঁজিতেছিলাম—ঠিক সেই রকম চেহারার লোক যখন মিলাইতে পারিয়াছি, আর সে আমার বশীভূত হইয়াছে,—তখন অবশিষ্ট কাজ যে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।"

কারলাকের সঙ্গী—সেই জালার মত মোটা লোকটার নাম মেজর গ্রিয়ার। সে এতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল যে, দুশ্চিন্তা দূর করিবার জন্য

সর্ব্বসন্তাপহারিণী সুরেশ্বরীর আরাধনায় মনঃসংযোগ করিয়াছিল! তাহার কাল গোঁফের নীচে পুরু ঠোঁটটি গভীর নিরাশায় যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছিল; গোল গোল ক্ষুদ্র চোখ-দুটি হইতে উৎকণ্ঠা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল!

মেজর গ্রিয়ার গেলাসটা খালি করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "সেই কুকুরটা অর্থাৎ মার্সাল কাল জেলখানা হইতে খালাস হইয়া আসিতেছে।—সে জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই সোজা সাভরির কাছে চলিয়া যাইবে। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সেই গোপনীয় সংবাদটা সাভরিকে দেওয়ার জন্য সে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে।"

কারলাক বলিল, "সে জন্য তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করি—তাহাতে ত্রুটি থাকে না; এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত নিরস্ত হই না, ইহাই আমার স্বভাব। তুমি স্মরণ রাখিও, যখন মার্সালের পত্রবাহক তাহার পত্র লইয়া কাপ্তেন সাভরিকে দেওয়ার জন্য হান্‌সা হোটেলে যাইবে, তখন সেই পত্র ছদ্মবেশী জাল লোকটাই গ্রহণ করিবে। আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি—তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য যে-টুকু শক্তি সামর্থ্যের আবশ্যক, আমার ততখানি সামর্থ্য আছে—ইহার পরিচয় কি তুমি পূর্ব্বে কখন পাও নাই?"

মেজর গ্রিয়ার বলিল, "হাঁ, আমার তাহা অজ্ঞাত নহে; কিন্তু তুমি ত জান, কি বিপুল ঐশ্বর্য্যের সহিত এই ব্যাপারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মার্সাল ও তাহার দলের লোকেরা যে দাও মারিয়াছে—তাহার পরিমাণ ষাট সত্তর হাজার পাউণ্ডের কম নয়। এই বিপুল অর্থ তাহারা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই; কিন্তু আমরা জানি, এ সংবাদ মার্সালের অজ্ঞাত নহে।"

কারলাক বলিল, "যদি তোমার কথা সত্য হয় এবং যদি তুমি আমার নিকট কোন কথা বলিতে ভুলিয়া না থাক, তাহা হইলে নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার হইবে সন্দেহ নাই।"

মেজর গ্রিয়ার বলিল, "না, আমি তোমাকে কোন কথাই বলিতে ভুলি নাই। আমি ত তোমাকে বলিয়াছি আমি পেণ্টউড্ কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলাম; মার্সাল দুই বৎসর কাল আমার তত্ত্বাবধানে ছিল। অবশেষে কাপ্তেন সাভরি সেই কারাগারের কর্ত্তৃত্ব-ভার আমার নিকট হইতে গ্রহণ করে; কিন্তু আমার অনুগত একটি লোক তাহার পরিচারক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার নাম টম্‌লিন্‌স। আমি তাহারই নিকট জানিতে পারি মার্সালের সঙ্গে কাপ্তেন সাভরির কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল; টম্‌লিন্‌স তাহাদের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান জানিতে পারিয়াছিল।"

কারলাক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "তোমার সকল কথাই আমার স্মরণ আছে; কিন্তু একটা কথা আমি কোন মতে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না,—মার্সাল এখন কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিতেছে—এখন সে তাহার লাভের বখ্‌রা ছাড়িয়া দিতে চায় কেন?"

মেজর গ্রিয়ার বলিল, "আমার বিশ্বাস সাভরিই ইহার মূল! সাভরির চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহার সাধুতার প্রভাবে পাকা বদমায়েসও কিছু কালের জন্য ধার্ম্মিক হইয়া দাঁড়ায়! সাভরির পীড়াপীড়িতেই মার্সাল চোরা মালগুলি ফেরত দিতে সম্মত হইয়াছিল; এ অবস্থায় যাহাদের জহরতগুলি চুরী গিয়াছিল, তাহারা যদি মার্সালকে কিছু মূলধন দিয়া, সৎপথে থাকিয়া তাহার জীবিকার্জ্জনের একটা উপায় করিয়া দিয়া থাকে—তাহাতে ত বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। অন্ততঃ সকল কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া ইহাই আমার ধারণা হইয়াছে।"

কারলাক বলিল, "হয় ত তোমার এই ধারণা মিথ্যা নহে; কিন্তু ইহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা আমরা শীঘ্রই পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইব। মার্সাল কাল কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে; সে মুক্তিলাভ করিয়াই হান্‌সা হোটেলে কাহারও মারফৎ পত্র পাঠাইবে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি যে লোকটাকে জাল সাভরি সাজাইয়াছি, তাহাকে ত তুমি দেখিয়াছ। সে আমার আদেশের প্রতীক্ষায় কোন নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া আছে; আমিই সেখানে থাকিতে বলিয়াছি।

"সে একখানি টেলিগ্রাম পাইবামাত্র সেখান হইতে হান্‌সা হোটেলে যাত্রা করিবে; এবং সেখানে গিয়া কাপ্তেন সাভরির ভূমিকা গ্রহণ করিবে আমি তাহাকে সাভরির ঘরের নম্বর দিয়াছি। সাভরির ছদ্মবেশে তাহাকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে না হয়—তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছি; খুঁটিনাটি সকল কথাই তাহাকে লিখিয়া জানাইয়াছি। মার্সালের পত্রবাহকের জন্য সে সেখানে অপেক্ষা করিবে, এবং তাহার নিকট হইতে

সেই পত্রখানি লইবে। পত্রখানি হস্তগত করিয়াই সে আমার কাছে চলিয়া আসিবে। তাহাকে বলিয়াছি সেই পত্রখানি আমাকে দিয়া সে তাহার প্রাপ্য দুই শত গিনি লইয়া যাইবে।"

মেজর গ্রিয়ার বলিল, "কিন্তু তাহাকে কি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারা যায়?"

কারলাক হাসিয়া বলিল, "যদি বিশ্বাসের কথা বল ত, বিশ্বাস আমি কাহাকেও করি না। সংসারে সকল লোকই অল্পাধিক স্বার্থপর; বৃহৎ স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকিলে ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করে না, এমন লোক সংসারে একজনও দেখিতে পাই নাই। দুই শত পাউণ্ডের লোভে আজ যে আমার আজ্ঞাবহ, পাঁচ শত পাউণ্ডের লোভে সে আমার কাজ নষ্ট করিবে—ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু এই লোকটা আমার মুঠার বাহিরে যাইতে না পারে—তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। আমি তাহাকে কানাডায় সরাইয়া দিব বলিয়া তাহার জন্য জাহাজের টিকিট পর্য্যন্ত লইয়া রাখিয়াছি! আমি তাহার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়াই তাহাকে জাহাজে উঠিবার জন্য ডকে পাঠাইব। কেবল তাহাকে তাড়াতাড়ি কামাইয়া চুলে এক রকম রঙ্গ ব্যবহার করিতে হইবে। টেড্ হল নাম দিয়া তাহার জন্য জাহাজের টিকিট ক্রয় করা হইয়াছে। কাপ্তেন সাভরির ছদ্মবেশে যে ব্যক্তি মার্সালের পত্রখানি গ্রহণ করিবে, সেই ব্যক্তি, ও টেড্ হল যে অভিন্ন লোক, ইহা তাহার পরম বন্ধুরও বুঝিবার সাধ্য হইবে না —আমার এ কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার।"

ব্রাণ্ডির গ্লাসে সোডা ঢালিতে ঢালিতে মেজর গ্রিয়ার বলিল, "আমাদের কিন্তু সকল দিকেই নজর রাখা চাই। কাপ্তেন সাভরি আগামী বৃহস্পতিবারে পোর্টস্ মাউথে যাইবে—শনিবারের পূর্ব্বে তাহার সেখান হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই, তাহা ত জান; কিন্তু পর চিত্ত অন্ধকার, সে যদি হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন করে, পোর্টস্ মাউথে না যায়—তাহা হইলে আমাদের ফন্দিটা মাঠে মারা যাইবে।"

কারলাক চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিল, "সে পোর্টস্ মাউথে যাওয়া বন্ধ করিলে, যাহা কর্ত্তব্য, তাহাও আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাকে সেরূপ কিছু করিতে হইবে না। যদি বৃহস্পতিবার প্রভাতেও সাভরি হান্‌সা হোটেলে থাকে—তাহা হইলে সে খানিক পরে পোর্টস্ মাউথ হইতে তাহার ভ্রাতার এক টেলিগ্রাম পাইবে। আমি সংবাদ পাইয়াছি 'হেল্‌ভেটিস্' নামক যে মানোয়ারী জাহাজে সে চাকরী করে—সেই জাহাজখানা ঠিক সেই দিনই পোর্টস্ মাউথের বন্দরে ভিড়িবে; তিন বৎসরাধিক কাল উভয় ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হয় নাই। তুমি নিজেই শুনিয়াছ—সাভরি বলিয়াছে তাহার ভাই ভূমধ্যসাগর হইতে পোর্টস্ মাউথে প্রত্যাগত হইবামাত্র সে সেখানে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।

মেজর বলিল, "হাঁ, আমি গোপনে থাকিয়া ও কথা শুনিয়াছিলাম বটে; তাহাতেই আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবার সুযোগ হইয়াছিল। মার্সালের মুক্তি লাভের সময় হইয়াছে, এ সংবাদ পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম; তাহার পর যখন শুনিলাম সাভরি দুই দিনের জন্য পোর্টস্ মাউথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে—তখনই সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার ফন্দী মাথায় আসিল। ব্রাণ্ডি টানিলে মাথাটা ভারি পরিষ্কার হইয়া যায়! উহার ঐ গুণেই ত মজিয়া আছি।"—সে ব্রাণ্ডির গ্ল্যাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিয়া মুখ মুছিল।

কারলাক হাসিয়া বলিল, "তাহার পর তুমি আমার কাছে সাহায্যের আশায় আসিলে।—আমার সর্ত্ত তোমার স্মরণ আছে ত? যত টাকা মাল আমাদের হাতে আসিবে, আমাকে তাহার অর্দ্ধেক বখরা দিতে হইবে। জহরতগুলার মূল্য যদি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড হয়—তবে পঁচিশ হাজার আমার।"

মেজর গম্ভীর হইয়া বলিল, "সমান বখরা হইলে আমার প্রতি একটু অবিচার করা হয়; কিন্তু আমাকে তুমি মুঠার মধ্যে পুরিয়াছ, কাজেই তোমার প্রস্তাবে রাজী না হইয়া আর উপায় কি?"

অনন্তর আরও দুই চারিটি কথার পর কারলাক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি লোকটিকে জাল সাভরি সাজাইব বলিয়া লইয়া আসিয়াছি, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়া থাকিলে তাহাকে দেখিতে পার। সাভরি যে রকম নীল সার্জ্জের পোষাক ব্যবহার করে, তাহার জন্য সেই কাপড়েই একটা 'সুটের' বরাত দিয়াছি; বোধ হয় তাহা এতক্ষণ তাহার বাসায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আশা করি তাহাকে দেখিয়া কাপ্তেন সাভরি বলিয়া তোমারও ভ্রম হইবে।"

মেজর বলিল, "হাঁ, একবার দেখাই কর্ত্তব্য। কোন খুঁত থাকিলে তাহা ধরিয়া দিতে পারিব; চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই।"

তাহারা সেই বাসা হইতে বাহির হইয়া সেণ্ট জেম্‌স্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহারা

একখানি ট্যাক্সি লইয়া বেস্‌-ওয়াটার পল্লীর একটি জনবিরল গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

সেই গলিতে একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহারা ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িল। বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ ছিল; কারলাকের সাড়া পাইয়া একটি স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়া দিল।

এই বাড়ীখানি দেখিলে বোর্ডিং-হাউস্‌ বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা একটি জুয়ার আড্ডা। যে সকল লোক সেখানে বাস করিত—তাহারা সকলেই কারলাকের ন্যায় পরম সাধু।

কারলাক সেই স্ত্রীলোকটিকে বলিল, "জুয়ানিটা, মিঃ হল এখন বাসায় আছেন ত?"

জুয়ানিটা জাতিতে ইটালিয়ান; তাহার পেশার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র।—সে হাসিয়া বলিল, "হাঁ মেজর, তিনি তাঁহার ঘরেই আছেন।"

কারলাক ও মেজর গ্রিয়ার হলের ভিতর আসিয়া সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিল, এবং একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল।

সেই সময় হ্যারি ট্রেভেলিন একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া কি একখান কেতাব লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল। সে তাহার মুরুব্বিদ্বয়কে সম্মুখে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নূতন পরিচ্ছদে সেই শিক্ষানবিশ তস্কর সম্পূর্ণ নূতন লোক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পরিধানে মূল্যবান নীল সার্জ্জের পোষাক; গলায় শুভ্র কলার চক্‌ চক্‌ করিতেছিল। তাহার 'টাই' এ হীরকখচিত পিন্‌।—কে বলিবে সে নৌকারোহী সেই ছিন্ন পরিচ্ছদধারী বুভুক্ষিত তস্কর?

কেবল পরিচ্ছদের নহে, তাহার চেহারারও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মুখে কাল গোঁফ; কিন্তু গোঁফ-জোড়াটা মিলিটারী কেতায় খাট করিয়া ছাঁটা, মাথার পাতলা চুলগুলি নিপুণ ভাবে বুরুশ করা।

মেজর গ্রিয়ার বিস্ফারিত নেত্রে হ্যারির মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! এ যে অবিকল সাভরি!—তুমি পূর্ব্বে না বলিলে আমি উহাকে সাভরি ভিন্ন অন্য লোক মনে করিতে পারিতাম না।"

মেজরের মন্তব্যে খুসী হইয়া কারলাক হ্যারিকে বলিল, "তোমার নূতন পোষাক দিয়া গিয়াছে দেখিতেছি, গায়ে ঠিক মানাইয়াছে ত?"

হ্যারি বলিল, "হাঁ, ঠিক হইয়াছে। এখন অভিনয়-কৌশলে আপনাকে খুসী করিতে পারিলেই আমার পোষাক পরা সার্থক হইবে।"

কারলাক টেবিলের কাছে সরিয়া গিয়া, আলোটা আরও একটু উজ্জ্বল করিয়া তাহা হ্যারির মুখের কাছে ধরিল; তাহার পর বাতিটা নামাইয়া রাখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "হ্যারি ট্রেভেলিন, তোমাকে কি করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সে কথা তোমার স্মরণ আছে ত?—তুমি আমার টেলিগ্রাম পাইবামাত্র হান্‌সা হোটেলে উপস্থিত হইবে। তোমার বাসের ঘরের নম্বর ৫৫, ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বাঁ-দিকের কোণে যে ছোট টেবিলটি দেখিতে পাইবে, সেই টেবিলে বসিয়া খানা খাইবে, কারণ সেই টেবিলেই তুমি প্রত্যহ খানা খাও।

"তুমি হোটেলে গিয়া প্রথমেই হল-পোর্টারকে বলিবে মধ্যাহ্নের ট্রেণে পোর্টস্‌ মাউথে যাইবার সংকল্প ত্যাগ করিয়াছ। তাহাকে আরও বলিবে—একটি লোকের নিকট হইতে তোমার একখানি চিঠি আসিবার কথা আছে,—একজন লোক সেই চিঠি লইয়া আসিবে। সেই চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত তুমি হোটেলের বাহিরে যাইবে না।—আমার এ সকল কথা ভুলিয়া যাও নাই ত?"

হ্যারি বলিল, "এত সোজা কথা ভুলিয়া যাইব—আমি কি এতই বোকা? বুদ্ধি-শুদ্ধি সবই আছে,—কেবল আপনার কাছে ধরা পড়িয়াছিলাম—এই টুকুই যা বেকুবি হইয়াছিল!"

কারলাক বলিল, "সে তোমার সৌভাগ্য।—কখন কি এত সুখের আশা করিয়াছিলে?"

হ্যারি বলিল, "আর এমন পোষাক? বাপের জন্মেও এমন দামী পোষাক পরি নাই। পোষাকের মত চামড়াটাও যদি বড়লোকের হইত!"

কারলাক বলিল, "কিন্তু তোমার দুঃখ ঘুচিয়াছে।"—সে পকেটে হাত পুরিয়া একটা সুদৃশ্য মনিব্যাগ বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর হইতে দশ পাউণ্ডের দুই কেতা নোট বাহির করিয়া তাহা হ্যারির হাতে দিল; তাহার পর বলিল, "তুমি আমাকে সেই পত্রখানি আনিয়া দিলে যাহা পাইবে—সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি; আপাততঃ এই নোট দু'খানি রাখ। হোটেলে তোমার খরচ পত্রের দরকার হইবে কি না, ইহাতেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু চিঠিখানা পাইবার পর হোটেলে এক মিনিটও বিলম্ব করিও না। বিলম্ব করিলেই

বিপদে পড়িবে। চিঠি লইয়া সোজা আমার কাছে চলিয়া আসিবে।"

হ্যারি মুখ ভারি করিয়া বলিল, "কিন্তু—"

কারলাক অধীর স্বরে বলিল, "কিন্তু আবার কি?—ইহার মধ্যে কিন্তু টিন্তু নাই।"

হ্যারি বলিল, "কিন্তু আমাকে অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন কেন? আপনি বলিয়াছিলেন, আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করিবেন—তাহাতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই; কিন্তু ব্যাপার যে ক্রমেই জটিল হইয়া উঠিতেছে! আমি যে নিরাপদে উদ্ধার লাভ করিব—সেরূপ ভরসা করিতে পারিতেছি না। আপনি কি মতলবে আমাকে জাল মানুষ সাজাইয়াছেন—তাহা আমাকে বলিতেই বা আপনার আপত্তির কারণ কি?"

কারলাক মুখ আরও গম্ভীর করিয়া বলিল, "এ তোমার অন্যায় আবদার! আমি কি মতলবে কোন্ কাজ করি—তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করি না; কারণ পৃথিবীতে কোন লোককেই আমি বিশ্বাস করি না। আমি তোমাকে যাহা করিতে বলিয়াছি, বিনা-প্রতিবাদে তাহা পালন করিলে, তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না—এইটুকু জানাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তা ছাড়া, আমি তোমাকে তোমার আশাতীত পুরস্কার দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। তুমি আমার নগদা মুটে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোট পৌঁছাইয়া দিয়াই খালাস; মোটে সাপ আছে কি ব্যাং আছে, তাহা তোমার জানিবার দরকার নাই। ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে এখনও জেলে পুরিতে পারি—সে কথা ভুলিও না।"

হ্যারি সভয়ে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনি আমাকে ভয় দেখাইয়া কাহিল করিতেছেন কেন? আপনার আদেশ পালন করিতে ত আমি আপত্তি করি নাই। যাহা করিতে বলিয়াছেন, ঠিক তাহাই করিব। কাজ হাসিল হইলে টাকার বদলে যেন আমাকে জেল দিবেন না। আপনি যে লোক বড় সুচারু নহেন, তা বুঝিতে আমার বাকি নাই—আপনি কি সত্যই আমাকে এ দেশ হইতে সরাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন?"

কারলাক বলিল, "হাঁ, সে তোমারই মঙ্গলের জন্য। অবশ্য, আমারও তাহাতে কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে। বিনা-স্বার্থে আমি কখন কোন কাজ করি না। ভবিষ্যতে তোমার মুখ-বন্ধ করিবার জন্য তোমাকে প্রাণে না মারিয়া দেশান্তরে পাঠাইব।"

কারলাক হ্যারিকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মেজর গ্রিয়াব সহ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। হ্যারি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সে বুঝিল কারলাক তাহাকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে; এবং তাহাকে দিয়া যে কাজ করাইয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে—সেই কাজের দ্বারা কাহারও সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী! সে নিশ্চয়ই কোন পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে তাহাকে কার্য্যোদ্ধারের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেছে; কিন্তু সেই ষড়যন্ত্রটা কি?

বৃহস্পতিবার বেলা দুইটার সময় হ্যারি তাহার সেই আড্ডায় বসিয়া বসিয়া একখানি টেলিগ্রাম পাইল। টেলিগ্রামখানি পাঠ করিয়াই সে কারলাকের আদেশ পালন করিতে চলিল।

টেলিগ্রামখানি অতি সংক্ষিপ্ত। তাহাতে লেখা ছিল:—"হান্সা হোটেলে অবিলম্বে যাত্রা কর। লোক চলিয়া গিয়াছে।"

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে হ্যারি হান্সা হোটেলের সুপ্রশস্ত বারান্দায় প্রবেশ করিল। তকমাধারী পোর্টার দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পাহারা দিতেছিল; হ্যারিকে দেখিয়া সে সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হ্যারি নিতান্ত নির্লিপ্ত ভাবে তাহাকে বলিল, "আমি এ ট্রেণে পোর্টস্ মাউথে যাওয়া বন্ধ করিলাম; একজন পত্রবাহক আমার জন্য একখানি পত্র লইয়া আসিবে। সে আসিবামাত্র তাহাকে আমার কাছে পাঠাইয়া দিবে।"

পোর্টার বলিল, "আপনার আদেশ আমার স্মরণ থাকিবে কাপ্তেন!—আপনার পোষাকের বাক্সটা কোথায় রাখিয়া আসিলেন?"

হ্যারি মুহূর্ত্তকাল ইতস্তত করিয়া বলিল, "ওঃ, আমার পোষাকের বাক্স?—সে আমি ষ্টেশনে রাখিয়া আসিয়াছি। আমি হোটেলে বেশী সময় থাকিব না; পত্রখান পাইলেই চলিয়া যাইব।"

কাপ্তেন সাভরি যে কক্ষে বাসা লইয়াছিলেন, হ্যারি সেই কক্ষের নম্বর জানিত; সে হলঘরে গিয়া 'লিফ্‌টে' উঠিল, এবং দ্বিতলের সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে দেখিল দেরাজের ভিতর কাপ্তেন সাভরির কতকগুলি চিঠি পত্র রহিয়াছে। যদি কিছু রহস্য ভেদ করিতে পারে—এই আশায় সে সেই সকল চিঠি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল। দুই একখানি চিঠি পড়িয়াই সে জানিতে পারিল যে, যাহার ছদ্মবেশে সে এই হোটেলে আসিয়াছে—তিনি পেন্টউড কারাগারের অধ্যক্ষ কাপ্তেন সাভরি।

হ্যারি দেরাজের ভিতর কাপ্তেনের একখানি 'ডায়েরী' দেখিয়া তাহাই খুলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই ডায়েরীতে পেণ্টউড কারাগার সম্বন্ধে কারাধ্যক্ষের অনেক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখিত ছিল। হ্যারি দেখিল ডায়েরীর বহুস্থানেই একজন লোকের নাম উল্লেখ আছে!

সেই নামটি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া হ্যারি মনে মনে বলিল, "এই মার্সাল লোকটা কে বুঝিতে পারিতেছি না!"—সে কৌতূহল ভরে ডায়েরীর শেষের দিকের পাতা উল্টাইয়া দেখিল—দশ দিন পূর্ব্বেকার তারিখেও ডায়েরীতে সেই লোকটার নাম আছে!—তাহার প্রসঙ্গে লেখা আছে—"মার্সাল আমার নিকট সকল গুপ্ত কথা বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। তাহার সংস্রব ত্যাগ করিলে চলিবে না; তাহাকে হাতে রাখিতে হইবে।—আমি ছুটীতে কোথায় থাকিব—তাহা তাহাকে জানাইয়া আসিয়াছি। ছুটীর পর আমি কার্য্যভার পুনঃগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই বোধ হয় সে মুক্তিলাভ করিবে।"

কাপ্তেন সাভরি একটি ছোট রূপার ঘড়ি বাম হস্তের মণিবন্ধে বাঁধিয়া রাখিতেন—ইহা কারলাকের জানা ছিল; এজন্য সে হ্যারির হাতেও সেইরূপ একটি ঘড়ি বাঁধিয়া দিয়াছিল, নতুবা ছদ্মবেশের ত্রুটি থাকিত। হ্যারি কাপ্তেন সাভরির 'ডায়েরী' পাঠ করিতে করিতে সেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল।—তখন বেলা প্রায় সাড়ে চারিটা!

হ্যারি মনে মনে বলিল, "বেলা ত প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, নীচে গিয়া এক পেয়ালা চা খাইয়া আসি। বড় লোক সাজিয়াছি, বড় লোকের অভ্যাসটা ত বজায় রাখা চাই"।

হ্যারি নীচে গিয়া চা আনিতে আদেশ করিল। সে দেখিল সুসজ্জিত বেশধারী বহু ভদ্রলোক চায়ের টেবিলে বসিয়া খোস গল্প করিতেছে; হ্যারিও সেইস্থানে গিয়া বসিয়া পড়িল।

হ্যারিও যেখানে বসিয়াছিল, তাহার কিছু দূরে একখানি চেয়ার খালি পড়িয়াছিল; কয়েক মিনিট পরে সৌম্যমূর্ত্তি দাড়ি গোঁফ কামান সুবেশধারী একজন ভদ্র লোক সেই চেয়ার দখল করিয়া বসিলেন; তাঁহার সঙ্গে একটি যুবক,—অত্যন্ত চটপটে, এবং মুখ দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত চতুর মনে হয়।—সেই যুবকটি হ্যারির ঠিক পাশেই আর একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

একজন পরিচারক আগন্তুকদ্বয়কে চা দিয়া চলিয়া গেল; তাঁহারা চা পান করিতে গিয়া দেখিলেন তাঁহার চায়ের টেবিলে চিনি নাই!

যুবকটি হ্যারির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আপনার চিনির পাত্রটা লইতে পারি কি? যদি দয়া করিয়া—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই হ্যারি চিনির পাত্রটি তাহার হাতে দিল।—এইভাবে চা-পানের পর্ব্ব শেষ হইল। এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ছিল না, কিন্তু কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ বাহির হইবার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল নহে; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল!

যে যুবক হ্যারি ট্রেভেলিসের নিকট চিনির পাত্রটি চাহিয়াছিল, আমাদের বুদ্ধিমতী পাঠিকা যদি তাহাকে চিনিতে না পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্ততঃ সন্দেহও করিয়াছেন—সে আমাদের সকলেরই আদরের পাত্র স্মিথ। সত্যই মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ; এবং সে যে সৌম্যমূর্ত্তি প্রশস্তললাট ভদ্রলোকটির সঙ্গে আসিয়াছিল, তিনিই মিঃ রবার্ট ব্লেক। তাঁহারা অপরাহ্নে একটা আড্ডায় কুস্তি দেখিয়া সেই হোটেলের সম্মুখ দিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলেন। হোটেল দেখিয়া স্মিথ বলিয়াছিল, "কর্ত্তা, একটু চা খাইয়া লইলে হইত না?" স্মিথের কথা শুনিয়া এবং সে সময় চা-পানে আপত্তি না থাকায় মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে লইয়া সেখানে চা খাইতে আসিয়াছিলেন। এই কার্য্যে বিধাতার কোন ইঙ্গিত ছিল কি না, ক্ষুদ্রমানব—আমাদের তাহা অনুমান করিবার সাধ্য নাই।

অল্পক্ষণ পরে একটি বালক ভৃত্য একখানি ট্রের উপর একখানি পত্র লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, সে উচ্চস্বরে বলিল, "পঞ্চান্ন নম্বর ঘরের লোকের পত্র, মহাশয়!"

বালকটির কথা শুনিয়া হ্যারি মুখ তুলিয়া সেই দিকে চাহিল, এবং হাত বাড়াইয়া পত্রখানি তৎক্ষণাৎ ট্রের উপর হইতে তুলিয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "হাঁ, এখানি আমারই পত্র!"

"হাঁ, এখানি আমারই পত্র"—এই কয়টি কথা মিঃ ব্লেকের কর্ণে প্রবেশ করিতেই তিনি মুখ তুলিয়া হ্যারির মুখের দিকে চাহিলেন; হ্যারি তখন অর্দ্ধেকটুকু চা পান করিয়াছিল, সেই অবস্থায় সে চিঠিখানি হাতে লইয়া টেবিল হইতে উঠিয়া পড়িল। তাহার কথা কয়টি শুনিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল—উহা স্বাভাবিক স্বর নহে, একটু চাপা, এবং যথেষ্ট উদ্বেগপূর্ণ। তাহার পর চা-টুকু শেষ না

করিয়াই তাহাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। হ্যারির চলিবার ভঙ্গি দেখিয়া ও তাহার বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে হঠাৎ কেমন একটা সন্দেহ হইল।

আমাদের দেশে একটা গ্রাম্য প্রবচন আছে,—"সাঁপের হাঁচি বেদেয় চেনে!"

হ্যারি দ্বার খুলিয়া হঠাৎ অদৃশ্য হইলে স্মিথ মিঃ ব্লেককে নিম্নস্বরে বলিল, "কর্ত্তা, লোকটার রকম বড় ভাল বোধ হইল না! লোকটা চিঠিখানা খুলিয়া না দেখিয়াই চম্পট দিল! ব্যাপার কি?"

মিঃ ব্লেক চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ, উহাকে বড উত্তেজিত বলিয়াই বোধ হইল বটে! উহার মুখ আমার অপরিচিত নহে; বোধ হয় আমি উহাকে পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।"

সেই সময় হোটেলের সেই বালক ভৃত্য চায়ের পেয়ালা লইতে সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল; স্মিথ তাহাকে বলিল, "চা খাইতে খাইতে যে লোকটি হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল—উহার নাম কি?"

ভৃত্য বলিল, "উনি কাপ্তেন সাভরি।"

ভৃত্য প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "হাঁ, এখন মনে পড়িয়াছে, সাভরিই বটে; উনি পেণ্টউড কারাগারের অধ্যক্ষ। আট নয় মাস পূর্ব্বে আমাকে একবার সেখানে যাইতে হইয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? সেই সময় উহাকে দেখিয়াছিলাম।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা আপনি যাহাকে একবার দেখেন, তাহার মুখ ভুলিয়া যান না! আমি ভাবি এত লোকের কথা আপনার স্মরণ থাকে কিরূপে?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "যাহার স্মরণশক্তি ক্ষীণ, সে কখন গোয়েন্দাগিরিতে সাফল্য লাভ করিতে পারে না।"

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হোটেল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই হ্যারি ট্রেভেলিন তাড়াতাড়ি একখান ট্যাক্সি লইয়া সেণ্ট জেম্‌স স্কোয়ারের দিকে চলিল; পত্রখানি তাহার পকেটে ছিল। সে কারলাকের সঙ্গে দেখা করিয়া পত্রখানি তাহাকে দিলে, তাহার প্রতিশ্রুত দুইশত গিনি হ্যারির হস্তগত হইল। এতগুলি টাকা এক সঙ্গে পাইয়া হ্যারি অত্যন্ত আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু নানা উদ্বেগ ও সন্দেহে তাহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

হ্যারি মনে মনে বলিল, "পত্রখানি খুলিয়া দেখিতে পারিলে গুপ্ত রহস্যের একটু সন্ধান পাইতাম; কিন্তু গালামোহর করা চিঠি—খুলিলেই ধরা পড়িতাম! তখন হয়ত একটা নূতন ফ্যাসাদে পড়িতে হইত!" কারলাকের গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া হ্যারি তাহাকে সেই পত্র সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। সে বেজ-ওয়াটারের যে বোর্ডিং-হাউসে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল, সেখানে অনেকেই বাস করিত, হ্যারি কাহারও কাহারও নিকট শুনিয়াছিল কারলাক যাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়—তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়ে না। তাহার প্রতিহিংসা অতি ভয়ানক।

হ্যারি পত্রখানি হাতে লইয়া কারলাকের লাইব্রেরীতে প্রবেশ করিবামাত্র কারলাক লাফাইয়া উঠিল, তাহার মুখে আনন্দ এবং উৎসাহ পরিস্ফুট হইল। সে ব্যগ্রভাবে বলিল, "চিঠি আনিয়াছ?"

হ্যারি পত্রখানা তাহার হাতে দিয়া বলিল, "হাঁ, এই লউন।"

কারলাক তৎক্ষণাৎ লেফাপাখানি ছিঁড়িয়া তাহার ভিতর হইতে দুইখানি কাগজ টানিয়া বাহির করিল। তাহার পর সে জানালার নিকট সরিয়া গিয়া সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে লাগিল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া সে হ্যারির মুখের দিকে চাহিয়া সোৎসাহে বলিল, "চমৎকার!"

হ্যারি বলিল, "আপনার আশা পূর্ণ হইয়াছে?"

কারলাক বলিল, "নিশ্চয়ই। এখন তোমাকে অবিলম্বে দেশান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা দরকার। আজ রাত্রেই তুমি লিভারপুলে যাইবে; সেখান হইতে মনট্রিলের জাহাজ ছাড়িতে বোধ হয় কয়েক দিন বিলম্ব হইবে; সে কয়দিন তোমাকে লিভারপুলেই লুকাইয়া থাকিতে হইবে। আমার একটি বন্ধু তোমাকে লিভারপুলে রাখিয়া আসিবে। তাহার পর কেহ তোমাকে লণ্ডনে দেখিতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।"

সেই রাত্রেই হ্যারি তাহার উপার্জ্জিত দুইশত গিনি সম্বল করিয়া লিভারপুলে যাত্রা করিল। কারলাক মনে করিল, হ্যারিকে দেশান্তরে পাঠাইলে তাহার একটা প্রধান ভয় দূর হইবে, ইংলণ্ডের সহিত হ্যারির সকল সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবে; কেহই তাহার সন্ধান লইবে না।—কিন্তু এইখানে কারলাক ভুল করিল; হ্যারির বৃদ্ধা জননী তখনও জীবিত ছিল।

হ্যারি কারলাকের নিকট সে কথা কোন দিন প্রকাশ করে নাই। হ্যারি তাহার মাকে বড়ই ভাল বাসিত। ট্রেণে উঠিয়া হ্যারি মনে মনে বলিল,

"কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া আমাকে দেশত্যাগ করিতে হইতেছে, তাহা মাকে জানাইতেই হইবে। যে লোকটা আমাকে লিভারপুলে লইয়া যাইতেছে—উহাকে কিছু ঘুস দিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিব—সে সুবিধা হইবে না; অগত্যা কানাডায় যাত্রা করিবার পূর্ব্বে গোপনে একখানি পত্র লিখিয়া মাকে সকল সংবাদ জানাইব।"

পর দিন হ্যারি গোপনে তাহার মাতাকে যে পত্র লিখিল, সেই পত্রের কি ..স হইয়াছিল—তাহা আমরা পরে জানিতে পারিব।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস

কারামুক্ত মার্সালের ক্রোধ

মিঃ ব্লেকের ঘরে টেলিফোনে ঝন্-ঝন শব্দ আরম্ভ হইতেই স্মিথ তাড়াতাড়ি চোঙটা তুলিয়া লইয়া সাড়া দিল।

প্রশ্ন হইল, "মিঃ ব্লেক ঘরে আছেন কি?"

সেই স্বর স্মিথের সুপরিচিত; সে বলিল, "না, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আস্‌লি! কর্ত্তা বাহিরে গিয়াছেন।"

প্রশ্ন হইল, "তিনি কখন বাড়ী ফিরিবেন বলিতে পার?"

স্মিথ বলিল, "বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবেন। আপনার কি কোন জরুরি কথা আছে?"

উত্তর হইল, "হাঁ স্মিথ! তিনি বাড়ী ফিরিলে তাঁহাকে একটা তদন্তের ভার দিতে চাই; জানি তাঁহার সময়ের অভাব, কিন্তু আমার বিশ্বাস—তিনি আগ্রহের সঙ্গে এই তদন্তের ভার লইবেন। ব্যাপারটা রহস্যপূর্ণ, তিনি যে রকম তদন্ত ভালবাসেন—সেইরূপ! আমি সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে থাকিব। সেই সময়ের মধ্যে তিনি সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করিলে বড়ই সুখী হইব।"

স্মিথ বলিল, "আচ্ছা, তিনি বাড়ী ফিরিলে এ কথা তাঁহাকে বলিব!"

স্মিথ সেখান হইতে সরিয়া গিয়া তাহার চেয়ারে বসিল, হাসিয়া বলিল, "কর্ত্তারা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিয়াছেন, কোনও সুবিধা করিতে না পারায় এখন কর্ত্তার উপর তদন্তের ভার দিতে চান! জটিল রহস্যে কর্ত্তা ভিন্ন উঁহাদের উপায় নাই! কর্ত্তা কি রকম কাজের লোক—সে কথা সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ড আস্‌লি ভালই জানেন, এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাও করেন; কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের জনকতক ডেঁপো ইন্‌স্পেক্টর মনে করে তাহারা কর্ত্তার চেয়ে অনেক বাহাদুর। দায়ে পড়িলে তাহারাই আবার সব আগে কর্ত্তার কাছে দৌড়াইয়া আসে।"

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আস্‌লি টেলিফোনে যখন মিঃ ব্লেকের সন্ধান লইতেছিলেন, তখন বেলা প্রায় দুইটা। অপরাহ্ণ চারিটার সময় মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। স্মিথ তখন তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া টাইগারের পিঠের উপর পা রাখিয়া একখানি সংবাদপত্র পড়িতেছিল। মিঃ ব্লেক আসিয়া চেয়ারে বসিলে স্মিথ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আস্‌লির অনুরোধ তাঁহার গোচর করিল।—মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আস্‌লির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আস্‌লি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তাঁহার আফিসে বসিয়া মিঃ ব্লেকেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাকে সম্মুখে বসাইয়া বলিলেন, "আপনি এত শীঘ্র আসিতে পারিয়াছেন দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম। যাহার কার্য্যের তদন্ত সম্বন্ধে আপনার সহিত আলোচনা করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছে, তাহাকে আপনি অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিতে বোধ হয় রাজী হইবেন না; কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহা প্রতারণার চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের বড় কর্ত্তাটির ধারণা কিন্তু অন্যরূপ! অগত্যা আমাকে ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কর্ত্তারা চিরদিনই তাঁবেদারদের অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। যাহা হউক, তদন্তের বিষয়টা কি খুলিয়া বলুন শুনি।"

আস্‌লি একখানি ক্ষুদ্র নোট-বহি পকেট হইতে বাহির করিয়া খুলিলেন, এবং কয়েক মিনিট তাহার উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, "প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে যে প্রকাণ্ড চুরী হইয়াছিল—সে কথা বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে।—পাঁচ সাত বৎসরের মধ্যে অত বড় চুরী এখানে বোধ হয় আর একটাও হয় নাই! যে কোম্পানীর ঘরে এই চুরী হইয়াছিল—তাহাদের নাম মেসার্স হ্যাডন

কর্ডন এণ্ড কোং। প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত অপহৃত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সকল কথা আমার স্পষ্ট মনে না থাকিলেও চুরীটার কথা স্মরণ হইতেছে বটে। আপনি তখন ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন, এবং যথাসাধ্য পরিশ্রমে চোরগুলাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই শাস্তি পাইয়াছিল; নয় কি?"

আস্‌লি বলিলেন, "হাঁ, আমার কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ আমি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের পদে উন্নীত হই। চোরগুলা প্রায় সকলেই ধরা পড়িয়াছিল। কেবল পালের গোদাটাকে তখন ধরিতে পারি নাই; মামলা শেষ হইবার পাঁচ ছয় মাস পরে সেও ধরা পড়ে। আমিই তাহাকে গ্রেপ্তার করি; কিন্তু চোরা মালের কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই! সেই দলে যে পাঁচজন চোর ছিল, তাহাদের মধ্যে চারি জন তেমন খেলোয়াড় নহে; তাহারা তাহাদের দলপতির ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইয়াছিল। তাহারা শপথ করিয়া বলিয়াছিল—তাহাদের দলপতি মার্সাল তাহাদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছিল—তাহারা তাহাই করিয়াছিল; তাহারা নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ করে নাই। আমার বিশ্বাস, তাহারা সত্য কথাই বলিয়াছিল; কিন্তু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও মার্সালের মুখ হইতে একটা কথাও বাহির করিয়া লইতে পারি নাই! সে কোন কথা প্রকাশ করিতে সম্মত হয় নাই, লোকটা ভয়ানক ধূর্ত্ত, পাকা বদমায়েস। আমি এখনও তাহার কোন কথা বিশ্বাস করি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা হইলে এখন সে মুখ খুলিয়াছে, এবং যাহা বলিয়াছে—তাহা আপনি বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতেছেন?"

আস্‌লি বলিলেন, "শুনুন ত। মার্সাল গত বুধবারে কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। পাঁচ দিন পূর্ব্বে তাহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল; পুলিশের সম্মতি লইয়া সে লণ্ডনে আসিয়াছিল। গত শনিবার পেণ্টউড্‌ কারাগারের অধ্যক্ষ কাপ্তেন সাভরি আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছিলেন।—তিনি মার্সালের সন্ধান লইবার জন্যই এখানে আসিয়াছিলেন, মার্সাল মুক্তি লাভ করিয়াছে শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি এ সংবাদে কি জন্য বিস্মিত হইয়াছেন জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, মার্সাল তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল—মুক্তি লাভ করিয়াই সে তাঁহাকে পত্র লিখিবে। সেই পত্রে সে চোরা মাল সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে—ইহাও অঙ্গীকার করিয়াছিল; সুতরাং আশা ছিল তাহার পত্র পাইলে তিনি অপহৃত জহরতগুলির সন্ধান জানিতে পারিবেন। কাপ্তেন সাভরির বিশ্বাস, মুক্তিলাভ করিয়া মার্সাল সাধুভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে। মার্সালের মত পাকা চোর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একদম সাধু হইয়া যাইবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না! কিন্তু কাপ্তেন সাভরির ধারণা—সে আর এখন কুপথে পদার্পণ করিবে না! যাহা হউক, আমি মার্সালকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য দুইজন দারোগাকে আদেশ করিলাম। গত শনিবার গভীর রাত্রে মার্সালকে ধরিয়া রবিবার প্রভাতে আমার কাছে হাজির করিল। সাভরি তাঁহার হোটেলে ছিলেন, আমি টেলিফোনে তাঁহাকে সংবাদ দিলে, তাড়াতাড়ি মার্সালকে দেখিতে আসিলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল—তাহা সত্যই বড় বিস্ময়কর!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মার্সাল কি বলিল?"

আস্‌লি বলিলেন, "সে বলিল, সে মুক্তি লাভের পরদিন কাপ্তেন সাভরির নিকট পত্র পাঠাইয়াছিল। কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করিলাম না। কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, তিনি তাহার পত্র পান নাই! কাপ্তেন তাহার পত্র পাওয়ার কথা অস্বীকার করিবামাত্র মার্সাল ক্রোধে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল, এবং সাভরির সাধুতায় সন্দেহ প্রকাশ করিল! সে এখান হইতে বাহিরে গিয়াও আত্ম-সংবরণ করিতে পারে নাই; পরে একজন কর্ম্মচারীর নিকট জানিতে পারি, মার্সাল বলিয়া গিয়াছে—কাপ্তেন সাভরি জহরতগুলার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া পত্রের কথা অস্বীকার করিয়াছে। চোরা মাল কোথায় আছে—তাহা সে না কি সেই পত্রে কাপ্তেন সাভরির গোচর করিয়াছিল! কাপ্তেন সাভরিই সেই জহরতগুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন—ইহাই তাহার ধারণা!

আস্‌লি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "কাপ্তেন সাভরিকে আমি বিলক্ষণ চিনি, তিনি চোরা মাল—তাহা যতই মূল্যবান হউক—আত্মসাৎ করিতে পারেন না। বিশেষতঃ মার্সাল তাঁহাকে পত্র লিখিয়া থাকিলেও তিনি তাহা পাইয়াছিলেন—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না; কারণ তিনি

বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে পোর্টস্-মাউথে গিয়াছিলেন, শনিবারের পূর্ব্বে সেখান হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন নাই। এ অবস্থায় বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তিনি মার্সালের প্রেরিত পত্র কিরূপে পাইলেন?"

—এই সকল কথা বলিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আস্‌লি তাঁহার নোট-বহি বন্ধ করিলেন, এবং প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার যাহা বলিবার ছিল—তাহা ত শুনিলাম; এখন আমাকে কি করিতে হইবে, তাহাই বলুন।"

আস্‌লি বলিলেন, "এ সকল বিষয় আমি বড় কর্ত্তার গোচর করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন ভিতরে একটা জটিল রহস্য আছে, সেই রহস্য ভেদ করা কোন বিশেষজ্ঞ (Specialist) ভিন্ন অন্যের সাধ্যাতীত। তিনি আমাকে এই রহস্য ভেদের ভার আপনাকেই দিতে বলিলেন, এই জন্য আপনাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক মিনিট-দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া যে প্রশ্ন করিলেন—তাহা শুনিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তিনি বলিলেন, "কাপ্তেন সাভরি কি আপনাকে বলিয়াছিলেন, তিনি বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে পোর্টস্ মাউথে যাত্রা করিয়াছিলেন? আর তাহা যে বৃহস্পতিবার—এ কথা আপনার ঠিক স্মরণ আছে কি?"

আস্‌লি বিস্ময় দমন করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই; তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন বৃহস্পতিবার বেলা এগারটার ট্রেণে তিনি পোর্টস্ মাউথে যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি সেই দিনই পোর্টস্ মাউথে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ভাই 'হেল্‌ভেসিয়া' জাহাজে ছিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে হেল্‌ভেসিয়া জাহাজ পোর্টস্ মাউথে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেকের স্মরণ ছিল—তিনি স্মিথকে লইয়া বৃহস্পতিবার অপরাহ্নেই হান্‌সা হোটেলে চা পান করিতে গিয়াছিলেন; এবং সেখানে কাপ্তেন সাভরিকে দেখিয়াছিলেন, তাহাও বিস্মৃত হন নাই। কাপ্তেন সাভরি তাঁহাদের পাশে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন, তাহা তিনি ও স্মিথ উভয়েই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এ কথা পাঠকগণেরও স্মরণ থাকিতে পারে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হান্‌সা হোটেলে কাপ্তেন সাভরি যে ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন, সেই ঘরের নম্বর কত, আপনি বলিতে পারেন?"

আস্‌লি এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপ্তেন সাভরি হান্‌সা হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন, এ কথা ত আপনাকে বলি নাই; আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপাততঃ আপনি সে কথা নাই-বা শুনিলেন। গোয়েন্দাগিরি যাহাদের পেশা, তাহাদের অনেক খবর রাখিতে হয়—তাহা কি আপনি জানেন না?'

আস্‌লি বলিলেন, "আমি তাঁহার ঘরের নম্বর জানি; কারণ তাঁহাকে এখানে আসিয়া মার্সালের সহিত দেখা করিতে টেলিফোনে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাঁহার ঘরের নম্বর ৫৫।"

হোটেলের বালক ভৃত্য 'ট্রে'র উপর একখানি পত্র লইয়া ৫৫ নং কুঠুরীর লোকের খোঁজ করিতেছিল—মিঃ ব্লেক এ কথাও বিস্মৃত হন নাই। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আস্‌লিকে বলিলেন, "কাপ্তেন সাভরি কি এখন হান্‌সা হোটেলে আছেন?"

আস্‌লি বলিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি টেলিফোনে সংবাদ লইতেছি।"

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট উঠিয়া গিয়া টেলিফোনে সংবাদ লইলেন। হোটেলের ম্যানেজার বলিলেন, "কাপ্তেন সাভরি বাহিরে গিয়াছেন; কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার ফিরিবার সম্ভাবনা আছে।"

এ কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহার টুপি ও ছড়ি লইলেন এবং প্রস্থানোদ্যত হইয়া আস্‌লিকে বলিলেন, "দেখুন মিঃ আস্‌লি, ব্যাপারটা আপনি যে রকম সোজা মনে করিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সেরূপ সোজা নয়! অন্ততঃ, আমার মনে একটা খট্‌কা বাধিয়াছে, অগ্রে তাহা দূর করা আবশ্যক।"

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট মিঃ ব্লেকের কথায় কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে এই ব্যাপারের তদন্ত-ভার গ্রহণে আপনার আপত্তি নাই?"

মিঃ ব্লেক অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "না, আপত্তির কোন কারণ দেখি না; তবে এখনই আপনার নিকট অঙ্গীকার করিতে পারিতেছি না। আজ সন্ধ্যার পর আমার শেষ কথা জানিতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে অন্য কোন দিকে না গিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, এবং তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া প্রায় আধ ঘণ্টা

স্মিথের সহিত কি পরামর্শ করিলেন। তিনি সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট আস্‌লির নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মিথকে বলিলেন, স্মিথ ইহাতে একটা গুরুতর রহস্যের আভাস পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এ ত বড়ই মজার কথা কর্ত্তা! হান্‌সা হোটেলে বসিয়া আমরা যখন চা খাই, সেই সময় চাকরটা পত্রখানা লইয়া আসিল; কাপ্তেন সাভরি ত আমাদের পাশেই বসিয়া চা খাইতেছিলেন, তিনি পত্রখানি লইয়াই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলেন, চাটুকু শেষ করিবার বিলম্ব সহিল না। এখন তিনি পত্র পাওয়ার কথা একদম অস্বীকার করিতেছেন; ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে, কিন্তু সেই কারণটি কি, তাহা যতক্ষণ জানিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ এ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। স্মিথ, আমি এখনই কাপ্তেন সাভরির সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করিলে এই রহস্যের কিছু-না-কিছু আভাস পাইবই। ইতিমধ্যে তোমাকেও একটা কাজের ভার দিতে চাই। তুমি এখনই গিয়া একবার হ্যাচেটের সঙ্গে দেখা কর; কথায় কথায় তাহার কাছে মার্স্যালের বাসার ঠিকানাটা জানিয়া লইবে। আমার বিশ্বাস, সে মার্স্যালের ঠিকানা জানে, দু'জনেই এক জোয়ালের বলদ কি না!"

হ্যাচেট পুরাতন পাপী। প্রথম জীবনে সে অনেক বার চুরী-চামারী করিয়াছিল; কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের শরণাপন্ন হওয়ায় এবং ভবিষ্যতে সৎপথে থাকিয়া জীবিকার্জ্জনে প্রতিশ্রুত হওয়ায় মিঃ ব্লেক তাহাকে অভয় দান করিয়াছিলেন, অধিকন্তু কিছু টাকা দিয়া একটি ছোট হোটেল খুলিয়া দিয়াছিলেন। দলের লোককে সাহায্য করা উচিত মনে করিয়া অনেক দাগী আসামী ও বদ্‌মায়েস তাহার হোটেলে খাইতে আসিত। মিঃ ব্লেক হ্যাচেটের নিকট তাহাদের সম্বন্ধে অনেক গুপ্ত সংবাদ জানিতে পারিতেন। বস্তুতঃ, হ্যাচেট মিঃ ব্লেকের একটি গুপ্তচর (Spy)। পাঠকগণ বোধ হয় জানেন—পুলিশও চোর ধরিবার জন্য দুই চারিজন দস্যুকে হাতে রাখিয়া থাকে!

অল্ডগেটের অদূরে একটি গলির ভিতর হ্যাচেটের সেই হোটেল। দস্যু তস্কর বা বদ্‌মায়েসের দল হ্যাচেটের হোটেলে খাইতে আসিয়া যে সকল গুপ্ত পরামর্শ করিত, হ্যাচেট কোন-না-কোন কৌশলে তাহা শুনিয়া লইত।

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "ও কাজ খুব পারিব কর্ত্তা! সন্ধ্যার পরই আমি হ্যাচেটের হোটেলে যাইব। যদি সে মার্স্যালের সন্ধান দিতে না পারে—তাহা হইলেই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিব, সে পাত্র আমি নহি। যেরূপে পারি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিবই।"

মিঃ ব্লেক খুসী হইয়া বলিলেন, "বেশ, তোমার উপর এই ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিলাম; তবে একটা কথা স্মরণ রাখিবে—কি জন্য আমি মার্স্যালের সঙ্গে দেখা করিতে চাই—তা হ্যাচেটকে বা মার্স্যালকে জানাইবে না। আসল কথা এই যে, হয় মার্স্যাল না হয় কাপ্তেন সাভরি—দুইজনের একজন মিথ্যা কথা বলিয়াছে। আমার বিশ্বাস, মার্স্যাল সত্যই সাভরিকে পত্র লিখিয়াছিল; কারণ পত্রখানি আমাদের সাক্ষাতেই সাভরির হস্তগত হইয়াছিল, নিজের চক্ষুকে ত অবিশ্বাস করা যায় না। আমরা বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে সাভরিকে হান্‌সা হোটেলে চা খাইতে দেখিয়াছি, সুতরাং তিনি সেইদিন মধ্যাহ্নে পোর্টস্‌ মাউথে যাত্রা করেন নাই—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মার্স্যাল যদি নিজের মুখে স্বীকার করে—সেই দিন সে কাপ্তেন সাভরির নিকট তাঁহার হোটেলের ঠিকানায় পত্র পাঠাইয়াছিল, তাহা হইলে তাহার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিব না; বুঝিব কাপ্তেন সাভরিই মিথ্যাবাদী। তখন তাঁহার মিথ্যা কথা বলিবার কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে হইবে, সন্ধান লইতে হইবে—তিনি পোর্টস মাউথে না গিয়াও, সেখানে গিয়াছিলেন, এ কথাই বা কেন বলিলেন, মার্স্যালের পত্র পাইয়াও কেনই বা তাহা অস্বীকার করিলেন? আমি স্বীকার করি—ত্রিশ চল্লিশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত আত্মসাৎ করিবার লোভ সংবরণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে; কিন্তু কাপ্তেন সাভরিকে আমি খাঁটি মানুষ বলিয়াই জানি। এই অর্থ আত্মসাৎ করিবার মত ইতরতা তাঁহার নাই—এইরূপই আমার ধারণা; তবে পর-চিত্ত অন্ধকার! বিশেষতঃ, সংসারে যাঁহাদের খুব সৎলোক বলিয়া সুনাম আছে—অনেক সময় দেখা গিয়াছে তাঁহারাও ডুব দিয়া পেট ভরিয়া জল খান! যাহা হউক, সাভরি যদি এই দুষ্কর্ম্ম

করিয়া থাকেন—তাহা হইলে অতি শীঘ্রই তাঁহার পতন অনিবার্য্য।"

সন্ধ্যা সাতটার সময় মিঃ ব্লেক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া হান্‌সা হোটেলে চলিলেন। আরও আধ ঘণ্টা পরে স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া হ্যাচেটের হোটেলের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িল। সে যখন হ্যাচেটের হোটেলের ভোজনাগারে প্রবেশ করিল—তখন রাত্রি নটা।

স্মিথকে দেখিয়া হ্যাচেট বড়ই খুসী হইল; স্মিথের সদয় ব্যবহারে সে তাহাকে ভালবাসিত, যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। সে স্মিথকে ও টাইগারকে সঙ্গে লইয়া হোটেলের শেষ মুড়ায় গিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তাহাদের বসিতে দিল। তখন অন্যান্য কক্ষে অনেকে আহার করিতে বসিয়াছিল।

কয়েক মিনিট পরে হ্যাচেট এক পেয়ালা ধূমায়মান কাফি (a steaming cup of coffee) আনিয়া তদ্দ্বারা স্মিথকে অভিনন্দিত করিল। পেয়ালাটা সে স্মিথের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল; তাহার পর হাসিয়া বলিল, "আজ আমার বড় সৌভাগ্য যে হঠাৎ আপনার দেখা পাইলাম মিঃ স্মিথ! আপনি ত মাসখানেক এদিকে আসেন নাই। আপনি ভাল ছিলেন ত? কর্ত্তা কেমন আছেন?"

স্মিথ কাফির পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিল, "খুব ভাল। তুমি আছ কেমন?"

হ্যাচেট বলিল, "এক রকম চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনি যে পথ ভুলিয়া এই গরীবের হোটেলে পদধূলি দিয়াছেন, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন! নিশ্চয়ই কোন একটা মতলব লইয়া আসিয়াছেন; কি হুকুম বলুন।"

স্মিথ বলিল, "হুকুম-টুকুম কিছু নয়; বেড়াইতে বেড়াইতে এই দিকে আসিয়াছিলাম, ভাবিলাম যখন এতদূর আসিলাম—তখন তোমার কাছে একটা লোকের সন্ধান লইয়া যাই। মার্সাল নামক একটা কয়েদ-খালাসীকে চেন কি?—কয়েক দিন আগে সে পেণ্ট-উডের জেলখানা হইতে খালাস হইয়া আসিয়াছে।"

হ্যাচেট বলিল, "তাহাকে আর চিনি না? সে যে আমার বহুদিনের দোস্ত! জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল; সে প্রত্যহই এখানে আসে বটে, কিন্তু বেচারার অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়! বোধ হয় তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে; আপন মনে বিড়-বিড় করিয়া কি বলে; হাসি-খুসী নাই, যেন তার বুকের উপর কি একটা ভারি বোঝা চাপিয়া বসিয়াছে। মেজাজও ভয়ানক খিট্‌খিটে হইয়াছে। তাহার কথা শুনিয়া মনে হয় লণ্ডনের পুলিশ তাহার যথাসর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়া লইয়াছে! এক এক সময় সে চীৎকার করিয়া বলে, 'সকলেই জোচ্চোর, সব বেটা গলায় ছুরি দিতে পারে,—আমিই কেবল ধরা পড়িয়া গিয়াছি! উঃ, এ রকম বিশ্বাসঘাতক, হায়, হায়!'—তাহার এই সকল প্রলাপের অর্থ বুঝিতে পারি না।"

স্মিথ বলিল, "বড় আশ্চর্য্য কথা ত! সে কোথায় থাকে, তাহা বলিতে পার?"

হ্যাচেট বলিল, "তাহার বাসার ঠিকানা আমার জানা নাই; তবে তাহা জানিয়া-লওয়া তেমন কঠিন হইবে না। আমার চাকর টিম বোধ হয় তাহার ঠিকানা জানে। অনেকে আমার হোটেলে খাইতে আসে, কিন্তু সকলে টাকা লইয়া আসে না; কাজেই তাহাদের কাছে টিমকে টাকার তাগাদায় পাঠাইতে হয়। এই জন্য টিম কেবল মার্সালের কেন—আমার অনেক খাতকেরই বাসার সন্ধান রাখে। টিম ভারি কাজের লোক; গাঁট কাটিবার অভ্যাস সে অনেক দিন হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে।"

হ্যাচেট হঠাৎ উঠিয়া গেল, এবং কয়েক মিনিট পরে একটুকরা কাগজে একটি ঠিকানা লিখিয়া আনিয়া কাগজখানি স্মিথের হাতে দিল, বলিল, "ইহাতেই মার্সালের বাসার ঠিকানা দেখিতে পাইবেন।"

স্মিথ কাগজখানি দেখিয়া লইয়া পকেটে ফেলিল; তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার; তুমি আমার খুব উপকার করিলে ভাই! ভারি চমৎকার কাফি খাওয়াইয়াছ,—এখন তবে বিদায়!"

হ্যাচেট বলিল, "ভারি ত উপকার করিলাম! কিন্তু একটা কথা বলিয়া দিই মিঃ স্মিথ! সেখানে একটু সতর্ক হইয়া যাইবেন, ভয়ঙ্কর বদমায়েসের আড্ডা কি না। মার্সালের সঙ্গে বিস্তর টাকার জহরত চুরী করিয়া যাহারা জেলে গিয়াছিল—শুনিয়াছি মার্সাল তাহাদের দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখাইয়া নিজেই জহরতগুলা গাফ্ করিয়াছিল!—এ জন্য তাহারা মার্সালের উপর হাড়ে চটিয়া আছে; কেহ কেহ বলিয়াছে—সুযোগ পাইলেই তাহারা মার্সালকে ছুরি মারিবে। তাহারা আপনাকে

চিনিতে পারিলে হয় ত বিপদে ফেলিবে ; ফস্ করিয়া পিঠে ছোরা মারিয়া বসিবে !"

স্মিথ বলিল, "আমি সেখানে সতর্কভাবেই যাইব, তোমার কোন চিন্তা নাই।"

সে হোয়াইট-চ্যাপেল পল্লীর দিকে অগ্রসর হইল। সেই পল্লীর একটা দুর্গম গলিতে মার্সালের বাসা।

স্মিথ ঘণ্টাখানেক পরে সেই গলির ২১নং বাড়ীর দরজার সম্মুখে আসিয়া থামিল ; তাহার পর কি কৌশলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবে—তাহা ভাবিয়া লইয়া মাথার টুপি খুলিয়া ফেলিল, এবং দরজার কাছে গিয়া জানালা দিয়া টুপিটা ঘরের ভিতর ছুড়িয়া দিল ; সঙ্গে সঙ্গে সে জুতা দিয়া খটাখট শব্দ করিয়া সরোষে বলিল, "আচ্ছা থাক্ হতভাগা গাধা ! কোঁৎকা না খেলে তুই সায়েস্তা হবি নে !"

পর মুহূর্ত্তেই সে অগ্রসর হইয়া রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিল।—একটা জোয়ান তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে সবিস্ময়ে স্মিথের মুখের দিকে চাহিল।

স্মিথ কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই জোয়ানটা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি চাও বাপু !"

স্মিথ মার্সালের চেহারার যে বর্ণনা শুনিয়াছিল—তাহার সহিত এই জোয়ানটার চেহারার সাদৃশ্য দেখিয়া বুঝিতে পারিল—এই মূর্ত্তিই মার্সাল !

স্মিথ দুই এক পা সরিয়া গিয়া বলিল, "আমার টুপিটা চাই, একটা ছোঁড়া খপ্ করিয়া টুপিটা আমার মাথা হইতে তুলিয়া লইয়াই ঐ জানালা দিয়া তোমার ঘরের ভিতর ফেলিয়া সট্‌কাইয়াছে,—সেটা বদরসিক !"

মার্সাল সেই স্থানে দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর চাহিল, দেখিল টুপিটা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। সে বলিল, "এ কোন ফাজিল ছুঁচোর কাজ ! তুমি তোমার টুপি লইয়া যাইতে পার।"—সে দ্বার হইতে সরিয়া দাঁড়াইল।

স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একখানি টেবিল ও তাহার পাশে খান-দুই বেতের চেয়ার ভিন্ন ঘরে তেমন কোন আসবাব-পত্র নাই। কেবল এক কোণে একটা প্যাকিং বাক্সের উপর কয়েকটি কাচের পাত্র সজ্জিত ছিল।

স্মিথ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল ; মার্সাল দরজা বন্ধ করিয়া তাহার সম্মুখে বসিল। বোধ হয় তাহার নিঃসঙ্গ জীবন বড়ই একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল ; হঠাৎ একজন লোক পাইয়া তাহার সহিত দুটি কথা বলিবার লোভ সে সংবরণ করিতে পারিল না ; সে বলিল, "আজ শীতটা কিছু বেশী ; এক পেয়ালা কোকো তৈয়ার করিতেছিলাম, ইচ্ছা হইলে তুমিও এক পেয়ালা খাইতে পার। জল ত উনানে ফুটিতেছেই।"

স্মিথ কোন কথা না বলিয়া টুপিটি কুড়াইয়া লইল।

মার্সাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তোমার মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে—তুমি খুব চালাক ছেলে ! এদেশের আইন-কানুনের খোঁজ খবর রাখ কিছু ?"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আমার বাবার মামার শ্বশুরের পিসের ভাইপো একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার, আর আমি আইন-কানুনের খবর রাখি না ?—এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন বল ত।"

মার্সাল বলিল, 'ভারি একটা মুস্কিলে পড়িয়া গিয়াছি ! আমি একজন লোককে খাঁটিলোক বলিয়া জানিতাম ; এখন দেখিতেছি, সে ভয়ঙ্কর ধাপ্পাবাজ চোরের জাসু ! কিন্তু সে আবার মস্ত ভদ্রলোক ; অর্থাৎ তার মুখে ভদ্রলোকের মুখোস আছে ! সংসারে কে চোর আর কে সাধু, তাহা মুখ দেখিয়া ঠাহর করা ভারি শক্ত ! তুমি হয় ত বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু আমি জানি—একটা জেলখানার বড় কর্ত্তা পাকা চোর।"

স্মিথ উৎসাহ গোপন করিয়া বলিল, "তুমি যখন বলিতেছ—তখন সে নিশ্চয়ই পাকা চোর। চোর ডাকাতের উপর যে সর্দ্দারী করে, সে যদি পাকা চোর না হয়, তাহা হইলে কি আমাদের ক্যান্টারবারির বিশপ মশায় চোর হইবেন ?"

মার্সাল সরোষে বলিল, "আল্‌বৎ সে পাকা চোর।"

স্মিথ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তা বটে ; দিবারাত্রি চোর ডাকাত লইয়াই যাহার কারবার, সেকি কখন সাধুপুরুষ হইতে পারে ?"

মার্সাল রাগে গোঁ-গোঁ করিতে করিতে বলিল, "তাই বলিয়া কি এমনই করিয়া আমার মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাইতে হয় ? আমার অপরাধ, আমি তাহাকে সাচ্চালোক ভাবিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম ! সে আমাকে দম দিয়া বলিয়াছিল—আমি জেলখানা হইতে খালাস হইলে আমাকে সাহায্য করিবে ; আমি চুরী ডাকাতি ছাড়িয়া দিয়া, সৎপথে থাকিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি, তাহার একটা উপায়

করিয়া দিবে।—আমি কি তখন জানি যে, এ তাহার ধাপ্পাবাজি?"

স্মিথ বুঝিতে পারিল মার্সালের কথার ভিতর ছলনা বা কপটতা নাই; সত্যই সে প্রতারিত হইয়া মর্ম্মাহত হইয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, সেই শয়তান তোমাকে কি করিয়া ঠকাইল?"

মার্সাল স্মিথের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "কথাটা গোপনীয়। তোমাকে বিশ্বাস করিয়া সে কথা বলা যায় কি না, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "আমার পেটে ডুবুরী নামাইয়া দিলেও কেহ তোমার গোপনীয় কথা খুঁজিয়া পাইবে না। আমাকে বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছে এমন লোক তুমি দুনিয়ায় খুঁজিয়া পাইবে না; কিন্তু এই পেটে কত লোকের কত কথা গজ্ গজ্ করিতেছে; দম আটকাইয়া মারিলেও তা বাহির করি না।"

তখন মার্সাল স্মিথকে যে সকল কথা বলিল, তাহার মর্ম্ম এই যে, সে যে সকল বহুমূল্য জহরত চুরী করিয়াছিল, তাহা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়া জেলে গিয়াছিল, সে কথা কাপ্তেন সাভরিকে লিখিয়া জানাইয়াছিল; কিন্তু জহরতগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য তিনি সেই পত্রের কথা অস্বীকার করিয়াছেন!

স্মিথ বলিল, "কাপ্তেন সাভরি তোমার পত্র পাইয়া সেই জহরতগুলা গাফ্ করিয়াছেন—ইহা কিরূপে জানিলে?"

মার্সাল বলিল, "তাহা যে সাভরিই গাফ্ করিয়াছে—এ কথা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। আমি সেই জহরতগুলা চুরী করিয়া মনে করিয়াছিলাম বামাল একাই লইয়া অন্য দেশে সরিয়া পড়িব; কিন্তু যে বেটারা আমার সঙ্গে ছিল, তাহারা বখরা আদায়ের জন্য সেইখানেই হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছিল! গোলমাল শুনিয়া দোকানের লোক পুলিশ লইয়া তাহাদের ধরিয়া ফেলিল; সব বেটাই জেল খাটিয়া মরিল। আমি বামাল সমেৎ ছটকাইয়া পড়িয়া একটা পোড়ো বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িলাম; বামাল তাড়াতাড়ি সেখানেই লুকাইয়া রাখিলাম। তাহার পর পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠাইল বটে, কিন্তু গুঁতা খাইয়া খাইয়াও বামালের সন্ধান দিলাম না। শেষে কাপ্তেনটার ধাপ্পায় পড়িয়া তাহাকেই লিখিয়াছিলাম বামাল কোথায় রাখিয়াছি।"

স্মিথ বলিল, "যেখানে তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলে, সেখানে গিয়া সেগুলির সন্ধান না লইয়াই কাপ্তেনের উপর রাগ করিতেছ কেন?"

মার্সাল বলিল, "সেখানে কি যাই নাই ভাবিয়াছ? সেখানে গিয়া দেখি সে বাড়ীতে ভাড়াটে আছে। কাপ্তেন সাভরি ছাড়া অন্য কেহ চোরা মালের সন্ধান জানিত না। এ তাহারই কাজ! সে নিজে, না হয় কোন লোক দিয়া সরাইয়া ফেলিয়াছে।"

স্মিথ যাহা জানিতে আসিয়াছিল—তাহা সমস্তই জানিতে পারিল; অতঃপর সে উঠিয়া আসিবে—এমন সময় মার্সাল তাহাকে বলিল, "কথাগুলা তোমাকে বলিয়া আমার মন একটু পাতলা হইল। সময় পাও ত আর একদিন এদিকে আসিও; তোমার মত ভাল লোকের সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। আমি মনে করিয়াছিলাম, আর ও পথে যাইব না; কিন্তু দেখিতেছি সব বেটাই কেবল মুখে সাধু, দাঁও মারিতে পারিলে কেহই মুখের গ্রাস ছাড়ে না! তবে আর সাধু হইয়া ফল কি? আমি সাধু হইবার মতলব ছাড়িয়া দিয়াছি। যেমন করিয়া পারি জহরতগুলা উদ্ধার করিব। এত দিন কি ভুয়ো জেল খাটিয়া মরিলাম?"

মার্সাল সত্য কথা বলিয়াছে—ইহা স্মিথ অবিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহারও ধারণা হইল, কাপ্তেন সাভরি তাহাকে প্রতারিত করিয়া জহরতগুলি আত্মসাৎ করিয়াছেন। কারণ সে মিঃ ব্লেকের সহিত হান্সা হোটেলে গিয়া স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, মার্সালের পত্রখানি কাপ্তেন সাভরি স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ হোটেল ত্যাগ করিয়াছিলেন। কাপ্তেনের দুরভিসন্ধি না থাকিলে সেই পত্র পাওয়ার কথা তিনি অস্বীকার করিতেন না, তিনি তাহার পূর্ব্বে পোর্টসমাউথে চলিয়া গিয়াছিলেন—এ কথাও বলিতেন না।

স্মিথ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল মিঃ ব্লেক বাহিরে গিয়াছেন, সে তাঁহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস

মার্সালের বিপদ।

লণ্ডনের হন্স্লো পল্লীর এক প্রান্তে একটি নিভৃত অট্টালিকার বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া কাউণ্ট আইভর কারলাক তাহার বখ্রাদার মেজর গ্রিয়ারকে বলিল, "এখন আমাদের একটা কাজ করা দরকার। যেরূপে হউক মার্সালকে ধরিয়া আনিয়া, বামালগুলা সে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—সেই যায়গাটা দেখিয়া লইতে হইবে।"

তাহারা যে কক্ষে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছিল—তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী কক্ষটি নানাপ্রকার আস্বাবে সুসজ্জিত; এমন কি, তাহার দ্বার-জানালায় যে নূতন রঙ্গ দেওয়া হইয়াছিল—সেই রঙ্গের তীব্র গন্ধ তখন পর্য্যন্ত বায়ুস্তর ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

ধূর্ত্ত কারলাক, তাহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যে কাজটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা সর্ব্বাগ্রেই শেষ করিয়া রাখিয়াছিল, অর্থাৎ মার্সালের চিঠিখানি কৌশলে হস্তগত করিয়াছিল। পাঠক সে সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। পত্রখানি সংগ্রহ করিয়াই সে জাল সাভরি অর্থাৎ হ্যারিকে ছিন্ন পাদুকার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহার পর মার্সাল কর্ত্তৃক অপহৃত জহরতগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

সে গ্রিয়ারকে সঙ্গে লইয়া পত্র-নির্দ্দিষ্ট পোড়ো বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া চোরামালগুলির অনুসন্ধান করিয়াছিল; মার্সাল তাহা সেই বাড়ীর কোন অংশে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা স্থির করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। বাড়ীখানি বহু পুরাতন ও জীর্ণ, কত দিন যে তাহা পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল—তাহাও বলা কঠিন; গৃহস্বামী বহুকাল পূর্ব্বে আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে পল্লীর নির্জ্জন অংশে এই প্রমোদ-ভবনটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

এই অট্টালিকা একটি উদ্যান-ভবন। সুতরাং বলা বাহুল্য—ইহার চতুর্দ্দিকে একটি বাগান ছিল। ইহার কোন পাশেই অন্য কোন বাড়ী ছিল না। পল্লীর এক প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া সর্ব্বদা সেখানে লোক-জনেরও তেমন সমাগম ছিল না। বাগানটি প্রাচীর-বেষ্টিত; প্রাচীরের পাশেই সদর রাস্তা। কারলাক জহরতগুলির সন্ধানে সেই বাড়ীতে প্রবেশের পূর্ব্বে বাড়ীওয়ালার নাম ধাম জানিয়া লইয়া তাঁহার নিকট বাড়ীখানি ভাড়া লইবার প্রস্তাব করিয়াছিল; তাহার প্রস্তাব শুনিয়াই বাড়ীওয়ালার চক্ষু স্থির! সে রকম অব্যবহার্য্য ভাঙ্গা বাড়ী ভাড়া লইবার জন্য কাহারও যে আগ্রহ হইতে পারে—ইহা সে কোন দিন ধারণা করিতে পারে নাই। কিন্তু বাড়ীওয়ালা অর্থোপার্জ্জনের এই সুযোগ ত্যাগ করিল না, ভাঙ্গা বাড়ী বলিয়া অল্প ভাড়াতেই সে রাজী হইল।

বলা বাহুল্য, কারলাক উহা নিজের নামে ভাড়া করিল না। ডাক্তার র‍্যানডল্ ডাগমার নামক একটি কাল্পনিক নামে বাড়ী ভাড়া লওয়া হইল। এই নামের একজন ডাক্তার যে সশরীরে বর্ত্তমান আছেন, ইহার প্রমাণস্বরূপ বাড়ীর বাগানের ফটকে ডাক্তারের নামের একখানি পিত্তল ফলক (Brass plate) সংস্থাপিত হইল; এবং ডাক্তারটি যে ছোট-খাট ডাক্তার নহেন, ইহা বুঝাইবার জন্য তাঁহার নামের শেষে ইংরাজী বর্ণমালার কতকগুলি অক্ষর বসাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সেই বাড়ীতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে কারলাকের কোন অসুবিধা হইল না; তাহার গোপনীয় উদ্দেশ্য আছে, এরূপ সন্দেহেরও কারণ রহিল না। কারলাকের দলের দুইজন লোকের পূর্ব্বে ব্যবসায় ছিল—ভাড়াটে বাড়ী আসবাবপত্র দ্বারা সুসজ্জিত করা।—তাহারাই সেই বাড়ী মেরামতের পর অবশ্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিল।

কারলাক ও গ্রিয়ার সেই বাড়ীতে রাত্রি-বাসেরও ব্যবস্থা করিয়াছিল, এবং একটি স্ত্রীলোককে পাচিকার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। ছুতোর ও রঙ্গের মিস্ত্রীরা যখন সেখানে কাজ করিত—তখন কারলাক বা গ্রিয়ার তাহাদের সঙ্গেই থাকিত; তাহারা কি করে না করে—সে দিকে কারলাকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

কিন্তু কারলাক বা গ্রিয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও সেই বাড়ীতে জহরতগুলির সন্ধান পাইল না। ইহাতে গ্রিয়ার অধীর হইয়া উঠিল; সে গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, এ সে বাড়ী নয়; আমাদের বাড়ী ভুল হইয়াছে। এত খুঁজিয়াও বামালের সন্ধান হইল না! কতকগুলি টাকা আর সময় অনর্থক নষ্ট হইল। বড়ই বোকামী হইয়া গিয়াছে!"

কারলাক বলিল, "তোমার দোষই ত ঐ! একটুতেই অধীর হইয়া আশা ভরসা সমস্তই ছাড়িয়া দাও! পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের জহরত ত এক-গাড়ী মাল নয়, তাহা যে আধ হাত একটা গর্ত্তের মধ্যেই লুকাইয়া রাখিতে পারা যায়! কোন ঘরের দেওয়াল হইতে একখান ইট খসাইয়া তাহার নীচে গর্ত্ত করিয়া জহরতগুলা লুকাইয়া, সেই ইটখানি সেখানে বসাইয়া দিলে অন্য লোকের সাধ্য কি তাহা খুঁজিয়া বাহির করে?"

গ্রিয়ার বলিল, "তবে কি সমস্ত বাড়ীর ইটগুলা এক একখানি করিয়া খসাইয়া দেখিতে হইবে? সে কাজ করিতে হইলে আমার পরমায়ুতে কুলাইয়া উঠিবে না! সে চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া মার্সালকে ধরিয়া আন। তাহাকে কায়দায় ফেলিয়া তাহাকে দিয়াই জহরতগুলা বাহির করিয়া লও।"

কারলাক বলিল, "এত ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই বন্ধু! এ সকল কাজে তাড়াতাড়ি করিলেই ঠকিতে হয়। যদি দুই চারি দিনে কার্য্যোদ্ধারের আশা থাকিত—তাহা হইলে কি এই ভাঙ্গা বাড়ী ভাড়া লইতাম? আমাদের উদ্বেগ বা ভয়ের কোনও কারণ নাই। এ ত আর আমাদের জার্ম্মানী নয়—তোমাদের এই দেশ বড় মজার দেশ! প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীই তাহার দুর্গ, বাহিরের লোক ইচ্ছামত সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না: বিনা পরোয়ানায় পুলিশও কাহারও বাড়ী খানাতল্লাস করিতে পারে না। এ দেশের গৃহস্থের কত সুবিধা! যতদিন এ বাড়ী ডাক্তার ডাগ্‌মারের হাতে আছে, ততদিন এক প্রাণীও এ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া জহরতগুলির সন্ধান করিতে পারিবে না।"

গ্রিয়ার বলিল, "তোমার সকল কথাই সত্য, কিন্তু জহরতগুলা না পাইলে এখানে পড়িয়া থাকিয়া লাভ কি? জহরতের আশায় আমি এক একখানি করিয়া সকল ইট খসাইতে রাজী নই, তত উৎসাহও আমার নাই। মার্সাল হয় ত সাভরির নিকট হইতে তাহার পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছে; কিন্তু সে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিবে কি? তাহার পর, পত্রখানা সাভরি পায় নাই—এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলেই—আর একটা নূতন হাঙ্গামা বাধিয়া যাইবে।"

কারলাক বলিল, "তোমার অনুমান সত্য হইলেও আশঙ্কার কোন কারণ নাই। মার্সালের পত্র মাঠে মারা গিয়াছে, এ কথা যদি সত্যই প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর উহাদের মনে সন্দেহই হয়—তাহা হইলেই বা আমাদের ক্ষতি কি? বড় জোর—তাহারা এখানে আসিয়া ডাক্তার ডাগ্‌মারের সঙ্গে দুই চারিটি কথা কহিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করিয়া চলিয়া যাইবে।"

কারলাক এই পর্য্যন্ত বলিয়াই পাশের কুঠুরীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল; সেইটি ডাক্তারের লেবরেটরি, অন্যদিকে ডিস্‌পেন্সারী,—তাহাতে নানাবিধ ঔষধের শিশি বোতল ও ডাক্তারী অস্ত্র এবং যন্ত্রাদি সুন্দররূপে সজ্জিত ছিল। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না।

বিলাতী ডাক্তারেরা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ফ্রক-কোট ব্যবহার করেন। কারলাকের পরিধানেও সেইরূপ পরিচ্ছদ ছিল; তাহার চেহারা দেখিলে হঠাৎ কেহ বলিতে পারিত না—সে জাল ডাক্তার!

কারলাক বলিল, "যদি মার্সাল বা তাহার মুরুব্বি কাপ্তেন সাভরি এখানে হঠাৎ আসিয়াই পড়ে—তাহা হইলে জুয়ানিটা তাহাদিগকে আমার কাছে লইয়া আসিবে। ডাক্তার ডাগমার কি রকম উচু দরের ডাক্তার—সে পরিচয় তাহারা পাইয়া যাইবে; কিন্তু তোমাকে সে সময় একটু সরিয়া থাকিতে হইবে। কাপ্তেন সাভরি তোমাকে ভাল রকমই চেনে কি না, তোমাকে এখানে দেখিলেই তাহার মনে সন্দেহ হইবে।"

কারলাক অতঃপর মেজর গ্রিয়ারকে সঙ্গে লইয়া হলঘরের ভিতর দিয়া ভোজনের কক্ষে উপস্থিত হইল।—কারলাক টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া ঘণ্টাধ্বনি করিল।

মুহূর্ত্ত পরে পাচিকা খাদ্যদ্রব্যাদি আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; তখন তাহারা উভয়েই আহার করিতে বসিল।

জুয়ানিটা সুদক্ষ পরিবেশকের মত নিঃশব্দে পরিবেশন করিতে লাগিল; খাদ্য সামগ্রী রকম-বেরকমের না হইলেও সুখাদ্য হইয়াছিল; দুই শয়তান তৃপ্তির সহিত তাহা গিলিতে লাগিল। বিশেষতঃ মুখরোচক কাফি পান করিয়া গ্রিয়ার বড়ই আরাম বোধ করিল। সে বলিল, "এখানে যদি আকর্ষণের কিছু থাকে ত এই খানা। খাবারগুলা ভারি চমৎকার হইয়াছে; এই সুখেই সকল কষ্ট ও অসুবিধা ভুলিয়া আছি।"

আহার প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি হইল; সেই শব্দ শুনিয়া জুয়ানিটা তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল।

গ্রিয়ার চঞ্চল দৃষ্টিতে কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ব্যাপার কি হে ! বোধ হয় কেহ দেখা করিতে আসিয়াছে।"

কারলাক একমুখ খাবার চিবাইতে চিবাইতে ভারি গলায় বলিল, "না।"

মুহূর্ত্ত পরেই জুয়ানিটা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "সিনর একটা লোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে চায়।"

কারলাক বলিল, "হঠাৎ কে আসিল ? লোকটার চেহারা কি রকম ?"

জুয়ানিটা বলিল, "ডুযমনের মত চেহারা ! আপনার মত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হইল না। সে তাহার নাম বলিল না, কেবল বলিল, ডাক্তারের কাছে তাহার জরুরি কাজ আছে।"

গ্রিয়ার উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টিতে কারলাকের মুখের দিকে চাহিল ; কিন্তু কারলাক চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া বলিল, "লোকটা হয় ত নিজের বা কোন আত্মীয়ের রোগ সম্বন্ধে ডাক্তারের উপদেশ লইতে আসিয়াছে। তাহার সহিত দেখা করিতে দোষ কি ? জুয়ানিটা, তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার বসিবার ঘরে পৌঁছাইয়া দাও,—আমি দুই এক মিনিটের মধ্যেই সেখানে যাইতেছি।"

জুয়ানিটা সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে কারলাক চেয়ার হইতে উঠিয়া বলিল, "গ্রিয়ার তুমিও আমার সঙ্গে চল ; কিন্তু লোকটার সঙ্গে দেখা করিবার আগে তাহার চেহারাখানা একবার দেখা দরকার। সে আমাদের পরিচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আমরা পাশের ঘরে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আড়াল হইতে তাহাকে দেখিয়া লইব।"

তাহারা উভয়ে উপবেশন-কক্ষের পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই দিকের খড়খড়ির পাখী অল্প খুলিয়া দেখিল—আগন্তুক একখানি চেয়ারে বসিয়া আছে। তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই গ্রিয়ারের মুখ হইতে বিস্ময়ব্যঞ্জক একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল। তাহার পর সে কারলাকের কানে কানে বলিল, "কি আশ্চর্য্য, এ যে মার্সাল !"

গ্রিয়ারের কথা শুনিয়া কারলাকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; সে সাগ্রহে বলিল, "বল কি ! ঠিক চিনিতে পারিয়াছ ?"

গ্রিয়ার কারলাকের কাঁধের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "মার্সালকে চিনিতে পারিব না ? আমি কি উহাকে আজ নূতন দেখিতেছি ? না, চোখের মাথা খাইয়াছি ? আমি মার্সালকে চিনি ও আমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে, হয় ত ভয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ চম্পট দান করিবে।"

কারলাক বলিল, "সে কথা সত্য, তুমি উহাকে দেখা দিও না। ও আমাকে কখন দেখে নাই ; তথাপি আমি সতর্ক হইয়াই উহার সঙ্গে দেখা করিব।"

কারলাক গ্রিয়ারকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ হইতে তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার পর একটা বাক্স খুলিয়া ছোট একটা ব্যাগ বাহির করিল ; সেই ব্যাগে ছদ্মবেশ ধারণের নানা উপকরণ ছিল। কারলাক টেবিলের কাছে আসিয়া ব্যাগটা খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল, এবং একখানি বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভোল বদল করিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার চেহারা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল যে, তাহা দেখিয়া গ্রিয়ারেরও তাক লাগিয়া গেল ! সে হা করিয়া কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কারলাক হাসিয়া বলিল, "তুমি ডাক্তার ডাগমারের নামই শুনিয়া আসিতেছ। আজ তাহাকে দেখিতে পাইলে ত ? ডাক্তার এখন রোগীর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবে !"

গ্রিয়ার বলিল, "ছুঁচোটা কি মতলবে আসিয়াছে, প্রথমে তাহাই জানিয়া লইবার চেষ্টা করিবে। উহাকে এখানে আসিতে দেখিয়া আমার একটু দুশ্চিন্তা হইয়াছে ; উহার উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া মনে হয় না।"

"আমাকে আর কোন কথা শিখাইতে হইবে না।"—বলিয়া কারলাক ডাক্তারের ছদ্মবেশে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে মনে মনে বলিল, "শিকার যখন আপনি আসিয়া ফাঁদে পা দিয়াছে—তখন আর উহার নিস্তার নাই।"

গ্রিয়ার দ্বার বন্ধ করিয়া সেই কক্ষেই বসিয়া রহিল ; কিন্তু মার্সালের সহিত কারলাকের কি কথা হয়—তাহা জানিবার জন্য তাহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, ধূর্ত্ত মার্সাল কারলাকের মনের কথা বুঝিতে পারিলেই সকল কাজ পণ্ড হইয়া যাইবে।

কিন্তু কারলাক মার্সাল অপেক্ষা অনেক বেশী চতুর। সে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মার্সাল চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সবিস্ময়ে 'ডাক্তারে'র বিশাল বপুর দিকে চাহিয়া রহিল। ফটকের পিত্তল-ফলকে সে ডাক্তারের নাম দেখিয়াছিল ; ছদ্মবেশী কারলাকের

সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "আপনিই ডাক্তার ডাগমার ?"

কারলাক স্বাভাবিক স্বর গোপন করিয়া বলিল, "হাঁ, উহাই আমার নাম বটে ; আমার নিকট তোমার কি আবশ্যক বলিতে পার। আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান হইলেও রোগীর রোগের বিবরণ শুনিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

কারলাক ডেস্কের পাশে তাহার চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার্সালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মার্সাল বলিল, "আমি রোগী বটে ডাক্তার, কিন্তু আমার রোগ তেমন অসাধারণ নহে, আমার রোগ ক্ষুধা ; ক্ষুধা আছে, কিন্তু আহার সংগ্রহের উপায় নাই! অর্থাৎ আমি বেকার উমেদার। আমার ঔষধ একটা চাকরী। আমি চাকরীর চেষ্টায় আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনার বাগানের জন্য মালীর দরকার নাই ?—আমি মালীর কাজ বেশ ভালই জানি! মালীর কাজই হোক, আর খানসামাগিরিই হোক, আপনি আমাকে একটি চাকরী দিয়া প্রতিপালন করুন ; তাহা হইলেই আমার রোগ সারিয়া যাইবে।"

মার্সাল মনে করিল, ডাক্তার তাহার প্রার্থনা শুনিয়াই তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিবে। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিল।

কারলাক তাহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিল—সে সেই বাড়ীতে আড্ডা লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছে ; সে সেখানে থাকিবার আদেশ পাইলে গুপ্তস্থান হইতে জহরতগুলি কোন সুযোগে বাহির করিয়া লইয়াই সরিয়া পড়িবে। ইহা ভিন্ন তাহার চাকরী প্রার্থনার অন্য কোন কারণ নাই।—এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিবার জন্য কারলাক চেয়ারে ঠেস দিয়া দুই এক মিনিট চিন্তা করিল, তাহার পর মার্সালকে বলিল, "আমি এই বাড়ী অতি অল্পদিন পূর্ব্বে ভাড়া লইয়াছি ; বাগানের কি ব্যবস্থা করিব—তাহা এখন পর্য্যন্ত ভাবিয়া দেখি নাই ; তবে বাগানটা যখন আছে—তখন উহার একটা গতি করিতেই হইবে ; ওরকম জঙ্গল করিয়া ফেলিয়া রাখা নিশ্চয়ই ভাল দেখাইবে না।"

তাহার পর সে কাগজের 'প্যাড্'টা সম্মুখে টানিয়া লইয়া মার্সালকে বলিল, "তোমার নামটা কি ?"

মার্সাল তৎক্ষণাৎ বলিল, "জেন্‌কিন্‌স্,—এন্‌রি (হেনরী) জেন্‌কিন্‌স্ আমার নাম।"

কারলাক বলিল, "তুমি বোধ হয় নিকটেই কোথাও থাক ?"

মার্সালের বাড়ী সেই স্থান হইতে নয় মাইল দূরবর্ত্তী কোন পল্লীতে, কিন্তু সে কথা বলিলে পাছে ডাক্তার তাহাকে নানা রকম জেরা করে—এই ভয়ে সে বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞে হাঁ, আমার ঘর এখান হইতে বড় জোর দশ মিনিটের পথ।"

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মার্সালের মনে হইল, কথাটা বলিয়া সে ভাল করিল না, তাহাকে কোন কৌশলে সেই বাড়ীতেই বাস করিতে হইবে ; যাহার বাড়ী অত নিকটে, সে কি করিয়া ডাক্তারের বাড়ীতে বাস করিবার সুযোগ পাইবে ?—সুতরাং সে কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "সেটা আমার বাড়ী নয় ডাক্তার, বাসা।—সেই বাসায় আমাকে পাঁচ জনের সঙ্গে থাকিতে হয়, ছোট্ট বাসা। সেখানে বাসের বড় কষ্ট!—আমি থাকি ছাদের উপর একটা টিনের চালায়। শীতের চোটে সারা রাত্রি কাঁপিয়া মরি।" আমার ভাগ্যে ছাদ ছাড়া অন্য কোথাও বাস করা ঘটিয়া উঠে না! এই বাড়ীতেও আমি কিছুদিন চাকরী করিয়াছিলাম—যিনি সে সময় এই বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, তিনিও আমাকে ছাদের উপর টিনের ঘরে থাকিতে দিতেন।"

কারলাক মার্সালের কথা শুনিয়া তাহার মুখের উপর মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।—সে ভাবিল, "তবে কি মার্সাল জহরতগুলা ছাদের উপর সেই টিনের চালার মধ্যেই লুকাইয়া রাখিয়াছে ?"

কিন্তু মার্সালের মুখ দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না! সে নত মস্তকে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাথা তুলিল, এবং মার্সালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দেখ জেন্‌কিন্‌স্, এই বাড়ীর সকল অংশের মেরামত এখনও শেষ হয় নাই ; সমস্তই এলো মেলো হইয়া আছে। কয়েকটা কুঠুরীতে আসবাব-পত্র পর্য্যন্ত নাই। তুমি কিছুদিন পূর্ব্বে এই বাড়ীতে বাস করিতে বলিলে ; যে ঘরে তুমি বাস করিতে, সেই ঘরে এখনও বাস করিতে পার। তুমি আমার সঙ্গে চল—সেই ঘরটি আমাকে দেখাইয়া দিবে। আমার ইচ্ছা সেই ঘরটাই তোমার বাসোপযোগী করিয়া আগে সাজাইয়া দিব

কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। কত বেতন পাইলে তোমার পোষাইবে—সেই কথাটা আগে জানা দরকার।"

কারলাক লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিল তাহার কথা শুনিয়া মার্সালের মন আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সে হর্ষ গোপন করিয়া বলিল, "আমার খাঁই বেশী নয়, বেশী বেতনেরও আমি প্রত্যাশা করি না। মাথা রাখিবার মত একটু যায়গা, আর দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই আমি খুসী; তার উপর পকেট-খরচের জন্য টাকাটা সিকেটা যা দিবেন, তাতেই আমি রাজী। একটা পেট বৈ ত নয়!"

কারলাক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বেশ, তুমি এখানে খাইতে ও থাকিতে পাইবে, বেতনও তোমাকে হপ্তায় দশ শিলিং দিব। ইহাতে তোমার পোষাইলে আমার কাজে লাগিতে পার।"

কারলাক সেই কক্ষের দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া মার্সালকে বলিল, "আমি আমার চাকরকে আলো আনিতে বলিতেছি; সে বাতি আনিলে—তুমি যে ঘরে থাকিতে সেই ঘরটা আমাকে দেখাইয়া দিবে।—আমার সঙ্গে ভিতরে এস।"

মার্সাল কারলাকের অনুসরণ করিয়া হলঘরে উপস্থিত হইল। কারলাক তাহাকে সেই ঘরে রাখিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল; সে তিন চারি মিনিট পরে একটা প্রজ্জলিত বাতি লইয়া মার্সালের সম্মুখে আসিল, এবং সিঁড়ি দিয়া তাহাকে ছাদের উপর যাইতে অনুরোধ করিল। মার্সাল নিঃসন্দেহ চিত্তে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির দরজা খুলিল। কারলাক সেই দরজা দিয়া মার্সালকে দোতালায় লইয়া চলিল।

মেজর গ্রিয়ার হলঘরের পাশের একটি কুঠুরীতে লুকাইয়া ছিল। সিঁড়ির দরজা খুলিবার সময় শব্দ হওয়ায় সে সেই কক্ষের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল—কারলাক মার্সালকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে যাইতেছে। গ্রিয়ার কারলাকের মতলব বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল; সে মনে মনে বলিল, "ব্যাপারখানা কি? কারলাক উহাকে সঙ্গে লইয়া কোথায় যাইতেছে?"

মার্সাল কারলাকের সহিত অন্য দিকে অদৃশ্য হইলে মেজর গ্রিয়ার নিঃশব্দে সিঁড়ির ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া সিঁড়ি দিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। সে কয়েক ধাপ উঠিয়া সিঁড়ির অন্য দিক হইতে শুনিতে পাইল,—মার্সাল বলিতেছিল, "এই দিকের দরজা দিয়া ঘরে যাইতে হইবে ডাক্তার!"

মার্সালের কথা শুনিয়া কারলাক তাহার হাতের বাতিটা উঁচু করিয়া ধরিয়া দোতালার সিঁড়ির পাশের একটি ক্ষুদ্র কুঠুরীতে প্রবেশ করিল। সেই কুঠুরীটির টিনের ছাদ। সেই ছাদটি দ্বিতলের ছাদের সহিত পরচালার মত আবদ্ধ, এবং কুঠুরীর বাহিরের দিকে একটি ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল।

কারলাক মার্সালকে জিজ্ঞাসা করিল, "ঐ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলে কতদূর দেখিতে পাওয়া যায়?"

কারলাকের একথা জিজ্ঞাসা করিবার একটু গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। মার্সাল পূর্ব্বে কখন সেই কুঠুরীতে আসিয়াছিল, না—মিথ্যা কথায় তাহাকে প্রবঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে—ইহা জানিবার জন্যই তাহার এই প্রশ্ন; কিন্তু মার্সাল তাহার জেরায় বিব্রত না হইয়া বলিল, "ঐ জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিলে ও-ধারের সদর রাস্তা পর্য্যন্ত নজরে পড়ে।"

কারলাক বলিল, "বটে? তা সে পরে দেখা যাইবে; এই কুঠুরীর কোন্ স্থানে তুমি বিছানা পাতিয়া শুইতে—সেই যায়গাটা আমাকে আগে দেখাইয়া দাও।"

কারলাক সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটা কলুঙ্গীর উপর জ্বলন্ত বাতিটা রাখিয়া দিল। তাহার পর সে অগ্নিকুণ্ড রাখিবার যায়গাটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল; এবং উভয় হস্ত পকেটে পুরিয়া,—বাঘ যে ভাবে সম্মুখস্থ শিকারের দিকে চাহিয়া থাকে, সেই ভাবে মার্সালের মুখের দিকে চাহিল।

মার্সাল ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটি স্থান আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল। কারলাক সেই সময় তাহার ঠিক পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে পকেট হইতে হাত দুখানা বাহির করিয়া মার্সালের ঘাড় সজোরে চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার পিঠে প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করিয়া সেই কুঠুরীর মেঝের উপর তাহাকে চিৎ করিয়া ফেলিল; কিন্তু তাহার গলা ছাড়িল না, দুই হাতে তাহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া অশ্বারোহণের ভঙ্গীতে তাহার বুকের উপর বসিয়া পড়িল।

মার্সালের নড়িবার শক্তি রহিল না; তাহার মনে হইল তাহার বুকের উপর বিশ মণ পাথর চাপিয়াছে! সে ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; কিন্তু গলা দিয়া কথা বাহির হইল না, একটা অস্ফুট

ঘড়-ঘড় শব্দ হইল মাত্র। সে কারলাককে বুকের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কারলাক তাহার টুঁটিতে এরূপ জোরে চাপ দিল যে, তাহার শ্বাসরুদ্ধ হইল। তাহার উভয় চক্ষু ঠেলিয়া বাহির হইল; সে মুখব্যাদন করিয়া দুই একবার শ্বাস গ্রহণের চেষ্টা করিল। তাহার পর তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

সেই মুহূর্তে মেজর গ্রিয়ার অত্যন্ত ব্যগ্র ভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; সে বাতির আলোকে দেখিল—কারলাক দুই হাতে ভূতলশায়ী মার্সালের গলা টিপিয়া-ধরিয়া তাহার বুকের উপর যেন ঘোড়ায় চড়িয়া বসিয়া আছে; আর মার্সাল হা করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে।

কারলাকের সেই ভীষণ মূর্ত্তি ও মার্সালের শোচনীয় দুর্দ্দশা দেখিয়া গ্রিয়ার স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; সে মহা পাপিষ্ঠ ও অত্যন্ত নিষ্ঠুর হইলেও ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া স্খলিত স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি কি উহাকে মারিয়া ফেলিলে?—এই মতলবেই কি উহাকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিয়াছিলে?—ছিঃ,—এমন কাজও করে!"

কারলাক তখন হাঁপাইতেছিল; মার্সালের মত জোয়ানকে পরাস্ত করিয়া হতচেতন করিতে তাহারও পরিশ্রম অল্প হয় নাই। গ্রিয়ারের কথা শুনিয়া কারলাক মার্সালের গলা ছাড়িয়া দিয়া, তাহার বুকের উপর হইতে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল; এবং কোন কথা না বলিয়া নত নেত্রে মার্সালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গ্রিয়ার ভৎর্সনার স্বরে বলিল, "তুমি করিলে কি? আমি ত তোমাকে প্রথমেই বলিয়াছিলাম, আমি কোন রকম খুনোখুনী কাণ্ডের মধ্যে নাই। তুমি তখন বলিয়াছিলে—সে সকল কিছু করিতে হইবে না। তোমার সেই অঙ্গীকার কোথায় থাকিল? অতিরিক্ত লোভ করিতে গিয়া সকল কাজ নষ্ট করিলে!"

কারলাক বিরক্তি ভরে বলিল, "তুমি যে ভয়েই মারা গেলে! ভয়ের কোন কারণ নাই। এই বোকাটা আমার মতলব বুঝিতে না পারিয়া আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল; আমার ইচ্ছা ছিল—উহাকে এইখানে কয়েদ করিয়া রাখিব; কিন্তু হতভাগাটা সহজে আত্মসমর্পণ করিত না, তাই উহার গলা টিপিয়া ধরিয়া—"

গ্রিয়ার বলিল, "এমন চাপ দিয়াছ যে, উহার প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়িবার যোগাড়!—এখন কি করিয়া এ ঝুঁকি সাম্‌লাইবে?"

"কোন চিন্তা নাই বন্ধু! কারলাকের কোন কাজে গলদ থাকে না।"—বলিয়া কারলাক মার্সালের সংজ্ঞাহীন দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, উভয় হস্তে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, এবং অতবড় জোয়ানটাকে অবলীলাক্রমে তুলিয়া কাঁধে লইল। তাহার পর সে বাতিটার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "ওটা তুলিয়া লইয়া আমার আগে আগে নীচে চল। মার্সালের চেতনা-সঞ্চার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। জ্ঞান হইবার পর এই ছুঁচোটা কোন কৌশলে পলাইতে না পারে—শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করা চাই। এই হতভাগা জহরত-গুলা কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা এখনও জানিতে পারি নাই; যেরূপে হউক—উহার সাহায্যে সেই গোপনীয় স্থানটি আবিষ্কার করিতে হইবে। জহরতগুলার সন্ধান না হওয়া পর্য্যন্ত—"

কথাটা শেষ না করিয়া কারলাক গ্রিয়ারের মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষ পাত করিয়াই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল।—সেই কটাক্ষে গ্রিয়ারের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল; তাহার মনে হইল এই পিশাচ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না! গ্রিয়ার আর কোন কথা না বলিয়া সূত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ অগ্রসর হইল। তাহার হাতের বাতিটা পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল।

কারলাক মার্সালকে ঘাড়ে লইয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল। অচিরে কার্য্যসিদ্ধি হইবে—এবিষয়ে তাহার আর বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না। সে উত্তেজিত স্বরে গ্রিয়ারকে বলিল, "কাপুরুষ!—অত কাঁপিতেছ কেন? তোমার এত ভয়?—এত দিন যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই সুযোগ আপনা হইতে আসিয়াছে। সম্মুখে আর কোন বাধা বিঘ্ন নাই; এখন হাতের গ্রাস মুখে তুলিতে যে বিলম্ব!"

গ্রিয়ার মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু হাতের গ্রাস মুখে পুরিবার পূর্ব্বেও কখন কখন হাত হইতে খসিয়া পড়ে!"

গ্রিয়ারের কথা শুনিয়া বিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে থাকিয়া হাসিলেন!

——

পঞ্চম উচ্ছ্বাস

সাভরির সহিত মিঃ ব্লেকের সাক্ষাৎ

হান্‌সা হোটেলের ধূমপানের কক্ষে বসিয়া নীল সার্জ্জের পোষাক-পরা একটি ভদ্রলোক ধূমপান করিতেছিলেন। সেই সময় হোটেলের একজন ভৃত্য মিঃ ব্লেককে সেই কক্ষে রাখিয়া প্রস্থান করিল। মিঃ ব্লেক ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনিই কি কাপ্তেন সাভরি?"

পেণ্টউড কারাগারের অধ্যক্ষ বলিলেন, "হাঁ, আমারই ঐ নাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার নাম রবার্ট ব্লেক। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে মার্সাল-সংক্রান্ত গুপ্তরহস্যের তদন্তভার লইতে অনুরোধ করিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কাপ্তেন সাভরির আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে এই হোটেলের বারান্দায় বসিয়া যে ব্যক্তিকে চা পান অসমাপ্ত রাখিয়া উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন —সেই ব্যক্তিই যে ইনি—এবিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সেই মুখ, সেই চোখ, সেইরূপ ভাবভঙ্গি; মিঃ ব্লেক হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে কাপ্তেন সাভরির মুখভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না।

কাপ্তেন সাভরি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হাত বাড়াইয়া মিঃ ব্লেকের করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই সুখী হইলাম, মিঃ ব্লেক! আমার মনে হইতেছে, আপনার সহিত পূর্ব্বে কোথাও আমার দেখা হইয়াছিল। বোধ হয় আপনি কি একটা কাজে একবার পেণ্টউড কারাগারে গিয়াছিলেন; সেই সময় আপনাকে দেখিয়া থাকিব।— ঐ চেয়ারখানায় বসুন।"

মিঃ ব্লেক উপবেশন করিলে কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "আপনার পানের জন্য কোন রকম—"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "না থাক; আমার অভ্যর্থনার জন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমি ত বলিয়াছি—সরকারী কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

কাপ্তেন সাভরি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয় পুলিশের কাছেই মার্সাল-সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়াছেন; কিন্তু আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। ইহা আমারই দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি বলিব? মার্সালকে লইয়া আমি বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস ছিল—মার্সাল কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সাধু ভাবে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে; এখন দেখিতেছি, আমি অপাত্রে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলাম!"

মিঃ ব্লেক এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, "হাঁ, আমি পুলিশ-সুপারিনটেনডেণ্টের নিকট সকল বিবরণ শুনিয়াছি।"

সাভরি বলিলেন, মার্সালের সঙ্গে আমার একবার দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল। তাহার মতলব কি, তাহা আমি এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! আমি স্কটল্যাণ্ডে গিয়া শুনিয়াছিলাম সে না কি বলিয়াছিল—গত শুক্রবার সে আমার নামে একখানা পত্র পাঠাইয়াছিল; সেই পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, একথাও না কি সে শপথ করিয়া বলিয়াছিল! কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে এরকম মিথ্যা কথা কেন বলিল—তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য! আমি সে সময় এখানে ছিলাম না। আমি সে দিন পোর্টস্‌মাউথে ছিলাম, ইহা সপ্রমাণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। আমি এখানে থাকিলাম না, অথচ এখানে বসিয়া তাহার পত্র পাইলাম! এরূপ অসঙ্গত কথা কে বিশ্বাস করিবে?"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পুনর্ব্বার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু মার্সাল খুব জোর করিয়াই বলিয়াছে আপনি সেদিন এখানেই ছিলেন, এবং তাহার পত্র আপনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি সে দিন পোর্টস্‌মাউথে ছিলেন বলিতেছেন; অবশ্য আপনার কথা অবিশ্বাস করা সঙ্গত না হইলেও, আপনি যে তখন হোটেলে উপস্থিত ছিলেন না, এরূপ ক্ষেত্রে ইহা সপ্রমাণ করাই বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত।"

কাপ্তেন সাভরি কি বলিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই। আপনি সেদিন পোর্টস্‌মাউথে ছিলেন—ইহা সপ্রমাণ করা আপনার পক্ষে কতদূর সহজ হইবে—তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু মার্সাল যে সত্য কথা বলিয়াছে—ইহার একাধিক সাক্ষী বর্ত্তমান! আমিই স্বয়ং সেই সকল সাক্ষীর একজন; কারণ আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি মার্সালের সেই পত্র গত শুক্রবার অপরাহ্ণে এখানে প্রেরিত হইয়াছিল,—এবং—এবং আপনি স্বহস্তে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন!"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাপ্তেন সোজা হইয়া বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন, বিস্ময় ও বিরক্তিভরে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি নীরস স্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম না! আপনি কি বলিতে চান—গত শুক্রবার অপরাহ্নে আমি এই হোটেলে উপস্থিত ছিলাম, এবং মার্সাল যে পত্র লিখিয়াছিল তাহা আমিই লইয়াছিলাম,—ইহা আপনি সে সময় এখানে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছি; আমি ভিন্ন অন্য লোকও ইহার সাক্ষী আছে, সে কথাও বলিয়াছি। আপনি কি সেই পত্র পান নাই বলিতেছেন ?

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমি জানিতাম আমার নিকট ঐরূপ একখানি পত্র আসিবে কিন্তু তাহা আমার হস্তগত হয় নাই; অথচ আপনি আমাকে তাহা লইতে দেখিয়াছেন! এ কি রহস্য, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি একটা আর্দ্দালীকে ডাকিয়া হোটেলের ছোকরা-খানসামাটাকে (Page boy) এখানে পাঠাইয়া দিতে বলিবেন কি ?"

কাপ্তেন সাভরি তৎক্ষণাৎ বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় অঙ্গুলিস্পর্শ করিলেন, টুং-টুং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; মিনিটখানেক পরে একজন আর্দ্দালী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কাপ্তেন তাহাকে বলিলেন, "যে ছোকরা আফিস হইতে আমাদের চিঠিপত্রাদি ঘরে ঘরে দিয়া যায়—তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দাও; বিলম্ব না হয়।"

আর্দ্দালী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে হোটেলের চাপ্‌ডাস-আঁটা একটি বালকভৃত্য সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরিকে বলিলেন, "আমি উহাকে আমার ইচ্ছামত প্রশ্ন করিতে পারি কি ?"

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে।"

মিঃ ব্লেক সেই বালকভৃত্যকে বলিলেন, "গত শুক্রবার বিকালে প্রায় চারিটার সময় বারান্দায় বসিয়া অনেকে চা পান করিতেছিলেন; সেই সময় তুমি একখানি চিঠি ট্রের উপর রাখিয়া সেই স্থানে লইয়া গিয়াছিলে—এ কথা তোমার স্মরণ আছে কি ?"

বালক বলিল; "হাঁ হুজুর! সে কথা আমার বেশ মনে আছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি পত্রের মালিককে তাহা দেওয়ার জন্য, মালিক যে ঘরে বাস করেন—সেই ঘরের নম্বর হাঁকিয়া তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিয়াছিলে ?"

বালক বলিল, "হাঁ হুজুর! যাঁহার পত্র তাঁহার ঘরের নম্বর হাঁকিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কত নম্বর, তোমার স্মরণ আছে কি ?"

বালক বলিল, "হাঁ, আমার বেশ মনে আছে। সেই পত্রের মালিক ৫৫নং ঘরে থাকেন বলিয়া আমি সেই ঘরের নম্বর হাঁকিয়াছিলাম; আমার কথা শুনিবামাত্র উনি হাত বাড়াইয়া সেই পত্রখানি লইলেন।"—সে কাপ্তেন সাভরিকে দেখাইয়া দিল।

কাপ্তেন সাভরি তাহার কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সেই পত্র আমাকে দিয়াছিলে ? মিথ্যা কথা! আমি শুক্রবার বৈকালে হোটেলে দূরের কথা, লণ্ডনেই ছিলাম না; তবে তুমি সেই পত্র আমাকে দিলে কিরূপে ?"

বালক কাপ্তেন সাভরির নিকট তাড়া খাইয়া ঘামিয়া উঠিল। সে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস না করিলেও অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, সত্য কথা বলিয়া সে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। তিনি তৎক্ষণাৎ কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি উহার কথায় বিরক্ত হইবেন না কাপ্তেন। ও বেচারা মিথ্যা কথা বলে নাই; সে কথার আলোচনা পরে হইবে, আগে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া উহাকে বিদায় করি।"

অনন্তর তিনি বালকটিকে বলিলেন, "সে সময়ের কথা তোমার যা মনে আছে, বল ত শুনি।"

বালক কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি মিথ্যা কথা বলি নাই হুজুর! গত শুক্রবার বিকালে আপনি বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছিলেন, পত্রখানা ৫৫নং ঘরের বাসাড়ের পত্র, আমার মুখে এই কথা শুনিয়াই আপনি পত্রখানা হাতে লইলেন; তাহার পর বাকি চাটুকু না খাইয়াই পত্রখানা হাতে লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।—এ সকল কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে হুজুর।"

কাপ্তেন সাভরি সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "ফের মিথ্যা কথা? বেটা বেহেড্ মাতাল!"

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরির মন্তব্যে কর্ণপাত না করিয়া বালকটিকে বলিলেন, "আচ্ছা বাপ, তুমি এখন যাইতে পার।"

বালক তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে পলাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাপ্তেন সাভরিকে গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "এই ছোকরা যাহা যাহা বলিয়া গেল—তাহাই যে প্রকৃত ঘটনা, আমি স্বয়ং তাহার সাক্ষী। নিজের চক্ষু কর্ণকে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারে না; সুতরাং বলা বাহুল্য, এই খানসামার কথা আমি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য।"

কাপ্তেন সাভরি হতবুদ্ধির ন্যায় মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, এই সকল কথা এরূপ অসঙ্গত ও অসম্ভব যে, আমি ক্ষেপিয়াছি কি আপনারা ক্ষেপিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! আমি সত্যই বলিতেছি, হাঁ ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি গত শুক্রবার অপরাহ্ণ তিনটার সময় পোর্টস্মাউথে ছিলাম, পরদিন অর্থাৎ শনিবারে এই হোটেলে ফিরিয়া আসি। এ অবস্থায় শুক্রবার অপরাহ্ণে আমি এই হোটেলের বারান্দায় বসিয়া চা খাইতে খাইতে ঐ ছোঁড়াটার হাত হইতে পত্র লইয়াছিলাম—ইহা কি সত্য বা সম্ভব হইতে পারে? এ যে অত্যন্ত অবিশ্বাস্য, অসম্ভব কথা! আমার কথা সত্য, ইহা সপ্রমাণ করিতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। এই হোটেলের হলে যে আর্দ্দালী থাকে, সে আমার ব্যাগ লইয়া ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিল। সে জানে আমি সেই ট্যাক্সিতে ওয়াটারলু ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। আমার এ কথা সত্য কি না, তাহা তাহাকে দিয়াই সপ্রমাণ করিব, দয়া করিয়া আমার সঙ্গে চলুন।"

কাপ্তেন সাভরি মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া হলের দিকে চলিলেন। মিঃ ব্লেক বড়ই ধাঁধায় পড়িলেন। কাপ্তেন সাভরির কথা শুনিয়া, তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং নির্ভীক সত্যবাদী বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; মিথ্যা কথা বলিয়া ধরা পড়িলে লোকে যেরূপ দমিয়া যায়—কাপ্তেন সাভরির কথায় বা ব্যবহারে তাহার চিহ্ন মাত্র ছিল না! মিথ্যা কথা বলিয়া ধরা পড়িলে মানুষের চোখ মুখের ভাব কিরূপ হয়—তাহা মিঃ ব্লেকের অজ্ঞাত ছিল না, কেহ সাধু সাজিয়া তাঁহার চোখে ধূলা দিতে পারিত না। কাপ্তেন সাভরিকে কপট বলিয়া বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; অথচ এই ব্যাপারের মূলে কোন রহস্য আছে কি না, তাহাও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

হল-ঘরের একপ্রান্তে হলের আর্দ্দালী একখানি টুলের উপর বসিয়া ছিল। কাপ্তেন সাভরি হানলা হোটেলের সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন, এবং তিনিও হোটেলের কর্ম্মচারী ভৃত্য সকলকেই চিনিতেন, কারণ কার্য্যোপলক্ষে যখনই তিনি লণ্ডনে আসিতেন, তখনই এই হোটেলেই বাসা লইতেন, লণ্ডনে আসিয়া অন্য কোন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না।

কাপ্তেন সাভরি সেই আর্দ্দালীর সম্মুখে আসিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; কাপ্তেন তাহাকে বলিলেন, "দেখ ব্রিগ্স! তোমাকে আমার একটা সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।—আশা করি তুমি সত্য কথা বলিবে। গত শুক্রবারে আমি কি করিয়াছিলাম তাহা তুমি জান; আর এই কয় দিনের মধ্যে বোধ হয় তাহা ভুলিয়াও যাও নাই। সেই কথাগুলি এই ভদ্রলোকটিকে বল; ইনি তাহা শুনিতে চাহেন।"

আর্দ্দালী ব্রিগ্স বিস্মিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "হাঁ, গত শুক্রবারের কথা আমার বেশ মনে আছে। কাপ্তেন গত শুক্রবার মধ্যাহ্ন কালে পোর্টস মাউথ এক্সপ্রেস্ ট্রেণ ধরিবার জন্য হোটেল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন; আমি উঁহার ব্যাগটা লইয়া গিয়া ট্যাক্সিতে তুলিয়া দিলে উনি ট্যাক্সিতে উঠিলেন, এবং শীঘ্র ওয়াটালু ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ট্যাক্সিওয়ালাকে আদেশ করিলেন, ইহাও শুনিতে পাইলাম। তাহার পর দেখি সেই দিনই বেলা দুইটার সময় উনি খালি হাতে হোটেলে ফিরিয়া আসিলেন!"

আর্দ্দালীর কথার শেষ অংশটুকু শুনিয়া কাপ্তেন সাভরি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "সে কি! তুমি যে বড়ই অদ্ভুত কথা বলিতেছ ব্রিগ্স! সেই দিন বেলা দুটোর সময় আমাকে তুমি খালি-হাতে হোটেলে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়াছিলে? কি আশ্চর্য্য!"

কাপ্তেন সাভরিকে বিচলিত দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি এখন উহার কথায় বাধা দিবেন

না, উহার যাহা বলিবার আছে তাহা আগে উহাকেই বলিতে দিন।”

ব্রিগ্‌স কাপ্তেনের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে বলিল, “এই কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি সব কথা ভুলিয়া গিয়াছেন! আপনি সেই দিন বেলা ছুটোর সময় খালি হাতে হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার ব্যাগ ষ্টেশনে রাখিয়া একখানা চিঠির জন্য ফিরিয়া আসিলেন; সেই দিন বৈকালে আপনার চিঠি পাইবার কথা ছিল। সেই চিঠি আসিবামাত্র আফিস-ঘরের কেরাণী তাহা আপনাকে পাঠাইয়া দিলেন। আপনি তখন ঐ বারান্দায় বসিয়া চা খাইতেছিলেন, সেই চিঠি হাতে লইয়াই আপনি বাহিরে চলিলেন। —এ সকল কথা কি আপনার স্মরণ নাই?”

ব্রিগ্‌সের কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাভরি বিস্মিত স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাহার পর মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া হতাশ ভাবে বলিলেন “কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, না, ক্ষেপিয়া গিয়াছি?”

মিঃ ব্লেক কাপ্তেনের কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, “চলুন, একবার বাহিরে যাই।”

কাপ্তেন সাভরি মিঃ ব্লেকের সহিত নিঃশব্দে হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; পথে আসিয়া তিনি মিঃ ব্লেককে বলিলেন, “এ সকল কি ব্যাপার মিঃ ব্লেক! আমি ইহার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি সেদিন আমি পোর্টস্‌ মাউথে গিয়াছিলাম, ষ্টেশন হইতে আমি নিশ্চয়ই সেই দিন হোটেলে ফিরিয়া আসি নাই, শনিবার আমি সেখান হইতে ফিরিয়াছি। কোন লোক একই সময়ে ছুই স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারে না।”

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরির সহিত দেখা করিতে আসিবার সময় মনে করিয়াছিলেন কাপ্তেনই মিথ্যাবাদী, তিনি মার্সালকে প্রতারিত করিবার জন্য তাহার পত্রের কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু কাপ্তেনের কথা শুনিয়া, তাঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া, মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল কাপ্তেনই কাহারও ষড়যন্ত্রে প্রতারিত হইয়াছেন। কে কি উদ্দেশ্যে কাপ্তেনের বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছে —তাহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্লেককে নিস্তব্ধ দেখিয়া কাপ্তেন তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি যে কোন কথা বলিতেছেন না? আমার সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে বলুন। আপনি কি মনে করিতেছেন—আমি মার্সালের পত্র পাইয়া সে কথা অস্বীকার করিতেছি? আপনি কি সত্যই আমাকে এই রকম অপদার্থ, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন? কি বিড়ম্বনা!”

মিঃ ব্লেক কি বলিবেন স্থির করিতে পারিলেন না; তিনি অবনত মস্তকে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন।

কাপ্তেন সাভরি উত্তেজিত ভাবে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, “বলুন মিঃ ব্লেক! আপনি কি মনে করিয়াছেন আমি মার্সালের চোরা মাল গোপনে আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে তাহার চিঠি গাফ্‌ করিয়া সে কথা অস্বীকার করিতেছি?—এইরূপ দুরভিসন্ধিতেই কি আমি কৌশলক্রমে তাহার গুপ্ত কথা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম?—আমার সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা আপনি খুলিয়া বলুন। আপনার এই মৌন ভাব আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে!”

এই সকল কথা বলিবার সময় কাপ্তেনের হৃদয়ে কি প্রচণ্ড তুফান বহিতেছিল তাহা মিঃ ব্লেক তাঁহার কণ্ঠস্বরেই বুঝিতে পারিলেন; তাঁহার মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া মিঃ ব্লেক দুঃখিত হইলেন, এবং ধীরভাবে বলিলেন, “দেখুন কাপ্তেন, আমি সরলভাবে স্বীকার করিতেছি যে, অবস্থানুসারে ও সকল কথা শুনিয়া আপনাকেই সন্দেহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমার কথায় আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না,—কিন্তু আপনাকেই সন্দেহ করা সঙ্গত ও স্বাভাবিক মনে হইয়াছিল। আমি ঘটনাক্রমে সেই দিন অপরাহ্ণে হানুসা হোটেলে চা পান করিতে আসিয়া দেখিয়াছিলাম—খানসামটার নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া আপনি বাহিরে চলিলেন; সুতরাং সকল কথা আপনাকে অস্বীকার করিতে দেখিয়া কি করিয়া আপনাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করি?—তাহার পর সেই খানসামা এবং হোটেলের আর্দ্দালী ব্রিগ্‌স যে সকল কথা বলিল—তাহাও আপনি শুনিয়াছেন। এইখানেই আপনার বিরুদ্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা কিরূপ অকাট্য ও সাংঘাতিক, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারেন নাই?”

কাপ্তেন হতাশভাবে বলিলেন, “হাঁ, অত্যন্ত সাংঘাতিক! আমার মান সম্ভ্রম সুনাম সকলই নষ্ট হইতে বসিয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি

নিরপরাধ। নিরপরাধ হইয়াও আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিলাম!"

কাপ্তেনের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মিঃ ব্লেক সহানুভূতিভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

কাপ্তেন বিবর্ণ মুখে বলিলেন, "আপনি এ সম্বন্ধে যে সকল কথা জানিতে পারিয়াছেন, স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের লোকেরা তাহা সমস্তই জানে?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, আমার উপর এই ঘটনার রিপোর্ট লিখিবার ভার আছে; আমি সেই রিপোর্ট লিখিবার পূর্ব্বে এ সকল কথা তাহাদের নিকট প্রকাশ করিব না স্থির করিয়াছি। আমি এই ব্যপার সম্বন্ধে এখনও শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই; এবং আরও কিছু তদন্ত না করিয়া রিপোর্ট লিখিব না—ইহাই আমার সঙ্কল্প।"

কাপ্তেন সাভরি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ঈষৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে এখনও আমার কিঞ্চিৎ আশা আছে? আপনার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে—আপনার মনে কি একটা খট্‌কা বাধিয়াছে; আমার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পাইয়াও আপনার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছে—ভিতরে কোন রহস্য আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "দেখুন, আমি বহুকাল হইতে গোয়েন্দাগিরি করিতেছি; সাধু ও অসাধু বিস্তর লোকের সহিত সর্ব্বদা আমাকে মিশিতে হয়; এ জন্য মানুষ-চরিত্রে আমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে! মানুষ দেখিলেই সে কি প্রকৃতির লোক—তাহা আমি বুঝিতে পারি। আপনি যে কোন অন্যায় কাজ করিতে পারেন, আমি এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাভরি কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিলেন, এবং আবেগভরে বলিলেন, "ধন্যবাদ, মিঃ ব্লেক আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ! আপনার কথা শুনিয়া আমি মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। আমার প্রতি আপনার এই বিশ্বাসের কথা কখন ভুলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক তখনও পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন, কাপ্তেন সাভরি চিন্তাকুল চিত্তে নতমস্তকে তাঁহার অনুসরণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার মন দারুণ অবসাদে পূর্ণ, তাঁহার পদদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তিনি কোথায় পা ফেলিতেছেন—তাহা যেন তাঁহার বুঝিবার শক্তি ছিল না।

কাপ্তেন মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আপনি কি বুঝিয়াছেন, তাহা দয়া করিয়া আমাকে বলিবেন কি? এই ব্যাপারে আর কে জড়িত আছে? মার্সাল কাহারও সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া আমার সর্ব্বনাশের জন্য কোন রকম চাল চালিয়াছে বলিয়া কি আপনার সন্দেহ হয় না? পরমেশ্বর জানেন—আমি মার্সালকে সুপথে পরিচালিত করিবার জন্য কতদূর সচেষ্ট ছিলাম; শেষে সে আমারই সর্ব্বনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বসিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি এখনও কিছুই বুঝিতে পারি নাই, এবং কেবল অনুমানে নির্ভর করিয়া কাহাকেও সন্দেহ করা আমার অভ্যাস নহে। আমি আমার সহকারী স্মিথকে মার্সালের সন্ধান লইতে পাঠাইয়াছি; সে মার্সালের সন্ধান লইয়াই বাড়ী ফিরিবে না, সুযোগ পাইলে তাহার সহিত একটু আলাপ করিয়া আসিবে—এ আশাও আছে। আমি এখন বাড়ী ফিরিয়া যাইব। আপনার ইচ্ছা হইলে আমার সঙ্গে আসিতে পারেন। আপনি নিরপরাধ হইলে পরমেশ্বর আপনার মিথ্যা কলঙ্ক দূর করিবেন—ইহাই আমার বিশ্বাস। তিনি চির করুণাময়, কেহই তাঁহার চোখে ধূলা দিতে পারে না।"

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "আমিও ইহা বিশ্বাস করি; কিন্তু মানুষ মানুষের চোখে ধূলা দিয়া মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, আর নিরপরাধকেও সেজন্য দণ্ডভোগ করিতে হয়—ইহা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছি। হয় ত ইহাও আমাদের কৃতকর্ম্মের ফল!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া চলিতে লাগিলেন। কাপ্তেন সাভরি তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে—তাহার সঙ্গে মার্সালের যোগ আছে বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। সে তস্কর হইলেও, তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, সেই অভিজ্ঞতা বলেই আমি জোর করিয়া বলিতে পারি—সৎপথে থাকিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইবার জন্য তাহার আন্তরিক আগ্রহ হইয়াছিল; এই জন্যই আমি তাহাকে স্নেহ করিতাম। যদি সে সত্যই ভণ্ড হয় ও আমাকে প্রতারিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমি আর কাহাকেও বিশ্বাস করিব না।"

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তিনি তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন স্মিথ আরাম-কেদারায় বসিয়া ও টাইগারকে কোলের কাছে বসাইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইতেছে। সে কাপ্তেন সাভরিকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কাপ্তেন সাভরি স্মিথকে বলিলেন, "তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে—তুমি আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ।"

স্মিথ যেদিন মিঃ ব্লেকের সহিত হান্‌সা হোটেলে গিয়াছিল, সে দিন সে যেখানে বসিয়া চা পান করিতেছিল—তাহার ঠিক পাশের চেয়ারেই ছদ্মবেশী হ্যারি বসিয়াছিল; এ জন্য সে দিন স্মিথ তাহাকে মিঃ ব্লেক অপেক্ষাও ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। সেই চেহারা তাহার স্মরণ ছিল, সুতরাং কাপ্তেন সাভরিকে মিঃ ব্লেকের সঙ্গে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেও স্মিথের বিস্ময়ের কারণ ছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইনিই কাপ্তেন সাভরি, স্মিথ!"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আমিও তাহাই মনে করিতেছিলাম, চেহারাটা সেই রকমই বটে; কিন্তু ইনি কাপ্তেন সাভরি হইলে, সে দিন বৈকালে হান্‌সা হোটেলে যে কাপ্তেন সাভরিকে দেখিয়াছিলাম—ইনি তিনি নহেন!"

স্মিথের কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাভরি মনের আনন্দ গোপন করিতে পারিলেন না। তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "শুনুন মিঃ ব্লেক! আপনার সহকারী কি বলিতেছে শুনুন।—কিন্তু এ কথা বলিবার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেকও তাঁহার সহিত সমস্বরে বলিলেন, "তোমার এ কথা বলিবার কারণ কি স্মিথ?"

স্মিথ তাহার দক্ষিণ হস্ত কাপ্তেনের কানের দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, "ইঁহার কাণ ছোট এবং সুগঠিত; কিন্তু হান্‌সা হোটেলের বারান্দায় যে লোকটা আমার পাশে বসিয়া চা খাইতেছিল ও খানসামা ছোঁড়ার নিকট হইতে চিঠিখানা লইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল—তাহার কান দুটি বেজায় লম্বা। ইঁহার কাণে কত লোম দেখুন; কিন্তু তার সেই ফাজিল লম্বা কাণে আদৌ লোম ছিল না!"

স্মিথের কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাভরির মলিন মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি আবেগ ভরে বলিলেন, তোমার দৃষ্টিশক্তি কি তীক্ষ্ণ! পরমেশ্বর! নিরপরাধকে রক্ষা কর, আমার লজ্জা নিবারণ কর।"

কারলাক যতই বুদ্ধিমান ও ধূর্ত্ত হউক, পরমেশ্বর দুইজন লোকের অভিন্ন আকার দিয়াও যে একটু বৈষম্য রাখিয়া দিয়াছেন—তাহা সে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়াও ধরিতে পারে নাই। হ্যারি ট্রেভেলিনের চোখ, মুখ, চিবুক, নাসিকা, ভ্রু, প্রত্যেক অঙ্গের গঠন—কাপ্তেন সাভরির গঠনের অনুরূপ হইলেও উভয়ের কানের গঠনের পার্থক্য ছিল, বিশেষতঃ হ্যারির কানে লোম ছিল না। কাপ্তেন সাভরির এই বিশেষত্বটুকু কারলাকের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল। স্মিথ যে এই পার্থক্যটুকু লক্ষ্য করিয়াছিল, ইহাও বোধ হয় পরমেশ্বরেরই ইঙ্গিত। নিরপরাধ বিপন্নকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি কাহাকে দিয়া কি করান—তাহা মানুষের বুঝিবার শক্তি নাই!

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরিকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া বলিলেন, "স্মিথের কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমি দূরে ছিলাম বলিয়া যাহা লক্ষ্য করি নাই, স্মিথ নিকটে থাকায় তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। আমি নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিতে পারি—কিন্তু স্মিথের চক্ষুকে অবিশ্বাস করি না। এখন আমি বিশ্বাস করিলাম—অন্য কোন লোক, যে কারণেই হউক, আপনার ছদ্মবেশে সে সময় হোটেলের বারান্দায় বসিয়া ছিল। না, আমার আর কোন সন্দেহ নাই। আপনি পোর্টস্‌মাউথে প্রস্থান করিবার পর সেই জাল কাপ্তেনটা হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল; সে আপনার সেই পত্রখানিরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা হস্তগত করিয়াই সে হোটেল হইতে চম্পট দান করিয়াছিল। হাঁ, ইহা ষড়যন্ত্রেরই ফল বটে! আপনার বিরুদ্ধে কি একটা গভীর ষড়যন্ত্র হইয়াছে—তাহা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ সকল কথার আলোচনা পরে হইবে, এখন বল কি করিয়া আসিলে? যে কাজে তোমাকে পাঠাইয়াছিলাম—তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছ কি?—মার্সালের সন্ধান পাইয়াছ?"

স্মিথ মার্সালের সন্ধানে বাহির হইয়া কোথায় গিয়াছিল, এবং কি কৌশলে মার্সালের ঘরে ঢুকিয়া তাহার সহিত আলাপ করিয়াছিল—তাহা সে সবিস্তারে মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। মার্সাল স্মিথকে যে সকল কথা বলিয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহা

অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিলেন, এবং তিনি বুঝিলেন, মার্সাল অকপটচিত্তেই তাহার মনের ভাব স্মিথকে খুলিয়া বলিয়াছে।

কাপ্তেন সাভরি স্মিথকে বলিলেন, "মার্সালের কথা শুনিয়া কি তোমার মনে হইল—আমি তাহাকে প্রতারিত করিয়াছি বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছে ?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, এইরূপই তাহার বিশ্বাস। সে ত আমাকে সে কথা স্পষ্টই বলিয়াছে। আপনার উপর তাহার যে রকম রাগ দেখিলাম—আপনাকে হাতে পাইলে সে বোধ হয় আপনার মাথা ছিঁড়িয়া ফুটবল খেলে! মার্সাল আপনাকে অবিশ্বাস করিলে বা আপনাকে প্রতারিত করিবার ইচ্ছা করিলে সে অপহৃত জহরতগুলি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে—সে কথা নিশ্চয়ই আপনাকে লিখিত না। সে মুক্তিলাভ করিয়াই গুপ্তস্থান হইতে সেই জহরতগুলি বাহির করিয়া আনিয়া, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশও বিক্রয় করিত; এইভাবে কিছু নগদ টাকার সংস্থান করিয়া লইয়া সে দেশান্তরে চম্পটদান করিত; কিন্তু আপনার প্রতি তাহার গভীর বিশ্বাস থাকায় সে আপনার হস্তেই সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। সে বেচারাকে যেরূপ ঘরে বাস করিতে দেখিলাম, সে যেরূপ অবস্থায় আছে—তাহাতে তাহাকে নিতান্ত সংস্থানহীন বলিয়াই মনে হইল। তাহার হাতে কিছুই সম্বল নাই। সুতরাং জহরতগুলি সে জেলে যাইবার পূর্ব্বেই যেখানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—সেইখানেই আছে, এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ নাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোমার তদন্তের ফল আশাতীত সন্তোষজনক হইয়াছে স্মিথ! কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া মনে হইতেছে—রহস্যটা অধিকতর জটিল হইয়া উঠিয়াছে! আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি—মার্সাল সরলভাবে অঙ্গীকার পালন করিয়াছে, কাপ্তেন সাভরিও তাহাকে প্রতারিত করেন নাই; সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি উঁহাদের উভয়কেই প্রতারিত করিয়া জহরতগুলা কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই লোকটা কে? এ কাহার ষড়যন্ত্র ?"

কিন্তু কাপ্তেন সাভরি মিঃ ব্লেকের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না; টমলিনস্ গোপনে যে খেলা খেলিয়াছিল—তাহা তাঁহার জানিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং তাহা তাঁহার ধারণাতীত।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে বসিয়া মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত কাপ্তেন সাভরি ও স্মিথের সহিত এই বিষয় লইয়া পরামর্শ করিলেন। রাত্রি একটার পর কাপ্তেন মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল—মিঃ ব্লেক পরদিনই মার্সালের সহিত দেখা করিবেন, এবং কাপ্তেন সাভরিকেও মার্সালের সহিত দেখা করিতে হইবে।

কিন্তু পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক মার্সালের বাসায় গিয়া দেখিলেন মার্সাল সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছে! মিঃ ব্লেক ও স্মিথ পালা করিয়া তিন দিন দিবারাত্রি সেই বাড়ীর উপর দৃষ্টি রাখিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল শ্রম বৃথা হইল, মার্সাল সে বাসায় আর ফিরিয়া আসিল না। মার্সাল তাহার বান্ধবের সন্ধানে গিয়া কারলাকের ফাঁদে পড়িয়াছে—ইহা তিনি জানিতে পারিলেন না।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস

গ্রিয়ারের হৃৎকম্প

মেজর গ্রিয়ার ক্রোধে ক্ষোভে অভিভূত হইয়া বলিল, "রাস্কেলটা কি ভয়ানক অবাধ্য, সে ভাঙ্গিবে তবু নত হইবে না! কোন প্রকারেই তাহাকে কায়দা করিতে পারা গেল না? আমি ত হাল ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার সহিষ্ণুতায় আর কুলাইতেছে না! এখন তুমি কি করিবে মনে করিতেছ ?"

গ্রিয়ার তাহাদের নূতন বাসার সম্মুখস্থ পথে কারলাকের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে মার্সালের অবাধ্যতার কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। কেহ তাহাদিগকে দেখিলে পাছে চিনিতে পারে—এই ভয়ে তাহারা দিবাভাগে ঘরের বাহিরে আসিতে সাহস করিত না; সারা দিন ঘরে বসিয়া থাকিয়া তাহারা হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, এই জন্য সন্ধ্যার অন্ধকারে তাহারা পথে আসিয়া পায়চারি করিতেছিল।

গ্রিয়ারের কথা শুনিয়া কারলাক বক্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল; অন্ধকারে সে তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও কথা শুনিয়া তাহার মনের ভাব সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল। মার্সাল নিদারুণ উৎপীড়নেও গুপ্তকথা প্রকাশ না করায় কারলাকও

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে গ্রিয়ারের মত অধীর বা অসংযত হয় নাই; কার্য্যোদ্ধারের বিলম্ব হইলেও কারলাক তাহার মানসিক উৎকণ্ঠা ও অসন্তোষ গোপন রাখিতে পারিত।—সে গ্রিয়ারের মন্তব্য শুনিয়া কোন কথা বলিল না।

মেজর গ্রিয়ার পুনর্ব্বার অধীর স্বরে বলিল, "আমরা তিনটি দিন বৃথা নষ্ট করিলাম, কোন কাজ হইল না! কার্য্যোদ্ধারে আমাদের যতই বিলম্ব হইতেছে—বিপদ যে ততই ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে, ইহা কি বুঝিতে পারিতেছ না?"

কারলাক বলিল, "তুমি অনর্থক ভয় পাইতেছ মেজর!—আমরা এখানে ছদ্মবেশে বাস করিতেছি—এ সন্ধান কেহই জানিতে পারিবে না। জহরত-গুলা কোথায় লুকান আছে—এ কথা মার্সাল ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। সে কাপ্তেন সাভরিকে এই বাড়ীর সন্ধান দিয়া যে পত্র লিখিয়াছিল—তাহাও আমাদের হস্তগত হইয়াছে। শেষে মার্সাল আমাদের হস্তে বন্দী হইয়াছে; সুতরাং তাহার গুপ্ত সংবাদ অন্য কোন লোকের জানিবার সম্ভবনা নাই। মার্সাল বড়ই একগুঁয়ে, সে জহরতগুলা এই বাড়ীর কোন্ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছে তাহা বলিতে সম্মত নহে। সে কিছুতেই মুখ খুলিতেছে না দেখিয়া তুমি অধীর হইয়া উঠিয়াছ, কিন্তু আমি আশা ত্যাগ করি নাই; সে মুখ খুলিবে, জহরতগুলা সে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু সহজে ইহা হইবার নহে;—এখন আর একটা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায়—মার্সালকে অনাহারে রাখিয়া জব্দ করা।—উহার আহার বন্ধ করিলে পেটের জ্বালায় গুপ্তকথা প্রকাশ করিবে। অনাহারে রাখা অবাধ্য লোককে বশীভূত করিবার অমোঘ অস্ত্র! আজ বৈকালে দেখিলাম বেটা ভারি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে; সে ঝাঁঝ আর নাই। তুমি আর কিছু কাল ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সবুরে মেওয়া ফলিবে।"

গ্রিয়ার বলিল, "বহুৎ সবুর করা গিয়াছে, মেওয়ার আশায় আর অধিক কাল সবুর করিতে আমার আগ্রহ নাই; যদি রাস্কেলটা অনাহারে থাকিয়াও আর দুই চারি দিন পেটের কথা বাহির না করে—তাহা হইলে কত দিন এই অন্ধকূপে ধরণা দিয়া পড়িয়া থাকিব? তাহা অপেক্ষা কথাটা যাহাতে তাহার মুখ দিয়া চট্‌পট্ বাহির হয়—সেই উপায় অবলম্বন কর। আমার ইচ্ছা হইতেছে উহার জিভ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলি, বেটা শয়তান!"

কারলাক হাসিয়া বলিল, "তাহা হইলে তাহার মুখ হইতে কথাটা বাহির করিয়া লইবার আর কোন আশা থাকিবে না। আমি যে উপায় বলিলাম—উহাই মুখ খুলাইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।"

যে রাত্রে মার্সাল কারলাক ও গ্রিয়ারের কবলে নিপতিত হইয়াছিল, তাহার পর দুই দিন চলিয়া গিয়াছে।—তৃতীয় দিন সায়ংকালে তাহাদের এই আলোচনা চলিতেছিল। এই তিন দিন ধরিয়া কারলাক ও গ্রিয়ার জহরতের সন্ধানে দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়াছে, কোন স্থান খুঁজিতে বাকি রাখে নাই; কিন্তু সম্ভব ও অসম্ভব সকল স্থানে খুঁজিয়াও তাহারা ফললাভ করিতে পারে নাই। তাহাদের সকল শ্রম বিফল হইয়াছে—ইহা সেই অট্টালিকার ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ থাকিয়াও মার্সাল বুঝিতে পারিয়াছিল; সে জানিত গুপ্ত-স্থানের সন্ধান সে না দিলে কাহারও সাধ্য নাই—জহরতগুলি হস্তগত করিতে পারে। কিন্তু মার্সাল প্রাণ গেলেও সে কথা প্রকাশ করিবে না—প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। এরূপ তস্কর অনেক আছে—যাহাদের বুক বাঁশ দিয়া ডলিলেও তাহারা বামাল কোথায় রাখিয়াছে সে কথা পুলিশের নিকট প্রকাশ করে না। মার্সালও সেই প্রকৃতির তস্কর। যদি সে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কষ্টসহ না হইত, তাহা হইলে কারাগারে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বেই পুলিশের হস্তে অঙ্গসেবা লাভ করিয়া সে কথা প্রকাশ করিত।

সেই দিন রাত্রি আটটার সময় মার্সালের বাস-কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হইল। মার্সাল খাটিয়ার উপর পড়িয়া চোখ বুজিয়া তাহার দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছিল; দ্বার খুলিবার শব্দে সে চাহিয়া দেখিল—কারলাক একটি বাতি লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছে।

কারলাক বাতিটা মেঝের উপর বসাইয়া রাখিয়া মার্সালের মাথার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বাতির আলোকে সে মার্সালের ম্লান মুখ ও কোটরগত চক্ষুর দিকে চাহিল।

কারলাক মিনিট-দুই নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া নীরস স্বরে বলিল, "ওরে বোকা! বুদ্ধির দোষে কেন এত কষ্ট পাইতেছিস্? এখনও বল—আমার আদেশ পালনে রাজী আছিস্ কি না।"

মার্সাল ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমার এক কথা। যা আগে বলিয়াছি, তা ছাড়া আমার আর কোন কথা বলিবার নাই দোস্ত! আমি এখানে পড়িয়া

থাকিয়াই তোমার মতলব টের পাইয়াছি; তুমি যে কি চিজ, তাহাও আমার জানিতে বাকি নাই; কিন্তু আমি কি চিজ, তা এখনও বুঝিতে পার নাই! বুঝিতে পারিলে আমাকে যখন তখন এ ভাবে বিরক্ত করিতে আসিতে না। আমি প্রথমে তোমার ব্যবহারে আশ্চর্য্য বোধ করিয়াছিলাম; কিন্তু ক্রমে সবই বুঝিতে পারিয়াছি—এখন আমার আর কিছুই আশ্চর্য্য ঠেকিতেছে না।"

কারলাক পকেটে হাত পুরিয়া টোটাভরা পিস্তল বাহির করিল, এবং মার্সালের শয্যাপ্রান্তে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পিস্তলটা তাহার দিকে বাগাইয়া ধরিল।

মার্সাল মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া বসিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "গুলী করিবার ভয় দেখাইয়া আমাকে কাবু করিবে? আমি বিশ্বাস করি নরহত্যায় তোমার আপত্তি নাই। মানুষের প্রাণ আর কীট-পতঙ্গের প্রাণ তোমার কাছে সমান বটে; কিন্তু ইহাও জানি তুমি আমাকে ভয় দেখাইতে আসিয়াছ, গুলী করিয়া আমাকে হত্যা করিবে না। হাঁ, ইচ্ছা থাকিলেও হত্যা করিবে না; কারণ তাহা হইলে তোমার সকল আশায় ছাই পড়িবে।"

কারলাক বুঝিতে পারিল—সে বড় কঠিন লোকের পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছে; লোকটা প্রায় তাহারই জোড়া! (who was almost his match) মার্সাল তাহার ন্যায় চতুর ও ফন্দীবাজ না হইতে পারে, কিন্তু সে কাহারও নিকট নতি-স্বীকার করে না; তাহাকে বশীভূত করা অসম্ভব!

কারলাক একটু নরম হইয়া বলিল, "সবই বুঝিয়াছ বলিলে! কি বুঝিয়াছ বল ত শুনি, শুনি।"

মার্সাল বলিল, "তোমরা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছ—তাহা প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও এই কয়দিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমি বোকামী করিয়া তোমার ফাঁদে ধরা দিয়াছি বটে, কিন্তু গোড়াতেই আমার একটু ভুল হইয়াছিল। যদি কাপ্তেন সাভরি তোমাদের এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিত, তাহা হইলে এই কয়দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারও তাহাকে দেখিতে পাইতাম। সুতরাং বুঝিয়াছি সে তোমাদের ষড়যন্ত্রে নাই, তাহাকে বাদ দিয়াই তোমরা কাজ হাসিল করিবার ফিকির করিয়াছ!"

কারলাক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "এখন আমার একটা কথা শোন মার্সাল! এ পর্য্যন্ত আমরা তোমার প্রতি তেমন কোন দুর্ব্ব্যবহার করি নাই, কি বল?"

মার্সাল বলিল, "হাঁ, চূড়ান্ত রকম সদ্ব্যবহার করিয়াছ! সদ্ব্যবহারের নমুনা দেখিয়া আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।"

কারলাক ক্রোধে মুখ লাল করিয়া ধমক দিয়া বলিল, "মুখ সামাল করিয়া কথা বল্ বেয়াদপ! বেশী গোলমাল করিলে ভাল হইবে না। জানিস্ এখানে তোকে রক্ষা করিবার জন্য তোর মা বাপ কেহই নাই? তুই আমার মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিস্—তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছিস? আমি ইচ্ছা করিলে এই মুহূর্ত্তেই এক গুলীতে তোর মাথা হইতে মগজ বাহির করিয়া দিতে পারি, তা বুঝিতে পারিস্ নাই?"

মার্সাল প্রদীপ্ত-নেত্রে কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ ভয় ত অনেক বারই দেখাইয়াছ, কৈ—এখন পর্য্যন্ত ত গুলী করিতে পারিলে না! পিস্তল ত হাতেই আছে, আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, আমার আত্মরক্ষা করিবার শক্তি নাই—তাহাও জান; গুলী করিয়া মারিতে কে তোমাকে নিষেধ করিতেছে? পিস্তলের ঘোড়া টিপিয়া সব শেষ করিয়া দাও না, দেখি তোমার কথায় ও কাজে কি রকম মিল আছে।—আমাকে গুলী করিলে তোমার সকল ষড়যন্ত্র, সকল পরিশ্রম, ডাক্তারের দোকান খুলিয়া বসিবার ভণ্ডামী—সকলই বৃথা হইবে, তাহা কি তুমি জান না? তুমিও জান, আমিও জানি, তবে ন্যাকামী করিয়া লাভ কি?—কেবল ভয় দেখাইয়া কাজ গুছাইতে চাও?—তা হইবে না বন্ধু! আমি সে রকম বান্দা নই।"

কারলাক মার্সালের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। রাগ হইলে তাহার কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না।—সে পিস্তলটা হাতে লইয়াই মার্সলের উপর লাফাইয়া পড়িল এবং বাঁ-হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

মার্সাল বোধ হয় ইচ্ছা করিয়াই কারলাককে রাগাইয়া দিয়াছিল, এবং এই ভাবে আক্রান্ত হইবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল; কারণ কারলাক মার্সালের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই মার্সাল উঠিয়া বসিয়াছিল। কারলাক মার্সালের উপর লাফাইয়া পড়িয়া গলা টিপিয়া ধরিবামাত্র মার্সাল তাহাকে বুকের উপর লইয়াই চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং দুই হাত বাড়াইয়া কারলাকের হাতের পিস্তলটা দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিল।

কারলাকের আশঙ্কা হইল—মার্সাল হয় ত পিস্তলের নল ঘুরাইয়া তাহার মুখের উপর বাগাইয়া ধরিয়া ঘোড়া টিপিবে। মার্সাল সেরূপ করিলে পিস্তলের গুলী মুহূর্ত্ত মধ্যে কারলাকের চিবুক বিদীর্ণ করিয়া মস্তিষ্কে প্রবেশ করিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার পঞ্চত্ব লাভ হইত; কিন্তু মার্সাল সেরূপ চেষ্টা না করিয়া পিস্তলের নলটা সেই কক্ষের দেওয়ালের দিকে ঘুরাইয়া দিল। কারলাক মাসালের উভয় হস্তের মুঠার ভিতর হইতে পিস্তলটি টানিয়া লইবার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বেই—মার্সাল একই সময়ে পিস্তলের দুই ঘোড়াই টিপিয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে 'দুড়ুম' 'দুড়ুম' শব্দে গুলী বাহির হইয়া দ্বারের বিপরীত দিকের প্রাচীরে বিদ্ধ হইল! কারলাক তৎক্ষণাৎ পিস্তলটা মার্সলের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া, তাহার গলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং সরোষে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি কি ক্ষেপিয়াছ?—এ রকম পাগলামি কেন করিলে? তোমার মতলব কি?"—পিস্তলের নলের মুখনিঃসৃত নীলাভ ধূম তখনও সেই কক্ষের বায়ু-তরঙ্গে ভাসিতেছিল।

মাসাল খটিয়ার উপর শুইয়া-পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল; সে কারলাকের প্রশ্নের উত্তর দিল না। মুহূর্ত্ত পরে সে সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ্ পদ-শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার পর সবেগে তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিয়া মেজর গ্রিয়ার হাঁপাইতে হাঁপাইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল! তাহার চোখে মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট; সে কারলাককে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "হঠাৎ পিস্তলের আওয়াজ শুনিলাম! ব্যাপার কি?"

সেই মুহূর্ত্তে মার্সাল উঠিয়া-বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কাপ্তেন গ্রিয়ারের মুখের দিকে চাহিল, এবং হর্ষোৎফুল্ল ভাবে সোৎসাহে বলিল, "এবার ধরা পড়িয়াছ! মেজর তুমি? আর তোমার লুকোচুরী চলিবে না। আমি বুঝিয়া ছিলাম—আমার কোন জানা-শুনা লোক এই ষড়যন্ত্রের ভিতর আছে, সে আড়ালে বসিয়া হাত খেলাইতেছে! কিন্তু জানতাম না তুমি—পেণ্টউড জেলখানার সাবেক কর্ত্তা মেজর গ্রিয়ারই সেই লোক! তাজ্জব ব্যাপার বটে!—অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হইল, মেজর গ্রিয়ার! মেজাজ সরিফ?"

মার্সাল কি উদ্দেশ্যে পিস্তলটা জোর করিয়া ধরিয়া ওভাবে আওয়াজ করিয়াছিল—কারলাক এইবার তাহা বুঝিতে পারিল। মাসাল যে এরূপ ধূর্ত্ত, ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। গ্রিয়ার মার্সালের কথা শুনিয়া কি বলিবে—কি করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া মার্সাল বড় আমোদ বোধ করিল। আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "গ্রিয়ার, মুখোস খুলিয়া তুমি রোজগারের খুব সোজা পথ ধরিয়াছ! তুমি রাজ্যের যত চোর ডাকাতের কর্ত্তা ছিলে; তাহারা যে পথে চলিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার চেষ্টা করিত, তুমি তাহাদের মোড়ল হইয়া এমন মজার ব্যবসাযের লোভ ছাড়িয়া দিবে—এ কি একটা কথা? তা, তোমার এই কীর্ত্তির কথা লোকে যখন জানিতে পারিবে—তখন চারি দিকে তোমার সুনাম জাহির হইবে; জেলখানার কয়েদীরা তোমাকে তাহাদের দলে পাইয়া ভারি খুসী হইবে! জেলখানার বড় কর্ত্তা পায়ে বেড়ী পরিয়া আমাদের দলে ভিড়িবে, কি মজা!"

গ্রিয়ার দেখিল সে মাসালের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে! মার্সাল দুর্দ্দান্ত ও দুর্ম্মুখ কয়েদী বলিয়া গ্রিয়ার জেলখানাতেও তাহাকে ভয় করিত; সেই মার্সাল আজ জানিতে পারিল—সে দস্যুদলভুক্ত, পরধন হরণের জন্য দস্যুর সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত!—গ্রিয়ার আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; মার্সালকে সেই স্থানেই হত্যা না করিলে তাহার কলঙ্ক প্রচার অনিবার্য্য বুঝিয়া, সে মার্সালকে আক্রমণ করিবার জন্য খাটিয়ার দিকে সবেগে অগ্রসর হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কারলাক জলন্ত বাতিটা সেই কক্ষের মেঝের উপর বসাইয়া রাখিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইবার সময় তাহার পায়ের ধাক্কায় বাতিটা উল্টাইয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল।

সেই ক্ষুদ্র কক্ষ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবামাত্র মার্সাল বিদ্যুৎবেগে তাহার খাটিয়া হইতে নামিয়া পড়িল, এবং গুড়ি মারিয়া খাটিয়ার তলা দিয়া মুক্তদ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

গ্রিয়ার তখন রাগে কাঁপিতেছিল; বাতিটা নিবিলেও সে দিকে সে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মার্সালের শয্যার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং অন্ধকারে খাটিয়ার উপর উপুড় হইয়া দুই হাত বাড়াইয়া মার্সালকে খুঁজিতে লাগিল।—মার্সাল তখন দ্বার অতিক্রম করিয়া সিঁড়ির উপর আসিয়া পড়িয়াছে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষ হইতে পলায়নের এরূপ উৎকৃষ্ট সুযোগ মাসাল নিশ্চয়ই ত্যাগ করিবে না—

ইহা বুঝিতে পারিয়া কারলাকও অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মার্সালের পলায়নে বাধা দেওয়ার জন্য, দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার সঙ্কল্পে এক লাফে মার্সালের শয্যা-প্রান্তে উপস্থিত হইল, এবং খাটিয়ার উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া হাত বাড়াইতেই এক জোড়া পা তাহার হাতে ঠেকিল!—সে তৎক্ষণাৎ পা-দুখানি দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া সজোরে মোচড়াইতে আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য, সেই পা-দুখানি গ্রিয়ারের পা! গ্রিয়ার যে শয্যায় উপুড় হইয়া পড়িয়া মার্সালকে খুঁজিতেছিল, কারলাক ইহা বুঝিতে পারে নাই। কারলাক গ্রিয়ারের পা-দুখানি চাপিয়া ধরিয়া প্রচণ্ড বেগে মোচড় দিতেই গ্রিয়ার ভাবিল মার্সালই তাহাকে এই ভাবে আক্রমণ করিয়াছে!—সে অতিকষ্টে কাত হইয়া বসিয়া কারলাকের মাথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, এবং বাঁ-হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অন্য হাতে তাহার পিঠে গুমাগুম কিল মারিতে লাগিল! দুই চারিটা কিল খাইয়া কারলাক গ্রিয়ারের পা-দুখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং হুঙ্কার দিয়া বলিল, "বেটা চোর! এখনই তোকে 'রেলিং' ডিঙ্গাইয়া নীচে ফেলিয়া দিব; দেখি কে—"

কারলাকের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই গ্রিয়ার চিৎকার করিয়া বলিল, "আরে! থাম, থাম; আমি মার্সাল নই! আমাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছ কেন? ভাবিয়াছিলাম আমি মার্সালকে ধরিয়া কিলাইতেছি। সে তুমি!"

কারলাক তৎক্ষণাৎ গ্রিয়ারকে ছাড়িয়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি?—তবে মার্সাল কোথায়? সে নিশ্চয়ই অন্ধকারে চম্পট দিয়াছে।"—কারলাক তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির দিকে ফিরিল।

মার্সাল সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলায়ন করিতেছিল—একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে যে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল—তাহা কাঠের সিঁড়ি। বহুদিনের পুরাতন সিঁড়ির তক্তাগুলা জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মার্সাল তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে একটি ধাপে যেমন সজোরে পা ফেলিয়াছে—তৎক্ষণাৎ সেই তক্তার মধ্যস্থল 'মচাং' শব্দে দুপিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মার্সালের একখানি পা মচ্‌কাইয়া গেল; সে সেই ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া নীচের ধাপে উল্টাইয়া পড়িল।

সিঁড়ির পচা তক্তা মচ্‌কাইবার শব্দ কারলাকের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র প্রকৃত ব্যাপার সে বুঝিতে পারিল; সে মার্সালকে ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, এবং মার্সাল উঠিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া পলায়ন করিবার পূর্ব্বেই কারলাক অন্ধকারে দৌড়াইয়া আসিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তখন সেই সিঁড়ির উপর দুইজনে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল; তাহার পর দুইজনেই সিঁড়ি দিয়া গড়াইতে আরম্ভ করিল; অবশেষে 'ধপাস্' করিয়া একটা শব্দ হইল; মার্সাল সবেগে মেঝের উপর ছিট্‌কাইয়া পড়িল এবং তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত লাগিল।—কারলাক মার্সালের বুকের উপর থাকায় তাহার শরীরে তেমন আঘাত লাগিল না।

মার্সাল আঘাত-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াই নিস্তব্ধ হইল; কারলাক তাহার নিস্পন্দ দেহ ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অন্ধকারে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "গ্রিয়ার, উপরে আছ কি?"

গ্রিয়ার সিঁড়ির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "হাঁ, আছি। ব্যাপার কি?—কি হইয়াছে? ছুঁচোটা পলাইতে পারে নাই ত?"

কারলাক বলিল, "না। তুমি শীঘ্র নামিয়া এস; কিন্তু সাবধানে নামিবে; সিঁড়ির মধ্যের একটা ধাপের তক্তা মচ্‌কাইয়া গিয়াছে, সেই ধাপে জোরে পা দিও না।"

গ্রিয়ার রেলিং ধরিয়া প্রত্যেক ধাপ পরীক্ষা করিতে করিতে নীচে নামিয়া আসিল এবং কারলাকের অদূরে দাঁড়াইয়া পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হইয়াছে? অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না!—সেই শয়তানটা কোথায়?"

কারলাক বলিল, "বাঁ-ধারের দেওয়ালে যে সেল্‌ফটা আছে, তাহার উপর ম্যাচ-বাক্স ও বাতি আছে; তাহা লইয়া আগে আলো জ্বাল।—আমার এখান হইতে নড়িবার উপায় নাই; শিকার হাত-ছাড়া হইলে আর তাহাকে ধরিতে পারিব না।"

গ্রিয়ার বলিল, "ভয়ানক অন্ধকার! আমার কি চোখ জ্বলিতেছে যে সেল্‌ফের কাছে যাইব?"

কারলাক বলিল, "অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে যাও; কাজটা তেমন শক্ত নয়। জান ত সেল্‌ফটা দরজার পাশেই দেওয়ালে আঁটা আছে।'

গ্রিয়ার কয়েক মিনিটের চেষ্টায় সেল্‌ফের নিকট

উপস্থিত হইল, এবং দেশলাই সংগ্রহ করিয়া বাতি জ্বালিল।—সেই কক্ষ আলোকিত হইলে সে দেখিল সিঁড়ির সর্ব্বনিম্নস্থ সোপানের অদূরে মেঝের উপর মার্সাল চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে!—কারলাক মার্সালের নিস্পন্দ দেহের পাশে দাঁড়াইয়া সাগ্রহে আলোকের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

গ্রিয়ার প্রজ্বলিত বাতিটা হাতে লইয়া কারলাকের নিকট সরিয়া আসিল, এবং মার্সালের প্রসারিত দেহের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "অক্কা পাইয়াছে না কি? নড়ে-চড়ে না যে!"

কারলাক বলিল, "বাতিটা উহার মুখের কাছে ধর। আছে কি মরিয়াছে পরীক্ষা করিয়া দেখি।"

গ্রিয়ার মার্সালের দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাতিটা তাহার পাকা দাড়ির কাছে ধরিল, তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। কারলাক মার্সালের জামার ভিতর হাত পূরিয়া দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল তাহার বক্ষের স্পন্দন রহিত হয় নাই; নাকের কাছে হাত রাখিয়া বুঝিতে পারিল অতি ধীরে শ্বাস বহিতেছে।

কারলাক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, মরে নাই; বাঁচিয়া আছে বটে, তবে পড়িবার সময় মাথায় জোরে আঘাত লাগায় মূর্চ্ছিত হইয়াছে; খানিক পরেই বোধ হয় জ্ঞান হইবে। শয়তানটা আমাদের চোখে ধূলা দিয়া চম্পট দিয়াছিল আর কি! ভাগ্যে সিঁড়ির তক্তাখানায় পা মচ্‌কাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। আর উহাকে পলাইতে হইবে না।"

কারলাকের কথা শেষ হইবার মুহূর্ত্ত পরেই অদূরে কাহার পদশব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া কারলাক ও গ্রিয়ার উভয়েই ত্রস্ত ভাবে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। সিঁড়ির ঘর হইতে হলঘরে যাইবার যে দ্বার ছিল, সেই দ্বারের নিকট তাহারা একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল।—এই রমণী তাহাদের অপকর্ম্মের সহযোগিনী জুয়ানিটা:

জুয়ানিটার হাতে একটা ল্যাম্প ছিল; সে দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া সিঁড়ির ঘরের দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কোন বিপদের আশঙ্কা নাই ত সিনর!"

কারলাক জুয়ানিটার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তাহার ল্যাম্পটা টানিয়া লইয়া বলিল, "না, ভয়ের কোন কারণ নাই, জুয়ানিটা! তুমি এখন তোমার কাজে যাও।"

জুয়ানিটা মার্সালের নিশ্চল দেহের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিল। তখন কারলাক গ্রিয়ারকে বলিল, "ইহাকে কোন নিরাপদ স্থানে কয়েদ করিয়া রাখিতে হইবে; তুমি উহাকে তুলিয়া লইয়া আমার সঙ্গে চল।"

কয়েক দিন অর্দ্ধাহারে থাকিয়া এবং নানাপ্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিয়া মার্সালের দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছিল; গ্রিয়ারও বিলক্ষণ বলবান্ পুরুষ। কারলাকের ইঙ্গিতে সে মার্সালকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া অবলীলাক্রমে কাঁধে তুলিয়া লইল। সিঁড়ির ঘরের অন্য পাশে একটি ক্ষুদ্র কুঠুরী ছিল, সেই দিকেই তাহার একটি মাত্র দ্বার, অন্য দিকে দ্বার বা একটিও জানালা ছিল না। এই কুঠুরীটি চোর কুঠুরী; পূর্ব্বে ইহা গুদাম রূপে ব্যবহৃত হইত। কারলাক ল্যাম্পটা হাতে লইয়া, রুদ্ধদ্বার খুলিয়া সেই কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ করিল। গ্রিয়ার মার্সালের সংজ্ঞাহীন দেহ ঘাড়ে ফেলিয়া কারলাকের অনুসরণ করিল।

কারলাক বলিল, "আমরা উহাকে এই কুঠুরীতেই কয়েদ করিয়া রাখিব। আমরা সর্ব্বদাই ত নীচের ঘরে থাকি, সুতরাং উহার উপর দৃষ্টি রাখিবার অসুবিধা হইবে না।"

সেই কক্ষের এক প্রান্তে একটা লম্বা কাঠের বাক্স ছিল; বাক্সটা বহুদিন হইতে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল। গ্রিয়ার কারলাকের ইঙ্গিতে মার্সালকে সেই বাক্সের উপর শয়ন করাইল; তাহার পর মার্সালের মুখের দিকে চাহিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "এইখানে পড়িয়া থাক্, বেটা শয়তান! আমাদের হাত হইতে পলাইবার চেষ্টা? এ যাত্রায় ত তোর পরিত্রাণ নাই।"

কারলাক গ্রিয়ারকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইয়া দিল।

তালার চাবিটা পকেটে ফেলিয়া কারলাক সেই স্থান ত্যাগ করিবে, এমন সময় গ্রিয়ার কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া ল্যাম্পের আলোকে দেখিতে পাইল—তাহার গালে রক্তের একটা দাগ লাগিয়া আছে। গ্রিয়ার বলিল, "ও কি! তোমার গালে রক্ত কেন?"

কারলাক গালে হাত দিয়া রক্তটুকু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "মার্সালের সহিত জড়াজড়ি করিয়া সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া পড়িবার সময় গাল ছড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইয়াছিল দেখিতেছি! এই দাগটা

আজিকার এই ঘটনার কথা অনেক দিন স্মরণ করাইয়া দিবে।"

গ্রিয়ার গম্ভীর স্বরে বলিল, "আজিকার এই ঘটনার কথা কেন, আমাদের এই ষড়যন্ত্রেরও উহা স্মৃতিচিহ্ন। আমার মনে হইতেছে, এই ষড়যন্ত্রে যোগদান না করাই আমার উচিত ছিল। এই একগুঁয়ে বদমায়েসটা আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে! বড়ই দুশ্চিন্তার কথা। আমি যে এখন কি করিব —তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

গ্রিয়ার মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া চিন্তাকুল চিত্তে পুনর্ব্বার বলিল, "একটা কাজ করা দরকার; হাঁ, তাহা করিতেই হইবে। মার্স াল অতঃপর জীবিত অবস্থায় এই বাড়ীর বাহিরে যাইতে না পারে— তাহার ব্যবস্থা করাই চাই। আমি নরহত্যার পক্ষপাতী নহি; কিন্তু আমার মান সম্ভ্রম, সুনাম ও চাকরী বজায় রাখিবার জন্য এ রকম দুই পাঁচটা লোককে জীবন্ত কবর দিতেও আমার আপত্তি নাই। আমি তোমার কুকর্ম্মের সহযোগী—ইহা মার্স াল স্বচক্ষে দেখিয়াছে, সুতরাং উহাকে মরিতেই হইবে। তোমার মত লোকের সঙ্গে যে ষড়যন্ত্র করিতে পারে—ভদ্র সমাজে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় নাই।"

কারলাক বিদ্রূপ ভরে বলিল, "হাঁ, তুমি অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে; এই জন্যই তুমি দাঁও মারিবার লোভে আমার সঙ্গে—

গ্রিয়ার বলিল, "থাম ভাই! সে সকল কথার আর দরকার নাই; তখন জানিতাম না যে, চারি দিক হইতে নানা রকম বিঘ্ন আসিয়া জুটিবে, তাহা অতিক্রম করিবার জন্য আর একটা দুষ্কর্ম্ম করিতেই হইবে।"

কারলাক বলিল, "কুকর্ম্মের মজাই ঐ! ছিপ্নি দেখিয়া আগাইয়াছিলে, এখন কোঁৎকা দেখিয়া পিছাইলে চলিবে না। এখন চল বসিবার ঘরে যাই, জরুরী পরামর্শ আছে।"

কারলাক মেজর গ্রিয়ার সহ উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দেখ গ্রিয়ার! আমি আজ রাত্রেই লণ্ডনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখানে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা আমার জানা দরকার। আমি আমার সহকারীর কাছে তার পাঠাইয়াছি; রাত্রি নয়টার সময় আমার মোটর এখানে আসিয়া পৌঁছিবে; সুতরাং আর অধিক বিলম্ব নাই। আমি যে কয়দিন লণ্ডন হইতে এখানে ফিরিয়া না আসি—সে কয়দিন তোমাকে এখানে একা থাকিতে হইবে।"

কারলাকের কথা শুনিয়া কি একটা অজ্ঞাত ভয়ে মেজর গ্রিয়ারের মুখ শুকাইয়া গেল; সে উৎকণ্ঠিত ভাবে কারলাকের মুখের দিকে চাহিল।

গ্রিয়ার ভয় পাইয়াছে বুঝিয়া কারলাক তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই; তুমি কোন বিপদে পড়িবে না। যদি কেহ এখানে আসিয়া আমার খোঁজ করে— তাহা হইলে তুমিই ডাক্তার ডাগ্‌মার বলিয়া তাহার নিকট নিজের পরিচয় দিবে। আমি জুয়ানিটাকে বলিয়া যাইব, কেহ দেখা করিতে আসিলে সে দরজা খুলিয়া প্রথমে তাহার পরিচয় লইবে; তাহার পর সন্দেহের কোন কারণ না থাকিলে তুমি আগন্তুকের সহিত দেখা করিবে।"

কারলাক ডাক্তারের ছদ্মবেশে সেই বাড়ীতে বাস করিতে আসিবার পর দুই জন লোক ডাক্তার ডাগ্‌মারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল, বোধ হয় চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু কারলাক তাহাদের সহিত দেখা করিয়া জানাইয়াছিল—বাড়ীঘর মেরামত শেষ না হইলে সে কোন রোগীর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে না, তাহার ঔষধ পত্রাদি সমস্ত তখন পর্য্যন্ত গুছাইয়া লওয়া হয় নাই—ইত্যাদি।—আগন্তুকদ্বয় তাহার বাড়ী-ঘরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছিল।

কারলাকের কথা শুনিয়া গ্রিয়ার কি বলিবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া কারলাক হাসিয়া বলিল, "তোমার সাহস হইতেছে না? ডাক্তারী বিদ্যায় আমি যে তোমার চেয়ে বেশী ওস্তাদ নই, তা ত জান। এই বিদ্যা লইয়া যদি আমি ডাক্তার ডাগ্‌মার বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারি—তাহা হইলে তুমিই বা পারিবে না কেন? যদি হঠাৎ কোন রোগী আসিয়া পড়ে—তাহা হইলে কি বলিয়া তাহাকে বিদায় করিতে হইবে—তাহাও তোমার অজ্ঞাত নহে।"

গ্রিয়ার হাঁ—না, কোন কথাই বলিল না; ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল। কারলাকের কথার প্রতিবাদ করিবার সাহস থাকিলে সে দৃঢ়তার সহিত তাহার এই ঘৃণিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিত, তাহাকে সেখানে

একাকী রাখিয়া কারলাককে লণ্ডনে যাইতে দিতে অসম্মত হইত; কিন্তু কারলাকের চরিত্রে এমন একটু বিশেষত্ব ছিল যে, গ্রিয়ার তাহার কথায় প্রতিবাদ করিতে পারিত না; কারলাক তাহাকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিত। কারলাকের প্রভাবে তাহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। কাচ-পোকা তেলা-পোকাকে ধরিলে তেলাপোকার যে অবস্থা হয়, কারলাকের কবলে পড়িয়া গ্রিয়ারেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল। দুই এক মিনিট পরে সে মুখ তুলিয়া হতাশভাবে কি দুই একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

কারলাক বলিল, "তুমি কি বলিতে চাও, স্পষ্ট করিয়া বল; ঠোট-নড়া দেখিয়া তোমার মনের ভাব কিরূপে বুঝিব?"

গ্রিয়ার ক্ষীণস্বরে বলিল, "যদি লণ্ডনে তোমার কোন জরুরি কাজ থাকে—তাহা হইলে তোমাকে ত নিষেধ করিতে পারি না; কিন্তু আমি তোমাকে মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি—আমার এখানে একা থাকিতে একটুও সাহস হইতেছে না! তুমি লণ্ডনে চলিয়া যাইবার পর—এখানে যদি হঠাৎ কোন ফ্যাসাদ বাধিয়া যায়—তাহা হইলে সেজন্য আমার দোষ দিতে পারিবে না।"

কারলাক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "না, কোন ফ্যাসাদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই; কেবল একটা ভয়ের কথা এই যে, পাছে কেহ জানিতে পারে মার্সালকে এখানে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে! কিন্তু এই আশঙ্কাও অমূলক; মার্সাল ও আমরা দুইজন ভিন্ন এই পাড়ো-বাড়ীর রহস্য আর কেহই জানে না। কেমন, এ কথা কি সত্য নহে?"

গ্রিয়ার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না বটে, কিন্তু আর একজন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিত।

এইরূপ ধারণা কারলাকের আর একটা ভুল! কারলাকের বিশ্বাস ছিল, মার্সাল অপহৃত জহরত-গুলি কোন বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—এ সংবাদ অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করে নাই, সে তাহা সম্পূর্ণ গোপন করিয়াছিল। কারলাক জানিত না যে, মার্সাল তাহার নব-পরিচিত ও তাহার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন একটি চতুর যুবকের নিকট কথায় কথায় এই বাড়ীটার সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল। কারলাকের এই অজ্ঞতা বশতঃই তাহার সতর্কতাপূর্ণ ও অপূর্ব্ব কৌশল-পরিচালিত অনিন্দ্য সুন্দর ষড়যন্ত্রটি সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল!

মেজর গ্রিয়ার চেয়ারে বসিয়া অবনত মস্তকে সেইদিন সায়ংকালের সকল ঘটনার কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল। হঠাৎ পথের দিক হইতে মোটর ইঞ্জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দ তাহার কর্ণ-গোচর হইল। গ্রিয়ার সেই শব্দে চমকিয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের পার্শ্বস্থ বাতায়নের নিকট গিয়া সম্মুখবর্ত্তী বাগানের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; সেই বাগানের ধার দিয়াই রাজ-পথ প্রসারিত।

গ্রিয়ার অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথে একখানি মোটর গাড়ীর সম্মুখস্থ দুইটি লণ্ঠনের তীব্র আলোকশিখা দেখিতে পাইল। সে দেখিল—মোটরখানি সেই অট্টালিকার দেউড়ীর বাহিরে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া গম্ভীর স্বরে দুইবার বংশীধ্বনি করিল। মিনিট-দুই পরে ফটক খুলিবার শব্দ হইল। গ্রিয়ার সেই শব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল কারলাক ফটক খুলিয়া পথে গিয়া সেই মোটরে উঠিয়া বসিল। মোটরের তীব্র আলোকে গ্রিয়ার কারলাকের দীর্ঘ দেহ স্পষ্ট দেখিতে পাইল। কারলাক মোটরে উঠিবার পর-মুহূর্ত্তেই মোটরখানি চলিতে আরম্ভ করিল, এবং চক্ষুর নিমেষে অদৃশ্য হইল।

গ্রিয়ার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাহার চেয়ারে গিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—শীঘ্রই তাহাকে কি একটা বিপদে পড়িতে হইবে। সেই অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তাহার মন অত্যন্ত দমিয়া গেল। পাপীর মনে কখন শান্তি থাকে না, এবং তাহাকে দিবারাত্রি উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়—ইহা বুঝিয়া কৃতকর্ম্মের জন্য তাহার মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল: কিন্তু তখন সে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিল, ইচ্ছা থাকিলেও আর ফিরিবার উপায় ছিল না। কারলাক তাহাকে অসহায় অবস্থায় একাকী ফেলিয়া রাখিয়া কি উদ্দেশ্যে লণ্ডনে চলিয়া গেল, তাহা জানিতে না পারায় তাহার ভয় ও উৎকণ্ঠা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; যতদিন কারলাক তাহার নিকটে ছিল—ততদিন তাহার মনে সাহস ছিল, তাহার বিশ্বাস ছিল—হঠাৎ কোন বিপদ ঘটিলে কারলাক বুদ্ধিবলে ফন্দী ফিকিরের সাহায্যে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে, এবং তাহাকেও রক্ষা

করিবে ; কারলাক প্রস্থান করিলে সে আপনাকে নিতান্ত অসহায় মনে করিতে লাগিল। নিজের শক্তি-সামর্থ্যে তাহার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না ; সে বিশ্বাস থাকিলে সে কারলাকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিত না।

দীর্ঘকাল চিন্তার পর গ্রিয়ার অস্ফুট স্বরে বলিল, "না, গতিক বড় ভাল বোধ হইতেছে না! কারলাককে লণ্ডনে যাইতে না দেওয়াই আমার উচিত ছিল।—আমি এখন এখন কি করি?"

গ্রিয়ার এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে ঘণ্টাখানেক কাটাইয়া দিল ; ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল।—সেই শব্দ শূন্যে বিলীন না হইতেই বহির্দ্বারে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল! গ্রিয়ার অস্ফুট স্বরে বলিল, "এত রাত্রে হঠাৎ কে দেখা করিতে আসিল?"—তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল।

গ্রিয়ার চেয়ার হইতে উঠিয়া দ্বারের নিকট সরিয়া গেল, এবং দ্বারের পাশে লুকাইয়া থাকিয়া কপাট ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া আগন্তুকের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিল।

সে আগন্তুককে দেখিতে পাইল না, তৎপরিবর্ত্তে কিন্তু দেখিল জুয়ানিটা চটি পায়ে দিয়া 'ফটাস্ ফটাস্' শব্দে হলঘর পার হইয়া বহির্দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। সে দ্বার খুলিবামাত্র কে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "ডাক্তার ডাগ্‌মার বাড়ীতে আছেন কি?"

গ্রিয়ার আগন্তুকের প্রশ্ন শুনিতে পাইল। জুয়ানিটা অস্ফুট স্বরে কি বলিল ; পরমুহূর্ত্তেই আগন্তুক জুয়ানিটার সঙ্গে হলঘরে প্রবেশ করিল। গ্রিয়ার অপ্রসন্ন মনে নিঃশব্দে দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাহার উপবেশন-কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং পাশের দরজা দিয়া আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। বাহিরের কোন লোক আসিলে তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ইহারই পার্শ্বস্থিত অন্য একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মুহূর্ত্ত পরে কাপ্তেন সাভরি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। জুয়ানিটা তাঁহার সঙ্গে সেই কক্ষের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল ; সে মনে করিয়াছিল গ্রিয়ার আগন্তুকের সহিত দেখা করিবার জন্য পূর্ব্বেই সেখানে আসিয়া বসিয়াছে ; কিন্তু কক্ষ শূন্য দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জুয়ানিটা অসাধারণ চতুরা ; সে বিস্ময় গোপন করিয়া কাপ্তেন সাভরিকে বলিল, "তাই ত! ডাক্তার এ ঘরে নাই দেখিতেছি।—তা, আপনি একটু অপেক্ষা করুন ; আমি তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিতেছি।"

কাপ্তেন সাভরি একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। জুয়ানিটা বাহির হইতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

কাপ্তেন সাভরি যে সময় হলঘরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময় গ্রিয়ার মেজর অন্য কক্ষ হইতে তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিয়াছিল। তাঁহাকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে সেখানে দেখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। অতঃপর সে কি করিবে তাহা হঠাৎ স্থির করিতে না পারিয়া নিঃশব্দে খিড়কীদ্বারে আসিল, এবং ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া সেই দ্বার খুলিয়া বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। বাগানের ভিতর দিয়া যে পথ ছিল, সেই পথ ধরিয়া সে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, চলিতে চলিতে সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "সর্ব্বনাশ হইল দেখিতেছি! এখন আমি করি কি? আমার মনে হইতেছিল—হঠাৎ কি একটা বিপদে পড়িতে হইবে। যা ভাবিয়াছি—তাই! সাভরি আমাকে এখানে দেখিতে পাইলে আর আমার পরিত্রাণ নাই। কি সঙ্কটেই পড়িলাম!"

কারলাক তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল, কেহ দেখা করিতে আসিলে সে যেন ডাক্তার ডাগ্‌মার বলিয়া নিজের পরিচয় দেয় ; কিন্তু কাপ্তেন সাভরির নিকট এ কৌশল খাটিবে না। সে সাভরির সুপরিচিত। পেণ্টউড কারাগারের অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণের সময় সে যে কাপ্তেন সাভরির হস্তেই কার্য্যভার সমর্পণ করিয়াছিল ; আর আজ সে তাঁহাকে বলিবে সে ডাক্তার ডাগ্‌মার!

চলিতে চলিতে গ্রিয়ার থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং মাথা নাড়িয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "না, এ বড়ই আশঙ্কার কথা! এত লোক থাকিতে কাপ্তেন সাভরি ডাক্তার ডাগ্‌মারের সন্ধানে আসিল কেন? আর এ বাড়ীর সন্ধানই বা সে কাহার নিকট পাইল? মার্সালকে এখানে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছে—তাহা কি সাভরি কোন সূত্রে জানিতে পারিয়াছে? গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে না কি? রকম-সকম আমার ত ভাল বোধ হইতেছে না। কারলাক লণ্ডনের দিকে পা বাড়াইতে না বাড়াইতেই এই বিভ্রাট! আমার যে আর পা উঠিতেছে না ; এখন যাই কোথায়? করিই বা কি? হায়, হায়, জহরতগুলার লোভে কেন কারলাকের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে গিয়াছিলাম?"

গ্রিয়ার পথ দিয়া চলিতে চলিতে মাঠে নামিয়া পড়িল, কয়েক গজ দূরে গুল্মরাশিপূর্ণ একটা জঙ্গল দেখিতে পাইয়া, সে সেই জঙ্গলের আড়ালে গিয়া তাহার পাশে পাশে চলিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে সে সেই জঙ্গল অতিক্রম করিয়া পুনর্ব্বার খোলা মাঠে পড়িয়াছে—এমন সময় অদূরে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল। সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গ্রিয়ার ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই একটা কৃষ্ণবর্ণ ছায়া যেন বিদ্যুদ্বেগে তাহার উপর আসিয়া পড়িল!—গ্রিয়ার সভয়ে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল ভূতের মত একটা মূর্ত্তি দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে! গ্রিয়ার ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার আততায়ীর মস্তকে প্রচণ্ড বেগে মুষ্ট্যাঘাত করিল; কিন্তু তাহার আততায়ী তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং তাহাকে সেই মাঠের মধ্যে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার বুকের উপর চাপিয়া বসিল, এবং তাহার পর দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

ভয়ে গ্রিয়ারের মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। সে আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাহায্য প্রার্থনায় চিৎকার করিবে, এমন সময় আর একজন ঝাপ করিয়া তাহার মাথার কাছে বসিয়া পড়িয়াই দুই হাতে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।—গ্রিয়ারের মুখ দিয়া আর কোন শব্দই বাহির হইল না! গ্রিয়ার দুইজন অপরিচিত বলবান ব্যক্তি দ্বারা এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া মুক্তি লাভের জন্য ধস্তাধস্তি করিতে লাগিল। গ্রিয়ারের দেহেও শক্তির অভাব ছিল না; কিন্তু সে একাকী দুইজন আততায়ীর বিরুদ্ধে কি করিবে? তাহারা তিন জনেই ঘাসের উপর গড়াইতে লাগিল। গ্রিয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আততায়িদ্বয়ের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না; ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া পড়িল; তাহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না, অবশেষে সে আততায়িদ্বয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল; এবং অসাড় ভাবে পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।

তখন তাহার আততায়িদ্বয় তাহাকে টানিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়াও সে পলায়নের চেষ্টা করিল না; তখন তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। তাহার আততায়িদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়, সে তাহার দুই হাত মোচড়াইয়া পিঠের দিকে আনিল, এবং দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধরিয়া রহিল। গ্রিয়ারের মনে হইল তাহার সেই মুষ্টি বজ্রের ন্যায় কঠিন; যেন তাহার উভয় হস্ত কে একত্র লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে!

এতক্ষণ পরে আততায়িদ্বয়ের একজন কথা কহিল। উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি খর্ব্বকায়, সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "কর্ত্তা! বেশ কায়দা করিয়া ধরিয়াছেন ত? ভদ্রলোকের মুখোসপরা বেটা বদমায়েসের ধাড়ী!"

দীর্ঘদেহ ভদ্রলোকটি বলিলেন, "হাঁ, স্মিথ! আমার হাত হইতে আর পলাইতে হইবে না।"

পাঠক পাঠিকা বুঝিয়াছেন—বক্তা মিঃ রবার্ট ব্লেক!

মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া গ্রিয়ারের বাহ্যজ্ঞান যেন ফিরিয়া আসিল। সে মাথা নাড়িয়া সক্রোধে বলিল, "কে তোমরা? ভদ্রলোককে পথের মধ্যে ধরিয়া এ রকম অত্যাচার করিবার কারণ কি? তোমরা আমার কাছে কি চাও?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে বাড়ী হইতে তুমি চোরের মত পলাইতেছিলে, চল আগে তোমাকে সেই স্থানে লইয়া যাই; তার পর আমরা কে, এবং তোমার কাছে কি চাই—তাহা জানিতে পারিবে।—আমরা কোন ভদ্রলোককে আক্রমণ করি নাই; তুমি ভদ্রলোক বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেছ! কিন্তু তুমি কিরূপ ভদ্রলোক—তা তুমিও জান, আমরাও জানি। এখন ভাল ছেলের মত তোমার আড্ডায় চল। তুমি যে দিক দিয়া পলাইয়া আসিয়াছ—সেই দিক দিয়াই আমরা তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে চাই।"

গ্রিয়ার সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "তোমরা গোয়েন্দা!" মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়াই সে বুঝিতে পারিল—তাহার আততায়িদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের বাড়ীর উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ কারলাককে মোটরে উঠিয়া চলিয়া যাইতেও দেখিয়াছিল। কারলাক তাহাকে একাকী রাখিয়া লণ্ডনে না যাইলে, তাহাকে হয় ত এ ভাবে বিপন্ন হইতে হইত না। তাহার সকল রাগ কারলাকের উপর গিয়া পড়িল! সে তাহাকে গাছে তুলিয়া দিয়া মৈ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে; আর তাহার নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই পুলিশের লোক, কিঞ্চিৎ উৎকোচ পাইলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না?—কিন্তু হঠাৎ সেরূপ প্রস্তাব করিতে তাহার সাহস হইল না। গোয়েন্দা দুটো তাহাদের ষড়যন্ত্রের কথা কতটুকু জানিতে পারিয়াছে—তাহাও জানিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল; কিন্তু সে কোন

কথা না বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। মিঃ ব্লেক তাহাকে 'পিছমোড়া' করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিলেন, স্মিথ তাহার পাশে পাশে চলিল। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যদি পলাইবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে হাত দুখানি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া যাইবে।"

চলিতে চলিতে গ্রিয়ারের মনে হইল—একটা হ্যাঁচ্‌কা টান দিয়া হাত দুখানা ছাড়াইয়া লইয়া পলায়নের চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি? একবার হাত ছাড়াইতে পারিলে অন্ধকারাচ্ছন্ন জঙ্গলের ভিতর হইতে তাহার আততায়িদ্বয় নিশ্চয়ই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না।—এইরূপ ফন্দী করিয়া গ্রিয়ার একটা হ্যাচকা টান দিয়া হাত দু'খানি ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সে ভীষণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহার হাতের কব্জির হাড় মট্‌-মট্‌ করিয়া উঠিল! লৌহ-বলয়ের সংঘর্ষণ সেই পেষণ অপেক্ষা অনেক বেশী মোলায়েম।

গ্রিয়ার খিড়কী-দ্বার ঠেলিয়া ধীরে ধীরে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল; তাহার পর কাপ্তেন সাভরি যে কক্ষে ডাক্তার ডাগ্‌মারের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, মিঃ ব্লেক ও স্মিথ সহ সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

সেই কক্ষের টেবিলের উপর একটা ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে কাপ্তেন সাভরি গ্রিয়ারকে তাঁহার সম্মুখে আসিতে দেখিয়া চেয়ার হইতে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! মেজর গ্রিয়ার এখানে? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?—মেজর! আপনি এখানে কোথা হইতে আসিতেছেন?"

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াই মিঃ ব্লেক গ্রিয়ারের হাত ছাড়িয়া ছিলেন; কিন্তু সে হঠাৎ পলায়নের চেষ্টা করিতে পারে ভাবিয়া তিনি স্মিথকে দ্বারের সম্মুখে পাহারায় রাখিয়া গ্রিয়ারের অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি কাপ্তেন সাভরির কথা শুনিয়া বলিলেন, "কাপ্তেন সাভরি, আপনি কি এই ভদ্রলোকটিকে চেনেন? উনি বলিতেছিলেন, উনি না কি বিশিষ্ট ভদ্রলোক!"

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "বলেন কি! আমি উঁহাকে চিনি না? উনি মেজর ম্যাল্‌কম গ্রিয়ার। আমি পেণ্টউড কারাগারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উনিই যে সেই কারাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। উনি যে বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এ বিষয়ে কি সন্দেহের কোন কারণ থাকিতে পারে?—তবে আমি উঁহাকে এখানে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি বটে; প্রথমে আমি নিজের চক্ষুকেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই, মনে হইতেছিল আমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি না কি!—কিন্তু এখন বিশ্বাস হইয়াছে—স্বপ্ন দেখি নাই, সত্যই উনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন!"

মেজর গ্রিয়ার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় গুঁজিয়া রহিল। নিষ্ফল আক্রোশে সে স্বয়ং দগ্ধ হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক আরও দুই এক পা সরিয়া আসিয়া বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া বলিলেন, "উনি পেণ্টউড কারাগারের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মেজর গ্রিয়ার? উঁহাকে চিনিতে আপনার ভুল হয় নাই ত? উনি এ বাড়ীতে কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

গ্রিয়ার দেখিল এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। ধরা পড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার পরিত্রাণের আশা নাই; মিথ্যা কথা বলিয়াও সে আগন্তুকদ্বয়ের সন্দেহ দূর করিতে পারিবে না। সুতরাং সে মিঃ ব্লেকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া কৌশলে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিল; চোখ মুখ লাল করিয়া সক্রোধে বলিল, "এ আপনাদের কি রকম অত্যাচার মশায়? কাপ্তেন সাভরি! আমি এই লোক দুটোকে চিনি না; উহারা বোধ হয় আপনারই আত্মীয়, বন্ধু, বা ঐ রকমই কিছু! সুতরাং উহারা আমার সহিত যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, সেজন্য আপনি আমার নিকট কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য।"

কাপ্তেন সাভরি সরল-প্রকৃতি নিরীহ ব্যক্তি; তিনি ধূর্ত্ত গ্রিয়ারের তাড়া খাইয়া কুণ্ঠিত ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক কাহারও তর্জ্জন-গর্জ্জনে দমিবার পাত্র নহেন, তিনি অসঙ্কোচে বলিলেন, "মেজর গ্রিয়ারের কি কৈফিয়ৎ আছে—তাহাই প্রথমে জানা আবশ্যক; কারণ, আমরা যদি উঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়া থাকি, তবে তাহা উঁহারই কৃতকর্ম্মের ফল। কাপ্তেন সাভরি! আপনি যখন এই কক্ষে প্রবেশ করেন, সেই সময় আমরা লুকাইয়া থাকিয়া দেখিয়াছি—মেজর গ্রিয়ার পাশের একটা ঘরের জানালা দিয়া আপনাকে দেখিতে লাগিলেন। উঁহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার তখনই ধারণা হইল—উনি যে এই বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন—ইহা আপনার নিকট গোপন করিবার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া

পড়িয়াছেন! দুই এক মিনিট পরেই বুঝিতে পারিলাম—আমার এই ধারণা মিথ্যা নহে। উনি খিড়কীদ্বার খুলিয়া তাড়াতাড়ি বাগানে নামিয়া পড়িলেন; তাহার পর পথে গিয়াও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না, ধরা পড়িবার ভয়ে পলায়ন করিতেছেন ভাবিয়া আমরা উঁহাকে মাঠের মধ্যে গ্রেপ্তার করিলাম। উনি ধরা পড়িয়া আমাদের কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, আমাদের আক্রমণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; অগত্যা উঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য আমাদিগকেও কিঞ্চিৎ বল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল; আমাদের সেই ব্যবহার শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইয়া থাকিলে, উনিই প্রধানতঃ সে জন্য দায়ী।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক মেজর গ্রিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া তীব্র স্বরে বলিলেন, "আপনি আমাদের চেনেন না বলিলেন, এ কথা সত্য হইতেও পারে। আপনাকে আমার পরিচয় জানাইতে আপত্তি নাই। আমার নাম রবার্ট ব্লেক।"

মিঃ ব্লেকের আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না; পেণ্টউড্ কারাগারের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মেজর গ্রিয়ার অনেকবার মিঃ ব্লেকের নাম শুনিয়াছিল। মিঃ ব্লেকের নাম শুনিয়াই মেজর গ্রিয়ার চম্‌কাইয়া উঠিল, এবং আতঙ্ক-বিহ্বল-নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক অবনত করিল।

কাপ্তেন সাভরি উঠিয়া আসিয়া গ্রিয়ারের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তাহার পর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মেজর গ্রিয়ার! আপনি এই নির্জ্জন অট্টালিকায় কি উদ্দেশ্যে বাস করিতেছিলেন, তাহা আমার অনুমান করিবার শক্তি নাই; কিন্তু আপনার ব্যবহার দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে আপনার নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে; পাছে আমরা তাহা জানিতে পারি, এই ভয়েই আপনি গোপনে এখান হইতে চম্পট দান করিতেছিলেন। যাহা হউক, আপনার ত সে আশা পূর্ণ হইল না, এখন বলুন আপনার ইয়ার—সেই ডাক্তারটি কোথায়? —আমি ডাক্তার ডাগ্‌মারের কথা বলিতেছি। তাঁহার নামের পিছনে অক্ষরের যে লম্বা লেজটি জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় ডাক্তারী বিদ্যার পারদর্শিতার চিহ্নস্বরূপ যতগুলি উপাধি আছে—তাহার কোনটি তিনি বাদ রাখেন নাই! যাহারা যত বেশী ভণ্ড—তাহাদের লেজ তত বেশী লম্বা। আপনার দোস্ত সেই ভণ্ড ডাক্তারটি কে? ডাক্তারী বিদ্যা-টিদ্যা তাহার পেটে কিছু আছে, না লোকটা একদম মেকি?"

গ্রিয়ার কোন কথা না বলিয়া মুখ গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহা দেখিয়া কাপ্তেন সাভরি পুনর্ব্বার বলিলেন, "তাহা হইলে ডাক্তারটা জাল? জাল ডাক্তারের আসল নামটি শুনিতে পাই কি?"

গ্রিয়ার সরোষে মাথা তুলিয়া বলিল, "আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি! আপনারা পরের বাড়ীতে যে ভাবে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছেন—ইহা অত্যন্ত ইতরের কাজ। আপনাদিগকে এই অনধিকার-চর্চ্চার ফল ভোগ করিতে হইবে। ডাক্তার ডাগ্‌মার এই বাড়ীর মালিক, তিনি রোগী দেখিতে বাহিরে গিয়াছেন, ফিরিয়া আপনাদের ধৃষ্টতার যথাযোগ্য দণ্ড দিতে পারেন কি না, তাহা আপনারা শীঘ্রই জানিতে পারিবেন। ফৌজদারী আইন আমারও পড়া আছে; যে বে-আইনি কাজ করিয়াছেন, সে জন্য আপনারা সহজে পরিত্রাণ পাইবেন—এ আশা ত্যাগ করুন।"

গ্রিয়ারের মুখের কথায় বিলক্ষণ তেজ প্রকাশিত হইলেও তাহার চক্ষু দিয়া ভয় ও উদ্বেগ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল! এমন কি, মিঃ ব্লেক ও স্মিথের মুখের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। মিঃ ব্লেকের নাম শুনিয়া অবধি তাহার হৃৎকম্প আরম্ভ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "মাছ টোপ গিলিতে গিয়া যখন বঁড়সীতে গাঁথিয়া যায়—তখন খুব জোরে টানে, অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করিয়া জল তোলপাড় করে; শেষে জলের কিনারায় আসিয়া অবসন্ন ভাবে খাবি খায়! এ চুণোপুঁটি নয়, রুই কাতলা; বঁড়সী আড় হইয়া গলায় বাধিয়াছে! যতই টানা-টানি করিয়া জল ঘোলা কর, খুলিবে না, শীঘ্রই কিনারায় আসিয়া খাবি খাইতে হইবে।"—মিঃ ব্লেক বহুদর্শী মৎস্য-শিকারী।

স্মিথ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল, মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন মিঃ ব্লেক তাহাকে বলিলেন, "তুমি এই ঘরে থাকিয়া এই আসামীটার উপর নজর রাখিবে। আমি এই বাড়ীর চাকরাণীটাকে গোটাকত কথা জিজ্ঞাস করিয়া আসি।—তোমার পকেটে পিস্তল আছে ত?"

স্মিথ পকেট হইতে টোটা-ভরা পিস্তল বাহির করিয়া মিঃ ব্লেককে দেখাইল।—গ্রিয়ারও দেখিল স্মিথ সশস্ত্র!

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম। যদি আসামী এই কক্ষ হইতে পলায়নের চেষ্টা করে—তাহা হইলে গুলী মারিয়া উহাকে খোঁড়া করিবে; তাহা হইলে আর পলাইতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরিকে তাঁহার অনুসরণের জন্য ইঙ্গিত করিলেন, তাহার পর উভয়ে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া হলঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্মিথ গ্রিয়ারের পাশে একখানি চেয়ারে বসিয়া পিস্তলটা পকেট হইতে বাহির করিয়া লইল, এবং এভাবে তাহা ধরিয়া রহিল যে, গ্রিয়ার নড়িবার চেষ্টা করিলেই তাহাকে খোঁড়া হইতে হইত।

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরিকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে, গ্রিয়ার সভয়ে স্মিথের মুখের দিকে ও তাহার হাতের পিস্তলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক অবনত করিল। তখন স্মিথ পিস্তলটা তাহার সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া গ্রিয়ারকে বলিল, "শুনিলাম তুমি এক সময় এদেশের একটা বড় জেলখানার অধ্যক্ষ ছিলে; তখন জেলখানার কয়েদীগুলাকে এক একটা অন্ধকূপে পুরিয়া রাখিতে। জেলখানায় তোমার যে বাসা ছিল—তাহাতে রাজার হালে বাস করিতে। এবারও তোমাকে জেলখানাতেই বাস করিতে হইবে, কিন্তু সেই সুখের বাসা আর পাইবে না; অন্যান্য কয়েদীর মত অন্ধকূপে বাস করিবে—আর সুরকী ভাঙ্গিবে। কয়েদীরা বুঝিতে পারিবে তাহাদের সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নাই। চোর ডাকাতের সহবাসে অনেক দিন কাটাইয়া তাহাদের অনেক গুণ তুমি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছ; শেষে পুকুর চুরী করিতে সাহস করিলে! অত বেশী লোভ না করিলে আজ তোমার এ দুর্দ্দশা হইত না। পালের গোদা যে হঠাৎ এভাবে ধরা পড়িবে, কর্ত্তাকে এখানে সঙ্গে করিয়া আনিবার সময় এরূপ আশা করিতে পারি নাই! এখন সেই জাল ডাক্তারটাকে ধরিতে পারিলেই আমাদের পরিশ্রম অনেকটা সফল হয়।"

গ্রিয়ারের ইচ্ছা হইল, সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া সেই ফক্কড় ছোকরার কান ধরিয়া ঘোড়দৌড় করায়; কিন্তু টেবিলের উপর তাহার টোটাভরা পিস্তল দেখিয়া গ্রিয়ার অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিল।

সপ্তম উচ্ছ্বাস

কারলাকের কৌশল

মিঃ ব্লেক এই দুর্ব্বোধ্য রহস্যভেদে যতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা স্মিথেরই গোয়েন্দাগিরির ফল; এ জন্য স্মিথের মনে আত্মপ্রসাদের সঞ্চার হওয়া তাহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কারণ, চারিদিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও মিঃ ব্লেক রহস্যের কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়া কতকটা হতাশ হইয়া পড়িলে, স্মিথই চতুর্থ দিন অপরাহ্ণে মার্সালের ক্ষুদ্র বাসগৃহের পাহারায় খতম দিয়া ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া মিঃ ব্লেককে বলিয়াছিল—হান্স্লো পল্লীর বহির্ভাগে যে পরিত্যক্ত পুরাতন বাগান-বাড়ীটা আছে, সেই বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিলে এই দুর্ভেদ্য রহস্যের কিছু না কিছু আভাস পাওয়া যাইতেও পারে। মার্সালের সহিত আলাপ করিয়াই তাহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল; কিন্তু এ কথা সে মিঃ ব্লেকের নিকট প্রথমে প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করে নাই। মিঃ ব্লেককে মার্সালের নিকট লইয়া যাইবার জন্য সে বড়ই উৎসুক হইয়াছিল; কিন্তু চারিদিন ধরিয়া সে মার্সালের বাসগৃহ পাহারা দিয়াও তাহাকে সেই গৃহে ফিরিতে দেখিল না! মার্সাল তাহাকে সেখানে আসিতে বলিয়া কি জন্য হঠাৎ ফেরার হইল—তাহাও সে বুঝিতে পারিল না।

যাহা হউক, শেষ দিন স্মিথ যখন মিঃ ব্লেককে সেই বাগান-বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল, কাপ্তেন সাভরি তখন মিঃ ব্লেকের ঘরে বসিয়া মার্সালের চিঠির কথা লইয়া তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথের প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কাপ্তেন সাভরিও তাঁহাদের সহিত সেই বাগান-বাড়ীতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহাকে লইয়া স্মিথের সঙ্গে চলিলেন।

তাঁহারা তিনজনে হান্স্লো পল্লীতে প্রবেশ করিয়া কিছুকাল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলেন; অবশেষে দুই একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই বাগান-বাড়ীর সন্ধান পাইলেন। তাঁহারা সেই অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন—বাড়ীখানি পরিত্যক্ত বা বাসের অযোগ্য অবস্থায় নাই; তাহার জীর্ণ-সংস্কার প্রায় শেষ হইয়াছে, এবং

ফটকে যে নূতন পিত্তল-ফলক (brass plate) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহাতে দীর্ঘ লাঙ্গুলধারী একজন দিগ্‌গজ ডাক্তারের নাম খোদিত আছে।—সুতরাং সেই ডাক্তারই এই বাড়ী ভাড়া লইয়া সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে—এ বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ রহিল না। অতঃপর তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি—এই বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল।

স্মিথ বলিল, "মার্সাল আমাকে বলিয়াছিল পতিত বাড়ী, সেখানে কেহ বাস করে না—তাহার পর এবাড়ী মেরামত করিয়া আজকাল কেহ বাস করিতেছে কি না, তাহা সে বোধ হয় জানিতে পারে নাই।"

মিঃ ব্লেক পিত্তল-ফলকখানি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহা নবনির্ম্মিত, এবং তাহা অতি অল্পদিনই পূর্ব্বে সেখানে স্থাপিত হইয়াছে ; সুতরাং বাড়ীখানি কিছুদিন পূর্ব্বে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া ছিল—ইহা অনুমান করা কঠিন হইল না।

যাহা হউক, বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া ঘর দরজাগুলি একবার পরীক্ষা করা আবশ্যক, এ বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ হইল না ; কিন্তু পরের বাড়ীতে কি কৌশলে প্রবেশ করা যাইবে—ইহা লইয়াই তাঁহাদের তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইল। শেষে স্থির হইল, সাভরি রোগী সাজিয়া ডাক্তারের সহিত দেখা করিতে যাইবেন ; মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বাড়ীর পশ্চাতে বাগানের ভিতর লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিবেন।

তখন রাত্রি-নটা বাজিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কারলাক মোটর-যোগে তাহার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিয়াছিল, সুতরাং তাঁহারা তাহার সন্ধান পাইলেন না। কাপ্তেন সাভরি বহির্দ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিলে জুয়ানিটা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বাগানের ভিতর খিড়কীর দিকে দাঁড়াইয়া গ্রিয়ারের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মনে খট্‌কা বাধিয়াছিল। জুয়ানিটা কাপ্তেন সাভরিকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া বসাইলে, গ্রিয়ার আড়াল হইতে তাঁহাকে দেখিয়া চিনিতে পারায়, ডাক্তার সাজিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। সে খিড়কী দিয়া বাগানে প্রবেশ করিল ; তাহার পর বাগান হইতে বাহির হইয়াই চম্পট দিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহাকে এই ভাবে পলায়ন করিতে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন, এবং কাপ্তেন সাভরির জন্য আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া, দ্রুতবেগে পলাতক গ্রিয়ারের অনুসরণ করিলেন। —তাহার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল—তাহা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরির সহিত হলঘরে প্রবেশ করিয়াই—হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া চাপা আওয়াজে কাপ্তেন সাভরিকে বলিলেন, "দেখুন কাপ্তেন! আমি খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যেই এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছি ; খানাতল্লাস করিতে যাইতেছি বটে, কিন্তু আমরা যে ঘর হইতে এই মাত্র বাহির হইয়া আসিলাম—সেই ঘরের কোন বিশেষত্ব আপনি লক্ষ্য করিয়াছেন কি ? সন্দেহজনক কিছু ?"

কাপ্তেন সাভরি মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, বিশেষত্ব একটু আছে বৈ কি ? উহা ত সাধারণ ভদ্রলোকের বৈঠকখানা বা বসিবার ঘর নয় ; সহরের ডাক্তারেরা যে ঘরে বসিয়া সমাগত রোগীদের উপদেশাদি দিয়া থাকেন, সেই ঘরের যে সকল বিশেষত্ব থাকে—ঐ ঘরখানিরও সেই বিশেষত্ব অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছি, তবে সন্দেহজনক কিছুই আমার নজরে পড়ে নাই বটে।—আপনি একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ঐ কুঠুরীটা প্রবঞ্চনার আধার,—লোকের চোখে ধূলা দেওয়ার আগার ? আগন্তুকগণকে প্রতারিত করিবার জন্যই উহা ওভাবে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। আপনি কি দেখেন নাই—ডাক্তারী অস্ত্র ও যন্ত্রাদির পেটিকাগুলি লোক ভুলাইবার জন্য কি ভাবে খুলিয়া রাখা হইয়াছে ? সেগুলির উপর ময়লা জমিয়াছে ; এমন কি, ডেস্কের উপর পর্য্যন্ত রাশীকৃত ধূলা!—যাহারা সত্য সত্য ডাক্তারী ব্যবসা করে—তাহারা কি তাহাদের অস্ত্র বা যন্ত্র-পাতির উপর ঐ রকম ধূলা জমিতে দেয়, না সেগুলি ঐ ভাবে খুলিয়া ফেলিয়া রাখে ? বিশেষতঃ আজকালকার ডাক্তারেরা এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে এই চালাকি ধরা পড়ে না, বাহ্যিক আড়ম্বর দেখিয়া অনেকেই ভুলিয়া যায়—ভিতরের গলদ বুঝিতে পারে না ; কিন্তু আমার চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়া একটু শক্ত! আমি ঐ ঘরে ঢুকিয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিয়াছি, বাহিরের লোকদের প্রতারিত করিবার জন্য ওসব বাহ্যিক ভড়ং ভিন্ন আর কিছুই নয়।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হলঘরের চারি দিকে দেখিলেন ; হলটি নূতন নূতন আসবাব-পত্র

সুসজ্জিত রহিয়াছে! তিনি সেই সকল আসবাব-পত্রের প্রতি কাপ্তেন সাভরির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন,—"এই সকল আসবাব-পত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে ছিল না, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে! উহারা যে তাড়াতাড়ি এই বাড়ীতে বাসের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও প্রমাণের অভাব নাই; দেখুন, এখনও মেরামত শেষ হয় নাই; মিস্ত্রীদের অনেক কাজ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে! এই সকল দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে—ইহাদের এখানে বাসা লইবার কোন একটা গুপ্ত অভিসন্ধি আছে! সেই অভিসন্ধিটা কি, তাহা আমাকে আবিষ্কার করিতে হইবে।"

হল-ঘরের ভিতর দিয়া সিঁড়ি; সেই সিঁড়ির পশ্চাতে একটা সঙ্কীর্ণ পথ ছিল। সেই পথটি দেখাইয়া মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরিকে বলিলেন, "আপনি ঐখানে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকুন। ডাক্তার ডাগমার লোকটা কে, তাহা জানা দরকার। আমি তাহাকে একবার দেখিতে চাই।"

কাপ্তেন সাভরি নির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলে, মিঃ ব্লেক সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন; দুই এক মিনিট পরে কাপ্তেন সাভরি অন্ধকারে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি সিঁড়ির বাঁ-ধারে সরিয়া গিয়া দেয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন, এবং পাহারা দিতে লাগিলেন। তিনি সেই স্থান হইতে ডিস্ ও পেয়ালার ঠুং-ঠাং আওয়াজ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন—পাচিকা পাকশালার কাজ লইয়া ব্যস্ত আছে। এই শব্দ ভিন্ন সেই সুপ্রশস্ত অট্টালিকার অন্য কোন দিকে কোন শব্দ ছিল না; সর্ব্বত্র গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল। তথাপি কাপ্তেন সেই স্থানে কিছুকাল একাকী দাঁড়াইয়া থাকিয়া কেমন একটা অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করিতে লাগিলেন; কি একটা অজ্ঞাতভয়ে তাঁহার গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল।

হলঘরে একটা গ্যাসের 'পাইপ' ছিল, তাহা হইতে গ্যাস বাহির হইয়া জ্বলিতেছিল; এজন্য হলটি আলোকিত হইলেও, কাপ্তেন সাভরি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেই স্থানটি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

কাপ্তেন সাভরি মনে মনে বলিলেন, "কি কদর্য্য স্থান! আমার বিশ্বাস, এই রকম স্থানে সকল রকম দুষ্কর্ম্মই নির্ব্বিবাদে সংঘটিত হইতে পারে; এখানে যে সেরূপ কোন ভীষণ অনুষ্ঠান সংঘটিত হয় নাই—তাহাই বা কে বলিবে?"

কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাপ্তেনের মনে হইল তিনি যেন সেই সঙ্কীর্ণ পথের অন্য প্রান্তে 'খট্' করিয়া কি একটা শব্দ শুনিতে পাইলেন! তিনি মাথা বাড়াইয়া দূরবর্ত্তী দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু সেই আলোকিত দ্বারপথে জন মানবের সমাগম দেখিলেন না।

কাপ্তেন সাভরি জানিতেন না যে, সেই আলোকিত দ্বারপথের অন্য দিকে আর একটি দ্বার আছে, এবং সেই দ্বার দিয়া পাকশালায় যাওয়া যায়।—সেই দ্বারটি হঠাৎ খুলিয়া গেল, এবং জুয়ানিটা সেই স্থান হইতেই কাপ্তেন সাভরিকে দেখিতে পাইল। সে সবিস্ময়ে মিনিট-খানেক তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, এবং বলা বাহুল্য, তাঁহাকে চিনিতে পারিল। তাঁহাকে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জুয়ানিটার সন্দেহ হইল—সে তাঁহাকে যে ঘরে বসাইয়া রাখিয়াছিল—সেই ঘরে কোন রকম বিভ্রাট ঘটিয়াছে! মিঃ ব্লেক ও স্মিথ খিড়কী দিয়া মেজর গ্রিয়ারকে ধরিয়া আনিয়া সেই ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন—জুয়ানিটা অন্য দিকে নিজের কাজ কর্ম্ম লইয়া ব্যস্ত থাকায় তাহা জানিতে পারে নাই।

আইভন কারলাকের বিশ্বাসী সহকর্ম্মীর অভাব ছিল না। অনেকেই বিনা-প্রতিবাদে তাহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিত; কিন্তু জুয়ানিটার ন্যায় বিশ্বাসের পাত্রী তাহার আর একটিও ছিল না। কারলাকের হিতের জন্য সে নিজের জীবন বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সে যেমন চতুর, সেইরূপ চট্পটে; হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ রমণীর ন্যায় সে হতবুদ্ধি হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত না।—জুয়ানিটা তাড়াতাড়ি পাকশালার সেই দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল; তাহার পর সে দুই তিন মিনিট ধরিয়া কি চিন্তা করিল। সে সেই অল্প সময়ের মধ্যেই একটা ফন্দী ঠিক করিয়া লইল, এবং পাকশালা হইতে বাহির হইয়া খিড়কীর পথে বাগানে প্রবেশ করিল। পাছে কেহ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পায়—এই ভয়ে সে গুড়ি মারিয়া দেওয়াল ঘেঁসিয়া বাড়ীর অন্য ধারে উপস্থিত হইল; এবং স্মিথ যে ঘরে গ্রিয়ারকে কয়েদ করিয়া তাহার পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সেই ঘরের বাহিরের দিকের জানালার

কাছে দাঁড়াইয়া কুঠুরীর ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

সে দেখিল গ্রিয়ার টেবিলের সম্মুখস্থ একখানি চেয়ারে মুখ চুণ করিয়া বসিয়া আছে, এবং তাহার অদূরে সেই জানালার দিকে পিছন ফিরাইয়া কে একটা লোক তাহাকে পাহারা দিতেছে!—স্মিথ যে গ্রিয়ারের পাহারায় নিযুক্ত আছে—টেবিলের উপর পিস্তলটা দেখিয়া জুয়ানিটার তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

এই অচিন্ত্যপূর্ব্বদৃশ্যে জুয়ানিটার মুখ মুহূর্ত্তে ভয়ে বিবর্ণ হইল; কিন্তু সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিল না। গ্রিয়ার সেই কক্ষে বন্দী হইয়াছে বুঝিয়া জুয়ানিটা তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিল, এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ফটক পার হইয়া পথে আসিল।

গ্রিয়ারের বিপদের কথা ভাবিয়া সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সে জানিত গ্রিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই কারলাকের সাহায্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। এরূপ অনেক লোকই কারলাকের সঙ্গে মিলিত; তাহারা মরুক বাঁচুক, তাহাতে জুয়ানিটার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না! কিন্তু কারলাক যে তাহার অদ্বিতীয় অবলম্বন; কারলাকের কোন বিপদ ঘটিলে তাহার দাঁড়াইবার স্থান নাই—ইহা সে জানিত। সুতরাং কারলাককে হঠাৎ ধরা পড়িতে না হয়—তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল।

কারলাক গৃহত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জুয়ানিটাকে গোপনে বলিয়া গিয়াছিল—রাত্রি বারটার মধ্যেই সে বাড়ী ফিরিবে। যদি সে বাড়ী আসিয়াই গ্রিয়ারের মত ধরা পড়ে, তাহা হইলে সে আত্মরক্ষার কোন উপায় করিতে পারিবে না বুঝিয়া, জুয়ানিটা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জন পথ দিয়া ব্যাকুল ভাবে দৌড়াইতে লাগিল। জুয়ানিটা জানিত, কারলাক সেই পথেই বাড়ী ফিরিবে।

জুয়ানিটা যে পথে অগ্রসর হইল, সেই পথ গ্রামের পাশ দিয়া উইণ্ডসর পর্য্যন্ত প্রসারিত।—সে পথের একটা বাঁক অতিক্রম করিয়া কয়েক শত গজ মাত্র গিয়াছে, এমন সময় দূরে একখানি মোটর গাড়ীর উজ্জ্বল আলো দেখিতে পাইল; গাড়ীখানি সবেগে তাহার দিকেই আসিতেছিল। মোটরখানি নিকটে আসিলে জুয়ানিটা চিনিতে পারিল—তাহা কারলাকেরই মোটর!

জুয়ানিটা আর অগ্রসর না হইয়া পথের এক পাশে স্পন্দিত বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। মোটরখানি সবেগে তাহার সম্মুখে আসিতেই সে মোটরের দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া একখানি হাত বাড়াইয়া দিল। মোটরের 'সাফার' তাহা দেখিয়া সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া মোটরের 'ব্রেক' কসিল। মোটর কয়েক ফিট অগ্রসর হইয়া থামিয়া গেল।

সাফার তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে মুখ বাড়াইয়া কুৎসিত ভাষায় জুয়ানিটাকে গালি দিতে লাগিল; কিন্তু জুয়ানিটা তাহার কটূক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া মোটরের পার্শ্বস্থ বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইল, এবং মুক্ত বাতায়নের ভিতর মাথা পুরিয়া দিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "সিনর! আপনি ফিরিলেন কি?"

কারলাক ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া জুয়ানিটার মাথার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সবিস্ময়ে বলিল, "জুয়ানিটা! তুমি?"

জুয়ানিটা ব্যগ্রভাবে, "হাঁ সিনর, আমি। এখানে দাঁড়াইয়া কোন কথা বলিবার সুবিধা হইবে না, আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লউন; গাড়ীতে উঠিয়া সব কথা বলিতেছি। ভারি জরুরি কথা সিনর!"—জুয়ানিটা গাড়ীতে উঠিয়া সংক্ষেপে সকল কথা কারলাকের গোচর করিল।

অন্য কোন লোক হইলে সে জুয়ানিটার নিকট গ্রিয়ারের বিপদের কথা শুনিয়া হয় ত তাহার উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়াই আত্মরক্ষার আশায় সেই স্থান হইতে মোটরের মোড় ঘুরাইয়া দিত, এবং নিরাপদ স্থানে গিয়া আশ্রয় লইত; গ্রিয়ারের ভাগ্যে কি আছে—তাহা চিন্তা করিবারও অবসর পাইত না। কিন্তু কারলাক তাহার সহযোগীকে বিপদে ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করা সঙ্গত মনে করিল না; এতদ্ভিন্ন, গ্রিয়ারের জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান বস্তু সেই অট্টালিকায় সংগুপ্ত ছিল। ততগুলি বহুমূল্য জহরতের আশা ত্যাগ করিয়া, মুখের গ্রাস ছাড়িয়া সরিয়া পড়া নিতান্ত নির্ব্বোধ ও কাপুরুষের কাজ বলিয়াই কারলাকের ধারণা হইল।

কারলাক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া জুয়ানিটাকে বলিল, "তুমি আমাকে সতর্ক করিতে আসিয়া খুব ভাল করিয়াছ জুয়ানিটা! এই উপকার আমার স্মরণ থাকিবে; তুমি উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।"

কারলাক সকল কথা শুনিয়াও সাফারকে মোটরের মোড় ঘুরাইতে আদেশ করিল না দেখিয়া, জুয়ানিটা অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সকল

কথা শুনিয়াও সিনর কি সেই বাড়ীতেই ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন?"

কারলাক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জুয়ানিটার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ফিরিয়া যাইব না?—তুমি কি মনে কর আমি কাহাকেও ভয় করি?—না, বিপদের আশঙ্কায় সঙ্কল্প ত্যাগ করি? এত দিনেও কি তুমি আমার স্বভাবের পরিচয় পাও নাই, জুয়ানিটা?"

জুয়ানিটা কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই কারলাক সাফারকে মোটর থামাইতে আদেশ করিল; তাহার পর জুয়ানিটা সহ মোটর হইতে নামিয়া সাফারকে বলিল, "আমি যতক্ষণ ফিরিয়া না আসি, ততক্ষণ মোটর লইয়া এইখানেই অপেক্ষা কর; ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া রাখিতে পার। যদি কেহ এখানে আসিয়া পথের মধ্যে গাড়ী রাখিবার কারণ জিজ্ঞাসা করে—তাহা হইলে কৈফিয়ৎ দিবে—গাড়ীর কল বিগড়াইয়াছে।—আমার কথা বুঝিতে পারিয়াছ?"

সাফার মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক বুঝিয়াছি হুজুর!"—

অনন্তর কারলাক তাহার ভারি কোটটা গাড়ী হইতে বাহির করিয়া লইয়া তদ্দারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিল, তাহার পর গজেন্দ্রগমনে বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

কারলাক কয়েক মিনিট পরে বাগানের দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, এবং কি ভাবিয়া যে ঘরে গ্রিয়ার স্মিথের নজরবন্দী ছিল সেই ঘরের পশ্চাতের জানালা দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল সেই কক্ষ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত; হলঘরে যে গ্যাসটা জ্বলিতেছিল তাহাও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। কারলাক বাগানের ভিতর দিয়া পূর্ব্বোক্ত কক্ষের বাহিরের বারান্দায় উপস্থিত হইল।

গ্রিয়ার তখন পর্য্যন্ত চেয়ারে বসিয়া ছিল; দুই হাত বুকে রাখিয়া সে যেন ধ্যানমগ্ন! তাহার মস্তক বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। কারলাক বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহার অবস্থা দেখিয়া একটু হাসিল; তাহার পর মনে মনে বলিল "আহাম্মুখটাকে এখন হাতে রাখা দরকার না হইলে আমি নিরাপদে সরিয়া পড়িতাম, উহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইলেও তাহাতে ভ্রুক্ষেপ করিতাম না; কিন্তু এখন গ্রিয়ারকে ছাড়িলে চলিবে না।"

কারলাক বারান্দা পার হইয়া সেই কক্ষের জানালার নিকট উপস্থিত হইল; সে এরূপ লঘু পদক্ষেপে ও সতর্কভাবে সেখানে গিয়া দাঁড়াইল যে, স্মিথ বা গ্রিয়ার ঘরের ভিতর হইতে কিছুই জানিতে পারিল না।

কারলাক নিঃশব্দে হাত বাড়াইয়া জানালাটি ধীরে ধীরে বন্ধ করিয়া দিল। জানালার দিকেই গ্রিয়ারের মুখ ছিল। কারলাকের আশঙ্কা হইল, জানালা বন্ধ করিবার সময় গ্রিয়ার তাহাকে দেখিতে পাইবে; এবং তাহাকে দেখিয়া সে হঠাৎ এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিবে যে, যে লোকটা তাহার পাহারায় আছে—সে তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিবে ও মুহূর্ত্তেই তাহার কারণ জানিতে পারিব!—ইহাতে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইবে ভাবিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইল।

কিন্তু গ্রিয়ার তখন চক্ষু মুদিয়া অবনত মস্তকে তাহার বিপদের কথা চিন্তা করিতেছিল, কোন দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। স্মিথও তখন আত্মচিন্তায় বিভোর; দ্বার বা বাতায়নের দিকে তাহারও দৃষ্টি ছিল না। সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, টেবিলের কাছে বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার একটু ঢুলুনী আসিয়াছিল; পিস্তলটা টেবিলের উপর কাছেই ছিল, সুতরাং গ্রিয়ার যে হঠাৎ পলায়নের চেষ্টা করিতে সাহস করিবে—ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে গ্রিয়ারেরও সেরূপ সাহস হয় নাই; কিন্তু কারলাক গ্রিয়ার নহে; সে জানালা বন্ধ করিয়া নিঃশব্দে দ্বারের নিকট সরিয়া গেল, এবং ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া স্মিথের উপর লাফাইয়া পড়িয়াই তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল।

স্মিথ লাফাইয়া-উঠিয়া হাত বাড়াইয়া টেবিল হইতে পিস্তলটা লইবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না। কারলাক তাহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে ভূতলশায়ী করিল, এবং তাহার উপর চাপিয়া-পড়িয়া মৃদুস্বরে গ্রিয়ারকে বলিল, "আলোটা শীঘ্র নিবাইয়া দাও।"

কারলাক স্মিথকে ধরিয়া ধরাশায়ী করিবার পূর্ব্বেই গ্রিয়ারের ধ্যানভঙ্গ হইয়াছিল। কারলাক তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছে দেখিয়া আনন্দে ও উৎসাহে সে লাফাইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিল। তাহার পর সে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে দাঁড়াইয়া কারলাকের সহিত স্মিথের ধ্বস্তাধস্তির ও উভয়ের নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনিতে লাগিল।

কারলাক প্রকাণ্ড জোয়ান, তাহার দেহে অসুরের মত শক্তি; তাহার তুলনায় স্মিথ মশা মাত্র! কয়েক মিনিটের মধ্যেই স্মিথ হাঁপাইয়া

উঠিল। কারলাক স্মিথকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া তাহার মুখে প্রচণ্ড বেগে দুই ঘুসি মারিল। স্মিথ দুই হাতে কারলাককে জড়াইয়া ধরিয়াছিল; দ্বিতীয় ঘুসি খাইয়াই সে কারলাককে ছাড়িয়া দিল। কারলাক তাহার গলা টিপিয়া ধরায় সে আর্ত্তনাদ করিতে পারিল না; তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

স্মিথ বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছে বুঝিয়া কারলাক তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং গ্রিয়ারের কাছে সরিয়া গিয়া তাহার কাঁধে হাত দিল।

গ্রিয়ার তৎক্ষণাৎ কারলাকের হাত ধরিয়া মনের আনন্দে সাজোরে গোটাকতক ঝাঁকুনি দিল; তাহার পর অস্ফুট স্বরে বলিল, "তুমি যে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছ তাই রক্ষা! আমি ভাবিয়াছিলাম—এ যাত্রা আমার উদ্ধার নাই। উহারা আমাকে এমন ফাঁদে ফেলিয়াছিল যে, আমি আত্মরক্ষার কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই! তুমি ঠিক সময়েই আসিয়াছ।—উহারা—"

কারলাক বাধা দিয়া বলিল, "তুমি বারে বারেই বলিতেছ 'উহারা'! উহারা কাহারা? আমি ত একজনকেই দেখিলাম, আর কেহ আছে না কি?"

গ্রিয়ার কারলাকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের রুদ্ধদ্বারে কাহার করাঘাত হইল। কারলাক এক লম্ফে দ্বারের নিকট গিয়া দুই হাতে দ্বার চাপিয়া ধরিল।

কাপ্তেন সাভরি যেখানে দাঁড়াইয়া পাহারায় ছিলেন, সেই স্থান হইতেই এই কক্ষের গোলমাল এক-আধটু শুনিতে পাইয়াছিলেন। ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হওয়ায় তিনিই তাড়াতাড়ি দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দ্বারে ধাক্কা দিয়াছিলেন। তিনি দুই একবার সজোরে দ্বার ঠেলিতেই তাহা খুলিয়া গেল বটে—কিন্তু তাঁহাকে আর সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে হইল না। কারলাক সশব্দে দ্বার খুলিয়া বাঘের মত সাভরির ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং চক্ষুর নিমেষে তাঁহাকে সেই দ্বারপ্রান্তেই ভূতলশায়ী করিল! কাপ্তেন সাভরি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন কি, তাঁহার চিৎকার করিবারও শক্তি রহিল না। কারলাক দুই হাতে সাভরির টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ করিল, এবং সেই ভাবেই তাঁহাকে সেই কুঠুরীর ভিতর টানিয়া আনিল।

কারলাকের অবস্থা তখন ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের অবস্থার মত হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার মোটা মোটা চোখ দুটো করমচার মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল অন্ধকারে যেন জ্বলিতেছিল! সে দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ করিতেছিল, এবং নিশ্বাস পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল; যেন সে মানুষ নহে, একটা ভীষণাকৃতি পিশাচ!

সাভরির দেহেও শক্তির অভাব ছিল না। তিনি আত্মরক্ষার চেষ্টায় কারলাকের নাকে মুখে ঘুসি চালাইতে লাগিলেন; কিন্তু কারলাক যেন লোহার শাঁড়াসী দিয়া তাঁহার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছিল; সে তাঁহার গলা ছাড়িয়া দিল না। শেষে অন্ধকারে হুড়ামুড়ি করিতে করিতে দু'জনেই ঘরের ভিতর গড়াইতে আরম্ভ করিল। গ্রিয়ার সেই সময় সেই ঘরের দ্বারের নিকট লাফাইয়া পড়িয়া দুই হাতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর—দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মিনিট পরে কাপ্তেন সাভরির মাথা সবলে একখানি চেয়ারে আহত হইল; সেই আঘাতে সাভরি অত্যন্ত কাতর হইলেন, তাঁহার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। কারলাক হুঙ্কার দিয়া বলিল, "বেশ হইয়াছে!"

সাভরি আহত হইয়াছেন বুঝিয়া, গ্রিয়ার সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "সাবধান কারলাক, উহাকে ছাড়িও না; একেবারে সাবাড় করিতে পারিলেই ভাল হয়।"

কারলাক কোন কথা বলিল না। সাভরিকে নিশ্চল ভাবে জড়ের মত পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া কারলাক তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে অগ্নিকুণ্ডের নিকট লইয়া গেল; সেই অগ্নি-কুণ্ডের চতুর্দ্দিক স্থূল লোহার গরাদে দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। কারলাক কাপ্তেন সাভরির মাথাটা খানিক উচু করিয়া ধরিয়া সেই লোহার গরাদের উপর সবেগে নিক্ষেপ করিল। সেই আঘাতে কাপ্তেন সাভরি মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। কারলাক বিজয়-গর্ব্বে উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং কম্পিত পদে ব্যস্ত ভাবে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইল।

গ্রিয়ার তখনও দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, "সাবাড় করিতে পারিয়াছ কি?"

কারলাক উত্তেজিত স্বরে বলিল, "প্রায় বটে; কোন চিন্তা নাই, দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াও।"

গ্রিয়ার তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশ পালন

করিল। কারলাক সেই কক্ষ হইতে গ্যাসের মৃদু আলোকে আলোকিত হলঘরে প্রবেশ করিল। গ্রিয়ারও তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে উপস্থিত হইয়া কারলাককে বলিল, "দুই শত্রুকে ত কাত করিয়াছ, কিন্তু এখনও যে আর এক শত্রু বর্ত্তমান। তিন জনের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান, ভারি খেলোয়াড় লোক; তাহাকে কাবদা করিতে তোমাকে বোধ হয় খুব বেগ পাইতে হইবে।"

কারলাক ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কে সে?—কাহার কথা বলিতেছ?"

গ্রিয়ার বলিল, "সে ভারি শক্ত চিজ্! নাম শুনিলেই তোমার আক্কেল গুড়ুম হইবে।"

কারলাক অধীর স্বরে বলিল, "তোমার অত কথা কে শুনিতে চায়? নামটা বলিবে?"

গ্রিয়ার কারলাকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "ব্লেক; গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক!"

গ্রিয়ারের কথা শুনিয়া কারলাক হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! কিন্তু তাহার চক্ষুতে অবিশ্বাসের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর সে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, "ব্লেক! গোয়েন্দা ব্লেক এখানে কি করিতে আসিবে? তুমি বোধ হয় মানুষ ভুল করিয়াছ, অন্য লোককে ব্লেক মনে করিয়াছ!"

গ্রিয়ার কারলাকের বিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "তুমি ব্লেককে চেন না কি?"

কারলাক হঠাৎ অসম্ভব গম্ভীর হইয়া ভারি গলায় বলিল, "আমি ব্লেককে চিনি না! তাহাকে আমি খুব ভাল রকমই চিনি; তাহার মত শত্রু দুনিয়ায় আমার আর দুটি নাই।—তাহার মুণ্ডটা ছিঁড়িয়া লইয়া লাথি মারিয়া গুঁড়া করিতে পারিলে আমার মনের জ্বালা নিবারণ হইত; কিন্তু কখন তাহাকে কায়দায় পাইলাম না! সে কতবার আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার চাতুরীতে আমার কত ফন্দী ফিকির ব্যর্থ হইয়াছে। আমি তাহাকে চিনি না? তুমি বোধ হয় ভুল করিয়া বসিয়াছ!—না, এখানে ব্লেকের আসিবার কোন সম্ভাবনা নাই।"

গ্রিয়ার বলিল, "তবে ত তুমি তাহাকে কচু চেন!—সে প্রায় আধ ঘণ্টা আগে এখানে আসিয়াছে; আমার কাছে নিজের নাম পর্য্যন্ত বলিয়াছে; আর তুমি বলিতেছ তাহার এখানে আসিবার সম্ভাবনা নাই! সে কি মতলবে কখন কোথায় যায়—সে কথা জানিলে তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিতে না।"

গ্রিয়ারের কথা শেষ হইয়াছে, এমন সময় দোতলার কোন দরজা বন্ধ করিবার শব্দ হইল। সেই শব্দ শুনিয়া কারলাক ও গ্রিয়ার উভয়েই চম্‌কাইয়া উঠিল।

গ্রিয়ার অস্ফুট স্বরে সভয়ে বলিল, "ঐ শুন, সে দোতলায় গিয়াছে। দেখ কারলাক, ব্লেকের সঙ্গে চালাকিতে পারিবে না।—তুমি ত নিজেই স্বীকার করিলে অনেক বার সে তোমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে; তোমার বিস্তর ফন্দী ফিকির নষ্ট করিয়া দিয়াছে।—তবে আর কেন? চল, এখনই এখান হইতে চম্পট দেওয়া যাক। উহারা আমাদের ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে; ধরা পড়িলে বিপদের সীমা থাকিবে না। তোমার কি? তুমি ত নাম-কাটা সিপাই! তোমার কাছে সুনাম-দুর্নাম সমান, জেল খাটিতেও তোমার আপত্তি নাই; হয় ত নির্ব্বিকার চিত্তে ঘানি টানিয়া তেল বাহির করিবে! কিন্তু আমি ধরা পড়িলে, কেবল শাস্তি নয়, সমাজে যে আমার মুখ দেখাইবারও উপায় থাকিবে না। সকলেই জানে—আমি সৎ লোক। আর কিছু না হউক, সুনামটা নষ্ট করিতে চাহি না।"

কারলাক গ্রিয়ারের কথা শুনিয়া ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া বলিল,—"কি বলিলে? বিপদের ভয়ে পলাইয়া যাইব! প্রাণের যদি এত ভয়, তবে আমার সঙ্গে যোগ দিতে আসিয়াছিলে কেন মূর্খ! মুখের গ্রাস ফেলিয়া পলায়ন করিব—আমি সে রকম কাপুরুষ, ততদূর অপদার্থ নই। কাজ উদ্ধার না করিয়া আমি এখান হইতে নড়িব না; এক শ ব্লেক এখানে আসিয়া জুটিলেও—নয়।"

কারলাক আর সেখানে দাঁড়াইল না। সে দোতালার সিঁড়ির দুই এক ধাপ উঠিয়া উপরের দিকে চাহিল, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না! সে তখন মুখ ফিরাইয়া গ্রিয়ারকে বলিল, "ব্লেক এখনও দোতালায় আছে; সে কি করিতেছে, দেখিতে চাই। আমার সঙ্গে যাইতে বোধ হয় তোমার সাহস হইবে না। আমি একাই যাইব। তুমি এখানেই পাহারায় থাক। যে দুটো গোয়েন্দা বেহুঁস হইয়া ঐ ঘরে পড়িয়া আছে—তাহারা উঠিয়া পলাইতে না পারে। যদি তাহাদের কেহ সরিয়া পড়ে, তাহা হইলে তোমাকে আস্ত রাখিব না।"—কারলাক তীব্র দৃষ্টিতে গ্রিয়ারের

মুখের দিকে চাহিয়া পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিল, এবং তাহা হাতে লইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে চলিল। অতঃপর মিঃ ব্লেক কিরূপে আত্মরক্ষা করিবেন ?

স্মিথ যে পিস্তলটা টেবিলের উপর রাখিয়া গ্রিয়ারকে পাহারা দিতেছিল, সেই পিস্তলটা সেই কক্ষের টেবিলের উপর পড়িয়া আছে—একথা গ্রিয়ারের স্মরণ হইবামাত্র সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহা তুলিয়া লই.। পিস্তলটি হস্তগত হওয়ায় তাহার মনে একটু সাহস হইল। সে হাসিয়া মনে মনে বলিল, "কাহার জিনিস কাহার কাজে লাগে!—আজ রাত্রে এখানে একটা খুনো-খুনি কাণ্ড না হইয়া যে এ ফ্যাসাদ সহজে মিটিবে—তাহা ত বোধ হয় না।"

গ্রিয়ার সেই কক্ষের বাহিরে না আসিয়া, স্মিথ ও কাপ্তেন সাভরির অবস্থা দেখিবার জন্য আলো জালিল; সে দেখিল—কাপ্তেন সাভরি অগ্নিকুণ্ডের ঘেরের কাছে মাথা রাখিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া আছেন; আর স্মিথ জানালার কাছে হাত পা জড় করিয়া কাত হইয়া শুইয়া—যেন ঘুমাইতেছে! গ্রিয়ার তাঁহাদের চেতনার কোন লক্ষণ বুঝিতে পারিল না।—তখন সে কতকটা নিশ্চিন্ত মনে দ্বারের কাছে দাড়াইয়া তাঁহাদের পাহারা দিতে লাগিল। সে দোতালায় কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন শব্দই শুনিতে পাইল না।

অষ্টম উচ্ছ্বাস

মার্সাল মরিল

কারলাক সিঁড়ি দিয়া কিছুদূর উঠিয়া একটা বাঁকের মুখে হঠাৎ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতালার এক পাশের ছাদে টিনের চাল দেওয়া যে ক্ষুদ্র কুঠুরী ছিল, তাহারই ঠিক নীচের মালগুদামে সে মার্সালকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল: কিন্তু তাহার তখন মার্সালের কথা ভাবিবার সময় ছিল না। দোতালা হইতে নামিয়া সিঁড়ির আর এক পাশ দিয়া সেই মালগুদামে যাওয়া যাইত; কারলাকের সন্দেহ হইল—ব্লেক হয় ত সিঁড়ির সেই দিক দিয়া নামিয়া মার্সালের কাছে গিয়াছেন। দোতালায় কিছু না পাইলে—মিঃ ব্লেক যে সেখানে সময় নষ্ট করিবেন না—ইহা কারলাকের অজ্ঞাত ছিল না। সে সেখান হইতে কোন দিকে না গিয়া, যদি কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পায়—এই আশায় রুদ্ধ নিশ্বাসে উদ্যতকর্ণে দাঁড়াইয়া রহিল!

'খট্' করিয়া আবার শব্দ হইল।

শব্দটা দোতালা হইতে আসিয়াছে—এবিষয়ে কারলাকের কোন সন্দেহ রহিল না; সে আর সেখানে না দাঁড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া দোতালার একটা কুঠুরীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন, কিন্তু তাহার দ্বার খোলা। কারলাক বুঝিল, সেই কক্ষের বিপরীত দিকের দ্বারও খোলা আছে, কারণ মুক্ত-দ্বার দিয়া বাহিরের বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া তাহার চোখে মুখে লাগিল। কারলাক হাত দিয়া বুঝিতে পারিল, দ্বারের একখানি পাল্লা মাত্র খোলা আছে। অতঃপর সে দ্বারের সেই ফাঁক দিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

কারলাক ভাবিল, এই কক্ষে নিশ্চয়ই কোন লোক আছে; সেই লোক ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ নহে; কিন্তু সে অন্ধকারে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ঘরের ভিতর জনপ্রাণীরও সাড়াশব্দ পাইল না।

এই কক্ষে গ্রিয়ার শয়ন করিত। কারলাক পিস্তল হাতে লইয়া সতর্কভাবে অগ্রসর হইতেই—একটি স্থূল রজ্জুতে তাহার হাত ঠেকিল। পাশেই আল্‌মারি; সেই আল্‌মারি ঘেঁসিয়া দড়িটা অন্য দ্বার দিয়া বারান্দার দিকে কে যেন টানিয়া লইয়া গিয়াছে! রজ্জুর এক প্রান্ত মুক্তদ্বারের সুগোল হাতলের সহিত বাঁধা আছে, অন্ধকারে হাতড়াইয়া ইহাও সে বুঝিতে পারিল; কিন্তু এভাবে দড়ির টানা দেওয়ার উদ্দেশ্য কি, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। দড়ির অন্য প্রান্ত বারান্দার দিকে নিশ্চয়ই কোন লোকের হাতে আছে স্থির করিয়া, কারলাক সেই রজ্জু স্পর্শ করিয়া দ্বারের দিকে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

কারলাক দড়ি ধরিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতেছিল; মধ্যপথে হঠাৎ একখান চেয়ারে বাধিয়া সে হুমড়ি খাইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের দড়িতে জোরে টান লাগিল। সেই টানে, যে দুই দিকের কপাটে দড়ি বাঁধা ছিল, সেই দুই কপাট সবেগে চৌকাঠের উপর অন্য কপাটের সহিত ভিড়িয়া গেল; তৎক্ষণাৎ খট্ করিয়া শব্দ হইল। দ্বারের বাহিরের দিকে চৌকাঠের সঙ্গে যে পিতলের চোঙ আঁটা ছিল, কপাটের নীচের

ছিটকিনী সেই চোঙের ভিতর প্রবেশ করিল। ইহার অর্থ অতি পরিষ্কার! সেই কক্ষের দুই দিকের দ্বারই বাহির হইতে বন্ধ হইল; ভিতর হইতে কোন দ্বারই খুলিবার উপায় ছিল না।—কারলাক সেই কক্ষে বন্দী হইল।—এতক্ষণ পরে সে অর্দ্ধোন্মুক্ত দুই দ্বারের কপাটের ঠাতলে দাঁড় বাঁধিবার কারণ বুঝিতে পারিল।

কারলাক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া সরোষে বলিল, "এ সেই শয়তান ব্লেকের কাজ! সে ভিন্ন এই ফন্দী আর কাহারও মাথায় আসিত না। নিজের ঘরে কয়েদ হইলাম! এখন উপায় কি? কি করি?"—তাহার সকল রাগ মিঃ ব্লেকের উপর গিয়া পড়িল। সে কদর্য্য ভাষায় তাঁহাকে গালাগালি দিতে লাগিল।

কিন্তু গালাগালি দিয়া ত রুদ্ধদ্বার খুলিতে পারিবে না; সুতরাং সে গালাগালি বন্ধ করিয়া বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল, এবং সেই দ্বারের নিকট গিয়া রুদ্ধদ্বারে সবেগে পদাঘাত করিল। দ্বার সেই আঘাতে ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল বটে, কিন্তু ভাঙ্গিল না।

ক্রোধে ক্ষোভে কারলাক তখন উন্মত্তপ্রায়! সে দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই দ্বারে আরও দুই তিনবার পদাঘাত করিল। 'ওক' কাষ্ঠের পুরু তক্তা সেই আঘাত অনায়াসে সহ্য করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল! তখন কারলাক অধীরভাবে সিঁড়ির দিকের দরজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া পদাঘাতে তাহা খুলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল।

কারলাক গোখ্‌রো সাপের মত গজ্‌রাইতে লাগিল; তাহার নিজের কাণ মলিতে ইচ্ছা হইল। দ্বার কি কৌশলে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা সে জানিত; সে ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, কপাটের যে স্থানে ছিট্‌কিনি ছিল—সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িল।

পিস্তলের পাঁচটা ঘরে পাঁচটা গুলির টোটা ভরা ছিল, ক্রোধে অধীর হইয়া সে 'গুড়ুম' 'গুড়ুম' শব্দে চারিবার আওয়াজ করিল; তাহার পর কপাটের সেই স্থানে হাত দিয়া দেখিল—কপাটের সেই অংশটি বিদীর্ণ হইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তখন সে সেই কপাটে প্রচণ্ড বেগে পদাঘাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া গেল!—পিস্তলের নলের মুখ দিয়া তখনও নীলাভ ধোঁয়া বাহির হইতেছিল, কারলাক পিস্তল লইয়া এক লাফে সিঁড়ির উপর আসিয়া পড়িল।

সে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার প্রায় একহাত দূরে একটী দীর্ঘকায় মনুষ্য দেখিতে পাইল; স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও কারলাক সেই মূর্ত্তির মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল তুলিল! পুনর্ব্বার গম্ভীর নির্ঘোষে ঘর কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু একে কারলাকের হাত দারুণ উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, তাহার উপর অন্ধকার! গুলি পিস্তলের টোটা ভেদ করিয়া বাহির হইবার পূর্ব্বেই সেই ব্যক্তির মাথা এক হাত নীচে নামিয়া পড়িল; সুতরাং কারলাক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

কারলাক পিস্তল হাতে করিয়া সেই দীর্ঘ মূর্ত্তির উপর লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না; সে তাহাকে ধরিবার পূর্ব্বেই সেই মূর্ত্তি সিঁড়ি দিয়া দ্রুতবেগে নীচে নামিয়া গেল।

কারলাক তাহার অনুসরণ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিল, "গ্রিয়ার! গোয়েন্দাটা নামিয়া পলাইতেছে; সাবধান, যেন পলাইতে না পারে। উহাকে আটক কর।"

গ্রিয়ার নীচে পাহারায় ছিল; কারলাকের কথা শুনিয়া সে তাহার হাতের পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া স্পন্দিত বক্ষে দাঁড়াইয়া রহিল। মুহূর্ত্ত পরে সে পলাতককে নীচে নামিতে দেখিয়াই পিস্তল তুলিয়া দড়াম্ করিয়া আওয়াজ করিল। পলাতক মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া সিঁড়ির সর্ব্বনিম্ন সোপানের অদূরে হলের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল!

"কি করিলাম!"—বলিয়া গ্রিয়ার দৌড়াইয়া গিয়া পলাতকের মাথার কাছে দাঁড়াইল, এবং ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ করিয়াছি! শেষে কি নরহত্যা করিলাম?"

গ্রিয়ার পাপিষ্ঠ, সে চুরীর বামালের বখরা লইতে আসিয়াছিল; কিন্তু সে সরকারের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। সে যতই লুব্ধ হউক, নরহন্তা নহে; সে কখনও দস্যুবৃত্তি করে নাই। কারলাক অসঙ্কোচে যে কাজ করিত, তাহা করিতে তাহার সাহস হইত না, প্রবৃত্তিও ছিল না; সুতরাং নরহত্যা করিয়া সে যেন বজ্রাহত হইল। কারলাক সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে নীচে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল; কিন্তু সে নীচে আসিবার পূর্ব্বেই একজন লোক বিদ্যুদ্বেগে গ্রিয়ারের পিঠের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে এমন এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল যে, গ্রিয়ার দুই হাত তফাতে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল; তাহার আততায়ীও সেই সঙ্গে তাহার

ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। গ্রিয়ার তাহার আততায়ীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না; দুইজনেই সেই হলের মেঝেয় পড়িয়া কিলোকিলি করিতে লাগিল।—গ্রিয়ার বুঝিল, "কমলি ছোড়তা নেহি!"

কারলাক সেই সময় সিঁড়ি দিয়া নামিয়া হলের আলোকে গ্রিয়ারের আততায়ীর মুখ দেখিয়াই চিনিতে পারিল—সে স্মিথ, ডিটেক্‌টিভ ব্লেকের সহকারী!

কারলাক গ্রিয়ারকে মুক্তিদান করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ স্মিথের উপর লাফাইয়া পড়িবে—এমন সময় কে তাহার পশ্চাতে আসিয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "কারলাক, এক পা নড়িয়াছ—কি মরিয়াছ!"

কারলাক সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বক্তা মিঃ ব্লেক!—তাঁহার হাতের পিস্তল কারলাকের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত!

কারলাক হতাশভাবে নিজের পিস্তলের দিকে চাহিল; তাহাতে যে পাঁচটা টোটা ছিল, সে পাঁচটাই 'ফায়ার' হইয়াছে; অথচ মিঃ ব্লেক পিস্তল হস্তে তাহার পশ্চাতেই দণ্ডায়মান! তিনি অঙ্গুলের একটু চাপ দিলে মুহূর্ত্তেই কারলাকের মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হইবে।

কারলাক মিঃ ব্লেককে চিনিতে পারিয়া উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "ব্লেক এখানে? কি দুর্ভাগ্য!"

মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিতে পাইলেন; তিনি পিস্তল সেইভাবে উদ্যত করিয়া ধীরে ধীরে কারলাকের নিকট অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, "হাঁ, তোমার দুর্ভাগ্য! কিন্তু এক পা নড়িলে তোমারও শেষ।"

কারলাক হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল; মুহূর্ত্ত পরেই মিঃ ব্লেক তাহার সম্মুখীন হইলেন। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কারলাকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার হাতের পিস্তল নীচে ফেলিয়া দাও; এখনই,—এই মুহূর্ত্তেই! আমি গণিয়া দেখিয়াছি—তুমি পাঁচবার আওয়াজ করিয়াছ। উহাতে আর টোটা নাই; সুতরাং উহা হাতে রাখিয়া লাভ নাই, ফেলিয়া দাও।"

কারলাক অস্ফুষ্ট স্বরে বলিল, "শয়তান!"—তাহার পর সে মুঠা আল্‌গা করিতেই তাহার হাত হইতে পিস্তলটা খসিয়া সশব্দে মেঝের উপর পড়িয়া গেল। সেই সময় কাপ্তেন সাভরি অন্য কক্ষ হইতে বাহির হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তিনি বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে একবার কারলাকের ও একবার ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কারলাক স্তম্ভিত ভাবে সিঁড়ির নিকট দেওয়াল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবং মিঃ ব্লেক তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া পিস্তল উদ্যত করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার অদূরে গ্রিয়ার কর্ত্তৃক নিহত ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ নিপতিত ছিল, এবং সেই মৃতদেহের কয়েক হস্ত দূরে মেজর গ্রিয়ার মেঝের উপর পড়িয়া স্মিথের কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহার সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছিল।—এই সকল দৃশ্য দেখিয়া কাপ্তেন সাভরি হতবুদ্ধি হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন; তাঁহার বাক্‌শক্তি বিলুপ্ত হইল।

মিঃ ব্লেক কাপ্তেন সাভরিকে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "কাপ্তেন সাভরি! আপনার আশঙ্কার কোন কারণ নাই। ঐ দেখুন, গ্রিয়ার স্মিথের কবল হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতেছে! ঐ শয়তান স্মিথের হাত ছাড়াইয়া পলাইতে না পারে, এজন্য শীঘ্র গিয়া স্মিথকে সাহায্য করুন।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাপ্তেন সাভরির মোহ দূর হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ স্মিথের নিকট গিয়া পলায়নোন্মুখ গ্রিয়ারকে আক্রমণ করিলেন। মেজর গ্রিয়ার বুঝিয়াছিল—আর তাহার রক্ষা নাই! সে 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছিল; সেই সময় কাপ্তেন সাভরির সাহায্য না পাইলে স্মিথ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। কোন উপায়ে সে স্মিথের হাত ছাড়াইতে পারিলেই ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিত। কাপ্তেন সাভরি তাহাকে দুই হাতে জাপ্‌টাইয়া ধরায় সে পলায়নের আশা ত্যাগ করিল। গ্রিয়ার কাপ্তেন সাভরিকে ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই, সাভরি তাহার মুখে প্রচণ্ডবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কয়েকটি ঘুসি খাইয়া গ্রিয়ার আর্ত্তনাদ করিয়া মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তখন কাপ্তেন সাভরি স্মিথের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, "আর তোমার কোন ভয় নাই স্মিথ! আশা করি, তুমি গুরুতর আহত হও নাই।"

স্মিথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "ধন্যবাদ কাপ্তেন! আপনি তাড়াতাড়ি আসিয়া না পড়িলে, এই শয়তান গলা টিপিয়া

আমাকে মারিয়া ফেলিত; আমার শ্বাসরোধের উপক্রম হইয়াছিল!—উহার মাথায় খুন চাপিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "স্মিথ, তুমি হাতকড়া বাহির করিয়া ঐ নরপশুটার হাতে আঁটিয়া দাও। উহার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। ও নরহত্যা করিয়াছে, তোমাকেও হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল।"

স্মিথকে এই কথা বলিবার সময় মিঃ ব্লেক কারলাকের মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার পিস্তল তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত ছিল। স্মিথ তাঁহার আদেশ পালন করিলে, তিনি তীব্র স্বরে কারলাককে বলিলেন, "তুমি তোমার বসিবার ঘরে চল, আমি তোমার অনুসরণ করিতেছি; পলায়নের চেষ্টা করিলে আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে খোঁড়া করিব।"

কাপ্তেন সাভরি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলো জ্বালিলেন। কারলাক নিঃশব্দে অবনত মস্তকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক শৃঙ্খলিত গ্রিয়ারকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য স্মিথকে ইঙ্গিত করিয়া কারলাকের অনুসরণ করিলেন।

সকলে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক কারলাককে বলিলেন, "তোমার দুই হাত এক সঙ্গে করিয়া সম্মুখে বাড়াইয়া দাও।"

মিঃ ব্লেকের আদেশ শুনিয়া কারলাকের ললাটের শিরাগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিল! তাহার বিস্ফারিত চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। সে যেন ব্লেকের কথা শুনিতে পায় নাই—এইভাবে প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল!

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার তীব্রস্বরে বলিলেন, "শীঘ্র তোমার দুই হাত বাড়াইয়া দাও।" সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিস্তলের মাথা কারলাকের পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেকের আদেশ অগ্রাহ্য করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার পায়ে গুলি করিবেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া কারলাক হাত দুখানি একত্র করিয়া সম্মুখে বাড়াইয়া দিল। মিঃ ব্লেক পকেট হইতে হাতকড়া বাহির করিয়া চক্ষুর নিমেষে কারলাকের উভয় হস্তের মণিবন্ধে আঁটিয়া দিলেন।

কারলাক শুষ্কহাস্যে বলিল, "আমার হাতে হাতকড়া পরাইবার সৌভাগ্য তোমার এই প্রথম! আমি বাড়ীতে উপস্থিত থাকিলে তোমার ফন্দী ফিকির কোথায় থাকিত, তাহা দেখিতাম। নিদ্রিত সিংহকে শৃঙ্খলিত করিয়া পৌরুষ নাই।"

কারলাক একখানা চেয়ারে বসিয়া-পড়িয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া নত মস্তকে কি ভাবিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরে কাপ্তেন সাভরি ও স্মিথ উভয়ে নিহত ব্যক্তির মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া হলঘর হইতে সেই কক্ষে লইয়া আসিলেন, এবং তাহা দ্বারপ্রান্তে রাখিয়া দিলেন।

কারলাক হঠাৎ মাথা তুলিয়া সেই মৃতদেহের উপর দৃষ্টিপাত করিল; সেই কক্ষের উজ্জ্বল আলোকে সে চিনিতে পারিল—উহা মার্সালের মৃতদেহ!

কারলাকের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে মুখ ফিরাইয়া মিঃ ব্লেকের মুখে অচঞ্চল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "শেষে মার্সালটাই মারা পড়িল!—কি আপ্‌শোষের বিষয়! আমি আশা করিয়াছিলাম, গ্রিয়ারের গুলিতে তোমারই গোয়েন্দাগিরি করিবার সখ মিটিয়া গিয়াছে। মার্সালের পরিবর্ত্তে তোমাকে সাবাড় করিতে পারিলে আমার বড়ই আনন্দ হইত; একটা কণ্টক দূর হইত। কিন্তু দুঃখ করিও না, তোমার ভাগ্যেও ঐ রকম মৃত্যু লেখা আছে!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু সে কাজটা তোমাকে দিয়া সুসম্পন্ন হইবার আশা নাই; তুমি এ জীবনে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে—এরূপ ভরসা তোমাকে দিতে পারিতেছি না।"

কারলাক বলিল, "তোমার হতাশ হইবার কারণ নাই; কারলাককে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে—এরূপ সুদৃঢ় কারাগার ইংরাজ এখনও নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই!"

কাপ্তেন সাভরি মার্সালের মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "পিস্তলের গুলিতে বোধ হয় বেচারার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়াছে। একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলে ভাল হয় না?"

কারলাক হাসিয়া বলিল, "ডাক্তার ডাগ্‌মার এখানে উপস্থিত থাকিতে অন্য ডাক্তার ডাকিবার আবশ্যক কি? ডাক্তার ডাগ্‌মার মরা মানুষ বাঁচাইতে না পারিলেও তাজা মানুষ মারিতে পারে; এ বিষয়ে তাহার বেশ হাতযশ আছে।"

মিঃ ব্লেক কারলাকের নির্ল্লজ্জতায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ডাক্তার ডাগ্‌মারের ডাক্তারী-করা শেষ হইয়াছে; সে তাহার নিজের চিকিৎসার কথা চিন্তা করুক।"

মিঃ ব্লেক কারলাকের পোষাক দেখিয়াই বুঝিতে

পারিয়াছিলেন, কারলাকই ডাক্তার ডাগমার সাজিয়া সেই অট্টালিকায় বাস করিতেছিল; কারলাকের কথার অর্থ বুঝিতে তাঁহার কোন অসুবিধা হয় নাই।

হঠাৎ বহির্দ্বারে সবেগে ঘণ্টাধ্বনি হইল। মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে স্মিথ দ্বার খুলিয়া দিতে গেল।

স্মিথ দ্বার খুলিয়াই ইউনিফর্ম্ম পরিহিত দীর্ঘদেহ একজন কনষ্টেবলকে দেখিতে পাইল। কনষ্টেবল স্মিথকে বলিল, "এ বাড়ীতে কি কোন রকম হাঙ্গামা-হুজ্জত হইয়াছে? কিছুকাল পূর্ব্বে আমরা রোঁদে বাহির হইয়া উপর্য্যুপরি কয়েকবার পিস্তলের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম। আমরা তখন দূরে ছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের ধারণা হইয়াছিল—আওয়াজগুলি এই বাড়ীতেই হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, এখানে একটা বিভ্রাট ঘটিয়াছে; তুমি আমার সঙ্গে এস।"

কনষ্টেবলটি স্মিথের অনুসরণ করিল; মুহূর্ত্ত পরে আর একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী স্মিথের পশ্চাতে আসিয়া বলিল, "আমিও আসিতে পারি কি?"

স্মিথ ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই।"

মিঃ ব্লেক যে কক্ষে ছিলেন, কনষ্টেবলদ্বয় সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দুই জন লোক শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বসিয়া আছে, এবং দ্বারের নিকট একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে! এই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া তাহারা স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মিঃ ব্লেক কনষ্টেবলদ্বয়কে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। তাহারা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি উঠিয়া তাহাদের কাছে গিয়া নিম্নস্বরে কি বলিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া একজন কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেল। কয়েক মিনিট পরে সে হাসপাতালের একখান গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিল। মিঃ ব্লেকের আদেশে সাভরি ও স্মিথ মার্সালের মৃতদেহ সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিলে কনষ্টেবল গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর মিঃ ব্লেক টেবিলের কাছে বসিয়া একখানি পত্র লিখিলেন, এবং তাহা অন্য কনষ্টেবলের হাতে দিয়া বলিলেন, "তুমি এই পত্র লইয়া থানায় যাও। পত্রখানি তোমাদের সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের হাতে দিবে; আর তাঁহাকে বলিবে—ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর! যাহা এখানে দেখিয়া যাইতেছ—তাহাও তাঁহাকে বলিতে পার।"

ভদ্রবেশধারী দুইজন লোককে শৃঙ্খলিত হইয়া সেই কক্ষে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ব্যাপার কি শুনিবার জন্য কনষ্টেবলটির অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছিল। একজন লোককে কেহ গুলী করিয়া মারিয়াছে—ইহা বুঝিতে পারিলেও, এই দুর্ঘটনার কারণ কি, তাহা সে জানিতে পারে নাই; কিন্তু মিঃ ব্লেককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না।—সে নিঃশব্দে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

কনষ্টেবলদ্বয় অদৃশ্য হইলে গ্রিয়ার মাথা তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মুখের পরিবর্ত্তন দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিস্মিত হইলেন; তাহার চক্ষু দুটি করমচার মত লাল, তাহার মুখ মৃতের মুখের ন্যায় বিবর্ণ; আতঙ্ক ও নিরাশা যেন তাহার চোখ মুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। তাহার ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিয়া গাল বহিয়া পড়িতেছিল। তাহার মাথার ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল।

গ্রিয়ার, মিঃ ব্লেককে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে কাপ্তেন সাভরির মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল ভাবে বলিল, "এবারকার মত আমাকে মুক্তি দান করুন কাপ্তেন! দোহাই আপনার। আমাকে পুলিশের হাতে দিলে আমার কি দুর্গতি হইবে—তাহা আপনি বুঝিতেই পারিতেছেন। আমার সর্ব্বনাশ করিবেন না। এবারকার মত আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে ছাড়িয়া দিন।"

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "গ্রিয়ার, তুমি ভদ্রসন্তান; সরকারের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে তুমি প্রতিষ্ঠিত ছিলে। তোমার প্রবৃত্তি ও ব্যবহার দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছি! ইহার পরও তুমি মুক্তিলাভের আশা করিতেছ? মানুষের কি নির্ল্লজ্জতার সীমা নাই? তোমার মত শয়তান কি ক্ষমার পাত্র? আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াই বা ফল কি? মিঃ ব্লেক আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। তুমি যে কীর্ত্তি করিলে—আমি তাহার দর্শক মাত্র; ইহাতে আমার কোন হাত নাই, মিঃ ব্লেক যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।"

গ্রিয়ার স্খলিত স্বরে বলিল, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ঐ লোকটাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা আমার এক বিন্দুও ছিল না। এ দুর্ঘটনা দৈবাৎ হইয়া গিয়াছে; উহা আমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নহে।"

গুলী করিয়া মানুষ মারিয়া গ্রিয়ারকে এই ভাবে ন্যাকামী করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলিয়া উঠিল; তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে

না পারিয়া, তীব্র স্বরে গ্রিয়ারকে বলিলেন, "মেজর গ্রিয়ার! এই দুর্ঘটনা আকস্মিক কি না, তুমি ইচ্ছা করিয়া নরহত্যা করিয়াছ, কি অনিচ্ছায় করিয়াছ—সে সকল কৈফিয়ৎ তোমার বিচারের সময় বিচারকের কাছে দিও। আমাদের কাছে তোমার কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এই ব্যাপারে আমাকে নিজেই হলফ করিয়া জবানবন্দী দিতে হইবে, এবং আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহা বলিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি—তুমি ইচ্ছা করিয়াই মার্সালকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছ। তুমি জানিতে, পিস্তলের গুলী তাহার বুকে বিঁধিলে তাঁহার মৃত্যু অপরিহার্য্য; তুমি আরও জানিতে মার্সাল তোমাকে চিনিতে পারিয়াছিল, সে এখান হইতে পলায়ন করিতে পারিলে তোমার কীর্ত্তির কথা প্রকাশ করিয়া দিবে; সুতরাং তাহাকে হত্যা না করিলে তোমার কল্যাণ নাই! এই জন্য তুমি উহাকে জীবিত অবস্থায় এই অট্টালিকা ত্যাগ করিতে দিবে না সঙ্কল্প করিয়াই গুলী করিয়াছিলে। তাহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা না থাকিলে তাহার বুকে গুলী করিবে কেন?—তুমি এদেশের একটি প্রসিদ্ধ কারাগারের অধ্যক্ষতা করিয়াছ; এই ভাবে নরহত্যা করিলে কি দণ্ড হয়—তাহা তুমি আমার অপেক্ষাও ভাল জান। বিচারকের নিকট সেই দণ্ডাজ্ঞা লাভের জন্য প্রস্তুত হও।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া গ্রিয়ারের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; সে চারি দিক অন্ধকার দেখিল। সে উন্মাদের ন্যায় সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; হঠাৎ কারলাকের সহিত তাহার দৃষ্টির বিনিময় হইল।

কারলাকের সহিত চোখোচোখী হইবামাত্র গ্রিয়ারের সকল ক্রোধ তাহার উপর গিয়া পড়িল; সে সক্রোধে কর্কশ স্বরে বলিল,—"তোমার চক্রান্তে পড়িয়াই আমি মরিলাম! শয়তান! আমার ক্ষমতা থাকিলে আমি তোমার এই শয়তানীর প্রতিফল দিতাম; তোমাকে আগে খুন করিতাম।"

গ্রিয়ার প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাপ্তেন সাভরি ও মিঃ ব্লেকের নিকট যে সকল কথা বলিতেছিল, তাহা সকলই কারলাকের কর্ণগোচর হইয়াছিল; কিন্তু সেই অপদার্থ প্রাণভয়ে বিচলিত কাপুরুষের কথা শুনিয়াও কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইতেছিল; সে অবনত মস্তকে নিজের উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতেছিল। সে হঠাৎ মুখ তুলিতেই গ্রিয়ারের সহিত তাহার দৃষ্টির বিনিময় হওয়ায়, গ্রিয়ার তীব্র স্বরে তাহাকে ভৎর্সনা করিবামাত্র তাহার ক্রোধানল সবেগে জ্বলিয়া উঠিল; তাহার চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইয়া যেন গ্রিয়ারকে দগ্ধ করিতে উদ্যত হইল! কিন্তু গ্রিয়ারের ভীরুতার পরিচয় পাইয়া তাহার মনে এতই ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছিল যে, গ্রিয়ারের সহিত কথা কহিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; বিরাগ-ভরে সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া ক্রোধে ফুলিতে লাগিল।

কারলাককে নির্ব্বাক দেখিয়া গ্রিয়ারের ধারণা হইল, কারলাক তাহার অভিযোগ সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছে—এজন্য তাহার কথার প্রতিবাদ করিতে কারলাকের সাহস হইতেছে না! কাপুরুষ গ্রিয়ার সকল অপরাধ কারলাকের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "হাঁ, ঐ শয়তানের ষড়যন্ত্রেই আমার এই বিপদ! এই দুঃসাহসী দস্যুটাই এই বিভ্রাটের মূল। উহার দুরভিসন্ধিতেই আমার সর্ব্বনাশ হইল! মার্সাল জহরতগুলা চুরী করিয়া কোন্ বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিয়াছিল—এ সন্ধান আমি পাইয়াছিলাম, ইহা স্বীকার করি; কিন্তু সেগুলি হস্তগত করিবার জন্য যে সকল ষড়যন্ত্র হইয়াছে, সেই সকল ষড়যন্ত্রের জন্য ঐ কারলাকই দায়ী। যত কিছু ফন্দী ফিকির, তাহা উহারই মাথা হইতে বাহির হইয়াছে! সে কোথা হইতে একটা লোককে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে সাভরির ছদ্মবেশে সাজাইয়া হান্সা হোটেলে পাঠাইয়াছিল; সেই লোকটাই মার্সালের চিঠিখানা লইয়া আসিয়া উহাকে—"

গ্রিয়ার তাহার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্ব্বেই কারলাক মাথা তুলিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, এবং হাতকড়া সমেত হাত দুখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিকৃত স্বরে হুঙ্কার দিয়া উঠিল; গর্জ্জন করিয়া বলিল, "চুপ করিয়া থাক্—শুয়ার! আমার হাত খোলা থাকিলে এই মুহূর্ত্তে আমি তোকে খুন করিতাম। বিপদ দেখিয়া পুরুষ মানুষের মত তাহার সম্মুখীন হইবার সাহস নাই রে কাপুরুষ!—অপদার্থ বিশ্বাস-ঘাতক! তোকে পদাঘাত করিতেও আমার ঘৃণা হইতেছে—কিন্তু এই তোর ভীরুতার পুরস্কার!"—কারলাক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া গ্রিয়ারের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিল।

গ্রিয়ার কোটের হাতায় মুখ মুছিয়া ফেলিল; কিন্তু কারলাকের ঘৃণা পরিপাক করিয়াও নীরব থাকিতে পারিল না। সে মনে করিল—কারলাকের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিলে মিঃ ব্লেক বুঝিতে

পারিবেন—সে কারলাকের হাতের পুতুল মাত্র; ইহাতে হয় ত তাহার অপরাধের গুরুত্ব হ্রাস হইবে, এবং মিঃ ব্লেক কারলাকের বিরুদ্ধে তাহাকে 'এপ্রুভার' অর্থাৎ রাজার সাক্ষী করিয়া বিনাদণ্ডে তাহার মুক্তিদানের ব্যবস্থা করিবেন! তাই গ্রিয়ার সকল গুপ্তকথাই সবিস্তারে বলিয়া ফেলিল। মিঃ ব্লেক, কাপ্তেন সাভরি ও স্মিথ স্তম্ভিত হৃদয়ে গ্রিয়ারের সকল কথা শুনিলেন।

মিঃ ব্লেক এতক্ষণ পরে কথা কহিলেন, বলিলেন, "জহরতগুলা হস্তগত করিবার জন্য 'চোরের উপর বাটপাড়ি' করিতে গিয়াছিলে, অতি চমৎকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, চেষ্টা যত্ন ও পরিশ্রমেরও ত্রুটি কর নাই; কিন্তু তাহার শেষ ফল কি হইল? জহরত হস্তগত হইয়াছে ত? বখরা সমান সমান হইয়াছে, না, দশ আনা ছয় আনা?"

গ্রিয়ার মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, আধাআধি বখরারই কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কেবল কাদা মাখাই সার হইয়াছে! আমরা এই বাড়ীর সকল স্থান খুঁজিয়া হয়রান হইয়াছি—কিন্তু জহরতগুলির সন্ধান পাই নাই। মার্সালকে কয়েদ করিয়া যথেষ্ট উৎপীড়ন করা হইয়াছিল, তাহাকে অনাহারে রাখা হইয়াছিল, এমন কি, কারলাক তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই! সে জহরতের সন্ধান বলিয়া দেয় নাই। আমার বিশ্বাস মার্সাল মিথ্যা কথা লিখিয়াছিল। জহরতগুলি সে এই বাড়ীতে লুকাইয়া রাখে নাই। সে মরিয়া গিয়াছে, সুতরাং চোরামাল আবিষ্কারের আর কোন আশা নাই!"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "মার্সাল মিথ্যাবাদী নহে; সে সত্য কথাই বলিয়াছিল, এবং জহরতগুলি এই বাড়ীতেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল।—সে মরিয়াছে বটে, কিন্তু জহরতগুলি পাওয়া গিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক ক্যাম্বিসের একটা পুঁটুলি পকেট হইতে বাহির করিয়া টেবিলের উপর খুলিয়া ফেলিলেন; উজ্জ্বল দীপালোকে হীরকগুলি ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল! সেগুলি সংখ্যায় অধিক না হইলেও অত্যন্ত মূল্যবান।—ইহাই আত্মসাৎ করিবার জন্য কারলাক ও গ্রিয়ারের নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম, এবং অবশেষে নরহত্যা!

জহরতগুলির দিকে চাহিয়া লোভে ও ক্ষোভে কারলাক অধীর হইয়া উঠিল। মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি মার্সালকে যে কুঠুরীতে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলে, এই পুঁটুলীটা সেই কুঠুরীতে—কুলুঙ্গীর কাঠের সরদালের নীচে যে গুপ্ত প্রকোষ্ঠ আছে, তাহারই ভিতর লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। ময়লা বিশ্রী সরদালখানি টানিয়া খুলিতে পারা যায়—এবং তাহার নীচে দেওয়ালের ভিতর গুপ্ত গহ্বর আছে—ইহা তুমি ধারণা করিতে পার নাই! কিন্তু আমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে তুমি ইহার সন্ধান পাইলে আজ তোমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না।"

মেজর গ্রিয়ার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বিপদের কথা ভুলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "গুদাম-ঘরের কুলুঙ্গীর সেই নোংরা সরদালখানার নীচে!—ওঃ, কি আপ্‌শোষ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বড়ই আপ্‌শোষের বিষয়! সেই কুঠুরীতে তোমরা মার্সালকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলে। আমি তাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে তাহাকে সাহায্য করিব—বলায় সে আমার নিকট এই গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়াছিল। আমি তাহাকে মুক্তিদান করিয়া জহরতগুলি লইয়া আসিয়াছি; কিন্তু শেষে বেচারার প্রাণ রক্ষা হইল না।"

মিঃ ব্লেক পুঁটুলীটা কাপ্তেন সাভরির হাতে দিয়া বলিলেন, "এগুলি এখন আপনার কাছেই রাখুন। জহরতগুলির উদ্ধারের ভার আপনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং ইহা আপনার নিকট থাকাই উচিত।"

কাপ্তেন সাভরি পুঁটুলীটি গ্রহণ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "এগুলির জন্য মার্সালের প্রাণ গেল; আমাকেও অল্প কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিতে হয় নাই।"

সেই সময় হল-ঘরে একাধিক লোকের পদশব্দ শুনিয়া সকলেই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দ্বারের দিকে চাহিলেন; মুহূর্ত্ত পরে পুলিশের সুপারিন্টেন্‌ডেন্ট পূর্ব্বোক্ত কন্‌ষ্টেবলদ্বয় সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুপারিনটেন্‌ডেন্টকে দেখিয়া মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুপারিনটেন্‌ডেন্ট টুপি স্পর্শ করিয়া তাঁহার অভিবাদন করিলেন, এবং একপাশে সরিয়া গিয়া কয়েক মিনিট মিঃ ব্লেকের সহিত কি পরামর্শ করিলেন; তাহার পর সুপারিনটেন্‌ডেন্টের ইঙ্গিতে কন্‌ষ্টেবলদ্বয় গ্রিয়ারের নিকট গিয়া দুই দিক হইতে তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিল। দুঃখে লজ্জায় অপমানে গ্রিয়ার মস্তক অবনত করিল;

তাহার চোখ দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

কারলাক গ্রিগারের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, "আর বসিয়া কেন মেম্বর! উঠিয়া যাও, তোমার লোভের পুরস্কার লাভের সময় হইয়াছে।—জন্মের মত বিদায় লও।"

অনন্তর কারলাক উঠিয়া-দাড়াইয়া সদর্পে বলিল, "সুপারিনটেন্‌ডেন্ট, এবার বোধ হয় আমার পালা?—কিন্তু আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাইবার পূর্ব্বে আমি জানিতে চাই—কি অভিযোগে আমাকে গ্রেপ্তার করা হইতেছে। আমার বিশ্বাস, ইংলণ্ডেও আমার এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আছে।"

কারলাক এই কথা বলিবার সময় হঠাৎ সেই কক্ষের পশ্চাতস্থ জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, একটি নারী-মূর্ত্তি সেই বাতায়নের বাহির হইতে মুহূর্ত্তের জন্য তহাকে দেখা দিয়াই, সেখান হইতে বারান্দার দিকে চলিয়া গেল; সেই কক্ষের অন্য কোন লোক তাহাকে লক্ষ্য করিল না।—কিন্তু জুয়ানিটাকে তাহার প্রতীক্ষা করিতে দেখিয়া কারলাকের হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। সে তাহার বক্ষে পুলক-স্পন্দন অনুভব করিল। সে জানিত, তাহার জীবনের এই ঘোর সঙ্কটকালে জুয়ানিটা আবশ্যক হইলে নিজের প্রাণ দিয়াও তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।

কারলাক মনে মনে কি একটা ফন্দী করিয়া বলিল, "আপনারা সকলেই অবিলম্বে এই অট্টালিকা ত্যাগ করিবেন; কিন্তু আমার অনুরোধ—এখান হইতে বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে আপনারা গ্যাসটা নিবাইয়া দিবেন।"

"গ্যাসটা নিবাইয়া দিবেন"—শেষের এই কথা কয়টি সে এরূপ উচ্চৈঃস্বরে বলিল—যেন তাহা ঐ ভাবে বলিবার কোন একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল! মিঃ ব্লেক তাহা বুঝিতে পারিলেন।

কারলাক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "দেখুন, এই বাড়ীর ও বাড়ীতে যে সকল আসবাব-পত্র আছে, সেগুলির জন্য আমিই দায়ী। সুতরাং আমার অনুপস্থিতিতে কোন জিনিস-পত্র তসরুপ না হয়—তাহার ব্যবস্থা করিয়া যাইতে আমি বাধ্য।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার মত ধূর্ত্ত শয়তান ইউরোপে অধিক নাই! কিন্তু তুমি যে চালাকী খাটাইবার মতলব করিয়াছ—আমি উপস্থিত থাকিতে তাহা সফল হইবার আশা ত্যাগ কর। আমি অতি কষ্টে তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি; আমার চোখে ধূলা দিয়া এবার আর পলাইতে পারিতেছ না।"

কারলাক মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, তোমার উদ্দেশ্য খুব মহৎ, তোমার এই মহৎ সঙ্কল্পে এবং এত বড় একটা বাহাদুরীর কাজে আমি বাধা দিতে চাহি না। ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে তোমার আদেশ পালন করিতেই হইবে, কারণ, এখন আমি তোমার অধীন। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই এভাবে আমাকে থানায় যাইতে বাধ্য করিবে না; অন্ততঃ আমার টুপিটা আর কোটটা ত পরিয়া লইতে দিবে?—আমার কোট ও টুপি হলঘরে আছে।"

কারলাক শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তদ্বয় সম্মুখে উচু করিয়া ধরিয়া হল-ঘরের দিকে অগ্রসর হইল, এবং হলঘরের দরজার চৌকাঠে দাঁড়াইয়া মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিল।

মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাতে একটু দূরে ছিলেন; কিন্তু কারলাক তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে না পারে, সে দিকে তাঁহার লক্ষ্য ছিল।—কারলাক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমাকে ছাড়িয়া দিয়া বেশী তফাতে থাকিও না ব্লেক! তুমি ত জান, আমাকে বিশ্বাস নাই। অন্য সকলে মনে করিতে পারে—এখন আমি সম্পূর্ণ শক্তিহীন; কিন্তু আমি জানি তোমার ধারণা অন্যরূপ।"

মিঃ ব্লেক কারলাকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সুপারিনটেন্‌ডেন্টকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আপনি উহার ধাপ্পায় ভুলিবেন না, উহার সঙ্গে যান।"

সুপারিনটেন্‌ডেন্ট তাড়াতাড়ি দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া কারলাককে বলিলেন, "তুমি এখানেই দাঁড়াইয়া থাক, আর অগ্রসর হইতে পাইবে না। আমি তোমার টুপি ও কোট আনিয়া দিতেছি!"

কারলাক হলঘরের দিকে দুই এক পা অগ্রসর হইয়াই ঘুরিয়া দাঁড়াইল, এবং দ্বারপ্রান্তবর্ত্তী সুপারিনটেন্‌ডেন্টকে বলিল, "আপনার বিনয় প্রশংসনীয়, পুলিশ সাহেব! আপনারা বিলক্ষণ সতর্ক আছেন—তাহাও দেখিতেছি! কিন্তু ভয় নাই, আমি পলায়নের চেষ্টা করিব না। নিষ্ফল চেষ্টায় কারলাকের বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই—একথা মিঃ ব্লেকের জানা থাকিতে পারে।"

কারলাক সেখান হইতে নড়িবার চেষ্টা না করিয়া দ্বার-সন্নিহিত দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া আড হইয়া দাঁড়াইল, এবং হাসিয়া বলিল, "না, আমার তাড়াতাড়ি করিবার দরকার নাই, আমি এখানেই দাঁড়াইলাম।"

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা তখনও কারলাকের উপবেশন-কক্ষের বাহিরে আসেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের কেহই জানিতে পারিলেন না যে, জুয়ানিটা হলঘরের দেওয়াল ঘেঁসিয়া অতি সন্তর্পণে এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে গ্যাসের নলের দিকে অগ্রসর হইতেছে!—কারলাক হলঘরের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া যে কোন্ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহা সে কাহাকেও বুঝিতে দিল না!

জুয়ানিটা কারলাকের মুখে গ্যাস নিবাইবার কথা শুনিয়া তাহার গুপ্ত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিল।

সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট হলঘরের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—"বাজে কথায় সময় নষ্ট করিবার দরকার নাই; আমাদের এখনই থানায় যাইতে হইবে।"

সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের মুখ হইতে এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই অট্টালিকার দীপগুলি সমস্তই একসঙ্গে নির্ব্বাপিত হইল; সমগ্র অট্টালিকা চক্ষুর নিমেষে গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল!—এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব কাণ্ডে সকলেই স্তম্ভিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক অন্ধকারের মধ্যেই সবেগে হলঘরের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু 'চৌরে গতে-সতি কিমু সাবধানম্!'—তিনি দ্বারে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বেই কারলাক চক্ষুর নিমেষে হলঘরের সেই দ্বার রুদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ হাতেই চাবি লাগাইয়া দিল; তাহার পর সে হলঘর দিয়া বাহিরের দরজার দিকে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

কারলাকের গতিরোধ করে, বাহিরে এরূপ কোন লোক ছিল না; সুতরাং সে অট্টালিকা হইতে নামিয়া নির্ব্বিঘ্নে বাগানে প্রবেশ করিল। সে রাজপথে যাইবার জন্য সদর দেউড়ির দিকে অগ্রসর না হইয়া, বাগানের গাছের তলা দিয়া, বাগানের প্রাচীরের অন্য দিকে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইল। এই দ্বারটি পূর্ব্বেই খুলিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই দ্বার দিয়া রাজপথের সমান্তরাল একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যাইত।

কারলাক সেই দ্বার দিয়া দ্রুতবেগে গলিতে প্রবেশ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত পরেই সে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "জুয়ানিটা আসিয়াছ?"

জুয়ানিটা বলিল, "হাঁ, সিনর, আসিয়াছি। আশা করি, আপনি এখন নিরাপদ। আলো নিবাইতে আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে—"

কারলাক বাধা দিয়া বলিল, "ধন্যবাদ জুয়ানিটা! এ উপকার আমি কখনও ভুলিব না। আশা করি, আমার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও আমার হাতে হাতকড়া আঁটা আছে! এই মুহূর্ত্তেই ইহা খুলিয়া ফেলিতে হইবে। আমার পকেটে একটা চাবি আছে, উহা হ্যারির হাতকড়ার চাবি; এই চাবি সকল হাতকড়াতেই ব্যবহার করা যায়। আমার কোটের পকেট হইতে তাহা বাহির করিয়া আমার হাত খুলিয়া দাও, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না; উহারা হয় ত এখনই আমার অনুসরণ করিবে!"

জুয়ানিটা কারলাকের পকেট হাতড়াইয়া হাতকড়ার চাবিটা বাহির করিয়া লইল, এবং তাহার সাহায্যে কারলাকের উভয় হস্তের প্রকোষ্ঠ হইতে হাতকড়া খুলিয়া ফেলিল।

কারলাক শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া গলি দিয়া দৌড়াইতে লাগিল; জুয়ানিটাও দ্রুতবেগে তাহার অনুসরণ করিল। এইভাবে কিছুদূর গিয়া আর একটি পথের মোড়ে আসিয়া জুয়ানিটা কারলাককে বলিল, "এখন কোথায় যাওয়া স্থির করিয়াছেন সিনর?"

কারলাক অস্ফুট স্বরে বলিল, "কিছুই স্থির করি নাই জুয়ানিটা! তবে, এ অঞ্চলে আর বিলম্ব করা হইবে না—ইহা স্থির। এখান হইতে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে না পারিলে বিপদের আশঙ্কা দূর হইবে না। আমার মোটর সদর রাস্তায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে—তাহা তুমি জান। তুমি দৌড়াইয়া সেই গাড়ীর কাছে যাও—সাফারকে বল সে যেন এই মুহূর্ত্তে গাড়ী লইয়া এখানে আসে। আপাততঃ এই গাড়ীতে লণ্ডনে যাইব।—না, শোন! আমি সে গাড়ীতে লণ্ডনে যাইব না, পথে বিপদে পড়িবার আশঙ্কা আছে; সাফারকে গাড়ী লইয়া লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে বল। আমি মাঠের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া যাইব; আমার পক্ষে তাহাই নিরাপদ। সাফার যেন আমার জন্য আর পথে মুহূর্ত্ত মাত্র প্রতীক্ষা না করে!—যাও।"

জুয়ানিটা তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে সাথারকে সংবাদ দিতে চলিল। জুয়ানিটা অদৃশ্য হইলে, কারলাক দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—"এখন কোন্ পথে যাই ?" মিঃ ব্লেক ও পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্টকে সে প্রতারিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহারা যে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না—এ বিষয়ে তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সেই রাত্রিটুকু কোথাও নিরাপদে আশ্রয় লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে বুঝিয়াছিল মিঃ ব্লেক তাহাকে কোথাও দীর্ঘকাল বিশ্রামের অবকাশ দিবেন না।

কারলাক আর সেখানে দাড়াইয়া থাকিতে সাহস না করিয়া, পথ হইতে মাঠে নামিয়া পড়িল। চষা মাঠ দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে সে সম্মুখে একটি বেড়া দেখিতে পাইল; সে সেই বেড়া লাফাইয়া পার হইয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। জঙ্গল অতিক্রম করিয়া সে দেখিল সম্মুখেই একটা পথ, মেঠো পথ হইলেও বেশ প্রশস্ত, উচ্চ পথের দুই ধারে আইল। পথটা তাহার বাঁ দিক হইতে আসিয়া ডাইন দিকে গিয়াছে। সে কোন্ দিকে যাইবে—তাহাই ভাবিতে লাগিল; তাহার পর বাঁ দিকে চলিল।

চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা ফন্দী তাহার মাথায় আসিল। সেরূপ দুঃসাহসের ফন্দী কারলাক ভিন্ন অন্য কাহারও মাথায় আসিত কি না সন্দেহ; অন্ততঃ তাহা কার্যে পরিণত করিতে অন্য কেহই সাহস করিত না। সে হঠাৎ থমকিয়া দাড়াইয়া মনে মনে বলিল, "যেখান হইতে পলাইয়া আসিলাম, ফিরিয়া গিয়া সেইখানেই আশ্রয় লইতে দোষ কি ? আমি যে এই রাত্রে সেখানে ফিরিয়া যাইতে সাহস করিব—ইহা ব্রেক বা তাহার সঙ্গীরা ধারণা করিতে পারিবে না।"

অবস্থা বিবেচনায় কারলাকের এই ফন্দী যে অসঙ্গত হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য; কারণ সে পলায়নের পর পুনর্ব্বার সেই বাড়ীতেই ফিরিয়া আসিয়া লুকাইয়া আছে—ইহা কেহই অনুমান করিতে পারিত না।

কারলাক মাঠ ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে তাহার বাসার দিকে চলিতে লাগিল; চলিতে চলিতে সে মনে মনে বলিল, "ফন্দীটা ভারি চমৎকার! ব্লেক পুলিশের সাহায্যে বাগানের ভিতর আমাকে খুঁজিয়া দেখিবে, তাহার পর গ্রামের ভিতরেও আমার অনুসন্ধান করিবে। চারিদিকে যত থানা আছে—আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সেই সকল থানায় হুলিয়া পাঠাইবে; কিন্তু আমি নিঃশব্দে গুপ্তপথে দোতলায় উঠিয়া, যে ঘরে মার্সালকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেই ঘরেই লুকাইয়া থাকিব। আমি সেখানে গিয়া লুকাইয়াছি—এ সম্ভাবনা, অন্যের দূরের কথা, ব্লেকের মাথাতেও স্থান পাইবে না! ব্লেক যতই চতুর হউক, আমার এ চাতুরী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে না।"

কারলাক চলিতে চলিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেই অট্টালিকার প্রাচীর-সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সে দেউড়ির দিকে না গিয়া, অন্য দিক দিয়া প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া বাগানে প্রবেশ করিল; তাহার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে চাহিতে অতি সন্তর্পণে অট্টালিকার পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

কারলাক গাছের আড়ালে দাড়াইয়া, কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না—তাহাই পরীক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক মিনিট পরে সে কিছু দূরে কাহার জুতার মস্ মস্ শব্দ শুনিতে পাইল; অল্পক্ষণ পরে সে দেখিল—একটা লোক লণ্ঠন হাতে লইয়া বাগানের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!—সেই আলোকে তাহার পোষাক দেখিয়া সে বুঝিতে পারিল—লোকটা কন্‌ষ্টেবল; কিন্তু কন্‌ষ্টেবলটা তাহার কাছে না আসিয়া দেউড়ির সম্মুখ দিয়া পদচারণ করিতে লাগিল।

কারলাক তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিল, বাড়ীর ভিতর কেহই নাই, ব্লেক সদলে প্রস্থান করিয়াছেন; কোন লোক বাহির হইতে আসিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে না পারে—এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা কন্‌ষ্টেবলটাকে সেখানে মোতায়েন রাখিয়া গিয়াছেন।

কারলাক সেই অট্টালিকার পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া পাকশালার দিকে অগ্রসর হইল। জুয়ানিটা এই দ্বার দিয়াই অট্টালিকা হইতে বাহির হইয়া কারলাককে তাহার বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য মোটর গাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল।

কারলাক পাকশালার ভিতর দিয়া হলঘরে প্রবেশ করিল; তাহার পর দোতালার সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত কুঠুরীতে উপস্থিত হইল। সেই কক্ষে মার্সাল যে শয্যায় শয়ন করিত, সেই শয্যা তখনও খাটিয়ায় প্রসারিত ছিল; কারলাক সেই শয্যায় অবসন্ন দেহে শয়ন করিয়া মুদিত নেত্রে কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার মনে হইল—যে এখানে শয়ন করিত সে এখন কোথায় ?—

গ্রিয়ারের গুলীতে সে নিহত হইয়াছে। নরহত্যা করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও, মার্সালের হত্যার জন্য সে-ই পরোক্ষভাবে দায়ী। অজ্ঞাত ভয়ে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল; যেন মার্সালের প্রেতাত্মা তাহার প্রতি পৈশাচিক উৎপীড়নের প্রতিফল দেওয়ার জন্য সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে শয্যার চারি দিকে সক্রোধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কারলাক দেহের প্রতি লোমকূপে যেন সেই অশরীরী আত্মার উত্তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করিতে লাগিল!

কারলাক মনে মনে আত্ম-সমর্থনের চেষ্টা করিতে লাগিল; অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি গ্রিয়ারকে বলি নাই—তুমি মার্সালকে হত্যা কর।" লোকটা যে মার্সাল, ইহাও আমি জানিতে পারি নাই! আমি বলিয়াছিলাম, লোকটাকে পলায়ন করিতে দিও না। কিন্তু গ্রিয়ার তাহাকে গুলী করিয়া মারিল? এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য কেহই আমাকে দায়ী করিতে পারিবে না; তথাপি আইনের চক্ষে ত আমি নিরপরাধ নহি; আমি গ্রিয়ারের এই কুকার্য্যের সাহায্যকারী—ইহা সপ্রমাণ হইলে দীর্ঘকালের জন্য আমার সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইবে!—আজ রাত্রিটা এখানে নির্ব্বিঘ্নে কাটাইতে পারিলে আমি ছদ্মবেশে এখান হইতে সরিয়া পড়িতে পারিব; কিন্তু এখানে ফিরিয়া না আসিলে আমার ছদ্মবেশ-ধারণের সুযোগ হইত না। আমি যে পরিচ্ছদে আছি—এ পরিচ্ছদে পথে বাহির হইলে আমার ধরা পড়িবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।"

কারলাক সেই শয্যায় প্রায় একঘণ্টা পড়িয়া থাকিয়া এইরূপ নানা চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, সে মিঃ ব্লেকের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া মুক্তিলাভ করিলেও, যতক্ষণ দেশত্যাগ করিতে না পারিতেছে—ততক্ষণ তাহার নিরাপদ হইবার আশা নাই। পুলিশের অজ্ঞাতসারে তাহার দেশত্যাগ করাও বড় সহজ নহে; অথচ সেজন্য সে তখন পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে নাই!—সে জীবনে বহুবার বিপদে পড়িয়াছে, বুদ্ধি-কৌশলে সেই সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভও করিয়াছে; কিন্তু এরূপ সঙ্কটে তাহাকে আর কখনও পড়িতে হয় নাই। গ্রিয়ার জীবন রক্ষার আশায় বিচারকের নিকট তাহার সকল গুপ্ত কথাই প্রকাশ করিবে; সুতরাং দেশান্তরে পলায়ন করিয়া দীর্ঘকাল লুকাইয়া থাকিতে না পারিলে তাহার নিস্কৃতি লাভের কোন আশাই নাই। গ্রিয়ারের শত্রুতাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশঙ্কার কারণ হইল; কিন্তু মিঃ ব্লেক যে হঠাৎ আসিয়া তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইলেন,—ইহাই সে যৎপরোনাস্তি দুর্ভাগ্যের বিষয় মনে করিল।

সে মনে মনে বলিল, "এই ব্লেকটাই আমার শনি! আমি যেখানেই যাই, আর যাহাই করি—গোয়েন্দাটা কিরূপে তাহার সন্ধান পায়, তাহা কখন বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না! যতবার দাঁও মারিবার চেষ্টা করিয়াছি—প্রত্যেক বারই সে আমার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছে; আমাকে মুখের গ্রাস ফেলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে!—এবার ত কৌশলে আমাকে গ্রেপ্তারই করিয়াছিল—ঠিক সেই রকম কৌশলেই তাহার চোখে ধুলা দিয়া পলায়ন করিয়াছি। ভাগ্যে জুয়ানিটার সাহায্য পাইয়াছিলাম। ছুঁড়ি আমার বড়ই অনুগত। দুঃখ এই যে, উহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, কিন্তু উপায় কি? না, স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া গোপনে দেশত্যাগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব! অন্যকে ফাঁকি দিতে পারিলেও ব্লেককে ফাঁকি দিতে পারিব না। সে সাভরির সঙ্গে কিরূপে জুটিয়া গেল, বুঝিতে পারিতেছি না!"

মনে মনে এই সকল কথার আলোচনা করিতে করিতে কারলাক কখন ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। গুরুতর পরিশ্রমের পর সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। নিদ্রাঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল—বিশ্বাসঘাতক গ্রিয়ার পুলিশের নিকট তাহার গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতেছে! সে হীরকে কি কৌশলে হস্তগত করিয়াছিল, তাহাও পুলিশের নিকট প্রকাশ করিয়াছে। ইংলণ্ডের যে সকল স্থানে সে লুকাইয়া থাকিতে পারে, পুলিশ সেই সকল স্থানের সন্ধান পাইয়াছে।—ইংলণ্ডে তাহার মাথা গুঁজিবার স্থান নাই।

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। কারলাক যে কক্ষে ঘুমাইতেছিল—উষালোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইল। প্রভাতের বায়ুহিল্লোলে তাহার কেশগুচ্ছ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার ঘর্ম্মাক্ত ললাটে প্রাতঃসূর্য্যের আলোক প্রতিফলিত হইল; তথাপি তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। নবজাগ্রত জীব-জগতের শব্দ-কল্লোল তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। নিদ্রাভঙ্গে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে—তাহা সে তখনও বুঝিতে পারিল না!

নবম উচ্ছ্বাস

পাপের প্রায়শ্চিত্ত

তখন সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব আছে। পূর্ব্ব গগন সুলোহিত ঊষালোকে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু শুভ্র কুজ্ঝটিকারাশিতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। কোন দিকে জন-মানবের সাড়া শব্দ নাই। —সেই সময় মিঃ ব্লেক থানার বহির্দ্বারের উপর দাঁড়াইয়া যেন কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সহসা নিবিড় কুজ্ঝটিকা-রাশি ভেদ করিয়া একটি যুবককে সেই পথে আসিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক আগ্রহভরে বলিলেন, "স্মিথ, আসিলে কি?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমি টাইগারকে লইয়া আসিয়াছি।"

টাইগার মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া উৎসাহে লেজ নাড়িতে নাড়িতে মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; মিঃ ব্লেক তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেকের চক্ষু দেখিলে বুঝিতে পারা যাইত—পূর্ব্বরাত্রি তাঁহাকে জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছিল।

পূর্ব্বরাত্রে কার্লাক মিঃ ব্লেক ও পুলিশ সুপারিন্টেন্‌ডেণ্টকে প্রতারিত করিয়া পলায়ন করিলে, তাঁহারা তাহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কার্লাক হল ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইলে কাপ্তেন সার্ভিস অন্য দিকের দ্বার খুলিয়া, স্মিথকে সঙ্গে লইয়া পলাতকের সন্ধানেধাবিত হইয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক পুলিশ সুপারিন্টেন্‌ডেণ্টকে সঙ্গে লইয়া আর এক দিকে গিয়াছিলেন। তাঁহারা ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া চারি দিকে ঘুরিয়া কার্লাকের সন্ধান পাইলেন না; অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহারা বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন।

চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় মিঃ ব্লেকের মনে হইল, টাইগারের সহায়তা গ্রহণ করিলে সে সম্ভবতঃ কার্লাককে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে। পলাতক অপরাধীর সন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া মিঃ ব্লেক টাইগারের সাহায্যে অনেক বারই যে অনেক আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত পাঠক পাঠিকাগণের অজ্ঞাত নহে।

মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীরা কার্লাকের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইবার সময় একজন কনষ্টেবলকে সেই অট্টালিকার পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়া থানায় প্রত্যাগমন করিলে, মিঃ ব্লেক টাইগারকে লইয়া আসিবার জন্য স্মিথকে বাড়ী পাঠাইলেন। পুলিশ-সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট থানার একটি কুঠুরীতে মিঃ ব্লেক ও কাপ্তেন সার্ভিসের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের নিদ্রাকর্ষণ হইল না, অবশিষ্ট রাত্রিটুকু তাঁহারা জাগিয়া কাটাইলেন। ঊষাগমের পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক থানার বহির্ভাগে রাস্তায় গিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্মিথের ও টাইগারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পুলিশ-সুপারিন্টেন্‌ডেণ্টও রাত্রে নিশ্চেষ্ট বা নিশ্চিন্ত ছিলেন না; চতুর্দ্দিকে যত থানা ছিল, সকল থানাতেই তিনি পলাতক কার্লাকের অনুসন্ধানের জন্য টেলিফোনে সংবাদ দিলেন। কিন্তু ছান্‌শ্লোর চতুর্দ্দিকস্থ থানাগুলির কোনটি হইতে পলাতকের সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট হতাশ ভাবে মাথা নাড়িয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "এই রাস্কেলটা যেমন ফন্দীবাজ, সেইরূপ ধূর্ত্ত! আমার বিশ্বাস, সে এরকম স্থানে লুকাইয়াছে—যেখান হইতে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। সে কি কৌশলে আমাদের চোখে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়িল—দেখিলেন ত! আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে পোষাক পরিয়া সে পলায়ন করিয়াছে—তাহা দেখিয়াও কেহ তাহাকে পলাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না। ঐ রকম পোষাকে রাত্রিকালে কাহাকেও দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে দেখিলে, তাহাকে সন্দেহ করাই ত স্বাভাবিক। আমার বিশ্বাস, সে পলাইয়া অধিক দূর যাইতে পারে নাই, নিকটেই কোথাও লুকাইয়া আছে;—হৈ চৈ থামিলেই নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িবে।"

মিঃ ব্লেক মুখ অন্ধকার করিয়া বলিলেন, "তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করাই চাই। এই বার সে হাতে-হাতে ধরা পড়িয়াছিল। পূর্ব্বেও কয়েক বার তাহাকে হাতে পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে নরহত্যার বা হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করিবার এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মার্সালের হত্যাকাণ্ডের জন্য সে পরোক্ষভাবে দায়ী; কিন্তু গ্রিয়ারের গুলীতেই মার্সাল নিহত হইয়াছে। এজন্য নরহত্যার অভিযোগেই গ্রিয়ারের বিচার হইবে; তদ্ভিন্ন তাহার অন্য অপরাধও লঘু নহে।—ভদ্রলোকের কি শোচনীয় অধঃপতন!"

যে কক্ষে বসিয়া মিঃ ব্লেক সুপারিনটেন্‌ডেণ্টকে এই সকল কথা বলিতেছিলেন, তাহার পাশের কক্ষটিই থানার হাজত-ঘর। গ্রিয়ার সেই কক্ষে আবদ্ধ ছিল। সে মিঃ ব্লেকের কথা শুনিতে পাইল; ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

প্রত্যুষে স্মিথ টাইগারকে লইয়া মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইলে, সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট ও কাপ্তেন সাভরি থানা হইতে বাহির হইয়া সেই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনিদ্রায়, পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় কাপ্তেন সাভরি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কারাগারের অধ্যক্ষ, এরূপ পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না; তাহার উপর এইরূপ বিপদ তাঁহার পক্ষে নূতন। কিন্তু অপহৃত জহরতগুলির উদ্ধার হওয়ায় তাঁহার মনের ভার অনেকটা লঘু হইয়াছিল; পরিশ্রান্ত হইয়াও তিনি নূতন দায়িত্ব-ভার গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন।

টাইগার মিঃ ব্লেকের নিকট উপস্থিত হইবার প্রায় আধ ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক সকলকে সঙ্গে লইয়া কারলাকের ভাড়াটে বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। স্মিথ মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে পকেট হইতে একখানি রুমাল বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিল। সেই রুমালখানি স্মিথ কারলাকের সহিত পূর্ব্বরাত্রে ধস্তাধস্তি করিবার পর ঘরের ভিতর নিপতিত দেখিয়া সংগ্রহ করিয়াছিল।

অট্টালিকার দ্বারে আসিয়া মিঃ ব্লেক সেই রুমালখানি টাইগারের নাকের কাছে ধরিয়া কয়েক বার আন্দোলিত করিলেন। টাইগার তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল। সে লেজ নাড়িতে নাড়িতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে ভৌ-ভক্ ভক্-ভৌ শব্দ করিল।

কারলাক তখন পর্যন্ত সেই অট্টালিকার দোতালায় পূর্ব্বোক্ত কক্ষে নিদ্রামগ্ন ছিল। টাইগারের কণ্ঠস্বরেও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না! কিন্তু টাইগার সেই অট্টালিকায় প্রবেশ না করিয়া, কারলাক পূর্ব্ব-রাত্রে গৃহ ত্যাগ করিয়া যে পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল—সেই পথে অগ্রসর হইল! মিঃ ব্লেক, সুপারিণটেন্‌ডেণ্ট, কাপ্তেন সাভরি ও স্মিথ সহ তাহার অনুসরণ করিলেন।

গলির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে সেই গলির মোড় পর্য্যন্ত গিয়া টাইগার হঠাৎ থামিল।—কারলাক পলায়ন-কালে সেই স্থলে দাঁড়াইয়া জুয়ানিটার সহিত আলাপ করিয়াছিল।

টাইগারকে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চল্ টাইগার! লোকটা যে দিকে গিয়াছে—সেই দিকে চল। এখানে কেন বিলম্ব করিতেছিস্?"

টাইগার তাঁহার কথা বুঝিতে পারিল। জুয়ানিটা যে পথে কারলাকের মোটর গাড়ীর নিকট গিয়াছিল, সে সে পথে না গিয়া ঘাসের উপর দিয়া অন্য দিকে চলিল; মিঃ ব্লেক নতমস্তকে পরীক্ষা করিয়া কিছুদূর পর্য্যন্ত ঘাসের উপর পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন, এবং তাহা তাঁহার সঙ্গিগণকে দেখাইয়া বলিলেন, "এগুলি নিশ্চয়ই কারলাকের পদচিহ্ন।"

টাইগার যে কারলাকের পথের সন্ধান পাইয়াছে—এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না; তাঁহারা উৎসাহের সহিত তাহার অনুসরণ করিতে করিতে মাঠের ভিতর চষা জমিতে উপস্থিত হইলেন। টাইগার সম্মুখ দিকে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটা বেড়া দেখিতে পাইল। সে বেড়া পার হইয়া একটি অরণ্যে প্রবেশ করিল; তাহার পর পুনর্ব্বার সেই স্থানে দাঁড়াইয়া নতমস্তকে পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

মিনিট-দুই পরে টাইগার সেই অরণ্যের ভিতর দিয়া অট্টালিকার দিকেই ফিরিয়া চলিল!

টাইগারের এই বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া কাপ্তেন সাভরি সবিস্ময়ে বলিলেন, "ব্যাপার কি, মিঃ ব্লেক! আপনার কুকুর যে ঘুরিয়া ফিরিয়া কারলাকের আড্ডার দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল!"

মিঃ ব্লেক ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, টাইগার পথ ভুলিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "টাইগার, টাইগার! ওদিকে কোথায় যাস্?"

টাইগার মুখ ফিরাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; তাহার পর যে পথে যাইতেছিল—সেই পথেই অগ্রসর হইল। তখন স্মিথ দৌড়াইয়া গিয়া টাইগারের 'কলার' চাপিয়া ধরিয়া তাহার গতিরোধ করিল। টাইগার বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া অসন্তুষ্ট ভাবে হুঙ্কার দিল—"ভৌ, ভৌ, ভ্যক্!"—অর্থাৎ "ছাড়িয়া দাও—আমার ভুল হয় নাই।"

মিঃ ব্লেক টাইগারের বিভিন্ন প্রকার কণ্ঠস্বরের পার্থক্য বুঝিতে পারিতেন; তিনি স্মিথকে বলিলেন, "উহাকে ছাড়িয়া দাও স্মিথ! টাইগার বোধ হয় ঠিক পথেই যাইতেছে।—উহার ঘ্রাণশক্তি আমাদের অনুমানের শক্তি অপেক্ষা অধিক প্রখর।"

সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আমরা যে বাড়ী হইতে পলাতক আসামীর সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, সেই বাড়ীতেই ফিরিয়া যাইতেছি না কি? এ কি ব্যাপার মিঃ ব্লেক! আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, বিষয়টি দুর্ব্বোধ্য বটে! একটু অসাধারণ বলিয়াই আপনার মনে হইতে পারে; কিন্তু কারলাকের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা আছে—আপনারও যদি সেইরূপ অভিজ্ঞতা থাকিত, তাহা হইলে আপনি স্বীকার করিতেন—তাহার কার্য্যের ধারাই একটু অসাধারণ; যাহা অন্যের পক্ষে অসম্ভব, তাহার পক্ষে তাহাই সম্ভব!"

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "আপনার কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। মিঃ ব্লেক! আপনি কি বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আমি এই বলিতেছি যে, কারলাক আমাদের সকলকেই বোকা বনাইয়াছে (we have all been fooled)। আমরা যখন টাইগারকে লইয়া এই বাড়ীর বাহিরে যাই—সে সময় কারলাক এই বাড়ীতেই কোন ঘরে লুকাইয়া ছিল! সেই ধূর্ত্ত শিয়াল আমাদের ফাঁকি দিয়াছে,—ইহাই তাহার স্বভাব; তাহা জানিয়াও তাহার চাতুরী বুঝিতে পারি নাই! সে কাল রাত্রে এই বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়া কিছুদূর গিয়াছিল; তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া এখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল! সে জানিত, আমরা রাত্রে এখানে আর তাহাকে খুঁজিতে আসিব না!"—এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা সকলে টাইগারের সঙ্গে খিড়কী-দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন।

কাপ্তেন সাভরি বলিলেন, "বলেন কি মিঃ ব্লেক?—এ আপনার অতি অসঙ্গত অনুমান!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারিবেন, আশা করি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণও পাইবেন।"

সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট সবিস্ময়ে বলিলেন, "লোকটার কি অদ্ভুত সাহস!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "টাইগারের কাজ শেষ হইয়াছে; আর উহার সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা নাই। অবশিষ্ট কাজ আমরাই শেষ করিতে পারিব।"

সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট হতাশ ভাবে বলিলেন, "অবশিষ্ট কাজটুকু ত—গিয়া দেখা পাখী উড়িয়া গিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই সম্ভব; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা চাই। স্মিথ, টাইগারকে ধরিয়া রাখ। সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট, আপনি সদর দরজায় গিয়া পাহারায় থাকুন; আমি কাপ্তেন সাভরিকে লইয়া ঘরগুলি পরীক্ষা করি।"

সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট বাগানের ভিতর দিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক সাভরিকে সঙ্গে লইয়া হল-ঘরে প্রবেশ করিলেন। কাপ্তেন দেখিলেন মিঃ ব্লেকের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে; তিনি তাঁহার মানসিক উত্তেজনা যেন অতি কষ্টে দমন করিতেছেন!—মিঃ ব্লেক কি সত্যই বিশ্বাস করেন—তিনি কারলাককে সেই অট্টালিকার কোন কক্ষে দেখিতে পাইবেন?—সাভরি উৎকণ্ঠাকুলচিত্তে মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিলেন।

মিঃ ব্লেক যেন স্বাভাবিক সংস্কারের বশেই জানিতে পারিলেন,—কারলাক নীচের তালার কোন কক্ষে নাই! এজন্য তিনি একতালার কোন কক্ষে প্রবেশ না করিয়া, সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিতে লাগিলেন; এবং নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সিঁড়ির ঘরের দ্বারে গিয়া রুদ্ধশ্বাসে দণ্ডায়মান হইলেন।—মুহূর্ত্ত পরে পাশের কুঠুরী হইতে তিনি খস্‌খস্ শব্দ শুনিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া ছাদের দিকের কুঠুরীর দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ হইতে অস্ফুট হর্ষধ্বনি নির্গত হইল।—তিনি দেখিলেন, কারলাক নিদ্রাভঙ্গে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছে!

মিঃ ব্লেকের কণ্ঠোচ্চারিত অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়াই কারলাক মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাঁহাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া কারলাক যেন মুহূর্ত্তের জন্য শিহরিয়া উঠিল; তাহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। সে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিল, বোধ হয় আত্মরক্ষার জন্য পিস্তল বাহির করিবারই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু হঠাৎ তাহার মনে পড়িল—সে নিরস্ত্র! হতাশ ভাবে সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার বড়ই বোকামী হইয়া গিয়াছে, ব্লেক! আমার পিস্তলটা সংগ্রহ করিয়া টোটা ভরিয়া তাহা পকেটে রাখি নাই!"

মিঃ ব্লেক সে কথা কাণে না তুলিয়া তাহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া দৃঢ় স্বরে বলিলেন, "আইভর কারলাক! আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

তাঁহার স্পর্শে কারলাক বিদ্যুদ্বেগে সোজা

হইয়া বসিল ; তাহার দেহের সুদৃঢ় মাংসপেশীগুলি যেন দারুণ উত্তেজনায় মট্‌-মট্‌ করিয়া উঠিল। মিঃ ব্লেকের আশঙ্কা হইল, সে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে! মিঃ ব্লেক তাহার আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া দুই পা সরিয়া দাঁড়াইলেন। কাপ্তেন সাভরি স্তম্ভিত ভাবে কাঠের পুতুলের মত দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার বিস্ফারিত নেত্রে ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহল তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

কিন্তু কারলাক, কি ভাবিয়া বলা যায় না, মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিল না। সে পূর্ণদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; মিঃ ব্লেকের নির্নিমেষ নেত্রের কঠোর দৃষ্টিও কারলাকের মুখের উপর সংস্থাপিত। প্রায় দুই মিনিট কাহারও মুখে কোন কথা নাই!—মিঃ ব্লেকের মনে হইল—কারলাকের দৃষ্টিতে অবসাদ, বেদনা এবং অশান্তিপূর্ণ ব্যর্থ জীবনের মর্ম্মভেদী হাহাকার পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল।

অবশেষে কারলাক কথা কহিল, অস্ফুট স্বরে বলিল,—"পুলিশ বোধ হয় বাড়ীখানা ঘেরাও করিয়াছে?"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইবার জন্য এখানে উপস্থিত; ইহার অধিক কোন কথা তোমার জানিবার প্রয়োজন দেখি না।"

পূর্ব্বে একবার কারলাকের সহিত মিঃ ব্লেকের বাহুযুদ্ধ হইয়াছিল। কারলাক তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার দেহে বলবান পালওয়ানের ন্যায় শক্তি থাকিলেও সেই যুদ্ধে সে পরাজিত হইয়াছিল।—সে কথা আজ কারলাকের স্মরণ হইল। তথাপি সে আত্মরক্ষার জন্য আর একবার তাঁহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, কিন্তু মিঃ ব্লেককে পরাভূত করিতে পারিলেও, সশস্ত্র পুলিশ ফৌজের কবল হইতে মুক্তি লাভের আশা নাই বুঝিয়া, সে তাঁহাকে আক্রমণ করা সঙ্গত মনে করিল না। বিশেষতঃ কাপ্তেন সাভরি মিঃ ব্লেকের সাহায্যের জন্য অদূরে দণ্ডায়মান, এবং তাঁহার দেহেও সামর্থ্যের অভাব ছিল না।

কারলাক ব্লেকের কথা শুনিয়া বলিল, "তোমার কথা অসঙ্গত নহে; তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছ,—ইহার অধিক কোন কথা জানিবার আশা করা আমার ধৃষ্টতা বটে!"

কারলাক উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া বলিল, "অদৃষ্টের লেখা! পৃথিবীতে এমন লোক দ্বিতীয় কেহ নাই, আইভর কারলাক বিনা-যুদ্ধে যাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিত—To no other man in the world would Ivor Carlac give himself up without a struggle, কিন্তু রবার্ট ব্লেক, তুমি নির্ব্বোধ নহ; এই ভাবে আমার আত্মসমর্পণের কারণ বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ।"

মিঃ ব্লেক নির্ব্বাক, তাঁহার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না; সাফল্যগর্ব্বে উন্নত মস্তকে তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

কারলাক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিল,—"হাঁ, এ স্পর্দ্ধা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক; কারণ সৌভাগ্যক্রমে সিংহকে আজ তুমি পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারিয়াছ! তথাপি সিংহ শৃগাল নহে। তোমার সহিত বহুদিন হইতে আমার যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই যুদ্ধে আমাদের জয়-পরাজয় স্থির হয় নাই! কিন্তু আমি জানিতাম—একদিন তুমি জয় লাভ করিবে। আমি নর-পিশাচ হইতে পারি, শয়তান হইতে পারি;—কিন্তু ন্যায়ের, ধর্ম্মের জয় অপরিহার্য্য, এ জ্ঞানও আমার নাই, আমি ততদূর নির্ব্বোধ নহি। তুমি ন্যায় ও ধর্ম্মের পক্ষ অবলম্বন করিয়াই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলে। জানিতাম, অধর্ম্ম কখন জয়যুক্ত হয় না।"

দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর পরাজিত হইয়া এবার সত্যই কারলাক ব্লেকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। অন্যায় চিরদিন জয়লাভ করিতে পারে না।

* * * *

বিচারে কারলাক দশ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিল। গ্রিযার বিষপানে আত্মহত্যা করিয়া ফাঁসির হাত এড়াইল এবং কারলাকেরও উপকার করিয়া গেল। হ্যারির পত্রই কারলাকের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; বৃদ্ধা স্বেচ্ছাক্রমেই হ্যারির পত্রখানি পুলিশের হাতে দিয়াছিল।

কাপ্তেন সাভরি যথাসময়ে মার্সাল কর্ত্তৃক অপহৃত জহরতগুলি জহরত-বিক্রেতা মেসার্স হ্যাডন কোম্পানীকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন—সুবিখ্যাত ডিটেক-টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের চেষ্টা যত্নেই সেগুলির

উদ্ধার হইয়াছিল; তাঁহার সহায়তা ভিন্ন তাহা পুনঃ প্রাপ্তির আশা ছিল না।

মেসার্স হ্যাডন কোম্পানী মিঃ ব্লেকের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ পাঁচ হাজার পাউণ্ডের একখানি চেক্ কাপ্তেন সার্ভিস মারফৎ মিঃ ব্লেকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কাপ্তেন সার্ভিস একদিন সায়ংকালে মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইয়া সেই চেকখানি তাঁহাকে প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, মিঃ ব্লেক তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "আমি কাবলাককে গেপ্তার করিয়া জেলে পুরিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার শ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার মনে করি। আমি হ্যাডন কোম্পানীর নিকট জহরত চুরির তদন্তের ভার গ্রহণ করি নাই; তাঁহাদের প্রদত্ত পুরস্কারেও আমার দাবী নাই। অন্যভাবে আপনি এই অর্থের সদ্ব্যবহার করুন।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যে সকল তস্কর কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল সাধুভাবে যাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইবে, মূলধন দিয়া তাহাদের জীবিকার সংস্থান করিবার জন্য অর্দ্ধেক টাকা রাখুন; আর যে পুত্র-বিরহকাতরা বৃদ্ধার নিরপেক্ষ সাক্ষ্যে কাবলাকের অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে—সেই মিসেস্ ট্রেভেলিয়ানকে অবশিষ্ট আড়াই হাজার পাউণ্ড প্রদান করুন। বৃদ্ধা তাহার পুত্র হ্যারির সহিত সাক্ষাতের জন্য কানাডায় যাইতে উদ্যত হইয়াছে; কিন্তু সে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল! আড়াই হাজার পাউণ্ড পাইলে সে কানাডায় যাইতে পারে; এবং তাহার চেষ্টায় এবং উপদেশে ও আগ্রহে হ্যারির চরিত্র সংশোধিত হইলে, এই টাকাতেই সে ভবিষ্যতে কোন ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া সাধুভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।—এইরূপ করিলেই টাকাগুলির প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইবে।"

মিঃ ব্লেকের এই ইচ্ছাই কার্য্যে পরিণত হইল।—ছয় সপ্তাহ পরে মিসেস্ ট্রেভেলিন কানাডায় উপস্থিত হইয়া, দীর্ঘকাল পরে জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন হ্যারিকে কোলে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল।

সমাপ্ত

ঘরের ঢেঁকি

দীনেন্দ্র কুমার রায়

ঘরের ঢেঁকি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নৈরাশ্য তিমিরে

জানুয়ারী মাসের গাঢ় কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন রাত্রিতে লণ্ডনের ওয়েষ্টমিনিষ্টার-সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া একটি হতভাগ্য যুবক কি চিন্তা করিতেছিল।

এই যুবকের নাম রাল্‌ফ, মেরিক; তাহার বয়স প্রায় সাতাশ বৎসর। বাইশ বৎসর বয়সের সময় সে কোন গুরুতর অপরাধ করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। দশ দিন পূর্ব্বে সে ব্ল্যাকমুরের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এই দীর্ঘকালব্যাপী কারাযন্ত্রণার অবসানে স্বাধীনতা লাভ করিয়া সে কিছুমাত্র সুখী হইতে পারে নাই, তাহার হৃদয়-ভার লঘু হয় নাই। তাহার মন অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত; তাহার অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ে আনন্দের লেশমাত্র নাই। তাহার আগ্রহ হইয়াছে—অবশিষ্ট জীবন সে সাধু ভাবে অতিবাহিত করিবে, জীবনে আর কোন কুকর্ম্ম করিবে না; কিন্তু কি উপায়ে সে নব-জীবনের পথে অগ্রসর হইবে, নূতন করিয়া জীবন-সংগ্রাম আরম্ভ করিবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল—তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যেই কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন নিশীথিনীর ন্যায় অন্ধকারাবৃত। গাঢ় তিমিররাশি ভেদ করিয়া সে কোন দিকে আলোক দেখিতে পাইল না। নদীবক্ষঃ-প্রবাহিত উদ্দাম সমীরণ-হিল্লোল নিরাশার হাহাকার বহন করিয়া রাল্‌ফ. মেরিককে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিয়া তুলিল।

তাহার মনে পড়িল, এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে তাহার মাথা রাখিবার স্থান নাই, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করে, একটি তরুণী ভিন্ন এরূপ লোক আর কেহই ছিল না। সেই যুবতীর নাম মিলি উইলসন। সেই দুর্দ্দিনেও মিলি তাহার প্রতি বিমুখ হয় নাই; সে মিলির হৃদয়ভরা প্রেমে বঞ্চিত হয় নাই। মিলির ভালবাসা স্মরণ করিয়া তাহার বিরহ-বেদনা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং আত্মসংবরণ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে মিলির প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, মিলিও তাহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিল; কিন্তু সে মিলিকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বেই হঠাৎ একদিন ঘোড়দৌড়ের বাজির লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহার প্রভুর তহবিল তসরুপ করিয়া বসিল! সে মনে করিয়াছিল তাহার পরম বন্ধু ষ্টিফেন্ র‍্যাট্‌রে যে ঘোড়ার জন্য বাজি ধরিতে বলিতেছে, তাহাতে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী; অতএব প্রভুর তহবিল হইতে দুই শত পাউণ্ড তাঁহার অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই, বাজি জিতিয়া টাকাগুলি ফেরত দিলেই চলিবে।—কিন্তু তাহার এই পরম বন্ধুটি যে কত বড় ধাপ্পাবাজ ও প্রবঞ্চক, সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল না; সুতরাং প্রভুর দুই শত পাউণ্ড আর ফিরিয়া আসিল না। তাহার প্রভু তাহার অপরাধের কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে পুলিশে দিলেন; সে পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করিল। তাহার অপরাধের তুলনায় এই দণ্ড অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছিল, এবং উচ্চতর আদালতে আপীল করিলে হয় ত লঘু দণ্ডের ব্যবস্থা হইত; কিন্তু অসহায় দরিদ্র যুবক আপীল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিনা-প্রতিবাদে এই দণ্ড ভোগ করিয়াছিল।

তহবিল তসরুপ করিয়া রাল্‌ফ. মেরিক ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইলেও, তাহার প্রণয়িনী মিলি উইলসন তাহাকে তাহার প্রণয়ের অযোগ্য পাত্র মনে করে নাই, তখনও তাহার নারী-হৃদয় রাল্‌ফের প্রতি প্রেমে পূর্ণ ছিল। তাহার ধারণা ছিল রাল্‌ফ. দুর্ভাগ্যক্রমেই বিপন্ন হইয়াছিল, তাহার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না; সাধ্য হইলে সে নিশ্চয়ই টাকাগুলি তাহার প্রভুকে প্রত্যর্পণ করিত। কিন্তু কুচক্রী প্রতারকেরাই তাহাকে বিপথগামী করিয়া সমাজের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে।

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া মিলি পরমেশ্বরের নিকট তাহার প্রণয়ীর কল্যাণ কামনা করিত।

কারাগারে দুঃসহ লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন ও কষ্টের মধ্যেও মিলির ভালবাসার নিদর্শন ধরিয়া রাল্‌ফ্ মেরিক ধৈর্য্য ধারণ করিত; যেন মিলির নিঃস্বার্থ প্রেম অক্ষয় কবচের ন্যায় তাহাকে সকল অপমান দৈন্য ও গ্লানি হইতে রক্ষা করিত। বৎসরে দুইবার মাত্র সে মিলির পত্র পাইবার সুযোগ লাভ করিত, সেই পত্রে মিলি তাহাকে তাহার প্রগাঢ় প্রেমের পরিচয় জ্ঞাপন করিত। সে লিখিয়াছিল তাহারই জন্য মিলি বাঁচিয়া আছে, এবং তাহার মুক্তি লাভের আশায় দিন গণিতেছে। সে ভিন্ন সংসারে মিলির অন্য কোন অবলম্বন নাই। সে মনে করিত মিলির পত্র—তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাগ্য-গগনের স্থিরজ্যোতি ধ্রুবতারা। মিলির সহিত মিলনের আশায় রাল্‌ফ্ পাঁচ বৎসরব্যাপী কারাযন্ত্রণা নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যে দিন মুক্তি লাভ করিল—সেইদিনই মিলির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মুক্তিলাভের এক সপ্তাহ পূর্ব্বে রাল্‌ফ্ মেরিক মিলির শেষ পত্র পাইয়াছিল; সে কোন দিন মুক্তি লাভ করিবে, তাহা মিলি জানিত। মিলি লিখিয়াছিল—রাল্‌ফের মুক্তি লাভের দিন সে জেলখানার দেউড়ীর অদূরে তাহার দর্শনাশায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। রাল্‌ফ্‌কে শীঘ্রই বিবাহ করিয়া সে সুখী হইবে, মিলির পত্রে এরূপ আভাসও ছিল।

রাল্‌ফ্ কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া সে মিলিকে দেখিতে পাইল না।

মিলির অদর্শনে মনে বড় আঘাত পাইল। মিলি কি স্বেচ্ছায় তাহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে? না, তাহার অনুপস্থিতির অন্য কোন কারণ আছে? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া রাল্‌ফ্ মিলির সহিত সাক্ষাতের আশায় ডাল্‌ষ্টন পল্লীর দিকে চলিল; এই পল্লী হইতেই মিলি তাহাকে শেষ চিঠি লিখিয়াছিল।

ডাল্‌ষ্টনে সে মিলির বাসা খুঁজিয়া বাহির করিল। সেখানে সে শুনিতে পাইল, দুই দিন পূর্ব্বে মিলি তাহার জিনিসপত্র লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহই তাহা জানে না! রাল্‌ফ্ আরও কয়েকদিন নানা স্থানে মিলিকে খুঁজিয়া বেড়াইল, কিন্তু কোথাও তাহার সাক্ষাৎ পাইল না।—এই ঘটনায় রাল্‌ফ্ হৃদয়ে গভীর আঘাত পাইল; তাহার সন্দেহ হইল—মিলি সত্যই তাহাকে ভাল বাসে না, এতদিন সে তাহাকে কপট বাক্যে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে! জেলখালাসী হতভাগ্য রাল্‌ফ্ অতঃপর দুই একস্থানে চাকরীর চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিয়া চাকরী দিল না। তাহার হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে ও নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ইহার উপর তাহাকে আরও এক বিপদে পড়িতে হইল। কারাগার হইতে মুক্তি লাভের সময় তাহার যে কিছু সম্বল ছিল, তাহাতে দুই এক সপ্তাহ তাহার আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারিত; কিন্তু সে কারাগার হইতে বাহির হইয়া যে মোসাফিরখানায় আশ্রয় লইয়াছিল, সেখান হইতে তাহার টাকা কয়টিও অপহৃত হয়, কোন গাঁটকাটা তাহাকে তাহার শেষ সম্বলে বঞ্চিত করে! এই ভাবে সম্বলহীন হইয়া রাল্‌ফ্ মেরিক চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল। হোটেলওয়ালাকে সে তাহার প্রাপ্য টাকা দিতে না পারায় হোটেল হইতে বিতাড়িত হইল; রাল্‌ফ্ মেরিক নিরুপায় হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

কোথাও মাথা রাখিবার স্থান বা ক্ষুন্নিবারণের জন্য একমুষ্টি খাদ্য দ্রব্য না পাইয়া হতভাগ্য বিপন্ন রাল্‌ফ্ দুইদিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 'আহা' বলে—এমন একটি লোকও সে অলকা-সদৃশ সমৃদ্ধ লণ্ডনে খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে সে শনিবার রাত্রিকালে কুজ্ঝটিকা, রাশির ভিতর ঘুরিতে ঘুরিতে ওয়েষ্ট-মিনিষ্টার সাঁকোর উপর উপস্থিত হইল, এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার শোচনীয় দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিতে লাগিল। এই আখ্যায়িকার প্রারম্ভে আমরা সেই দিনের কথাই বলিয়াছি।

সে তখন চিন্তার অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিল। নিরাশ্রয়, নির্ব্বান্ধব, নিঃসম্বল হতভাগ্য অতঃপর কোথায় যাইবে, কি করিবে, কিরূপে দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহন করিবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে নীরবে অশ্রু ত্যাগ করিতে লাগিল; অশ্রুধারায় তাহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। তাহার ইচ্ছা হইল সে সেই সাঁকো হইতে নদীগর্ভে লাফাইয়া পড়িয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করে।—আর কি আশায় সে জীবন ধারণ করিবে?

রাল্‌ফ্ মেরিক তাহার এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে সাঁকোর 'রেলিং'এর ধারে সরিয়া গেল, এবং সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অশ্রুরুদ্ধ নেত্রে টেম্‌সের উচ্ছ্বসিত তরঙ্গরাশির দিকে দৃষ্টিপাত

করিল; কিন্তু অন্ধকারে কিছুই সে দেখিতে পাইল না, কেবল নদীর অশ্রান্ত কলতান মৃত্যু-সঙ্গীতের ন্যায় তাহার শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

রাল্‌ফ আর ইতস্ততঃ না করিয়া সাঁকোর 'রেলিং'এর উপর উঠিয়া বসিল। সে নদীতে লাফাইয়া পড়ে আর কি, এমন সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল—যে জন্য তাহাকে আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল।—হঠাৎ কে একজন তাহার পশ্চাতে আসিয়া স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহাকে টানিয়া 'রেলিং' হইতে সাঁকোর উপর নামাইয়া ফেলিল।

রাল্‌ফ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিবার পূর্ব্বেই লোকটি সহানুভূতিপূর্ণ স্নিগ্ধ স্বরে বলিল, "যুবক! তুমি কেন এরূপ কুকর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিলে? তুমি কি জান না, আত্মহত্যা মহাপাপ?"

আলোকস্তম্ভের আলোকে রাল্‌ফ দেখিতে পাইল বক্তা একটি বৃদ্ধ। তাহার দেহ দীর্ঘ ও স্থূল; মুখে লম্বা পাকা দাড়ি, মস্তকের কেশরাশি তুষারশুভ্র; পরিধানে শুভ্র পরিচ্ছদ, পাদ্রীরা যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন, আগন্তুকের পরিচ্ছদ সেইরূপ।

রাল্‌ফ হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধ পুনর্ব্বার বলিল, "তোমার বয়স অল্প, তুমি সুস্থ ও সবল। কোন্ দুঃখে তুমি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে বল। জীবনের প্রতি তোমার এরূপ অনাস্থার কারণ কি?"

জেল হইতে বাহির হইয়া এরূপ সমবেদনাপূর্ণ সকরুণ বাণী সে কাহারও নিকট শুনিতে পায় নাই; কেহ তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে নাই। বৃদ্ধের কথায় তাহার চোখে জল আসিল; সে কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, "মহাশয়, আমার অপরাধ আপনি ক্ষমা করুন। পৃথিবীতে আমার মত হতভাগা আর কেহ আছে কি না সন্দেহ! জীবনে আমার এক বিন্দু স্পৃহা নাই, জীবনের ভার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে;—এই জন্যই আমি জীবন বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। আত্মহত্যা মহাপাপ, তাহা আমি জানি; কিন্তু যাহার সকল আশা ফুরাইয়াছে, তাহার দেহের বোঝা বহিয়া ফল কি?"

বৃদ্ধ বলিল' "তুমি আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছ? কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করিবার অধিকারী নহি। কেবল পরমেশ্বরই অপরাধীকে ক্ষমা করিতে পারেন। তুমি পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর; তিনি চির করুণাময়, প্রেমময়, নিখিলের অদ্বিতীয় নির্ভর; তিনি তোমাকে ক্ষমা করিবেন। তিনিই পাপীতাপীর এক মাত্র আশ্রয়, অবলম্বন। কিন্তু কি দুঃখে তুমি আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়াছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতে পার। তুমি অসঙ্কোচে তোমার মনের কথা খুলিয়া বল। নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান করা, দুঃখীর দুঃখ প্রশমন করা, ব্যথিতের বেদনা দূর করা আমার জীবনের ব্রত। আমি তোমার দুঃখ দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। বিধাতার আশীর্ব্বাদে হয় ত আমার চেষ্টা সফল হইবে।"

রাল্‌ফ বলিল, "আমার দুঃখ কষ্টের সীমা নাই! সেই শোচনীয় কাহিনী দুই চারি কথায় শেষ করিতে পারিব না। আমার দুঃখের কাহিনী আপনার ন্যায় অপরিচিত পথিকের পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শ্রবণ করা অসম্ভব।"

বৃদ্ধ বলিল, "না বৎস! পরের দুঃখকষ্টের কথা শুনিবার জন্য যেটুকু ধৈর্য্যের আবশ্যক—বিধাতা আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করেন নাই। তুমি অসঙ্কোচে সকল কথা খুলিয়া বল; আমি তাহা শুনিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।"

তখন সেই সাঁকোর উপর দাঁড়াইয়া রাল্‌ফ মেরিক তাহার আত্মকাহিনীর আদ্যোপান্ত বৃদ্ধের গোচর করিল। মিলির সহিত তাহার প্রণয় ও তাহার বিশ্বাসঘাতকতার কথাও সে গোপন করিল না। সকল কথা বলিতে বলিতে ক্ষোভে দুঃখে অন্তর্ব্বেদনায় তাহার বক্ষঃস্থল ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার কণ্ঠরোধের উপক্রম হইল, তাহার নয়নে অশ্রুর ধারা বহিল; কিন্তু সে সকল কথাই বলিল।

বৃদ্ধ রাল্‌ফের মর্ম্মভেদী আত্মকাহিনী শুনিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "তোমার দুঃখ কষ্টের বিবরণ শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম বাবা! কিন্তু এ সংসার মহা সংগ্রাম-ক্ষেত্র, মনুষ্যের পরীক্ষার স্থল। যাহাদের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে, মনুষ্যত্ব আছে, অটল সহিষ্ণুতা আছে—তাহারাই কঠোর জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে, পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হইলেও উঠিতে পারে, চেষ্টাযত্নে ও পরিশ্রমে সাফল্য লাভ করিতে পারে। তুমি হতাশ হইও না বাবা! তোমার ভাগ্যাকাশ হইতে বিপদের মেঘ কাটিয়া যাইবে, আবার তুমি আনন্দ, উৎসাহ, সুখশান্তি

ফিরিয়া পাইবে। কবির সেই অমর উক্তি স্মরণ কর,—

'কেন ভীরু ডর? কর সাহস আশ্রয়,
সঙ্কল্প করেছ যাহা—
সফল করহ তাহা,
কর্ম্মময় এ জীবন, স্বপ্নময় নয়,
সংসার-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বীর লভে জয়।'

—কিন্তু কবিতা শুনিয়া তোমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে না। তুমি ক্ষুধিত, নিরাশ্রয়; ক্ষুধা দূর করিতে, আশ্রয় লাভ করিতে অর্থের আবশ্যক। তোমার শেষ সম্বল তস্করে অপহরণ করিয়াছে, সে জন্য ক্ষুব্ধ হইও না। আমি তোমাকে কিছু অর্থ দিতেছি,—আপাততঃ ইহাতেই তোমার সকল অভাব দূর হইবে; তাহার পর তুমি দেখিয়া শুনিয়া একটা কাযকর্ম্ম জুটাইয়া লইও; আর যদি চাকরী জুটিবার পূর্ব্বেই এ টাকা ফুরাইয়া যায়, তাহা হইলে আমি যে ঠিকানা লিখিয়া দিতেছি, এই ঠিকানায় উপস্থিত হইয়া আমার সহিত দেখা করিবে। আমি পুনর্ব্বার তোমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। —আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিপন্নের সাহায্য করাই আমার জীবনের ব্রত। সদাপ্রভু আমার উপর এই ভারটি অর্পণ করিয়াছেন।"

বৃদ্ধ রাল্‌ফের হস্তে দুই খণ্ড কাগজ দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। সে অন্ধকারে অদৃশ্য হইলে রাল্‌ফ কৌতূহলপ্রদীপ্ত হৃদয়ে আলোক-স্তম্ভের নিকটে গিয়া প্রথমে একখানি কাগজ খুলিল, দেখিল তাহাতে একটি নাম ও ঠিকানা লেখা আছে,— তাহা এই :—

"যোনাথান ড্রেক,
৭৯ নং লিলবোর্ণ রোড, গ্রীণউইচ; এস্, ই।"

রাল্‌ফ সেই কাগজখানি ভাঁজ করিয়া পকেটে ফেলিল; তাহার পর দ্বিতীয় কাগজখানির ভাঁজ খুলিয়া দেখিল—তাহা পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডের একখানি নোট!

অপরিচিত বৃদ্ধ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছেন! রাল্‌ফের ন্যায় নিঃসম্বল নিরুপায় অনাথের পক্ষে পঞ্চাশ পাউণ্ড যে কি বিপুল অর্থ, তাহা বুঝিয়া তাহার চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে পূর্ণ হইল। সে ইহা বিধাতার দান বলিয়াই মনে করিল।

রাল্‌ফ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে নোটখানির দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন মিঃ ড্রেক! তুমি আমার জীবিকার সংস্থানের জন্য পঞ্চাশ পাউণ্ড দান করিয়া গিয়াছ, এ যে রাজার মত দান! আমি এই অর্থে কিছু দিন সুখে স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারিব; ইতিমধ্যে যদি কোথাও একটা চাকরী জুটাইয়া লইতে পারি —তাহা হইলে আর আমার কোন কষ্টই থাকিবে না। তাহার পর মিলিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে ভবিষ্যতে সুখী হইতে পারিব। পরমেশ্বর, তোমার কি অসীম করুণা!"

রাল্‌ফ মেরিক ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিল; সে নোটখানি সাবধানে পকেটে রাখিয়া আহারের সন্ধানে একটি ভোজনাগারে প্রবেশ করিল, এবং দোকানের কর্ত্তা মিঃ ষ্টককে এক পেয়ালা কাফি, এবং এক প্লেট মাংস ও রুটি আনাইয়া দিতে আদেশ করিল। দুই দিন তাহার আহার হয় নাই, সে অতি ব্যগ্র ভাবে কাফি ও রুটি মাংস নিঃশেষ করিল।

আহারান্তে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য দেওয়ার সময় রাল্‌ফ হোটেলওয়ালাকে বলিল, "আমার কাছে খুচরা টাকা নাই, একখানি নোট আছে;— তোমার প্রাপ্য টাকা কাটিয়া লইয়া আমাকে বাকি টাকা দাও।"

রাল্‌ফ একের পকেট হইতে নোট খানি বাহির করিয়া হোটেলওয়ালার হস্তে প্রদান করিল। হোটেলওয়ালা দেখিল—পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক-নোট! দেখিয়াই তাহার চক্ষুস্থির!—আমাদের দেশে কেহ দুই টাকার খাবার কিনিয়া তাহার মূল্য দেওয়ার সময় যদি দোকানদারকে পাঁচশত টাকার এক কেতা নোট বাহির করিয়া দেয়—তাহা হইলে দোকানদারের মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতেই পারিতেছেন! হোটেলওয়ালা একবার সেই নোটখানির দিকে একবার রাল্‌ফের জীর্ণ ও বিবর্ণ মলিন পরিচ্ছদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার পর হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "এখানি কত টাকার নোট, তাহা তোমার জানা আছে কি?"

রাল্‌ফ বলিল, "আমি দিতেছি, আর আমি জানি না—এ কত টাকার নোট? ইহা পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট।"

হোটেলওয়ালা বলিল, "কিন্তু আসল, না জাল?"

রাল্‌ফ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি ভরে বলিল, "নিশ্চয়ই আসল নোট, জাল বলিয়া তোমার সন্দেহ হইবার কারণ কি?"

হোটেওয়ালা বলিল, "কারণ একটু আছে বৈ কি? যে সকল লোকের কাছে এ রকম নম্বরী

নোট থাকে, দুই টাকার খাবার খাইয়া যাহারা পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোট বাহির করিতে পারে—তাহারা কখন আমার হোটেলে খাইতে আসে না! তা ছাড়া তোমার চেহারা বা পোষাক দেখিয়া তুমি যে লক্ষপতি, ইহাও বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক, তুমি ইহা কোথায় পাইয়াছ—তাহা জিজ্ঞাসা করা আমার অনধিকার চর্চ্চা। আমার প্রাপ্য টাকা কাটিয়া লইয়া তোমাকে অবশিষ্ট টাকা ফেরৎ দিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আমার তহবিলে এখন এত টাকা নাই। আমার এ হোটেল ত স্যাভয় কি রীজ হোটেল নয়, এ গরীবের হোটেল, সামান্য বিক্রয়, এত টাকা কোথায় পাইব? তোমার কাছে কি খুচরা টাকা কিছুই নাই?"

রাল্‌ফ বলিল, "না, ঐ নোটখানিই আমার শেষ সম্বল। একটি ভদ্র লোক দয়া করিয়া আমাকে ইহা দান করিয়াছেন।"

হোটেওয়ালা বলিল, "দান করিয়াছেন!—পঞ্চাশ পাউণ্ডের ব্যাঙ্ক নোট তোমাকে দান করিয়া গিয়াছেন?—এরূপ দাতা ত সচরাচর দেখা যায় না। সেই লোকটি কি তোমার পরিচিত?"

রাল্‌ফ বলিল, "না, সম্পূর্ণ অপরিচিত।"

হোটেলওয়ালা রাল্‌ফের কথা বিশ্বাস করিল কি না সন্দেহ, সে বলিল, "টাকা ত এখন নাই। তোমার ইচ্ছা হইলে নোটখানি আমার কাছে রাখিয়া যাইতে পার; কাল রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকিবে, সোমবারে আমি ব্যাঙ্ক হইতে ইহা ভাঙ্গাইয়া আনিব। আমার প্রাপ্য টাকা দিয়া অবশিষ্ট টাকা তুমি লইয়া যাইও।—আমার এই প্রস্তাবে তোমার আপত্তি আছে কি?"

রাল্‌ফ বলিল, "না, আমার কোন আপত্তি নাই; তবে কথা এই যে, আমার হাতে খুচরা টাকা কিছুই নাই; কাল কিছু টাকার আবশ্যক হইবে।"

হোটেলওয়ালা মিঃ ষ্টক বলিল, "তোমার নিকট আমার এক শিলিং তিন পেন্স পাওনা হইয়াছে; আমি তোমাকে নগদ আঠার শিলিং নয় পেন্স দিতেছি, তাহা হইলে তোমার এক পাউণ্ড পাওয়া হইবে। সোমবারে আসিয়া অবশিষ্ট উনপঞ্চাশ পাউণ্ড লইয়া যাইও। ইহাতে কি তোমার অসুবিধা হইবে?"

রাল্‌ফ বলিল, "না; এই প্রস্তাবই সঙ্গত মনে হইতেছে।—আমি সোমবার বেলা এগারটার সময় আসিয়া অবশিষ্ট টাকা লইয়া যাইব।"

রাল্‌ফ মিঃ ষ্টকের নিকট হইতে আঠার শিলিং নয় পেন্স লইয়া তাহার হোটেল হইতে প্রস্থান করিল। তাহার ক্ষুধাশান্তি হইয়াছিল, দুশ্চিন্তাও দূর হইয়াছিল; সে অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল চিত্তে বিশ্রামের স্থান খুঁজিতে চলিল।

—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হীরক-নেক্‌লেস্‌ অন্তর্দ্ধান

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর কুড়ি ঘণ্টা অতীত হইয়াছে।—আমরা পরদিন রবিবার সায়ংকালের কথা বলিব।

মিঃ রবার্ট ব্লেক সন্ধ্যার পর তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটস্থ ভবনের পাঠকক্ষে উপবেশন করিয়া পাইপ টানিতে টানিতে বিদ্যুতালোকে একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন; তাঁহার সহকারী স্মিথ তাঁহার সম্মুখে আর একখানি চেয়ারে বসিয়া একখানি সংবাদ-পত্রের বিশেষ বিশেষ স্থলে পেন্সিলের দাগ দিতে-ছিল। টেবিলের উপর চায়ের কেৎলীতে চা দেওয়া হইয়াছিল; স্মিথ মুখ ফিরাইয়া এক একবার সেই দিকে চাহিতেছিল, এবং মিঃ ব্লেকের 'ব্লড্‌ হাউণ্ড' টাইগার তাহার পদপ্রান্তে গালিচার উপর শয়ন করিয়া আরাম উপভোগ করিতেছিল। জানুয়ারী মাস—বাহিরে প্রচণ্ড শীত; ঘরের ভিতর অগ্নিকুণ্ডে কাঠের আগুন গন্‌ গন্‌ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেকের কর্ম্মময় জীবনে নিরুদ্বেগে এরূপ আরাম উপভোগের সুযোগ প্রায়ই ঘটিত না! আজও তিনি দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য-রসাস্বাদনের অবসর পাইলেন না। কারণ সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই একখানি বহুমূল্য ও সুসজ্জিত প্রকাণ্ড মোটরগাড়ী দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহার দরজায় ঝপ্‌ করিয়া থামিল, তাহার পরই বহির্দ্বারের ঘণ্টা সজোরে বাজিয়া উঠিল।

সেই শব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া স্মিথকে বলিলেন, "কে বুঝি দেখা করিতে আসিয়াছে? রবিবারেও যে একটু নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা করিব, তাহার যো নাই! দিবারাত্রি হরেক রকম লোকের আনা-গোনা আর সলা-পরামর্শ। মোটরে চাপিয়া কে আসিল, সন্ধান লও দেখি।"

কিন্তু স্মিথকে কষ্ট করিয়া আর নীচে যাইতে হইল না; মিঃ ব্লেকের পাচিকা মিসেস্‌ বার্ডেল

তাহার বিরাট বপু আন্দোলিত করিতে করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেকের হস্তে একখানি কার্ড প্রদান করিল।

মিঃ ব্লেক কার্ডখানিতে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আর্ল অফ লিনডেল্!—লোকটির সঙ্গে আমার তেমন ভাবে জানাশুনা নাই; বড় লোক, দুই একবার ইঁহাকে দেখিয়াছি বটে, কি উদ্দেশ্যে আজ এই গরীবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন বুঝিতে পারিতেছি না!"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "নিশ্চয়ই কোন কাযে আসিয়াছেন। তাঁহাকে বড়ই উত্তেজিত ও ব্যস্ত দেখিলাম।—তিনি গাড়ীতেই বসিয়া আছেন; আপনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই; এ সময় তিনি না আসিলেই সুখী হইতাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা না করা শিষ্টাচারসঙ্গত নহে। যাও, তাঁহাকে এখানে লইয়া এস।"

চা পান শেষ হইয়াছিল, স্মিথ উঠিয়া তাড়াতাড়ি চায়ের সরঞ্জামগুলি স্থানান্তরিত করিল।

অল্পক্ষণ পরেই মিসেস্ বার্ডেল আর্ল লিনডেল্‌কে সেই কক্ষে রাখিয়া চলিয়া গেল। আর্ল লিনডেলের বয়স হইয়াছিল; তিনি প্রবীণ, কিন্তু বয়সের তুলনায় তাঁহাকে প্রাচীন দেখাইত,—মনে হইত তিনি ষাট বৎসরের বৃদ্ধ! দীর্ঘ দেহ, পাকা দাড়িগোঁফ, মুখমণ্ডলে আভিজাত্যের বিশিষ্টতা পরিস্ফুট, চোখে সোনার চশমা। ভাবভঙ্গীতে মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ সুস্পষ্ট। তিনি এতই উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, চেষ্টা সত্তেও মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিতে পারিলেন না!

আর্ল মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "আজ রবিবার; বিশ্রামবারেও বাধ্য হইয়া আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, ইহাতেই আপনি বুঝিতে পারিতেছেন আমার গরজ কত বেশী! আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছি, আমার এই অশিষ্টতা আপনি মার্জ্জনা করুন। আমি এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছি যে, কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তাহার পর একখানি চেয়ার আনাইয়া দিয়া বলিলেন, "আপনার কুণ্ঠিত হইবার কারণ নাই; আপনি এমন কোন গর্হিত কায করেন নাই, যে জন্য মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতে হয়। গরজের সময় অসময় নাই, তাহা আমিও জানি। আপনাকে বড়ই উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি! ব্যাপার কি বলুন; আমি আপনার সাহায্যের জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

আর্ল আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "বড়ই গুরুতর ব্যাপার! কাল রাত্রে আমার বার্কলে স্কোয়ারের বাড়ীতে ভয়ঙ্কর চুরী হইয়া গিয়াছে। আমি তখন বাড়ী ছিলাম না, কয়েকজন বন্ধুর সহিত অপেরায় গিয়াছিলাম। বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম—আমার পাঠ-কক্ষের লোহার সিন্দুক খোলা, তাহার পাশে আমার পুত্র লর্ড মার্সডন অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে! দস্যুরা তাহাকে আক্রমণ করায় তাহার এই অবস্থা হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার বাড়ীতে ডাকাতি? ঘটনা বড়ই গুরুতর বটে! কাহারা আপনার পুত্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা কি এখনও জানিতে পারেন নাই?"

আর্ল বলিলেন, "না, বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই; সন্ধান লইয়া কেবল এইটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, কাল রাত্রি নয়টার সময় আমার বিশ্বস্ত সর্দ্দার-খানসামা রবার্ট এসকুম্ আমার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমার পুত্রকে সংজ্ঞাহীন ভাবে সেখানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার দেহ পরীক্ষা করিয়াছিল; সে বুঝিয়াছিল আমার পুত্র মস্তকে গুরুতর আঘাত পাইয়াই মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। সে তাহাকে তৎক্ষণাৎ তুলিয়া শয্যায় শয়ন করায়, তাহার পর ডাক্তার ডাকিতে পাঠায়। ডাক্তার বেন আমার পারিবারিক চিকিৎসক, তিনি অল্পক্ষণ পরেই আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমার পুত্রের চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই। বেচারা এখন পর্য্যন্ত চেতনা লাভ করিতে পারে নাই। তাহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইতে বোধ হয় আরও কিছু সময় লাগিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সর্দ্দার-খানসামা কি সিন্দুকটা পরীক্ষা করিয়াছিল? সিন্দুকের অবস্থা তখন সে কিরূপ দেখিয়াছিল? কল-কব্জা ভাঙ্গা ছিল কি?"

আর্ল বলিলেন, "না মহাশয়! সে সিন্দুকটার কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করে নাই; তাহা ভাঙ্গা ছিল কি কোন কৌশলে খোলা হইয়াছিল, ইহা সে আদৌ বুঝিতে পারে নাই। এ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে আমারই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমার পুত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল

—ইহা দস্যু বা তস্করের কায!—এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া আমি সিন্দুকটি পরীক্ষা করিতে যাই। সিন্দুক খুলিয়া দেখি—তাহার ভিতর হইতে বহুমূল্য সকল দ্রব্যই অন্তর্হিত হইয়াছে! সিন্দুকে প্রায় দুইশত পাউণ্ডের নোট ছিল, তাহা নাই; কতকগুলি ষ্টক-সার্টিফিকেট ও মূল্যবান দলীল ছিল, তাহাও নাই! কিন্তু এ সকল সামগ্রী চুরী যাওয়ায় আমি তেমন ক্ষতি বোধ করি নাই; সিন্দুকে একছড়া মহামূল্য হীরক নেকলেস ছিল, পুরুষ-পরম্পরা তাহা আমাদের বংশের গৌরবের সামগ্রী; আমার স্ত্রী, মাতা ও পিতামহী প্রভৃতি তাহা উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার করিতেন।—সেই নেকলেস অপহৃত হওয়াতেই আমি এতদূর বিচলিত হইয়াছি। আমার সাতপুরুষের ব্যবহৃত মহামূল্য নেকলেস ডাকাতে লুঠ করিয়া লইয়া গেল! ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে?"

মিঃ ব্লেক ক্ষুন্ন ভাবে বলিলেন, "বড়ই আক্ষেপের কথা বটে, আপনার সেই মহামূল্য নেকলেসের প্রশংসা আমি অনেকের মুখেই শুনিয়াছি; এরূপ মহামূল্য হীরকালঙ্কার না কি ইংলণ্ডের রাজকীয় ধনাগারেও দুর্লভ। একবার একখানি মাসিকে ইংলণ্ডের মহামূল্য হীরকালঙ্কারগুলির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে দেখিয়াছিলাম—আপনার এই নেকলেসের স্থান অনেক উচ্চে ছিল, এবং তাহার মূল্য চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড (প্রায় সাত লক্ষ টাকা) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।"

আর্ল বলিলেন, "হাঁ, তাহা অমূল্য; কারণ পঞ্চাশ হাজার কেন লক্ষ পাউণ্ডেও ঐরূপ নেকলেস সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা নাই। উহা আমার পারিবারিক সম্ভ্রম ও প্রাচীনত্বের গৌরবপূর্ণ নিদর্শন। অর্থ বিনিময়ে এই ক্ষতি পূরণ হইবার আশা নাই। আমার স্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, বড় বড় উৎসবে ও মজলিসে যোগদানের সময় তিনি তাহা কণ্ঠে ধারণ করিতেন। যে তাহা দেখিত—তাহাকেই মুগ্ধ হইতে হইত। ইহা ব্যবহার করিয়া আমার স্ত্রীও যথেষ্ট আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তাহা তাঁহার স্মৃতির ন্যায় সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি; আমার সর্ব্বস্ব দিয়া যদি তাহা উদ্ধার করিতে পারি—তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। এই নেকলেসের উপর আমার বংশের সম্মান নির্ভর করিতেছে, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? কিন্তু লর্ড লিনুডেল একটা কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কাল রাত্রে আপনার ঘরে এরূপ ভীষণ ডাকাতি হইয়া গেল, অথচ আজ একখানি দৈনিকেও এ সংবাদ প্রকাশিত হয় নাই, ইহার কারণ কি?"

আর্ল বলিলেন, "পুলিশের অনুরোধে এ সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছে। তাহাদের ধারণা, আজই এই চুরির সংবাদ প্রচারিত হইলে তাহাদের গুপ্ত তদন্তের অসুবিধা হইবে। তাহারাই আমাকে এই সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা কি তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে?"

আর্ল বলিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি তাহারা গোপনে তদন্ত করিতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহারা কোন সূত্রই আবিষ্কার করিতে পারে নাই! আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতেই আপনার কাছে আসিতেছি। সেখানে ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর থেলের সহিত আমার অনেক কথা হইয়াছে। তিনিই এই চুরির তদন্তের ভার পাইয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই; তিনি বলিয়াছেন দুই এক দিনের মধ্যে কোন না কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন, কিন্তু আমি তাঁহার কথায় নির্ভর করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কাল নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে অসমর্থ। আমার বিশ্বাস, বিলম্ব করিলে নেকলেস ছড়াটি দেশের বাহিরে চলিয়া যাইবে; তখন চোর ধরা পড়িলেও তাহা উদ্ধার করা সম্ভব হইবে না। এই জন্যই আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি; আপনি দয়া করিয়া তদন্তভার গ্রহণ না করিলে অপহৃত নেকলেস উদ্ধারের আশা নাই। এতদ্ভিন্ন আমার পুত্রের প্রতি যে দুর্ব্বৃত্ত পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছে—তাহাকে গ্রেপ্তার করা একান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। আপনি কি এই ভার গ্রহণ করিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ভার গ্রহণ করা এখন আর আমার পক্ষে বোধ হয় সম্ভব হইবে না।"

আর্ল বলিলেন, "কেন?—আমি জানি আপনার সময় মূল্যবান, কিন্তু আমিও দরিদ্র নহি; আমার বংশের সম্মান উদ্ধারের জন্য আমি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত নহেন, তাহা জানি লর্ড লিনুডেল! আমি সে জন্য

এ কথা বলি নাই। স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড যে চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছে—আমি তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিব না। ইহাতে তাহাদের সহিত মনান্তর ঘটিতে পারে; আমি বিরোধের পক্ষপাতী নহি।"

আর্ল বলিলেন, "পুলিশের ডিটেক্‌টিভেরা যে তদন্তভার গ্রহণ করে, তাহাতে কি আপনি এ পর্য্যন্ত কখন হস্তক্ষেপণ করেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, করিয়াছি, কিন্তু যখন তাহারা অকৃতকার্য্য হইয়া আমার সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে; কিন্তু যখন বুঝিয়াছি কোন ব্যক্তিকে অন্যায় সন্দেহ করা হইয়াছে, আমি তখনই তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছি।"

আর্ল বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, পুলিশের চেষ্টায় আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে না। আপনি ভিন্ন অন্য কেহ তস্কর-কবল হইতে আমার নেকলেস উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমি পুলিশের নিকট গিয়া আপনার সহায়তা গ্রহণের প্রস্তাব করিলে তাহারা নিশ্চয় তাহাতে আপত্তি করিবে না।—আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবেন না, মিঃ ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেল, আমি আপনাকে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি পুলিশের হাত হইতে এ ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলেও, আমি তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে সম্মত আছি। কাল সকালে আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিয়া ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌লের সহিত সাক্ষাৎ করিব; তিনি যদি এ পর্য্যন্ত কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে না পারিয়া থাকেন—তাহা হইলে আমি এই ব্যাপারে তাঁহার সহযোগিতা করিবার প্রস্তাব করিব। আশা করি, তাহাতেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

আর্ল বলিলেন, "তাহাই যথেষ্ট; ধন্যবাদ মহাশয়! আমি এখন উঠিলাম, আশা করি, শীঘ্রই আপনার সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

আর্ল লিন্‌ডেল মিঃ ব্লেকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন বেলা এগারটার সময় মিঃ ব্লেক ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ থেল্‌লের সহিত পরামর্শ করিবার অভিপ্রায়ে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে যাত্রা করিলেন। ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌ল যে তদন্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না, অথচ তিনি লর্ড লিন্‌ডেলের নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ করাও সঙ্গত মনে না হওয়ায়, তিনি কি ভাবে ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌লের নিকট কথা পাড়িবেন, তাহাই ভাবিতে ভাবিতেযাইতে ছিলেন; হঠাৎ স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের প্রশস্ত আঙ্গিনায় ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌লের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।—ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌ল তখন তাঁহার প্রাভাতিক কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থানা হইতে বাহির হইতেছিলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌লকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "কি ভাগ্য! মেঘ না চাইতেই জল? আমি তোমার সঙ্গেই দেখা করিতে আসিতেছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌ল দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "আমার সৌভাগ্য বটে! দরকারে না পড়িলে ত এদিকে আস না; ব্যাপার কি বল ত।"

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য ইন্‌স্পেক্টর থেল্‌লের গোচর করিলেন; তাহা শুনিয়া মিঃ থেল্‌ল বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেলের ঘরে যে চুরি হইয়াছে—তাহারই তদন্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিয়া পথিমধ্যে আমার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়াটা খুব তাজ্জবের কথা বটে!"

মিঃ ব্লেক কৌতূহলপূর্ণ নেত্রে ইন্‌স্পেক্টরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, তাজ্জবের কথা কেন?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাজ্জবের কথা বৈ কি? যাহারা লর্ড লিনডেলের ঘরে চুরি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক বেটা চোরের সন্ধান পাইয়া আমি যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে বাহির হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "সত্য না কি?—তাহা হইলে এখন আমার কর্ত্তব্য কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "লোকটার যখন সন্ধান পাইয়াছি, তখন তাহাকে ত গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তোমার সাহায্যের আবশ্যক নাই, ইহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ। তবে আসামীটা কি বলে, তাহা শুনিবার জন্য যদি তোমার আগ্রহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিও আমার সঙ্গে যাইতে পার; কিন্তু এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। আপাততঃ আমরা এই তদন্ত সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও জানিতে দিব না স্থির করিয়াছি।—আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুপ্তকথা ব্যক্ত করা আমার অভ্যাস নহে—তাহা ত তুমি জান। আমি তোমার সঙ্গে যাওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছি।"

উভয়ে নিঃশব্দে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি ক্ষুদ্র হোটেলে প্রবেশ করিলেন; এই হোটেলটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত মিঃ লুক ষ্টকের হোটেল।

ইন্‌স্পেক্টর হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "আসামীটাকে এই হোটেলে আটক করা হইয়াছে।"

হোটেলের মালিক মিঃ ষ্টক, ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল ও মিঃ ব্লেককে তাহার আফিসঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, উঠিয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিল, তাহার পর বলিল, "আপনারা কি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড হইতে আসিতেছেন? পুলিশ কর্ম্মচারী?"

মিঃ থ্রেল বলিলেন, "হাঁ, আমি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল। টেলিফোঁতে সংবাদ পাইয়া আমি থানা হইতে এখানে আসিতেছি। যে বেটাকে এখানে আটক করা হইয়াছে, সে কোথায়?"

ষ্টক বলিল, "আজ্ঞে, সে ঐ পাশের ঘরে একজন কনষ্টেবলের জিম্বায় আছে। বেচারা ধরা পড়িয়া যেন মড়ার মত হইয়াছে! তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হইয়াছে। পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে এখানে আটক করিয়া আমার বড়ই আত্মগ্লানি হইয়াছে; কিন্তু চোরা-নোট তাহার কাছে পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিলে আমি যে মরি! ব্যাঙ্কওয়ালারা বলিয়াছে নোটখানি চোরা-নোট।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "নোটখানা কোথায়?"

ষ্টক বলিল, "আমার কাছেই আছে—এই দেখুন।"—সে পকেট হইতে পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোটখানি বাহির করিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল পকেট-বহি খুলিয়া চোরা নোটগুলির নম্বর বাহির করিলেন; নোটখানির নম্বরের সহিত তাঁহার তালিকার একটি নম্বর মিলিয়া গেল। তিনি পকেট-বহি বন্ধ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, ইহা চোরা-নোটই বটে। লর্ড লিন্‌ডেলের সিন্দুক হইতে যে নোটের তাড়া চুরি গিয়াছে, এ নোটখানিও সেই তাড়ায় ছিল। মিঃ ষ্টক, আমাদিগকে আসামীর নিকট লইয়া চল।"

ইন্‌স্পেক্টর ও মিঃ ব্লেক ষ্টকের অনুসরণ করিয়া সেই অট্টালিকার প্রান্তস্থিত একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা সেই কক্ষে একখানি চেয়ারের উপর একটি যুবককে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন; সে যেন নিরাশার জীবন্ত মূর্ত্তি! পাঠক বুঝিয়াছেন, সে রাল্‌ফ মেরিক।

রাল্‌ফ মেরিক তাঁহাদিগকে দেখিয়াই স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর তাহার কথায় বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "দেখ বাপু, তুমি হুঁসিয়ার হইয়া কথা বল; তুমি যাহা বলিবে—তাহাই তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইবে—একথা স্মরণ রাখিও। তোমাকে চোর বলিয়া আটক করা হইয়াছে; আমি ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল।"

রাল্‌ফ বলিল, "আপনি পুলিশের কর্ত্তা, তাই বলিয়া কি মিথ্যা অভিযোগে অন্যায় করিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিবেন? আমাকে কি আত্মসমর্থনের সুযোগ দিবেন না?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, আদালতে তুমি আত্মসমর্থনের যথেষ্ট সুযোগ পাইবে। নিরপেক্ষ বিচারই ব্রিটীশ আদালতের গৌরব। তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, তাহাই আমি প্রথমে শুনিতে চাই। মিঃ ষ্টক, এই আসামী সম্বন্ধে তুমি কি জান, বল।"

মিঃ ষ্টক বলিল, "এই লোকটি শনিবার রাত্রে আমার হোটেলে আহার করিয়া বিলের টাকা দেওয়ার সময় পঞ্চাশ পাউণ্ডের 'ব্যাঙ্ক নোট' বাহির করিয়া বলে—তাহার নিকট খুচরা টাকা নাই; আমার প্রাপ্য কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট টাকা দিতে বলে। আমার কাছে বেশী টাকা না থাকায়—আমি উহাকে এক পাউণ্ড পুরাইয়া দিয়া আজ সকালে বাকী টাকা লইয়া যাইতে বলি।—আজ বেলা ১১টার সময় সে বাকী টাকা লইতে আসিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর তাহার কথাগুলি লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "তাহার পর?"

ষ্টক বলিল, "আমি আজ ব্যাঙ্কে গিয়া নোটখানি ভাঙ্গাইবার জন্য কেসিয়ারের হাতে দিলে, তিনি নোটখানি পরীক্ষা করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি উহা কোথায় পাইয়াছি? আমি সত্য কথা বলিলাম। তখন তিনি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে সংবাদ দিলেন। ম্যানেজার খাজাঞ্চিখানায় আসিয়া বলিলেন, "শনিবার রাত্রে আর্ল অফ লিন্‌ডেলের লোহার সিন্দুক হইতে কতকগুলি নোট ও হীরকালঙ্কার চুরি গিয়াছে, আপনি পুলিসের নিকট চোরা নোটগুলির নম্বর পাইয়াছি, এ নোটখানির নম্বর চোরা নোটের নম্বরের সহিত মিলিতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর এই কথাগুলিও লিখিয়া লইয়া বলিলেন, "তাহার পর কি হইল?"

ষ্টক বলিল, "ম্যানেজার বলিলেন, 'যাহার কাছে এই নোট পাইয়াছ—সে তোমার নিকট টাকা

লইতে আসিবে বলিতেছ; যদি আসে, তাহা হইলে পুলিশ ডাকিয়া তাহাকে ধরাইয়া দিবে, নতুবা তুমিই মার পড়িবে! চোরা-নোটের টাকা এখানে পাইবে না।'—তাঁহার কথামত কায করিয়াছি।"

ইন্‌স্পেক্টর ইহাও লিখিয়া লইলে কন্‌ষ্টেবলটি বলিল, "হুজুর, মিঃ ষ্টকের সকল কথাই সত্য। আপনি এই চুরির তদন্তের ভার পাইয়াছেন তাহা জানিতাম, এই জন্য আমি স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে টেলিফোঁতে আপনাকে সংবাদ দিই; আপনি আসিতেছেন শুনিয়া এইখানেই আসামীকে আটক করিয়া রাখিয়া আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

ইন্‌স্পেক্টর কন্‌ষ্টেবলের কথাগুলিও লিখিয়া লইলেন, তাহার পর রাল্‌ফ্‌ মেরিককে বলিলেন, "তোমার কিছু বলিবার থাকিলে বলিতে পার; বলা না বলা তোমার ইচ্ছা।"

রাল্‌ফ্‌ বলিল, "আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আপনি যে চুরির কথা বলিতেছেন, তাহাও আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। নোটখানি যে চোরা নোট—ইহা আমি জানিতাম না, এবং উহা চোরা নোট বলিয়া এখনও পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "চুরির কথা জান না বলিতেছ, তবে এ চোরা নোট খানি কি তোমার কাছে উড়িয়া আসিয়াছে?"

রাল্‌ফ্‌ বলিল, "আমি উহা কিরূপে পাইয়াছিলাম, তাহা কাল রাত্রেই মিঃ ষ্টককে বলিয়াছি; আপনাকেও তাহা বলিতেছি, শুনুন।"

নোটখানি যেরূপে তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা সে সবিস্তার ইন্‌স্পেক্টরের গোচর করিল। সে যাহা বলিল, তাহা সমস্তই সত্য; কিন্তু মিঃ থেল্ অভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম্মচারী, আসামীরা যে ভুলিয়াও সত্য কথা বলে—ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তিনি রাল্‌ফের কথা বিশ্বাস করিলেন না, মুখ ফিরাইয়া মিঃ ব্লেকের কাণে কাণে কি বলিলেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক মিঃ যোনাথান ড্রেকের নাম ও ঠিকনাসম্বলিত কাগজখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলেন, "ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তবে, এই যুবকের কথা যে বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এ কথাও বলা কঠিন। হয় ত উহার কথা মিথ্যা নহে।"

ইন্‌স্পেক্টর থেল্ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঐ ত তোমার দোষ! তুমি লোকের মন্দ দিকটা প্রথমে দেখিতেই চাও না। বুড়া লোক পরের উপকারের জন্য রাত্রিকালে রাস্তায় রাস্তায় টাকা বিলাইয়া বেড়ায়, এরূপ অদ্ভুত খেয়ালের কথা তুমি বিশ্বাস কর?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অসম্ভব কি? দরিদ্রকে দান করিয়া আনন্দলাভ করে, বিপন্নকে সাহায্য করা অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করে—এবং সেজন্য অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত নহে, পৃথিবীতে এরূপ সহৃদয় ব্যক্তির অভাব নাই; পৃথিবীর সকল লোক অর্থকেই পরমার্থ মনে করে না।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাই বলিয়া অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত একটা পথের ভিখারীকে পঞ্চাশ পাউণ্ড দান! ইহা কি সম্ভব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পঞ্চাশ পাউণ্ড তোমার আমার নিকট প্রচুর অর্থ, কিন্তু এরূপ লোকও আছে, যাহারা ইহা অতি অল্প বলিয়াই মনে করে।—তবে এ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক না করিয়া গ্রীণউইচের যোনাথান ড্রেকের নিকট সন্ধান লইলেই সকল সন্দেহ দূর হইতে পারে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন,—"হাঁ, আমি আজই সেই ভদ্রলোকটির সন্ধান লইব; কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই যুবককে হাজতে লইয়া যাওয়াই সঙ্গত হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন আমি উহাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কোন আপত্তি নাই, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

মিঃ ব্লেক রাল্‌ফ্‌কে বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, তোমার মত নিরুপায় হতভাগ্যের বাঁচিয়া কোন সুখ নাই ভাবিয়া তুমি সাঁকোর উপর হইতে নদীতে লাফাইয়া-পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে! তুমি কি সত্যই তখন আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলে?"

রাল্‌ফ বলিল, "হাঁ, সে সময় আমি সেই সঙ্কল্পই করিয়াছিলাম; কিন্তু সেজন্য পরে আমার অনুতাপ হইয়াছিল; আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহা অত্যন্ত কাপুরুষের কায।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আত্মহত্যা করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছিল কেন?"

রাল্‌ফ বলিল, "সংসারে আমার আশ্রয় নাই, অবলম্বন নাই, হাতে একটিও পয়সা ছিল না; আমার প্রণয়িণী মিলি উইলসন পর্য্যন্ত আমার প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। জেলখানা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এই সকল কারণে আমার জীবন দুর্ব্বহ মনে হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি কি জেলে গিয়াছিলে ?"

রাল্‌ফ বলিল, "হাঁ মহাশয় ! তহবিল তস্‌রুপের অপরাধে আমার পাঁচ বৎসর সশ্রম কারদণ্ড হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "জেলখালাসী কয়েদীর নিকট চোরা-নোট ? এ একেবারে মণিকাঞ্চন-সংযোগ !—রাল্‌ফ মেরিক, তুমি গত শনিবার রাত্রে লর্ড লিন্‌ডেলের পাঠাগারে অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক উাঁহার সিন্দুক হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার ও নোট চুরি করিয়াছ—এই অভিযোগে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম। এতদ্ভিন্ন লর্ড লিন্‌ডেলের পুত্রকে আক্রমণ করিয়া জখম করাও তোমার গ্রেপ্তারের অন্যতম কারণ।"

রাল্‌ফ, বলিল, "আমি নিরপরাধ ; চুরি বা খুন জখম প্রভৃতি কিছুই আমি করি নাই। এই অভিযোগের মূলে সত্য নাই। মিঃ যোনাথান ড্রেককে জিজ্ঞাসা করিলেই আপনারা আমার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ পাইবেন।"

ইন্‌স্পেক্টর থেল রাল্‌ফের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে নিকটবর্ত্তী থানার হাজতে প্রেরণ করিলেন। এই আকস্মিক বিপদে রাল্‌ফ সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া পড়িল ; কিন্তু সে আশা করিল, মিঃ ড্রেক শীঘ্রই তাহার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবেন। সে তখনও বুঝিতে পারে নাই, তাহার এই আশা পূর্ণ হইবার নহে !

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর থেলের সহিত স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং লণ্ডনের ডাইরেক্টরী বাহির করিয়া যোনাথান ড্রেকের নাম খুঁজিতে লাগিলেন ; কিন্তু গ্রীণউইচে লিলবোর্ণ রোড নামক কোন রাস্তা বা যোনাথান ড্রেক নামক কোন গৃহস্থের নাম পাওয়া গেল না !

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "রাল্‌ফ মেরিক আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলিয়া আমাদের প্রতারিত করিয়াছে। ঐ বেটাই চোর !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু উহার কথা সত্য বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ভুল ধারণা ! এই হতভাগা জেলখানা হইতে বাহির হইয়াই চোরের দলে মিশিয়া লর্ড লিন্‌ডেলের বাড়ীতে চুরি করিতে গিয়াছিল। পঞ্চাশ পাউণ্ডের নোটখান উহারই ভাগে পড়িয়াছিল, সে পূর্ব্বে পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়াছে ; এবার উহাকে দশটি বৎসর শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে। এই রকম জেল-খালাসী আসামীকে তুমি নিরপরাধ মনে করিতেছিলে !"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিশাগমে যুবতী-সম্ভাষণ

মিঃ ব্লেক নিরুৎসাহ-চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। ইন্‌স্পেক্টর থেল, রাল্‌ফ মেরিকের কথা অবিশ্বাস করিলেও, তাঁহার ধারণা হইল—সে যাহা বলিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য ; অথচ তাহার উক্তি সপ্রমাণ করিবার উপায় ছিল না। হতভাগ্য রাল্‌ফের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। গ্রীণউইচে লিলবোর্ণ রোড নামক কোন রাস্তার অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই ; এবং যোনাথান ড্রেক নামক বৃদ্ধেরও সন্ধান পাইবার উপায় নাই ; এ অবস্থায় ইন্‌স্পেক্টর থেল যে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও চৌর্য্যাপরাধে লিপ্ত বলিয়া মনে করিবেন—ইহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যে ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে, তাহার নিকট যদি চোরা নোট পাওয়া যায়—তাহা হইলে তাহাকে নিরপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করা সত্যই অত্যন্ত কঠিন।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে রাল্‌ফের সম্বন্ধে সকল কথাই বলিলেন ; তাহার পর তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর থেল বলিতেছিল—এবার তাহাকে দশবৎসর শ্রীঘরে বাস করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "লর্ড মার্সডন যদি এই ধাক্কা সাম্‌লাইতে না পারেন, তাহা হইলে সে যে দশ বৎসর জেল খাটিয়াই পরিত্রাণ পাইবে—এরূপ মনে হয় না। কর্ত্তা !—এই তদন্ত ব্যাপারে আপনি বোধ হয় আর হস্তক্ষেপ করিবেন না ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, অতঃপর আমার আর কিছুই করিবার নাই। আর্ল লিন্‌ডেল এতক্ষণ বোধ হয় রাল্‌ফ মেরিককে গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিয়াছেন ; আমি এখনই তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইতেছি—পুলিশ যখন তদন্তের ভার গ্রহণ করিয়া অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে—তখন এই ব্যাপারে আমার আর হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যকতা দেখি না, আমি এই ভার ত্যাগ করিলাম।"

কিন্তু এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াও মিঃ ব্লেক তদন্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। এই চৌর্য্য ব্যাপারের অভ্যন্তরে কোন গুপ্ত রহস্যের

ফল, এবং সেই রহস্য ভেদ করা নিতান্ত সহজ সাধ্য নহে, এই ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল; সুতরাং রাল্‌ফ মেরিকের বিচারফল জানিবার জন্য তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ হইবে—ইহা অসঙ্গত নহে। সপ্তাহ পরে রাল্‌ফ মেরিক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে নীত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের উপর নূতন করিয়া অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে পুলিশ যোনাথান ড্রেককে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল, এমন কি, যদি কেহ তাহাকে ধরিয়া দিতে পারে—এই আশায় সংবাদ-পত্রেও বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল! সুতরাং রাল্‌ফ মেরিকের আত্মসমর্থনের কোন উপায় রহিল না! তাহার ভাগ্যাকাশে মেঘান্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিল।

এই অবস্থায় একদিন সায়ংকালে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাঁহাদের ঘরে বসিয়া রাল্‌ফ মেরিকের মামলার প্রসঙ্গে নানারূপ আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় মিসেস্ বার্ডেল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "একটি গরীবের মেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া আছে।"

মিঃ ব্লেক মুখ হইতে 'পাইপ' নামাইয়া বলিলেন, "গরীবের মেয়ে! কে সে? আমার কাছে সে কেন আসিয়াছে?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "সে আমাকে তাহার নাম বলিল না; আপনার সঙ্গে তাহার না কি ভারি জরুরী কথা আছে! মেয়েটীর ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল—সে কোন বিপদে পড়িয়াছে। মেয়েটি বড়ই সুন্দরী, মুখখানি সরলতামাখা, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারিলাম না। আপনি কি তাহার কথা শুনিবেন না?—আপনি দয়া করিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে আমি বড়ই সুখী হইব।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আর কাহারও জন্য তোমাকে ত এরকম ওকালতি করিতে দেখি নাই; আচ্ছা, তাহাকে লইয়া এস।"

অল্পক্ষণ পরে একটি যুবতী মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মিঃ ব্লেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিতে পারিলেন মিসেস্ বার্ডেল তাহার সম্বন্ধে যাহা তাঁহাকে বলিয়াছে, তাহার একবিন্দু অতিরঞ্জিত নহে। যুবতীর বয়স একুশ বাইশ বৎসর হইলেও তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল বয়স আরও অল্প। তাহার চক্ষুতে আতঙ্ক ও উদ্বেগের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তাহার কাতরতা মিঃ ব্লেকের হৃদয় স্পর্শ করিল।

মিঃ ব্লেক সহানুভূতিভরে বলিলেন, "ঐ চেয়ারখানায় বসিয়া তোমার কি বলিবার আছে বল মা! তুমি অসঙ্কোচে সকল কথা বলিতে পার।"

যুবতী বলিল, "আমি যে সাহায্যের জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি—অন্য কাহারও নিকট তাহা পাইবার আশা নাই; আপনার না কি বড় দয়ার শরীর, আমার বিশ্বাস, আপনি আমাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইবেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইতেছে—তুমি অর্থ সাহায্যের জন্য আস নাই; কোন বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় আসিয়াছ। কিন্তু তুমি কে, তোমার নাম কি—তাহাই আমি জানিতে চাই।"

যুবতী বলিল, "আমার নাম মিলি উইল্‌সন। আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা।"

মিঃ ব্লেক বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিলি উইলসন? এ নাম ত আমি আজ নূতন শুনিতেছি না! কয়েক দিন পূর্ব্বে একটি হতভাগ্য যুবকের নিকট তোমার নাম শুনিয়াছিলাম।—রাল্‌ফ মেরিক নামক কোন যুবককে তুমি জান কি?"

মিলি মিঃ ব্লেকের মুখে রাল্‌ফের নাম শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। উদ্বেলিত অশ্রুরাশি তাহার দুই গাল বহিয়া ঝরিতে লাগিল: সে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল, "রাল্‌ফ মেরিক? হাঁ, তাহাকে আমি যেমন জানি, তেমন ঘনিষ্ঠভাবে বোধ হয় আর কেহই জানে না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আমরা পরস্পরের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আশা ছিল, বিবাহ করিয়া আমরা সংসারী হইব, সুখী হইব; কিন্তু দুর্ভাগ্যের ফুৎকারে আমাদের সেই সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! এক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে না পাইতে রাল্‌ফ আর এক বিপদে পড়িয়াছে। তাহারই জন্য আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থিনী! আমি সংবাদপত্রে দেখিয়াছি রাল্‌ফকে যখন পুলিশে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, তখন আপনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। আপনার শক্তি-সামর্থ্য ও দয়ার কথা—"

মিঃ ব্লেক মিলির কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার শক্তি সামর্থ্যের বা দয়ার প্রশংসায় তোমার সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই। রাল্‌ফের গ্রেপ্তারের সময় আমি ষ্টকের হোটেলে উপস্থিত ছিলাম—সে কথা সত্য; কিন্তু যে অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহার তদন্তভার

আমি গ্রহণ করি নাই; এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সুতরাং আমি যে তোমাকে কোন সাহায্য করিতে পারিব—তাহার সম্ভাবনা দেখি না।"

মিলি কাতর ভাবে বলিল, "কিন্তু যদি কেহ পারে—তবে কেবল আপনিই পারিবেন। পুলিশ বলিতেছে—সে এই দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ছিল; কিন্তু সত্যসত্যই সে এ কায করে নাই। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন—রাল্‌ফ নিরপরাধ, আপনার আমার মতই নিরপরাধ; সেই নিরপরাধ, বিপন্ন, নিরুপায় যুবককে আপনিও রক্ষা করিবেন না? আপনি কি কেবল ধনীরই বন্ধু, দরিদ্রের কেহ নহেন? সংসারে যাহাদের কোন অভাব নাই, কেবল তাহারাই কি আপনার অনুকম্পার পাত্র?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরমেশ্বর জানেন আমি নিরপরাধ বিপন্ন দরিদ্রের বন্ধু কি না। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি ছিল না, কিন্তু তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আমার অসাধ্য; আমার অসাধ্য সাধনের শক্তি নাই বাছা! তোমাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইতে আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে; কিন্তু কি করিব মা! ঘটনাচক্র রাল্‌ফ মেরিকের অত্যন্ত প্রতিকূল; তাহার অতীত জীবনের ঘটনাগুলিও তাহার নির্দ্দোষিতা; এমন কি প্রমাণের অনুকূল নহে!"

মিলি বলিল, "সে সকলই আমি জানি। পাচ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধির দোষে যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, সেজন্য তাহাকে অতি কঠোর দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু এবার অন্যায় করিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; এবার সে সম্পূর্ণ নিরপরাধ। কারাগার হইতে প্রত্যেক পত্রেই সে আমাকে লিখিত—তাহার যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে, কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সে সাধুভাবে জীবন যাপন করিবে; ভবিষ্যতে আর কোন অন্যায় কর্ম্ম করিবে না।—আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, সে মুক্তিলাভ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই; সে মিথ্যাবাদী নহে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মুক্তিলাভ করিয়া সৎপথে চলিতেই তাহার আগ্রহ হইয়াছিল, এ কথা আমি বিশ্বাস করি;—কিন্তু কারাগার ত্যাগ করিয়া সে যখন দেখিল, সে নিরাশ্রয় ও সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, এমন কি তুমিও তাহাকে ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছ, তখন—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে মিলি হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আমি তাহাকে ত্যাগ করিয়াছি।—এ কথা আপনাকে কে বলিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাল্‌ফ নিজেই বলিয়াছে; সে তোমাকে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই; তুমি যে বাসায় থাকিতে—সেখানে পর্য্যন্ত গিয়া তোমার দেখা পাওয়া দূরের কথা—তোমার ঠিকানা পর্য্যন্ত সে জানিতে পারে নাই! ইহাতে সে হৃদয়ে এতই আঘাত পাইয়াছিল যে, জীবনভার বহন করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনাপূর্ণ মনে হওয়ায় দুঃখে ক্ষোভে সে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল! তুমিই স্বহস্তে গাছের গোড়া কাটিয়া এখন আগায় জল ঢালিতে উৎসুক হইয়াছ। কে জানিত নারীর প্রেম এত অসার?—তুমি তাহার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়াছিলে—তাহা পূর্ণ কর নাই কেন? কেন তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ কর নাই?"

মিলি বলিল, "বুদ্ধিহীনা নারী আমি, আমি প্রতারিত হইয়াছিলাম; আমাকে মিথ্যা কথায় ভুলাইয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল!"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল! কে?—আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না; সকল কথা খুলিয়া বল।"

মিলি বলিল, "রাল্‌ফ যে দিন মুক্তিলাভ করিবে—তাহার ঠিক পূর্ব্ব দিন আমি কায শেষ করিয়া আমার কর্ম্মশালা হইতে বাসায় ফিরিবার সময় একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইলাম। তাহারা বলিল, রাল্‌ফ পরদিন মুক্তিলাভ করিবে তাহা তাহারা জানে। আমি বলিলাম—কাল আমি জেলখানার বাহিরে রাল্‌ফের সহিত দেখা করিতে যাইব। আমার কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, "ইহাই তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হইলে তোমার বাসা হইতে জিনিসপত্র লইয়া আমাদের সঙ্গে চল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা তোমাকে কেন বলিল?"

মিলি বলিল, "তাহারা রাল্‌ফের হিতাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাহাকে তাহার কুসঙ্গীদের কবল হইতে উদ্ধার করিতে না পারিলে, তাহাদের সংসর্গে মিশিয়া সে পুনর্ব্বার কুপথগামী হইবে। তাহাকে কুসঙ্গীদের দল-ছাড়া করিতে হইলে আমাকেও তাহাদের দু'জনের সঙ্গে যাইতে হইবে; আমার সাহায্য ভিন্ন তাহারা রাল্‌ফকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ মুক্তিলাভ করিয়া রাল্‌ফ ছদ্মনামে আত্ম-পরিচয় না দিলে ও স্থানান্তরে না যাইলে কেহই

তাহাকে কায কর্ম্ম দিবে না; সে কয়েদ-খালাসী আসামী, একথা প্রকাশ হইলে কেহই তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, সুতরাং তাহাকে অসদুপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইবে; আবার সে জেলে যাইবে!—তাহাদের কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হওয়ায় আমি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার কথাগুলি নূতন বটে! তাহার পর কি হইল? যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—পর পর বল।"

মিলি বলিল, "তাহারা আমাকে উপদেশ দিল, রাল্ফের অতীত জীবনের কলঙ্ক-কাহিনী গোপন করিতে হইলে, আমাকেও গোপনে বাসা-ত্যাগ করিতে হইবে; আমি কোথায় যাইতেছি, তাহা কাহাকেও জানাইয়া যাওয়া হইবে না। পরদিন তাহাদের বাড়ীতেই রাল্ফের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি তাহাদের সঙ্গে গিয়া কোথায় উঠিলে?"

মিলি বলিল, "ব্ল্যাকহিথের একটা বাড়ীতে। প্রথম দিন তাহারা আমাকে বেশ আদর যত্ন করিল। পরদিন আমি রাল্ফের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলে, তাহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, আমাকে স্পষ্ট বলিল—রাল্ফের সহিত জীবনে আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না!—তাহাদের কথা শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল; আমি বলিলাম, আমি আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকিব না। আমি তাহাদের বাড়ী ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই তাহারা দু'জনে আমাকে জাপ্‌টাইয়া ধরিল, এবং আমার মুখ বাঁধিয়া টানিতে টানিতে দোতালার একটা কুঠুরীতে লইয়া গিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিল! সেইখানেই আমি এই কয়দিন আটক ছিলাম; আজ সকালে সেই কুঠুরীর দরজা খোলা পাইয়া গোপনে পলাইয়া আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ সকালে পলাইয়া আসিয়াছ? আজ সারাদিন কোথায় ছিলে? পুলিশে খবর দিয়াছ?"

মিলি বলিল, "না, এই বিপদে আমি এতই অভিভূত হইয়াছিলাম যে, আমার কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারি নাই। আমি প্রথমে ডাল্‌ষ্টনে আমার বাসায় গিয়াছিলাম; সেইখানেই রাল্ফের বিপদের কথা জানিতে পারি। আমার বাড়ীওয়ালী মিসেস রিড্‌লে রাল্ফের বিরুদ্ধে অভিযোগের ও তাহার গ্রেপ্তারসংক্রান্ত সকল বিবরণই আমাকে বলিয়াছে। সে আমাকে তাড়াতাড়ি থানায় গিয়া এজেহার দিতে বলিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে ত ভালই বলিয়াছিল, তা তুমি থানায় গেলে না কেন?

মিলি বলিল, "আপনি আমার ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া বিরক্ত হইবেন না। পুলিশ সরকারের কুপোষ্য, তাহাদের উপর আমার শ্রদ্ধাও নাই, বিশ্বাসও নাই; তাহারা কেবল লেফাপা দোরস্ত রাখিতেই মজবুত, কোন কাজ করিতে পারে না। এ জন্য পুলিশের কাছে না গিয়া আপনার কাছেই আসিয়াছি; জানি আপনার দয়া হইলে আমি অকূলে কূল পাইব। আমার অদৃষ্টে যে কষ্ট ছিল তাহা ভোগ করিয়াছি; এখন কি করিয়া রাল্ফকে বাঁচাইব, তাহাই আমার প্রধান চিন্তা। পুলিশ ত তাহাকে জেলে দিতেই উদ্যত হইয়াছে, ব্যাঙের প্রাণরক্ষার জন্য সাপের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ফল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা নয়; কিন্তু আমার কাছে আসিলেই রাল্ফের রক্ষার উপায় হইবে—এ কথা তোমায় কে বলিল?"

মিলি বলিল, "আমি এক-আধটু লেখাপড়া জানি; আপনার প্রসঙ্গে যে সকল গল্প পড়িয়াছি, তাহাতেই আমার আশা হইয়াছে—আপনার সাহায্য পাইলে রাল্ফ উদ্ধার লাভ করিতে পারে। আমার বিশ্বাস রাল্ফের বিরুদ্ধে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র হইয়াছে! আমাকে গুম করিয়া রাখাও এই ষড়যন্ত্রের ফল। আপনি ভিন্ন আর কেহ এই জটিল রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার কাছে আসিয়া ভুল করিয়াছ, একথা বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস রাল্ফের চারিদিকে একটা জটিল রহস্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গাঁথিয়া উঠিয়াছে! এই রহস্যভেদের জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। তুমি রাল্ফের মুক্তির দিন জেলখানার দরজায় তাহার সহিত দেখা করিতে উদ্যত হইলে, তোমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া গুম্ করিয়া রাখা হইল, ইহার নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে; এই ঘটনাটি উপেক্ষার যোগ্য নহে। যে স্ত্রীলোক ও পুরুষ তোমাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহাদের নাম জানিতে পারিয়াছ?"

মিলি বলিল, শুনিয়াছি "পুরুষটির নাম মিঃ

ব্লিংউড, আর স্ত্রীলোকটা পুরুষটার ভগিনী। কিন্তু ইহা আসল নাম কিনা জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ছদ্মনাম হওয়াই সম্ভব। তাহাদের চেহারা কিরূপ?"

মিলি বলিল, "পুরুষটার বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর। স্ত্রীলোকটাকে তাহা অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের ছোট মনে হয়। পুরুষটা তেমন লম্বা নয়, লাল রঙ্গ। স্ত্রীলোকটা খুবই ফরসা। মাথায় খুব ঘন চুল, চুলগুলি ঢেউ-তোলান; থিয়েটারের অভিনেত্রীর মত চেহারা! প্রথমে তাহাকে খুব সুন্দরী মনে হইয়াছিল, কিন্তু সে ব্যবহারে রাক্ষসী!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ব্ল্যাকহিলের কোন্ রাস্তায় সেই বাড়ীটা মনে আছে?"

মিলি বলিল, "তাহা লক্ষ্য করি নাই, তবে তাহা দেখাইয়া দিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে, এখনই আমাকে সেখানে লইয়া চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মিলি পথ-প্রদর্শিকা

মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও মিলিকে তাঁহার মোটর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া লণ্ডনের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আদেশে স্মিথ টাইগারকেও সঙ্গে লইয়াছিল।

তাঁহারা লণ্ডন-ব্রীজের উপর দিয়া নদী পার হইলেন, তাহার পর দীর্ঘপথ অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রীণউইচ পার্ক ও ব্ল্যাকহিথের সংযোগস্থলে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক এই স্থানে মোটর থামাইয়া মিলি উইলসনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীটা কোন্ দিকে মিলি?"

মিলি বলিল, "বাঁয়ের পথে চলুন; আমাদিগকে আর অধিক দূর যাইতে হইবে না।"

তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। আকাশ নির্ম্মল, নক্ষত্রভূষিত; রাজপথ নির্জ্জন, কোন দিকে কোলাহল ছিল না। মিঃ ব্লেক মিলির নির্দ্দেশানুসারে মোটর চালাইয়া একটি অনতিবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এই অট্টালিকাটি কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত ছিল।

মিলি অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ বাড়ীর ভিতর আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে নামিয়া বাড়ীটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইহার চারিদিকেই প্রাচীর আছে দেখিতেছি!"

মিলি বলিল, "বাড়ীর পশ্চাতে একটা দরজা আছে; আমি সেই দরজা দিয়া পলাইয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চল, সেই দরজার কাছে যাই।"

মিলি অগ্রসর হইল, মিঃ ব্লেক টাইগার ও স্মিথসহ তাহার অনুসরণ করিলেন। মিঃ ব্লেক একটি অনুচ্চ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বারটি বন্ধ দেখিলেন; তিনি দ্বারসংলগ্ন কড়া টানিতেই দ্বার খুলিয়া গেল!—সেখানে দাঁড়াইয়া তিনি ভিতরে কোন সাড়াশব্দ শুনিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা লঘুপদবিক্ষেপে সেই অট্টালিকার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন। ঘরের দিকে চাহিয়া মিঃ ব্লেক দেখিতে পাইলেন বারান্দায় উঠিবার পথ। তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন—কক্ষগুলি সমস্তই অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাড়ীতে কোন লোক আছে বলিয়া বোধ হইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাহারও যে সাড়া পাইতেছি না! এ বাড়ীতে কি কোন চাকর-বাকরও নাই?"

মিলি বলিল, "না, আমি এই বাড়ীতে আসিয়া কোন দাসদাসী দেখি নাই; মিঃ ও মিস্ রিংউড ভিন্ন কাহারও কণ্ঠস্বর কোন দিনও শুনিতে পাই নাই।"

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা! ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিয়াছি। মিস্ মিলি উইলসন এখান হইতে পলায়ন করায়, পাছে সে পুলিশ আনিয়া হাঙ্গামা বাধায় ভাবিয়াই তাহারা ভাই ভগিনী উভয়েই সরিয়া পড়িয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার অনুমান অসঙ্গত নহে। মিলি, এ বাড়ীখানা তাহাদের নিজের বাড়ী কি না বলিতে পার?"

মিলি বলিল, "না, তাহা জানি না। তবে তাহাদের পরামর্শ শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, তাহারা আসবাব-পত্র সমেত এ বাড়ীখানি ভাড়া লইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক সদলে হলঘরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। হড়াৎ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল।—কক্ষমধ্যে ঘোর অন্ধকার বিরাজিত!

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে বৈদ্যুতিক বাতি বাহির করিলেন; তাহার আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত

হইল। গৃহমধ্যে সামান্য সামান্য তৈজসপত্র ছিল। তাঁহারা হল-ঘর হইতে একতালার বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকল কক্ষই পরীক্ষা করিলেন। তাঁহারা উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রাচীর-গাত্রে একখানি 'ফটো' ঝুলিতে দেখিলেন। মিঃ ব্লেককে সেই ফটোখানি পরীক্ষা করিতে দেখিয়া মিলি বলিল, "ইহা মিস্ রিংউডের ফটো।"

মিঃ ব্লেক বলিল, "হা, রূপসী বটে! তোমার কাছে উহাদের চেহারার পরিচয় পাইয়া আমারও ধারণা হইয়াছিল, ইহা মিস্ রিংউডেরই ফটো।"—তিনি ফটোখানি দেওয়াল হইতে খুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিলেন। দোতালাও সম্পূর্ণ নির্জ্জন! কোন কোন কক্ষে সামান্য আসবাব ছিল; একটি টেবিলের দেরাজগুলি খোলা, যেন তাড়াতাড়ি দেরাজের জিনিসপত্র অপসারিত করিয়া তাহা আর বন্ধ করিবার অবসর হয় নাই!

স্মিথ অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "কর্ত্তা, অগ্নিকুণ্ডের কাছে কতকগুলা ছাই পড়িয়া আছে!—খুব টাট্‌কা ছাই।"

মিঃ ব্লেক অগ্রসর হইয়া অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া পড়িলেন; তিনি ছাইগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কাগজ পুড়িয়া ছাই হইয়াছে! তাহারা পলাইবার পূর্ব্বে বোধ হয় কতকগুলি দলীল-পত্র পোড়াইয়াছিল।"

মিলিকে যে ঘরে কয়েদ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ক্রমে তাঁহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষটিও অন্যান্য কক্ষের ন্যায় নির্জ্জন।

দ্বিতলে কাহারও সন্ধান না পাইয়া মিঃ ব্লেক সদলে নীচে নামিয়া আসিলেন। স্মিথ বলিল, "বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া একদম্ ফেরার?—তাহারা গেল কোথায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা বিপদের আশঙ্কায় সন্ধ্যার সময় পলায়ন করিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, অনুমান করা অসম্ভব।"

স্মিথ উৎসাহের সহিত টেবিল, দেরাজ, আলমারি প্রভৃতি পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে সহসা একটি পরিচ্ছদাধারের ভিতর কৃত্রিম পত্রপুষ্প-শোভিত একটি টুপি দেখিতে পাইল; তাহা সে টানিয়া বাহির করিয়া মিঃ ব্লেককে দেখিতে দিল। মিলি টুপিটা দেখিয়া বলিল, "উহা মিস্ রিংউডের টুপি,—এই টুপিতে মৃগনাভি-মিশ্রিত গোলাপের এসেন্সের তীব্র গন্ধ পাইতেছি! আমি জানি মিস্ রিংউড এই এসেন্সের পক্ষপাতিনী ছিল; সে যতবার আমার কাছে আসিয়াছিল, ততবারই তাহার পোষাকের এই সৌরভ আমার নাকে প্রবেশ করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক টুপিটি হাতে লইয়া তাহার ঘ্রাণ গ্রহণ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এই এসেন্সের গন্ধ অত্যন্ত তীব্র! ইহা প্রাচ্য দেশজাত গন্ধসার। আমাদের দেশজাত কোন এসেন্সের এরূপ সৌরভ আমার পরিচিত নহে। টাইগার বোধ হয় এই সৌরভের সাহায্যে পলাতকদ্বয়ের অনুসরণ করিতে পারিবে।"

মিঃ ব্লেক টুপিটা টাইগারের নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন, "টাইগার, এই টুপি যাহার, সে কোথায় গিয়াছে খুঁজিয়া বাহির করা চাই।"

টাইগার টুপিটা পুনঃ পুনঃ আঘ্রাণ করিয়া দুই তিন মিনিট সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইল, তাহার পর সে একটি দরজা দিয়া বাগানে প্রবেশ করিল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই পথে তাহারা বাহিরে আসিয়াছিল।"

তাঁহারা যে পথে এই বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছিলেন, টাইগার দেউড়ীর বাহিরে আসিয়া তাহার বিপরীত দিকে চলিতে লাগিল! এই পথ লণ্ডনের দিক হইতে আসিয়া উল্‌উইচের দিকে গিয়াছে। টাইগার কয়েক মিনিটের মধ্যেই গ্রাম-প্রান্তে উপস্থিত হইল, সেই স্থান হইতে মুক্তপ্রান্তর বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত, এবং তাহা নিম্নভূমিতে অবস্থিত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অদূরে প্লমষ্টেডের জলা। বোধ হয় আমরা শীঘ্রই নদীতীরে উপস্থিত হইব।"

তাঁহারা আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া নক্ষত্রনিকর-প্রতিফলিত নদীর জলরাশ দেখিতে পাইলেন। নদীতীরে কতকগুলি বিক্ষিপ্ত কুটীর ছিল। এই সকল কুটীরে জেলেরা বাস করিত। টাইগার কোন কুটীরের সম্মুখ দিয়া, কোন কুটীরের পাশ দিয়া, দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় এইস্থানে অনেক অস্থায়ী কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। নির্জ্জন নদীতীরে সংস্থাপিত একটি বৃহৎ কুটীরে তখ ও বাতি জ্বলিতেছিল। তাঁহারা একটি কক্ষের মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই আলোক দেখিতে পাইলেন। টেম্‌স নদীর একজন নৌ-চালক এই কুটীরে বাস করিত।

মিঃ ব্লেক আলোক লক্ষ্য করিয়া মুক্ত দ্বারের

নিকট উপস্থিত হইলেন ; কুটীরবাসী মাঝি তখন একখানি ভাঙ্গা দাঁড় মেরামত করিতেছিল। মিঃ ব্লেকের পদশব্দ শুনিয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "মাঝি ভাই! আমরা এখানে আসিয়া-পড়িয়া তোমার কাযের কিছু ব্যাঘাত-করিলাম ; তুমি এজন্য অসন্তুষ্ট হইও না।"

মাঝি বলিল, "না মহাশয়, আমার কাযের কোন ক্ষতি হয় নাই ; তবে আপনাদের মত অপরিচিত ভদ্রলোকদের দেখিয়া আমি একটু বিস্মিত হইয়াছি বটে! কারণ, এরূপ সময়ে এখানে কোন ভদ্রলোককে প্রায়ই আসিতে দেখা যায় না ; আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আজ রাত্রে এখানে যে আপনারাই আসিয়াছেন এরূপ নহে, সন্ধ্যার পর আরও একটি ভদ্রলোক আমার কুটীরে আসিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গেও একটি স্ত্রীলোক ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা তাহাদেরই কথা জানিবার জন্য তোমার কাছে আসিয়াছি; তাহাদের সহিত আমাদের দেখা করা দরকার।—তাহাদের চেহারা কিরূপ, বয়স-ই বা কত, বলিতে পার ?"

মাঝি বলিল, "পুরুষটি তেমন লম্বা বা বেঁটে নয় ; বেশ জোয়ান, মুখে কালো দাঁড়ি-গোঁফ আছে ; বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হইতে পারে, চল্লিশের কম বটে।—স্ত্রীলোকটি বড়ই রূপবতী; তাহার মাথায় একমাথা ঘন চুল, ঢেউখেলান চুলের বলিহারি বাহার! মেয়েটির বয়স সাতাশ আটাশ—কি তাহার কিছু কমও হইতে পারে। তাহার সাজগোজ দেখিয়া খুব সৌখীন বলিয়াই মনে হয়।—থিয়েটার-ওয়ালীদের মত তাহার সাজ-পোষাকের ঘটা ; ধরণ-ধারণও সেই রকম!"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে মিস রিংউডের ফটোখানি বাহির করিয়া তাহা মাঝির হাতে দিলেন, বলিলেন, "দেখ দেখি, স্ত্রীলোকটির চেহারা এই রকম কি না।"

মাঝি বাতির কাছে গিয়া ছবিখানি দেখিতে লাগিল ; তাহার পর মাথা তুলিয়া বলিল, "এ ত সেই স্ত্রীলোকটিরই ফটো দেখিতেছি! কেবল পোষকটা অন্য রকম।"

মিঃ ব্লেক মাঝির হাত হইতে ফটোখানি ফেরত লইয়া পকেটে রাখিলেন, তাহার পর তাহাকে বলিলেন, "হাঁ, আমি উহাদেরই সন্ধানে আসিয়াছি। —এখানে তাহারা কখন আসিয়াছিল ?"

মাঝি বলিল, "প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা কোন্ দিকে গিয়াছে বলিতে পার ?"

মাঝি বলিল, "নিশ্চয়ই পারি ; তাঁহাদের অনুরোধে আমিই তাঁহাদিগকে আমার নৌকায় তুলিয়া নদীর অপর পারে রাখিয়া আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক সাগ্রহে বলিলেন, "তুমিই তাহাদিগকে তোমার নৌকায় নদী পার করিয়া দিয়াছ ?—তুমি নিজেই নৌকা চালাইয়াছিলে ?"

মাঝি বলিল "হাঁ কর্ত্তা, আমি নিজেই নৌকা লইয়া গিয়াছিলাম। এই অন্ধকার রাত্রে তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিতে আমার তেমন ইচ্ছা ছিল না ; কিন্তু তাঁহারা আমাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, শেষে মোটা রকম বক্‌শিস্ দিতে রাজী হওয়ায় আমি আর আপত্তি করিলাম না। তাঁহারা বলিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি নদী পার হইতে না পারিলে তাঁহাদিগের বড়ই ক্ষতি হইবে। তাঁহাদিগকে পার করিয়া দিয়া বোধকরি অন্যায় করি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি পারাণী ও বক্‌শিস্ পাইয়াছ—তাহাদিগকে পার করিয়া দিয়াছ ; কাযটা তোমার অন্যায় হইয়াছে কি করিয়া বলি ? কিন্তু কথা কি জান? এই পুরুষ ও স্ত্রীলোকটা গুরুতর অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে পলাইয়াছে। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা আমার সঙ্গিনী এই যুবতীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল!—এক সপ্তাহ ইঁহাকে ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছিল।"

মাঝি বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তাহারা দুষ্কর্ম্ম করিয়া পলাইতেছে জানিলে কি তাহাদিগকে পার করিয়া দিই? হাজার টাকা বক্‌শিস্ দিলেও তাহাদের ছাড়িতাম না ; পুলিশ ডাকিয়া নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ধরাইয়া দিতাম। তাহারা আমাকে বলিয়াছিল, এসেক্স অঞ্চলে তাহাদের বাড়ী, শীঘ্র নদী পার হইতে না পারিলে তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হইবে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কথাটা মিথ্যা বলে নাই ; নদীর অপর পারে তাহাদিগকে কোথায় নামাইয়া দিয়াছিলে ?"

মাঝি বলিল, "প্রায় এক মাইল ভাটিতে। ডাগেনহাম ও রেন্‌হামের মাঝামাঝি যায়গায়।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি নিজের ইচ্ছায় তাহাদের সেখানে নামাইয়া দিয়াছিলে, না তাহারা তাহাদিগকে সেই স্থানে নামাইয়া দিতে তোমাকে আদেশ করিয়াছিল?"

মাঝি বলিল, "তাহারা সেইখানেই নামিতে চাহিয়াছিল কর্ত্তা! লোকটা নদীর দুই ধারের সকল স্থানই চেনে বোধ হইল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যেখানে তাহাদিগকে নামাইয়া দিয়াছিলে, সেই স্থান আমাদের দেখাইয়া দিতে পারিবে?"

মাঝি বলিল, "নিশ্চয়ই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, তুমি শীঘ্র আমাদিগকে সেই স্থানে পৌঁছাইয়া দাও। আমার কুকুর গন্ধের অনুসরণ করিয়া তাহাদের ধরিতে পারিবে।"

মাঝি বলিল, "তবে আর বিলম্ব করিবেন না, আপনারা আমার নৌকায় চলুন; আমি আলো লইয়া আসি।"

মিঃ ব্লেক সদলে নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলেন; তাড়াতাড়ি পার হইবার আশায় তিনি ও স্মিথ উভয়েই দাঁড় ধরিলেন, মাঝি নির্দ্দিষ্ট স্থল লক্ষ্য করিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে মাঝি নদীর অপর পারের একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া নৌকা ভিড়াইল।

মাঝি বলিল, "তাহারা যখন পার হইয়াছিল—তখন জোয়ার ছিল, এখন ভাটা পড়িয়াছে, ঠিক সেই স্থানে নৌকা ভিড়িবে না। আপনাদের এইখানেই নামিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই স্থানটি কতখানি তফাতে?"

মাঝি বলিল, "কুড়ি বাইশ গজ হইবে। দু'-মিনিটের মধ্যে আপনারা সেখানে যাইতে পারিবেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ, ভাল কথা, আমরা এইখানেই নামিব। মিস্ মিলি, জোয়ারের জল নামিয়া যাওয়ায় তীরে বড় কাদা হইয়াছে, তুমি এ কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারিবে না; আমি তোমাকে কোলে লইয়া এই কাদাটা পার করিয়া দিতেছি।"

মিলি বলিল, "না মহাশয়, আমাকে ততদূর অপদার্থ মনে করিবেন না, আমি হাঁটিয়া যাইতে পারিব।"

তাঁহারা সাবধানে পদবিক্ষেপ করিয়া, যতদূর সম্ভব কাদা না মাড়াইয়া তীরে উঠিলেন। টাইগার মাটী শুঁকিতে লাগিল, তাহার পর একটু দূরে গিয়া মুখ তুলিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে ভৌ-ভৌ শব্দ করিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল; মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—গন্ধটা সে ঠিক ধরিতে পারিয়াছে।

মাঝি সেখানে দাঁড়াইয়া কৌতূহলভরে টাইগারের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, সে বলিল, "কর্ত্তা, ঠিক এই যায়গায় স্ত্রীলোকটা বসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক মাঝিকে কিছু বকশিস দিয়া বিদায় করিলেন।

তাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বৃহৎ কারখানা দেখিতে পাইলেন। এই কারখানাটিও যুদ্ধের সময় নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু তখন তাহা ভগ্ন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পতিত ছিল। স্মিথ তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কারখানায় কি হইত, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহা যুদ্ধের সময় এরোপ্লেনের ষ্টেশনরূপে ব্যবহৃত হইত।"

স্মিথ বলিল, "এখন ত এখানে এরোপ্লেন নাই। দেখুন দেখুন, টাইগার পাশের পথ ছাড়িয়া ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে!"

মোটর ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দ শুনিয়া স্মিথ বলিল, "এ কি ব্যাপার, কর্ত্তা! এ ত এরোপ্লেনের ইঞ্জিনের শব্দ; কিন্তু আকাশের কোন দিকে এরোপ্লেনের চিহ্নও নাই! শব্দটা কোথা হইতে আসিতেছে?"

মিঃ ব্লেক কথা বলিবার পূর্ব্বেই ষ্টেশনের ভিতর হইতে একখানি অনতিবৃহৎ এরোপ্লেন হুস্-হুস্ শব্দে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাহা চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "শিকার বুঝি পলায়! শীঘ্র ভিতর চল।"

তাঁহারা দ্রুতপদে ষ্টেশনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না; টাইগার হাঁ করিয়া উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে এরোপ্লেনের দিকে চাহিয়া ভৌ ভৌ ভক্ শব্দে ডাকিতে লাগিল।

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। এরোপ্লেনখানি তখনও অধিক উর্দ্ধে উত্থিত হয় নাই; তাঁহারা তাহার দিকে চাহিয়া একটি পুরুষ ও একটি রমণীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ রিংউড ও মিস্ রিংউড ঐ দেখ বসিয়া আছে! উহারা আমাদিগকেও দেখিতে পাইয়াছে।"

মিস্ রিংউড নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়া জ্যোৎস্নালোকে মিলিকে দেখিতে পাইল, বোধ হয়

তাহাকে চিনিতেও পারিল! কারণ মুহূর্ত্ত পরেই এরোপ্লেনখানি সবেগে আরও উর্দ্ধে উঠিয়া পূর্ব্বমুখে সমুদ্রের দিকে চলিল।

স্মিথ বলিল, "কয়েক মিনিটের বিলম্বে শিকার হাতছাড়া হইল; কি আপশোষ! এরূপ হইবে জানিলে আমরা 'গ্রে প্যান্থারে' উড়িয়া এখানে আসিতাম, এবং আকাশপথে উহাদের অনুসরণ করিতাম।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "পাগল আর কি! গ্রে প্যান্থারে আসিলে কি টাইগার গন্ধের অনুসরণ করিয়া আমাদের এখানে আনিতে পারিত?—ইহারা যে এখানে আসিয়াছে—তাহা কিরূপে বুঝিতাম?—আমাদের এরোপ্লেন লণ্ডনে আছে, আর আমরা মোটরে চাপিয়া কোথায় আসিয়াছিলাম, ভাবিয়া দেখ! চল তাড়াতাড়ি নিকটস্থ কোন টেলিফোঁ আফিসে গিয়া পুলিশে সংবাদ পাঠাই।"

স্মিথ বলিল, "ষ্টেশনের ভিতরটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেও ক্ষতি নাই; যাহাদের সন্ধানে আসিয়াছিলাম—তাহাদের ত এখানে পাইব না, তবে আর তাড়াতাড়ি করিয়া লাভ কি? আগে ডেগেনহাম বা রেন্‌হামে গিয়া টেলিফোঁ করিলে বরং কিছু কায হইতেও পারে। শীঘ্র চল।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্ধকারে গুলীবর্ষণ

মিঃ ব্লেক রিংউড ও তাহার ভগিনীর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে বড়ই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন; এই ঘটনায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেও, ইহার অব্যবহিত পরেই আর একটি বিস্ময়াবহ ও অচিন্তপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া তাঁহাকে অভিভূত করিবে, তাহা তিনি তখন অনুমান করিতে পারেন নাই।

তাঁহারা এরোপ্লেনের ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া টেলিফোঁ-অফিসের সন্ধানে দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহারা কুড়ি পঁচিশগজ যাইতে যাইতেই 'গুড়ুম' করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল! মিঃ ব্লেক কর্ণমূলে হঠাৎ উত্তাপ অনুভব করিলেন; তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইলেন, একটা জ্বলন্ত গুলী তাঁহার কানের পাশ দিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া গেল! যেন দৈবানুগ্রহেই তাঁহার মাথাটা বাঁচিল!—গুলীটা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের কয়েকগজ সম্মুখে মাটিতে বিঁধিল।

স্মিথ থমকিয়া দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! কোনও শত্রু আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িয়াছে। বোধ হয় কেহ লুকাইয়া থাকিয়া আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রাইফেলের গুলী! রিভল্‌বারের গুলী এতদুর পর্য্যন্ত আসিত না; গুপ্ত শত্রু অনেক দূরেই আছে, কিন্তু কোথা হইতে গুলী করিয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।"

স্মিথ বলিল, "সম্ভবতঃ ষ্টেশনের ভিতর হইতে আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করিয়াছে; ফিরিয়া গিয়া ষ্টেশনটা পরীক্ষা করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ক্ষেপিয়াছ না কি? যদি কেহ সেখানে লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার গুলী করিবে। অনর্থক খুনজখম হইয়া ফল কি?"

তাঁহার কথা শেষ হইবামাত্র পুনর্ব্বার বন্দুকনির্ঘোষ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল।—স্মিথ তৎক্ষণাৎ 'বাপ রে!' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আহত হইয়াছ না কি?"—সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই স্থানেই শুইয়া পড়িলেন এবং স্মিথকেও তদ্রূপ করিতে বলিলেন।

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা, আহত হই নাই। গুলীটা মাথার উপর দিয়া গিয়াছে; আর এক ইঞ্চি নামিলেই গোয়েন্দাগিরি করা জন্মের মত শেষ হইত!"

স্মিথের টুপিটা তাহার মাথা হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, মিঃ ব্লেক হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "তোমার কথা মিথ্যা নহে, টুপিটা ছাঁদা করিয়া গুলী বাহির হইয়া গিয়াছে! চল আমরা বুকে ভর দিয়া সম্মুখের ঐ কুটীর পর্য্যন্ত যাই, উঠিয়া হাঁটিয়া যাইলে প্রাণরক্ষার আশা নাই। তৃতীয় গুলী নিষ্ফল না হইতেও পারে।"

স্মিথ হামা টানিতে টানিতে বলিল, "শত্রু বোধহয় একজন নহে; তাহারা আমাদিগকে সহজে ছাড়িবে না। এ অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আগে আমাদিগকে টেলিফোঁ আফিস খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

তাহার পর পুলিশ সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনটা খানাতল্লাস করিতে আসিব। ফিরিলেই মরিতে হইবে। মিলিকে রক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য।"

স্মিথ বলিল, "পুলিশ লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আততায়ীরা চম্পট দান করিবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সম্ভব বটে; কিন্তু অন্য উপায় কিছুই নাই। মিলিকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিবার পূর্ব্বে আমরা এরূপ সাংঘাতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে পারি না।"

বুকে হাঁটিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটি পথ দেখিতে পাইলেন; মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই পথ বোধ হয় নগরের দিকে গিয়াছে। এখন সম্ভবতঃ আমরা অনেকটা নিরাপদ। চল, উঠিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করি।"

কিছুদূরে পথের ধারে একটি বাড়ী ছিল; তাঁহারা উঠিয়া সেই বাড়ী লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে লাগিলেন। কয়েক মিনিট মধ্যেই তাঁহারা সেই বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া একটি লোক দেখিতে পাইলেন; মিঃ ব্লেক তাহাকে স্থানীয় থানার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে থানাটি নিকটেই ছিল। মিঃ ব্লেক সদলে থানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্স্পেক্টর তাঁহারই অন্যতম সুহৃদ মিঃ মেকিং।

ইন্স্পেক্টর মেকিং সেই অসময়ে সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ব্লেক! তুমি এখানে? আমি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছি না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাণ্ডটা স্বপ্নের মতই বটে! সে সকল কথা পরে বলিব। আপাততঃ তুমি কয়েকজন কনষ্টেবলকে আমার সঙ্গে খানাতল্লাসীতে যাইবার জন্য আদেশ কর, আর টেলিফোঁতে একটা খবর পাঠাও।"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, "আমি তোমাকে টেলিফোঁর ঘরে লইয়া যাইতেছি; টেলিফোঁতে যাহাকে যাহা জানাইতে হয় তুমিই জানাও, তাহাতে কাজ অনেক আগাইয়া যাইবে।"

ইন্স্পেক্টর মিঃ ব্লেককে টেলিফোঁর নিকট লইয়া যাইলে, মিঃ ব্লেক স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের টেলিফোঁতে ডিটেক্টিভ ইন্স্পেক্টর থেলকে ডাকিলেন। তিনি সাড়া দিলে মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে সকল কথা বলিয়া তাঁহাকে মার্কোনীর বে-তার টেলিগ্রাফের সাহায্যে লণ্ডনের পূর্ব্ব উপকূলে পূর্ব্বোক্ত এরোপ্লেন খানির গতি-বিধির সন্ধান লইতে অনুরোধ করিলেন।

মিঃ ব্লেক যখন টেলিফোঁযোগে ইন্স্পেক্টর থেলের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, সেই অবসরে ইন্স্পেক্টর মেকিং কয়েকজন কনষ্টেবলকে ডাকিয়া খানাতল্লাসীর জন্য সজ্জিত করিয়াছিলেন। কুড়িজন কনষ্টেবল সজ্জিত হইয়া মিঃ ব্লেকের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রত্যেকের হাতে এক একটা রিভলভার দাও, কি জানি, যদি শত্রুরা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে।"

ইন্স্পেক্টর মেকিং তখন প্রত্যেক কনষ্টেবলকে এক একটি রিভলবার ও কয়েকটি করিয়া টোটা দিলেন। মিলিকে থানায় বসাইয়া রাখিয়া মিঃ ব্লেক এরোপ্লেনের ষ্টেশন-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কনষ্টেবলদের জুতার মস্‌মস্ শব্দে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের এই বীরদর্পে কোন ফল হইল না, তাহারা এরোপ্লেনের ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া জনপ্রাণীকেও সেখানে দেখিতে পাইল না! যাহারা মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে গুলী করিয়াছিল—তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা সরিয়া পড়িয়াছে; পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম ফিরিয়া আসিয়া আর তাহাদের সন্ধান পাইব না! যাহা হউক, ষ্টেশনটার ভিতর খানাতল্লাসী করিয়া দেখাই আপাততঃ কর্ত্তব্য।"

ষ্টেশনের ভিতরে ও বাহিরে বালুকারাশির উপর কতকগুলি পদচিহ্ন লক্ষিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সাহায্যে আততায়ীদের অনুসরণ করা সম্ভব হইল না। মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একটি যুবক ও একটি যুবতী এই স্থান হইতে এরোপ্লেনে উড়িয়া গিয়াছে; তাহাদের সাহায্যের জন্য আরও অনেকে এখানে উপস্থিত ছিল। আমরা সেই যুবক যুবতীর পরিচয় জানিলেও, তাহাদের সঙ্গীদের পরিচয় জানি না; সুতরাং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার আশা নাই।"

ইন্স্পেক্টর মেকিং বলিলেন, "এখান হইতে এরোপ্লেন উড়াইবার সুযোগ থাকা বড়ই বিপজ্জনক মনে হইতেছে! যদি তাহাদের কোন লোক কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া এখানে ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে একটু চেষ্টা করিলেই বোধ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব। দুইজন কনষ্টেবলকে এখানে গোপন পাহারায় রাখিলে কিরূপ হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ যুক্তি মন্দ নয়; রাত্রে

দুই একবার পাহারা বদলের ব্যবস্থা করিলেই চলিবে। আমি আজ রাত্রেই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইব; এরোপ্লেন খানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় কি না জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক সদলে সেই রাত্রেই লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিয়া মিলিকে স্মিথসহ তাহার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন, তাহার পর তিনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন।

স্মিথ মিলিকে তাহার ডালষ্টনের বাসায় রাখিয়া বাড়ী আসিয়া দেখিল—মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়াছেন। তিনি স্মিথকে বলিলেন, "আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গিযাই সংবাদ পাইলাম, হারউইচের উপকূলে একখানি অপরিচিত এরোপ্লেন আকাশে উড়িতে দেখা গিয়াছে! তাহা উত্তর-পূর্ব্ব মুখে সমুদ্রের দিকে যাইতেছিল। ইহার পর যদি কোন সংবাদ আসে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।"

অল্পক্ষণ পরে টেলিফোঁতে সংবাদ আসিল, এরোপ্লেনখানি হল্যাণ্ডের দিকে গিয়াছে; বে-তার টেলিগ্রামে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে।

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—"হল্যাণ্ড-রাজধানী আমষ্টার্ডাম নগর হীরক-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। লর্ড লিন্‌ডেলের হীরক-নেকলেস্ বোধ হয় আমষ্টারডামে পৌঁছাইয়াছে।"

—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ষড়যন্ত্র

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া স্মিথ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কর্ত্তা, এ যে বড়ই তাজ্জবের কথা! লর্ড লিনডেলের হীরার নেকলেস্ হল্যাণ্ড-রাজধানী আমষ্টার্ডাম নগরে গিয়া পড়িল? এখন আপনি কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার এই অনুমান সত্য কি না পরীক্ষা করিতে হইবে; এখন ইহাই প্রথম কর্ত্তব্য।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি আপনি আমষ্টার্ডামে যাইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, তাহাই মনে করিতেছি।"

স্মিথ বিদেশ-যাত্রার আশায় উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "কি মজা! আমারা কি তবে গ্রে প্যান্থার হইয়া আকাশ-পথে উড়িয়া যাইব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, গগন-বিহারের সুযোগ হইবে না। আমরা আজ রাত্রেই হারউইচের 'বোট-ট্রেণ' ধরিব; তাহার পর জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া হল্যাণ্ডে যাইব।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু 'গ্রে প্যান্থারে' যাওয়ার অসুবিধা কি? তাহাতে আমরা শীঘ্র যাইতে পারিতাম, কষ্টও কম হইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা সত্য; কিন্তু এরোপ্লেন যাইবার প্রধান অসুবিধা এই যে, হল্যাণ্ডের গবর্মেণ্টের অনুমতি ভিন্ন বিদেশ হইতে এরোপ্লেন লইয়া সে দেশের কোন নগরে অবতরণ করা নিষিদ্ধ। ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের অনুমতি বড় সময় সাপেক্ষ, সে জন্য সুপারিশ-পত্র সংগ্রহ করিতে হইবে; বিশেষতঃ, সে দেশে গিয়া কোথায় নামিতে হইবে—তাহাও জানি না।"

স্মিথ তর্কে হারিতে চাহে না; সে বলিল, "একই দেশের দুইজন লোকের সম্বন্ধে কি দুই রকম ব্যবস্থা হইবে? মিঃ রিংউড এরোপ্লেনে গিয়া যদি হল্যাণ্ডে নামিতে পারে—তাহা হইলে আমরাই বা তাহা না পারিব কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার দলের লোক হল্যাণ্ডেও আছে ত; তাহারা বোধ হয় পূর্ব্বেই অনুমতি-পত্র সংগ্রহ করিয়াছে। যোগাড়যন্ত্র পূর্ব্ব হইতেই ঠিক হইয়া আছে; কিন্তু আমাদের অনুকূলে তদ্বির করিবার লোক একজনও হল্যাণ্ডে নাই।

স্মিথ বলিল, "আপনি এরোপ্লেন লইয়া হল্যাণ্ডে নামিবার পর যদি কর্ত্তৃপক্ষ এই অবৈধ কার্য্যের জন্য আপনাকে দায়ী করে, তাহা হইলে আপনি আত্ম-পরিচয় দিয়াও কি অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা পারি বটে, কিন্তু এই ব্যাপার লইয়া যে আন্দোলন-আলোচনা আরম্ভ হইবে, তাহা বন্ধ করিবার উপায় কি? আমি হল্যাণ্ডে গিয়াছি, এ কথা অনেকেই জানিয়া ফেলিবে; সংবাদটা হয় ত কাগজেও প্রকাশিত হইবে। ইহা আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল নহে। এমন কি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দৈনিক কাগজগুলিতে মোটা মোটা হরফে ছাপা হইবে, "সুবিখ্যাত বৃটিশ ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেকের বিমান-বিহার,—গগন-পথে হল্যাণ্ডে আগমন।" ইহাতে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। আমরা সেখানে গিয়াছি—এ সংবাদ

রিংউডের কর্ণগোচর হইলে আমার সেখানে যাওয়াই অনর্থক হইবে। আমরা ছদ্মবেশে সাধারণ পর্য্যটকের মত যাইব।"

মিঃ ব্লেক স্মিথের তর্কের পথ বন্ধ করিয়া তাহাকে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতে বলিলেন, তাহার পর জাহাজের টিকিট ও ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য বাহিরে চলিলেন। এরূপ অসময়ে তাহা সংগ্রহ করা অন্যের পক্ষে কষ্টকর, এমন কি, অসম্ভব হইলেও, মিঃ ব্লেক সহজেই তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন; এবং দুই ঘণ্টার মধ্যেই তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া হারউইচগামী ট্রেণে চাপিলেন। তাঁহারা প্রত্যূষে ট্রেণ হইতে নামিয়া রটারডাম্‌গামী জাহাজে আরোহণ করিলেন। তিনি রটারডাম হইয়া আমষ্টারডামে যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন।

পথে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটিল না। তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে হল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়া পরদিন সায়ংকালে রাজধানী আমষ্টার্ডামে উপস্থিত হইলেন, এবং জিডার জেক্ নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হল্যাণ্ডে আসিয়া মিঃ ব্লেক পূর্ব্বেও একাধিক বার এই হোটেলে বাস করিয়াছিলেন। হল্যাণ্ড-রাজধানী আমষ্টারডাম নগর তাঁহার সুপরিচিত। আমষ্টারডামের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন—বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু এ কথা যেন প্রকাশ না হয়। তিনি স্বয়ং হেনরী মেট্‌ল্যাণ্ড নাম গ্রহণ করিয়া স্মিথকে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী বলিয়া পরিচিত করিলেন; স্মিথের নাম হইল মিঃ টেলার। মিঃ ব্লেক টাইগারকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। তিনি স্মিথের হস্তে টাইগারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া কোন কোন গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের আশায় হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

তিনি হোটেলে প্রত্যাগমন করিলে স্মিথ তাঁহার প্রফুল্ল ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনার চোখমুখ দেখিয়া মনে হইতেছে সুসংবাদ আছে!—আপনি রিংউডকে দেখিতে পাইয়াছেন কি ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আজ দেখা পাই নাই বটে, কিন্তু আশা হইয়াছে কাল সকালেই তাহাকে দেখিতে পাইব।"

স্মিথ ব্যগ্রভাবে বলিল, "বটে? কোথায় তাহাকে দেখিতে পাইবেন শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভান সিমেল্ নামক একজন কলওয়ালার দড়ির কারখানায়। সে দড়িপ্রস্তুতের একটা কল আবিষ্কার করিয়াছে, সেই কলের 'পেটেণ্ট' ইংলণ্ডে বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি তাহাই বিক্রয়ের উপলক্ষ করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিব মনে করিতেছি।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু রিংউডের সহিত দড়ির কলের কি সম্বন্ধ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও তাহাই জানিতে চাই। আমি স্থানীয় কোন বন্ধুর নিকট জানিতে পারিয়াছি রিংউডের সহিত ভান সিমেলের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে; আরও জানিতে পারিয়াছি রিংউড এরোপ্লেনেই এই নগরে উপস্থিত হইয়াছে। সে কাল বেলা এগারটার সময় ভান সিমিলের সহিত দেখা করিতে তাহার কারখানায় উপস্থিত হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি সেই কারখানায় গিয়া রিংউডকে দেখিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সেইরূপই ইচ্ছা আছে। কাল বেলা সাড়ে দশটার সময় আমার সেখানে উপস্থিত হইবার কথা আছে। তাহার কারখানায় গিয়া রজ্জু-নির্ম্মাণের কৌশলাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে আমার একঘণ্টা সময় লাগিবে। সেই সুযোগে আমি রিংউডকে দেখিতে পারিব।"

স্মিথ বলিল, "মিলিকে অবৈধরূপে কয়েদ করিয়া রাখিবার অভিযোগে আপনি কি সেই স্থানেই তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমার সে সঙ্কল্প নাই। আমার বিশ্বাস, রিংউড লর্ড লিন্‌ডেলের হীরক-নেকলেস্ বিক্রয় করিবার মতলবেই আমষ্টারডামে আসিয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে সেই নেক্‌লেসের সন্ধান পাওয়া আবশ্যক, কারণ নেক্‌লেসখানি উদ্ধার করাই প্রধান কায। নেকলেসের সন্ধান পাইবার পর তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে না। সে কারখানায় আসিলে আমি তাহার উপর দৃষ্টি রাখিব; তাহার পর সে যেখানেই যাউক, তাহার অনুসরণ করা কঠিন হইবে না। আশা করি, দুই একদিনের চেষ্টায় নেক্‌লেস্ খানির সন্ধান পাইব।"

স্মিথ বলিল, "যদি সে নেকলেস্‌খানি সঙ্গে আনিয়া থাকে—তাহা হইলেই ত আপনার চেষ্টা সফল হইবে, নতুবা অনর্থক ঘুরিয়া বেড়ানই সার। আর আপনি কিরূপে চোরা নেক্‌লেসের সন্ধান পাইবেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নেক্‌লেস্ তাহার সঙ্গে না

থাকিলে সে আমষ্টারডামে আসিত না। নেক্লেস্ কোথায় আছে—তাহা জানিবার জন্য ওলন্দাজ ডিটেক্টিভ বুর্দ্দের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুর্দ্দের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। সে সুদক্ষ গোয়েন্দা, তাহার সাহায্যে আমি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইব সন্দেহ নাই। তাহার নিকট হইতে একখানি পরিচয়পত্র লইয়াই আমি ভান সিমেলের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

স্মিথ বলিল, "বুর্দ্দের সহিত ভান সিমেলের বন্ধুত্ব আছে না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সে গরজের বন্ধুত্ব! প্রকৃত পক্ষে ভান সিমেলের প্রতি অনেক দিন হইতেই তাহার দৃষ্টি আছে। সে ভান সিমেলকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া থাকে। ভান সিমেল যে সময় যোহানাসবার্গে বাস করিত, সেই সময় হইতেই তাহাদের আলাপ। বুর্দ্দের বিশ্বাস, ভান সিমেল চোরামালের ব্যবসায়েই ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; এবং এখন সে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিলেও এমন লাভের ব্যবসায়ের মায়া কাটাইতে পারে নাই! এই জন্যই বুর্দ্দ তাহার ও তাহার কাষ কর্ম্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে এবং আমাকে সাহায্য করিতেও সম্মত হইয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "দড়ির ব্যবসায় সম্বন্ধে আপনার বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই, অথচ আপনি তাহার 'পেটেন্টে'র ক্রেতা সাজিয়া যাইবেন! সে আপনার সঙ্গে দুই চারিটি কথা কহিয়াই বুঝিতে পারিবে রজ্জু-ব্যবসায়ে আপনি আনাড়ীমাত্র,—তখন সে যদি আপনাকে সন্দেহ করিয়া বসে—তাহা হইলে আপনি বিপদে পড়িতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই এ বিদ্যায় আমি পণ্ডিত হইয়া উঠিব! পাণ্ডিত্যলাভের উপকরণ আমার সঙ্গেই আছে।"—তিনি পকেট হইতে একখানি পুস্তক বাহির করিয়া স্মিথকে দেখাইলেন। পুস্তকখানি রজ্জুব্যবসায় সংক্রান্ত নানা তথ্যে পূর্ণ।

স্মিথ পুস্তকখানি খুলিয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিল, এবং তাঁহাকে ফেরত দিয়া বলিল, "পুস্তকখানি যে ওলন্দাজী ভাষায় রচিত, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ওলন্দাজী ভাষা না শিখিয়াই কি ওলন্দাজের দেশে গোয়েন্দাগিরি করিতে আসিয়াছি? বহু ভাষায় অভিজ্ঞ না হইলে বিভিন্ন দেশে গোয়েন্দাগিরি করা চলে না, তাহা কি তুমি জান না? কাল সকালের ব্যবসায়সংক্রান্ত কোন প্রশ্নে কেহই আমাকে ঠকাইতে পারিবে না।—তবে আজ আমাকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া এ জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক স্মিথকে শয়ন করিতে বলিয়া অধ্যয়নে রত হইলেন। দায়ে পড়িয়া এই ভাবে তাঁহাকে নানা বিষয় শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। আমরা যাহাকে 'জুতাশিলাই হইতে চণ্ডীপাঠ' বলি, তাহার কিছুই তাঁহার অনায়ত্ত ছিল না।

পরদিন প্রভাতে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া মিঃ ব্লেক ভান্ সিমেলের কারখানা দেখিতে চলিলেন; তিনি নির্দ্দিষ্ট সময়েই সেই কারখানায় উপস্থিত হইলেন।

কারখানার এক প্রান্তে ভান্ সিমেলের আফিস; অসংখ্য কেরাণী আফিসে বসিয়া কাযকর্ম্ম করিতেছিল। মিঃ ব্লেক আফিসঘরে প্রবেশ করিয়া একজন কেরাণীকে বুর্দ্দপ্রদত্ত পরিচয়-পত্রখানি প্রদান করিলেন।

কেরাণীটি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার স্বদেশীয় ভাষায় বলিল, "ওঃ, আপনই মিঃ মেট্ল্যাণ্ড? মিঃ ভান্ সিমেল তাঁহার কামরায় আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু বোধ হয় ইতিমধ্যে অন্য কেহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছে; আপনি দয়া করিয়া এই চেয়ারে একটু বসুন, আমি তাঁহাকে আপনার কথা বলিয়া আসি।"

মিঃ ব্লেককে বসাইয়া রাখিয়া ওলন্দাজ কেরাণীটি হলঘরের ভিতর দিয়া অন্যপ্রান্তে অবস্থিত একটি কক্ষে প্রবেশ করিল।

ভান সিমেল তখন তাহার খাসকামরায় বসিয়া একজন লোকের সহিত কি পরামর্শ করিতেছিল! এই লোকটিকে দেখিলে তাহার চিরপরিচিত কোন বন্ধুও বলিতে পারিত না, সে মিঃ রিংউড! সে এমন নিখুঁত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল যে, তাহার আসল চেহারার কোন সাদৃশ্যই তাহার দেহে বর্ত্তমান ছিল না! মিঃ ব্লেক সেই আফিসে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রিংউড ভান সিমেলের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়াছিল।

কেরাণীটি সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহাদের গল্প বন্ধ হইল; ভান সিমেল বিরক্তি-ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কেরাণীটার মুখের দিকে চাহিতেই, সে তাহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মিঃ মেট্ল্যাণ্ড নামক যে ভদ্রলোকটির আসিবার

কথা ছিল, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনিই এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বলিলেন।"

ভান সিমেল পত্রখানি লইয়া পাঠ করিল, তাহার পর তাহা ছদ্মবেশী রিংউডের হস্তে প্রদান করিলে সে-ও তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিল।

ভান সিমেল কেরাণীটিকে বলিল, "ভদ্রলোকটীকে দুই এক মিনিট অপেক্ষা করিতে বল; আমি ঘণ্টা দিলেই তুমি তাহাকে এখানে রাখিয়া যাইবে।"

কেরাণী তাহাকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিল। সে প্রস্থান করিবামাত্র জেম্‌স রিংউডের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিল; তাহার উজ্জ্বল নেত্রে ক্রোধ, বিরক্তি ও সন্দেহ পুঞ্জীভূত হইল। সে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ভান সিমেলের মুখের দিকে চাহিল।

ভান সিমেল তাহার কঠোর দৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া, হাসিয়া বলিল, "তোমার কথা সত্য কি না, এখনই তাহার পরীক্ষা হইবে। তোমার সন্দেহ আগন্তুক ছদ্মবেশী বৃটিশ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক!—তোমার এরূপ অদ্ভুত সন্দেহের কারণ কি বল ত।"

জেম্‌স রিংউড বলিল, "এই মেট্‌ল্যাণ্ড নামধারী লোকটা যে হোটেলে আড্ডা লইয়াছে, সেই হোটেলেই আমার একটি বন্ধু বাস করিতেছেন; তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, মেট্‌ল্যাণ্ড নামে আত্মপরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি হোটেলে বাসা লইয়াছে, তাহার সঙ্গে একটি ছোকরা আর একটা পোষা ব্লড-হাউণ্ড আছে!—রবার্ট ব্লেকেরও একটা পোষা ব্লড-হাউণ্ড আছে; এইজন্যই আমার সন্দেহ মেট্‌ল্যাণ্ড ছদ্মবেশী ব্লেক ভিন্ন অন্য কেহ নহে।"

ভান সিমেল হো হো করিয়া হাসিয়া—হাসির চোটে চোখদুটি অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া বলিল, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেবল রবার্ট ব্লেকেরই পোষা ব্লড-হাউণ্ড আছে, কস্মিন কালেও আর কাহারও ব্লড-হাউণ্ড পুষিবার সখ হয় না, এই ত তোমার যুক্তি?—হা, হা, হো, হো, হি, হি।"—হাসি আর থামে না!

জেম্‌স রিংউড গম্ভীর হইয়া বলিল, "হাসি রাখ। উহার সঙ্গে কেবল ব্লড-হাউণ্ড আছে বলিয়াই যে উহাকে ব্লেক বলিয়া সন্দেহ করিতেছি, এরূপ নহে; লোকটা ইংরাজ, ইংলণ্ড হইতে কুকুর লেজে বাঁধিয়া এই মুলুকে আসিয়াছে, অথচ উহাদিগকে 'কোয়ারেনটাইনে' আবদ্ধ থাকিতে হয় নাই। রবার্ট ব্লেক ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। তাহার অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তিই ইহার কারণ। বিশেষতঃ, কোন সাধারণ ইংরাজ কেবল সখের খাতিরে ইংলণ্ড হইতে এতটাকা ভাড়া দিয়া কুকুর লইয়া এদেশে আসিত না।"

ভান সিমেল হাসিয়া বলিল, "হাঁ, তোমার এ যুক্তি অব্যর্থ বটে! কিন্তু গোয়েন্দাটা যে তোমার সন্ধানেই এখানে আসিয়াছে, এরূপ সন্দেহের কারণ কি?"

রিংউড বলিল, "সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। ইংলণ্ডের এসেক্স নামক স্থান হইতে আমি যখন এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিই, তাহার ঠিক পরেই সে তাড়াতাড়ি এরোপ্লেনের ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল; এরোপ্লেন ছাড়িতে আমার দুই এক মিনিট বিলম্ব হইলেই আমি সেই স্থানে ধরা পড়িতাম সন্দেহ নাই। আমি এরোপ্লেন হইতে নীচে চাহিয়া জ্যোৎস্নালোকে দুই জন সঙ্গী ও কুকুর সহ তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

রিংউডের কথা শুনিয়া ভান সিমেলের মুখ হঠাৎ গম্ভীর ও অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বটে? কিন্তু তুমি সেখান হইতে আমষ্টার্ডামে আসিয়াছ, ইহা সে কিরূপে বুঝিল? আর এত শীঘ্রই বা সে এখানে কিরূপে আসিল? ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইতেছে।"

রিংউড বলিল, "রবার্ট ব্লেক যে কি 'চিজ' তা জান না বলিয়াই একথা বলিতেছ। তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা, তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে! সে অসাধারণ ধূর্ত্ত; যে সকল জোগাড়-যন্ত্র করিতে অন্যের দশ দিন লাগে, সে একদিনের চেষ্টায় তাহা শেষ করিতে পারে। আমি আমার বন্ধু বান্ধবের নিকট তাহার শক্তি-সামর্থ্যের যে সকল গল্প শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি লোকটা দৈবশক্তি সম্পন্ন!"

ভান সিমেল বলিল, "মেট্‌ল্যাণ্ড যদি সত্যই রবার্ট ব্লেক হয়, তাহা হইলে তুমি কি করিবে মনে করিতেছ?"

রিংউড সতেজে বলিল "তাহার মুণ্ডপাত করিব; তাহার গোয়েন্দাগিরি করা জন্মের মত ঘুচাইয়া দিব।"—এই কথা বলিবার সময় তাহার চক্ষে যেন নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল! তাহার কথা শুনিয়া ভান সিমেলের বুক কাঁপিয়া উঠিল; সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কাযটা বড় সহজ নহে।"

রিংউড বলিল, "তা জানি; কিন্তু ইহা ভিন্ন নিস্তার লাভের আর কোন উপায় নাই। সাংঘাতিক রোগে অতি উৎকট ঔষধেরই ব্যবস্থা করিতে হয়। এই শয়তান জীবিত থাকিতে আমি পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে গিয়াও নিরাপদ হইতে পারিব না! তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে না পারিলে, আমি যেখানেই যাইব, সে ছায়ার ন্যায় আমার অনুসরণ করিবে! না, তাহাকে সে অবসর দেওয়া হইবে না। আজ এইখানেই তাহাকে হত্যা করিব; কোন কারণে এ সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না।"

ভান সিমেল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, এখানে—আমার আফিসের মধ্যে তাহাকে হত্যা করা হইতেই পারে না।"

রিংউড বলিল, "তা না হয়, কাল তুমি আমাকে যে স্থান দেখাইয়াছিলে সেইস্থানে এই কার্য্য অনায়াসেই হইতে পারে। কলঘরের উপরে যে 'গেলারী' আছে, তাহার এক পাশের 'রেলিং' ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; তুমি তাহাকে কোন কৌশলে সেই স্থানে লইয়া যাইবে। তাহার পর আমি"—অবশিষ্ট কথা সে ভান সিমেলের কাণে কাণে বলিল।

ভান সিমেল বলিল, "দৈবদুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে, সকলের এইরূপ ধারণা জন্মাইতে চাও?"

রিংউড বলিল, "তাহার মৃত্যুটা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। দুর্ঘটনায় যে মরিবে, তাহার মৃত্যুর জন্য অন্যে দায়ী হইবে কেন?"

ভান সিমেল বলিল, "কিন্তু এই লোকটাই যে রবার্ট ব্লেক, অগ্রে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক; তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কেহ যেন ভ্রমক্রমে নিহত না হয়।"

রিংউড বলিল, "নিশ্চয়ই; অন্য লোককে খুন করিয়া লাভ কি? সে এই কক্ষে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে, আমি লুকাইয়া থাকিয়া তাহাকে দেখিতে চাই। কোথায় লুকাইব বল ত।"

ভান সিমেল বলিল, "যে আলমারিতে তোমার ছদ্মবেশের উপকরণগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছ, তাহার পশ্চাতে গিয়া লুকাইলেই তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সে যাহাতে ঐ দিকে মুখ ফিরাইয়া বসে, আমি তাহার ব্যবস্থা করিব, তুমি অদৃশ্য থাকিয়া তাহার মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। আমাদের কাথাবার্ত্তা শেষ হইলে কি করিতে হইবে বল।"

রিংউড বলিল, "তাহাকে সঙ্গে লইয়া কল ঘরে প্রবেশ করিবে। প্রথমে তাহাকে কলগুলি দেখাইবে, তাহার পর কোন ছলে সেই গেলারীর উপর লইয়া যাইবে; সে যেন ঘুরিতে ঘুরিতে গেলারীর ভাঙ্গা রেলিংএর কাছে গিয়া দাঁড়ায়, তাহার ব্যবস্থা করা চাই।"

ভান সিমেল বলিল, "তুমি তখন কোথায় থাকিবে?"

রিংউড বলিল, "অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইবে। যদি লোকটা রবার্ট ব্লেক না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চেষ্ট থাকিব; কোন দুর্ঘটনাই ঘটিবে না; কিন্তু রবার্ট ব্লেক ছদ্মবেশে আসিয়া থাকিলে স্বয়ং পরমেশ্বরও আজ তাহার প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবেন না, আমার এ কথায় তুমি নির্ভর করিতে পার।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নচ দৈবাৎ পরং বলম্!

মিঃ ব্লেক ভান সিমেলের খাসকামরায় প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত বৈষয়িক প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি এরূপ দক্ষতার সহিত তাঁহার বক্তব্য বিষয়ের আলোচনা করিলেন যে, ভান সিমেল তাঁহার কোন কথাতেই তাঁহাকে অব্যবসায়ী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না! তাহার ধারণা হইল—জেম্স রিংউড ভ্রমক্রমেই তাঁহাকে রবার্ট ব্লেক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছে। পাছে তাহার কারখানায় নরহত্যা হয় ভাবিয়া সে অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা অনুভব করিতেছিল; আগন্তুক ছদ্মবেশী ব্লেক নহেন, ইহা বুঝিয়া তাহার মনের ভার লঘু হইল। সে যতই পাপিষ্ঠ হউক, বন্ধুকে নিরাপদ করিবার জন্য নরশোণিতে হস্ত কলুষিত করিতে তাহার আগ্রহ ছিল না; কিন্তু রিংউডের পৈশাচিক কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেও তাহার সাহস হয় নাই।

প্রায় পনর মিনিট পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ছদ্মবেশী ব্লককে বলিল, "মিঃ মেট্ল্যাণ্ড! কোন্ কলে কি কায হইতেছে তাহা দেখিবার জন্য আপনার আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক।"

মিঃ ব্লেক মনে করিলেন রিংউড তখন পর্য্যন্ত ভান সিমেলের সহিত দেখা করিতে আসে নাই;

তাহার প্রতীক্ষায় সেখানে থাকিবার একটা উপলক্ষ পাইয়া তিনি সুখী হইলেন, "বলিলেন, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখিব!—চলুন।"

মিঃ ব্লেক ভান সিমেলের সহিত আফিস হইতে বাহির হইয়া প্রকাণ্ড কারখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন কলের কার্য্য-প্রণালী দেখিতে লাগিলেন। কলের ঘর-ঘর শব্দে তাঁহাদের কথাবার্ত্তার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ভান সিমেলের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলেন, "কোন্ শক্তিতে এই সকল বিভিন্ন কল একসঙ্গে সমান বেগে চলিতেছে?"

ভান সিমেল বলিল, "বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে। আপনি আমার সঙ্গে কলঘরের উপরে চলুন, কল চালাইবার কৌশল দেখিতে পাইবেন।"

মিঃ ব্লেক তাহার সহিত চক্রাকার লৌহসোপান দ্বারা কলঘরের ঊর্দ্ধস্থ মঞ্চে আরোহণ করিলেন। ইহাই পূর্ব্বোক্ত গেলারী! এই গেলারীর এক পাশে কল-ঘরের মেঝে হইতে ছাদ পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত ক্যাম্বিসের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থান সংরক্ষিত হইয়াছিল; এই সকল থান দিয়া দড়ির সাহায্যে জাহাজের পাল প্রস্তুত হইত। ভান সিমেলের দড়ির কারখানায় পাল নির্ম্মাণের কাযও চলিত। কল ঘরের পাশে স্তূপাকার ক্যাম্বিস থাকায় জানালাগুলি বদ্ধ হইয়া ছিল; ঘরে আলোক প্রবেশের জন্য ছাদের উপর কয়েকটি শার্শি দেওয়া গবাক্ষ ছিল।

গেলারির ধারে কাঠের রেলিং ছিল; ভান সিমেল সেই রেলিংএর নিকট অগ্রসর হইয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "আপনি এই রেলিংএর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনের কায স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। এখান হইতে প্রায় ত্রিশ ফিট নীচে ইঞ্জিন চলিতেছে।

মিঃ ব্লেক রেলিংএর নিকট সরিয়া গিয়া তার দিয়া ঘেরা ঘূর্ণ্যমান চক্রপরিবেষ্টিত বিদ্যুৎ-শক্তি পরিচালিত প্রকাণ্ড ইঞ্জিন দেখিতে পাইলেন। তাহার দিকে চাহিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল! তিনি বিহ্বল চিত্তে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার পাশেই রেলিংএর কিয়দংশ ভাঙ্গা; তিনি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইস্থানের রেলিংটাও জীর্ণ, এবং বুড়ামানুষের দাঁতের মত শিথিলমূল। মুহূর্ত্ত পরে তাঁহার বোধ হইল কে তাঁহার পিঠে ধাক্কা দিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভগ্নপ্রায় জীর্ণ রেলিং ভাঙ্গিয়া সবেগে নীচে পড়িলেন। তিনি মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলেন, কলের ভিতর পড়িয়া তিনি তৎক্ষণাৎ নিষ্পেষিত হইবেন, তাঁহার দেহের সমুদয় অস্থি চূর্ণ হইবে। শোচনীয় মৃত্যু সুনিশ্চিত! কলের শাণিত দাঁতগুলি যেন শুভ্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া তাঁহার অস্থি মাংস চর্ব্বণের জন্য ঘস্-ঘস্ শব্দে তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিল "আয় আয়!"

কিন্তু জীবনের সেই ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও মিঃ ব্লেকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অভাব হইল না; তিনি পড়িতে পড়িতেই সবেগে হস্তপদ সঞ্চালিত করিয়া এক পাশে ঝোঁক দিলেন। সেই ঝোঁকে তিনি কলের ঘূর্ণ্যমান চক্রের উপর না পড়িয়া তাহার পার্শ্বস্থ জালের এক প্রান্তে নিপতিত হইলেন, এবং জালের উপর হইতে গড়াইয়া কলের চাকার উপর পড়িবার পূর্ব্বেই একটি লৌহদণ্ড জড়াইয়া ধরিলেন। লোহার জাল ও লৌহদণ্ড এতই উত্তপ্ত হইয়াছিল—যেন মুহূর্ত্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া গেল! সেই কক্ষের মেঝে প্রায় কুড়ি ফিট নীচে ছিল, কলের ভিতর পড়িয়া নিষ্পেষিত ও চূর্ণ হওয়া অপেক্ষা মেঝের উপর লাফাইয়া পড়িয়া খোঁড়া হওয়াও বাঞ্ছনীয় মনে করিয়া, দেওয়ালের পাশে যে সঙ্কীর্ণ স্থান ছিল, মিঃ ব্লেক জালের উপর হইতে সেই স্থানে লম্ফ প্রদান করিলেন!

কলে যে সকল কুলি কায করিতেছিল, তাহারা ভীতিব্যাকুল নেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় চিত্তে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিল; এই আকস্মিক দুর্ঘটনা দর্শনে তাহারা এতই স্তম্ভিত হইয়াছিল যে, তাহাদের মুখ হইতে একটি শব্দও নিঃসারিত হয় নাই! তাঁহাকে নীচে লাফাইয়া পড়িতে দেখিয়া আট দশ জন কুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে ভান সিমেল তাড়াতাড়ি গেলারী হইতে নামিয়া আসিয়া স্খলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "সব শেষ! বেচারা কি মারা গেল?"

একজন কুলি মাথা তুলিয়া বলিল, "না, বোধ হয় বাঁচিয়া আছে; কিন্তু অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে! —ধুক-ধুক করিতেছে।"

প্রকৃতপক্ষে মিঃ ব্লেক তেমন গুরুতর আহত হন নাই। তিনি দুর্ব্বল বা ভীরু প্রকৃতির ক্ষীণজীবী লোক হইলে অবসাদেই তাঁহার হৃৎযন্ত্রের গতিরোধ হইত; কিন্তু তাঁহার দেহে অপরিমিত বল, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য ও অটুট জীবনী-শক্তি ছিল; মৃত্যুর সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামে তিনি জয়লাভ করিলেন। তিনি এরূপ কৌশলে লাফ দিয়াছিলেন যে, পায়ে অল্পই

আঘাত পাইলেন। দৈবের সহিত পুরুষকারের সহায়তায় তিনি সুনিশ্চিত মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিলেন।

পতনের দুই তিন মিনিট পরেই মিঃ ব্লেক চক্ষু উন্মীলিত করিয়া সম্মুখেই ভান সিমেলকে দেখিতে পাইলেন; তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রেলিং ভাঙ্গিয়া পড়িলাম কি রূপে বলিতে পারেন?"

ভান সিমেল অজ্ঞতার ভান কবিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, আপনি কিরূপে পড়িলেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আর আপনাকে পড়িতে দেখিলেও কারণটা বুঝিতে পারিতাম; কিন্তু আপনি যে সময় পড়েন সেই সময় আমার দৃষ্টি অন্য দিকে ছিল। রেলিং ভাঙ্গিবার শব্দ শুনিবামাত্র আমি ফিরিয়া দেখি—আপনি পড়িয়া গিয়াছেন! উঃ কি বাচনটাই বাঁচিযাছেন এ আপনার পুনর্জ্জন্ম বলিতে হইবে! আপনি রেলিং ভাঙ্গিয়া কিরূপে পড়িলেন তাহা বুঝিতে পারেন নাই?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি যখন রেলিংএ ভর দিয়া নীচের দিকে চাহিয়া ইঞ্জিন-পরিচালন কৌশল দেখিতেছিলাম, সেই সময় চাকাগুলি প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতে দেখিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দ শুনিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আমার নীচে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না; আমার মনে হইল সেই মুহূর্ত্তে কে যেন আমাব পিঠে ধাক্কা মারিয়া আমাকে ফেলিয়া দিল!"

ভান সিমেল মহা বিস্ময়ে দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "কেহ আপনার পিঠে ধাক্কা মারিয়া আপনাকে নীচে ফেলিয়া দিল? অসম্ভব! এ অতি অসম্ভব কথা। যদি ভূতে আপনাকে ধাক্কা দিয়া থাকে ত বলিতে পারি না, কিন্তু মানুষে ধাক্কা দেয় নাই; কারণ সেখানে আপনি ও আমি ভিন্ন অন্য লোক কেহই ছিল না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভূতে কি মানুষে—তা বলিতে পারি না, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই; তবে আমার যেরূপ ধারণা হইয়াছিল, তাহাই আপনাকে বলিলাম।"

ভান সিমেল অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ভূতেও নয় মানুষেও নয়, আপনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন! ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেওয়া অসম্ভব; ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যাক, আপনি যে বাঁচিয়াছেন ইহাই পরম সৌভাগ্য। আপনি এখন কিছুকাল ইঞ্জিনিয়ারের বিশ্রাম-কক্ষে শয়ন করিয়া সুস্থ হউন, আমি আমার মোটরে আপনাকে আপনার হোটেলে রাখিয়া আসিব। কাযের কথা পরে হইবে।"

মিঃ ব্লেক আর সেখানে বিশ্রাম না করিয়া ভান সিমেলের মোটরে তাঁহার হোটেলে প্রত্যাগমন করিলেন। হোটেলে আসিয়া তিনি একখানি সোফায় শয়ন করিলেন, এবং এই দুর্ঘটনার কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভান সিমেলের কথাব প্রতিবাদ না করিলেও তাঁহার পতন সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহা তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন, কেহ ধাক্কা না দিলে রেলিং ভাঙ্গিয়া তাঁহার নীচে পড়িবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।

তিনি স্মিথকে তাঁহার বিপদের কথা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া স্মিথ বলিল, "ভান সিমেলের অজ্ঞাতসারে কেহ আপনাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য নহে। যদি সত্যই কেহ আমাকে ধাক্কা দিয়া থাকে —তাহা হইলে ভান সিমেল নিশ্চয়ই তাহা জানে, কিন্তু সে আমার নিকট অজ্ঞতার ভান করিয়াছে; সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের চেষ্টায় তাহার সম্মতি ছিল বলিয়াই সন্দেহ হয়! কেহ আমার পিঠে ধাক্কা না দিলে আমি নিশ্চয়ই পড়িতাম না।"

স্মিথ বলিল, "ভান সিমেলকে আপনার সন্দেহ হয় না?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না; সে আমার পাঁচ ছয় হাত তফাতে দাঁড়াইয়াছিল। রেলিংটার এক পাশে স্তূপাকার পালের কাপড় ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু হইয়া পড়িয়া ছিল। আমার বিশ্বাস, কোন লোক সেই স্তূপের আড়ালে লুকাইয়া ছিল, হঠাৎ বাহির হইয়া আমাকে ধাক্কা দিয়াছিল। কাঠের রেলিংটা কি অবস্থায় ছিল তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, যদি উহা নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া জোড়া দিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে; ভান সিমেল দুরভিসন্ধিতেই আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া দাঁড় করাইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "তবে কি এই দুর্ঘটনা কোন ষড়যন্ত্রের ফল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহাই মনে হইতেছে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনাকে ধাক্কা দিয়া

ফেলিয়া হত্যা করিবার চেষ্টায় ভান সিমেলের কি স্বার্থ আছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার কোন স্বার্থ আছে কি না বলা কঠিন, তবে রিংউডের স্বার্থ আছে বটে ; আমার বিশ্বাস সে-ই আমাকে ধাক্কা দিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু তাহার সেখানে যাইবার পূর্ব্বেই ত আপনার সেখানে পৌঁছিবার কথা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা ছিল বটে কিন্তু আমি ভান সিমেলের খাস কামরায় যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ সে সেখানে যায় নাই ; তাহার পরেও সে যায় নাই। এই জন্যই আমার বিশ্বাস, সে পূর্ব্বেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে হত্যা করিবার পরামর্শ স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, পরে কারখানায় গিয়া গোপনে আমার অনুসরণ করিয়াছিল। আমি ভান সিমেলের আফিসে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম সে তখন আর একজন লোকের সহিত আলাপ করিতেছিল। সেই লোকটাই রিংউড !"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনি এখানে আসিয়াছেন রিংউড তাহা কিরূপে জানিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারও গোয়েন্দার অভাব নাই ; তুমি ও টাইগার আমার সঙ্গে থাকিলে ছদ্মবেশেও আমাকে সন্দেহ করা তেমন কঠিন নহে।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আপনার অনুমান সত্য হইলেও এমন কি গুরুতর কারণ আছে যে, রিংউড আপনাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ; হয় ত রিংউড ও তাহার ভগিনী এরূপ কোন ভীষণ অপরাধ করিয়াছে—যাহা প্রকাশ হইলে তাহাদের কঠোর দণ্ড হইতে পারে। আমার চেষ্টায় তাহাদের অপরাধ প্রকাশ হইয়া পড়িতে পারে ভাবিয়াই রিংউড আমাকে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মিস্ মিলিকে অবৈধ ভাবে কয়েদ করিয়া রাখা অপেক্ষা অনেক অধিক গুরুতর অপরাধে তাহারা অপরাধী বলিয়াই আমার সন্দেহ হইতেছে।"

স্মিথ বলিল, "এখন আপনি কি করিবেন, কর্ত্তা ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই আমরা এই হোটেল ত্যাগ করিব ; আমরা আজ রাত্রের ট্রেণেই ইংলণ্ডে চলিয়া গিয়াছি, তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আমরা রেলষ্টেশনে গিয়া ট্রেণে উঠিব ; তাহার পর নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রটারডাম ষ্টেশনে নামিয়া পড়িব। পরে অন্য ট্রেণে এখানে ফিরিয়া আসিয়া হাইব্রীজের নিকট আর একটা হোটেলে বাসা লইব।

স্মিথ বলিল, "হাইব্রীজের নিকট বাসা লইয়া কি ফল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইহাই আমষ্টার্ডামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থল। এই পথের উপর দৃষ্টি রাখিলে কোন না কোন দিন রিংউডকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। আমষ্টার্ডামে আসিয়া সকলেই হাইব্রীজে বেড়াইতে যায়।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু সেখানে তাহার সাক্ষাতের জন্য কতদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, ইহা অনুমান করা অসম্ভব। তাহা অপেক্ষা ভান সিমেলের উপর নজর রাখিলেই কি আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে না ? সে কোন না কোন সময় নিশ্চয়ই রিংউডের সহিত দেখা করিতে যাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছি ; আজ যে ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহার পর ভান সিমেলের সহিত রিংউডের শীঘ্র দেখা-সাক্ষাৎ হইবে এরূপ বোধ হয় না। তাহাদের ভাই-ভগিনীর মধ্যে একজনের সন্ধান পাইলেই আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তুমি তাড়াতাড়ি জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া লও ; আমি হোটেলওয়ালাকে বলিয়া আসি—আজ রাত্রেই আমরা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিব।"

নবম পরিচ্ছেদ

হাইব্রীজে পাহারার ফল

মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগার সহ রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ট্রেণে চাপিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা রটারডাম নগরে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছদ্মবেশে পরদিন সায়ংকালে আমষ্টার্ডাম নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া তাঁহারা একখানি গাড়ী ভাড়া করিলেন, এবং হাইব্রীজের সন্নিহিত একটি অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। এই অট্টালিকায় একজন ইংরাজ ভাড়াটে বাস করিত, তাহার নাম মার্টিন। এই লোকটির সহিত মিঃ ব্লেকের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল ; তিনি

জানিতেন মার্টিন খাঁটি লোক, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র।

এই অট্টালিকাটি আমষ্টেন নামক নদীর অদূরে একখণ্ড উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মিত। অট্টালিকার পার্শ্বে হাইব্রীজটি অবস্থিত। অট্টালিকাটি ক্ষুদ্র হইলেও দোতালা। মিঃ ব্লেক একতালায় রাস্তার সম্মুখস্থ কুঠুরীটি ভাড়া লইলেন; তাহাতে রাস্তার দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি বৃহৎ বাতায়ন ছিল; সেই বাতায়ন হইতে পথের দুই দিকে বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যাইত।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "এই জানালায় বসিয়া তোমাকে পথিকদের উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কাযটি বড়ই বিরক্তিজনক ও একঘেয়ে; কিন্তু এই ভার গ্রহণ করিয়া তোমার অধীর হইলে চলিবে না। আমিও পথের উপর নজর রাখিব, কিন্তু অন্য ভাবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কোথায় থাকিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল সকালে তাহা জানিতে পারিবে।"

পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেক ভ্রমণে বাহির হইলেন কিছুকাল পরে তিনি কতকগুলি পার্শ্বেল লইয়া বাসায় ফিরিলেন।

স্মিথ সবিস্ময়ে বলিল, "এ সব কি, কর্ত্তা ? আপনি কোথায় গিয়াছিলেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর, পরে বলিতেছি।"

প্রায় কুড়ি মিনিট পরে মিঃ ব্লেক তাঁহার শয়ন-কক্ষ হইতে স্মিথের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নূতন ছদ্মবেশ দেখিয়া স্মিথ বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে হা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!

মিঃ ব্লেকের সেই মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই মনে হইত, তিনি প্রৌঢ় ওলন্দাজ ফেরিওয়ালা, যেন বাল্যকাল হইতে পণ্যদ্রব্যের ফেরি করিয়াই জীবিকার্জ্জন করিতেছেন! তাঁহার মাথায় সাধারণ ফেরিওয়ালাদের ব্যবহৃত একটা বিবর্ণ গোল টুপি, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা। মুখে দাড়ি গোঁফ না থাকিলেও এরূপ কৌশলে মুখাকৃতির পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল যে, সে মুখ দেখিলে ওলন্দাজের মুখ ভিন্ন ইংরাজের মুখ বলিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না! তাঁহার মুখের সহিত সে মুখের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য ছিল না। তাঁহার টুপির পাশ দিয়া যে কেশগুচ্ছ দেখা যাইতেছিল তাহা কাঁচা-পাকায় মিশ্রিত; তাহা তাঁহার স্বাভাবিক কেশ বলিয়াই ধারণা হইত।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, আপনার ওলন্দাজ ফেরিওয়ালার বেশ নিখুঁত হইয়াছে। আমারই তাক্ লাগিয়া গিয়াছে, অন্যের ত কথাই নাই! আপনার মতলবটা কি ?"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া কাঠের একখানি চৌকা বারকোষ ফিতার সাহায্যে গলায় ঝুলাইয়া বুকের কাছে সংস্থাপিত করিলেন। সেই বারকোষে কাঠের ও কাচের নানাপ্রকার সুদৃশ্য খেলানা সাজাইয়া লইলেন। ক্রেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একটি ঘণ্টাও সঙ্গে লইলেন।

অনন্তর তিনি বলিলেন, "এগুলি খাঁটি ওলন্দাজী শিল্প দ্রব্য। যে সকল বিদেশী লোক দেশভ্রমণ উপলক্ষে এদেশে আসে, তাহারা এই সকল জিনিস দুই চারিটি ক্রয় করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারে না। ইহা লইয়া আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে যাইব। সাঁকোর উপর গিয়া এমন স্থানে দাঁড়াইব যেখান হইতে দুই ধারে বহুদূর পর্য্যন্ত নজর চলে। বিশেষতঃ আমার সম্মুখ দিয়া যাহারা কোন দিকে যাইবে, তাহাদের কেহই আমার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিবে না।"

স্মিথ বলিল, "ও কাযটা আমাকেই কিন্তু ভাল মানাইত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, তা বটে, কিন্তু তোমাকে আমার উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে; যদি দেখ আমি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছি, তাহা হইলে বুঝিবে আমি কাহাকেও সন্দেহ করিয়া তাহারই অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তখন তুমি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দূরে দূরে থাকিয়া অত্যন্ত সতর্কভাবে আমার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার মতলব বুঝিয়াছি; টাইগারকেও সঙ্গে লইব কি ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, হাঁ তাহাকেও সঙ্গে লইও, সে কাযে লাগিতেও পারে। আমি আর বিলম্ব করিব না, চলিলাম; আমার সঙ্গে কিছু খাবার আছে, ক্ষুধা পাইলে তাহাই খাইব, খাইবার জন্য বাসায় আসিব না।"

মিঃ ব্লেক পথে আসিলেন। স্মিথ সেই কক্ষের জানালার কাছে বসিয়াই দেখিতে পাইল—তিনি সাঁকোর উপর উঠিয়া একটি স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া সেই স্থানে আড্ডা লইলেন।

মিঃ ব্লেক পথিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঘণ্টা বাজাইয়া বলিতে লাগিলেন চাই "ভাল ভাল খেলানা, খাঁটি স্বদেশী মাল—বড় সস্তা!"

সে দিন তিনি যতগুলি খেলানা বিক্রয় করিলেন—যে কোন পেশাদার ফেরিওয়ালাই তাহাতে খুসী হইত; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি এই বিড়ম্বনায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন তাহা সফল না হওয়ায় তিনি সন্ধ্যার সময় বিমর্ষ চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। তাঁহার একটি দিন বৃথা নষ্ট হইল।

মিঃ ব্লেক সেই রাত্রির মত ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া আটপৌরে ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, স্মিথকে বলিলেন, "প্রথম দিনের চেষ্টায় কার্য্যসিদ্ধি হইলে আর ভাবনা ছিল কি? এখনও কয়দিন এই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে কে বলিবে?"

স্মিথ বলিল, "কার্য্যসিদ্ধি হইলে এই কর্ম্মভোগ সার্থক মনে হইবে; কিন্তু ভান সিমেলের উপর নজর রাখিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে ব্যবস্থা না করিয়াই কি নিশ্চিন্ত আছি? হেল্‌বীকে লণ্ডন হইতে আসিবার জন্য তার করিয়াছি। সম্ভবতঃ কাল সকালেই সে এখানে আসিয়া পড়িবে। সে আসিয়া ভান সিমেলের উপর নজর রাখিবে।"

ডানিয়েল হেল্‌বী স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ ছিল, দীর্ঘকাল যোগ্যতার সহিত সরকারী চাকরী করিয়া এখন যে পেন্সন ভোগ করিতেছে। মিঃ ব্লেক অনেক কার্য্যেই তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতেন। লোকটি বহুদর্শী, সতর্ক, বুদ্ধিমান, ও বিশ্বাসী। মিঃ ব্লেক স্মিথের ন্যায় তাহার উপরেও সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারিতেন।

হেল্‌বী পরদিন প্রভাতে মিঃ ব্লেকের সহিত যোগদান করিল। মিঃ ব্লেক সেই দিনই তাহাকে ভান সিমেলের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার ভার দিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক ফেরিওয়ালা সাজিয়া ক্রমাগত নয় দিনেও রিংউড বা তাহার ভগিনীকে মুহূর্ত্তের জন্যও দেখিতে পাইলেন না; তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেও তখন সে পথ ত্যাগ করিতে পারিলেন না। এদিকে হেল্‌বীও নানাস্থানে ভান সিমেলের অনুসরণ করিয়া মিঃ ব্লেককে কোন নূতন খবর দিতে পারিল না। সে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রাণ হইতে লাগিল! ভান সিমেল একদিনও রিংউডের সহিত দেখা করিতে গেল না।

অবশেষে স্মিথ হতাশ হইয়া বলিল, "কর্ত্তা, আমরা অনর্থক এখানে সময় নষ্ট করিতেছি! রিংউড আপনাকে হত্যা করিতে না পারিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে বোধ হয় হল্যাণ্ড হইতে চম্পট্ দান করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, তাহারা এখনও এই নগরেই আছে।"

স্মিথ বলিল, "আপনার এরূপ ধারণার কোন কারণ আছে কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা আমাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে ত এখানে আসে নাই, উহা ছিল লাভের উপর ফাউ মাত্র! তাহারা লর্ড লিন্‌ডেলের নেকলেস্ ছড়াটার সদ্‌গতি করিতে আসিয়াছে; এরূপ মহামূল্য হীরকহার এত শীঘ্র তাহারা বিক্রয় করিতে পারে নাই। এ ত আলু পটোল নয় যে, বোঝা নাবাইবামাত্র মাল সাবাড় হইয়া যাইবে।"

দশমদিনেও মিঃ ব্লেক পণ্যদ্রব্য লইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন; নানা দ্রব্য বিক্রয় করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাঢ় কুয়াসায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইয়া গেল! মিঃ ব্লেক হঠাৎ দেখিতে পাইলেন একটি পরমাসুন্দরী যুবতী আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে; যুবতীর তরল চক্ষুতে লালসার শিখা যেন বিদ্যুৎ-বিকাশ করিতেছিল! মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিলেন—সে মিস্ রিংউড!

মিঃ ব্লেক তাঁহার পরিচিত পার্শ্ববর্ত্তী একজন ফেরিওয়ালাকে তাঁহার পণ্যভার জিম্মা করিয়া দিযা মিস্ রিংউডের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দশদিন চেষ্টার পর তাঁহার আশা পূর্ণ হওযায তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

ফাঁদে পা!

মিস্ রিংউড মন্থরগতিতে তাহার গন্তব্যপথে অগ্রসর হওয়ায় কিছু দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিতে মিঃ ব্লেকের কোন অসুবিধা হইল না। কুজ্ঝটিকা ক্রমেই এত গাঢ় হইয়া উঠিল যে, মিঃ ব্লেক ক্রমশঃ তাহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলেও সে তাঁহাকে দেখিতে পাইল না; মিস্ রিংউড নিঃশঙ্কচিত্তে চলিতে লাগিল। সে একবারও মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিল না। যদি সে

পশ্চাতে চাহিত—তাহা হইলেও সে তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিত না।

মিস্ রিংউড সাঁকো পার হইয়া কিছুদূর গিয়া আর একটি পথে প্রবেশ করিল। এই পথের ধারে কতকগুলি বড় বড় জমকালো বাড়ী ছিল; বাড়ীগুলি বিচ্ছিন্ন, প্রত্যেক বাড়ীর আশেপাশে অনেকখানি ফাঁকা যায়গা পড়িয়া ছিল। মিস্ রিংউড এইরূপ একটি অট্টালিকার প্রকাণ্ড দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। দেউড়ীর ভিতর ফুলবাগান, তাহার ভিতর দিয়া অট্টালিকায় উঠিবার পথ। এ পথে একখানি গাড়ী অনায়াসে যাইতে পারে।

মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেউড়ীতে প্রবেশ করিয়া ফুলবাগানে একটি গুল্মের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি দেখিতে পাইলেন, মিস্ রিংউড অট্টালিকার বারান্দায় উঠিয়া পকেট হইতে চাবি বাহির করিল, এবং তদ্দ্বারা একটি দ্বার খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। বারান্দায় একটি ল্যাম্প জ্বলিতেছিল।

মিস্ রিংউড ভিতর হইতে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক মনে মনে বলিলেন, "বুঝিলাম সুন্দরি! এখানেই তোমার বাসা! তোমার ভাই এখানে থাকে কি না জানিতে পারিলে সুবিধা হইত! যখন এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সকল সন্ধান না লইয়া ফিরিতেছি না।"

কিন্তু সন্ধান লওয়ায় বিপদের আশঙ্কা ছিল। অন্য লোক হইলে সেরূপ অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইতস্ততঃ করিত; কিন্তু মিঃ ব্লেক বিপদকে অঙ্গের ভূষণ মনে করিতেন! তিনি ভাবিলেন, "এই ছদ্মবেশে যদি হঠাৎ ধরা পড়িয়া যাই, তাহা হইলে উহারা আমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ভাবিবে আমি চুরি করিতে আসিয়াছি; সুতরাং আমাকে ধরিতে পারিলে পুলিশের হাতে সমর্পণ করিবে। পুলিশের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ আমার পক্ষে কঠিন হইবে না। ইহা ভিন্ন অন্য বিপদের আশঙ্কা নাই; কিন্তু যদি আমাকে চোর মনে না করিয়া আমার অন্য কোন মতলব আছে বলিয়া সন্দেহ করে—এবং কোনরূপে আমার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে—তাহা হইলেই অবস্থাটা জটিল হইয়া উঠিবে; এমন কি, দড়ির কলের ঘটনার মত কাণ্ডও ঘটিতে পারে!"

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বারান্দা ঘুরিয়া একটি কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইলেন; বাতায়নপথে দীপরশ্মি প্রতিফলিত না হওয়ায় কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি সেই কক্ষের রুদ্ধদ্বারে কর্ণস্থাপন করিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি দেখিতে পাইলেন মিস্ রিংউড সেই কক্ষের জানালা খুলিয়া মাথা বাড়াইয়া কি দেখিল! তখন সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে মাথা সরাইয়া লইয়া জানালা বন্ধ করিল।

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। স্বর অত্যন্ত মৃদু, বিশেষতঃ রিংউডের কণ্ঠস্বর তাঁহার অপরিচিত; সুতরাং লোকটা রিংউড কি না তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

কিন্তু তাঁহার কৌতূহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া লোকটি কে, সে রিংউড কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিয়ৎকাল পরে পদশব্দ শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল তাহারা সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতেছিল।

মিঃ ব্লেক দ্বিতলের দিকে চাহিলেন। নিম্নস্থ কক্ষের ঊর্দ্ধে আর একটি কক্ষ আছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রেলিংএর উপর উঠিলেন। রেলিংএর পাশেই জোড়া থাম; রেলিংএর উপর দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া থামের কার্ণিশ স্পর্শ করিতে পারিলেন। তিনি উভয় হস্তে কার্ণিশ ধরিয়া সার্কাশওয়ালার মত বাহুদ্বয়ের মাংসপেসীর সাহায্যে এবং পদদ্বয় দ্বার স্তম্ভ অবলম্বনে অল্প চেষ্টায় কার্ণিশে উঠিতে সমর্থ হইলেন। এই কার্ণিশের উপর দ্বিতলের বারান্দা। কার্ণিশে উঠিয়া সেই বারান্দায় আরোহণ করিতে তাঁহাকে অধিক কষ্ট পাইতে হইল না।

মিঃ ব্লেক সেই বারান্দা দিয়া দ্বিতলস্থ কক্ষের দেওয়ালের নিকট উপস্থিত হইলেন; দেওয়ালে কান পাতিয়া এবার তিনি পুরুষটির কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। কণ্ঠস্বরে মার্কিণ মুলুকের লোকের কথার টান!

মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল, মিলি বলিয়াছিল রিংউড ও তাহার ভগিনীর কণ্ঠস্বরে সে মার্কিণ-বাসীদের কথার টান লক্ষ্য করিয়াছিল; সুতরাং তাঁহার ধারণা হইল, উহারা ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই সেই কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে সেই কক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে

আলোকিত বাতায়নের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সেই বাতায়নের খড়খড়ির পাখীগুলি বন্ধ ছিল না, এজন্য তিনি ছাদে দাঁড়াইয়া সেই কক্ষের অভ্যন্তর-ভাগ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন।

তিনি সেই বাতায়নের বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটিল! জানালার খড়খড়ির পাল্লা-জোড়াটা বাহিরের দিকে না থাকিয়া ভিতরের দিকে ছিল, এবং তাহার ছিটকিনি আঁটা ছিল না। হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসায় সেই খড়খড়ির পাল্লা দুইখানি সশব্দে খুলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে ছাদের সেই অংশ গৃহকক্ষস্থ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইল। রিংউড তৎক্ষণাৎ সেইদিকে চাহিয়া ছদ্মবেশী ব্লেককে জানালার বাহিরে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। মিঃ ব্লেক ধরা পড়িবার আশঙ্কায় সেখান হইতে সরিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই রিংউড এক লম্ফে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং টোটাভরা পিস্তল মিঃ ব্লেকের ললাটে উদ্যত করিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "ওরে বেটা চোর, এখানে বুঝি চুরি করিবার মতলবে আসিয়াছিস্? মাথার উপর দুইহাত তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক্, পলাইবার চেষ্টা করিলেই গুলী করিব।"

মিঃ ব্লেক সহজে আত্মসমর্পণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না; তিনি বুঝিলেন আত্মসমর্পণ করিলেই তাঁহার ছদ্মবেশ ধরা পড়িবে, এবং যদি এই দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে চিনিতে পারে, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে হইবে; সে নিশ্চয়ই তাঁহাকে হত্যা করিবে।

কিন্তু মিঃ ব্লেককে ধরিতে হইলে ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া ধরিবার উপায় ছিল না; জানালায় লোহার শিক তাহার গতিরোধ করিল, সুতরাং সে জানালার পার্শ্বস্থ দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছাদে আসিল; সেই অবসরে মিঃ ব্লেক বারান্দার ছাদ হইতে থামের কার্ণিশের উপর নামিয়া পড়িলেন। তিনি কার্ণিশ হইতে নীচের বারান্দার রেলিংএর উপর অবতরণ করিয়াছেন এমন সময় বারান্দার ছাদে রিংউডের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। তখন রেলিংএর উপর হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়াও পলায়নের সুযোগ পাইলেন না; তিনি পলায়নের উপক্রম করিতেছেন—এমন সময় সেই অট্টালিকার দ্বার খুলিয়া কয়েকজন লোক দ্রুতবেগে তাঁহাকে ধরিতে আসিল।

মিঃ ব্লেক সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার আততায়ীরা সংখ্যায় চারিপাঁচজন! এতগুলি লোকের কবল হইতে বলে বা কৌশলে মুক্তিলাভ করা অসম্ভব বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতে তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের তিনজন চক্ষুর নিমিষে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিল, আর একজন একটা ক্যাম্বিসের বস্তার মুখ ফাঁক করিয়া তাহার মধ্যে তাঁহার মাথা পুরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। এই ভাবে তাহার মুখ বন্ধ হওয়ায় শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; এবং অতঃপর মুক্তিলাভের চেষ্টাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাঁহার আততায়ীরা তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া চলিল। তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারের অর্গল রুদ্ধ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ছদ্মবেশ ধরা পড়িল!

অতঃপর কি ঘটিল, মিঃ ব্লেক তাহা জানিতে পারিলেন না; তিনি গৃহমধ্যে নীত হইবার অব্যবহিত পরেই মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আততায়ীরা তাঁহাকে লইয়া সেই কক্ষ হইতে অট্টালিকার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিল। তাঁহার আততায়ীরা সকলেই জেম্‌স রিংউড ও তাহার ভগিনী ইরেণীর স্বদেশবাসী, আমেরিকান। মিঃ ব্লেক সেই ক্ষুদ্র কক্ষে নীত হইবার অব্যবহিত পরেই জেম্‌স রিংউড ও তাহার ভগিনী ব্যগ্রভাবে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

রিংউড উত্তেজিত স্বরে বলিল, "চোর বেটা ধরা পড়িয়াছে ত? চুরির মতলবে এই শয়তান দোতালার ছাদে উঠিয়াছিল! কি সাহস! ভাগ্যে দম্‌কা বাতাসে জানালার খড়খড়ি খুলিয়া গিয়াছিল, নতুবা উহার শুভাগমনের কথা জানিতে পারিতাম না! আমি উহাকে সেইখানেই গুলী করিতাম, পাছে বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া পুলিশ আসিয়া হাজির হয়, এই ভয়ে আমি উহাকে তখন গুলী করি নাই; ছাদে গিয়া ধরিবার পূর্ব্বেই সট্‌কাইয়াছিল।"

একজন অনুচর বলিল, "গুলী না করিয়া ভালই করিয়াছেন, শেষে হয় ত কেঁচো খুঁড়িতে গিয়া সাপ

উঠিয়া পড়িত ! পুলিশকে কাছে আসিতে দেওয়া আমাদের পক্ষেও ত নিরাপদ নহে। আপনার চেঁচামেচি শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখি—বেটা চম্পট দেওয়ার যোগাড় করিতেছে; কিন্তু যমের হাত ছাড়াইয়া কি পলাইবার যো আছে?—সে যাহাই হোক, লোকটা কে? চোর না আর কিছু?”

রিংউড বলিল, “আগে তাহাই জানা দরকার। সাধারণ চোর হইলেও হইতে পারে। বস্তার মুখ খুলিয়া উহার মাথাটা বাহির করিয়া দাও, চাঁদের মুখখানা দেখি।”

তাহার আদেশে মিঃ ব্লেকের মস্তক হইতে ক্যাম্বিশের বস্তাটি অপসারিত হইল। রিংউড একটা বাতি লইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। এবং তাঁহার চোখ মুখ ও কেশরাশি দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, “লোকটা ওলন্দাজই বটে, পাতি চোর!” অর্থাৎ তাহাদের মত উচ্চশ্রেণীর চোর নহে।

মিস রিংউড মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহা শুনিয়া রিংউড সবিস্ময়ে বলিল, “কি হইল ইরেণী! তোমার এরূপ ভাবান্তরের কারণ কি?”

ইরেণী রিংউড বলিল, “এ যে আমার চেনা মুখ!”

রিংউড বলিল, “চেনা মুখ! ইহাকে কোথায় দেখিয়াছ বল ত।”

ইরেণী বলিল, “লোকটা হাইব্রীজে দাঁড়াইয়া কতকগুলা খেলানা লইয়া ফেরি করিতেছিল, আমাকে উহার সম্মুখ দিয়া আসিতে দেখিয়া বোধ হয় আমার অনুসরণ করিয়াছিল।”

রিংউড দুই চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, “তোমার অনুসরণ করিয়াছিল! এত লোক থাকিতে তোমার অনুসরণ করিবার কারণ কি?”

ইরেণী বলিল, “উহার মনের কথা কিরূপে বলিব? এই মাত্র বলিতে পারি আমার অনুসরণ না করিলে আমার এখানে পৌঁছিবার অল্প পরেই উহাকে এখানে দেখিতে পাওয়া যাইত না।”

রিংউড বলিল, “তোমাকে চিনিতে না পারিলে এ বেটা নিশ্চয়ই তোমার অনুসরণ করিত না। ওলন্দাজ ফেরিওয়ালা—কি উদ্দেশ্যে তোমার অনুসরণ করে? লোকটা সত্যই ফেরিওয়ালা কি না সন্দেহ হইতেছে! চুরি ভিন্ন তবে কি উহার অন্য কোন রকম মতলব ছিল?—দাঁড়াও দেখি—।” সে বাতিটা মিঃ ব্লেকের মুখের উপর ধরিয়া অঙ্গুলী দ্বারা তাঁহার গলার উপর ঘর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার পর অঙ্গুলীটা পরীক্ষা করিয়া বলিল, “চর্ব্বি মিশাইয়া মুখে রঙ্গের পোঁচ দিয়াছে দেখিতেছি!—লোকটা ছদ্মবেশী।”

রিংউডের একজন অনুচর মিঃ ব্লেকের মস্তকস্থ কেশের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিল, সঙ্গে সঙ্গে পরচুলাগুচ্ছ খসিয়া আসিল; কিন্তু রিংউড তখনও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না, সে তাহার ভগিনীকে বলিল, “ইরেণী তোমার কাছে নারিকেলের মাখম আছে?”

ইরেণী বলিল, “হাঁ আছে, আনিতেছি।—সে তাহার শয়ন-কক্ষ হইতে নারিকেলের মাখমের কৌটা আনিয়া রিংউডের হাতে দিল।

রিংউড কৌটা খুলিয়া আঙ্গুলে করিয়া কিঞ্চিৎ মাখম তুলিয়া লইল, এবং তাহা দিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের উপর ঘষিতে লাগিল! এই প্রক্রিয়ায় মিঃ ব্লেকের মুখের সমস্ত রঙ্গ উঠিয়া গিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণ পরিস্ফুট হইল। রিংউড ব্যাকুল স্বরে বলিয়া উঠিল,—কি সর্ব্বনাশ! এ যে রবার্ট ব্লেক!”

ইরেণী সভয়ে বলিল, “গোয়েন্দা ব্লেক!—হল্যাণ্ড পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করিয়াছে?”

একজন অনুচর বলিল, “ভাগ্যে আমরা ইহাকে ধরিতে পারিয়াছি। ইঁদুর খাঁচায় পড়িয়াছে, আমাদের হাত ছাড়িয়া পলাইবে কোথায়?”

রিংউড বলিল, “আমাদের একটা মস্ত ফাঁড়া কাটিয়া গেল। বেটা সেদিন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গিয়াছে; আজ আর উহার রক্ষা নাই। উহাকে সাবাড় করাই চাই, নতুবা আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না।”

ইরেণী বলিল, “কি কৌশলে ইহাকে ভবপারে পাঠাইবে?”

রিংউড বলিল, “খুন করিয়া বাগানের পশ্চাতে খালের জলে বস্তাবন্দী করিয়া ফেলিয়া দিলেই চলিবে।”

রিংউডের আদেশে তাহার অনুচরেরা মিঃ ব্লেকের দেহের উদ্ধভাগ বস্তায় পুরিয়া তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া লইল, এবং সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বাগানের দিকে চলিল। ইরেণী তাহাদের অনুসরণ না করিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

কয়েক মিনিট মধ্যে মিঃ ব্লেক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় খালের ধারে নীত হইলে রিংউডের আদেশে তাঁহার মাথা ও পা ধরিয়া সশব্দে খালের জলে নিক্ষেপ করা

হইল। তিনি খালের জলে জীবন্ত সমাহিত হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

উদ্ধার

এইবার আমরা স্মিথের কথা বলিব। সে তাহার ঘরে জানালার ধারে বসিয়াই পথের উজ্জ্বল আলোকে দেখিতে পাইল, মিঃ ব্লেক পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বারকোষখানি অন্য একটি লোকের হাতে দিয়া একটি রমণীর অনুসরণ করিলেন।—ইহা দেখিয়াই সে অনুমান করিল এই রমণী মিস্ রিংউড ভিন্ন অন্য কেহ নহে। মিঃ ব্লেকের পূর্ব্ব-উপদেশ স্মরণ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং টাইগারের শিকল ধরিয়া মিঃ ব্লেকের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। সে বুঝিয়াছিল, মিঃ ব্লেক যদি কোন রূপে বিপন্ন হন, তাহা হইলে তাহার ও টাইগারের সাহায্য গ্রহণ তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইবে।

মিস্ রিংউড আগে আগে চলিতেছিল; নিবিড় কুজ্ঝটিকাস্তর ভেদ করিয়া স্মিথ তাহাকে দেখিতে পাইলেও মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার দৃষ্টি অতিক্রম করেন নাই। সে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক যখন মিস্ রিংউডের বাসার দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন সে টাইগারকে সঙ্গে লইয়া দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করা সঙ্গত মনে করিল না। যদি টাইগার হঠাৎ চীৎকার করে কিম্বা কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে বিপদ ঘটিতে পারে ভাবিয়া স্মিথ দেউড়ীর বাহিরে একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক দীর্ঘকাল ফিরিলেন না দেখিয়া স্মিথ চঞ্চল হইয়া উঠিল; অতঃপর তাহার কি করা উচিত তাহাই ভাবিতেছে—এমন সময় সে সেই অট্টালিকার সন্নিকটে কয়েকজন লোকের সোরগোল ও ধস্তাধস্তির শব্দ শুনিতে পাইল! ইহাতে সে উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া নিঃশব্দে দেউড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে দূর হইতে দেখিল, কয়েকজন লোক একটা বোঝা ধরাধরি করিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল ও ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

স্মিথের সন্দেহ হইল, মিঃ ব্লেক হঠাৎ ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহার আততায়ীরা তাঁহাকেই বহিয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল! সম্ভবতঃ তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছে, নতুবা তিনি উদ্ধার লাভের চেষ্টা করিতেন; অন্ততঃ সাহায্য লাভের জন্য চীৎকারও করিতেন।—স্মিথের আতঙ্কের সীমা রহিল না! তাহার বিশ্বাস হইল কেবল মিস্ রিংউড নহে, তাহার ভ্রাতা অনুচরবর্গের সহিত সেই অট্টালিকায় বাস করিতেছে; মিঃ ব্লেক যদি ধরা পড়িয়া থাকেন —তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই তাঁহাকে হত্যা করিবে!

স্মিথ অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া স্থির করিল, মিঃ ব্লেক সত্যই শত্রু-কবলে নিপতিত হইয়াছেন কি না অগ্রে তাহার সন্ধান লইবে, তাহার পর পুলিশের সাহায্যে তাঁহাকে উদ্ধার করিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া স্মিথ টাইগারকে সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইল। ধরা পড়িবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বিপন্ন প্রভুর প্রাণরক্ষার জন্য সে কোন বিপদকেই আলিঙ্গন করিতে তখন কুণ্ঠিত হইল না।

স্মিথ দরজায় কর্ণসংলগ্ন করিয়া মিনিট-দুই দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ না পাইয়া সে বুঝিল লোকগুলা ভিতরবাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে আর সেখানে না দাড়াইয়া টাইগারকে লইয়া সেই অট্টালিকার পাশ দিয়া খিড়কীর দিকে চলিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না, সে দেখিল উচ্চ বাঁশের বেড়া দিয়া খিড়কীর পথ বন্ধ রহিয়াছে! এই বেড়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত! উচ্চ বেড়া, তাহা উল্লঙ্ঘন করিবার উপায় ছিল না, সে ভাবিল, বেড়া ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিবে, কিন্তু বেড়া ভাঙ্গিবার শব্দে সন্দেহক্রমে কেহ সেই দিকে আসিতে পারে ভাবিয়া, সে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিল; হঠাৎ তাহার মনে হইল দুই তিনটা বাড়ী ঘুরিয়া সে সেই অট্টালিকার পশ্চাতস্থিত খালের ধারে উপস্থিত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই দিক দিয়া অট্টালিকার খিড়কীতে যাওয়া অসম্ভব হইবে না।—স্মিথ আর সেখানে সময় নষ্ট না করিয়া টাইগার সহ দেউড়ী দিয়া বাহিরে ফিরিয়া গেল, এবং কয়েকটি বাড়ী অতিক্রম করিয়া একটি সরু গলি দিয়া খালের ধারে উপস্থিত হইল! এই স্থানে যাইতে তাহার অনেকটা সময় নষ্ট হইল।

খালের ধারে আসিয়া স্মিথ দেখিল সে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, রিংউডের বাসার খিড়কীর নিকট যাইতে হইলে খালের ধারে ধারে কয়েক শত গজ যাইতে হইবে, তাহার পর সেখান হইতে

রিংউডের খিড়কীর পথ খুঁজিয়া লইতে হইবে। একে অন্ধকার, তাহার উপর নিবিড় কুজ্ঝাটিকা, খালের ধার দিয়া অগ্রসর হইতে সে পদে পদে বাধা পাইতে লাগিল, কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল।

এই ভাবে সে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় সে নদীর জলে কোন গুরুভার দ্রব্য পতনের 'ঝপাং' শব্দ শুনিতে পাইল! সে আর অগ্রসর না হইয়া টাইগারের শিকল দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া সেই স্থানেই স্থির ভাবে দাঁড়াইল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া কিছু দূরে কয়েকটা মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখিতে না পাইলেও, কয়েকজন মানুষ যে দল বাঁধিয়া খালের ধার হইতে রিংউডের বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না।

"তবে কি ইহারা কর্ত্তাকে মারিয়া জলে ফেলিয়া গেল?"—এই কথা ভাবিয়া স্মিথ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া যথাসাধ্য দ্রুতগতি সেই দিকে চলিল! প্রতি পদক্ষেপে সেই দুর্গম পথে তাহার পদস্খলন হইতে লাগিল, তাহার পায়ে পুনঃ পুনঃ আঘাত লাগিল; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে অগ্রসর হইল। যে স্থানে সে সেই মনুষ্য-মূর্ত্তিগুলিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল—সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই টাইগার সবেগে তাহার হাত হইতে শিকল ছাড়াইয়া লইয়া, মুহূর্ত্তে খালের জলে-লাফাইয়া পড়িল! টাইগারের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিয়া স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল; সে তৎক্ষণাৎ টাইগারের অনুসরণ করিল। কিন্তু তাহাকে অধিক দূর যাইতে হইল না, টাইগার প্রায় একগলা জলে ডুব দিয়া দাঁতে করিয়া কি টানিয়া তুলিল! স্মিথ তাহা স্পর্শ করিয়াই বুঝিতে পারিল—তাহা কোটের একটা অংশ! স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে ডুব দিয়া হাত বাড়াইতেই মিঃ ব্লেকের একখানি পা তাহার হাতে ঠেকিল; তখন সে দুই হাতে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তীরে টানিয়া তুলিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেক জীবিত আছেন কি না, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার চোখ ফাটিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল; সে তাড়াতাড়ি বস্তাটা খুলিয়া ফেলিয়া তাঁহার কোটের ও সার্টের বোতাম খুলিয়া দিল, এবং তাঁহার বক্ষঃস্থলে করতল সংস্থাপিত করিয়া বক্ষের স্পন্দন পরীক্ষা করিতে লাগিল।

সে তাঁহার বক্ষে মৃদুস্পন্দন অনুভব করিয়া আনন্দাতিশয্যে আত্মহারা হইল, অস্ফুটস্বরে বলিল, "এখনও প্রাণ আছে; আঃ, বাঁচিলাম! বোধ হয় চেষ্টা করিলে এখনও কর্ত্তাকে বাঁচাইতে পারিব। কিন্তু একা কি করিব? এখানে এখন কাহার সাহায্য পাইব? কাহারও সাহায্য ভিন্ন ত কর্ত্তার প্রাণরক্ষা হইবে না।—কি করি? এখন কি করি?"

জলমগ্ন ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহা স্মিথের সুবিদিত ছিল। সে সেই সকল প্রক্রিয়া-সাহায্যে মিঃ ব্লেকের সংজ্ঞা-সঞ্চারের চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রায় পনের মিনিট চেষ্টার পর তাঁহার ধমনীর বেগ সে বুঝিতে পারিল, বক্ষের স্পন্দনও স্পষ্টতর হইল, এবং শ্বাস বহিতে লাগিল। স্মিথ বুঝিল তাহার চেষ্টা বিফল হয় নাই। সে অধিকতর উৎসাহের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

হঠাৎ পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া স্মিথ চমকাইয়া উঠিল, শত্রুরা হয় ত সন্ধান লইতে আসিয়াছে মনে করিয়া সে টাইগারকে সতর্ক করিয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; মুহূর্ত্ত পরেই সে বুঝিল —তাহারা শত্রু নহে, দুইজন পুলিশ কনষ্টেবল রোঁদে বাহির হইয়া খালের ধার দিয়া যাইতেছে!

স্মিথ সংক্ষেপে সকল কথা তাহাদের গোচর করিল। তাহার কথা শুনিয়া তাহারা তখনই দলবল লইয়া বদমায়েসদের গ্রেপ্তার করিতে চাহিল; কিন্তু স্মিথ বলিল, "তাহাদিগকে কিছু পরে গ্রেপ্তার করিলেও চলিবে, আগে ইঁহাকে বাঁচাও। নিকটে কোন ডাক্তার আছে কি?"

একজন কনষ্টেবল বলিল, "ঐ গলির মোড়েই ডাক্তার হ্যাগবেনের বাড়ী। চল, উহাকে তুলিয়া লইয়া ডাক্তারের বাড়ীতে রাখিয়া আসি।"

কনষ্টেবলদ্বয় ও স্মিথ মিঃ ব্লেককে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারের গৃহে লইয়া গেল। ডাক্তার বাড়ীতেই ছিলেন; তিনি প্রাচীন ও বহুদর্শী চিকিৎসক। তিনি স্মিথের নিকট মিঃ ব্লেকের বিপদের কথা শুনিয়া তাঁহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার সিক্ত বস্ত্রাদি অপসারিত করিয়া তাঁহাকে সুকোমল শয্যায় শয়ন করাইলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্ট, পরে তিনি স্মিথকে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার প্রাণের আশঙ্কা নাই। তাঁহার ঘুম আসিয়াছে; সুনিদ্রায় তাঁহার অবসাদ দূর হইবে। আশা করি, নিদ্রাভঙ্গে তিনি সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিয়া বসিতে পারিবেন। তুমি এখন

যাইতে পার, কাল সকালে আসিয়া সুসংবাদই পাইবে।”

—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

লোমহর্ষণ সংঘর্ষণ

স্মিথ ডাক্তার হ্যাগবেনের কথায় আশ্বস্ত হইয়া টাইগার সহ বাসায় প্রত্যাগমন করিল; তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল। বাসায় আসিয়া সে দেখিতে পাইল পূর্ব্বোক্ত পুলিশ কর্ম্মচারিদ্বয় তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। তাহারা বলিল, “আমরা অবিলম্বে সেই বাড়ীতে গিয়া বদমায়েসগুলাকে গ্রেপ্তার করিব; তাহাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। তবে তাহাদের দলে অধিক লোক থাকিলে আমাদিগকে দলপুষ্ট হইয়া যাইতে হইবে; এজন্য আমাদের থানায় যাওয়া আবশ্যক।”

স্মিথ বলিল, “সেই ভাল; আপনারা প্রস্তুত হইয়া আসুন।”

থানাটি সেই পল্লীতেই অবস্থিত, সেখান হইতে তাহার দূরত্ব অধিক নহে। কন্‌ষ্টেবলদ্বয় তাড়াতাড়ি থানায় গিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টরকে দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিল। তিনি এরূপ গুরুতর তদন্তের ভার কন্‌ষ্টেবলদের উপর অর্পণ না করিয়া, দ্বাদশজন কন্‌ষ্টেবলসহ অপরাধীদের গ্রেপ্তার করিতে চলিলেন।

পুলিশ ফৌজ সেই অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইয়া দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল খিড়কীতে খালের দিকে পাহারায় রহিল, অন্যদল সদর দরজা দিয়া অট্টালিকায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল; ইন্‌স্পেক্টর স্বয়ং এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

বহির্দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ দেখিয়া তাহারা কি উপায়ে অট্টালিকায় প্রবেশ করিবে, তাহারই আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, ‘দ্বার খুলিয়া দিতে বল।’ কেহ বলিল, ‘দ্বার খুলিয়া দিবে না, দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করা যাউক।’—ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “উহাদিগকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিতে হইবে, নতুবা খুনজখম হইবার সম্ভাবনা আছে। উহাদের অজ্ঞাতসারে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইলে কার্ণিশের উপর দিয়া ছাদে উঠিতে হইবে। আমি রেলিংএর উপর দিয়া এই থামের সাহায্যেই ছাদে উঠিতে পারিব—তোমরা আমার অনুসরণ কর।” একজন বহির্দ্বারে পাহারায় থাকিল, অন্যান্য কন্‌ষ্টেবল ইন্‌স্পেক্টরের অনুসরণ করিল। ইন্‌স্পেক্টরটি যেমন বলবান, সেইরূপ চটপটে; তিনি অল্প চেষ্টাতেই ছাদে উঠিতে পারিলেন। স্মিথ টাইগারকেও লইয়া আসিয়াছিল, যে কন্‌ষ্টেবল সদর দরজায় পাহারায় থাকিল—স্মিথ টাইগারকে তাহার জিম্বায় রাখিয়া অন্যান্য কন্‌ষ্টেবলের সঙ্গে ছাদে উঠিল।

তাহারা ছাদ দিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। দ্বার খোলা ছিল, সুতরাং এ জন্য তাহাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইল না। সেই কক্ষে দীপ জ্বলিতেছিল। ইহা উপবেশন-কক্ষ, বেশ সুসজ্জিত। সেই কক্ষে তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইল না; অন্যদিকে একটি দ্বার ছিল, সেই দ্বার-অভিমুখে তাহারা অগ্রসর হইবে, এমন সময় একজন গৃহবাসী হঠাৎ অন্যদিক হইতে সেই দ্বারটি বন্ধ করিয়া তাহাতে তালা লাগাইয়া দিল।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “আমরা আসিয়াছি, এ বেটারা ইহা জানিতে পারিয়াছে; দরজায় তালা বন্ধ করিয়া চম্পট দেওয়ার মতলব! না, আর লুকোচুরির আবশ্যক নাই; ভাঙ্গ দরজা। উহাদের অনুসরণ করিয়া গ্রেপ্তার করাই চাই।”

স্মিথ বলিল, “দরজা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে উহারা সরিয়া পড়িবে; এতক্ষণ বোধ হয় অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে।”

স্মিথের অনুমান মিথ্যা নহে। ইন্‌স্পেক্টর অট্টালিকার সেই অংশে কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না; অল্লক্ষণ পরে সিঁড়িতে দুপ্‌দাপ্‌ পদশব্দ শুনিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন ব্লেকের আততায়ীরা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া পলাইতেছে।

দুই তিন মিনিট পরে খিড়কীদ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়া স্মিথ বলিল, “খিড়কী দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিলেন না? বদমায়েসগুলা খিড়কী দিয়া বাগানে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ পথে পলাইবে। চলুন আমরা তাহাদের সম্মুখে গিয়া পলায়নে বাধা দিই; আর এখানে সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন।”

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, “খিড়কীতে আমি পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, তাহারাই উহাদের পথ রোধ করিবে।”

স্মিথ বলিল, “অসম্ভব! আপনি চারিজন প্রহরী মোতায়েন রাখিয়াছেন, ইহারা সংখ্যায় অনেক অধিক; তাহারা এতগুলি লোকের মহড়া

লইতে পারিবে না। বদমায়েসগুলা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে; প্রহরীদের সাহায্যের জন্য আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া উচিত!"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া, যে দিক দিয়া দ্বিতলে উঠিয়াছিল, সেই দিক দিয়াই তাড়াতাড়ি নীচে নামিতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর ও তাঁহার অনুচরেরা তাহার অনুসরণ করিলেন। নীচে আসিয়া তাঁহারা খিড়কীর দিকে যাইতে পূর্ব্বোক্ত বেড়ায় বাধা পাইলেন।

বেড়া ভাঙ্গিয়া তাঁহারা খিড়কীর দিকে অগ্রসর হইতেই, বন্দুকের গম্ভীর নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন। ক্রমে 'ডুড়ুম,' 'ডুড়ুম' করিয়া চারি পাঁচটি আওয়াজ হইল, সঙ্গে সঙ্গে আহতের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল।

ইন্‌স্পেক্টর, স্মিথ ও অনুচরবর্গ সহ দ্রুতবেগে খিড়কীর দিকে অগ্রসর হইয়া কাহারও কোন শব্দ পাইলেন না, তাঁহারা বুঝিলেন খিড়কীর প্রহরীদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্ব্বৃত্তেরা খালের দিকেই পলায়ন করিয়াছে: সুতরাং তাঁহারা খালের দিকেই ধাবিত হইলেন। তাঁহারা কিছু দূরে থাকিতেই দেখিতে পাইলেন—একখানি নৌকা হইতে দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দ হইতেছে, নৌকাখানি যেন তীরবেগে ছুটিতেছে! তাঁহারা নৌকায় পাঁচ ছয় জন আরোহী দেখিতে পাইলেন; স্মিথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিল, তাহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকও আছে!

নৌকাখানি অপর পারে যাইতেছে দেখিয়া, স্মিথ ইন্‌স্পেক্টরকে বলিল, "শীঘ্র চলুন, উহাদের ধরিতে হইবে!"

ইন্‌স্পেক্টর স্মিথকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিলেন, বলিলেন, না না, নৌকা নাই; খালে গভীর জল, আমার কন্‌ষ্টেবলেরা সকলে সাঁতার জানে না, ডুবিয়া মরিবে; আমার যে সকল প্রহরী খিড়কীতে পাহারায় ছিল তাহারা কোথায়, আগে সন্ধান লওয়া আবশ্যক।"

কিন্তু ইন্‌স্পেক্টরকে সে জন্য অধিক দূর যাইতে হইল না, কুয়াসাচ্ছন্ন খালের ধার হইতে যন্ত্রণা সূচক আর্ত্তনাদ তাঁহার শ্রবণ-গোচর হইতেই তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাড়া পাইয়া একজন কন্‌ষ্টেবল ক্ষীণস্বরে বলিল দস্যুরা তাহাকে জখম করিয়াছে, একটা গুলী তাহার কাঁধে বিঁধিয়া আছে! তাহার উঠিবার শক্তি নাই।

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "আর তিনজন কোথায়?"

আহত কন্‌ষ্টেবল বলিল, "বোধ হয় তাহারা ওপারে চলিয়া গিয়াছে?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ওপারে! কোন্ পারে গিয়াছে?

কন্‌ষ্টেবল বলিল, "আজ্ঞে, ভবপারে! কেবল আমিই আধমরা হইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছি। তাহারা তিনজনেই অক্কা পাইবার পর শেষ গুলীটা আমার কাঁধে বিঁধিয়াছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "তিনজন কন্‌ষ্টেবল খুন হইয়াছে? তাহাদের মৃতদেহ অবিলম্বে খুজিয়া বাহির করা আবশ্যক।"

অল্প চেষ্টাতেই তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া গেল। একজন আহত হইয়া শোণিতস্রাবে অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়াছিল; সে জলপানের আশায় খালের ধারে গিয়া আর উঠিতে পারে নাই, সেই স্থানেই তাহার পিপাসার চিরশান্তি হইয়াছিল। অন্য দুইজন খিড়কীর অদূরে পাশাপাশি মরিয়া পড়িয়াছিল, গুলী তাহাদের হৃৎপিণ্ড ভেদ করিয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর হাসপাতালের গাড়ী আনাইয়া মৃত দেহগুলি পাঠাইয়া দিলেন। আহত কন্‌ষ্টেবলটিকেও চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হইল।

রিংউড সদলে খাল পার হইয়া কোথায় অদৃশ্য হইল, তাহাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। আমষ্টার্ডাম ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে ও নগরে সেই রাত্রেই পুলিশের হুলিয়া বাহির হইল; কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ডাক্তারের কাহিনী

ডাক্তার হ্যাগবেনের কথা মিথ্যা হয় নাই; পর দিন মধ্যাহ্ন কালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মিঃ ব্লেক শয্যায় উঠিয়া বসিতে সমর্থ হইলেন; দীর্ঘকাল সুনিদ্রায় তাঁহার দেহের অবসাদ ও গ্লানি বিদূরিত হইয়াছিল। স্মিথ সেই দিন প্রভাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তখনও তিনি নিদ্রিত আছেন দেখিয়া, সে দস্যুদের সন্ধানের জন্য পুলিশের সঙ্গে গিয়াছিল।

মিঃ ব্লেকের যে সময় নিদ্রাভঙ্গ হয়—ডাক্তার

হ্যাগবেন সে সময় তাঁহার শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্ট ছিলেন। এই পরোপকারী সহৃদয় ওলন্দাজ ডাক্তার মিঃ ব্লেকের সেবা-শুশ্রূষার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তাঁহারই চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও শুশ্রূষাগুণে মিঃ ব্লেক এরূপ অল্প সময় মধ্যে নিরাময় হইতে পারিলেন। মিঃ ব্লেক পূর্ব্বরাত্রের সকল ঘটনার কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এবং ডাক্তার হ্যাগবেনের অনুগ্রহেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে বুঝিয়া, তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

ডাক্তার লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না না, ও সকল কথা বলিয়া আমাকে লজ্জা দিবেন না; আমি আমার কর্ত্তব্যের অধিক কিছুই করি নাই; আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে—ইহাই আমার শ্রমের উপযুক্ত পুরস্কার বলিয়া মনে করিতেছি; কিন্তু মিঃ ব্লেক, একটা কথা জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে। আপনার নাম আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম; আপনার অসাধারণ খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা কে-ই বা না জানে?—কিন্তু আপনি যে বাড়ীতে আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া এরূপ মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন, সেই বাড়ীতে আপনি কি উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার জীবনদাতার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না, লর্ড লিনডেলের হীরক-নেকলেস অপহরণের পর হইতে আমষ্টার্ডামে আসিয়া মিস্ রিংউডের অনুসরণ করা পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—তাহা সমস্তই তিনি হ্যাগবেনের গোচর করিলেন; কোনও কথা গোপন করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। দুর্ব্বৃত্ত রিংউড সেই মহামূল্য হীরকালঙ্কার বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যেই আমষ্টার্ডামে আসিয়াছে, তাঁহার এই ধারণার কথাও তিনি ডাক্তারকে বলিলেন।

ডাক্তার স্তব্ধ ভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "নেকলেস্! মহামূল্য হীরার নেকলেস্ চুরির তদন্তে আপনি এদেশে আসিয়াছেন? অদ্ভুত, আশ্চর্য্য, বিস্ময়কর ব্যাপার!"

ডাক্তারকে হঠাৎ বিচলিত দেখিয়া মিঃ ব্লেকও বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।—তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ব্যাপারে আপনি এত বিস্মিত হইতেছেন কেন? ইহা অদ্ভুত বলিয়াই বা আপনার ধারণা হইল কেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "কাল আমি একজন রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম, সে প্রলাপ-ঘোরে মধ্যে মধ্যে 'হীরার নেকলেস্' 'হীরার নেকলেস্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। আপনার কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, আপনি যে নেকলেসের কথা বলিতেছেন, তাহার সহিত কি এই রোগীটীর প্রলাপের কোন সম্বন্ধ আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার এরূপ মনে হইবার কারণ কি? যাহার দুই চারিখানি অলঙ্কার আছে—তাহার ঘরেই একছড়া নেকলেস্ থাকিতে পারে।—বিশেষতঃ, যাহারা জহরতের ব্যবসায় করে, তাহাদের ত কথাই নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "কিন্তু এই রোগীটা জহরীও নয়, নেকলেস্ কিনিতে পারে এরূপ সচ্ছল অবস্থারও লোক নয়! তবে সে যে চরিত্রের লোক, তাহাতে কাহারও সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ইহা অপহরণ করা তাহার অসাধ্য নহে। তদ্ভিন্ন আর একটা আশ্চর্য্য মিল আছে। আপনি বলিলেন না, রিংউড ও তাহার ভগিনী মার্কিণ মুলুকের লোক? এই লোকটাও আমেরিকান। তাহার নাম হিরাম সেলিক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হিরাম সেলিক রিংউডের দলের লোক হইতেও পারে, সে কোথায় থাকে?"

ডাক্তার বলিলেন, "এই নগরের একটা কদর্য্য অংশে তাহার বাসা। আপনার সেখানে যাইতে সাহস করা উচিত নয়। বোধ হয় সে বাঁচিবে; সে একটু সুস্থ হওয়া পর্য্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। সে সারিয়া উঠিয়া যখন চলাফেরা করিবে—সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া আপনি তাহার অনুসরণ করিবেন।—লোকটা ভয়ানক মাতাল, অতিরিক্ত মদ খাইয়াই সে মরিতে বসিয়াছিল; কিন্তু এ অভ্যাস সে ছাড়িতে পারিবে না, খাড়া হইতে পারিলেই মদের আড্ডায় দৌড়াইবে, সেই সময় আপনি তাহার অনুসরণের সুযোগ পাইবেন।"

এই সময় স্মিথ মিঃ ব্লেককে দেখিতে আসিল। তিনি সুস্থ হইয়া উঠিয়া-বসিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প করিতেছেন দেখিয়া, তাহার দুর্ভাবনা দূর হইল। অন্যান্য কথার পর মিঃ ব্লেক স্মিথকে রিংউড ও তাহার ভগিনীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্মিথ তাহার ও পুলিশের ব্যর্থ চেষ্টার ফল তাঁহার গোচর করিল।

মিঃ ব্লেক ডাক্তার হ্যাগবেনের নিকট হিরাম সেলিকের প্রসঙ্গে যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন তাহা সমস্তই স্মিথকে বলিলেন। হিরাম সেলিক সুস্থ হইলে তিনি তাহার অনুসরণ করিবেন, একথাও স্মিথকে জানাইলেন। হিরাম সেলিকের মদের

আড্ডাটি কোথায়, মিঃ ব্লেক ডাক্তার হ্যাগবেনের নিকট তাহা জানিয়া লইলেন।

দুইদিন পরে মিঃ ব্লেক ডাক্তারের নিকট সন্ধান পাইলেন—হিরাম সেলিক তখনও আরোগ্য লাভ করে নাই।

মিঃ ব্লেক সেই দিনই ছদ্মবেশে হিরাম সেলিকের আড্ডা দেখিতে বাহির হইলেন কিন্তু এবার আর তিনি ওলন্দাজ ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন না; এবার তিনি ওলন্দাজ দোকানদারের দোকানের গোমস্তার ছদ্মবেশে সজ্জিত হইলেন।

হিরাম সেলিক যে মদের আড্ডায় মদ খাইতে যাইত, সেই আড্ডার মালিকের নাম ট্রম্প। নগরের একটি কদর্য্য পল্লীতে একটা সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে এই আড্ডাটি অবস্থিত। একটা জীর্ণ হতশ্রী দোতালার নীচে ট্রম্পের আড্ডা। ঘরটি বেশ প্রশস্ত, তাহাতে অনেকগুলি চেয়ার বেঞ্চি ছিল; বিস্তর ছোট লোক সেখানে দলবদ্ধ হইয়া মদ খাইত ও রাজা উজীর মারিত। দোতালায় একটি হোটেল; অনেক সাধারণ গৃহস্থ সেখানে খানা খাইতে যাইত। মিঃ ব্লেকও দুইদিন ছদ্মবেশে সেখানে গিয়া খানা খাইয়া আসিলেন।

মিঃ ব্লেক দ্বিতীয় দিন সেই ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি লোক একটা টেবিলে বসিয়া ধূমপান করিতে করিতে নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছে! তিনি উৎকর্ণ হইয়া তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন; তাহাদের সকল কথা তাঁহার কর্ণগোচর না হইলেও তিনি বুঝিলেন, তাহারা হীরা জহরত প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে।

আমষ্টার্ডাম নগর ইউরোপের মধ্যে জহরত-ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র; সুতরাং পাটের হাটে পাট-ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা শুনিলে যেমন তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে না,—এখানে জহরতের আলোচনা শুনিয়াও তিনি বিস্মিত হইলেন না। মিঃ ব্লেক লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন সকলে ওলন্দাজী ভাষাতেই সেখানে স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করিলেও সমাগত ব্যক্তিগণের সকলে ওলন্দাজ নহে; তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন দেশবাসী অনেকগুলি ইহুদী ছিল, তদ্ভিন্ন কয়েকজন ফরাসী জর্ম্মাণ, ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় ছিল, এবং দুই একজন মাত্র আমেরিকাবাসী ছিল। মিঃ ব্লেক তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া, তাহাদের কাহাকেও রিংউডের সহযোগী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিলেন না; কিন্তু ইহাতে তিনি হতাশ না হইয়া হিরাম সেলিকের আরোগ্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইভাবে আরও তিন দিন অতীত হইল। চতুর্থ দিন মিঃ ব্লেক ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন, "সেলিক তখন পর্য্যন্ত আরোগ্যলাভ না করিলেও, সে বাহিরে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। সেই দিনই সে একখানি পত্র পাইয়া পত্রের লেখকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইযাছিল।

মিঃ ব্লেক ডাক্তারকে বলিলেন, "সে কখন বাহিরে যাইবে জানিতে পারিয়াছেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, সে আজ সন্ধ্যার সময় দুইঘটিকার জন্য ঘুরিয়া আসিবার অনুমতি চাহিতেছিল। আমি বলিলাম, 'এরূপ অসুস্থ শরীরে বাহিরে না যাওয়াই উচিত, যদি নিতান্তই যাও, তাহা হইলে মদ টদ খাইও না, বাপু!,—সে মদ খাইবে না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে, আজ রাত্রি আটটার সময় বাহিরে যাইবে। তবে ট্রম্পের আড্ডায় যাইবে, কি অন্য কোথাও যাইবে, তাহা বলিতে পারি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেজন্য অসুবিধা, হইবে না, আমি তাহার অনুসরণ করিলেই জানিতে পারিব—সে কোথায় যায়—তবে, আমি তাহাকে চিনি না, ভ্রমক্রমে অন্য লোকের অনুসরণ না করি!"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি সন্ধ্যা আটটার পূর্ব্বে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইব; তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিলেই আপনি তাহাকে চিনিতে পারিবেন; তখন গোপনে তাহার অনুসরণ করিবেন, তাহা হইলে আর আপনার ভ্রম হইবে না।"

সেই দিন সায়ংকালে মিঃ ব্লেক সেলিকের বাসার অদূরে লুকাইয়া থাকিলেন। রাত্রি প্রায় আটটার সময় ডাক্তারের সঙ্গে একটি লোক সেই বাসা হইতে পথে আসিল, মিঃ ব্লেক বুঝিলেন—সেই লোকটিই হিরাম সেলিক।

হিরাম সেলিক বৃদ্ধ ওলন্দাজ ডাক্তারের সঙ্গে পথপ্রান্তবর্ত্তী আলোক-স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইলে, মিঃ ব্লেক সেই আলোকে তাহার মুখমণ্ডল সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন। লোকটাকে তিনি পূর্ব্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। রিংউডের দলের সহিত তাহার সংস্রব আছে কি না জানিবার জন্য তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইলেন।

মিঃ ব্লেক পথের ধারে একটি ঘরের দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়াইয়া হিরাম সেলিকের প্রতীক্ষা

করিতেছেন, এমন সময় অদূরবর্ত্তী একটি গৃহের দ্বার খুলিয়া একটি রমণী বাহিরে আসিল। মিঃ ব্লেক তাহার দিকে দুই তিন বার চাহিলেন; চেনা মুখ বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল; কিন্তু তিনি এই যুবতীর গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার চেষ্টা না করিয়া হিরাম সেলিকের অনুসরণ করিলেন।

সেলিকের নিকট বিদায় লইয়া ডাক্তার তাঁহার গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলে, হিরাম সেলিক অন্য পথে অগ্রসর হইল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বুঝিলেন ট্রম্পের আড্ডাই তাহার লক্ষ্য স্থল।—সে কয়েক মিনিট পরে ট্রম্পের আড্ডাঘরে প্রবেশ করিল; মিঃ ব্লেক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিলেন, হিরাম সেলিক সমাগত লোকগুলির মুখের দিকে চাহিয়া বিভিন্ন টেবিলের পাশ দিয়া সেই কক্ষের এক প্রান্তে উপস্থিত হইল।

মিঃ ব্লেক দ্বারপ্রান্তে আর অপেক্ষা না করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, এবং একখানি টেবিলের কাছে বসিয়া আড়চোখে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন সেই কক্ষের একপ্রান্তে একটি টেবিলের কাছে বসিয়া হিরাম সেলিক দুইজন লোকের সহিত নিম্নস্বরে গল্প করিতেছে। মিঃ ব্লেক যেন তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই, এই ভাবে উঠিয়া তাহাদের অদূরবর্ত্তী একখানি খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাহার পর পকেট হইতে একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া তাহাতে দৃষ্টিসংযোগ করিলেন।

মিঃ ব্লেক যখন সংবাদ-পত্রখানি খুলিলেন, তখন তাহার ভিতর হইতে একখানি ক্ষুদ্র আয়না বাহির হইয়া পড়িল; কিন্তু অন্য কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। এই আয়নাখানি তাঁহার স্বহস্তনির্ম্মিত, এবং তাহাতে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক কৌশল ছিল। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভাঁজ করিয়া ইহার আয়তন সঙ্কুচিত করা যাইত। এতদ্ভিন্ন ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, তাহা সম্মুখে রাখিয়া ভাঁজের পরিবর্ত্তনে অদূরে উপবিষ্ট যে কোন লোকের মূর্ত্তি তাহার উপর প্রতিবিম্বিত করা যাইত; অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার আবশ্যক হইত না।

মিঃ ব্লেক সংবাদপত্রখানি পাঠ করিবার ছলে—কাগজের উপর সংরক্ষিত দর্পণে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের মুখ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু সেলিকের ন্যায় এই দুই জনও তাঁহার অপরিচিত। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি বড়ই হতাশ হইয়া পড়িলেন; তাঁহার মনে হইল কষ্ট স্বীকার করিয়া সেখানে যাওয়া অনর্থক হইয়াছে।

কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! একজন ভৃত্য সেলিকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে একখানি লেফাপা দিল। পত্রখানি পাইয়া সেলিকের মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল, সে উৎকণ্ঠিত চিত্তে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিল, তাহার চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহাদের অদূরে সমাসীন লোকগুলিকে দেখিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে তাহারা তাঁহার মুখ দেখিতে পাইল না, কিন্তু মিঃ ব্লেক স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন তাহারা তাঁহার মুখ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে! তাহাদের চেষ্টা সফল না হওয়ায় হিরাম সেলিক অতঃপর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ইংরাজীতে বলিল, "মহাশয়, আপনার খবরের কাগজখানা মিনিটখানেকের জন্য আমাকে দেখিতে দিলে বড়ই বাধিত হইব।"

অন্য কেহ হইলে হিরাম সেলিকের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া ধরা পড়িয়া যাইত, কিন্তু মিঃ ব্লেককে চাতুর্য্যে পরাস্ত করা তাহার সাধ্য ছিল না; তিনি একটা নগণ্য দোকানদারের গোমস্তা, তিনি ইংরাজী ভাষা বুঝিতে পারিবেন ইহা সম্ভব নহে, এইজন্য তিনি সবেগে মাথা নাড়িয়া তাহাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন তাহার কথা তিনি বুঝিতে পারেন নাই!

হিরাম সেলিক তখন ওলন্দাজী ভাষায় সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিল। এবার তিনি সেই ভাষায় তাহাকে উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে কাগজখানির অন্তরাল-সংরক্ষিত দর্পণখানি সে দেখিয়া ফেলিবে ভাবিয়া তিনি ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "এই কাগজখানা দেখিবেন? ইহা আপনাকে দেখিতে দিতে আমার কোন আপত্তি নাই; তবে একটু অপেক্ষা করুন, আমি যে প্যারাটি পড়িতেছি, তাহা শেষ করিয়া লই।"

হিরাম সেলিক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার যায়গায় ফিরিয়া গেল। মিঃ ব্লেক ক্ষিপ্রহস্তে আয়নাখানি ভাঁজ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে পকেটে ফেলিলেন, তাহার পর কাগজখানি সহ দক্ষিণ হস্ত হিরাম সেলিকের দিকে প্রসারিত করিলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন হিরাম সেলিক ও তাহার সঙ্গীদ্বয় তাঁহাকে সন্দেহ করিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাঁহার মুখ দেখিলেও, তিনি যে ওলন্দাজ নহেন—

ইহা বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস ছিল ; সুতরাং কাগজখানি দেওয়ার সময় তাহারা আড়চোখে তাঁহার মুখ দেখিয়া লইলেও, তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিলেন না। অতঃপর কি ঘটে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল হইল ; এইজন্য তিনি মদের নেশার ভান করিয়া মুদিত নেত্রে বসিয়া রহিলেন, এবং যেন নিদ্রাঘোরেই তাঁহার মাথা বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল ! তাঁহার চক্ষু মুদিত থাকিলেও তাঁহার কর্ণ সজাগ রহিল।

হিরাম সেলিকের সঙ্গীদ্বয় দুই একটি কথার পর জহরত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিল। উৎসাহে ও কৌতূহলে মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল ; তিনি উৎকর্ণ হইয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহাদের পরামর্শ শুনিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হীরক-নেকলেস্ কোথায়

হিরাম সেলিকের একজন সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "নেকলেস্ ছড়াটা এখন কোথায় ?"—প্রশ্নকর্ত্তার বয়স প্রায় চল্লিশ ; ছিপ্‌ছিপে, লম্বা, মুখে ছুচলো দাড়ি, চক্ষুদুটি ক্ষুদ্র, কিন্তু উজ্জ্বল, যেন ধূর্ত্ততামাখা।

সেলিক বলিল, "এখনও ইংলণ্ডেই আছে। এসেক্স জেলায় একটা জলার ধারে এরোপ্লেনের ষ্টেশন আছে ; সেখানে একটি ট্রেঞ্চে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, যে স্থান হইতে রিংউড ও তাহার ভগিনী এরোপ্লেনে উঠিয়া হল্যাণ্ডে পলাইয়া আসিয়াছিল—এ সেই স্থান ! যদি তিনি এ সংবাদ পূর্ব্বে জানিতেন, তাহা হইলে কি মজাই হইত !

পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, "আর কত দিন সেখানে তাহা থাকিবে ?"

সেলিক বলিল, "সুযোগ হইলেই তাহা স্থানান্তরিত করা হইবে। আমরা দুই একজন গিয়া তাহা এখানে লইয়া আসিব। ইতিমধ্যে উহা বিক্রয়ের সকল বন্দোবস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে। আমার বখ্‌রার টাকাগুলা এখন নির্ব্বিঘ্নে হাতে আসিলে বাঁচি !"

ইহার পর তাহারা একবার সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া গলার আওয়াজ এত খাটো করিল যে, মিঃ ব্লেক তাহাদের আর কোন কথা শুনিতে পাইলেন না ; কিন্তু সেজন্য তাঁহার আক্ষেপ হইল না। তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই যথেষ্ট। এই নেকলেস্ই যে লর্ড লিন্‌ডেলের সিন্দুক হইতে অপহৃত হীরক-নেকলেস্, এবিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু তাহা যে আর অধিক দিন সেখানে থাকিবে না, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন। শীঘ্রই তাহা বিক্রয়ের জন্য আমষ্টার্ডাম নগরে আনীত হইবে, এবং বিক্রয়ের পূর্ব্বে হীরকগুলি নেকলেস্ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। হীরকগুলি খণ্ড খণ্ড হইলে তাহাদের পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হইবে বুঝিয়া, মিঃ ব্লেক বড়ই উৎকণ্ঠিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "উহারা সেখানে গিয়া হস্তগত করিবার পূর্ব্বেই তাহা সরাইয়া ফেলিতে হইবে। অন্যের সাহায্যে ইহা সম্ভব হইবে না, আমাকে কালই ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইবে। আমার এরোপ্লেনখানি এখানে থাকিলে আজ রাত্রেই উড়িয়া যাইতাম।—কিন্তু আজ রাত্রে এখানে কোন এরোপ্লেন হঠাৎ ভাড়া পাইবার আশা নাই, অগত্যা কাল সকালের ট্রেণে যাত্রা করাই নিরাপদ।"

এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তিনি জৃম্ভণ করিয়া চক্ষু মেলিলেন, চারিদিকে চাহিয়া ঘড়ি খুলিলেন, এবং এতক্ষণ ঘুমাইয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছেন—এইরূপ ভাব দেখাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। সেলিক তাহার সঙ্গীদ্বয়ের সঙ্গে তখনও মদ গিলিতেছিল। তিনি আড়চোখে তাহাদের দিকে চাহিয়া সেই আড্ডা ত্যাগ করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে মিঃ ব্লেক স্মিথ ও টাইগার সহ হারউইচ্‌গামী জাহাজ ধরিবার জন্য রেলট্রেণে রটারডাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে জাহাজ ইংলণ্ডের বন্দরে উপস্থিত হইলে তাঁহারা জাহাজ হইতে নামিয়া অদূরবর্ত্তী মোটরের আড্ডায় উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন "লণ্ডনে পরে যাইলেই চলিবে। চল আগে আমরা নেকলেসের সন্ধানে এসেক্সে এরোপ্লেনের ষ্টেশনে যাই। তাড়াতাড়ি একখানি মোটর ভাড়া করিয়া তাহাতেই যাই চল।"

সেখানে মোটর ভাড়া পাওয়া কঠিন হইল না ; তাঁহারা একখানি বেগবান মোটর ভাড়া করিয়া ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে চলিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট পল্লীতে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু ব্লেক প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত এরোপ্লেনের ষ্টেশনে না গিয়া স্থানীয় থানায় পদার্পণ করিলেন।—

সৌভাগ্যক্রমে ইন্‌স্পেক্টর সেলিং তখন থানাতেই ছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বড়ই খুসী হইলাম; কোন নূতন সংবাদ আছে কি ?'

মিঃ ব্লেক সঙ্ক্ষেপে তাঁহার আমষ্টার্ডাম-ভ্রমণের কাহিনী ইন্‌স্পেক্টরের গোচর করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর অখণ্ড মনোযোগসহকারে সেই লোমহর্ষণ বিবরণ শ্রবণ করিলেন। সকল কথা শুনিয়া তিনি ব্লেককে বলিলেন,—"তাহা হইলে এখানে তুমি চোরা নেকলেসের উদ্ধারের আশায় আসিযাছ ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ওলন্দাজটার কথা শুনিয়া আশা হইয়াছে এরোপ্লেনের সাবেক ষ্টেশনেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। একটা ট্রেঞ্চের মধ্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহা না কি লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু তোমার আশা পূর্ণ হইবে কি না সন্দেহ; আজ সকালে তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই দস্যুদলের দুইজন লোককে সেই ষ্টেশনের কাছে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "কিরূপে আসিল ? তাহারা কোন্ দিকে গিয়াছে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাহারা এরোপ্লেনে উড়িয়া আসিয়াছিল, আবার এরোপ্লেনেই চম্পট দিয়াছে! বোধ হয় আমষ্টার্ডামেই ফিরিয়া গিয়াছে। তাহারা কিছু দূরে এরোপ্লেন রাখিয়া আসিয়াছিল। আমার কনষ্টেবলেরা প্রথমে তাহা জানিতে পারে নাই; দুইজন কনষ্টেবল পরে তাহাদের সন্ধান পাইয়া ষ্টেশনেই তাহাদের অন্বেষণ করিয়াছিল। কনষ্টেবল পেনিংটন তাহাদিগকে একটি 'ট্রেঞ্চের' ভিতর হইতে বাহির হইতে দেখিয়াছিল। সে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইলে একবেটা ডাকাত রিভলবার তুলিয়া তাহাকে গুলী করে! সে তখন দশ বার হাত দূরে ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পেনিংটন কি আহত হইয়াছে ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "হাঁ, কিন্তু আঘাত সাংঘাতিক নহে; গুলীটা তাহার পায়ে লাগায় সে চলৎশক্তিহীন হইয়াছিল। গুলী খাইয়াই সে বসিয়া পড়ে, সেই সময় কনষ্টেবল র‍্যামজে দৌড়াইতে দৌড়াইতে সেখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু দস্যুদ্বয় অন্যদিক দিয়া পলায়ন করিল। তখনও বেশ অন্ধকার ছিল, র‍্যামজে আর তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না; কয়েক মিনিট পরে তাহারা এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "খদটা কি রকম ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "অনেকটা ট্রেঞ্চের মত; জর্ম্মান জেপেলীনের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য আমাদের এরোপ্লেনের কর্ম্মচারীরা এই খদে আশ্রয় গ্রহণ করিত। পেনিংটন তাহাদের সন্ধান পাইবার পূর্ব্বেই বোধ হয় তাহারা সেখানে লুকাইয়াছিল। আমি সেই খদের ভিতর নামিয়া তাহা পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই; হাতে বিস্তর জরুরি কায ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেটারা আমাকে বড় ফাঁকি দিয়াছে; নেকলেস্ ছড়াটা লইয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই; তথাপি খদটা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই। আমাদের সঙ্গে যাইতে পারিবে না ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "চল, কিন্তু গিয়া কোন ফল হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমিও তাহা জানি, তবু যদি কোন রহস্যের সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর সহ খদের নিকট উপস্থিত হইলেন, স্মিথও তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। মিঃ ব্লেক প্রথমে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু স্মিথ চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তা, এখানে কতকগুলি পদচিহ্ন দেখিতেছি! এ ত আমাদের পায়ের চিহ্ন নহে!"

মিঃ ব্লেক সাবধানে অগ্রসর হইয়া সেই সকল পদচিহ্ন পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় ইন্‌স্পেক্টর একটি গর্ত্তের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। মিঃ ব্লেক তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ গর্ত্তটি যেন আজই খোঁড়া হইয়াছে, টাট্‌কা মাটী তোলা!—আমার বোধ হয় নেকলেস্-ছড়াটা এইখানেই লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। শয়তানেরা তাড়াতাড়িতে গর্ত্তটা বুঁজাইবারও অবসর পায় নাই।—দেখি, টাইগার কিছু খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে কি না।"

মিঃ ব্লেক টাইগারকে ইঙ্গিতে কি আদেশ করিলেন, টাইগার তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সম্মুখস্থ পদদ্বয় দ্বারা সেই স্থান আঁচড়াইতে লাগিল; কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক সেই দিকে চাহিয়া আগ্রহ ভরে বলিলেন, "কি একটা দেখা যাইতেছে না ?"

তিনি টাইগারকে সরাইয়া দিয়া উভয় হস্তে

সেই স্থানের নরম মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন ; কয়েক ইঞ্চি নীচে একটি কৃষ্ণবর্ণ মখমলের বাক্স দেখিতে পাওয়া গেল। মিঃ ব্লেক টানিয়া তুলিলেন। বাক্সটা কি শূন্যগর্ভ? তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে কম্পিত হস্তে তাহার ডালা খুলিলেন।

বাক্সের চাবি তাহার গায়েই লাগান ছিল, সুতরাং বাক্স খুলিতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইল না। বাক্সের ভিতর দুইটি খোপ ছিল, খোপ দুইটির স্বতন্ত্র আবরণ ছিল ; সেই আবরণদ্বয় টানিয়া তুলিয়া দেখা গেল—খোপের ভিতর কিছুই নাই! এই খোপ দুইটি একখানি ডালায় বসান ছিল। ডালার নীচে আর একটি খোপ আছে অনুমান করিয়া মিঃ ব্লেক সেই ডালাটি টানিয়া তুলিলেন। তৎক্ষণাৎ সকলের মুখ হইতে অস্ফুট হর্ষধ্বনি যুগপৎ উত্থিত হইল। সুবর্ণশৃঙ্খলে গ্রথিত শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র হীরকখণ্ডগুলিতে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া মুহূর্ত্তে যেন উজ্জ্বল বিদ্যুৎপ্রবাহের বিকাশ করিল! মিঃ ব্লেক আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, "জয় জগদীশ্বর! ইহাই লর্ড লিন্‌ডেলের ভুবন-বিখ্যাত হীরক-নেকলেস্!"

স্মিথ সহর্ষে বলিল, "কি সৌভাগ্য! কর্ত্তা, পাওয়া গেল?—আমাদের সকল পরিশ্রম সফল হইল। আয় রে টাইগার! তোর মুখে চুমা খাই, তুই-ই এ বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিস্!"

মিঃ ব্লেক নেকলেসছড়াটি হাতে লইয়া সতর্কভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল।

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি, ব্লেক!—তোমাকে হঠাৎ এরূপ অন্যমনস্ক দেখিতেছি কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পাগল! বেটাদের কি পাগল বলিয়া মনে হয় না? তাহারা নেকলেস ছড়াটা লইয়া যাইবার জন্য আমষ্টার্ডাম হইতে উড়িয়া আসিল, খদে নামিল, একজন কন্‌ষ্টেবলকে জখম করিয়া এরোপ্লেনে উঠিয়া চম্পট দিল, অথচ নেকলেস্ ছড়াটা বাক্স সমেত ফেলিয়া গেল! কেবল তাহাই নহে, আমাদের কায সহজ করিবার জন্য বাক্সে চাবি পর্য্যন্ত লাগাইয়া রাখিয়া গেল, পাছে বাক্স খুলিতে কষ্ট হয়!"

স্মিথ বলিল, "তাহারা ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া গিয়াছে—এরূপ সন্দেহের কারণ কি? সম্ভবতঃ তাহারা বাক্সটি হাতে পাইবার পূর্ব্বেই পুলিশের তাড়া খাইয়া তাড়াতাড়ি পলাইয়াছে। তাহারা পাগল কি না, সে কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন ; নেকলেস্ ত পাওয়া গিয়াছে। চলুন এখন লণ্ডনে ফিরিয়া যাই। লর্ড লিন্‌ডেল এই সুসংবাদে বোধ হয় আনন্দে নৃত্য করিবেন।"

মিঃ ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হাঁ, এইরূপই আশা করিতে পারি। এখন চল বাড়ী যাই। লর্ড লিন্‌ডেলের কিরূপ আনন্দ হয়—দেখা যাইবে।"

স্মিথ দেখিল মিঃ ব্লেকের যেন স্ফূর্ত্তি নাই, কি একটা ভার যেন তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে! সে বলিল, "কর্ত্তা আপনি কি ভাবিতেছেন বলিবেন না? আপনাকে চিন্তাকুল বোধ হইতেছে, ইহার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে কথা তোমার এখন শুনিবার আবশ্যক নাই ; শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে।"

স্মিথ বলিল, "সে কি! আপনি আমার নিকট কোন কথা গোপন করেন না, আর আজ একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন! এ কি রহস্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেলের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইলেই তুমি তাহা জানিতে পারিবে। হয় ত আমার সন্দেহ অমূলক। আমার সকল সন্দেহই কি তোমাকে বলি স্মিথ!"—তিনি পুনর্ব্বার নীরব হইলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

জটিল সমস্যা

মিঃ ব্লেক লণ্ডনে পদার্পণ করিয়া প্রথমেই লর্ড লিন্‌ডেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন না। লর্ড লিন্‌ডেলের নেকলেস্ চুরির তদন্তভার ডিটেক্টিভ ইন্‌স্পেক্টর থে্লের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল ; সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে অপহৃত নেকলেস্ লর্ড লিনডেলের হস্তে প্রত্যর্পণ করা তিনি সঙ্গত মনে না করিয়া প্রথমেই ইন্‌স্পেক্টর থে্লের সহিত সাক্ষাতের জন্য স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন। সেখানে ইন্‌স্পেক্টর থে্লের সহিত তাঁহার দেখা হইল।

ইন্‌স্পেক্টর থে্ল মিঃ ব্লেকের সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং অপহৃত

নেক্‌লেস্ দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তখনই তিনি মিঃ ব্লেক ও স্মিথকে সঙ্গে লইয়া বার্কলে স্কোয়ারে যাত্রা করিলেন।

লর্ড লিন্‌ডেল তখন গৃহেই ছিলেন; তিনি আহার শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ইন্‌স্পেক্টর থে্ল ও মিঃ ব্লেকের কার্ড পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে তাঁহার উপবেশন-কক্ষে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বড়ই আনন্দিত হইলাম। আশা করি আপনাদের নিকট কোন নূতন সংবাদ শুনিতে পাইব।"

ইন্‌স্পেক্টর থে্ল বলিলেন, "হাঁ মহাশয়, সুসংবাদ আছে। মিঃ ব্লেকের আন্তরিক চেষ্টা যত্নে আপনার অপহৃত নেক্‌লেস্ পাওয়া গিয়াছে।"

লর্ড লিন্‌ডেল এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "পাওয়া গিয়াছে? কি সৌভাগ্য! আপনারা আমার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ রহিলাম। মিঃ ব্লেকের আন্তরিক চেষ্টা যত্ন ভিন্ন এই নেকলেস্ পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আশা ছিল না। মিঃ ব্লেক আপনি কি তাহা লইয়া আসিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক তাঁহার পকেট হইতে নেকলেস্ বাহির করিয়া লর্ড লিন্‌ডেলের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "দেখুন দেখি, ইহা আপনারই সেই নেকলেস্ কি না!"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "হাঁ, ইহা আমারই সেই অপহৃত নেকলেস্, অন্য কোন নেকলেস্ আমার নেকলেস্ বলিয়া ভ্রম হইবার আশঙ্কা নাই।"—তিনি নেকলেসের বিভিন্ন হীরকগুলি ক্রমে পরীক্ষা করিতে করিতে একখানি হীরকের দিকে চাহিয়া আর যেন দৃষ্টি ফিরাইতে পারিলেন না! তাঁহার চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল, এবং তাঁহার মুখ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিবর্ণ হইল।

ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "ব্যাপার কি মহাশয়! কোন খুঁত বাহির হইয়াছে কি?"

লর্ড লিন্‌ডেল যেন অন্যমনস্কভাবে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "খুঁত? খুঁত কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু এই হীরাখানা ফাটা কি ইহাতে কি যেন দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে।—আমার নেকলেসের কোন হীরার কিছুমাত্র খুঁত ছিল না, সকলগুলিই অতি দুষ্প্রাপ্য প্রথম শ্রেণীর হীরা।"

লর্ড লিন্‌ডেলের কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর থে্ল ও স্মিথ উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন, কেবল মিঃ ব্লেক অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ-ভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না।

ইন্‌স্পেক্টর থে্ল নেকলেস্ হাতে লইয়া সেই হীরকখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "হাঁ, হীরাখানি ফাটা বটে!"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আমার নেকলেসের প্রথমশ্রেণীর হীরায় এরূপ খুঁত থাকিতে পারে না, কোন হীরাই ফাটা ছিল না, ইহার এ খুঁত কিরূপে হইল? অথচ ইহা আমারই নেকলেস্, আমার নিজের জিনিস আমি চিনিতে পারি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার নেকলেস্, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই?

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "না, তবে এই হীরা-খানি সন্দেহজনক বোধ হইতেছে। মিঃ ব্লেক আপনি একথা বলিতেছেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে বাক্স মধ্যে নেকলেস্ পাওয়া গিয়াছে—সেই বাক্সটির অবস্থা দেখিয়া ও অন্যান্য কোন কোন কারণে আমার মনে হইয়াছিল আমি প্রতারিত হইয়াছি।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "প্রতারিত হইয়াছেন? আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহা আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারিব না, তবে আমষ্টার্ডামে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা শুনিলে আপনি আমার সন্দেহের কারণ—কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন।"—মিঃ ব্লেক আমষ্টার্ডামে নেকলেসের অনুসন্ধান করিতে গিয়া যে ভাবে বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা লর্ড লিন্‌ডেলকে সঙ্ক্ষেপে বলিলেন।

লর্ড লিন্‌ডেল সেই বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন, অবশেষে বলিলেন, "আপনার সন্দেহের কথা শুনিয়া আমার উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল। আমি এই নেকলেস্ জহরী লোরেণ থিয়ানকে না দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। জহরত চিনিতে সে অদ্বিতীয়; বিশেষতঃ আমার নেকলেস্ সে চিনিত। আমি এখনই হাটন গার্ডেনে যাইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় এতক্ষণ তাহার কারখানার ছুটী হইয়াছে, সেখানে গিয়া এখন তাহার দেখা পাইবেন কি না সন্দেহ।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "তবে কালই সেখানে যাইব। এই একখানি হীরার জন্যই আমার সন্দেহ, এখানি নিখুঁত হইলে কিছুমাত্র সন্দেহ আমার মনে স্থান পাইত না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কাল সকালে জহরী এই নেকলেস্ পরীক্ষা করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করে—দয়া করিয়া তাহা আমাকে জানাইবেন কি? আপনি কাল মধ্যাহ্নে আমার বাড়ীতে যাইলেই আমার সাক্ষাৎ পাইবেন।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই যাইব। আশাকরি আপনি শুনিতে পাইবেন এই নেকলেস্ আমারই সেই নেকলেস্, ঝুটা হীরা নহে; তবে এই ফাটা হীরাখানা সম্বন্ধে সে নিশ্চয়ই অনুকূল মত প্রকাশ করিবে না।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর থেমল লর্ড লিন্‌ডেলের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। পথে আসিয়া স্মিথ মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আমি আপনার মনের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু আপনি নেকালেসছড়াটা কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিলেন কেন?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিনডেলও কি সন্দেহ করেন নাই?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, আপনার সন্দেহের কথা শুনিয়া তিনি আপনার মতের সমর্থন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখনও তিনি স্পষ্ট কিছুই স্বীকার করেন নাই। আপনি উহা দেখিবামাত্রই—গম্ভীর হইয়াছিলেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ফাটা হীরাখানা সর্ব্বপ্রথমেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর হীরকে কখন কোন খুঁত থাকে না। কাল লর্ড লিন্‌ডেলের নিকট সকল কথা জানিতে পারিব।"

পরদিন বেলা বারটার সময় মিঃ ব্লেক লর্ড লিন্‌ডেলের গৃহে উপস্থিত হইলেন। লর্ড লিন্‌ডেলের মুখ দেখিয়াই মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিলেন তাঁহার আশঙ্কা অমূলক নহে। তথাপি তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জহরী লোরেণ থিয়ানের সঙ্গে সকালে দেখা করিতে গিয়াছিলেন?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "হাঁ, তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; সে যাহা বলিল, তাহাতে বুঝিলাম, আপনার সন্দেহ অমূলক নহে। এই নেকলেস্ আমার নেকলেসেরই নকল; ঝুটা হীরা দিয়া এরূপ কৌশলে এই জাল নেকলেস্ প্রস্তুত হইয়াছে যে, আসলে নকলে কোন প্রভেদ নাই। অন্ততঃ জহরী ভিন্ন এই প্রভেদ অন্য কেহ বুঝিতে পারিবে না। এই নকল হীরাগুলি শৈলস্ফটিকে (rock-crystal) নির্ম্মিত। ইহার মূল্য নিতান্তই অল্প।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় লর্ড লিন্‌ডেল! আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আমার অনুরোধে আপনি যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়াছেন, এজন্য আপনার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ রহিলাম; কিন্তু এই নেকলেস্ নকল হীরায় নির্ম্মিত, ইহা আপনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারিলেও বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই, ইহাই আমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময়ের বিষয়। আমি ইহার কারণ বুঝিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিনডেল, এই নেকলেস্ ঝুটা হীরায় গ্রথিত, ইহা আবিষ্কার করিয়া আমি এতই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম যে, আমার বিস্ময়ের অবসর হয় নাই। আমি নির্ব্বোধ শিশুর ন্যায় প্রতারিত হইয়াছি; প্রথম হইতেই দুর্ব্বৃত্তেরা এভাবে আমার চোখে ধুলা দিয়া আসিয়াছে যে, সে কথা স্মরণ করিয়া ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে; নিজের উপর আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে! বিস্ময়ের কথা আপনি কি বলিতেছেন?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আমি আপনার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। চেষ্টা যত্ন মাত্র মনুষ্যের সাধ্য, কিন্তু সাফল্য লাভ সর্ব্বত্র সুলভ নহে; সে জন্য কেন আপনি নিজেকে এ ভাবে ধিক্কার দিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার আত্মগঞ্জনার যথেষ্ট কারণ আছে; সকল ব্যাপারই আমি এখন সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতেছি। আমষ্টার্ডামে মদের আড্ডায় যে মার্কিণগুণ্ডাকে আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহারা বুঝিয়াছিল আমি তাহাদের গুপ্ত রহস্যের সন্ধান লইবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু আমি তাহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই! আমি মাতলামীর ভাণে যখন নিদ্রিতের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া বসিয়া ছিলাম—সেই সময় তাহারা আমার চাতুরী বুঝিয়া আপনার নেকলেস্ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। আমি মনে করিলাম তাহারা সত্যই আপনার নেকলেস্ এসেক্সের এরোপ্লেনষ্টেশনে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, আমার ভ্রান্তি উৎপাদনই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, আপনার ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া তাহাদের কি লাভ হইত? আপনার সাক্ষাতে তাহারা কি জন্যই বা এসকল কথার আলোচনা করিয়াছিল?—তাহাদের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়াই আমার ধারণা হইতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আদৌ অনাবশ্যক নহে, তাহারা বুঝিয়াছিল সে সময় আমাকে আমষ্টার্ডাম হইতে বিদায় করিতে না পারিলে নির্ব্বিঘ্নে তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি করা সম্ভব হইবে না।—এ বিষয়ে তাহারা কৃতকার্য্য হইয়াছিল।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "তাহারা বোধ হয় আশা করিয়াছিল তাহাদের এই চাতুরী আমিও বুঝিতে পারিব না, আমরা সন্দেহ ক্রমে কোন জহরীকে এই ঝুটা হীরার নেকলেস্ পরীক্ষা করিতে দিব—ইহাও সম্ভবতঃ তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। যদি ঝুটা হীরাখানি দেখিয়া সন্দেহ না হইত, তাহা হইলে সত্যই আমি এ নেকলেস্ জহরী দ্বারা পরীক্ষা করাইতাম না;—আমার নেকলেসের অনুকরণে এরূপ অপূর্ব্ব কৃত্রিম নেকলেস্ নির্ম্মিত হইতে পারে, ইহা না দেখিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমষ্টার্ডাম নগরে এরূপ সুদক্ষ শিল্পীর অভাব নাই। আপনার অপহৃত নেকলেসের পরিবর্ত্তে এই কৃত্রিম হীরার নেকলেস্ আপনার হস্তগত হয়, এই উদ্দেশ্যই তাহারা এসেক্সের এরোপ্লেনের ষ্টেশনে উহা লুকাইয়া রাখিয়া কৌশলে সেই সংবাদ আমাকে জানাইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের অন্য উদ্দেশ্যেও সিদ্ধ হইয়াছিল; আমি হঠাৎ আমষ্টার্ডাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "এখন বুঝিলাম যে দুইজন এরোপ্লেনে পলায়ন করিয়াছে, তাহারা এই কৃত্রিম নেকলেস্ লুকাইয়া রাখিতে আসিয়াছিল; আসল নেকলেস্ কোন দিনই সেখানে ছিল না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহাই মনে হয়। আমি এরোপ্লেনের ষ্টেশনে শীঘ্রই উপস্থিত হইব বুঝিয়া তাহারা সেই রাত্রেই এরোপ্লেনে সেখানে গিয়া খদের ভিতর ইহা লুকাইয়া রাখিয়াছিল; পুলিশ যখন তাহাদের সন্ধান পাইয়াছিল, তখনই খদের ভিতর প্রোথিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আমার নেকলেস্ কি এখনও আমষ্টার্ডামে আছে মনে হয়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "একথা বলা অত্যন্ত কঠিন। হয়-ত ইত্যবসরে তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়াছে। আমি অবিলম্বে আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার নেকলেসের সন্ধান লইবার চেষ্টা করিব; তবে দস্যুরা তিনজন পুলিশ খুন করায় ও আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় ধরা পড়িবার ভয়ে হল্যাণ্ড হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছে কি না অনুমান করা অসম্ভব।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান মিথ্যা নহে; তিনি লর্ড লিন্‌ডেলের নিকট বিদায় গ্রহণের অব্যবহিত পরেই আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া বহু অনুসন্ধানেও রিংউড, সেলিক প্রভৃতিকে দেখিতে পাইলেন না; কয়েক দিন ধরিয়া তিনি ছদ্মবেশে রাজধানীর সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাহারা ধরা পড়িবার আশঙ্কায় আমষ্টার্ডাম হইতে ব্রাসেল্‌স, প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন প্রভৃতি বিভিন্ন রাজধানীতে পলায়ন করিয়াছে কি না, তাহাও তিনি স্থির করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক অগত্যা আমষ্টার্ডামের পুলিশের হস্তে তাহাদের সন্ধানের ভার অর্পণ করিয়া পুনর্ব্বার লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন।

মিঃ ব্লেক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "সকল চেষ্টাই বিফল হইল স্মিথ! দস্যুদল আমাদের চোখে ধূলা দিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। আমাদিগকে নূতন পথে অগ্রসর হইতে হইবে; নূতন প্রণালীতে তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আবার ঢালিয়া সাজিতে হইবে? এবার কোন্ পথে চলিবেন মনে করিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আর্ল লিন্‌ডেলের পুত্র লর্ড মার্সডনের আরোগ্যের উপর তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তিনি সুস্থ হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই এরূপ কোন সন্ধান দিতে পারিবেন - যাহার সাহায্যে রহস্যভেদ অপেক্ষাকৃত সহজ হইতেও পারে। হতভাগ্য রাল্‌ফ মেরিক ও তাহার প্রণয়িনী মিলির কোন উপকার করিতে পারিলে আমি বড়ই সুখী হইতাম; কিন্তু প্রকৃত অপরাধীরা ধরা না পড়িলে রাল্‌ফের অনুকূলে কোন চেষ্টাই সফল হইবে না। পুলিশ কাহাকেও অপরাধী সন্দেহে গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাহারা কি ভাবে আসামীর বিরুদ্ধে মামলা সাজাইয়া তোলে, তাহা ত তোমার অজ্ঞাত নহে।"

স্মিথ বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর থেল এই চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে অপহৃত নেকলেস্-সংক্রান্ত সকল কথাই বলিয়াছেন, তাহা

শুনিয়াও কি তিনি রিংউড ও তাহার দলের লোক ভিন্ন অন্য কাহাকেও অপরাধী মনে করিবেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু রিংউডের দলের সকল লোকেরই ত সন্ধান হয় নাই ; রাল্‌ফ মেরিকের সহিত তাহাদের সংস্রব আছে—এ ধারণা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই।—রাল্‌ফ মেরিক জেল খালাসী আসামী ; তাহার উপর, তাহার নিকট যে চোরা ব্যাঙ্ক-নোটখানি পাওয়া গিয়াছে—তাহা তাহার প্রতিকুলে একটা প্রকাণ্ড প্রমাণ, ইহা খণ্ডন করা সহজ নহে। সুতরাং তাহাকে নিরপরাধ সপ্রমাণ করিবার জন্যই আমি প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান করিতে এতদূর ব্যাকুল হইয়াছি। যদি লর্ড মার্সডন চেতনা লাভ করিয়া কথা বলিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার জবানবন্দী দ্বারা সুফলের আশা আছে। চল আমরা বার্কলে স্কোয়ারে তাঁহাকে দেখিতে যাই।"

মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ বার্কলে স্কোয়ারে লর্ড লিন্‌ডেলের গৃহে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা লর্ডের সম্মুখে নীত হইলেন। লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আর কোন নূতন সংবাদ আছে কি, মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না মহাশয়, আমি আমষ্টার্ডামে প্রত্যাগমন করিয়া দস্যুদলের আর কোন সন্ধান পাই নাই, সম্ভবতঃ তাহারা ফেরার হইয়াছে।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "তাহা হইলে বোধ হয় নেকলেস্ উদ্ধারের আশা ত্যাগ করিয়াছেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, সে আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করি নাই ; তবে আমাদিগকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে। এইজন্য কিরূপে দস্যুরা আপনার সিন্দুক হইতে নেকলেস্ অপহরণ করিল, এবং আপনার পুত্রই বা কি ভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাহা জানা আবশ্যক।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "এই কক্ষ হইতেই নেকলেস্ চুরি হইয়াছিল ; ঐ দেখুন সেই সিন্দুক।"

মিঃ ব্লেক সিন্দুকটির নিকট গিয়া তাহা পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর লর্ড লিন্‌ডেলকে বলিলেন, "এই সিন্দুকের চাবি আপনার কাছেই থাকে ত ?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "হাঁ, উহার চাবি আমার কাছেই আছে. আমি তাহা আমার ডেস্কের দেরাজে আবদ্ধ রাখিয়াছি ; কারণ, সিন্দুকের চাবি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখা সম্ভব নহে। আমি দুর্ঘটনার দিন অপেরায় যাইবার সময়েও ইহার চাবি আমার ডেস্কের দেরাজেই রাখিয়া গিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সেদিন আপনি বলিয়াছিলেন, অপেরা দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া এই কক্ষে আসিয়া আপনার সিন্দুক খোলা দেখিয়াছিলেন ; তখন কি আপনার দেরাজও যথানিয়মে চাবি দিয়া বন্ধ করা ছিল ?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "সে কথা সত্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অথচ আপনি সিন্দুক চাবি দিয়াই খোলা দেখিয়াছিলেন ! সিন্দুকের দ্বিতীয় কোন চাবি আছে কি ?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "না, ইহার অন্য কোন চাবি নাই। কেবল তাহাই নহে, সিন্দুক-নির্ম্মাতা আমাকে বলিয়াছিল—তাহারা ভিন্ন অন্য কোন কামার ইহার চাবি প্রস্তুত করিতে পারিবে না !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তথাপি চাবি দিয়া ইহা খোলা হইয়াছিল, এবং নেকলেস্ চুরির পর দেরাজও বন্ধ ছিল ?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "হাঁ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য ; কিন্তু কিরূপে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, ইহা বড়ই বিস্ময়কর রহস্য !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিস্ময়কর রহস্য বটে, কিন্তু দুর্ভেদ্য নহে।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আপনি কি এই রহস্যভেদ করা সম্ভব মনে করেন ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। এই সিন্দুকের চাবি যদি দেরাজে না থাকে, তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে বাধ্য যে, আসল চাবি দিয়াই সিন্দুক খোলা হইয়াছে।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "কিন্তু আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি সিন্দুকের চাবি দেরাজে বন্ধ থাকে, দেরাজের চাবি সর্ব্বদাই আমার পকেটে থাকে। আমার দেরাজ হইতে সিন্দুকের চাবি কিরূপে বাহিরে আসিল ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অগ্রে আপনার দেরাজের চাবিটা দেখি।"

লর্ড লিন্‌ডেল দেরাজের চাবি মিঃ ব্লেকের হস্তে প্রদান করিলেন, তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার দেরাজের এই চাবির অনুরূপ চাবি প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "তাহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে ? আমার দেরাজে অনেক মূল্যবান দলিলপত্র থাকে বলিয়া আমি দেরাজের চাবি সর্ব্বদা

নিজের কাছেই রাখি; ইহা আমার পকেটে থাকে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আপনার পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সময় পকেট হইতে চাবিটা অল্প কালের জন্যও অন্যের হস্তগত হইতে পারে।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "হাঁ, আমার সর্দ্দার খানসামা রবার্ট এস্‌কুমের হস্তগত হইতে পারে—ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু গত বিশ বৎসর যাবৎ সে আমার সংসারে চাকরী করিতেছে, আমার সর্ব্বস্বই তাহার হস্তে বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারি—এই চাবি ত তুচ্ছ সামগ্রী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার ভৃত্য এস্‌কুম নিশ্চয়ই সন্দেহের অতীত; আপনার দেরাজের চাবি কি আর কাহারও হাতে পড়িবার আশঙ্কা ছিল না?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার পুত্র লর্ড মার্সডন?"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লর্ড লিন্‌ডেল সক্রোধে বলিলেন, "মিঃ রবার্ট ব্লেক; আপনি বিজ্ঞ ও সুবিবেচক বলিয়া আপনার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হয় এরূপ কোন কথা আপনার বলা উচিত নয়। আমার পুত্র ওরূপ কোন অপরাধ করিতে পারে—এ ধারণা আপনার মনে স্থান পাইল,—ইহা বিস্ময়ের কথা বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না মহাশয়, আমার মনে এ ধারণা স্থান পায় নাই, লর্ড মার্সডন কোন অপরাধজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপন করিবেন, ইহা সম্ভব নহে।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "তবে আমার দেরাজের চাবির প্রসঙ্গে তাহার নাম উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—"কোন দুরভিসন্ধি না থাকিলেও তিনি আপনার দেরাজের অন্য একটি চাবি প্রস্তুত করাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারেন। ইহা অপরাধের কার্য্য বলিয়া মনে করি না।"

লর্ড লিন্‌ডেন বিরক্তি-ভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমার অজ্ঞাতসারে আমার দেরাজের অন্য একটি চাবি প্রস্তুত করাইয়া সে নিজের কাছে রাখিবে, ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে—অথচ তাহার এই কায আপনি অবৈধ মনে করেন না? এ কিরূপ যুক্তি, বুঝিতে পারিলাম না! বিশেষতঃ, আমার দেরাজের চাবি তাহার কাছে আছে—এরূপ সন্দেহই বা কেন আপনার মনে স্থান পায়?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিনডেল, আমি আপনার যুক্তিরই সমর্থন করিয়াছি, নিজে কিছুই অনুমান করিয়া লই নাই। আপনি বলিয়াছেন, আপনার দেরাজের চাবি আপনার ব্যতীত আরও দুইজনের হস্তগত হইতে পারে; প্রথম আপনার সর্দ্দার খানসামা, দ্বিতীয় আপনার পুত্র। আপনি বলিয়াছেন—আপনার সর্দ্দার খানসামা সন্দেহের অতীত; সুতরাং আপনার পুত্র সেই চাবি বা তাহার অনুরূপ চাবি দ্বারা দেরাজ খুলিয়াছিলেন,—এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আমার কথা শুনিয়া আপনি বিরক্ত হইবেন না; যদি আপনার পুত্রদ্বারাই দেরাজ খোলা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে হয়ত ইহাও প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, তিনি কোন দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করেন নাই।—এখন বলুন, আপনার পুত্র কেমন আছেন?"

লর্ড লিন্‌ডেন বলিলেন, "আজ সে ভালই আছে; তবে আঘাতটা গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া, সে এখনও সেই ধাক্কা সম্পূর্ণরূপে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারে নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি কি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পাই না?"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "তা পাবেন; কিন্তু আপনি তাহাকে এই চাবি সংক্রান্ত কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না কি? এ কথায় সে মনে অত্যন্ত আঘাত পাইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, আমি ততদূর বর্ব্বর নহি; এই দুর্ঘটনার প্রসঙ্গে তাঁহাকে দুই একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিব, তাঁহার মনে আঘাত লাগে, এরূপ কিছুই বলিব না।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে তাহার শয়ন-কক্ষে চলুন; কিন্তু আপনি তাহার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার সহিত আলাপ করিবেন।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাক কেন?

লর্ড মার্সডন তাহার শয়ন-কক্ষে একখানি কৌচে শায়িত ছিল; তাহার বয়স কুড়ি একুশ

বৎসরের অধিক নহে। দেহ ক্ষীণ, মুখের ভাব রমণীমুখসুলভ। আঘাতজনিত যন্ত্রণায় সে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়াছিল।

লর্ড লিন্‌ডেল ও মিঃ ব্লেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সে ম্লান হাস্যে তাহার পিতাকে অভিবাদন করিল। লর্ড লিন্‌ডেল মিঃ ব্লেককে তাহার সহিত পরিচিত করিবার জন্য বলিলেন, "তুমি নিশ্চয়ই এই ভদ্রলোকের নাম শুনিয়াছ; ইনি সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক। অপহৃত হীরক-নেক্‌লেস্ উদ্ধারের ভার আমি ইঁহারই হস্তে অর্পণ করিয়াছি। ইনি চোর ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন; তোমাকে দুই-একটি কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।"

যুবক ক্ষীণ স্বরে বলিল, "উনি চোর ধরিতে পারেন ভালই, সেজন্য আমাকে জেরা করা কেন? পুলিশ ত এ ভার পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছে। শুনিয়াছি তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা যত্নও করিতেছে,—তবে আবার অন্য লোক নিযুক্ত করিবার আবশ্যক কি?"—তাহার মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "লর্ড মার্সডন, এই রহস্যভেদের জন্য আমাদের সকলেরই অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে; আপনার সহায়তায় কিছু ফল হইতেও পারে ভাবিয়া আপনাকে একটু বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি; আমাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করাই আপনার কর্ত্তব্য।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আমি কি চোর বেটাদের দেখিয়াছি যে, আপনাকে সাহায্য করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার কথায় বুঝিতেছি চোর একজন নহে; একাধিক লোক চুরি করিতে আসিয়াছিল।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "একাধিক! আমি কি তাহাই বলিয়াছি?—না, না, আমি একজনের বেশী লোক দেখি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, সেই লোকটার চেহারা কিরূপ বলুন।"

লর্ড মার্সডন বিরক্ত ভাবে বলিল, "আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই, আপনি কেন আমাকে জেরা করিতেছেন? বাবা, উঁহাকে বল আমি এ সকল জেরার উত্তর দিতে পারিব না, আমি কিছুই জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি আপনাদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই আপনাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইতেছেন কেন? যে ব্যক্তি আপনাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে আপনি কি কোন কথাই বলিতে পারিবেন না?"

লর্ড মার্সডন সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, একদম কিছুই বলিতে পারিব না; আমি কিছুই জানি না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনার সহিত কাহারও শত্রুতা আছে কি? কাহাকেও আপনার সন্দেহ হয়?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "না মহাশয়, কাহারও সহিত আমার শত্রুতা নাই, কাহাকেও সন্দেহ করিবার কোন কারণও নাই; এ সাধারণ চুরি মাত্র, চোর চুরি করিতে আসিয়া আমাকে ঘরে দেখিয়া আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। ইহার অধিক আমার কিছুই বলিবার নাই। আপনি অনন্তকাল ধরিয়া জেরা করিলেও ইহার অধিক কিছুই আমি বলিতে পারিব না—পারিব না, পারিব না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে নিষ্কৃতি করুন।"

লর্ড লিন্‌ডেল মিঃ ব্লেককে বলিলেন, "দেখুন, আমার ছেলে কিছুই জানে না; উহাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহাই ত দেখিতেছি! কিন্তু আমি এখনও আশা ত্যাগ করি নাই।"

মিঃ ব্লেক লর্ড লিন্‌ডেলের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; তিনি স্মিথকে বলিলেন, "লর্ড মার্সডন অনেক কথাই জানে, কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহা গোপন করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "কিরূপে বুঝিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া। —যে সত্যই ঘুমায় তাহার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারি; কিন্তু যে নিদ্রার ভাণ করে, তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করা অসম্ভব।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু জানিয়া শুনিয়া তিনি একথা গোপন করিলেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহা জানিতে পারিলে রহস্য ভেদ করা সহজ হইবে! লর্ড মার্সডন তাহার আততায়ীকে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিয়াছিল; কিন্তু সে কোন কারণে তাহার নাম প্রকাশ করিবে না।"

স্মিথ বলিল, "আততায়ীর নাম গোপন করিবার কারণ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমিই অনুমান কর।"

স্মিথ বলিল, "না, ইহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই ব্যাপারে কোন যুবতীর সংস্রব আছে। রমণীঘটিত কাণ্ড কেহ স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে চাহে না।"

স্মিথ বলিল, "এই ব্যাপারে রমণীর সংস্রব আছে? কে সেই যুবতী?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ক্রমে তাহা জানিতে পারিবে; তখন বুঝিতে পারিবে আমার অনুমান মিথ্যা নহে।"

কিন্তু কয়েকদিন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াও মিঃ ব্লেক এই চৌর্য্য-ব্যাপারে কোন রমণীর সংস্রব আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। কয়েক দিন পরে মিলি উইলসন মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিল। মিলি তখন মিসেস্ লক্উয়ার নাম্নী মহিলার সংসারে চাকরী করিতেছিল; তাহার তেমন অবসর না থাকিলেও সে মধ্যে মধ্যে মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিত।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, মিলির মুখ বিশুষ্ক হইলেও তাহার চক্ষুদুটি যেন জ্বলিতেছে!—তিনি তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "মিলি, তোমার মুখ দেখিয়া মনে হইতেছে—তোমার যেন বিশেষ কিছু বলিবার আছে।"

মিলি বলিল, "আমি ইরেণী রিংউডকে দেখিতে পাইয়াছি! কিন্তু তাহাকে সশরীরে দেখি নাই; আমি মিসেস্ লক্উয়ারের সহিত আজ বৈকালে নাটিংহিলে 'সিনেমা' দেখিতে গিয়াছিলাম; তাহাতে একখানি মার্কিন নাটকের অভিনয় কালে যে নায়িকার মূর্ত্তি দেখিলাম, তাহার নাম ষ্টেলা সেণ্ট মার্ভিন।—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মূর্ত্তি ইরেণী রিংউডের!—সেই কথা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে! সেই 'সিনেমা' কোম্পানীর ঠিকানা কি?"

মিলি বলিল, "নাটিংহিল্ গেট।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মূল্যবান সংবাদ বটে! আবার কবে 'সিনেমা' দেখান হইবে?"

মিলি বলিল, "আজই সন্ধ্যা ছয়টা হইতে আটটার মধ্যে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সন্ধ্যা পৌনে ছয়টার সময় নাটিংহিল গেটষ্টেশনের বাহিরে তোমার জন্য অপেক্ষা করিব; তুমি সেখানে যাইলে আমরা একত্র সিনেমা দেখিব।"

মিলি বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "স্মিথ, আজ নিশ্চয়ই রহস্য-ভেদের উপায় আবিষ্কৃত হইবে।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রঙ্গমঞ্চে

সেই দিন সন্ধ্যা ছয়টার সময় মিঃ ব্লেক রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইয়া যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন; তাঁহার একপাশে মিলি ও অন্য পাশে স্মিথ বসিয়া চিত্রে নাটকাভিনয় দেখিতে লাগিল।

নাটকখানি গীতি-নাট্য। নাটকের নাম "প্রেমের জয়"। নাটকের আখ্যায়িকা অত্যন্ত করুণ রসে পূর্ণ। একটি সরলা সুশীলা যুবতী কোন যুবককে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু একটি মায়াবিনী ছলনাময়ী 'পিশাচী' তাহার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইয়া তাহার প্রণয়ীকে বশীভূত করে। দীর্ঘকাল বহু কষ্ট সহ্য করিয়া অবশেষে প্রণয়িযুগলের মিলন হয়। মায়াবিনী পিশাচী তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়ীর হস্তে নিহত হয়। ইহাই নাটকখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। নানা বিচিত্র ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকখানি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক করা হইয়াছিল। মিলি উইলসন বলিয়াছিল মিস্ রিংউড ষ্টেলা সেণ্ট মারভিন নামে সেই মায়াবিনী পিশাচীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক অভিনয় দর্শন করিয়া মিলিকে বলিলেন, "তোমার অনুমান সত্য। এই যুবতীই ইরেণী রিংউড।"

স্মিথও মিঃ ব্লেকের উক্তির সমর্থন করিল। যথাসময়ে অভিনয় শেষ হইলে মিঃ ব্লেক রঙ্গমঞ্চের বাহিরে আসিয়া স্মিথকে বলিলেন, "ইরেণী রিংউড এই নাটকের অভিনয়ে যোগদান করায় আমার আশা হইয়াছে রহস্য ভেদ করা এখন তেমন কঠিন হইবে না।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু কিরূপেই বা তাহা সহজ হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি একটা কৌশল স্থির করিয়াছি। কিন্তু সেই কৌশল কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কোন কথা তোমাকে বলিব

না। আমার পরীক্ষার ফল শীঘ্রই তুমি জানিতে পারিবে।"

অনন্তর মিঃ ব্লেক মিলিকে বিদায় দান করিয়া বলিলেন, "স্মিথ, এই নাটকের 'ফিল্‌ম্‌' কাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছে?"

স্মিথ বলিল, "পিনাকল্‌ ফিল্‌ম্‌ কোম্পানী।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, আপাততঃ আমি এই 'সিনেমা'-কোম্পানীর ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার অফিসে গিয়া নামের কার্ড পাঠাইলে ম্যানেজার তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আমি পরম সৌভাগ্য মনে করি। আপনি নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন বশতঃ এখানে আসিয়াছেন, আমাকে কি করিতে হইবে বলুন। আপনি দয়া করিয়া আমাদের 'সিনেমা' দর্শন করিলে বড়ই সুখী হইব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি এ অনুরোধ করিবার পূর্ব্বেই আমি আপনাদের প্রদর্শিত চিত্রাভিনয় দেখিয়াছি, চিত্রগুলি বড়ই চমৎকার হইযাছে! শুনিলাম—পিনাকল্‌ ফিল্‌ম্‌ কোম্পানী ইহার নির্ম্মাতা; তাহাদের ঠিকানাটি দয়া করিয়া বলিবেন কি?"

ম্যানেজার বলিলেন, "নিশ্চয়ই; তাহাদের ঠিকানা ৩৯৯ নং জেরার্ড ষ্ট্রীট।"

মিঃ ব্লেক ম্যানেজারের নিকট বিদায় লইয়া স্মিথ সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি পরদিন প্রভাতে ৩৯৯নং জেরার্ড ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া উক্ত ফিল্‌ম্‌ কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ মিঃ ব্লেকের পরিচয় পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আমার নিকট আপনার কি আবশ্যক, দয়া করিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি গত রাত্রে 'সিনেমায়' "প্রেমের জয়" নামক একখানি নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি; তাহার 'ফিল্‌ম্‌' কি আপনারা প্রস্তুত করিয়াছেন?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "হাঁ, আমারই উহা সম্প্রতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নাটকখানি বড়ই সুন্দর। উহা আমার এতই ভাল লাগিয়াছে যে, আমি আপনাদের এই 'ফিল্‌ম্‌' এক রাত্রির জন্য ভাড়া লইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "ভাড়া লইবেন! কেন? ডিটেক্‌টিভগিরি ছাড়িয়া শেষে কি 'সিনেমা'র ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন? আপনি আপনার ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া এই নূতন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে আপনার লাভ হইবে কি না জানি না, কিন্তু দেশের বড়ই ক্ষতি হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সখের খাতিরে এই ফিল্‌ম্‌ একরাত্রির জন্য ভাড়া লইব; ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্য নাই।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ হাসিয়া বলিলেন, "কেবল সখের খাতিরে? কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে ইহা এক রাত্রির জন্য ভাড়া চাহিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য আমি আগ্রহ প্রকাশ করিব না, কারণ আপনি আপনার মনের কথা প্রকাশ করিবেন না, তাহা জানি। যাহা হউক, উহা আপনাকে ভাড়া দিতে আমার আপত্তি নাই, কবে চান?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজই পাইলে সুখী হই।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া ফিল্‌ম্‌ 'প্যাক' করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কয়েক মিনিট মধ্যে তাহা মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আনীত হইল। তখন মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "এই ত আপনার ফিল্‌ম্‌। আপনার আর কোন কথা আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আছে। 'প্রেমের জয়' নামক নাটকে ষ্টেলা সেণ্ট মারভিন নাম্নী একটি অভিনেত্রীর ভূমিকা আছে জানেন?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "নিশ্চয়ই; সেই চতুরা রসিকা অভিনেত্রীর কথা আমার বেশ মনে আছে। সেই যুবতী সুন্দরী বটে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সেই অভিনেত্রীর ঠিকানাটি আমাকে দয়া করিয়া বলিবেন কি?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "তাহার ঠিকানা ত আমার জানা নাই; এই ফিল্‌ম্‌ প্রস্তুতের পর সে আমাদের অফিসে একদিনও আসে নাই। সম্ভবতঃ সে এ পথ পরিত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু তাহার ঠিকানা জানিবার জন্য আপনার এত আগ্রহ কেন? গোয়েন্দাগিরিতে পরিশ্রান্ত হইয়া শেষে কি এই অপ্সরীর প্রেমে আপনার শ্রান্তি দূর করিতে আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "না মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ! যে বয়সে অভিনেত্রীর চটুল কটাক্ষ

পুরুষের মাথা ঘুরাইতে পারে—সে বয়স আমার আর নাই।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "বড়ই সুখের কথা! এ কথা বলিলাম কেন জানেন? কথাটা গোপনীয়—কিন্তু আপনাকে বলিতে বাধা নাই। এই যুবতী প্রেমের অভিনয়ে সুনিপুণ; সে অনেক তরলমতি ধনাঢ্য যুবকের মস্তক চর্ব্বণ করিয়া প্রচুর রস সঞ্চয় করিয়াছে। লণ্ডনের কতগুলি লক্ষপতির অকালকুষ্মাণ্ড বংশধর যে তাহার প্রেমের ফাঁদে পড়িযা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—তা আপনাকে ঠিক বলিতে পারিব না; তবে অল্পদিন পূর্ব্বে সে যে লর্ড মার্সডনের কচি মাথাটি গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছিল—এ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল স্পন্দিত হইল, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিয়া বলিলেন, "লর্ড মার্সডন?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "আর্ল অব্‌ লিন্‌ডেলের অতুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী বিশ বাইশ বৎসরের তরুণ যুবক; তাহাকে চেনেন না? বেচারা এই রূপসী শয়তানীর প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল, এ যাত্রা রক্ষা পায় কি না সন্দেহ! তবে এই প্রেম-লীলার সংবাদ অধিক লোকে জানে না; অন্ততঃ বুড়া আর্লের ইহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "ফিল্‌ম্‌ প্রস্তুতের সময় ষ্টেলাকে মধ্যে মধ্যে আমার কারখানায় আসিতে হইত, তাহার সঙ্গে আর্ল-নন্দনকে দুইদিন আসিতে দেখিয়া আসল ব্যাপারটা অনুমান করা কঠিন হইল না! শেষে ষ্টেলাকে আমার সন্দেহের কথা বলিলে, সে স্পষ্টই স্বীকার করিল, লর্ড মার্সডন তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে! বিবাহটা আর্লের অজ্ঞাতসারে গোপনে সুসম্পন্ন হইবে, ইহাও শুনিয়াছিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে ত ষ্টেলা খুব বড় কাপ্তেন পাক্‌ড়াইয়াছে! বিবাহ হইয়া গিয়াছে না কি?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "না না, বিবাহ হয় নাই। শেষ যে দিন ষ্টেলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, সে দিন সে বলিয়াছিল—বাগ্‌দান হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বিবাহটা কিছুদিনের জন্য মুলতুবি আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কত দিনের জন্য?"

মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশ বলিলেন, "তাহা জানিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, আর্ল অব্‌ লিন্‌ডেল না মরিলে এ বিবাহ হইবে না; কারণ লর্ড মার্সডন এখন যে অধিক টাকা হাতে পাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সে ষ্টেলার অর্থ-লালসা তৃপ্ত করিতে পারিবে না; ষ্টেলা যে নিঃস্বার্থ প্রেমের খাতিরে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হইবে, সে তেমন নির্ব্বোধ নহে। তবে বুড়া মরিলে সে যে সহজে তাহার শিকার ছাড়িবে, এরূপও বোধ হয় না।"

মিঃ ব্লেক মিঃ ম্যাক্‌কর্ণিশের নিকট বিদায় লইয়া ফিল্‌ম্‌ সহ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যে নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া রহস্য-সূত্র আবিষ্কারে কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যে পরীক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাহাতে বিরত হওয়া সঙ্গত মনে করিলেন না।

মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ফিল্‌ম্‌পূর্ণ যে প্যাকিং-বক্স আসিল, তাহা খুলিয়া—বায়স্কোপের ফিল্‌ম্‌ দেখিয়াই স্মিথের চক্ষু স্থির!—সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কর্ত্তা, এ আবার আপনার কি খেয়াল!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড মার্সডনের মনের ভাব পরীক্ষার জন্য এ সকল যোগাড়-যন্ত্র।"

স্মিথ বলিল, "যদি আপনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অকৃতকার্য্য হইব না—ইহাই আমার বিশ্বাস। অকৃতকার্য্য হইলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার উদ্দেশ্য অন্যে বুঝিতে পারিবে না।—আমি কোন কৌশলে লর্ড মার্সডনকে এই নাটকের অভিনয় দেখাইব।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু আর্ল লিন্‌ডেল কি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাঁহার আপত্তি হইবে না। তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক বলিয়াছেন—লর্ড মার্সডনের মন বিষয়ান্তরে লিপ্ত করিতে পারিলে তাহার বিষণ্ণ ভাব দূর হইতে পারে; এজন্য অল্প উত্তেজনা-জনক কোন আমোদ-প্রমোদে তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিলে, তাহার ফল হিতকরই হইবে। এমন কি, যে আঘাতে তাহার মন

অবসাদগ্রস্ত, তাহার উপর প্রতিঘাত হইলে আশু উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু লর্ড মার্সডিন বাড়ীর বাহিরে যাইতে অসম্মত; এজন্য লর্ড লিনডেলের বাড়ীতেই 'সিনেমা' দেখাইতে হইবে। লর্ড লিনডেল আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। সিনেমার বিষয় কি, তাহা তাঁহাকে বলিয়াছি; কিন্তু সকল কথা খুলিয়া বলি নাই। যদি আমি কোন উপায়ে লর্ড মার্সডনের গুপ্তকথা জানিতে পারি, তাহা হইলে নেকলেস্ চুরির রহস্যভেদ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।"

স্মিথ বলিল, "পরমেশ্বর আপনার আশা পূর্ণ করুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আজ রাত্রেই পরীক্ষা-ফল জানিতে পারিব।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা-ফল

ডাক্তার হার্মার মস্তিষ্ক-রোগের চিকিৎসায় অদ্বিতীয় বলিয়া লর্ড লিনডেল তাঁহার হস্তেই তাঁহার পুত্রের চিকিৎসাভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেক যে রাত্রে লর্ড লিনডেলের গৃহে 'সিনেমা' দেখাইবার আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই রাত্রে মিঃ ব্লেক ও ডাক্তার হার্মার লর্ড লিনডেল কর্তৃক তাঁহার গৃহে ভোজনের জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাত্রে তাঁহারা তিনজন একত্র ভোজন করিলেন।

লর্ড লিনডেলের পুত্র আহারের সময় তাঁহাদের সহিত যোগদান না করিলেও, আহারান্তে 'সিনেমা' আরম্ভ হইলে সে তাহা দেখিতে আসিল। লর্ড লিনডেলের সুপ্রশস্ত 'ড্রয়িং রুমে' সিনেমা প্রদর্শনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক স্মিথের উপর সিনেমা পরিচালন-ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং দর্শকগণের নিকট বসিয়া রহিলেন; লর্ড মার্সডনের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য, এইজন্য তিনি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকিতে পারিলেন না।

সিনেমার দর্শকসংখ্যা নিতান্ত পরিমিত, কারণ, লর্ড লিনডেল বাহিরের কোন লোককেই নিমন্ত্রণ করেন নাই। লর্ড লিনডেল ও তাঁহার পুত্র পাশাপাশি বসিয়া 'সিনেমা' দেখিতে লাগিলেন; ডাক্তার ও মিঃ ব্লেক কিছু দূরে বসিলেন।

সিনেমার প্রারম্ভ ভাগে কতকগুলি হাস্যোদ্দীপক দৃশ্য ছিল; তাহা দেখিয়া পিতাপুত্র উভয়েই অত্যন্ত আমোদ পাইলেন, এবং বিমর্ষ পুত্রকে মন খুলিয়া হাসিতে দেখিয়া লর্ড লিনডেল আনন্দিত হইলেন। তাঁহার আশা হইল, সিনেমা দেখিয়া তাঁহার পুত্রের মানসিক অবসাদ অন্তর্হিত হইবে।—মিঃ ব্লেক সিনেমার কোন 'প্রোগ্রাম' না দেওয়ায়, পরে কি অভিনয় হইবে, লর্ড লিনডেল বা তাঁহার পুত্র তাহা জানিতে পারিলেন না।

যাহা হউক, কয়েকটি কৌতুকময় প্রহসনের অভিনয় শেষ হইলে, ষ্টেলা সেণ্ট মারভিনের ছায়ামূর্ত্তি দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিয়াই লর্ড মার্সডন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিল; সে বিস্ফারিত নেত্রে রুদ্ধ নিশ্বাসে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বুঝিলেন ঔষধ ধরিয়াছে!

অভিনয় ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, লর্ড মার্সডনের উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনা ততই যেন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, ললাটে স্থূল ঘর্ম্মবিন্দু সঞ্চিত হইল; তাহার চক্ষুতে অস্বাভাবিক দীপ্তি লক্ষিত হইল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। এমন কি, নাটকের শেষভাগে ষ্টেলা যখন জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন লর্ড লিনডেল ও ডাক্তার পর্য্যন্ত রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাহার শোচনীয় পরিণামের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির, তাহার প্রাণের সমস্ত আবেগ যেন নির্নিমেষ নেত্রে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছিল!

অবশেষে গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে ষ্টেলা ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় হঠাৎ লুটাইয়া পড়িল। এই দৃশ্য দেখিয়া লর্ড মার্সডন চেয়ার হইতে সবেগে লাফাইয়া উঠিল, এবং যেন ষ্টেলাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই উভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া রঙ্গমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইল; কিন্তু দুই পা না যাইতেই সে তাহার পিতার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল!

দর্শকগণ যে কক্ষে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছিলেন, যথানিয়মে সেই কক্ষটির সমস্ত দীপ নির্ব্বাপিত করা হইয়াছিল; লর্ড মার্সডনের মূর্চ্ছার সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষের সমুদয় বৈদ্যুতিক দীপ যুগপৎ প্রজ্জ্বলিত হইল। লর্ড লিনডেল ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহার মূর্চ্ছিত পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "হায়, হায়, এ কি সর্ব্বনাশ হইল! এই

সিনেমা দেখিয়াই কি ছেলেটা মনে কঠোর আঘাত পাইয়াছে? উহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যেই কি এই আমাদের অনুষ্ঠান?"

ডাক্তার হার্মারকে মিঃ ব্লেক তাঁহার মনের কথা কতক কতক বলিয়াছিলেন; হঠাৎ মনে আঘাত পাইলে প্রতিক্রিয়ায় সুফল হইতে পারে ভাবিয়াই ডাক্তার মিঃ ব্লেকের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ লর্ডের আক্ষেপোক্তি শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনার আশঙ্কা অমূলক; আপনার পুত্রের মূর্চ্ছা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। উনি শীঘ্রই সুস্থ হইবেন। চলুন আমরা ধরাধরি করিয়া উঁহাকে তুলিয়া শয়ন-কক্ষে লইয়া যাই। মিঃ ব্লেক, উঁহার পা দুখানা উচু করিয়া তুলিয়া ধরুন, দেহের রক্ত মাথায় উঠুক, শীঘ্রই মূর্চ্ছাভঙ্গ হইবে।"

মিঃ ব্লেক ও ডাক্তার লর্ড মার্সডনকে তাঁহার শয়নকক্ষে তুলিয়া লইয়া আসিলেন। সেখানে ডাক্তার তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক লর্ড লিন্‌ডেলের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না, আপনার পুত্র শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইবেন।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "কিন্তু হঠাৎ এরূপ হইবার কারণ কি? আমার মনে হয়, উত্তেজনাপূর্ণ অভিনয় দর্শনে তাহার মাথা গরম হওয়াতেই এই বিভ্রাট ঘটিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ইহার শেষ ফল ভালই হইবে। এরূপ কোন কাণ্ড ঘটিবে, ইহা আমি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; এরূপ কোন কাণ্ড ঘটে কি না পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি এই সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আপনি বড়ই অদ্ভুত কথা বলিতেছেন! আপনি আমার নেকলেস্ চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিবার পর হইতেই আপনার কথায় ও কাজে প্রতিপদে আমাকে অবাক্ করিয়া দিতেছেন! তাহার উপর এখন আপনি যে কথা বলিলেন, আমি তাহার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমার ছেলে আপনার সিনেমা দেখিয়া কেনই বা হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িল, আর তাহার শেষ ফল কিরূপেই বা ভাল হইবে—তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি—এত বুদ্ধি আমার নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ সকল কথা এখন আপনাকে খুলিয়া বলিবার জন্য আপনি আগ্রহ-প্রকাশ করিবেন না—ইহাই আমার বিনীত প্রার্থনা। আপনার পুত্র শীঘ্রই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইবেন; তখন আমি তাঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। সেই সময় পর্য্যন্ত আপনাকে ধৈর্য্যধারণ করিতেই হইবে।"

লর্ড লিন্‌ডেল অধীরভাবে বলিলেন, "কি! আবার তাহাকে জেরা করিবেন? তাহাকে এত কষ্ট দিয়াও আপনার আশা মেটে নাই, আবার জেরা? বেদনার উপর বেলেস্তারা! না, আপনি আর তাহাকে বিরক্ত করিতে পাইবেন না, আমি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে দিব না।"

মিঃ ব্লেক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "এ অনুমতি আপনাকে দিতেই হইবে। আপনার আশঙ্কার কারণ নাই। ডাক্তারের ঔষধ কটু হইলেও হিতকর; আপনার পুত্রের মানসিক বিকারের মহৌষধ আমার কাছেই আছে, তাহার প্রয়োগে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না। একটি অতি গুরুতর গুপ্তকথা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না; ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক—তাহা প্রকাশ না করিলে তাঁহার মনের ভার লঘু হইবে না।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "গুপ্ত কথা! নিতান্ত বালক সে, সংসারের কিছুই বুঝিবার শক্তি হয় নাই;—তাহার আবার কি গুপ্ত কথা থাকিবে? আপনি অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন!"

মিঃ ব্লেক ইহার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ডাক্তার হার্মার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "লর্ড মার্সডন সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাতের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ ব্লেক, আপনি তাঁহার সহিত দেখা করিবেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লর্ড লিন্‌ডেলের অনুমতি হইলে যাইতে পারি।"

লর্ড লিন্‌ডেল বলিলেন, "আপনার সঙ্গে সে দেখা করিতে চায় কেন? বোধ হয় সিনেমা সম্বন্ধেই কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে। তাহাকে এখন বিরক্ত না করিলেই ভাল হইত; কিন্তু আমি তাহার ইচ্ছায় বাধা দিতে চাহি না। মিঃ ব্লেক, আপনি যাইতে পারেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি উৎকণ্ঠিত হইবেন না; আমাদের সাক্ষাতের ফল আপনি পরে জানিতে পারিবেন।"—তিনি লর্ড মার্সডনের সহিত

দেখা করিতে চলিলেন; ডাক্তার তাঁহার অনুসরণ করিলেন না।

মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলে সে মুখ তুলিয়া তাঁহাকে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আমি আপনার প্রদর্শিত সিনেমা সম্বন্ধে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।—আপনি বাছিয়া-বাছিয়া এই নাটকখানিই আমাদের দেখাইতে আনিয়াছিলেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, অন্যান্য নাটক অপেক্ষা এই খানিই আপনি অধিকতর আগ্রহের সহিত দেখিবেন।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আপনার এরূপ বিশ্বাসের কারণ?"

মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিলেন, তাহার পর লর্ড মার্সডনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ষ্টেলা ডি মারভিনকে আপনি কতদিন পূর্ব্বে শেষবার দেখিয়াছিলেন?"

কে যেন লর্ড মার্সডনের মস্তকে মুদ্গরের আঘাত করিল—এই ভাবে সে বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া বলিল, "আমি—আমি আপনার এই অসংলগ্ন প্রশ্নের কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না!—আপনার উদ্দেশ্য কি, খুলিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কারণ আপনি ঠিকই বুঝিয়াছেন, তবে আপনি বুঝিয়াও যদি অজ্ঞতার ভাণ করেন—সে স্বতন্ত্র কথা! কিন্তু আপনি এখন সরল ভাবে সকল কথা প্রকাশ করিলে আপনারই মঙ্গল হইবে। এই সিনেমায় যে যুবতী স্বীয় উচ্ছৃঙ্খলতা চরিতার্থ করিবার জন্য প্রেমের অভিনয় করিতে গিয়া ঘাতকহস্তে নিহত হইয়াছে—ষ্টেলা সেণ্ট মারভিন তাহারই ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার অভিনয় এতই উত্তেজনাপূর্ণ ও তাহার পরিণাম এতই শোচনীয় ও লোমহর্ষণ যে, আপনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আপনি ইহা কিরূপে জানিলেন? কোন্ প্রমাণে নির্ভর করিয়া আপনি একথা বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি না জানিয়াই কি একথা বলিয়াছি? আমি জানি আপনি ষ্টেলার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; সে-ও আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লর্ড মার্সডনের মুখ লাল হইয়া গেল, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল; শক্তি ও সাহস থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মিঃ ব্লেকের গলা টিপিয়া ধরিত! কিন্তু তাহা না পারিয়া সে হতাশ ভাবে তাঁহার মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, "এ কথা আপনি কিরূপে জানিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে সংবাদ শুনিয়া ফল কি? আপনি জানেন আমার কথা সত্য; আপনি কি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন? আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হন নাই?"

লর্ড মার্সডন কোন উত্তর না দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল; মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতেও তাহার সাহস হইল না।

মিঃ ব্লেক কোমল স্বরে বলিলেন, "লর্ড মার্সডন, আপনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমার সন্দেহ হইতেছে—আমাকে আপনার শত্রু বলিয়াই ধারণা হইয়াছে! কিন্তু আপনার এই ধারণা সত্য নহে, আমি আপনার হিতৈষী মিত্র; আমি আপনার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল কামনা করি না। আমি চিরদিন ন্যায়ের পক্ষই অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি; এই জন্য আমি আপনার পিতার পক্ষ সমর্থন করিতেছি। আপনি হৃদয়ের অন্তস্তলে যে বেদনা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায়—আপনার গুপ্তকথা প্রকাশ করা। আপনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন, তাহাতে আপনার ক্ষতি হইবে না; আপনার মানসিক শান্তি ও প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইবেন।"

মিঃ ব্লেকের সহানুভূতিপূর্ণ উক্তি লর্ড মার্সডনের হৃদয় স্পর্শ করিল, তাহার নয়নে অশ্রুসঞ্চার হইল; সে কাতর স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক! সে কথা যদি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার যোগ্য হইত, তাহা হইলে আমি তাহা নিশ্চয়ই আপনাকে বলিতাম; কিন্তু তাহা আপনাকেও বলিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বলিতে পারিবেন না কেন?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "তাহা প্রকাশ হইলে অন্যের বিপদের আশঙ্কা আছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি কাহার বিপদের আশঙ্কা করিতেছেন? ষ্টেলা সেণ্ট মারভিনের?"

লর্ড মার্সডন বলিল, "আপনি আর আমাকে জেরা করিবেন না; আপনাকে এইমাত্র বলিতে পারি—আপনার অনুমান মিথ্যা নহে। আমি সত্যই

ষ্টেলাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কারণ, আমি তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। ষ্টেলাও আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি কি তাহাকে বিবাহ করিবেন?”

লর্ড মার্সডন বলিল, “না মিঃ ব্লেক, আমি সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এতদূর অগ্রসর হইয়া সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেন! কেন ভাঙ্গিলেন?”

লর্ড মার্সডন বলিল, “পরে আমি জানিতে পারি —সে এই ভাবে অনেক মোহান্ধ ধনাঢ্য যুবকের মাথা খাইয়াছে; স্বার্থই তাহার একমাত্র দেবতা! সে আমাকে ভালবাসে না, আমার পৈতৃক সম্পত্তিই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। যাহার হৃদয় এরূপ স্বার্থপরতা ও কুটিলতাপূর্ণ, তাহাকে আমি বিবাহ করিতে পারি না।—আমি তাহার প্রেমাভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া প্রথমে একথা বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু শেষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি অগ্রাহ্য করিতে পারিলাম না। আমি আমার অশান্তির কথা আমার পিতাকে জানিতে দিই নাই, তাই রক্ষা!—যেদিন আমি ষ্টেলার দুরভিসন্ধি জানিতে পারিলাম, সেই দিনই বিবাহের প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া দিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি তাহাকে আশা দিয়া নিরাশ করিলেন, সে রাগ করিল না?”

লর্ড মার্সডন বলিল, “হাঁ, সে রাগিয়া আগুন হইল; প্রথমে কাকুতি-মিনতি করিয়াও যখন আমার সঙ্কল্প টলাইতে পারিল না, তখন সে নালিশ করিবার ভয় দেখাইল। আমি তাহাকে আপোষের কথা বলিলে, সে বিশ হাজার পাউণ্ড চাহিয়া বসিল। কিন্তু এতটাকা আমি কোথায় পাইব? আমি আমার অক্ষমতা জানাইয়া তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিলাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তখন সে কি আপনাকে মুক্তিদান করিল?”

লর্ড মার্সডন বলিল, “হাঁ, কিন্তু এক সর্ত্তে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন,—“সর্ত্তটা কি?”

লর্ড মার্সডন বলিল, “সে কথা আপনাকে বলিতে পারিব না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না বলুন, আমি কিন্তু তাহা বুঝিয়াছি; সে বিশ হাজার পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে আপনাদের পরিবারের গৌরবস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার হীরার নেকলেস্ ছড়াটি আপনার নিকট চাহিল; আপনি অগত্যা তাহার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।—আর বলিতে হইবে না।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লর্ড মার্সডন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিঃ ব্লেকের অনুমান সত্য নহে, একথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। যে কথা সে কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না সঙ্কল্প করিয়াছিল,—বাধ্য হইয়া তাহা তাহাকে ব্লেকের নিকট প্রকাশ করিতে হইল। সে বলিল, “ষ্টেলা একরাত্রির জন্য নেকলেস্ ছড়াটি আমার নিকট ধার চাহিল; বলিল, সে উহা পরিয়া একটা মজলিসে যাইবে, তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ফেরত দিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অদ্ভুত আব্দার বটে! বোধ হয় এই মহামূল্য নেকলেস্ পরিয়া বন্ধুসমাজে বড়মানুষি দেখাইতে তাহার আগ্রহ হইয়াছিল।”

লর্ড মার্সডন বলিল, “আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল; কিন্তু আমি তাহাকে নিরাশ করিতে পারিলাম না। সিন্দুকের চাবি বাবার দেরাজে থাকিত। অন্য চাবির সাহায্যে তাঁহার সিন্দুক খুলিবার উপায় ছিল না; এজন্য আমি কোন কৌশলে তাঁহার দেরাজের চাবিটা হস্তগত করিয়া তাহার মোমের ছাঁচ লইলাম; সেই ছাঁচের সাহায্যে দেরাজের আর একটি চাবি প্রস্তুত করাইয়া সিন্দুকের চাবি হস্তগত করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। শেষে একদিন বাবা অপেরা দেখিতে চলিলেন। সেই দিন সিন্দুক খুলিয়া নেকলেস্ বাহির করিবার সুযোগ হইল। আমি টেলিফোঁতে ষ্টেলাকে ডাকিলাম, কিন্তু সে একা আসিল না; সে বাবার পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিলে তাহার পশ্চাতে একটি পুরুষকেও দেখিতে পাইলাম। লোকটার চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া ভাল লোক বলিয়া মনে হইল না; কিন্তু পাছে সে গোলমাল করে, এই ভয়ে আমি তখন তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইতে পারিলাম না। তখন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করিয়া ঝোঁকে পড়িয়া এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছি ভাবিয়া মনে বড় অনুতাপ হইল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অনুতাপটা আগে করিলেই ভাল হইত; তারপর?”

লর্ড মার্সডন বলিল, “ষ্টেলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সিন্দুক খুলিয়া নেকলেস্ বাহির করিয়াছিলাম, তাহা আমার হাতে দেখিয়া ষ্টেলার সঙ্গী যেরূপ লুব্ধ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতে

লাগিল, সেই দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন আমার সন্দেহ হইল—হয় ত নেকলেস্ ছড়াটা আর ফেরত পাইব না। মনে খুব ভয়ও হইল; আমি ষ্টেলাকে বলিলাম—আমি তাহাকে নেকলেস্ দিতে পারিব না। সে জিদ করিয়া বলিল, তাহা তাহাকে দিতেই হইবে, সে তাহা না লইয়া ফিরিবে না। আমি আর কোন কথা না বলিয়া নেকলেস সিন্দুকে রাখিতে উদ্যত হইলাম। মুহূর্ত্ত মধ্যে ষ্টেলার সঙ্গী একলম্ফে আমার পশ্চাতে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি মস্তকে অসহ্য বেদনা বোধ করিলাম; আমার আত্মরক্ষার শক্তি হইল না। লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে আমি সেইখানে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। ইহার পর কি হইল, তাহা বলিতে পারি না। আমি যাহা জানি, তাহা সমস্তই আপনাকে বলিলাম।"

লর্ড মার্স‍ডন মুখ তুলিয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে আর চাহিতে পারিল না, উভয় হস্তে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

—

বিংশ পরিচ্ছেদ

চোরের বাড়ী

মিঃ ব্লেক লর্ড মার্সডনের নিকট যে সকল কথা জানিতে পারিলেন, তাহা স্মিথের নিকট প্রকাশ করিলেন। জেমস্ রিংউড ষ্টেলা মারভিনের সহোদর কি না, তাহা তিনি জানিতে না পারিলেও, সে-ই-যে লর্ড মার্সডনকে লগুড়াঘাতে অচেতন করিয়া, লর্ড লিন্‌ডেলের সিন্দুক হইতে তাঁহার হীরক নেকলেস্ অপহরণ করিয়াছে, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেক সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। তিনি লর্ড মার্সডনের একটি কথাও অবিশ্বাস করেন নাই।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ রিংউডের ব্ল্যাকহিলের পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকায় উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা এবারও সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না।

মিঃ ব্লেক সেই অট্টালিকার বিভিন্ন কক্ষে ঘুরিয়া কি দেখিতেছেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, স্মিথ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি খুঁজিতেছেন কর্ত্তা! আপনার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে—অপনি কি একটা জিনিষ দেখিবার আশা করিতেছেন, কিন্তু তাহা দেখিতে পাইতেছেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, রিংউড চলিয়া যাইবার পর অন্য কাহাকেও বাড়ীখানি ভাড়া দেওয়ার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা হইয়াছে; সুতরাং নূতন বিজ্ঞাপন কোথায় লট্‌কাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই খুঁজিতেছি।"

এই সময় খিড়কীতে লণ্ঠনের আলো দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লণ্ঠন জ্বালিয়া কেহ বোধ হয় এই দিকে আসিতেছে; দেখা যাউক লোকটা কে, উহার নিকট হয় ত কোন সন্ধান জানিতে পারিব।

অল্পকাল পরে তাঁহারা একটি লোককে দেখিতে পাইলেন, লোকটি প্রৌঢ়; চেহারা দেখিয়া বোধ হইল সে অবস্থাপন্ন বণিক।

লোকটি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কে তোমরা? এই বাড়ীর ভিতর কি মতলবে আসিয়াছ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা ভদ্রলোক; আমরা কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই, আবশ্যক হইলে তাহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না।—আপনি কে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?"

আগন্তুক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া নীরস স্বরে বলিল, "ভদ্রলোক রাত্রিকালে আমার অজ্ঞাতসারে আমার বাড়ীতে সাধু উদ্দেশ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন শুনিয়া বড়ই আপ্যায়িত হইলাম! আপনাকে আমার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই; আমি ডেপ্টফোর্ড ব্রড্‌ওয়ের ক্লিভার কোম্পানী নামক পরিচ্ছদ-ব্যবসায়ী কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী মিঃ ক্লিভার।"

মিঃ ব্লেক নমস্কার করিয়া বলিলেন, "ওঃ, আপনি মিঃ ক্লিভার? ওঃ! মস্ত লোক আপনি, আমার সৌভাগ্য যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইতে পারিলাম! আপনিই এই বাড়ীর মালিক? বড়ই সুখের কথা! আপনি আমার দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিলে আমি অধিকতর সুখী হইব।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "বটে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে? সে বেশ কথা; কিন্তু আপনি লোকটি কে, তাহা আমার আগে জানা দরকার।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার নাম রবার্ট ব্লেক।"

মিঃ ক্লিভার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "রবার্ট ব্লেক—আপনিই কি সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সুপ্রসিদ্ধ হই না হই, আমিই ডিটেক্‌টিভ ব্লেক। আপনি আমার পরিচয় পাইয়াছেন; এখন আমার দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিবেন কি?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "আপনি কি জানিতে চান বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি আপনার এই বাড়ীখানি অল্পদিন পূর্ব্বে কাহাকে ভাড়া দিয়াছিলেন?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "মিঃ রিংউড নামক একটি ভদ্রলোককে; তিনি ও তাঁহার অবিবাহিতা ভগিনী এখানে বাস করিতেন। তাঁহারা এখন এখানে না থাকিলেও বাড়ীর ভাড়া চালাইতেছেন; আগামী সপ্তাহের শেষ পর্য্যন্ত অগ্রিম ভাড়া শোধ করিয়া দিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, আজ বৈকালে আরও তিন মাসের অগ্রিম ভাড়া পাঠাইয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বটে, তাহারা বুঝি খুব টাকার মানুষ?—তিন মাসের অগ্রিম ভাড়ার চেক পাইয়াছেন, না নগদ টাকা?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "এক পাউণ্ড হিসাবে ট্রেজারী নোট পাইয়াছি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নোটগুলি কোন্ ঠিকানা হইতে পাইয়াছেন?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "ঠিকানা জানিতে পারি নাই; যে লেপাফায় নোটগুলি পাইয়াছি, তাহার উপর প্যারিসের ডাকঘরের মোহর ছিল। নোটের সঙ্গে একখানি রোকা গাঁথা ছিল, তাহাতেই লেখা ছিল—'আরও তিন মাস বাড়ী রাখা দরকার—তাহার অগ্রিম ভাড়া প্রেরিত হইল'।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পত্রে ঠিকানা না থাকায় আপনি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন নাই?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "না মহাশয়, প্রথম হইতেই তাঁদের রকম-সকম দেখিয়া তাঁহাদের কোন ব্যবহারই আর আমার বিস্ময়কর মনে হয় না। ভারি স্ফূর্ত্তিবাজ, বোধ হয় থিয়েটার করাই পেশা, আপনার আমার মত বিষয়-বুদ্ধির ধার ধারে না ত। ভাড়া লইয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ, সময় মত ভাড়া পাঠাইয়া তাহারা নরকগুলজার করুক না, আমার তাহাতে কি ক্ষতি? যদি আজ তাহারা হঠাৎ এখানে আসে—ভাবিয়া বাড়ীখানা কি অবস্থায় আছে দেখিতে আসিয়াছি; কিন্তু আপনি এ সকল খবর জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি তাহাদের সন্ধান লইতে আসিয়াছি; তাহাদের বিরুদ্ধে চুরি ও খুন-জখমের অভিযোগ আছে।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ব্যাপার কি শুনিতে পাই না?"

মিঃ ব্লেক সংক্ষেপে সকল কথা বলিলেন; তাহা শুনিয়া মিঃ ক্লিভার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, "এ যে ভয়ঙ্কর কথা! অতি ভীষণ অভিযোগ!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আরও গুরুতর কথা এই যে, তাহাদের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; এ অবস্থায় আমি আপনার সাহায্য পাইতে পারি না?"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "আমার নিকট আপনি কিরূপ সাহায্যের আশা করেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নোটগুলির সঙ্গে আপনি যে রোকাখানি পাইয়াছেন, তাহা পাইলে আমাদের উপকার হয়।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "আমি ন্যায়বিচারের সাহায্য করিতে বাধ্য, হউক না তাহারা আমার ভাড়াটে।—রোকাখানি আমার পকেটেই আছে, আপনাকে দিতেছি।"

মিঃ ক্লিভার রোকাখানি বাহির করিয়া দিয়া বলিল, "আমাকে আর কি করিতে হইবে বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমি বাড়ীঘর খানাতল্লাস করিতে চাই; আশাকরি, ইহাতে আপনার আপত্তি নাই।"

মিঃ ক্লিভার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কোন আপত্তি নাই; এ অতি সামান্য কথা; এই চাবি লউন, ঘরদ্বার খুলিয়া দেখিতে পারেন।—কিন্তু তাহাদের অধিকৃত বাসায় আপনাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া আমার পক্ষে সঙ্গত কি না—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "অবস্থা বিবেচনায় অসঙ্গত নহে। আমার সঙ্গে ওয়ারেণ্ট নাই বটে, কিন্তু এ দায়িত্বটুকু আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না হয় ত আপনি আমার সঙ্গে থানায় যাইলেই আপনার সন্দেহ ভঞ্জন হইবে।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "না, না, সে ফ্যাসাদের আবশ্যক নাই, আপনার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছি; দেখিবেন, না জানিয়া এ রকম লোককে বাড়ীভাড়া দেওয়ায় আমার যেন কোন বিপদ না ঘটে। আমি নিরীহ লোক, দোকানদারী করি, ফৌজদারীকে বড় ডরাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন,

আপনি আমাকে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিয়াছেন বলিয়া রিংউড যদি আপনার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি আপনাকে রক্ষা করিব।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "তাহারা কি করিয়া এই ধাক্কা সামলাইবে তাহাই ভাবিবে, না আমার বিরুদ্ধে মামলা করিতে যাইবে ? না, সে ভয় নাই ; কিন্তু তাহারা আরও তিনমাস বাসা রাখিল কেন, তাহাই বুঝিতে পারিতেছি না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধহয় তাহারা এদেশে ফিরিয়া আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছে। আমি আজ এখনই খানাতল্লাসী আরম্ভ করিব।"

মিঃ ক্লিভার বলিল, "তবে এখন আমি চলিলাম, আসামী ধরা পড়ে কি না, দয়া করিয়া আমাকে জানাইবেন।"

মিঃ ক্লিভার প্রস্থান করিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

"সবুরে মেওয়া ফলে!"

ক্লিভার অদৃশ্য হইলে মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা প্রথমবার যখন মিলি উইলসনের সহিত এই বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন তেমন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কক্ষ পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। এবার তাঁহারা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, এজন্য 'সব্‌খোল' চাবির সাহায্যে প্রত্যেক কক্ষের টেবিল, দেরাজ, আলমারি প্রভৃতি খুলিয়া পরীক্ষা করিবার অসুবিধা হইল না ; কিন্তু তাঁহারা একটিও কাযের মত জিনিস খুঁজিয়া পাইলেন না। খানা-তল্লাসী করা না করা সমান হইল!

স্মিথ হতাশ ভাবে বলিল, "কর্ত্তা সকল পরিশ্রমই বৃথা হইল! এখন কি করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "প্রভাত পর্য্যন্ত এখানে বিশ্রাম,—অথবা নিদ্রা।—সুনিদ্রায় শ্রান্তিদূর করি বাপধন! প্রভাতে যাইবে দেওয়া অন্য কার্য্যে মন।"

স্মিথ বলিল, "এখানেই থাকিবেন! কতক্ষণ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে পর্য্যন্ত মিঃ রিংউড বা তাহার দলের কোন জোগাড়দারের দর্শন না পাই।"

স্মিথ বলিল, "তাহারা যে আসিবেই—ইহা কিরূপে বুঝিলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আরও তিনমাস বাড়ীখানা হাতে রাখিয়াছে। তাহা কি তোমার স্মরণ নাই?—হাঁ, নিশ্চয়ই এখানে আসিবে।"

স্মিথ বলিল, "আসিবার কারণ কি, অনুমান করিতে পারেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "বোধ হয় এখানে কোন জিনিস ফেলিয়া গিয়াছে—তাহাই লইতে আসিবে। তাহারা এই জন্যই বাড়ীটা হাতছাড়া করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ভাড়ার মেয়াদ বাড়াইয়া দিয়াছে। এখানে প্রত্যাগমনে বিপদের আশঙ্কা আছে জানিয়াও যখন তাহাতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—তখন তাহাদের গরজ যে অত্যন্ত অধিক, এ বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে না।"

স্মিথ বলিল, "এমন কি জিনিস কর্ত্তা! আমরা ত সর্ব্বস্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিছু মিলিল কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আসল নেকলেস্ এই বাড়ীতেই আছে, অবশ্য এরূপ কোনও স্থানে আছে—আমরা তাহার সন্ধান পাইতেছি না। উহারা কেহ না আসা পর্য্যন্ত এখানেই আমাদের অবস্থান ; তুমি ঐ কোণে শয়ন কর, আমি আরাম কেদারায় ঘুমাইবার চেষ্টা করি।"

মিঃ ব্লেক টাইগারকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। একটি কক্ষে তাঁহারা শয়ন করিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। দীর্ঘকাল নিদ্রার পর মিঃ ব্লেক হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন ; ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে ; প্রভাত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি তাড়াতাড়ি জানালা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। সূর্য্যোদয় না হইলেও তখন পূর্ব্বাকাশ ঊষালোকে সুরঞ্জিত হইয়াছিল। তিনি স্মিথের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন ; এবং হাতমুখ ধুইয়া স্মিথকে কিছু খাদ্যসামগ্রী আনিতে পাঠাইলেন। বিস্কুট তাঁহার পকেটেই ছিল। স্মিথ কয়েক মিনিটের মধ্যেই টাট্‌কা ডিম, রুটি, মাখন ও চিনি লইয়া আসিল। তখন তাঁহারা ঘটা করিয়া জলযোগ শেষ করিলেন। আহারান্তে ডিস্ পেয়ালা প্রভৃতি ধুইয়া যথাস্থানে রক্ষা করা হইল।

মধ্যাহ্নও অতীত হইল, ক্ষুধার জ্বালায় পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে আহার করিতে হইল। এবারও স্মিথ বাজার হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া আনিল। আহারান্তে সে বলিল, "কর্ত্তা, এখানে নিষ্কর্ম্মা হইয়া

বসিয়া থাকিয়া একটি দিন নষ্ট করিলাম! বেলা শেষ হইয়া আসিতেছে; সেই বদমাস্ বেটাদের প্রতীক্ষায় আজও এখানে রাত্রিবাস করিবেন না কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অগত্যা তাহাই করিতে হইবে।"

তাঁহারা দ্বিতীয় রাত্রিও সেই বাড়ীতে কাটাইয়া দিলেন। তৃতীয় দিনও তাঁহাদের আশা পূর্ণ হইল না, সেইদিন সন্ধ্যার পর স্মিথ অস্থির হইয়া উঠিল। এমন কি, সে মিঃ ব্লেককে দুই চারিটি শক্ত কথা শুনাইয়া দিতেও ছাড়িল না! মিঃ ব্লেকের, সেই এককথা, 'সবুরে মেওয়া ফলে!'

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "আমাদের ভাগ্যে কিন্তু সবুরে কলা ফলিবে, তোফা কাঁচকলা, কর্ত্তা! সখ করিয়া এরকম অদ্ভুত কারাদণ্ড আর কখনও ভোগ করিয়াছি কি না স্মরণ হয় না।"

তৃতীয় রাত্রে,—তখন গভীর রাত্রি, এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল! সকলেই গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন, এমন সময় গালে কি স্পর্শ হওয়ায় মিঃ ব্লেকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জিনিসটা কি, তাহা প্রথমে তিনি ঠাহর করিতে না পারিলেও, পরে বুঝিলেন তাহা টাইগারের সম্মুখের পায়ের থাবা!

টাইগার হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে জাগাইল কেন, তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া একলম্ফে শয্যাত্যাগ করিলেন; তিনি টাইগারের অনুসরণ করিয়া লঘু পদবিক্ষেপে সেই কক্ষের দরজার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সিঁড়িতে কাহার মৃদু পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন!

মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া স্মিথকে জাগাইলেন, সে হতবুদ্ধি হইয়া বিস্মিতের ন্যায় মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিতেই—ব্লেক অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মেওয়া, চুপ্।"

যে লোকটা চুপি চুপি সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল, সে তখন ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সতর্কভাবে হলঘর অতিক্রম পূর্ব্বক সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর মিঃ ব্লেকের ইঙ্গিতে স্মিথ টাইগারকে শিকল ধরিয়া সেখানে লইয়া আসিলে, সকলে সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার পিস্তলটি বাগাইয়া ধরিয়া সর্ব্বাগ্রে চলিলেন।

দ্বিতলে উঠিয়া মিঃ ব্লেক প্রত্যেক কক্ষের দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কক্ষের ভিতর চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা!' কোন কক্ষে কাহারও সন্ধান পাইলেন না!—অবশেষে দ্বিতলের এক প্রান্তে অবস্থিত একটি কক্ষের দ্বারে আসিয়া মিঃ ব্লেক কাহার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলেন। মুখ বাঁধা থাকিলে যেরূপ অনুনাসিক শব্দ হয়, সেইরূপ শব্দ! স্মিথও সেই শব্দ শুনিতে পাইল, কিন্তু ইহার কারণ নির্ণয় করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইল! তখন মিঃ ব্লেক ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিতেই তাহা খুলিয়া গেল। তিনি একটা আঁধারে লণ্ঠনের সাহায্যে সেই কক্ষের সর্ব্বস্থান পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না!—সেই কক্ষে একটা আলমারি ভিন্ন লুকাইয়া থাকিবার কোন স্থান তাঁহার নজরে পড়িল না;—অথচ কে কি উদ্দেশ্যে এমন অসম্ভব স্থানে লুকাইয়া থাকিবে—তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল।

মিঃ ব্লেক এক পা এক পা করিয়া সেই আলমারির কাছে গিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় অগ্নিকুণ্ডের শূন্য আধারে খানিক ঝুল খসিয়া পড়িল। টাইগার তৎক্ষণাৎ একটানে স্মিথের হাত হইতে শিকল খুলিয়া লইয়া অগ্নিকুণ্ডের আধারে লাফাইয়া পড়িল, এবং নতমুখে গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে লাগিল; তাহার পর হঠাৎ সে মুখ তুলিয়া চিমনীর ফুকরে মাথা দিয়া ডাকিল "ভৌ-ও-ও-ভক্!"

সঙ্গে সঙ্গে চিমনীর ভিতর হইতে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া মিঃ ব্লেক চিমনীর সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "বেটা মরিতে চিমনীর ভিতর ঢুকিয়াছে।"—তিনি আঁধারে লণ্ঠনের সাহায্যে চিমনীর ফুকরে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু উচ্চে একজোড়া পা দেখিতে পাইলেন!

মিঃ ব্লেক লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বেশ আরামে আছ দেখিতেছি! তুমি কে হে বাপু! বাহিরে এস, তোমার চেহারাখানা দেখি। পথ ভুলিয়া কি মতলবে চিমনীর ভিতর ঢুকিয়াছ, তাহাও জানা দরকার। আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে পিস্তলের গুলী সরল মার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। প্রাণের মায়া থাকিলে বাহিরে আসিয়া পরিচয় দাও।"

লোকটা কোন উত্তর দিল না; সে নীচে না নামিয়া হাতে পায়ে ভর দিয়া চিমনীর ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক চিমনীর ফুকরে পিস্তল সহ হাত প্রবেশ

করাইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "নামিলে না? তবে গুলী করি?"

তথাপি কোন উত্তর নাই। মিঃ ব্লেকের ধারণা হইল—সে হাঁচড়-পাঁচড় করিয়া ক্রমেই ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। সে কতদূর উঠিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি আঁধারে লণ্ঠনটা হাতে লইয়া চিমনীর ফুকরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু লোকটাকে ফুকরের ভিতর দেখিতে পাইলেন না; যেন সে মন্ত্রবলে বাতাসে মিশিয়া গেল। সম্পূর্ণ অদৃশ্য!

মিঃ ব্লেক ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন; কিন্তু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "বুঝিয়াছি, এই চিমনীর পাশ দিয়া দেওয়ালে গর্ত্ত আছে; চিমনীর ফুকর হইতে সেই গর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারা যায়। লোকটা নিশ্চয়ই সেই গর্ত্তে বা সুড়ঙ্গে ঢুকিয়াছে। সেখান হইতে কোন দিকে সরিয়া পড়িতে পারিবে কি না বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু যেরূপ হউক—উহাকে গর্ত্ত হইতে বাহির করিতেই হইবে।"

স্মিথ বলিল, "আপনি কি ঐ পথে উহার অনুসরণ করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই; উহাকে ধরিবার অন্য কোন উপায় দেখি না।"

স্মিথ তাঁহাকে নিষেধ করিল, বিপদের ভয় দেখাইল; কিন্তু তিনি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া চিমনীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। স্মিথ লণ্ঠন ধরিয়া নীচে দাঁড়াইয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক কিছু দূর উঠিয়া চিমনীর পাশে একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলেন; তিনি সেই সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। অল্পকাল পরে হঠাৎ পিস্তলের গম্ভীর শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। মুহূর্ত্ত পরে পুনর্ব্বার পিস্তলের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ কক্ষের মেঝের উপর ধপ্‌ করিয়া কি পড়িল!

স্মিথ তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—একজন লোক দৌড়াইয়া পলায়ন করিতেছে।—স্মিথ চীৎকার করিয়া বলিল, "টাইগার! ধর ধর!"—টাইগারের সঙ্গে স্মিথও পলাতকের অনুসরণ করিল; কিন্তু লোকটা অন্ধকারে এতশীঘ্র অদৃশ্য হইল যে, তাহারা তাহার সন্ধান করিতে পারিল ন। মিঃ ব্লেকের কোন বিপদ ঘটিয়াছে আশঙ্কা করিয়া, স্মিথ টাইগারকে ফিরাইয়া পূর্ব্বোক্ত কক্ষে চিমনীর নিকট প্রত্যাগমন করিল।

মিঃ ব্লেক তখন কালী ও ঝুলে ভূত সাজিয়া চিমনীর ভিতর হইতে নামিয়া আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাঁধ হইতে রক্ত ঝরিতেছিল।—স্মিথ সভয়ে বলিল, "আপনি কি আহত হইয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, কাঁধে একটু ছড় গিয়াছে, ও কিছুই নয়। লোকটার হাতে পিস্তল ছিল, দুইবার গুলী করিয়াছিল; একটা গুলীতে সামান্য আহত হইয়াছি। লোকটা কোথায়?"

স্মিথ বলিল, "পাশের কুঠুরীতে লাফাইয়া পড়িয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছে। টাইগার তাহার অনুসরণ করিয়াছিল; কিন্তু আপনার কোন বিপদ ঘটিয়াছে ভাবিয়া আমি তাহাকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। টাইগার চেষ্টা করিলে এখনও বোধ হয় তাহাকে ধরিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "বোধ হয় পারে; দেখা যাক।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "সবুরে বেশ ভাল মেওয়াই ফলিল, কর্ত্তা!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

লোমাঞ্চকর দৃশ্য

মিঃ ব্লেক স্মিথের সহিত অন্য কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া গোসলখানায় প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার দেহ সংলিপ্ত ঝুল কালী প্রক্ষালন পূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন; তাহার পর স্মিথের সাহায্যে আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া স্মিথ ও টাইগার সহ খিড়কী দ্বার দিয়া সেই অট্টালিকার বাহিরে আসিলেন। মিঃ ব্লেকের আততায়ী এই পথেই পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া মিঃ ব্লেক টাইগারকে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণে পুনঃ-প্রবৃত্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন; কিন্তু পাছে সে অন্ধকারে তাঁহাদের দৃষ্টি অতিক্রম করে, এই ভয়ে স্মিথ তাহার শিকল খুলিয়া দিল না। টাইগার স্মিথকে শিকল সহ টানিয়া লইয়া চলিল; কিন্তু সে পথের দিকে না গিয়া বাগানে ফুল-গাছগুলির পার্শ্বস্থ আইলের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন, লোকটা পলায়নের পূর্ব্বে কিছুকাল এই বাগানের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। অনন্তর টাইগার ঘুরিয়া ফিরিয়া পথে আসিল, এবং অরণ্য-সমাচ্ছন্ন জলার দিকে

অগ্রসর হইল। তাহার গন্তব্য পথের ধারে অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত একটি উপবন ছিল। টাইগার সেই প্রাচীরের নিকট গিয়া হঠাৎ থামিল, তাহার পর সে মাথা তুলিয়া গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে করিতে এরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল—যেন সাধ্য হইলে সে সেই দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিত।

মিঃ ব্লেক তাহার ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া স্মিথকে বলিলেন, "এই প্রাচীরটা গ্রীণ.উইক পার্কেরই এক অংশের প্রাচীর; টাইগারকে ছাড়িয়া দিয়া দেখ ও কি করে, কোথায়ই বা যায়।"

টাইগারের গলার কলার হইতে শিকল খুলিয়া লওয়া হইলে সে দৌড়াইয়া গিয়া প্রাচীরের রেলিংএ মাথা ঘসিতে ও নখ দিয়া তাহা আঁচড়াইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক লণ্ঠনের আলোকে সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "এখানে তিন জন লোক হুড়ামুড়ি করিয়াছিল—পদচিহ্ন দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। হাঁ, দুইজন এক দিকে, অন্য দিকে একজন মাত্র। দুই জন লোক এক যোগে যাহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, আমরা তাহারই অনুসরণ করিতেছি। ফুলবাগানে যে পদচিহ্ন দেখিয়াছিলাম, এই ব্যক্তির পদচিহ্ন ঠিক তাহার অনুরূপ। কিন্তু একটু দূরে আসিয়া ইহার অনুরূপ পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না, অথচ অন্য দুই জনের পদচিহ্ন আছে। ইহা হইতে অনুমান, এই দুইজন লোক তৃতীয় ব্যক্তিকে শূন্যে তুলিয়া রেলিং টপ কাইয়া বাগানের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিল। বাগানের ভিতর চল স্মিথ!"

অনন্তর তাঁহারা টাইগারকে অনুচ্চ রেলিংএর উপর তুলিয়া ধরিতেই সে এক লাফে বাগানে প্রবেশ করিল। মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ তাহার অনুসরণ করিলেন। টাইগার শুষ্ক বৃক্ষপত্র ও শিশি.সিক্ত তৃণরাশির উপর দিয়া চলিতে লাগিল।

একস্থানে বহুসংখ্যক গুল্ম জাতীয় ফুলগাছ ছিল। গাছগুলি প্রায় চারি হাত উচ্চ ও শাখাবহুল। টাইগার সেই গুল্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উভয় হস্তে প্রসারিত শাখাগুলি সরাইতে সরাইতে টাইগারের অনুসরণ করিলেন। তাঁহারা কতকগুলি শাখা ভগ্নাবস্থায় বৃক্ষে ঝুলিতে দেখিয়া বুঝিলেন, টাইগার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় নাই।

কিছুদূর চলিয়া তাঁহারা একটি ফাঁকা যায়গায় উপস্থিত হইলেন, তাহার চারি দিকে চারিটি সুদীর্ঘ ঝাউ জাতীয় বৃক্ষ; মধ্যে সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রবৎ স্থানটিতে কতকগুলি ছোট ছোট ফুল গাছ। সেই স্থানে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াই স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন একটা লোক চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন, দেহে প্রাণ নাই। কিরূপ কঠোর যন্ত্রণায় তাহার প্রাণ বাহির হইয়াছিল, তাহার মুখ দেখিয়াই তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। মিঃ ব্লেক মৃত দেহের পাশে বসিয়া পড়িয়া দীপালোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর গম্ভীর স্বরে স্মিথকে বলিলেন, "লোকটাকে চিনিতে পারিলে?"

স্মিথ বলিল, "না; ইহাকে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি কি?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, তুমি উহাকে পূর্ব্বে দেখিবার সুযোগ পাও নাই বটে; আমার ইহা স্মরণ ছিল না। আমষ্টার্ডামে যে ব্যক্তি মদের দোকানে আমাকে প্রতারিত করিবার জন্য ঝুটা হীরার নেকলেসের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিল,—এ সেই দম্‌বাজ ওলন্দাজ—হিরাম সেলিক!"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু লোকটা মরিল কিরূপে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া কোথাও সাংঘাতিক আঘাতের চিহ্ন খুঁজিয়া পাই নাই; সেইজন্য মনে হয়—উহাকে হত্যার জন্য কোন তীব্র বিষ ব্যবহৃত হইয়াছিল! আমি টাইগার সহ মৃতদেহের পাহারায় থাকিলাম, তুমি শীঘ্র বাগানের বাহিরে গিয়া পুলিশ ডাকিয়া আন।—তাহাকে একখান গাড়ী আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসিতে বলিবে।

স্মিথ বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল। প্রায় আধঘণ্টা পরে সে তিনজন কনষ্টেবল সহ প্রত্যাগমন করিল; পুলিশের দক্ষতায় এই অল্প সময়ের মধ্যে একখানি শকট পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

হিরাম সেলিকের মৃতদেহ থানায় আনীত হইলে পুলিশের ডাক্তারও বিষপ্রয়োগেই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; কিন্তু কিরূপ বিষ, শবব্যবচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহা নির্ণয় করা তাঁহার পক্ষেও সম্ভব হইল না।—থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর মৃতের পরিচ্ছদাদি পরীক্ষা করিয়া বুকের পকেটে একটি চর্ম্মনির্ম্মিত থলিতে কতকগুলি কাগজপত্র পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের সম্মতিক্রমে সেই সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "ইন্‌স্পেক্টর, আমি কাল পর্য্যন্ত এই কাগজগুলি

আমার কাছে রাখিতে পারি না?—আমি এই সকল কাগজ পাঠ করিতে চাহি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, করোণারের তদন্তেরপূর্ব্বে এগুলি পাইলেই চলিবে। আগামী পরশু করোণারের তদন্ত হইবে।—কিন্তু একটা কথা মিঃ ব্লেক, কাগজ-পত্রগুলির কিছু মূল্য আছে, না নিতান্তই বাজে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না, বাজে নয়। আমি যে রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছি, কাগজপত্রগুলি দ্বারা তাহার সন্ধান হইতে পারে।"

থানার বাহিরে আসিয়া মিঃ ব্লেক স্মিথের সহিত পরামর্শ করিয়া টাইগারের সাহায্যে সেলিকের আততায়ীদের পদচিহ্ন দ্বারা তাহাদের অনুসরণের চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বাগানের অন্যদিকে আততায়ীদ্বয়ের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন; সেইদিক দিয়া তাহারা বাগানের রেলিং ডিঙ্গাইয়া পথে আসিয়াছিল। টাইগার কিছুদূর পর্য্যন্ত পদচিহ্নের অনুসরণে সমর্থ হইল, তাহার পর একটা তেমাথা রাস্তায় বহু পদচিহ্নের মধ্যে তাহা হারাইয়া গেল!

টাইগার ব্যর্থমনোরথ হইয়া মুখ তুলিয়া কাতর ভাবে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। মিঃ ব্লেক তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে উৎসাহিত করিলেন। স্মিথ বড়ই দুঃখিত হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু ইহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই; তাহারা এই পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়া চম্পট দিয়াছে। কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে, তাহা অনুমান করা অসম্ভব। চল, এখন বাড়ী যাই; নিহত লোকটার পকেটে যে সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে—তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি; ইহাতে তাহাদের আড্ডার কোন সন্ধান মিলিতেও পারে।"

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছিল। তাঁহারা একটি রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া ট্রেণে চাপিয়া লণ্ডন ব্রীজে উপস্থিত হইলেন, এবং সেখান হইতে একখানি গাড়ীভাড়া করিয়া বাড়ী পৌঁছিলেন; তাঁহারা এতই অবসন্ন হইয়াছিলেন যে, কাগজ-পত্রগুলি তখনই পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহারা ক্লান্ত দেহ শয্যায় প্রসারিত করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রহস্য-গ্রন্থি মোচন

কয়েক ঘণ্টা পরে, নিদ্রায় শ্রান্তি দূর হইলে মিঃ ব্লেক প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করিতে বসিলেন। স্মিথ তাঁহার পাশে বসিয়া আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার পরীক্ষা শেষ হইলে স্মিথ বলিল, "কিছু সন্ধান পাইলেন, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় রহস্যভেদে আর অধিক বিলম্ব হইবে না। আমরা রিংউড ও তাহার অনুচরদের খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব—একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।"

স্মিথ বলিল, "কাগজপত্রের মধ্যে নক্সার মত ও কাগজখানি কি কর্ত্তা?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, নক্সাই বটে!—ইহা রিংউডের সেই ভাড়াটে বাড়ীর নক্সা। সেই বাড়ীর কোথায় নেকলেস্ লুকাইয়া রাখিয়াছে, এই নক্সায় তাহারও সন্ধান পাইয়াছি।

"বটে" বলিয়া স্মিথ সাগ্রহে নক্সাখানি হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে নক্সাখানির প্রত্যেক অংশ বুঝাইয়া চিমনীর পার্শ্বস্থ সুড়ঙ্গের একটি চিহ্নিত স্থান দেখাইলেন। ইহাই নেকলেস্ লুকাইয়া রাখিবার স্থান। অনন্তর তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমি যখন হিরাম সেলিককে চিমনীর ভিতর তাড়া করি, তাহার অল্প পরেই সে নেকলেস্ হস্তগত করিয়াছিল। তাহার শোচনীয় মৃত্যুই ইহার প্রমাণ।—তাহার নিকট কোন মূল্যবান সামগ্রী আছে—ইহা তাহার বেশভূষা দেখিয়া বাহিরের লোকের সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না। এইজন্য মনে হয়—তাহার অনুসরণকারিদ্বয় রিংউডেরই সঙ্গের লোক।"

স্মিথ বলিল, "তাহাই যদি হয়—তাহা হইলে তাহারা সেলিকের অনুসরণ করিল কেন? তাহাকে হত্যা করিবারই বা কি আবশ্যক ছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এই কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া তাহার কারণ জানিতে পারিয়াছি। সেলিক নেকলেস্‌ছড়াটি আত্মসাৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল; এই উদ্দেশ্যেই সে রিংউডের কাগজ-পত্রগুলি চুরি করিয়াছিল, এবং নক্সাখানির সাহায্যে

নেকলেসের সন্ধান পাইয়াছিল। নক্সাখানি রিংউডই প্রস্তুত করিয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিরূপে বুঝিলেন?"

মিঃ ব্লেক বাড়ীওয়ালা মিঃ ক্লিভারের নিকট রিংউডের হস্তাক্ষর-সংবলিত যে রসিদ পাইয়াছিলেন, তাহা স্মিথের হাতে দিয়া বলিলেন, "নক্সার লেখা ও এই রসিদের লেখা মিলাইয়া দেখ। একই হস্তাক্ষর। রিংউড সেলিককে নেকলেস্ আনিতে তাহার বাসায় পাঠাইলে তাহাকে কেবল নক্সাখানিই দিত, সেই সঙ্গে এ সকল কাগজপত্র দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। এই জন্যই আমার ধারণা—সেলিক তাহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। রিংউড তাহার বিশ্বাসঘাতকার সন্ধান পাইয়া নেকলেস্ উদ্ধারের আশায় নিশ্চয়ই ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়াছে; কিন্তু সে তাহার ব্ল্যাকহিলের বাসায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সেলিক তাড়াতাড়ি গোপনে সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল; তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা তুমি জান। সেলিক নেকলেস্ লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র রিংউড তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার অনুসরণ করিয়াছিল; তাহার সঙ্গে একজন অনুচর ছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু সেলিকের মৃত্যু বিষ-প্রয়োগের ফল। বিষ কোথা হইতে আসিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক অনুচরকে হত্যা করিবার সঙ্কল্পে রিংউড লইয়া আসে নাই, ইহা কি করিয়া বলি? তবে তুমি বলিতে পার, ছোরা বা পিস্তল থাকিতে বিষ কেন? কিন্তু বিষ প্রয়োগই অনেক সময় অধিক নিরাপদ।"

স্মিথ বলিল, "নেকলেস্ ছড়াটি যদি রিংউডের হাতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অগাধ জলে গিয়া পড়িয়াছে। এখন তাহার উদ্ধারের আশা বড়ই অল্প।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার ত তাহা বোধ হয় না। এই কাগজপত্রে দেখিতেছি ৩৪ নং কার্ডিগান স্কোয়ার তাহার নূতন আড্ডা। এই স্থানটি কিংসক্রশের উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। ক্যালিডোনিয়ান রোডের পাশেই। আমি ছদ্মবেশে এখনই সেখানে যাইব। আগে গিয়া সন্ধান লইয়া আসি, পরে আবশ্যক হইলে তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

তিনি কয়েক মিনিটের মধ্যে ইঞ্জিন-পরিষ্কারকের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, পরিচ্ছদটি চর্ব্বিতে ও কালীতে আচ্ছন্ন; যেমন বেশ, তেমনই চেহারা।

স্মিথ বলিল, "এ বেশ কেন, কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিশেষ কোন কারণ নাই, প্রথমে এইটাই হাতে উঠিল বলিয়া ইহা ত্যাগ করিলাম না। তুমি সতর্ক থাক, আমি শীঘ্রই ফিরিব। আমার কাছে পুলিশের 'হুইস্ল' আছে; যদি আবশ্যক হয় পুলিশের সাহায্য লইতে পারিব; তোমার উদ্বেগের কোন কারণ নাই।"

মিঃ ব্লেক গৃহত্যাগ করিলে স্মিথ তাহার বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল; মিঃ ব্লেক তাহাকে সঙ্গে না লওয়ায়, তাহার মন ক্ষোভে ও অভিমানে পূর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক ট্রেণে চাপিয়া গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিলেন। তখন অপরাহ্ণ, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অস্তোন্মুখ। অস্তমান তপনের লোহিতালোকে সমগ্র প্রকৃতি স্বর্ণাভ প্রতীয়মান হইতেছিল। মিঃ ব্লেক কর্ডিগান স্কোয়ারে উপস্থিত হইয়া ৩৪ নং ভবন খুঁজিয়া বাহির করিলেন; তিনি দেখিলেন, সেই অট্টালিকাটি পথের একপ্রান্তে অবস্থিত। তিনি নিম্নতলের একটি মুক্তবাতায়ন কক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন—সূর্য্যালোকে সেই কক্ষের অভ্যন্তরভাগ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল, চারিদিকে কয়েকখানি চেয়ার, দেওয়ালের পাশে একটা আলমারি, তাহার অদূরে একখানি কোচ,—সকল আসবাবই সূর্য্যালোকে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক কোচের উপর একজন লোককে শায়িত দেখিলেন। লোকটি একখানি সংবাদপত্র মুখের উপর উঁচু করিয়া ধরিয়া পাঠ করিতেছিল, এজন্য তিনি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না। কয়েক মিনিট পরে লোকটি কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল; বোধ হয় মুখে রোদ লাগায় সে কিছু বিরক্ত হইয়াছিল, এ জন্য উঠিয়া গিয়া বাতায়নের সম্মুখস্থিত পর্দ্দা টানিয়া দিল।

লোকটি উঠিবামাত্র মিঃ ব্লেক তাহার মুখ দেখিয়া চিনিতে পারিলেন—সে আমষ্টার্ডাম নগরের ঘড়ির কলওয়ালা ভান সিমেল!

ভান সিমেল পর্দ্দার অন্তরালে অদৃশ্য হইল বটে, কিন্তু তাহাকে লণ্ডনে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন ভান সিমেল ধড়িবাজ বদমায়েস, কিন্তু নেকলেস্ চুরির ব্যাপারে রিংউডের সহিত তাহার যোগ আছে, ইহা

তিনি কোন দিন সন্দেহ করেন নাই। স্মিথকে সঙ্গে না আনায় তিনি অনুতপ্ত হইলেন, এবং ভান গিমেলের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য স্মিথকে লইয়া আসা উচিত মনে করিয়া তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি যথাসম্ভব শীঘ্র গৃহে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আতঙ্ক ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না! তিনি দেখিলেন, স্মিথ ঘরের মেঝেতে চিৎপাত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে! তিনি প্রথমে ভাবিলেন বেচারা মারা গিয়াছে; কিন্তু তাঁহার এ আশঙ্কা অমূলক, তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে শ্বাস বহিতেছিল, চক্ষু মুদিত, মুখ বিবর্ণ!

মিঃ ব্লেক স্মিথের চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না; তখন ডাক্তার ডাকাই সঙ্গত মনে হইল। তিনি মিসেস্ বার্ডেলকে আহ্বান করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি করিলেন; কিন্তু তাহার সাড়া পাইলেন না। ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া তিনি মিসেস্ বার্ডেলকে নীচে তাহার ঘরে খুঁজিতে চলিলেন; সেখানে গিয়া দেখিলেন, মিসেস্ বার্ডেল তাহার ঘরের মেঝের উপর বিপুল দেহভার প্রসারিত করিয়া দারুণ যন্ত্রণায় গোঁ-গোঁ করিতেছে! তাহার হস্ত পদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ, মুখ খানিও তাহার তোয়ালে দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা!

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিলেন, তাহাকে বসাইয়া বলিলেন, "এ কি ব্যাপার! কে তোমার এরূপ দুর্দ্দশা করিল? স্মিথকেই বা কে আধমরা করিয়াছে?"

মিসেস্ বার্ডেল ললাটে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "তিনটে জোয়ান মিন্‌সে গো কর্ত্তা! দরজায় সাড়া দিতেই আমি তাহাদের দরজা খুলিয়া দিলাম, ভাবিলাম কোন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, একজন দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আর একজন পিস্তল উচাইয়া বলিল, 'বেটী, চেঁচাইয়াছিস্ কি মরিয়াছিস্!' তাহার পর আমি কোন কথা বলিবার আগেই তাহারা আমাকে বাঁধিয়া এইখানে আনিয়া ফেলিল। তাহারা দোতালায় গিয়া কি করিয়াছে বলিতে পারি না; বোধ হয় স্মিথকেও—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি দোতালায় গিয়াছিলাম, স্মিথের অবস্থা আরও শোচনীয়; তাহাকে ঔষধ দিয়াছি, কোন ফল না হওয়ায় ডাক্তার ডাকা আবশ্যক মনে করিতেছি। তোমার আর কোন ভয় নাই, আমি ডাক্তার ডাকিয়া আনি।"

মিঃ ব্লেক ডাক্তারকে সকল কথা বলিয়া টাইগারকে আনিতে চলিলেন। একটা লোক মধ্যে মধ্যে টাইগারকে বেড়াইতে লইয়া যাইত, সেদিনও সে টাইগারকে লইযা গিয়াছিল; টাইগার তাহার কাছেই ছিল।

তিনি বাড়ী ফিরিয়া দেখিলেন ডাক্তার স্মিথের চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। স্মিথের যে শীঘ্র চেতনাসঞ্চার হইবে—এ আশা তিনিও দিতে পারিলেন না। ডাক্তারের পরামর্শে মিঃ ব্লেক একজন শুশ্রূষাকারিণীর সাহায্য গ্রহণ কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

ডাক্তার প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক মিসেস্ বার্ডেলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকগুলা দেখিতে কিরূপ?"

মিসেস্ বার্ডেল বলিল, "পেল্লাই জোয়ান, সাজপোষাক কিন্তু ভদ্রলোকের মত!"—সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। তখন মিঃ ব্লেক টাইগারকে তাহাদের গন্ধের অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন।

মিঃ ব্লেক বুঝিয়াছিলেন, আততায়ীরা রিংউডেরই দলের লোক, এবং তাঁহাকেই হত্যা করিতে আসিয়াছিল। সুতরাং টাইগার তাহাদের গন্ধের অনুসরণ করিয়া কোথায় তাঁহাকে লইয়া যায়, তাহা দেখিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইল।

টাইগার নানা পথ ঘুরিয়া কার্ডিগান স্কোয়ারের প্রান্তবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার সন্নিকটেই উপস্থিত হইল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়াছিল; অট্টালিকার কক্ষগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে অন্ধকার হওয়ায় মিঃ ব্লেক নিঃশঙ্কচিত্তে অট্টালিকার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। অট্টালিকাটি রেলিং দিয়া ঘেরা ছিল; মিঃ ব্লেক টাইগারকে শিকল ধরিয়া না রাখিলে সে হয় ত অট্টালিকার দ্বারে গিয়াই ধাক্কা দিত! কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন না। তিনি টাইগারকে টানিয়া ধরিয়া রাখিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অট্টালিকাটির চারিদিক লক্ষ্য করিলেন; তাহার পর মনে মনে বলিলেন, "ইহাই রিংউডের আড্ডা বটে! যে দুর্ব্বৃত্তেরা স্মিথকে ও মিসেস্ বার্ডেলকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা এখানে নির্ব্বিঘ্নে

প্রত্যাগমন করিয়া ভান সিমেলের সহিত যোগদান করিয়াছে। এই বাড়ীতে যাহারা আছে, আজ রাত্রেই তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহাদের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা না হয়—ততক্ষণ এই অট্টালিকার উপর আমার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।"

মিঃ ব্লেক সেই পথের অন্যপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একজন পাহারাওয়ালার দেখা পাইলেন। তিনি তাহাকে আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিলে সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমাকে কি করিতে হইবে বলুন; আমি এই বিটেরই পাহারাওয়ালা।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন পথে গাড়ী ঘোড়ার ভীড় নাই, সে দিকে তোমার দৃষ্টি না রাখিলেও চলিবে। তুমি এই পথের শেষের বাড়ীখানির উপর নজর রাখিবে। আমি লোকজন লইয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। ঐ বাড়ীতে তিনজন ফৌজদারীর আসামী আড্ডা লইয়াছে, তাহাদের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর! সেই তিনজন ভিন্ন তাহাদের দলে অন্য লোকও থাকিতে পারে। বাহির হইতে আর কেহ এইবাড়ীতে প্রবেশ করে কি না, কেহ বাহিরে যায় কি না—তাহা লক্ষ্য করিবে।"

কনষ্টেবল সম্মতিজ্ঞাপন করিলে মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি সেই পল্লীর থানায় উপস্থিত হইলেন। তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে সকল কথা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "সেই বাড়ীখানি খানাতল্লাস করিবার জন্য আমি একদল কনষ্টেবলের সাহায্য চাই। আপনি তাহা দিতে পারিবেন কি?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তা আর পারিব না কেন? আপনি কি আমাকে এখনই আপনার সঙ্গে যাইতে বলেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আপনি সাজ পোষাক করিয়া অবিলম্বে আমার সঙ্গে চলুন। তবে যতক্ষণ খানাতল্লাসী আরম্ভ না হয়—ততক্ষণ বাড়ীখানির উপর নজর রাখিবার জন্য সাধারণ পোষাকপরা দুইজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর দুইজন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের সহিত সেই অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন।—বিটের যে কনষ্টেবলটি পাহারায় ছিল, সে বলিল কোন নূতন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করে নাই, বাড়ী হইতে কেহ বাহিরেও যায় নাই।

ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে তাহার নিজের কাযে পাঠাইয়া, নবাগত কনষ্টেবলদ্বয়কে বাড়ীর দুইদিকে পাহারায় নিযুক্ত করিলেন। মিঃ ব্লেক এই ব্যাপারে ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর থে্‌লের সহায়তা গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কারণ তিনিই লর্ড লিনডেলের নেকলেস্ চুরির তদন্তভার গ্রহণ করিয়া রাল্‌ফ মেস্নিককে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন।

মিঃ ব্লেক এসম্বন্ধে ইন্‌স্পেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে চলিলেন, তিনি ইন্‌স্পেক্টর থে্‌লকে সকল কথাই আদ্যোপান্ত বলিলে, ইন্‌স্পেক্টর থে্‌ল কয়েকজন কনষ্টেবল সহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথকে দেখিবার জন্য বাড়ী ফিরিলেন।

মিঃ ব্লেক দেখিলেন, স্মিথ তখনও সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ না হইলেও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। ডাক্তার তাহাকে নিদ্রাকারক ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন। ডাক্তার ও শুশ্রূষাকারিণী উভয়েই তখন তাহার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন উদ্বেগের আর কোন কারণ নাই।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় খানাতল্লাসী আরম্ভ করিবার কথা; মিঃ ব্লেক তৎপূর্ব্বেই থানায় উপস্থিত হইলেন। ইন্‌স্পেক্টর থে্‌লও ছয়জন সশস্ত্র কনষ্টেবল সহ তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। ইহাতে কনষ্টেবল-সংখ্যা কুড়িজন হইল। তথাপি তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন, ইহা আশা করিতে পারিলেন না। আমষ্টার্ডামে এই দুর্ব্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করিতে গিয়া পুলিশের কি দুর্দ্দশা হইয়াছিল, সে কথা মিঃ ব্লেক এত অল্প দিনে বিস্মৃত হন নাই, সুতরাং তাঁহার আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ ছিল। তিনি প্রত্যেক কনষ্টেবলের নিকট এক একটি পিস্তল রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। যথাসময়ে কুড়িজন সশস্ত্র ও সুসজ্জিত কনষ্টেবল সহ মিঃ ব্লেক ঘটনাস্থলে যাত্রা করিলেন; ইন্‌স্পেক্টর থে্‌ল ও থানার ভারপ্রাপ্ত ইন্‌স্পেক্টর ফোলিট্ তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

তস্করে-পুলিশে যুদ্ধ

মিঃ ব্লেক সদলে অতি সতর্ক ভাবে রিংউড ও তাহার সহযোগিবর্গের আড্ডার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যে দুইজন কনষ্টেবল পাহারায় নিযুক্ত

ছিল, তাহাদের একজন সংবাদ দিল, তিনজন নূতন লোক পর পর সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্ব হইতে যাহারা ভিতরে ছিল—তাহাদের কেহই বাহিরে যায় নাই।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহারা সকলেই এক দলের, রিংউড এ দলে আছে কি না বুঝিতে পারিতেছি না; তাহার থাকাই সম্ভব। যাহা হউক, অন্ততঃ ছয়জন আসামীকে আমরা গ্রেপ্তার করিতে পারিব, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ অপরাহ্নে ভান সিমেলকে যে কক্ষে দেখিয়াছিলাম, উহারা সকলে বোধ হয় সেই কক্ষেই আছে; কিন্তু পুরু পর্দ্দা ভেদ করিয়া ঘরের ভিতর দৃষ্টিপাত করিবার উপায় নাই। সদর দরজা খুলিয়া আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে।"

ইন্‌স্পেক্টর থে্‌ল বলিলেন, "কিন্তু দরজা খুলিবার উপায় কি? দরজায় ধাক্কা দিলে বা ডাকাডাকি করিলে দরজা খুলিয়া দিবে, এরূপ আশা নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, খুলিবার কথা নয় বটে; কিন্তু আমার ধাক্কায় দরজা খুলিয়া দিবে।"

ইন্‌স্পেক্টর থে্‌ল বলিলেন, "কেন? মহাশয়ের ধাক্কার কি কোন বিশেষত্ব আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্য্যকালে দেখিতেই পাইবেন,—একটু অপেক্ষা করুন, হাঁ, ঐ সে আসিতেছে।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কে আসিতেছে? কাহার কথা বলিতেছেন? সবই যে আপনার হেঁয়ালী!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ডাকপিয়ন আসিতেছে। ইন্‌স্পেক্টর ফোলিট্, আপনি আমার সঙ্গে চলুন ত, ডাকপিয়ন হয় ত আমার অনুরোধ গ্রাহ্য করিবে না। তাহার কাযের ভার আমাকেই লইতে হইবে কি না!"

ইন্‌স্পেক্টর ফোলিট্ মিঃ ব্লেকের সহিত গৃহদ্বারে ডাকপিয়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই পিয়নই থানায় চিঠিপত্র বিলি করিত, এজন্য ইন্‌স্পেক্টরের সহিত তাহার পরিচয় ছিল। ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী পুলিশের খাতির না করিলেও পারে, কিন্তু পিয়ন বেচারা ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না; সে জানিত পুলিশ ইচ্ছা করিলে তাহাকে ফ্যাসাদে ফেলিতে পারে। সে ইন্‌স্পেক্টর ফোলিটের অনুরোধে তাহার কোট, টুপি, চাপড়াস্, ব্যাগ ও লণ্ঠন খুলিয়া তাঁহার হাতে দিল। তাহার পর কাতর ভাবে বলিল, এই বে-আইনী কাজ করিয়া তাহাকে যেন কোন বিপদে পড়িতে না হয়।

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ ডাকপিয়ন সাজিলেন; ডাকপিয়ন তাহার বিটের চিঠিপত্রগুলি বাহির করিয়া লইয়া খালি ব্যাগটাই দিয়াছিল। মিঃ ব্লেক কয়েকটি কৃত্রিম পার্শেল সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তাহা তিনি ব্যাগে পুরিয়া লইলেন, তাহার পর টুপি মাথায় দিয়া, চাপড়াস্ আঁটিয়া, ব্যাগটা কাঁধে ঝুলাইলেন। ডাকপিয়ন বেচারা হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ভাবিল, "এ আবার কি রঙ্গ!"

মিঃ ব্লেক পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, ৩৪নং বাড়ীর ঠিকানায় দুইখানি পত্র আছে।—তিনি পত্র দুইখানি তাহার নিকট চাহিয়া লইলেন; তাহা দেখিয়া ইন্‌স্পেক্টর থে্‌ল বলিলেন, "পত্র ত গৃহস্থের দ্বারপ্রান্তস্থ চিঠির বাক্সে ফেলিবার ব্যবস্থা আছে; পত্র লইতে উহারা দ্বার খুলিবে কেন বুঝিলাম না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রেজেষ্ট্রী পত্র রসিদ দিয়া লইতে হইবে, দেখুন ত।"—তিনি রেজেষ্ট্রী চিঠির নম্বরের লেবেলের মত একটা কৃত্রিম লেবেল একখানি চিঠির উপর আঁটিয়া দিলেন, তাহার পর চিঠির উপর নীল পেন্সিল দিয়া 'আড়ে দীর্ঘে' দুইটী রেখা টানিলেন। শেষে একখানি হলদে রসিদ তাহার সহিত গাঁথিয়া লইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর থে্‌ল বলিলেন, "চিঠিখানা প্রকৃত পক্ষে রেজেষ্ট্রী চিঠি নয়,—ইহা ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পড়ুক্ না ধরা; দরজা না খুলিয়া ত তাহা ধরিতে পারিবে না। উহারা সতর্ক হইবার পূর্ব্বে উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে বাধাবিঘ্নের আশঙ্কা থাকিবে না। আপনারা আমার ঠিক পশ্চাতে থাকিবেন, আমার ইঙ্গিতমাত্র তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিবেন।

মিঃ ব্লেক দ্বারের সম্মুখে আসিয়া ডাকপিয়নের অনুকরণে 'খটাখট' শব্দে দুইবার কড়া নাড়িলেন, সঙ্গে সঙ্গে লণ্ঠনের আলোটা এভাবে ধরিলেন যে, তাহা দ্বারের চাবির ছিদ্রপথে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। মুহূর্ত্ত পরে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। এই স্ত্রীলোকটি বাড়ীওয়ালী।

মিঃ ব্লেক চাপা গলায় বলিলেন, "মিঃ স্লেভের নামে একখানি রেজেষ্ট্রী চিঠি আছে, রসিদ সহি করিয়া দিতে হইবে; কিন্তু আমি আমার কলম

আফিসে ফেলিয়া আসিয়াছি। আপনি একটি কলম ও কালি আমুন।"

বাড়ীওয়ালী কালি-কলমের সন্ধানে যাইবার জন্য দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিল। মিঃ ব্লেক দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দ্বার রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই যেন দৈবাৎ তাঁহার হাতের ব্যাগটা ঘরের ভিতর দ্বারের নিকট পড়িয়া গেল। বাড়ীওয়ালী তাহা দেখিয়া দ্বার রুদ্ধ না করিয়াই দ্রুতপদে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। সেই মুহূর্ত্তে মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিবামাই সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্স্পেক্টরদ্বয় বারজন কনেষ্টবল সহ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

পাশের একটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সেই কক্ষে তাঁহারা অনেক লোকের অনুচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিলেন আসামীরা সেই কক্ষে আছে। মিঃ ব্লেক দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তিনজন লোক লাফাইয়া উঠিয়া পিস্তল বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত পুরিল; কিন্তু পকেটের অস্ত্র বাহির হইবার পূর্ব্বেই পুলিশের ছয় সাতটি পিস্তল তাহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইল।

মিঃ ব্লেক কর্কশস্বরে বলিলেন, "মাথার উপর শীঘ্র দুই হাত তোল, নতুবা এখনই মাথার খুলি গুঁড়া হইবে।"

তাঁহার আদেশ তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত হইল। মিঃ ব্লেক ভান সিমেল ভিন্ন এই দলের আর কাহাকেও চিনিতে পারিলেন না।

ইন্স্পেক্টর থেৃল বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমি তোমাদের গ্রেপ্তার করিলাম।"—তৎক্ষণাৎ তিনজনের হস্তই শৃঙ্খলিত হইল।

ভান সিমেল ওলন্দাজী ভাষায় হুঙ্কার দিয়া বলিল, "এরূপ অভদ্রতার কারণ কি?"

মিঃ ব্লেক সেই ভাষায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "শীঘ্রই তাহা জানিতে পারিবে; তোমাদের দলের আর সকলে কোথায়? তোমার বঁধু বার্ণাড সেণ্ট মারভিন্ ওরফে জেম্স্ রিংউডকে দেখিতেছি না কেন?—যে আমাকে ধাক্কা দিয়া তোমার দড়ির কলে ফেলিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল!"

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর শুনিবার অবসর হইল না,—পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া মিঃ ব্লেক তাহাদিগকে তিনজন কনেষ্টবলের জিম্বায় রাখিয়া হলঘরে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার ও তাঁহার সহযোগিগণের উপর 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দে গুলী বর্ষণ আরম্ভ হইল। একটি কনেষ্টবলের বুকে গুলী লাগিতেই সে পড়িয়া গেল!

মিঃ ব্লেক অদূরবর্ত্তী সিঁড়িতে পাঁচ সাতজন সশস্ত্র আততায়ীকে দেখিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য কনেষ্টবলদের আদেশ করিলেন; তাহার পর তিনি ইন্স্পেক্টর থেৃল ও কয়েকজন কনেষ্টবল সহ তাহাদের অনুসরণ করিলেন, কিন্তু দস্যুরা দ্রুতপদে দ্বিতলে উঠিয়া একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিল।

মিঃ ব্লেক পদাঘাতে রুদ্ধদ্বার ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দস্যুরা সেই কক্ষস্থিত ভারি আসবাবপত্রগুলি সশব্দে দ্বারে চাপাইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "যে উপায়ে হউক, দ্বার ভাঙ্গিতে হইবে।"

দুই তিনজন কনেষ্টবল চারিদিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখানি ভারি সাবল লইয়া আসিল। মিঃ ব্লেক তাহা লইয়া তদ্দ্বারা উভয় হস্তে সবেগে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিলেন। সেই আঘাতে দ্বার কয়েকবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া শেষে চৌচির হইয়া ফাটিয়া গেল। মিঃ ব্লেক সেই চিরের ভিতর সাবলের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়া চাড় দিলেন; দ্বারের তক্তা কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দস্যুরা সেই স্থান দিয়া দুইবার গুলী বর্ষণ করায় মিঃ ব্লেক সরিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইলেন; কিন্তু একটি গুলীতে আর একজন কনেষ্টবল আহত হইল।

দুইজন প্রহরী রক্তাক্ত দেহে ভূপতিত হওয়ায় কনেষ্টবলেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহারা 'মার মার' শব্দে সেই দ্বারের উপর আপতিত হইল; তাহাদের সবুট পদাঘাতে ও সাবলের গুতায় দ্বার ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু দ্বারের অন্যদিকে টেবিল আলমারি প্রভৃতি স্থাপিত হওয়ায় দ্বার ভাঙ্গিয়াও খুলিয়া পড়িল না। তখন মিঃ ব্লেক দুইজন কনেষ্টবলের সাহায্যে সবেগে ধাক্কা দিয়া পথ পরিষ্কার করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সেই কক্ষে চারিজন লোক দেওয়ালে পিঠ রাখিয়া আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।—মিঃ ব্লেক, ইন্স্পেক্টর থেৃল ও কয়েকজন কনেষ্টবলকে সেই কক্ষে প্রবেশোদ্যত দেখিয়া একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "তফাৎ! এক পা অগ্রসর হইলেই গুলী করিব।"

তাহার কথা শুনিয়া কয়েকজন কনেষ্টবল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক তুলিল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গুলী করিও না,

উহাদের টোটা ফুরাইয়াছে, নতুবা এতক্ষণ উহাদের পিস্তল নীরব থাকিত না। উহাদিগকে গ্রেপ্তার কর, এখন করিবার আবশ্যক নাই।"

মিঃ ব্লেকের অনুমান সত্য; তাহাদের নিকট একটিও টোটা ছিল না। তাহারা পলায়নেরও সুযোগ পাইল না। মিঃ ব্লেক সহযোগিবর্গের সাহায্যে তাহাদের সকলকেই ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলেন; গুলী খাইয়া মরিবার ভয়ে কেহই আর তেমন লম্ফ ঝম্ফ বা মুষ্টিযুদ্ধ করিল না।

মিঃ ব্লেক রিংউডকে সেই দলে না দেখিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের দলপতি রিংউড অর্থাৎ বার্ণার্ড সেণ্ট মার্ভিন কোথায়।"

কেহ কোন উত্তর দিল না; কিন্তু পথে অনেকগুলি কনষ্টেবল পাহারা দিতে দিতে 'পলায়, পলায়, ধর!' শব্দে যুগপৎ চীৎকার করায়, মিঃ ব্লেক সেই দিকের জানালা খুলিয়া তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এত গোল করিতেছ কেন?"

একজন কনষ্টেবল বলিল, "একজন আসামী কোন কৌশলে ছাদে উঠিয়াছে! আমরা তাহাকে কার্ণিশের পাশ দিয়া গুড়ি মারিয়া যাইতে দেখিলাম; বোধ হয় পলায়নের আশায় সে ছাদের কোন স্থানে লুকাইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে নিশ্চয়ই রিংউড, প্রাণভয়ে ছাদে গিয়া লুকাইয়াছে। সেই শয়তানই পালের গোদা, তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক।"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

নেকলেসের উদ্ধার

যে কয়েকজন আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে কড়া পাহারায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া মিঃ ব্লেক ইনস্পেক্টর থ্রেল ও কয়েকজন কনষ্টেবল সহ তাড়াতাড়ি ছাদে উঠিলেন। রিংউড যদি কোন কৌশলে তাঁহাদের চোখে ধূলা দিয়া ছাদ হইতে পলায়ন করে, তাহা হইলে তাঁহাদের খানাতল্লাসীর উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ছাদের উপর হইতে পলায়নের উপায় ছিল না; ছাদের এক কোণে টেলিফোঁর তার সংলগ্ন ছিল; এই তার যে স্তম্ভে আবদ্ধ ছিল, সেই স্তম্ভটি কিছু দূরে মৃত্তিকায় প্রোথিত ছিল। রিংউড সিঁড়িতে বহুব্যক্তির পদশব্দ শুনিয়া বুঝিতে পারিল—পুলিশ প্রহরীরা তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ছাদে আসিতেছে। তখন সে পলায়নের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ছাদের উপর টেলিফোঁর খুঁটার নিকট উপস্থিত হইল, এবং সেই তার ধরিয়া শূন্যে ঝুলিয়া পড়িল। তার বহিয়া সে পরবর্ত্তী স্তম্ভের নিকট যাইবে এবং সেই স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া নীচে নামিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য।—কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না; সে তার ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িতেই টেলিফোঁর সরু তার 'ফট্' করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। সে সেই ছিন্ন তার ধরিয়া ঝুলিতেছে দেখিয়া, তাহাকে মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য পথের অনেক লোক উভয় হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া দৌড়াইয়া গেল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, তার ছিঁড়িয়া হতভাগ্য রিংউড চক্ষুর নিমিষে সশব্দে পথের উপর পড়িয়া গেল!

কঠিন মৃত্তিকায় সবেগে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় রিংউডের দেহের অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল। যদিও পতন মাত্রেই তাহার মৃত্যু হইল না, তথাপি তাহার অবস্থা দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল—তাহার জীবনের আশা নাই।

মিঃ ব্লেক তাহার দুঃসাহসের পরিচয় পাইয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিয়া ভিড় ঠেলিয়া মৃতপ্রায় রিংউডকে টানিয়া তুলিলেন, এবং তাহাকে ঘরের বারান্দায় শয়ন করাইয়া কিঞ্চিৎ ব্র্যাণ্ডি পান করাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সে তাহা গিলিতে পারিল না, দুইকস দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন তাহার মৃদুশ্বাস বহিতেছিল ও চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিতেছিল; এতদ্ভিন্ন জীবনের অন্য কোন লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল না।

তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল, ডাক্তার রিংউডকে পরীক্ষা করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, কোন আশা নাই; এখনই ইহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।"

রিংউডকে অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইল। মিঃ ব্লেক তাহার সঙ্গে হাসপাতালে চলিলেন। হাসপাতালের ডাক্তার রিংউডের আঘাত-

দেহ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "লোকটার মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছে, তাহা জোড়া লাগিবার আশা নাই; এই ধাক্কা সামলাইতে পারিবে না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য্য।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মৃত্যুর পূর্ব্বে চেতনা হইবে কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "সে কথা বলা কঠিন; আর চেতনা হইলেও কথা কহিতে পারিবে কি না সন্দেহ। কাহারও কাহারও জীবনী শক্তি এরূপ সতেজ যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহারা কথা কহিতে পারে।"

মিঃ ব্লেক অন্য কক্ষে বসিয়া রিংউডের চেতনা-সঞ্চারের প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন—তাহার চেতনা হইয়াছে; সে তাঁহার সহিত শীঘ্র সাক্ষাতের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি হাসপাতালেই আছেন, ইহা সে জানিত না; এজন্য তাঁহার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বোধ হয় সে অপরাধ স্বীকার করিবে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি, মহাপাপিষ্ঠেরাও মৃত্যুর পূর্ব্বে অপরাধ স্বীকার করিয়া মনের ভার লঘু করে—আমি এখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

ইতিমধ্যে ইন্‌স্পেক্টর থেুল ও রিংউডের দলস্থ লোকগুলিকে হাজতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া হাসপাতালে উপস্থিত হইলেন। তিনি রিংউডের শয্যাপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিলেন, তাহার অন্তিমকাল সমাগতপ্রায়! নির্ব্বাণের পূর্ব্বে তৈলহীন দীপের নিষ্প্রভ শিখা যেমন মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রিংউডের লুপ্তপ্রায় জীবনীশক্তিও সেইরূপ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মিঃ ব্লেককে তাহার পার্শ্বে উপবিষ্ট দেখিল। সে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি এতশীঘ্র আসিতে পারিবেন—ইহা আশা করি নাই। আমার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে; আপনাকে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। যাহা বলি—মন দিয়া শুনুন।"

বার্ণার্ড সেণ্ট মারভিন অর্থাৎ রিংউড ধীরে ধীরে তাহার অনুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্মের বিবরণ আদ্যোপান্ত মিঃ ব্লেকের গোচর করিল। তাহার কণ্ঠস্বরে ও ভাবভঙ্গীতে আন্তরিক অনুতাপ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। এই দুর্ভেদ্য রহস্য সম্বন্ধে মিঃ ব্লেক পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল। রিংউডের আত্মকথা শ্রবণ করিয়া ইন্‌স্পেক্টর থেুল বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন।

মিঃ ব্লেক তাহার নিকট জানিতে পারিলেন—জেম্‌স্ রিংউডই তাহার প্রকৃত নাম, বার্ণার্ড সেণ্ট মারভিন তাহার ছদ্মনাম মাত্র। সে ইরেণী রিংউডের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া লর্ড লিন্‌ডেলের পুত্র লর্ড মার্সডনের নিকট হইতে মহামূল্য হীরকহার কাড়িয়া লইয়াছিল, এবং লগুড়াঘাতে তাহার চেতনা বিলুপ্ত করিয়াছিল। লর্ড মার্সডনকে আহত করিবার অভিসন্ধি না থাকিলেও ঘটনাচক্রে পড়িয়া সে তাহাকে জখম করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহার পরামর্শেই ইরেণী লর্ড মার্সডনকে প্রেম-ফাঁদে বন্দী করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রতি ইরেণীর বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল না; কিন্তু ইরেণী যে ক্রমাগত প্রেমের অভিনয় করিয়া আসিতেছিল—নির্ব্বোধ প্রেমান্ধ যুবক তাহা মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে পারে নাই। অপহৃত হীরক-হার পুনঃপ্রদত্ত হইলেও চোর ধরা পড়িবে, পুলিশের চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে বুঝিয়া, রিংউড নকল হার প্রস্তুত করাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, অপরাধটা রাল্‌ফ মেরিকের উপর চাপাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছিল। রাল্‌ফ মেরিক আত্মদোষ ক্ষালনে কাহারও সাহায্য না পায়—এই উদ্দেশ্যেই তাহারা মিলিকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া গুম্ করিয়া রাখিয়াছিল। সে পরদুঃখকাতর বৃদ্ধ দাতা সাজিয়া বিপন্ন ও নিরাশ্রয় মেরিককে যে নোটখানি দিয়াছিল—তাহা সে লর্ড লিনডেলের সিন্দুক হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিল। সেই নোটের নম্বর পুলিশের খাতায় আছে—ইহাও সে জানিত; সুতরাং জেল খালাসী মেরিক চোর বলিয়া ধরা পড়িবে ও কঠোর দণ্ড পাইবে, এবিষয়ে তাহার সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু মিলি তাহার বাসা হইতে হঠাৎ পলায়ন করায় সে ইরেণীকে লইয়া এত তাড়াতাড়ি দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, নেকলেস্ ছড়াটা আমষ্টার্ডাম নগরে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইবার সুযোগ হয় নাই; তাহা সে তাহার বাসায় চিমনীসন্নিহিত সুড়ঙ্গে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু নেকলেস্ বিক্রয়ে বিলম্ব হওয়ায় তাহার অনুচরেরা বখ্‌রা না পাইয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অবশেষে হিরাম সেলিক তাহার গোপনীয় কাগজপত্র ও বাড়ীর নক্সা চুরি করিয়া নেকলেসের সন্ধানে ইংলণ্ডে আসিল। রিংউড

তাহা জানিতে পারিয়া একজন অনুচরসহ তাহার অনুসরণ করিল। হিরাম সেলিক নক্সার সাহায্যে গুপ্ত স্থান হইতে নেকলেস্ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিবার সময় রিংউড তাহাকে ধরিয়া নেকলেস কাড়িয়া লয় এবং বিষ প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করে; অতঃপর তাহার মৃতদেহ গ্রীণ উইচ পার্কের একটি নিভৃত অংশে লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখে এবং তাহার কবল হইতে নেকলেস্ উদ্ধার করে।

অনন্তর তাহারা কার্ডিগান স্কোয়ারের নূতন আড্ডায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানে গিয়া রিংউডের হঠাৎ মনে পড়িল—সেলিক যে সকল কাগজ-পত্র চুরি করিয়াছিল, তাহা তাহার পকেটে আছে কি না দেখা হয় নাই! সেই সকল কাগজ-পত্র পুলিশের হাতে পড়িলে তাহাদের বিপদের সীমা থাকিবে না বুঝিয়া, তাহারা ভীত হইল। সেলিকের মৃতদেহ খুঁজিতে গিয়া তাহা বাগানের ভিতর না পাইয়া তাহারা অত্যন্ত চিন্তিত হইল। রিংউড পরদিন সকালে সংবাদপত্র পাঠে জানিতে পারিল, পুলিশ সেলিকের মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে লইয়া গিয়াছে; তাহার পকেটে যে সকল কাগজপত্র ছিল, মিঃ ব্লেক তাহা দেখিতে লইয়াছেন! পাছে মিঃ ব্লেক কাগজপত্রগুলি পাঠ করিয়া তাহার সন্ধান পান, এই সন্দেহে সে একজন অনুচর সহ মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হয়। তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিলে সকল কথা চাপা পড়িবে ভাবিয়া, সে তাঁহাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প করে; কিন্তু মিঃ ব্লেক তখন বাড়ী ছিলেন না বলিয়া এই সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। তাহারা মিসেস্ বার্ডেল ও স্মিথকে মৃতবৎ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া তাহাদের নূতন আড্ডায় প্রস্থান করিল।

রিংউড সকল কথাই বলিল, কিন্তু তাহার ভগিনীর সন্ধান বলিল না দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভগিনী এখন কোথায় আছে?"

রিংউড বলিল, "আমার ভগিনী কে? আমার কোন ভগিনী নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইরেণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। সে কি তোমার ভগিনী নহে?"

রিংউড বলিল, "না, সে আমার স্ত্রী!"

এই সংবাদে ইন্‌স্পেক্টর থে্‌ল বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ কথা শুনিয়া বিন্দুমাত্র বিস্মিত হই নাই; ইরেণী যে রিংউডের স্ত্রী, বহু পূর্ব্বেই ইহা আমার ধারণা হইয়াছিল।"—অনন্তর তিনি রিংউডকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্ত্রী এখন কোথায় আছে?"

রিংউড বলিল, "সে কথা বলিব না। আপনারা তাহার সন্ধান জানিতে পারিলে তাহাকেও গ্রেপ্তার করিবেন; তাহাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। সে অপরাধিনী নহে, আমার আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করা ভিন্ন তাহার কোন অপরাধ নাই। আপনারা যতই চেষ্টা করুন, তাহার সন্ধান পাইবেন না।"—অনন্তর সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "ইরেণী প্রিয়তমে! আমি চলিলাম, শেষ দেখা হইল না। তোমার হতভাগ্য স্বামীকে ক্ষমা কর।"

রিংউডের কণ্ঠ চিরনীরব হইল। ডক্তার বলিলেন, "সব শেষ!"

মিঃ ব্লেক ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ইন্‌স্পেক্টর থে্‌লকে বলিলেন,—"এই অনুতপ্ত পাপিষ্ঠের অন্তিম আশা পূর্ণ হউক; উহার স্ত্রীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া গ্রেপ্তার করিতে আমার ইচ্ছা নাই।"

পরমেশ্বর মিঃ ব্লেকের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। রিংউডের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে একদিন প্রভাতে সমাধি-প্রান্তে একটি যুবতীর মৃতদেহ পতিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল। এই যুবতীই ইরেণী। নারীচরিত্র মানবের পক্ষে চিরদিনই দুজ্ঞেয়। ইরেণী পতিবিয়োগ-শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার সমাধি স্থলে আসিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিল; অথচ অর্থলোভে সে যে কত ধনাঢ্য যুবককে প্রেমরজ্জুতে বাঁধিয়া বাঁদর নাচাইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই!—বর্ব্বর আমরা এ সতীত্বের মহিমা বুঝি না!

ইরেণীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিবার সময় তাহার পরিচ্ছদের নীচে কণ্ঠসংলগ্ন যে মহামূল্য হীরক-নেকলেস্ পাওয়া গিয়াছিল, তাহা লর্ড লিনডেলের সেই বিখ্যাত নেকলেস্। আভিজাত্যগর্ব্বিত বৃদ্ধ লর্ডের ঘরের ঢেঁকিকে কুম্ভীরে পরিণত করিয়া, তাঁহার বংশের গৌরব ও সম্ভ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন যে নারী ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিতে লজ্জিত হয় নাই, সে সেই মহার্ঘ রত্ন কণ্ঠে ধারণ করিয়া পতিশোকানলে আত্মজীবন আহুতি প্রদানে সতীধর্ম্ম উজ্জ্বল করিল!

এই বিস্ময়কর সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই লণ্ডনের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। মিঃ ব্লেক

ইন্‌স্পেক্টর থ্রেলকে সঙ্গে লইয়া পতিরতা মধুরতাময়ী আত্মঘাতিনী 'সতী'কে দেখিতে আসিলেন। তিনি তাহাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। লর্ড লিনডেলও সেখানে আসিয়া বিদ্যাধরী-কণ্ঠপরিভ্রষ্ট বর্দ্ধিতগৌরব হীরক-কণ্ঠহার দেখিয়া তাঁহারই হারানিধি বলিয়া চিনিতে পারিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে করোণারের আদালতে ইরেণীর সতীত্বের যাচাই হইল; করোণার রায় দিলেন, দুঃসহ পতি শোকে উন্মাদিনী হইয়া বিষভোজনে সতী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন! এই সংবাদ পাঠ করিয়া দেশের লোক ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইরেণী থিয়েটারে অভিনয় করিয়া যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল, মরিয়া তাহার দশগুণ খ্যাতি উপার্জ্জন করিল।

রিংউডের অনুচরবর্গের মধ্যে কয়েকজন কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইল; আর কয়েকজনকে ওলন্দাজ গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করা হইল। আমষ্টার্ডামের পুলিশ হত্যার অপরাধে তাহাদের প্রতি চরম দণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল।

আর তিনজনের কথা বলিলেই আমাদের কাহিনী শেষ হয়।

মিঃ ব্লেক ও ইন্‌স্পেক্টর থ্রেল রিংউডের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া রাল্‌ফ মেরিকের সহায়তা করায়, সে চুরির অভিযোগ হইতে মুক্তিলাভ করিল, এবং মিলি উইলসনকে বিবাহ করিয়া সুখী হইল। মিঃ ব্লেকের অনুরোধে লর্ড লিনডেল রাল্‌ফ মেরিককে তাঁহার জমীদারীতে একটি চাকরী দিলেন; সুতরাং তাহাদের সংসার বেশ সুখেই চলিতে লাগিল।

লর্ড লিন্‌ডেলের পুত্র লর্ড মার্সডন যখন শুনিতে পাইল 'মিস্ রিংউড' বিবাহিতা রমণী, প্রেমের অভিনয়ে তাহাকে প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে এবং পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে—তখন সে এই উৎকট প্রণয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিল! তাহার পর তাহার সমপদস্থ একটি লর্ডের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখন সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

সম্পূর্ণ

কৃতান্তের দপ্তর

দীনেন্দ্র কুমার রায়

কৃতান্তের দপ্তর

সূচনা

সার অরমণ্ড কেণ্ট লণ্ডনের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। হৃদ্রোগের বিশেষজ্ঞ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি সমগ্র ইয়ুরোপে পরিব্যাপ্ত। ডাক্তারদের সুযশ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের দর্শনীর পরিমাণ হু-হু করিয়া বাড়িয়া যায়। সার অরমণ্ড কেণ্টের দর্শনীও ক্রমশঃ এরূপ বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ধনাঢ্য রোগী ভিন্ন অন্য কেহ তাঁহাকে ডাকিতে সাহস করিত না; এজন্য তিনি দয়া করিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার বাড়ী আসিয়া রোগ পরীক্ষা করাইবে—তিনি তাহাদের নিকট কুড়ি গিনির (প্রায় তিন শত টাকা) অধিক 'ফি' গ্রহণ করিবেন না! তাঁহার এইরূপ দয়ার পরিচয় পাইয়া রোগীর দল প্রত্যহ এভাবে তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া ধরণা দিত যে, সার অরমণ্ড অনেক দিন আহার নিদ্রার অবসর পাইতেন না; কিন্তু তিনি কাহারও নিকট কুড়ি গিনির এক পেণী কম দর্শনী লইতেন না। তাঁহার সময় মূল্যবান, কুড়ি গিনি দর্শনী দাখিল করিলে রোগীর সহিত তাঁহার কথা কহিবার অবসর হইত। লণ্ডনের হার্লে ষ্ট্রীটে তাঁহার প্রাসাদোপম অট্টালিকার দিকে চাহিলে মনে হয় তাহা রাজপ্রাসাদ! তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি অন্যান্য চিকিৎসকগণের তপস্যার বিষয়।

একদিন প্রভাতে একটি সুন্দরী তরুণী ডাক্তার সার অরমণ্ড কেণ্টের সুসজ্জিত উপবেশন-কক্ষে একাকী বসিয়া ছিল। তাহার পাশে একটি পুরাতন 'হ্যাণ্ডব্যাগ'; সে অধীর ভাবে সেই ব্যাগটি লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছিল। একটি শুভ্রবেশিনী নর্স তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল, ডাক্তারের অবসর হইলে তিনি তাহাকে ডাকিবেন; কিন্তু কখন তাঁহার অবসর হইবে, তাহার স্থিরতা ছিল না।

এই কিশোরীর নাম ডায়েনা টেম্পল। সে নর্সের নির্দ্দেশানুসারে এক ঘণ্টারও অধিককাল সেখানে বসিয়া রহিল; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না। সে দেখিল রোগীরা এক একজন করিয়া আসিয়া, ডাক্তার যে কক্ষে রোগীর রোগ পরীক্ষা করেন—সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, কিছুকাল পরে চলিয়া যাইতেছিল। ডাক্তার যাহাকে দেখিবার যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছিল। ডায়েনা টেম্পল তাহার প্রতি ডাক্তারের ঔদাসীন্যে অধীর হইয়া উঠিল; কিন্তু ডাক্তার তাহাকে ডাকিলেন না।

ডায়েনা টেম্পলের বয়স বাইশ বৎসর। এই তরুণ জীবনেই তাহাকে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। জীবনটা উৎকট দুঃস্বপ্ন বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল; জীবন-সংগ্রামে সে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছিল। ইয়র্ক সায়ারে তাহার বাস। সংসারে তাহার আপনার বলিতে কেহই ছিল না। ষোল বৎসর বয়স হইতে সে স্কোন্‌বার্গ এণ্ড মেয়ো নামক পরিচ্ছদ-বিক্রেতার দোকানে চাকরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিল। লীড্‌স নগরে এই কোম্পানীর প্রকাণ্ড কারখানা আছে; তাহার মত অনেক নারী সেই কারখানায় চাকরী করে। ডায়েনা এই কারখানার অফিসে প্রথমে টাইপিষ্টের পদে নিযুক্ত হইয়াছিল; অবশেষে কারখানার অধ্যক্ষ সার জুলিয়স্ স্কোন্‌বার্গ তাহাকে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। সে যোগ্যতার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু এখন—

ডায়েনা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিল; তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল—কঠিন হৃদ্রোগ হইতে আর তাহার পরিত্রাণ নাই! কয়েক মাস হইতে সে বক্ষঃস্থলে এবং পঞ্জরে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছিল; এবং যন্ত্রণার পরিমাণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছিল। প্রথমে সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই, হাসি মুখে রোগ-যন্ত্রণা সহ্য করিত; কিন্তু অবশেষে একদিন সে অফিসে মূর্চ্ছিত হইল। তখন অগত্যা তাহাকে চিকিৎসকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইল।

যে চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি সহৃদয়; ডায়েনা তাঁহার সহানু-

ভূতি লাভ করিয়াছিল। তিনি সযত্নে তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন; তিনিই তাহাকে বলিয়াছিলেন, চাকরীর পরিশ্রম তাহার সহ্য হইবে না। নীরোগ হইতে হইলে তাহার বিশ্রামের প্রয়োজন; জনপূর্ণ নগরের দূষিত বায়ু তাহার ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রতিকূল। ডায়েনা অনাথা, সম্বলহীনা; চাকরী না করিলে তাহার জীবিকার্জ্জনের উপায় ছিল না; চাকরী ছাড়িয়া সে কি অনাহারে মরিবে? ডাক্তারের উপদেশ শুনিয়া সে ভীত হইল, ডাক্তারকে বলিল, "আমার রোগটা কি—দয়া করিয়া বলিবেন কি?"

ডাক্তার বলিলেন, "রোগ তেমন কঠিন নয়। তোমার হৃদ্‌যন্ত্র একটু অবসাদগ্রস্ত; শ্রমখিন্নই বলিতে পারি। এজন্য তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন।"—ইয়র্ক সায়ারের ক্ষুদ্র ডাক্তার (the little York shire medico.) ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

ইহা তিনমাস পূর্ব্বের কথা। সে অগত্যা ছুটি লইতে বাধ্য হইল। সে চাকরী করিয়া যে যৎসামান্য অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, এই তিনমাস বসিয়া খাইতেই তাহা নিঃশেষিত হইল; কিন্তু তাহার রোগ প্রশমিত হইল না, বরং তাহার হৃৎপিণ্ডের বেদনা বর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্বে সে দুই চারি দিন ভাল থাকিত, এখন প্রত্যহই সে বেদনা বোধ করিতে লাগিল। এদিকে ছুটি ফুরাইয়া আসিল, সে পুনর্ব্বার ছুটির প্রার্থনা করিল; কিন্তু আফিসের কর্ত্তা তাহাকে জানাইলেন, তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ শোচনীয়—তাহাতে সে দীর্ঘকাল কার্য্যে যোগদান করিতে পারিবে না, অথচ সে অনির্দ্দিষ্ট কাল ছুটি পাইতে পারে না; অতএব চাকরীতে ইস্তফা দেওয়াই তাহার কর্ত্তব্য। সার স্কোন্‌বার্গ ব্যবসাদার মানুষ, কোন কর্ম্মচারীর রোগে বা বিপদে সহানুভূতি বা করুণা প্রকাশের তাঁহার অবসর ছিল না।

ডায়েনা মনিবের আদেশ শুনিয়া দুঃখিত হইল না। সে ভাবিল—তিনি কোন অসঙ্গত কথা বলেন নাই; কিন্তু চাকরী ছাড়িলে ভবিষ্যতে চলিবার উপায় কি?

অসুস্থ হইয়া ডায়েনা কোন কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে পারিত না, ভবিষ্যতেও আর কোন চাকরী মিলিবার আশা নাই; সুতরাং অবশিষ্টকাল তাহাকে দারিদ্র্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। তাহার উপর মৃত্যুভয়ে সে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিল।

তাহার মানসিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইলে এক দিন সে স্থির করিল, তাহার রোগের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহার জীবনের আশা আছে কি না—তাহা জানিবার জন্য সে লণ্ডনে যাইবে। সে শুনিয়াছিল—লণ্ডনের প্রধান চিকিৎসক সার অরমণ্ড কেণ্ট হৃদ্রোগের বিশেষজ্ঞ; তিনি তাহার বুক পরীক্ষা করিয়া প্রকৃত রোগের প্রকৃতি স্থির করিতে পারিবেন। সার অরমণ্ড কেণ্ট দ্বারা রোগ পরীক্ষা করাইবার অভিপ্রায় জানাইয়া সে লীড্‌স হইতে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিল; কিন্তু সার অরমণ্ডের নিকট হইতে কোন উত্তর না পাওয়ায় তাহার দুশ্চিন্তা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। সে সেই দিন প্রভাতে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া সার অরমণ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। রোগীরা সার অরমণ্ডের সহিত দেখা করিতে আসিয়া যে কক্ষে অপেক্ষা করে, সেই কক্ষে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া সে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। একজন শুশ্রূষাকারিণী তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল—ডাক্তার অবকাশ পাইলেই তাহাকে ডাকাইবেন; কিন্তু অনেক রোগী তাহার পরে আসিয়াও ডাক্তারের ব্যবস্থা লইয়া চলিয়া গেল, তথাপি ডাক্তার তাহার সন্ধান লইলেন না! ডায়েনার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল; তাহার ধারণা হইল সে দরিদ্র বলিয়াই উপেক্ষিত হইতেছিল। ডাক্তার অরমণ্ডের 'ফি' অত্যন্ত অধিক, ইহা জানিয়াও ডায়েনা প্রাণের দায়ে তাঁহাকে দিয়া দেখাইতে আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইবে কি না—তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

যাহা হউক, আরও কয়েক মিনিট পরে সেই কক্ষের দ্বার খুলিয়া শুভ্রবেশিনী প্রৌঢ়া শুশ্রূষাকারিণী ডায়েনার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে বলিল, "সার অরমণ্ড তোমাকে ডাকিয়াছেন, তুমি আমার সঙ্গে চল।"

ডায়েনা তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু চলিতে গিয়া তাহার পায়ে পায়ে বাধিতে লাগিল! তাহার মনে হইল—সে অপরাধীর মত তাহার অপরাধের বিচারফল শুনিবার জন্য বিচারকের সম্মুখে যাইতেছে, কিন্তু তিনি কি রায় প্রকাশ করিবেন? তাহাকে কি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনিতে হইবে, না তিনি তাহাকে জীবন দান করিবেন? (would the sentence be life—or death ?) ডায়েনা তাহার ব্যাগের ভিতর একটি ক্ষুদ্র চক্‌চকে পিস্তল লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে সঙ্কল্প করিয়াছিল—যদি সে বিচারকের নিকট মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা শুনিতে পায়—

তাহা হইলে সে তাহা তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিবে। জীবনের অবশিষ্ট কাল রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করা, ও চির দারিদ্র্যে পিষ্ট হওয়া অপেক্ষা অবিলম্বে স্বহস্তে মৃত্যুকে বরণ করা সহস্রগুণ অধিক শ্রেয়স্কর বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল। ডায়েনা ব্যাগটি হাতে লইয়াই ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল।

অস্ত্রচিকিৎসার কক্ষে ডাক্তার একাকী বসিয়াছিলেন; বৈদ্যুতিক অগ্নির (electric fire) উত্তাপে কক্ষটি উত্তপ্ত। ডায়েনা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সার অরমণ্ড কেণ্টকে দেখিতে পাইল। তাঁহার দেহ দীর্ঘ, এবং প্রাচীন বয়সেও তাঁহার স্বাস্থ্য অটুট; সর্ব্বাঙ্গ সুদৃঢ়। মূল্যবান সুদৃশ্য পরিচ্ছদে তাঁহার দেহ আবৃত।

ডায়েনাকে দেখিয়া ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া মাথা নোয়াইলেন, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঐ চেয়ারে বসিতে পার মিস্ টেম্পল! আমি কোন্ সময় তোমাকে দেখিবার সুযোগ পাইব, তাহা জানিয়া লইয়া পূর্ব্বে সময় স্থির করিয়া রাখ নাই, এজন্য তোমাকে এখানে আসিয়া দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে হইয়াছে। যাহা হউক, এখন আমার একটু অবসর হইয়াছে, তোমার কথা শুনিতে পারিব।"

ডায়েনা একখানি চেয়ারে বসিয়া ডাক্তারের মুখ ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, "ডাক্তার, আমার বুকের কি দোষ হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছি না। শুনিয়াছি, হৃদ্রোগের সমজদার আপনার মত বড় ডাক্তার ইংলণ্ডে আর কেহ নাই; এই রোগের বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে আপনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "থামো। আমি হৃদ্রোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার—এ কথা শুনিতে মন্দ লাগে না, কিন্তু একথার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে —তাহা আমারও জানা নাই; তবে আমি এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত অনেক রোগী ঘাঁটিয়াছি, এবং সাধারণতঃ এই রোগেরই আমি চিকিৎসা করি; সুতরাং আমার অভিজ্ঞতা সম্ভবতঃ অনেকের অপেক্ষা অধিক।—তোমার রোগটা কি?"—ডাক্তার ডায়েনার বিবর্ণ পুরাতন ব্যাগটির উপর বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

তাই ত! ডাক্তারের কাছে আসিয়া প্রথমেই দর্শনীর টাকা না দিলে বড় বড় ডাক্তারেরা রোগীর কোন কথা শুনিতে পান না, ইহা ডায়েনা ভুলিয়া গিয়াছিল! ডাক্তার তাহার ব্যাগের দিকে কটাক্ষপাত করায় সে কথা তাহার স্মরণ হইল। সে তাড়াতাড়ি ব্যাগের ভিতর হাত পুরিয়া লজ্জিত ভাবে বলিল, "সার অরমণ্ড, শুনিয়াছি আপনার 'ফি' অত্যন্ত অধিক; আপনার দ্বারা রোগ পরীক্ষা করাইতে আসা—দরিদ্রের অসাধ্য আমি অসুস্থ হওয়ায় অনেক দিন হইতে বেকার বসিয়া আছি, কায কর্ম্ম করিতে পারি নাই; এইজন্য আমার আশঙ্কা হইতেছে, যে 'ফি' আপনার নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বোধ হয় আমি দিয়া উঠিতে পারিব না।"

সার অরমণ্ড দাঁত বাহির করিয়া অসন্তোষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু তাহা জানিয়া শুনিয়াও আমাকে দিয়া দেখাইতে আসিতে তোমার ত কুণ্ঠা হয় নাই! আমার বাড়ী আসিয়া যাহারা পরামর্শ গ্রহণ করে, তাহাদের নিকট আমি নামমাত্র 'ফি' গ্রহণ করি—তাহার পরিমাণ কুড়ি গিনি। প্রাণের দায়ে যাহারা কুড়ি গিনি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহারা নিজের জীবন মূল্যবান মনে করে—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিব? যাহা হউক, তোমার সামর্থ্য অল্প বলিতেছ; আমাকে তুমি পনের গিনি দিলেই চলিবে। এত অল্প ফি আমি কাহারও নিকট গ্রহণ করি না।"

ডায়েনা সবিস্ময়ে বলিল, "আপনার বাড়ীতে আসিয়া দেখাইলেও আপনার ফি কুড়ি গিনি! কি ভয়ানক! তাহার অর্দ্ধেকও আপনাকে দিতে পারি, সে শক্তি আমার নাই। আপনি ত কয়েক মিনিট মাত্র রোগ পরীক্ষা করিবেন; সেই কয়েক মিনিটের জন্য আপনার ফি কুড়ি গিনি? আপনার দাবি অত্যন্ত অসঙ্গত ডাক্তার!—এ টাকা সংগ্রহ করা আমাদের মত দরিদ্রের পক্ষে যে কত কঠিন, তাহা বোধ হয় আপনার ধারণা করিবার শক্তি নাই!"

সার অরমণ্ড ডায়েনার ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "রোগ পরীক্ষা করিতে আমার অধিক সময় লাগে না বটে, কিন্তু রোগীর নিকট যে ফি লই—তাহা ত সময়ের মূল্য নহে, তাহা আমার অভিজ্ঞতার মূল্য। আমি হৃদ্রোগ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিযাছি, তাহা আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টা-যত্নের ফল। তুমি বহুদূর হইতে আমার কাছে আসিয়াছ।—কেন আসিয়াছ? দেশে কি আর ডাক্তার ছিল না?—আমি হৃদ্রোগের বিশেষজ্ঞ, বহুদর্শী চিকিৎসক; আমার অভিমত তুমি

মূল্যবান মনে কর—এই জন্য যখন আমার কাছে আসিয়াছ—তখন আমার মত বিশেষজ্ঞের যে ফি প্রাপ্য, তাহা তোমাকে দিতেই হইবে। (you must pay a specialist's fees.) যাহারা তাহা দিতে না পারিবে—তাহাদের হাসপাতালে আশ্রয় লওয়াই—"

ডাক্তার হঠাৎ নীরব হইলেন; তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইল, চক্ষুতে ভয়ের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল! ডায়েনা টেম্পল তাহার ব্যাগ হইতে ক্ষুদ্র কিন্তু সাংঘাতিক পিস্তলটি বাহির করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে ডাক্তারের ললাটে উদ্যত করিয়াছিল! তাহা দেখিয়া ডাক্তারের বাক্‌রোধ হইল। তিনি আতঙ্কবিহ্বল দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া ঘামিয়া উঠিলেন।

কিন্তু সেই সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! তোমার এরূপ করিবার উদ্দেশ্য কি নারি! তোমার হাতের পিস্তল শীঘ্র নামাইয়া রাখ। তুমি কি আমাকে খুন করিতে আসিয়াছ?"

ডায়েনা টেম্পল নিঃশব্দে হাসিয়া কঠোর দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিল। তাহার ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট হইল। ডাক্তারের কথা শুনিয়া, তাঁহার হৃদয়হীনতার পরিচয় পাইয়া তাহার মস্তিষ্কে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে সে যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল! ডায়েনা বুঝিতে পারিয়াছিল—ডাক্তার পনের গিনি ফি না পাইলে তাহার রোগ পরীক্ষা করিবেন না, তাহার সকল আশা বিফল হইবে। হয় ত সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইবে, কিন্তু ডাক্তারের অতিলোভের জন্য রোগের প্রকৃতিও সে জানিতে পারিবে না; ডাক্তারের এই ব্যবহার তাহার অসহ্য মনে হইল। সে হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া ডাক্তারকে গুলী করিতে উদ্যত হইল। ডাক্তার সার অরমণ্ড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন—যুবতী ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; সেই অবস্থায় সে হয় ত তাঁহাকে গুলী করিতে কুণ্ঠিত হইবে না!

ডায়েনা ডাক্তারের ললাট লক্ষ্য করিয়া গুলী উদ্যত করিয়া বলিল, "সার অরমণ্ড, আপনি আমার রোগ পরীক্ষা করিয়া আপনার অভিমত না জানাইলে আমি আপনাকে গুলী করিয়া মারিব। আপনি এই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য স্থির করুন। আপনি অঙ্গীকার করুন—আমার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করিয়া আমার রোগ সম্বন্ধে আপনার প্রকৃত ধারণা আমার নিকট প্রকাশ করিবেন। আপনি এরূপ অঙ্গীকার না করিলে আমি এই মুহূর্ত্তেই—"

ডায়েনার পিস্তলের ঘোড়ার উপর তাহার অঙ্গুলি ঈষৎ কম্পিত হইল।

সার অরমণ্ড কেণ্টের মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি ডায়েনা টেম্পলের কণ্ঠস্বরে উন্মত্ততার আভাস অনুভব করিলেন। পিস্তলের নল তখনও তাঁহার ললাটে উদ্যত! কিন্তু তখন তাঁহার আত্মরক্ষা করিবার উপায় ছিল না। তিনি ও ডায়েনা ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি সেই কক্ষে ছিল না; কিন্তু ডায়েনা তখন ক্ষিপ্তপ্রায়! সে কি দুষ্কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সে জ্ঞান তাহার ছিল না বলিয়াই ডাক্তারের ধারণা হইল। তিনি তখন সাহায্যের জন্য কাহাকেও ডাকিতে সাহস করিলেন না; কারণ তিনি কাহাকেও আহ্বান করিবামাত্র ডায়েনা তাঁহাকে গুলী করিতে পারে। তাহার পর যে কেহ তাঁহার আহ্বানে সেই কক্ষে প্রবেশ করিবে—সে তাঁহার মৃতদেহ দেখিতে পাইবে। তাহার পর ডায়েনা ধরা পড়িতে পারে, সে আত্মহত্যাও করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হইবে না।—এই সকল কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইল; তিনি জিহ্বা দ্বারা অধরোষ্ঠ লেহন করিয়া, ডায়েনাকে তাহার সঙ্কল্প-পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "আঃ, কি ছেলেমানুষী করিতেছ মিস্ টেম্পল! আমার সঙ্গে একটা চুক্তি করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইয়াছে? বেশ ত; তোমার এই আগ্রহ যে অবিলম্বে পূর্ণ করা আমার অসাধ্য—তোমার এরূপ মনে করিবার কি কোন কারণ আছে? আমি কি বলিয়াছি—ফি না পাইলে তোমার রোগ পরীক্ষা করিব না? আমি কি তোমাকে নিরাশ করিয়া তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছি? তবে তুমি হঠাৎ ওভাবে ক্ষেপিয়া উঠিলে কেন? না, তোমার প্রত্যাখ্যাত হইবার আশঙ্কা নাই; তুমি তোমার হাতের পিস্তল অনায়াসে নামাইয়া রাখিতে পার। এই বৃদ্ধ চিকিৎসককে গুলী করিয়া হত্যা করিলে তোমার ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না,—ইহা তোমার বুঝিতে পারা উচিত ছিল।"

কিন্তু ডায়েনা তাহার হাতের পিস্তল না নামাইয়া অবিচলিত স্বরে বলিল, "ডাক্তার, আমি আপনাকে দশ সেকেণ্ড মাত্র সময় দিতেছি; এই সময়ের

মধ্যে আপনি আপনার কর্তব্য স্থির করুন। আমি মৃত্যুভয়ে কাতর নহি। আমার রোগের পরিণাম কি—তাহা আমি জানিতে পারি নাই।—এই অনিশ্চয়তা এবং উৎকণ্ঠা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দুশ্চিন্তায় আমার মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছে। আমি দিবা রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমার রোগের পরিণাম কি, আমার ভাগ্যে কি আছে—তাহা আমাকে জানিতেই হইবে। হঁ', আমার তাহা শুনাই চাই। পৃথিবীতে এখনও আমার বিস্তর কায করিবার আছে,—কিন্তু যদি আমি—"

ডায়েনা কথা শেষ না করিয়া হঠাৎ নীরব হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পরেই সে অধিকতর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ডাক্তার, এই মুহূর্ত্তেই আপন কর্ত্তব্য স্থির করুন; নতুবা ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আপনি যে ভাবে আছেন—ঐ ভাবেই আপনাকে গুলী করিয়া মারিব। তাহার পর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব না। জীবনে যে হতাশ হইয়াছে, সে কোন্ প্রলোভনে মুগ্ধ হইবে?"

সার অরমণ্ডের ওষ্ঠ ক্ষোভে ও অপমানে কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি নীরব থাকা সঙ্গত মনে করিলেন না, তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "উত্তম মাদাম, আমার ঘরে আসিয়া তুমি আমাকেই বিষম বে-কায়দায় ফেলিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম; যাহা বলিলে, তাহাই অঙ্গীকার করিলাম।"

ডায়েনা বলিল, "সংসারে আপনি যাহা কিছু পবিত্র মনে করেন—তাহার, আপনার চিকিৎসা-ব্যবসায়ের নামে শপথ করিয়া বলুন—আমার অবস্থা সম্বন্ধে আপনি সত্য কথা গোপন করিবেন না, এবং আমার কোন অনিষ্ট করিবেন না।"

ডাক্তার গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "শপথ করিলাম, তাহাই করিব।"

ডায়েনা টেম্পল তাহার হাতের পিস্তল নামাইয়া রাখিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল; আকস্মিক উত্তেজনার পর তাহার দেহে দারুণ অবসাদ উপস্থিত হইল। ডায়েনা টলিতে টলিতে ডাক্তারের দিকে অগ্রসর হইল।

ডাক্তার তাহাকে সম্মুখে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে তাঁহার প্রতি যেরূপ আচরণ করিল—তাহা মার্জ্জনার অযোগ্য; তাঁহার ঘরে আসিয়া অকারণে তাঁহাকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা!—তাঁহার মনে হইল রাক্ষসীকে বাঁধিয়া পুলিশের হস্তে অর্পণ করাই উচিত। তিনি তাঁহার শপথ বিস্মৃত হইয়া ডেস্কের বৈদ্যুতিক বোতাম টিপিলেন, তাহার পর রূঢ়স্বরে বলিলেন, "তোমার হাতের পিস্তল দূরে নিক্ষেপ কর। তুমি কি জান না, আমি তোমাকে নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতে পারি।"

ডায়েনা বলিল, "জানি; আমি ইহাও জানি যে, আপনার মত লোকের শপথ কাপুরুষের অসংলগ্ন প্রলাপ নহে। আর যদি সত্যই তাহা হয়—তাহা হইলেও আমার রোগ কি, তাহা জানিবার পর, আমার ভাগ্যে যাহাই থাক, সে জন্য ব্যাকুল হইব না; অন্ধভাবে আমি আমার নিয়তির অনুসরণ করিব।"

রুদ্ধ দ্বারে মৃদু করাঘাত হইল, তাহার পর পূর্ব্বকথিত শুভ্রবেশধারিণী 'নর্স' দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিলে, ডাক্তার তাহাকে তাঁহার ডেস্কের সম্মুখে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

রুদ্ধদ্বারে করাঘাত শুনিবামাত্র ডায়েনা তাহার পিস্তলটি ব্যাগের ভিতর লুকাইয়া ফেলিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত নর্স ডাক্তারের সম্মুখে আসিলে, ডাক্তার তাহাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "কিছু সাল ভলেটাইল (sal volatile) দাও,—আর শোন নর্স ফেন্‌টন! তুমি নিকটেই থাক।

শুশ্রূষাকারিণী যে দ্রব পদার্থ আনিয়া দিল, ডায়েনা টেম্পল তাহা হৃষ্টচিত্তে পান করিল; মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় অরুণাভ হইল।

ডাক্তারও মুহূর্ত্তমধ্যে সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া এবং তাঁহার জীবন-সঙ্কটের কথা বিস্মৃত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন, "মিস্ টেম্পল, এইবার তোমার হৃদ্রোগের বিবরণ শুনিব। তুমি মন স্থির করিবার চেষ্টা কর।"

তিনি 'ষ্টেথোস্কোপ' কর্ণে সংযুক্ত করিয়া ডায়েনার বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত সেই কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ রহিল। ডাক্তার যতক্ষণ পরীক্ষা করিলেন—ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ ভাব-সংস্পর্শ-বিহীন রহিল। (the doctor's face betrayed no emotion whatsoever.) তিনি রোগিণীর রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে তাহাকে দুই তিনটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহার পর যন্ত্রটি ধীরে ধীরে পকেটে রাখিলেন। তিনি গম্ভীরভাবে ডেস্কের নিকট ফিরিয়া গিয়া তাঁহার চেয়ারে বসিলেন, এবং একখানি কাগজে সাঙ্কেতিক

ভাষায় কয়েক ছত্র কি লিখিলেন। ডায়েনা তাঁহার নির্ব্বিকার ও গম্ভীর মুখের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল; কিন্তু তাহার ওষ্ঠ পাংশুবর্ণ হইল। (her lips were ashen.)

ডাক্তারের মৌনভাব ডায়েনার অসহ্য হইল। সে উদ্বেগ-কম্পিত স্বরে বলিল, "কি বুঝিলেন ডাক্তার?"

ডাক্তার কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া, গম্ভীর দৃষ্টিতে ডায়েনার মুখের দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "মিস্ টেম্পল, তুমি তোমার রোগের অবস্থা সম্বন্ধে সত্য কথা জানিতে চাহিয়াছ; কিন্তু আমার আ-আশঙ্কা—তাহা শুনিয়া তুমি আশ্বস্ত হইতে পারিবে না। তুমি কি অপ্রিয় সত্য শুনিবার জন্য প্রস্তুত আছ?"

ডায়েনা হাসিবার চেষ্টা করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "হাঁ, সত্য; সত্য কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই—আপনাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডাক্তার!"

ডাক্তার পূর্ব্ববৎ অচঞ্চল স্বরে বলিলেন "তোমার হৃদ্‌যন্ত্রের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়! রোগ বদ্ধমূল হইয়াছে। যদি তুমি সাবধানে থাক, কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম না কর, এবং সর্ব্বপ্রকার মানসিক উত্তেজনা পরিহার কর, (avoiding all form of excitement,) তাহা হইলে তুমি সম্ভবত বড়-জোর এক বৎসর বাঁচিতে পার। (You may possibly live a year at the most,) কিন্তু যদি তুমি অতঃপর আর কোন উত্তেজনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আজ এখানে আসিয়া যেভাবে উত্তেজিত হইয়াছিলে, কোন কারণে পুনর্ব্বার ঐরূপ উত্তেজিত হইবার জন্য প্রলুব্ধ হও, তাহা হইলে ছয় মাসের মধ্যে, এমন কি, তাহার পূর্ব্বেও হয় ত তোমার মৃত্যু হইতে পারে।"

ছয় মাস—ছয় মাসের পূর্ব্বেও তাহার মৃত্যু হইতে পারে! কি ভীষণ বজ্রাঘাতের মত নিষ্ঠুর ভবিষ্যদ্বাণী!

বিচারক তাঁহার রায় প্রকাশ করিলেন। তাহা কৃতান্তের আহ্বান-ধ্বনির ন্যায় ভীষণ আতঙ্কজনক; যেন ইহা অপরাধীর প্রতি বিচারকের কণ্ঠনিঃসৃত ফাঁসির আদেশ!—হৃদ্রোগের সর্ব্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত চিকিৎসক সার অরমণ্ড কেণ্টের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল নাই—ইহা ডায়েনা টেম্পলের অজ্ঞাত ছিল না।

ডায়েনা চঞ্চল চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর মুখ বিবর্ণ; আতঙ্ক তাহার চক্ষুতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার মুখে হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু সেই মলিন হাস্যে তাহার হৃদয়ের হাহাকারই পরিব্যক্ত হইল, এবং তাহার শ্রবণ-বিবরে যেন মরণ-সিন্ধুর অস্ফুট কল্লোল-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে তাহার হাত-ব্যাগ খুলিয়া দশখানি এক পাউণ্ডের নোট টানিয়া বাহির করিল।

ডায়েনা ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ডাক্তার, আমার মাথার ঠিক ছিল না, এজন্য আমি আপনার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছি। আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়। আমি উত্তেজনাবশে যাহা করিয়া ফেলিয়াছি—সে জন্য আন্তরিক দুঃখিত। আমি মরিয়া-হইয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু এখন আমার সে ভাব আর নাই, আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়াছি; সুখ দুঃখ এখন আমার কাছে সব সমান। আপনি দয়া করিয়া আপনার দর্শনী বাবদ আমার যথাসাধ্য এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করিলে—"

ডাক্তার সার অরমণ্ড বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও, তাঁহার লোভের সীমা ছিল না! টাকাগুলি তাঁহার পারিশ্রমিকের তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও তাহা গ্রহণের জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তিনি হাত বাড়াইতে উদ্যত হইলেন, ঠিক সেই সময় ডায়েনার মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল; তাঁহার মনে হইল সে তাহার শেষ সম্বল তাঁহাকে প্রদান করিতেছে। আর কয়েক মাস পরে যাহার মৃত্যু অনিবার্য্য, যাহার অর্থোপার্জ্জনের সামর্থ্য নাই, তাহার অন্তিম সম্বল এ ভাবে আত্মসাৎ করিতে তাঁহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিল! তিনি হাত আর না বাড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "ও তুমিই রাখিয়া দাও, উহা তোমার প্রয়োজনে লাগিবে। তুমি সাবধানে থাকিও, উত্তেজনাজনক কোন কায করিও না। আমি যে ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম, এই ঔষধ নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করিলে তোমার যন্ত্রণার উপশম হইবে; কিন্তু—"

ডায়েনা টেম্পল তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষ ত্যাগ করিল, ডাক্তারের ব্যবস্থা-পত্র পড়িয়া রহিল—সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তাহার মনে হইল—আর ছয় মাসের অধিক কাল সে বাঁচিবে না; সে স্থির করিল—এই ছয় মাসের প্রতি পল সে এ ভাবে ব্যয় করিবে, যেন তাহার কর্ম্মবৈচিত্র্যে, এবং শক্তি সামর্থ্যের পরিপূর্ণ ব্যবহারে এই স্বল্প-পরিমিত জীবনকাল সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত করিতে পারে। মৃত্যুর পূর্ব্বে সে তাহার কর্ম্মবহুল জীবনের সদ্ব্যবহার করিবে।

কৃতান্তের দপ্তর

প্রথম পর্ব্ব

চোরের চমক

চুরি-বিদ্যায় চার্লি চ্যাট্ যেরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় পাইয়া অনেক পাকা চোর তাহার হিংসা করিত, সুতরাং নিজের শক্তির উপরেও তাহার অসাধারণ বিশ্বাস ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রধান নারীদস্যু বিস্ময়কর শক্তিসম্পন্না রহস্যময়ী মিস্ ডেগের সহিত যে দিন সর্ব্বপ্রথম তাহার সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল—সেই দিন চার্লি চ্যাট্ নিজের ক্ষুদ্রতা ও হীনতা বুঝিতে পারিল; অধিক কি, তাহার বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল।

চার্লি চ্যাট্ একদিন রাত্রি দশটার সময় চেল্সিয়া ব্রীজের সন্নিহিত একটা মদের আড্ডা হইতে বাহির হইয়া 'বিষয়-কর্ম্মে'র সন্ধানে চলিল। চেল্সিয়ার কিংস্ রোড নামক পথের অদূরবর্ত্তী একটি গলির ভিতর একখানি দ্বিতল অট্টালিকা ছিল; সেই অট্টালিকার দ্বিতলস্থ কক্ষ সে লক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল—প্রাচীর-সংলগ্ন পাইপ (rain pipe) অবলম্বন করিয়া সে দ্বিতলে প্রবেশ করিতে পারিবে। এই কার্য্য অন্যান্য তস্করের অসাধ্য হইলেও, ইহা সে অত্যন্ত সহজ মনে করিয়াছিল, কারণ সে বিড়ালধর্ম্মী তস্কর। (cat-burglar,)

কিছুদিন পূর্ব্বে সে ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল।—আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, তাহার এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কারাগারের বাহিরে আসিয়া এ পর্য্যন্ত সে কোথাও কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে নাই, এ জন্য অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিল। তাহার আশা হইল—সেই রাত্রে সে সেই দ্বিতলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া মোটা রকম 'দাঁও' মারিতে পারিবে, এবং কিছুদিনের মধ্যেই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইবে।

চার্লি চ্যাট্ অবলীলাক্রমে প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই অট্টালিকার আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল, তাহার পর পাইপের সাহায্যে দোতালার ছাদের নিম্নস্থিত একটি বাতায়নের পাশে আসিয়া এক হাত ও দুই হাঁটুর সাহায্যে পাইপটি ধরিয়া পকেট হইতে একখানি ছুরি বাহির করিল। সেই ছুরি দিয়া জানালার খড়খড়ি খুলিতে তাহার অধিক বিলম্ব হইল না। সে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে অন্ধকারপূর্ণ কক্ষে অবতরণ করিল। সেই কক্ষ জন-সমাগম-বর্জ্জিত, নিস্তব্ধ; তথাপি ভয়ে তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ি পড়িতে লাগিল! সে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে কান পাতিয়া—কোন দিকে কোন শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কি না—তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল; কিন্তু ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল না। তখন সে পকেট হইতে একটি বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার আলোকে চারি দিক দেখিতে লাগিল। ওক-কাষ্ঠনির্ম্মিত একটি সরদালের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত কয়েকখানি বাসন ছিল, তাহা দেখিয়া চার্লি চ্যাটের চক্ষু লোভে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "ঐগুলিই আপাততঃ রুমালে বাঁধিয়া লই, তাহার পর—"

তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। সহসা উজ্জ্বল আলোকে সেই কক্ষ আলোকিত হইল, মুহূর্ত্তপরেই চার্লি চ্যাট্ দেখিতে পাইল—।

সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিতেই যে দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হইল—তাহা দেখিয়া আতঙ্কে তাহার দুই চক্ষু কপালে উঠিল। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল, এবং সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল; তাহার কণ্ঠরোধ হইল।

সে সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুলোহিত রেশমী বস্ত্রে মণ্ডিত। তাহার হস্তে একটি পিস্তল; পিস্তলের অগ্রভাগ চার্লি চ্যাটের বক্ষঃস্থলে উদ্যত, যেন অঙ্গুলি-স্পর্শমাত্র পিস্তলের গুলী তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিবে। চার্লি চ্যাট্ ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া সেই নারীর মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিল।—সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে সে মুখ ঢাকিল; ললাটনিঃসৃত ঘর্ম্মধারায় তাহার উভয় করতল প্লাবিত হইল।

রমণীর কাঁধের উপর মাথা—কিন্তু মুখের পরিবর্ত্তে আকর্ণবিস্তৃত হাঁ! তাহার ভিতর দুই পাটী তীক্ষ্ণ দন্ত; মাথাটি মড়ার মাথার খুলির মত অস্থিসার, তাহার উপর চর্ম্ম বা কেশ ছিল না। অতি ভীষণদর্শন নর-কপাল!

অতঃপর সেই নর-কপাল কথা কহিল (then the skull spoke..)

নারীর সজীব দেহের উপর মৃতের মাথার খুলি—বীভৎস দৃশ্য। তাহার পর সেই খুলির ভিতর হইতে যখন কথা বাহির হইতে লাগিল, তখন চার্লি চ্যাটের আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি রহিল না; তাহার মুখ-বিবর হইতে যন্ত্রণাসূচক গোঁ-গোঁ শব্দ নিঃসারিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সেই স্থানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

জীবিত মনুষ্যের মধ্যে তাহারই সহিত রহস্যময়ী মিস্ ডেথের সেই প্রথম সাক্ষাৎ। চার্লি চ্যাট কি কুক্ষণেই সেই কক্ষে চুরি করিতে আসিয়াছিল! সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া সে ভয়ে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিল।

মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে চার্লি চ্যাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সভয়ে চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল—একখানি কৌচে শয়ন করিয়া আছে, তাহার উভয় হস্ত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ! দুই তিন মিনিট সে কোন কথা স্মরণ করিতে পারিল না; তাহার ধারণা হইল—সেখানে সে চুরি করিতে আসিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে; সে হাতকড়ির দিকে চাহিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "পুলিশ বাবা! আমার হাতে লোহার বালা পরাইয়াছ দেখিতেছি; তোমার ত খুব সাহস! এ বড় কঠিন স্থান, এখানে মেয়ে মানুষের ঘাড়ে মড়ার মাথা! সেই মাথা হইতে বক্তৃতা বাহির হয়!—যদি তুমি তাহা দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে এখানে আসিয়া আমাকে—"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে পাশের টেবিলের দিকে ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাক্‌রোধ হইল; কারণ সেই টেবিলের ধারে একখানি চেয়ারে সে পাহারাওয়ালার পরিবর্ত্তে লোহিত পরিচ্ছদধারিণী সেই বিকট মূর্ত্তি দেখিতে পাইল; সেই শুভ্র নর-কপাল, কিন্তু অক্ষি-কোটরের ভিতর দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু! উভয় চক্ষুর নির্নিমেষ দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপিত। উন্মুক্ত মুখবিবর হইতে অতি বিকট হাস্য উদ্গারিত হইতেছিল; কিন্তু রমণীর দেহ সম্পূর্ণ স্থির, যেন সে কাঠের পুতুল!

চার্লি সেই বিকট মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "ওরে বাবা রে! এখনও যে সেই চেহারা! আমি ভাবিয়াছিলাম, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কিন্তু এ ত স্বপ্ন নয়; ছায়ামূর্ত্তিও নয়! তবে কি পেত্নী আসিয়া আমার ঘাড়ে চাপিল?—দু-মুখো সাপ, লাল ইঁদুর, সবুজ জলহস্তী—আরও হরেক রকম উৎকট জানোয়ারের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু জ্যান্ত মেয়েমানুষের মাথা মড়ার মাথার খুলি দিয়া তৈয়ারী—এমন অদ্ভুত জানোয়ারের কথা কখন শুনি নাই. আজ নিজের চোখে তাহা দেখিতেছি!—কে মা তুমি? পেত্নী, শাঁখ্নী, না দানী দানো?"

মড়ার মাথার খুলির ভিতর হইতে কথা বাহির হইল, সে স্বর অতি মধুর। (very musical voice)—রমণী বলিল, "তুমি কি বোকা!—আমার মুখের এটা মুখোস, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না?"

চার্লি চ্যাট এবার সাহস পাইয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে সেই নারীর মুখের দিকে চাহিল। সে বুঝিতে পারিল—তাহার মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত যে আবরণে আবৃত, তাহা কাগজনির্ম্মিত মুখোস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে; দাঁতগুলিও কৃত্রিম। অক্ষি-গহ্বরের সম্মুখে দুইটি গোলাকার ছিদ্র, তাহার ভিতর হইতে উজ্জ্বল চক্ষু দুটি দেখা যাইতেছিল।

চার্লি চ্যাট বলিল, "তোমার মুখে ওটা মুখোস!—তবে তুমি পেত্নী-টেট্নী নও, স্ত্রীলোক? তুমি আমাকে ভয় দেখাইয়া মারিয়া ফেলিবার জোগাড় করিয়াছিলে! তুমি ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ দেখিতেছি! আমি এখানে একটু বিষয়-কর্ম্মের সন্ধানে আসিয়া তোমার পাল্লায় পড়িয়া গিয়াছিলাম! কিন্তু তোমার মতলবটা কি শুনি?—আমাকে ভয় দেখাইয়া কেবল অজ্ঞান করিয়াই ছাড় নাই, হাতে লোহার বালাও পরাইয়াছ দেখিতেছি!"

মুখোসধারিণী পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে বলিল, "তুমি বুঝি চোর? কিন্তু তোমার কায কর্ম্ম দেখিয়া মনে হইতেছে—চুরি-বিদ্যায় তুমি শিক্ষানবীশ! এখনও পাকা হইতে পার নাই।"

মুখোসধারিণীর কথা শুনিয়া চার্লি বুঝিতে পারিল রমণী—তরুণী, এবং সম্ভবতঃ সুন্দরী; কিন্তু সেই ভীষণ মুখোসের দিকে চাহিয়া তাহার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল—মুখোসটা তাহার মুখ হইতে খুলিয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করে, কিন্তু রমণী তখনও পিস্তল ত্যাগ করে নাই। উঠিয়া তাহার সম্মুখে যাইতেও

চার্লির সাহস হইল না। সে বিনীত ভাবে বলিল, "মিস, তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। জীবনে আজ এই প্রথম আমি চুরি করিতে আসিয়াছি। বাড়ীতে আমার স্ত্রী আছে, আর আছে গুটিকতক কাচ্চা-বাচ্চা; অথচ তাহাদিগকে খাইতে দিতে পারি—ঘরে সে রকম সংস্থান নাই। এইজন্য আমি বড় অভাবে পড়িয়াই এই অপকর্ম্মটা—"

মুখোসধারিণী বাধা দিয়া বলিল, "চুরি করিতে আসিয়াছিলে, ধরা পড়িয়া এখন মিথ্যা কথা বলিতেছ? তুমি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে পেণ্টন্‌ভিলের কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছ। চুরি করিয়া জেল খাটিয়াছিলে; অথচ বলিতেছ অভাবে পড়িয়া এই প্রথম চুরি করিতে আসিয়াছ!—মিথ্যাবাদী!"

চার্লি এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না, মিথ্যা কথা ধরা পড়ায় সে লজ্জিত হইয়া মুখ নামাইল। সে বুঝিতে পারিল—এই রমণীকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করা তাহার অসাধ্য। ভয়ঙ্কর চতুর মেয়ে-মানুষ!

চার্লিকে নীরব দেখিয়া রমণী বলিল, "মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল; তুমি যখন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া ছিলে—সেই সময় আমি তোমার পকেট হাতড়াইয়া তোমার কারাগারের লাইসেন্স (prison licence.) দেখিয়াছিলাম। এই জন্যই আমি তোমার হাতে হাতকড়ি দিয়াছিলাম।"

চার্লি বলিল, "খুব ভাল করিয়াছ মিস্, খাসা কায করিয়াছ। তোমার যা খুসী করিতে পার। বোধ হয় আগেই পুলিশে খবর দিয়াছ। তা থানার গারদে প্রবেশ করিতে আমার আপত্তি নাই। তোমার ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা ভয়ে খাবি খাইতেছে; এখান হইতে যেখানে হউক সরিয়া পড়িতে পারিলেই বাঁচি।"

রমণী বলিল, "তোমার নাম চার্লি এডোয়ার্ড।—আমার একথা সত্য নহে কি?

চার্লি সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি ত সোজা মেয়ে-মানুষ নও? আমার নাম পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছ! হাঁ, উহাই আমার নাম বটে, কিন্তু সকলে আমাকে চার্লি চ্যাট বলিয়া ডাকে। তোমাকে সত্যই বলিতেছি—এখানে আসিয়া তেমন কোন দামী জিনিস না দেখিয়া মন ভারি দমিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়া ঝকমারি করিয়াছি।"

রমণী বলিল, "হাঁ, সেই রকমই মনে হইতেছে। তুমি বোধ হয় জান—আমি পুলিশ ডাকিয়া তোমাকে তাহাদের হাতে জিম্মা করিয়া দিলে তোমাকে দুইটি বৎসর কারাগারে বাস করিতে হইবে। দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড!—বুঝিতে পারিয়াছ?"

চার্লি চঞ্চল স্বরে বলিল, "হাঁ, আমার তাহা জানা আছে। দুই বৎসর কারা-যন্ত্রণা ভোগ করা কষ্টকর বটে, কিন্তু তোমার ঐ বিকট মুখোসের দিকে চাহিয়া তাহা অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। তোমার ঐ মুখোস ত্যাগ কর মিস্!"

রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দেখ বন্ধু, আর কিছু দিন পরে আমার এই মুখোস ধারণের প্রয়োজন হইবে না; এই মুখোসের চাপে আমার মগজ গরম হইয়া উঠিয়াছে।"

চার্লি বলিল, "আর তোমার ঐ বিকট চেহারা এবং উৎকট মুখভঙ্গি দেখিয়া আমার আত্মাপুরুষ খাবি খাইতেছে। ভয় দেখাইয়া আর আমাকে কাহিল করিও না মিস্! তোমার ঐ রূপ সংবরণ কর।"

ডায়েনা টেম্পল সেই কক্ষের এক কোণে সংরক্ষিত একটি কাবোর্ডের নিকট উপস্থিত হইল, এবং মুখ ঢাকিয়া সেই ভীষণদর্শন মুখোসের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণবর্ণ একটি সাধারণ মুখোস মুখে আঁটিয়া দিল। সেই মুখোসে তাহার ললাট হইতে লোহিত অধরের ঊর্দ্ধদেশ পর্য্যন্ত আবৃত হইল।

ডায়েনার মুখে সেই নূতন মুখোস দেখিয়া চার্লি চ্যাট বলিল, "হাঁ, এখন তোমাকে অনেকটা মানুষের মত দেখাইতেছে বটে! আমি পুরুষ মানুষ, গোপনে হঠাৎ তোমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া—স্ত্রীলোক তুমি, ভয়ে তোমারই মূর্চ্ছা হইবার কথা; কিন্তু তুমি এরকম বিকট চেহারায় আমার সম্মুখে আসিলে যে, ভয়ে আমিই অজ্ঞান হইলাম! তোমার সেই মুখোসটা চোরকে ভয় দেখাইবার জন্যই রাখিয়াছ বুঝি? ঐ রকম জিনিষ আমি আর কখনও দেখি নাই।"

ডায়েনা বলিল, "আমাকে ভয় দেখাইয়া বিচলিত করিতে পারে—এরূপ সামগ্রী পৃথিবীতে নাই। ভয় আর আমার কাছে ঘেঁসিতে পারিবে না, কারণ আমার মৃত্যুর পরোয়ানা পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছে।"

চার্লি চ্যাট সবিস্ময়ে বলিল, "তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা বাহির হইয়া গিয়াছে!—এ কথার অর্থ কি—মিস্? তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ যে, তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে? কাহাকেও সাবাড় করিয়াছ না কি?"

ডায়েনা হাসিয়া বলিল, "না, তোমার অনুমান সত্য নয়; তথাপি এইমাত্র জানিয়া রাখ—আর তিন মাসের মধ্যেই আমাকে মরিতে হইবে। আমার আয়ু শেষ হইতে আর তিন মাস মাত্র বাকি! চার্লি এডোয়ার্ডস্, তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না—যে আর তিন মাসের অধিক বাঁচিবে না, তাহার আশা ভয় প্রভৃতি কিছুই থাকিতে পারে না? আমি এখন পরলোকের যাত্রী—আমার নিকট সকলই সমান। আমি টেলিফোনে থানায় সংবাদ দিলেই পুলিশ আসিয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত।"

চার্লি মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, তাহা হইলে আমি দুঃখিত হইতাম বটে, কিন্তু তোমার অবস্থার কথা শুনিয়া তাহা অপেক্ষা আমি অনেক বেশী দুঃখিত হইলাম। তোমার যে বিপদের আশঙ্কার কথা বলিলে, তাহার তুলনায় আমার দুই বৎসরের কারাবাস নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইতেছে মিস্! তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর—তিন মাসের মধ্যেই শিঙ্গা ফুঁকিবে?" (you 're goin' to peg out in three munch ?)

ডায়েনা টেম্পল বলিল, "ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ এই কথাই বলিয়াছেন।"

চার্লি ডায়েনা টেম্পলের বিপদের কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে ডায়েনা সকল কথাই তাহার নিকট প্রকাশ করিল। চার্লির মত একটা অপরিচিত নগণ্য তস্করকে সেই সকল কথা বলিতে সে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা বোধ করিল না;—ইহা বিচিত্র বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু নারীর চরিত্র দুর্ব্বোধ্য রহস্যে পূর্ণ!

যে দিন সার অরমণ্ড কেণ্ট ডায়েনা টেম্পলের হৃদ্‌রোগ পরীক্ষা করিয়া—সে আর ছয় মাসের অধিক কাল জীবিত থাকিবে না—এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই ডায়েনা যাহা খুসী তাহাই করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; কোন বিষয়েই তাহার কুণ্ঠা ছিল না। সে আশা ভয় ত্যাগ করিয়াছিল; কাহারও প্রতি তাহার স্নেহের আকর্ষণ ছিল না, কাহারও প্রতি ঘৃণাও ছিল না। ছয় মাসের মধ্যে সকলই শেষ হইবে ভাবিয়া মনুষ্য-হৃদয়ের সকল ভাবের উৎস সে স্বেচ্ছায় সমূলে উৎপাটিত করিয়াছিল। তাহার হৃদয়-নিহিত ভাবধারা শুষ্ক হইয়াছিল। তাহার হৃদয় মরুবৎ নীরস হইয়াছিল। লীড্‌সে প্রত্যাগমন করিবার জন্য আর তাহার আগ্রহ হইল না; ইয়র্কসায়ারে তাহার যে সকল বন্ধু বা প্রিয়জন ছিল, তাহাদিগকে সংবাদ জানাইতেও তাহার ইচ্ছা হইল না। তাহার হাতে তখনও যাহা কিছু সঞ্চিত ছিল—তাহা ব্যয় করিয়া সে একটি অট্টালিকার এক অংশে একখানি সুসজ্জিত কুঠুরী ভাড়া করিল। চার্লি চ্যাট যে দিন চুরি করিতে গিয়া তাহার হাতে ধরা পড়িল, তাহার দুইদিন পূর্ব্বে ডায়েনা ফুল্‌হাম রোড দিয়া যাইতে যাইতে, তাহার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি—বাকি ছয় মাস কাল—কি ভাবে অতিবাহিত করিবে, তাহা স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল।

পথ দিয়া চলিতে চলিতে একখানি সাহায্য-প্রার্থনার প্লাকার্ড দেখিয়া সে মুহূর্ত্তমধ্যে ভবিষ্যত কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিল। লণ্ডনের একটি হাসপাতালের নিরাশ্রয় রোগীগণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, প্ল্যাকার্ডখানিতে সেই অর্থের সাহায্য-প্রার্থনা নিবেদন করা হইয়াছিল।

ডায়েনা টেম্পল দেখিল—হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ এই কার্য্যের জন্য জন-সাধারণের নিকট পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ডায়েনা যে পথে চলিতেছিল—সেই পথের ধারেই হাসপাতালটি অবস্থিত। হাসপাতালের একটি কক্ষে একটি ক্ষীণকায়, বিবর্ণমুখ জীর্ণ রোগী বসিয়া ছিল। রোগীর বয়স অল্প, একখানি চেয়ারে বসিয়া সে একবিন্দু রৌদ্র উপভোগের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছিল।

সেই দিনই ডায়েনা টেম্পলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল, কেহই আর তাহার সন্ধান পাইল না; তাহার পরিবর্ত্তে রহস্যময়ী মিস্ ডেথের আবির্ভাব হইল! নিশ্চেষ্ট ও অসহায় ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া স্পর্দ্ধাভরে প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইল। সে ইয়র্কসায়ার-বাসিনী তরুণী, বাস-পল্লীর প্রতি তাহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। তাহার মনে পড়িল—তাহার ন্যায় সহস্র সহস্র নিরুপায় রুগ্না নারী, ভগ্নদেহে বিভিন্ন কল-কারখানায় পরিশ্রম করিয়া অতি কষ্টে উদরান্নের সংস্থান করিতেছে, এবং রোগ-যন্ত্রণায় নিঃশব্দে প্রতিদিন মৃত্যুদ্বারে অগ্রসর হইতেছে; তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, তাহাদের মুখের দিকে সহানুভূতিভরে চাহিবে—এরূপ লোক কেহই নাই। নিজের অবস্থা দিয়া সে তাহাদের অসহায় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইল।

ডায়েনা স্থির করিল—সে তাহাদের সাহায্যের জন্যই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি উৎসর্গ করিবে; কিন্তু এই উদ্দেশ্যে সে যে পথ নির্ব্বাচিত করিল—তাহা বিপদপূর্ণ, বিঘ্নসঙ্কুল। সেই পথে একাকী অগ্রসর হইয়া কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না; একজন উপযুক্ত সহযোগীর অভাব অনুভব করিয়া সে নিরুৎসাহ হইয়াছিল।—সেই সময় চার্লি চ্যাটকে হাতে পাওয়ায় তাহার একটু সাহস হইল। তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল। তাহার কঠোর সঙ্কল্প সাধনে চার্লি তাহাকে সাহায্য করিতেও পারে (might prove useful to her in her project.) ভাবিয়া ডায়েনা তাহার বিস্ময়-বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া চার্লি বলিল, "দেখিতেছি তুমি জীবনে হতাশ হইয়াছ মিস্! কিন্তু ডাক্তারদের সকল কথাই কি ঠিক? তাহাদেরও ত ভুল হয়; তবে তুমি আর কয়েক মাস পরে নিশ্চয়ই মরিবে—ইহা কি করিয়া বলিতে পার? তোমাকে ত রোগা দেখাইতেছে না, বরং বেশ সুস্থ বলিয়াই মনে হইতেছে।"

ডায়েনা ঈষৎ হাসিয়া অন্য কথা পাড়িল। সে চার্লিকে বলিল, "কত দিন হইতে তুমি চুরি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছ?"

ডায়েনার প্রশ্নে চার্লি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। 'কত দিন হইতে চুরি করিতেছ'—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে চোরেরও রাগ হয়। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল—রাগ করিয়া ফল নাই। সে তখন সেই অদ্ভুত-প্রকৃতি যুবতীর করতলগত; এতদ্ভিন্ন যুবতীর প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠতাও তাহার অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না। চার্লি অল্প কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "একটা কথা আমাকে সরল ভাবে বলিবে মিস্?—তুমি আমাকে ছাড়িয়া দিবে কি না, জানিতে চাই। যদি তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে তোমার গুপ্ত কথা আমি কাহাকেও বলিব না, তাহা আমার পেটেই থাকিবে; কিন্তু যদি আমাকে পুলিশে দাও, তাহা হইলে আমি হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিব।" (I 'ill spill the beans.)

ডায়েনা এখন মিস্ ডেথ। সে স্থির দৃষ্টিতে চার্লির মুখের দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সঙ্কল্প স্থির করিল। সে উঠিয়া অদূরবর্ত্তী ডেস্কের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং একখানি সাদা কাগজে কয়েক ছত্র কি লিখিয়া চার্লির নিকট ফিরিয়া আসিল।

সে গম্ভীর ভাবে চার্লিকে বলিল, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু ভবিষ্যতে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে না পার—সে জন্য আমাকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে।—আমি তোমাকে যে একরারনামা দিতেছি—তাহাতে তুমি নাম স্বাক্ষর করিবে, আর তাহাতে অঙ্গুলি-চিহ্নও দিবে। তাহার পর অঙ্গীকার করিবে—আমার সাহায্যের জন্য তোমাকে ডাকিলেই তুমি আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে।"—সে সেই কাগজখানি চার্লির হাতে দিল।

চার্লি একরারনামাখানি মনে মনে পাঠ করিয়া নির্নিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। একরারনামায় লিখিত ছিল—সে চুরি করিবার উদ্দেশ্যে ঐদিন ৭নং ব্ল্যানটায়ার ষ্টুডিওতে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং চুরিই তাহার পেশা।—চার্লি আতঙ্ক-বিহ্বল-দৃষ্টিতে ডায়েনা অর্থাৎ মিস্ ডেথের মুখের দিকে চাহিয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "মিস, তুমি খুব চতুর; কিন্তু তুমি যে সর্ত্তে এই একরারনামা আমাকে দিয়া সহি করিয়া লইতে চাহিতেছে—তাহাই যে অপরাধজনক কায—ইহা কি বুঝিতে পার নাই?"

মিস্ ডেথ বলিল, "আমি তাহা জানি; কিন্তু তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। তিন মাসের অধিক কাল যে জীবিত থাকিবে না, সে সকল বিষয়ই অগ্রাহ্য করিতে পারে। আমি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে খ্যাতি প্রতিপত্তি, সম্মান লাভ করিতে পারিতাম; কিন্তু সেই সকল স্বপ্ন এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। (those dreams are over now.) এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি এক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারি।"

চার্লি উৎসাহ ভরে বলিল, "সেই বিষয়টি কি, মিস্?"

মিস্ ডেথ বলিল, "যাহাতে তুমি কোন দিন কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। এই অল্প দিনের মধ্যেই আমি বিখ্যাত দস্যু হইতে পারি। হাঁ, অপরাধের গুরুত্বে আমি সকল অপরাধীকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি।"

চার্লি চ্যাট উৎসাহ ভরে শিস্ দিয়া বলিল, "মিস্, একটা কলম দাও, একরারনামায় সহি করিয়া দিই। ও বিষয়ে আমি তোমাকে প্রাণ খুলিয়া সাহায্য করিতে পারিব। তবে বখরাদারীটা কি ভাবে চলিবে—তাহাই আগে জানিতে চাই; আধা-আধি না দশ আনা ছয় আনা? তোমার

মাথার আর আমার হাতের কস্‌রৎ—এই দুইটি একসঙ্গে জুটিলে—"

মিস্ ডেথ বলিল, "অত ব্যস্ত হইও না। আমার তেমন তাড়াতাড়ি নাই; ভবিষ্যতে কখন তোমার সাহায্য লইবার প্রয়োজন হইতেও পারে—কিন্তু তোমাকে সেজন্য হাতের কস্‌রৎ দেখাইতে হইবে না। আজ তুমি এখানে আসিয়া যাহা দেখিলে ও শুনিলে—তাহা যদি কাহারও নিকট প্রকাশ কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে খুন করিব; হাঁ, একদম্ সাবাড়! তোমাকে খুন করিয়া ধরা পড়িলে আমার ফাঁসি হইবে—এরূপ আশঙ্কার কারণ নাই! কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে তাহার অপরাধের বিচার শেষ হইয়া ফাঁসি হইতে এদেশে তিন মাস অপেক্ষা কম সময় লাগে না; সুতরাং তোমাকে খুন করিয়া ফাঁসি হইবার পূর্ব্বেই রোগে আমার মৃত্যু হইবে। তোমাকে খুন করিতে আমার কোন অসুবিধা হইবে না—তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ?"

চার্লি মিস্ ডেথের কথা শুনিয়া ভয়ে ঘামিয়া উঠিল। সে শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত দুইখানি তুলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "না, মিস্! আমি এ সকল কথা কাহাকেও বলিব না। অনেকগুলি কুপোষ্য লইয়া আমার সংসার; আমি মরিতে পারিব না। তুমি যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে—সে ই বলিবে—চার্লি চ্যাটের একটু হাতটানের অভ্যাস আছে বটে, (may gabble a bit) কিন্তু তাহার পেটের ভিতর ডুবুরী নামাইয়া দিয়াও কেহ পরের কথা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। আমি অনেক বার পরের ঘরে ঢুকিয়াছি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও মনের মত দাঁও মারিতে পারিলাম না!"

মিস্ ডেথ বলিল, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব বটে, কিন্তু যদি তুমি আমার আদেশ পালন না কর—"সে কথা শেষ না করিয়া পিস্তলটা চার্লির কপালের উপর তুলিয়া ধরিল।

চার্লি কাতর ভাবে বলিল, "আমার কথা অবিশ্বাস করিও না মিস্! খুনোখুনীতে দরকার কি? তোমার হুকুম তামিল করিতেছি; এক কলম কালী দাও।"

মিস্ ডেথ তাহাকে একটি ফাউণ্টেন পেন্ দিলে চার্লি একরারনামার নীচে নাম স্বাক্ষর করিল; তাহার পর মিস্ ডেথ চিমনি হইতে একটু ঝুল লইয়া চার্লির তৈলাক্ত হাতে দিলে সে তাহা বুড়া আঙ্গুলে ঘষিয়া সেই কাগজে আঙ্গুলের টিপ্ দিল।

মিস্ ডেথ বলিল, "উত্তম; তোমাকে যখন ডাকিব—তখনই আমার কাছে আসিতে হইবে—ইহা স্মরণ রাখিও।"

সে চার্লির হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইলে চার্লি আড়ষ্ট হাত ডলিতে লাগিল। মিস্ ডেথ দুইখানি ব্যাঙ্কনোট চার্লির হাতে দিয়া বলিল, "তুমি অভাবে পড়িয়া চুরি করিতে আসিয়াছিলে; এই টাকাগুলি লইয়া যাও, নূতন পোষাক কিনিও। তুমি এখন যেখানে আছ, সেই বাসা ছাড়িয়া দিয়া এই পাড়ায় বাসা লইবে; তাহা হইলে আমার প্রয়োজন হইলেই তোমার দেখা পাইব। যদি তুমি আমার সকল আদেশ পালন কর—তাহা হইলে টাকার অভাবে তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না। আর তোমাকে চিরজীবন ধরিয়াও আমার আদেশ পালন করিতে হইবে না; তিন মাস মাত্র। তাহার পর আর তোমাকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকিতে হইবে না।"

চার্লি চ্যাট আগ্রহভরে নোট দুইখানি লইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল; শেষে স্তম্ভিতভাবে ডায়েনার মুখের দিকে চাহিয়া, মাছের মত খাবি খাইতে লাগিল। (his mouth gaped like a fish.)

কয়েক মিনিট পরে তাহার মুখে কথা ফুটিল। সে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "মিস্, যদি কখন তোমার কোন বিপদ ঘটে—তাহা হইলে তোমার এই অধম গোলামকে স্মরণ করিও! চার্লি চ্যাট পরের জিনিস হাতাইতে কুণ্ঠিত হয় না বটে, কিন্তু সে কখন কথার খেলাপ করে না। আমি বাসা বদল করিয়াই তোমাকে পত্র লিখিব।"

মিস্ ডেথ বলিল, "না, ঐ কার্য্যটি করিও না; কখন চিঠিপত্র লিখিয়া বিপদের পথ পরিষ্কার করিও না। দরকার হইলে, তোমার যাহা বলিবার থাকে টেলিফোনে বলিবে।—আমার টেলিফোনের নম্বরটি জানিয়া রাখ। হয় ত শীঘ্রই তোমাকে ডাকিতে হইবে।"

চার্লি বলিল, "তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব?"

ডায়েনা বলিল, "আমাকে মিস্ ডেথ বলিয়া ডাকিবে; এখন আমি ঐ নামেই পরিচিত হইব।"

চার্লি বলিল, "মিস্ ডেথ! হাঁ, যমের মতই তুমি ভয়ানক; আমাকে সাবাড় করিয়াছিলে আর

কি ! এ যাত্রা বাঁচিলাম বটে, কিন্তু তোমার পাল্লায় পড়িয়া কত দিন নিরাপদ থাকিব—তাহা আমার অনুমান করিবার শক্তি নাই ।”

—

দ্বিতীয় পর্ব্ব

বুনো ওল এবং বাঘা তেঁতুল

মিসেস্ হারনার অনেকগুলি ক্লাবের মালিক। সেই সকল ক্লাবের মধ্যে ব্লু ড্রাগন ক্লাবটী প্রধান। এই ব্যবসায়ে সে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত।

সন্ধ্যার পর যুবক যুবতীরা দলে দলে সেই ক্লাবে আসিতে লাগিল, তাহাদের প্রায় সকলেরই ছদ্মবেশ, মুখে মুখোস। মিসেস্ হারনার দ্বারের অদূরে একখানি চেয়ারে বসিয়া মিষ্টি হাসি হাসিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিতেছিল। তাহার মাথার চুল অধিকাংশই পাকিয়া গিয়াছিল, সৌম্য মূর্ত্তি, মুখে প্রসন্ন হাসি। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয় মাতৃভাবে তাহার হৃদয় পূর্ণ, তাহার স্নেহ-মমতার সীমা নাই ! কিন্তু লণ্ডননগরী রাত্রিকালে কিরূপ ভয়াবহ স্থান হইয়া উঠে, তৎসম্বন্ধে মিসেস্ হারনারের অসামান্য অভিজ্ঞতা ছিল ; সে যে সকল কুকর্ম্মের ও পাপের প্রশ্রয় দান করিত—অনেক ভীষণপ্রকৃতি নরপিশাচ সেই সকল অপরাধের ধারণাও করিতে পারিত না ! কোন নূতন লোক তাহাকে দেখিলে মনে করিত—সে কোন ধর্ম্মযাজকের পত্নী, অথবা কোন পানদোষ নিবারিণী সভার অধিনেত্রী। তাহার মুখে মধু, বুকে বিষ !

মিসেস্ হারনার সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক-যুবতীগণকে নানা প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগকে মুঠায় পুরিত, এবং নানা ভাবে তাহাদিগকে শোষণ করিত। এই কার্য্যে সে যে সকল ব্যক্তিকে দালাল নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মণ্টি লেন প্রধান। সে মিসেস্ হারনারের দক্ষিণ হস্ত।

মণ্টি লেন সেই নৈশ ক্লাবে নাচের আয়োজন লইয়া ব্যস্ত ছিল। ক্লাবে তখন বহুসংখ্যক নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল। যুবক যুবতীরা কত রকম ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন ! কেহ চীনাম্যান, কেহ আরব সেখ, কেহ রাখাল, কেহ দরবেশ, কেহ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সেই মজলিসে যোগদান করিয়াছিল। ক্রমে ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, অন্য দিকে মদের বোতল খুলিবার ফটাফট্ শব্দ। স্ফটিকপাত্র কাণায় কাণায় সুধায় পূর্ণ হইতে লাগিল। সেখানে বে-আইনি ভাবে মদের স্রোত বহিলেও মিসেস্ হারনার স্বয়ং সকল দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিত। (took all the responsibility for that.)

অতঃপর নাচ আরম্ভ হইল। একদল যুবতী চীনদেশীয়া নর্ত্তকী সাজিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় একটি দীর্ঘদেহ কৃশ যুবক মণ্টি লেনের সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিল, “কি হে মণ্টি, কেমন আছ ? খাসা নাচ চলিতেছে যে ! বেশ স্ফুর্ত্তিতে আছে।”

মণ্টি হাসিয়া বলিল, “আরে গ্রীস্ যে ! এসো, এসো, বহুকাল তোমার সঙ্গে দেখা নাই ; পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছ না কি ? বসিবে না ? মিসেস্ হারনার কি রকম আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিয়াছেন—দেখিতেছ ত ?”

গ্রীস বলিল, “হাঁ, সেই ডাইনী মাগী মুখে মধু ঢালিয়া খাসা কাজ গুছাইতেছে ! পুলিশের চোখে ধূলা দিয়া বহুদিন হইতে একভাবেই কাটাইয়া দিল। ভারী চতুর মেয়ে-মানুষ !”

মণ্টি লেন বলিল, “আমি কিন্তু ভাই তাঁহার নিন্দা করিতে পারিব না, তাঁহাকে সাহায্য করিয়া দু’ পয়সা রোজগার করিতেছি।”

গ্রীস বলিল, “আমিও ত তাহার বখ্রাদারি করি, কিন্তু তফাতে থাকি। কিন্তু তোমার মত আটপিঠে তুখোড় লোক অন্য পথে চলিলে উহা অপেক্ষা অনেক অধিক উপার্জ্জন করিতে পারিত।”

মণ্টি লেন কথাটা চাপা দিয়া বলিল, “হঠাৎ আজ এখানে আসিলে ! কাহারও সঙ্গে গোপনে দেখা সাক্ষাতের কথা আছে না কি ?”

গ্রীস বলিল, “হাঁ, একটি শিকারের সন্ধানে আসিয়াছি। জালের মাছ শীঘ্রই ডাঙ্গায় তুলিবার আশা আছে।”

মণ্টি বলিল, “তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, তোমার পেশাটি খুব লাভজনক। আইন খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন কর, এই পেশার তুলনায় তাহা নিতান্ত তুচ্ছ। আইনের ব্যবসায়ে আজ কাল পেট ভরে না ; ভাগ্যে একটা লাভজনক ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলে।”

গ্রীস মণ্টির সহিত আর কথা বলিবার অবসর পাইল না, সে ব্যগ্রভাবে দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া একটি দীর্ঘাঙ্গী পরমাসুন্দরী যুবতীর অভ্যর্থনা করিল। যুবতী একাকিনী সেই ক্লাবে উপস্থিত হইয়াছিল।

যে সকল যুবতী সেই ক্লাবে আসিয়া নাচের মজলিসে যোগদান করিয়াছিল—তাহারা সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, যেন সুখের তরঙ্গে ভাসিতেছিল; কিন্তু এই যুবতীর মুখ ম্লান, তাহার চক্ষুতে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট। তাহার ভাব-ভঙ্গি দেখিলে মনে হইত সে নিতান্ত বিপন্ন হইয়াই সেখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল।

গ্রীস সেই যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বিনীতভাবে বলিল, "লেডি বার্ণার্ড, আমার সঙ্গে দেখা করিতে আপনাকে এখানে আসিতে হইয়াছে—এ জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি কি এখানে বসিবেন না? আমি এই মজলিসের এক প্রান্তে একটি স্থান বাছিয়া রাখিয়াছি; সেখানে বসিয়া আমরা গোপনে নির্ব্বিঘ্নে সকল পরামর্শ শেষ করিতে পারিব; এমন কি, সেখানে আমাদিগকে কেহ দেখিতেও পাইবে না।"

যুবতী উৎকণ্ঠাকুল চিত্তে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ধন্যবাদ। কেহ আমাকে দেখিতে পাইবার পূর্ব্বেই আমি এখানে গোপনে চলিয়া আসিয়াছি। আমার স্বামীর বাড়ী ফিরিতে এক ঘণ্টা বিলম্ব হইবে, সেই সুযোগে আমি আপনার সঙ্গে সকল কথা শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারিব।"

হ্যামার্টন গ্রীস হাসিয়া বলিল, "চমৎকার! আপনি খুব ভাল ফন্দী খাটাইয়াছেন; চলুন, ঐ লতাকুঞ্জের আড়ালে বসিয়াই সকল কথা শেষ করি। মিসেস্ হারনারের ক্লাব গোপনে কাযের কথা আলোচনা করিবার পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট স্থান। এরূপ নিরাপদ স্থান আর কোথায় পাইতেন? এই জন্যই আপনাকে এখানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম।"

লেডি বার্ণার্ড গুপ্ত পরামর্শ শেষ করিবার জন্য হ্যামার্টন গ্রীসের অনুরোধে লতাকুঞ্জের আড়ালে বসিবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "আপনি আমার সেই চিঠিগুলি আনিয়াছেন কি?"

গ্রীস বলিল, "আপনি কি আমাকে এতই অবিবেচক মনে করেন যে, সেই সকল গোপনীয় চিঠি আমি এই নাচের মজলিসে লইয়া আসিব? যদি সেই সকল চিঠির দুই একখানি এই ভীড়ের ভিতর আমার পকেট হইতে চুরি যায়, তাহা হইলে আপনার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপনি আমার মক্কেলের দাবীর টাকাগুলি দিলেই আপনার চিঠিগুলি সমস্তই ফেরত পাইবেন। আপনি ত জানেন চিঠিগুলির মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড ধার্য্য হইয়াছে; আপনিও তাহা দিতে সম্মত আছেন। আপনি টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন—এই সংবাদ আমার মক্কেলকে জানাইয়া আপনার সকল অসুবিধা দূর করিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমি আপনার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল করি না লেডি বার্ণার্ড!"

লেডি বার্ণার্ড কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কিন্তু অতগুলি টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়া যে আ—আমার অ-অসাধ্য। পাঁচ হাজার পাউণ্ড আমি কোথায় পাইব? আপনার দাবী অসঙ্গত। হাঁ, এত বেশী যে, আমি তাহা পূরণ করিতে পারিব না।"—সে আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে গ্রীসের মুখের দিকে চাহিল; তাহার নয়ন-কোণে মুক্তা বিন্দুর ন্যায় অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল।

হ্যামার্টন গ্রীস মাথা নাড়িয়া বলিল, "দাবী কি আমার? আপনারই ভুল লেডি বার্ণার্ড। আপনার এই ভ্রমের জন্য আমি দুঃখিত। আমার বিশ্বাস ছিল, আপনার বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া আপনি আপনার হীরা-জহরতের অলঙ্কারগুলির কিয়দংশ বিক্রয় করিবেন। আপনি যদি আমার মক্কেলের দাবীর পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিতে না পারেন, তাহা হইলে সে জন্য আপনার নিকট তাগিদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আপনাকে আমার আর কিছুই বলিবার নাই; তবে আমাকে আমার মক্কেলের আদেশ পালন করিতে হইবে, সুতরাং সেই পত্রগুলি আমি আপনার স্বামীর নিকট পাঠাইতে বাধ্য হইব। তাহার কি ফল হইবে, তাহা আমার অপেক্ষা আপনিই ভাল বুঝিবেন।"

লেডি বার্ণার্ড আতঙ্কে অভিভূত হইয়া দুই হাত সবেগে কচলাইতে কচলাইতে বলিল, "আপনার কি দয়া মায়া নাই? আপনি মানুষ না পিশাচ?—আপনি টাকার জন্য আমার সর্ব্বনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন!"

এই সকল কথা-বার্ত্তা শুনিয়া প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা বোধ হয় পাঠক পাঠিকাগণ কতকটা বুঝিতে পারিয়াছেন। বুদ্ধিহীনা যুবতীদের যৌবনসুলভ প্রেমচর্চ্চার ফল কিরূপ শোচনীয় হইয়া থাকে, এই ব্যাপারটি তাহারই উজ্জ্বল নিদর্শন। আগাথা বার্ণার্ড অপরূপ সুন্দরী; সুশিক্ষিতা, ললিত-কলায় সুনিপুণা, সম্ভ্রান্ত মহিলা। সমাজে তাহার সম্মান প্রতিপত্তিও অসাধারণ। সেইরূপ উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত বংশের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। সার

গর্ডন বার্ণার্ড তরুণ যুবক হইলেও, তখন তিনি রাজনীতি-গগনের উজ্জ্বল নক্ষত্র; তাঁহার মান সম্ভ্রম অসাধারণ; সকলেই আশা করিতেছিলেন—কালে তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্য-তরণীর কর্ণধার হইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে পারিবেন। সার বার্ণার্ড আগাথার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহা সমারোহে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল; লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজ, এমন কি, রাজ পরিবারবর্গও এই বিবাহে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই বিবাহের পর এখন লেডি আগাথা বার্ণার্ডের অবস্থা 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি?'—সে ভীষণপ্রকৃতি জোঁকের কবলে পড়িয়া জীবন্মৃত! পিশাচ ভয় দেখাইয়া বলিতেছে—"অবিলম্বে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দাও, নতুবা তোমার অবৈধ প্রেমের নিদর্শনসূচক পত্রগুলি তোমার স্বামীর নিকট পাঠাইব। তোমার সকল আশা, সুখ, মান সম্ভ্রম চূর্ণ করিব। তিল তিল করিয়া তোমাকে পুড়াইয়া মারিব।"

আগাথা বিবাহের কয়েক মাস পূর্ব্বে একটা অব্যবস্থিত-চিত্ত, দুশ্চরিত্র অথচ রূপবান যুবককে ভালবাসিয়া তাহার প্রণয়ে আত্মহারা হইয়াছিল। সেই যুবকের নাম জোস্ ফার্ণাণ্ডেজ্। যে সকল অসংযত-চরিত্র, কলাকুশল, আড়ম্বরপ্রিয় বিলাসী যুবক রূপের ও পরিচ্ছদের চটক দেখাইয়া সরলা যুবতীদের মুগ্ধ করে, এবং কথায় প্রেমের ফোয়ারা ছুটাইয়া তাহাদের হৃদয় লইয়া খেলা করে—জোস্ ফার্ণাণ্ডেজ তাহাদের অন্যতম। আগাথা তাহার কপট প্রেমে মুগ্ধ হইয়া নির্লজ্জের মত তাহাকে যে সকল প্রেম-পত্র লিখিয়াছিল, তাহা যে কোন কুলনারীর পক্ষে অত্যন্ত নিন্দনীয়, এবং তাহার সম্মানের হানিজনক, কিন্তু তাহার এই নেশা ছুটিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। এইরূপ অসার চোখের নেশা শীঘ্রই কাটিয়া যায়; কিছু দিন পরে আগাথাও তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিল। তাহার হৃদয় অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

গরল-হৃদয়া মধুমুখী মিসেস্ হারনারেরই পরিচালিত অন্য একটি ক্লাবে জোস্ ফার্ণাণ্ডেজের সহিত আগাথার প্রথম পরিচয়। সে কয়েক দিন জোস্‌কে নৃত্য-সঙ্গী করিয়াছিল;-এই সূত্রেই তাহাদের মনের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। যাঁহারা এই সকল ক্লাবের রীতি-পদ্ধতি অবগত নহেন, তাঁহারা মনে করিতে পারেন ইহা অন্ধ ক্যুপিডেরই খেলা; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্যবস্থা অন্যরূপ হইয়াছিল। জোস্ ফার্ণাণ্ডেজ আইনজীবী হ্যামার্টন গ্রীসের অনুগৃহীত জীব। হ্যামার্টন গ্রীস ক্লাবওয়ালী মিসেস্ হারনারের ব্যবসায়ের বখরাদার। জোস্ ফার্ণাণ্ডেজ হ্যামার্টন গ্রীসের আদেশে ঐশ্বর্য্যশালিনী সুন্দরী যুবতীগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদের সহিত প্রেমের অভিনয় করিত; যুবতী কুমারীগণ তাহার ছলনা বুঝিতে না পারিয়া ফাঁদে ধরা দিত; প্রাণ খুলিয়া উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় তাহাকে চিঠি পত্র লিখিত। কিছু দিন পরে জোস্ সেই কপট প্রেমের অভিনয় বন্ধ করিত, এবং তাহার প্রণয়িনীর চিঠি পত্রগুলি হ্যামার্টন গ্রীসের হস্তে অর্পণ করিত। হ্যামার্টন গ্রীস সেই সকল চিঠি পত্রের সাহায্যে যুবতীগণকে মুঠায় পুরিত, এবং তাহাদের বিবাহের পর তাহাদের অবৈধ প্রেমের কথা প্রকাশের ভয় দেখাইয়া তাহাদের অর্থ শোষণ করিত; মিস্ হারনারও সেই অর্থের ভাগ পাইত। এই ভাবে হ্যামার্টন গ্রীস ও মিসেস্ হারনারের বখরার কারবার ভালই চলিতেছিল।

হ্যামার্টন গ্রীস ব্যবসায়ে ব্যবহারাজীব হইলেও চৌর্য্যবৃত্তির প্রতি তাহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। (was a solicitor by profession, but a crook by inclination.) কিন্তু সে এরূপ সতর্ক ভাবে চৌর্য্যবৃত্তির অনুশীলন করিত যে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষ কোন দিন তাহার কোন অপকর্ম্মের কথা জানিতে পারে নাই। দস্যু-তস্কর-সমাজে তাহার অসংখ্য গোমস্তা ও গুপ্তচর ছিল। নৈশ ক্লাব ও হোটেল সমূহে যে সকল নিষ্কর্ম্মা বেকার অথচ 'লম্বসাট পটাবৃতম্' রূপবান যুবক ধনাঢ্য মহিলাগণের সহিত মিশিয়া আমোদ প্রমোদ করিত, বা নানা কৌশলে তাহাদিগকে বশীভূত করিত, তাহাদের অনেকেই হ্যামার্টন গ্রীসের বেতনভোগী অনুচর, এবং তাহারা ঐ ভাবেই পরিচালিত হইত।

জোস্ ফার্ণাণ্ডেজ যে সকল ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণীর সহিত প্রেমের অভিনয় করিত—তাহাদের প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ গোপনীয় চিঠিপত্রগুলি হ্যামার্টন গ্রীসের হাতে দিয়া, সে তাহার প্রাপ্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করিত; তাহার পর সে কার্য্যক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইলে, হ্যামার্টন গ্রীস সুযোগ বুঝিয়া সেই সকল যুবতীর কলঙ্ক প্রচারের ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে শোষণ করিত।

সার গর্ডন বার্ণার্ড লণ্ডনের সম্ভ্রান্ত সমাজে সুপরিচিত; রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার নাম যশ

অসাধারণ। তিনি রূপবতী আগাথার রূপে গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। আগাথাও তাঁহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইল; কারণ তখন তাহার প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য তিরোহিত হইয়াছিল। জোস্ ফার্ণাণ্ডেজের প্রতি তাহার প্রেমের নেশা কাটিয়া গিয়াছিল। জোস্ তাহার সহিত প্রেমের অভিনয় করিয়াছিল মাত্র, কোন দিন তাহাকে ভালবাসে নাই; সুতরাং আগাথা কাহাকে বিবাহ করিল, এবং বিবাহ করিয়া সুখী হইল কি না, ইহা জানিবার জন্য তাহার বিন্দুমাত্র আগ্রহ হইল না; কিন্তু হ্যামার্টন গ্রীস সার বার্ণার্ডের সহিত আগাথার বিবাহের পরও উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সার বার্ণার্ড যখন মন্ত্রী-সমাজে প্রবেশ করিয়া পদগৌরবের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেন, তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি সকলেরই আলোচনার বিষয় হইল, তখন হ্যামার্টন গ্রীস কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিল; সে আগাথার পত্রগুলির সদ্ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হইল।

কিন্তু সে অসাধারণ চতুর; 'শতং বদ মা লিখ'—এই নীতি অবলম্বন করিলে বিপদের আশঙ্কা নাই—ইহা সে জানিত। এই জন্য সে আগাথা বার্ণার্ডকে চিঠিপত্রাদি না লিখিয়া এক দিন স্বয়ং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সে তাহার মক্কেল জোস্ ফার্ণাণ্ডেজের প্রতিনিধিস্বরূপ আগাথার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, তাহার মক্কেল প্রেমপত্রগুলি তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছে। আগাথা তাহার মক্কেলকে প্রতারিত করিয়া অন্যকে বিবাহ করিয়াছে। প্রণয়িনীর এই প্রকার নিষ্ঠুর কপট ব্যবহারে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সেই ক্ষতি-পূরণের জন্য তাহার মক্কেল পত্রগুলির যথাযোগ্য ব্যবহারের আদেশ করিয়াছে।—সে তাহার মক্কেলের আদেশ পালন করিতে বাধ্য; কিন্তু সেই গুপ্ত প্রণয়-কাহিনী প্রকাশিত হইলে বা পত্রগুলি সার বার্ণাডের হাতে পড়িলে, আগাথার দাম্পত্য-জীবনের সকল সুখ নষ্ট হইবে; তাহার লজ্জা ও কলঙ্কের সীমা থাকিবে না। সমাজে সে আর মুখ দেখাইতে পারিবে না। এই জন্যই সেই পত্রগুলি সে আগাথাকে ফেরত দিয়া তাহাকে নিরুদ্বেগ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে: কিন্তু তাহার মক্কেলের ক্ষতিপূরণের যথাযোগ্য ব্যবস্থা না করিলে, সে কি করিয়া পত্রগুলি আগাথাকে ফেরত দিতে পারে? সে আগাথার হিতৈষী হইলেও মক্কেলের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিবে না—ইত্যাদি।

আগাথা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার প্রেম-পত্রগুলি তাহার সর্ব্বনাশের জন্য এই ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে; পত্রগুলি প্রকাশিত হইলে বা তাহার স্বামীর হস্তগত হইলে, তাহার কিরূপ সর্ব্বনাশ হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল; তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। আগাথার ভাবভঙ্গি দেখিয়া হ্যামার্টন গ্রীস বুঝিতে পারিল, কাতলা টোপ গিলিয়াছে, এখন খেলাইয়া তুলিতে পারিলে হয়! সুতরাং সে হাসিয়া বলিল, "অত ভয়ের কারণ নাই, আমি প্রাণ থাকিতে আপনার অনিষ্ট ঘটিতে দিব না; আমার মক্কেল কিঞ্চিৎ অর্থের প্রার্থী; তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করাও আপনার অসাধ্য নহে। তাহাকে কিছু টাকা দিলেই পত্রগুলি বাণ্ডিল বাঁধিয়া আপনার হস্তে অর্পণ করিব।"

আগাথা আশ্বস্ত চিত্তে বলিল, "কত টাকা?"

হ্যামার্টন গ্রীস্ বলিল, "বেশী নয়, সামান্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড।"

আগাথা সভয়ে বলিল, "পাঁচ হা—জা—র পাউণ্ড! অল্প টাকাই বটে! কিন্তু অত অল্প টাকাও যে আমার কাছে নাই।"

হ্যামার্টন গ্রীস বলিল, "লেডি বার্ণার্ডের পক্ষে পাঁচ হাজার পাউণ্ড সংগ্রহ করা কঠিন নহে, বিশেষতঃ, তাঁহার সম্ভ্রমের মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। আপনি কবে দিতে পারিবেন বলুন। আমার মক্কেল অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে।"

আগাথা হাজার পাউণ্ড সংগ্রহের জন্য এক মাসের সময় লইল। হ্যামার্টন গ্রীস পত্রগুলি লইয়া আগাথার গৃহে আসিতে সম্মত হইল না; সুতরাং স্থির হইল—এক মাস পরে আগাথা টাকা লইয়া ব্লু-ড্রাগন ক্লাবে তাহার সহিত দেখা করিবে, এবং সেই স্থানেই সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে।

একমাস পরে আজ নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর আগাথা ব্লু-ড্রাগন ক্লাবে হ্যামার্টন গ্রীসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। সে কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার স্বামীর সহিত অদূরবর্ত্তী কোন ভবনে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিল। অবশেষে সে তাহার স্বামীকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত করিয়া—অসুস্থতার ভাণ করিয়া গোপনে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু সে তাহার প্রতিশ্রুত এক হাজার পাউণ্ড

আনিতে পারে নাই।—এই কথা শুনিয়া হ্যামার্টন গ্রীসের মুখ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইল; সে অবজ্ঞা ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাহা হইলে আপনাকে রক্ষা করা আমার অসাধ্য। কি করিব বলুন, আমার মক্কেলের কায। ইহাতে আমার কোন হাত নাই।"

আগাথা ম্লান মুখে বলিল, "আপনি দয়া করিয়া আমাকে আর কিছু সময় না দিলে আমি নিরুপায়। আপনি আর কত দিন অপেক্ষা করিতে পারিবেন বলুন।"

হ্যামার্টন গ্রীস মুখ অধিকতর গম্ভীর করিয়া বলিল, "লেডি বার্ণার্ড, আমার মক্কেল কিরূপ অধীর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আপনাকে বুঝাইতে পারিব না। আপনি এক মাস সময় লইয়াছিলেন, আজ রাত্রে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; কিন্তু—"

আগাথা বাধা দিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "আমি ত পাঁচ হাজার পাউণ্ডে রাজি হই নাই, মোট হাজার পাউণ্ডই দেওয়ার কথা; এখন বলিতেছেন পাঁচ হাজার পাউণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম—এ কথার অর্থ কি?"

নির্লজ্জ হ্যামার্টন গ্রীস বলিল, "হাঁ, আমারও ঐরূপ ধারণা ছিল; কিন্তু এখন আমার মক্কেল বলিতেছে—পাঁচ হাজার পাউণ্ড না পাইলে পত্রগুলি আপনাকে ফেরত দেওয়া হইবে না। হাজার পাউণ্ডে সে রফা করিতে অসম্মত; কি করি বলুন, কায আমার মক্কেলের। তাহার ইচ্ছার প্রতিকূলে আমি কি করিতে পারি?"

আগাথা বলিল, "কিন্তু আমি অনেক চেষ্টায় পাঁচশত পাউণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; ইহা লইয়া আমাকে অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহের জন্য কিছু সময় দিতে হইবে, আর—আর আমি হাজার পাউণ্ডের বেশী দিতে পারিব না।"

হ্যামার্টন গ্রীস মুখ ভার করিয়া বলিল, "আমার মক্কেলকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না; আপনাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমি আমার মক্কেলের প্রতিনিধিমাত্র। এই অপ্রীতিকর বিষয়ে আমার নিজের অভিমতের কোন মূল্য নাই। আমার মক্কেল আমাকে বলিয়াছে, যে টাকা বাকি থাকিবে—তাহা সে আর এক সপ্তাহের অধিক ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।"

আগাথা কম্পিত হস্তে ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "আমি চেষ্টা করিয়া দেখিব; যে টাকা আনিয়াছি—তাহা লইয়া যান।"

সে পকেট হইতে একতাড়া ব্যাঙ্ক-নোট বাহির করিয়া হ্যামার্টন গ্রীসের হাতে দিল। হ্যামার্টন গ্রীস নোটগুলি লইয়া অবহেলা ভরে বুকের পকেটে ফেলিল, সে তাহা গণিয়াও দেখিল না; সে জানিত লেডি বার্ণার্ড দ্বারা তাহার প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।

আগাথা বলিল, "আ—আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আমি সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্ব্বেই আপনাকে সংবাদ দিব।"

হ্যামার্টন গ্রীস বলিল, "আপনি আমার আফিসে গিয়া দেখা করিলে অধিকতর সুখী হইব। আপনি আমার আফিসের ঠিকনা জানেন ত? সাউদাম্টন রো।"

আগাথা বার্ণার্ড উঠিয়া পালকনির্ম্মিত আচ্ছাদন বস্ত্র (fur wrap.) কাঁধের উপর টানিয়া দিল; তাহার পর বহির্দ্বারের দিকে চলিল।

হ্যামার্টন গ্রীস তাহাকে তাহার গাড়ীতে তুলিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া আগাথা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, আপনাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে না। আমি আপনার সাহায্য ব্যতীতও বাহিরে যাইতে পারিব।"

সে প্রমোদমত্ত নরনারীগণের পাশ দিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল, এবং পথে আসিয়া তাহার গাড়ীতে উঠিল। সোহো পল্লীর রাজপথসমূহ তখন নির্জ্জন; তুষার-শীতল নৈশ বায়ু হু-হু শব্দে বহিয়া যাইতেছিল।

আগাথা অদৃশ্য হইলে হ্যামার্টন গ্রীস্ প্রফুল্ল চিত্তে গোঁফে তা দিয়া, নোটের তাড়ায় স্ফীত বুকের পকেটে দুই তিন বার চপেটাঘাত করিয়া সোৎসাহে বলিল, "কি মজা! ইহারই নাম দাঁও-মারা। বিনা পরিশ্রমে, কেবল ভয় দেখাইয়া ষোল আনা লাভ! ছুঁড়ি বাকি টাকা লইয়া আমার আফিসে ঠিক আসিবে। ঐ জাতটাকে আমি চিনি কি না, ভয় দেখাইতে পারিলেই উহাদের দ্বারা কায হাসিল।"

অদূরবর্ত্তী একখানি চেয়ারে হঠাৎ তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। একটি রমণী সেই চেয়ারে বসিয়া ছিল; রমণীর পরিধানে গাঢ় লালবর্ণ রেশমী পরিচ্ছদ, কিন্তু তাহার মুখ কৃষ্ণবর্ণ রেশমী মুখোসে আচ্ছাদিত। হ্যামার্টন গ্রীস সেই রমণীর মুখ

দেখিতে না পাইলেও তাহার দেহের গঠনভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিল—রমণী যুবতী এবং সুন্দরী। রমণী সেখানে একাকী বসিয়া ছিল, নিকটে অন্য কেহ ছিল না। তাহার অধরোষ্ঠ সুলোহিত; মুখোসে তাহা আবৃত না থাকায় তাহার সুমিষ্ট কৌতুক-হাস্য হ্যামার্টন গ্রীসের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না।

যুবতীর মরাল-গ্রীবা এবং দেহের মনোহর ভঙ্গি দেখিয়া হ্যামার্টন গ্রীসের প্রাণ আন্‌চান্ করিয়া উঠিল; তাহার পর মুখোস-ঢাকা চক্ষুর ছিদ্র-পথে দুইটি উজ্জ্বল নেত্রের বিলোল কটাক্ষ সুতীক্ষ্ণ শরের ন্যায় তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইলে, হ্যামার্টন গ্রীসের পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হইল। সে আড়চোখে যুবতীর সুগঠিত, রেশমী মোজা-সমাচ্ছাদিত পদদ্বয় এবং সুদৃশ্য জুতার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিল; তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া তাহার টেবিলের সম্মুখে আসিল, এবং অভিবাদন করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "এখানে বসিয়া দু'-মিনিট আপনার সঙ্গে গল্প করিতে পারিলে সময়টা বেশ আনন্দে কাটিত।"

যুবতী অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়িয়া মধুর স্বরে বলিল, "আপত্তি কি? আপনি ঐ চেয়ারখানায় বসুন মিঃ গ্রীস্!"—সে পাশের চেয়ারের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল।

হ্যামার্টন গ্রীস চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া যুবতীর পাশে—তাহার প্রায় গা-ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল।

যুবতী গাঢ় স্বরে বলিল, "মিঃ গ্রীস, আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সর্ব্বদাই আমার ইচ্ছা হইত; সৌভাগ্যক্রমে আজ মেঘ না চাহিতেই জল!"

হ্যামার্টন গ্রীস্ যুবতীর কথায় বিস্মিত হইয়া বলিল, "আ—আপনি আমাকে চেনেন—দেখিতেছি!"

যুবতী বলিল, "আপনাকে চিনি না? বিলক্ষণ চিনি; কিন্তু আপনার সুন্দরী সঙ্গিনী হঠাৎ ওভাবে চলিয়া যাইবে—ইহা আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

হ্যামার্টন গ্রীস বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে লোহিতাম্বরা সুন্দরীর মুখোস-ঢাকা মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল—তাহার প্রদীপ্ত চক্ষু দুইটি অক্ষি-গোলকের ছিদ্রের ভিতর দিয়া বিদ্রূপভরা কটাক্ষ বর্ষণ করিতেছে! যেন সজল কৃষ্ণকাদম্বিনীর কোলে বিদ্যুৎ চমকিল!

হ্যামার্টন গ্রীস্ বিচলিত স্বরে বলিল, "ইয়ে, কি বলে, তা—তাহাকে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে হইল। কি করিবে, বেচারা নিরুপায়; তাহার একটা স্বামী আছে কি না! স্বামীটা ভয়ঙ্কর রাস্কেল, নরপশু আর কি! ও রকম সুন্দরী রসিকা স্ত্রীকে স্বাধীনভাবে মনের সুখে চরিয়া বেড়াইতে দেয় না; মনের মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিবে—সে পথ বন্ধ, উহাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখে! কিন্তু আশা করি তোমার ঐ রকম বিঘ্নজনক পিছটান্ নাই। ঐ রকম বদ্‌রসিক স্বামীগুলা ভারি বিরক্তিকর উপসর্গ। কি বল?"

সুন্দরী হাসিয়া বলিল, "ভারী!—না, ও সকল উপসর্গ টুপসর্গ আমার নাই। আমি বাঁধা-ধরার মধ্যে যাইতে অনিচ্ছুক; সুতরাং বিবাহে আমার আগ্রহ নাই। (I have no desire for matrimony,) ঐ জিনিসটা স্বাধীনতার শনি!"

যুবতীর কথা শুনিয়া রসিকচূড়ামণি গ্রীসের ধমনীর গতি দ্রুততর হইল। (pulses raced a little) যুবতীর কেশের ও বেশের মৃদু সৌরভ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার মস্তিকে যেন মত্ততা উপস্থিত করিল এবং বেচারার অবস্থা সাংঘাতিক হইয়া উঠিল! সে জড়িতস্বরে বলিল, "কে তুমি সুন্দরি! ঐ কদর্য্য মুখোসটা দিয়া তোমার মাধুরী মাখা মুখখানি কি ঢাকিয়া না রাখিলেই নয়?" (is it absolutely necessary?)

যুবতী বলিল, "অন্ততঃ এখানে বটে। হয় ত পরে—"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটু আশার আভাস পাইয়া গ্রীসের হৃদয় পুলকে নাচিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, যে সকল যুবতী রাত্রিকালে ক্লাবে আসিয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়—এই মধুরভাষিণী মৃদু-হাসিনী তরুণী যেন সেই শ্রেণীর নারী নহে। সেই ক্লাবে সে একাকিনী আসিয়াছিল, এবং সেখানে কাহারও সহিত তাহাকে ঘনিষ্ঠতা করিতে দেখা যায় নাই।

হ্যামার্টন গ্রীস্ বলিল, "এখানে সুপেয় সুরার বড় অভাব; মা হারনার যাহা আমদানী করে তাহা আমার মুখে রোচে না! আমার ঘরে যে জিনিষ আছে—তেমন জিনিস কি বাজারে পাওয়া যায়? যদি ফূর্ত্তি করিতে হয়—তাহা হইলে—" সে চোখ মুখের ভঙ্গি করিয়া অবশিষ্ট কথাগুলি ইসারায় শেষ করিল।

যুবতী বলিল, "আপনার কথা শুনিয়া লোভ হয়

বটে; এখানকার আমোদ প্রমোদে আনন্দ নাই; (joyless gaity) আমি হাঁপাইয়া উঠিয়াছি।"

হ্যামার্টন গ্রীস বলিল, "কিন্তু তোমাকে হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ্য মনে হইতেছে! যে সকল যুবতী এই ক্লাবে আনাগোনা করে—আমি তাহাদের সকলকেই চিনি; কিন্তু তোমাকে আর কোন দিন দেখি নাই, তোমার পরিচয়ও জানি না। অথচ তুমি আমাকে চেন!— তুমি কিরূপে আমার নাম জানিতে পারিলে?"

যুবতী বলিল, "মিঃ হ্যামার্টন গ্রীস বিখ্যাত লোক, তাঁহাকে চিনিতে পারা কি খুব কঠিন কায?—ঐ ওদিকে বিকট চেহারার যে লোকটা মদের গ্লাসে চুমুক দিতেছে—ওটা কে মিঃ গ্রীস্?"

গ্রীস্ বলিল, "উহার নাম ব্যানিষ্টার,—সার সাইমন ব্যানিষ্টার, যুদ্ধের সময়—মোটা রকম দাঁও মারিয়া ও এখন দশজনের একজন হইয়াছে; কদাকার জানোয়ার! কি বল তুমি?"

যুবতী বলিল, "পশু!—আর ঐ মাতব্বর চেহারার লোকটি—(distinguished looking individual) দেখিয়া কোন রাজদূত-টুত বলিয়া মনে হয়, উহার নাম মন্টি লেন নয়? ও ত মিসেস্ হারনারের প্রধান দালাল?"

হ্যামার্টন গ্রীস সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি যে সকলকেই চেন দেখিতেছি! তুমি ত সাধারণ মেয়ে মানুষ নও! কে তুমি? তোমার পরিচয়—"

যুবতী বলিল, "সেজন্য দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই মিঃ গ্রীস! আমি গোয়েন্দা বা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গুপ্তচর নই। এখন আমার কথা শোন, তোমার নিকট আমার একটি প্রস্তাব আছে, যদি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পার, তাহা হইলে কিছু টাকা আসিবার সম্ভাবনা আছে। তুমি বলিতেছিলে তোমার ঘরে স্ফূর্ত্তি করিবার মত জিনিস আছে - এবং আমাকে তাহার লোভও দেখাইতেছিলে। তুমি কি তাহাতে রাজী আছ? গ্রীসের কাঁধে হঠাৎ যুবতীর হাত পড়িল!

হ্যামার্টন গ্রীস্ লোমাঞ্চ দেহে যুবতীর মুখোসের অন্তরালস্থিত উজ্জ্বল নীল নেত্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই; তবে এই সর্ত্তে যে, তুমি আগে তোমার মুখোস খুলিয়া ফেলিবে।"

যুবতী হাসিয়া বলিল, "তাহাতে আমার আপত্তি হইবে না।"—তাহার সুলোহিত ওষ্ঠের অন্তরালস্থিত সুগঠিত শুভ্র দন্তশ্রেণী দেখিয়া গ্রীসের প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই রহস্যময়ী যুবতীর কণ্ঠস্বর, হাসি, কথা বলিবার ভঙ্গিতে রূপমুগ্ধ পুরুষকে আকৃষ্ট করিবার অদ্ভুত মাদকতাপূর্ণ শক্তি ছিল! (was maddeningly attractive.)

হ্যামার্টন গ্রীস গাঢ় স্বরে বলিল, "চল যাই; এখানকার হাওয়া আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।"

যুবতী তাহার সুলোহিত পরিচ্ছদ সুবিন্যস্ত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ক্লাবের বাহিরে যে ট্যাক্সি হ্যামার্টন গ্রীসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, গ্রীস মুখোসধারিণী যুবতীকে লইয়া সেই ট্যাক্সিতে উঠিয়া বলিল, "তুমি যে তোমার নয়ন-বাণে বিঁধিয়া আমাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিলে! তোমার নামটি কি বল সুন্দরি!"

সুন্দরী বলিল, "মানুষের চেয়ে মানুষের নামটাই কি বেশী আদরের? তা, বেশ, আমার নাম শীঘ্রই জানিতে পারিবে। আমার নাম শুনিলে আমাকে তুমি আরও বেশী পছন্দ করিবে।"

ট্যাক্সি চলিতে লাগিল; কয়েক মিনিট পরে তাহা সাউদাম্‌টন রো-র পার্শ্বস্থিত একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি অট্টালিকার সম্মুখে থামিল।

হ্যামার্টন গ্রীস গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার সঙ্গিনীকে নামাইয়া লইল, তাহার পর ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিল।

সেই অট্টালিকার বিভিন্ন অংশে অনেকগুলি ভাড়াটে আফিস; সেই সকল আফিসের এক পাশে হ্যামার্টন গ্রীসের আফিস। আফিসের দরজায় উজ্জ্বল পিত্তল-ফলক (brass-plate) সন্নিবিষ্ট। তাহাতে হ্যামার্টন গ্রীসের নাম ও পেশা খোদিত। সে যুবতীকে সঙ্গে লইয়া তাহার আফিসের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমি আমার আফিসেই বাস করি। অন্যান্য আইন-ব্যবসায়ীদের আফিস-অঞ্চল হইতে আমি একটু দূরেই থাকি; কারণ আমার কোন কোন সম্ভ্রান্ত মক্কেল একটু নিরিবিলির পক্ষপাতী।"

তাহার সঙ্গিনী মনে মনে হাসিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। গ্রীস বারান্দায় আসিয়া 'সুইচ' টিপিয়া আলো জ্বালিল; তাহার পর তাহার দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "ঐ যে ঐ পাশে আমার ঘর। বাড়ীওয়ালার একজন গোমস্তা এই সকল ঘর দেখা-শুনা করে; সে রাত্রে এখানে থাকে না। অন্যান্য ভাড়াটেরা দিবসে আফিসের কাজ কর্ম্ম করে, সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাহাদের সহর-

তলীর বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমি আর কোন্ চুলোয় যাইব? রাত্রে এখানেই থাকি।"

হ্যামার্টন গ্রীস্ একটা চাবি বাহির করিয়া দ্বার খুলিতে লাগিল, সেই অবসরে তাহার সঙ্গিনী সুন্দরী অদূরবর্ত্তী থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া, মুখের কাল মুখোসটা খুলিয়া লইয়া আর একটি মুখোস মুখে আঁটিয়া দিল; তাহা অতি ভীষণ মুখোস,—মড়ার মাথার খুলি, মুখে দুইপাটী বিকটাকার সুদীর্ঘ দাঁত!—সুগোল অক্ষি-কোটরের ভিতর দুইটি চক্ষু জল্ জল্ করিতেছিল। কপাল মাথা সব সাদা!

হ্যামার্টন গ্রীস্ দ্বার খুলিয়া সঙ্গিনীকে বলিল, "মাই-ডিয়ার, ভিতরে এস! এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ; তুমি আর আমি ভিন্ন এ দিগরে জন-মানব নাই। আমাদের স্ফূর্ত্তিতে কেহ—"

যুবতী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "চমৎকার! দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও বন্ধু! শীঘ্র—"

গ্রীস্ সবিস্ময়ে ফিরিয়া দাঁড়াইল, সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার চেতনালোপের উপক্রম হইল। কি ভীষণ মূর্ত্তি! লোহিত বস্ত্রমণ্ডিতা নারী, না দেহ-ধারিণী প্রেতিনী? মুখে দীর্ঘ দন্তশ্রেণী, মুখের অবশিষ্ট অংশ মড়ার মাথার খুলি!

গ্রীস্ মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া বলিল, "এ কি ব্যাপার!—কে তুমি? তোমার মতলব কি?"

রহস্যময়ী মিস্ ডেথ্ গম্ভীর স্বরে বলিল, "শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর উঁচু কর বর্ব্বর!'—সঙ্গে সঙ্গে একটি পিস্তল গ্রীসের ললাটে উদ্যত হইল।

এই অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া হ্যামার্টন গ্রীস্ দুই হাত মাথার উপর তুলিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি নারী না শয়তানী! তোমার মতলব কি?"

মিস্ ডেথ বলিল, "শীঘ্র তোমার সিন্দুকের চাবি দাও।—আমাকে এখানে আনিয়া স্ফূর্ত্তি করিবার আশা করিয়াছিলে? আমি সোজা মেয়ে নই; আমার কাছে তোমার চালাকী খাটিবে না। শীঘ্র চাবি বাহির কর।"

গ্রীসের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি জোগাইল; সে বলিল, "ওঃ, তুমিও চোর? কিন্তু তুমি ত জান কুকুর কুকুরের মাংস খায় না।" (Dog does n't eat dog, y'know—)

মিস্ ডেথ বলিল, "কিন্তু কুকুরে ইঁদুর খায়।—শীঘ্র চাবি বাহির কর, নতুবা এখনই গুলী করিব, এক—দুই—তিন।"

গ্রীস্ বলিল, "তুমি আমাকে বেজায় কায়দায় ফেলিয়াছ! আচ্ছা দাঁড়াও, আমি চাবি বাহির করি।"

সে হাত নামাইয়া পকেটে হাত পুরিল, কিন্তু পকেট হইতে যাহা বাহির করিল—তাহা সিন্দুকের চাবি নহে, টোটাভরা একটি পিস্তল! সে মুহূর্ত্তে মধ্যে পিস্তলটি মিস্ ডেথের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উদ্যত করিল।

উভয়ের পিস্তল উভয়ের বক্ষেঃ প্রসারিত। 'টিপিয়াছ কি টিপিয়াছি'—এই ভাব!

গ্রীস্ বলিল, "আর তোমার চালাকি খাটিবে না। যদি গুলী খাইয়া মরিবার আগ্রহ না থাকে ত ঐ চেয়ারে বসিতে পার।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক দীপ নির্ব্বাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে একজোড়া পিস্তলের আওয়াজ হইল—"দুড়ুম, দুড়ুম!"

উভয় পিস্তল এক সঙ্গে গর্জ্জিয়া উঠিল; মুহূর্ত্ত পরে সেই কক্ষের মেঝের উপর 'ধপাস্' করিয়া একটা শব্দ হইল।

ডায়েনা টেম্পল সেই অন্ধকারে হঠাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইল; সে তাহার বামপঞ্জরে তীব্র বেদনা অনুভব করিল। সে অতি কষ্টে সেই কক্ষের বৈদ্যুতিক আলোর 'সুইচ' টিপিয়া কক্ষটি পুনর্ব্বার আলোকিত করিল। সেই সময় সেই কক্ষের অন্য দিকের একটি দ্বার সশব্দে রুদ্ধ হইল, এবং ডায়েনা সেই দিকে কাহার দুপ্ দাপ্ পদশব্দ শুনিতে পাইল। সে দুই হাতে বুক চাপিয়া-ধরিয়া সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিল। হ্যামার্টন গ্রীসের অসাড় দেহ মেঝের উপর পড়িয়া ছিল; পিস্তলটি তখনও তাহার মুষ্টির ভিতর আবদ্ধ ছিল, এবং একটি গুলীতে তাহার মস্তিষ্ক বিদীর্ণ হওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

হ্যামার্টন গ্রীস গুলী খাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া ছিল। ডায়েনা টেম্পল তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হ্যামার্টন গ্রীসের মৃত্যুর পরেও তাহার মুখের আতঙ্ক ও বিস্ময়ের ভাব বিলুপ্ত হয় নাই!

ডায়েনা টেম্পল অস্ফুট স্বরে বলিল, "উহাকে পশ্চাৎ হইতে কেহ গুলী করিয়া মারিয়াছে; তবে কি আর কেহ এখানে গোপনে আসিয়াছিল?"

সে তাহার পিস্তল পরীক্ষা করিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। পিস্তলের গুলী ছুটিয়া না যাওয়ায় সে বুঝিল—তাহাকে হ্যামার্টন গ্রীসের হত্যার পাপে লিপ্ত হইতে হয় নাই; কিন্তু কে হঠাৎ আসিয়া

হ্যামার্টন গ্রীসকে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছে, ডায়েনা তাহা বুঝিতে পারিল না। সে সেই কক্ষের পশ্চাতের দ্বার রুদ্ধ হইবার শব্দ শুনিয়াছিল, পলাতকের পদশব্দও তাহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। হত্যাকারী হ্যামার্টন গ্রীসের পশ্চাতে—দ্বারের অন্তরালে থাকিয়া তাহাকে গুলী মারিয়া পলায়ন করিয়াছে—এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইল।

ডায়েনা হ্যামার্টন গ্রীসের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে দুঃখিত হইল না; ধারণা হইল শাস্তিটা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে (deserved his fate.) সে বহু বৎসর হইতে বহু নরনারীকে জোঁকের মত শোষণ করিতেছিল। মানুষের গুপ্ত অপকর্ম্ম বা সাময়িক দুর্ব্বলতা ঘোষণা দ্বারা তাহাকে বিপন্ন করিবার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট যে উৎকোচ আদায় করে, তাহার জীবন দুর্ব্বহ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, তাহারা নরহন্তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব নহে। তাহারা সমাজের অসংখ্য নরনারীর লজ্জা ও অধঃপতনের জন্য দায়ী। (responsible for disgrace and degradation).

ডায়েনা টেম্পল হ্যামার্টন গ্রীসের পকেট অনুসন্ধান করিয়া একগোছা চাবি বাহির করিল। তাহার বুকের পকেটে একতাড়া ব্যাঙ্ক-নোট ছিল, তাহাও বাহির করিয়া লইয়া সে পকেটে ফেলিল। সে স্থির করিল—তাড়াতাড়ি তাহাকে সকল কায শেষ করিয়া যাইতে হইবে; হঠাৎ কেহ সেখানে আসিয়া পড়িলে তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠিতে পারে।

ডায়েনা ধরা পড়িবার আশঙ্কায় ব্যাকুল হয় নাই, সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু সে জানিত তাহার পরমায়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাহাকে অনেক কায শেষ করিতে হইবে। হঠাৎ ধরা পড়িলে তাহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবে—এই জন্যই হঠাৎ ধরা দিতে তাহার আপত্তি ছিল।

সেই কক্ষের এক কোণে লোহার সিন্দুক ছিল। ডায়েনা সেই সিন্দুকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুই মিনিটের মধ্যে তাহা খুলিয়া ফেলিল। সে সিন্দুকের ভিতর বাণ্ডিল-বাঁধা কতকগুলি দলিল ছিল; ডায়েনা সেই সকল দলিল সরাইয়া একতাড়া ব্যাঙ্ক নোট এবং একতাড়া পত্র দেখিতে পাইল। সে দুই একখানি পত্র খুলিয়া পাঠ করিল; আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সেই নোট ও পত্রের বাণ্ডিল পকেটে পুরিয়া সিন্দুকের অবশিষ্ট কাগজপত্র অদূরবর্ত্তী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অগ্নিকুণ্ডের আগুনে সেগুলি ভস্মীভূত হইল; সে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিল।

ডায়েনা বুঝিতে পারিল—সেই সকল কাগজ-পত্র অগ্নিতে ভস্মীভূত হওয়ায় অনেক দুর্ব্বলচিত্ত মূঢ় নরনারী তাহাদের কলঙ্ক প্রচারের বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভ করিল। হ্যামার্টন গ্রীসকে উৎকোচ দান করিয়া আর তাহাদের অপরাধ গোপনের প্রয়োজন হইবে না।

ডায়েনা সিন্দুকের নিকট ফিরিয়া গিয়া সিন্দুক বন্ধ করিতে উদ্যত হইল—সেই সময় সিন্দুকের খোলের ভিতর সংরক্ষিত একখানি মোটা চামড়া-বাঁধানো খাতায় তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। খাতাখানি প্রায় বার ইঞ্চি দীর্ঘ, এবং আট ইঞ্চি প্রশস্ত; পিত্তলনির্ম্মিত 'ক্লিপ' দ্বারা তাহা আবদ্ধ ছিল। সেই 'ক্লিপে' একটি ক্ষুদ্র তালা দেখিয়া ডায়েনা তালার চাবি খুঁজিতে লাগিল। সে সিন্দুকের একটি দেরাজে পিত্তলের একটি ক্ষুদ্র চাবি পাইল; সেই চাবি দিয়া খাতাখানি সে খুলিয়া ফেলিল।

খাতাখানি খুলিয়া তাহার একটি পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই ডায়েনার দেহের শিরায় শিরায় শোণিতের গতি দ্রুততর হইল, তাহার বক্ষঃস্থল সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। সে সেই খাতায় অনেক দুর্ভেদ্য রহস্যের সন্ধান পাইল; অনেক লোকের গুপ্ত অপরাধের বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয় পনের কুড়িজন মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নাম পর পর লিখিত ছিল, এবং হ্যামার্টন গ্রীস তাহাদের প্রত্যেকের নামের পাশে তাহাদের অতীত জীবনের গুপ্ত অপরাধের কথা, এবং সেই খাতার কোন্ পৃষ্ঠায় তাহাদের কলঙ্ক ও অপরাধের অকাট্য প্রমাণ সন্নিবিষ্ট আছে—তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিল। ডায়েনা রুদ্ধনিশ্বাসে সেই সকল বিবরণ পাঠ করিতে লাগিল।

ইংরাজ সমাজের সকল স্তরের অসংখ্য নরনারীর গুপ্ত কলঙ্ক ও অপরাধের বিবরণ সংবলিত এরূপ কোন পুস্তক থাকিতে পারে—ইহা ডায়েনার কল্পনার অগোচর ছিল। এই সকল বিবরণ এবং অপরাধী-গণের অপরাধের অকাট্য প্রমাণ হস্তগত করিয়াই হ্যামার্টন গ্রীস লণ্ডনের দুর্দ্দান্ত দস্যুতস্করগণকে মুঠায় পুরিয়াছিল—ইহা বুঝিতে পারিয়া ডায়েনার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে বুঝিতে পারিল—স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড এই খাতাখানি পাইলে তাহার

বিনিময়ে সেই খাতার ওজনের শ্বেতকাঞ্চন প্রসন্ন চিত্তে দান করিতে পারিত। (It was a book for which Scotland Yard would cheerfully have paid its weight in platinum.)

ডায়েনা সেই খাতার মালিক হইয়া সমাজে অজেয় হইয়া উঠিল! সে যে রাত্রে তস্করচূড়ামণি চার্লি চ্যাটকে কৌশলে বশীভূত করিয়া মনে মনে যে সঙ্কল্প সাধনের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, তাহার সেই রাত্রের সেই সকল বিচিত্র অদ্ভুত স্বপ্ন—আকাশকুসুম চয়নের মত দুরাশা সফল করা কত সহজ হইবে—ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। সে জানিত আর তিনমাস মাত্র সে বাঁচিবে; কিন্তু সেই তিনমাসের জন্য সে অসীম শক্তির অধিকারিণী হইল। সে যে দণ্ড হস্তগত করিল—কোটি মুদ্রা বিনিময়েও কেহ তাহা লাভ করিতে পারে না; কারণ অপরাধীগণের পক্ষে তাহা যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ। ডায়েনা তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প করিল—সে যে তিন মাস বাঁচিয়া থাকিবে, সেই তিনমাস সেই দণ্ড সে অকুণ্ঠিত চিত্তে পরিচালিত করিবে, দস্যু-সমাজের অধিনেত্রী হইয়া সে দস্যুদলনেত্রী আমেলিয়া কার্টারের অপেক্ষা অধিকতর। শক্তিশালিনী হইবে, চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড আধিপত্য বিস্তার করিবে।—তাহার পর?—তাহার পর সব অন্ধকার; প্রলয়ের অন্ধকারে তাহার জীবন-পোত অদৃশ্য হইবে!

ডায়েনা টেম্পল সিন্দুকটি ধীরে ধীরে বন্ধ করিল। তাহার পর সেই খাতাখানি বগলে পুরিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; ভাগ্যচক্রের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তাহার মস্তিষ্ক যেন উগ্র মাদক-রসে বিহ্বল হইয়া উঠিল। রহস্যময়ী মিস্ ডেথ সমাজের বনিয়াদ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিবার জন্যই যেন এই সাংঘাতিক দপ্তর দৈবক্রমে হস্তগত করিতে সমর্থ হইল! এই দপ্তরের সাহায্যে সে ইংলণ্ডের মহাপরাক্রান্ত অজেয় দস্যুদলকে পদানত করিয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাসের ন্যায় পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবে—এই বিশ্বাসে সে তাহার জীবন ধন্য মনে করিল।

ডায়েনা সেই কক্ষের দীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দ্বারের বাহিরে আসিল। হ্যামার্টন গ্রীসের মৃতদেহ যেমন পড়িয়া ছিল—সেই ভাবেই পড়িয়া রহিল। সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল। তাহার পর পরিচ্ছদটি উল্টাইয়া পরিয়া লোহিত আবরণটি ভিতরে ফেলিল। মুখের-মুখোসও পরিবর্ত্তিত করিল। অন্য কেহ সেই সাংঘাতিক খাতাখানি পাইলে তাহার সাহায্যে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করিত, বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বিলাসিতা পরিতৃপ্ত করিত; কিন্তু তাহার মনে স্বার্থ-চিন্তা স্থান পাইল না। সে স্থির করিল—যে সকল দরিদ্র নরনারী তাহার ন্যায় সারাদিন উদয়াস্ত পর্য্যন্ত কলে কারখানায় কুলীগিরি করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, পুত্র কন্যাগণকে আহার দিতে পারে না, যাহাদের পরিধানের বস্ত্র নাই, মাথা রাখিবার স্থান নাই, রোগে যাহারা ঔষধ পায় না, পথ্য পায় না,—সে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাদের কিঞ্চিৎ উপকার করিয়া যাইবে; তাহার 'মৃত্যুহীন প্রাণ' তাহাদের হিতার্থে বিতরণ করিয়া অন্তিম্ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। লীডস্ ও সেফীল্ডের ধূমাচ্ছন্ন আকাশতলে যে সকল হতভাগিনী যুবতী কঙ্কালসার দেহে কঠোর পরিশ্রম করিয়া মিল্‌ওয়ালাদের জন্য টাকার পাহাড় নির্ম্মাণ করে—তাহাদের বিবর্ণ মুখচ্ছবি তাহার মনে পড়িল। সে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র সেই উত্তরাঞ্চলকেই তাহার পরিমিত জীবনকালের কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত করিবে স্থির করিয়া অদূরবর্ত্তী রাজপথে উপস্থিত হইল।

কিছুকাল পরে কৃষ্ণবর্ণ 'অপেরা ক্লোক'-(black opera-cloak)মণ্ডিতা অবগুণ্ঠনাবৃতা একটি যুবতী অদূরবর্ত্তী 'বুস হাউসের' নিকট উপস্থিত হইয়া ট্যাক্সির অপেক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময় রাত্রি অধিক হয় নাই, এজন্য পথে পথিকের ভীড় নিতান্ত অল্প ছিল না; কিন্তু পথপ্রান্তবর্ত্তিনী যুবতীর প্রতি কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না। কয়েক মিনিট পরে যুবতী একখানি ট্যাক্সিতে উঠিয়া উত্তর দিকে চলিল।

সেই সময় অতি অল্প লোকেই সেই যুবতীর পরিচয় জানিত; কিন্তু অল্প দিন পরেই তাহার নাম পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল; এবং সে যে সকল দুঃসাহসপূর্ণ ভীষণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—তাহার রহস্যভেদ করিবার জন্য ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেককে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা করিতে হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ঘটনাসঙ্কুল জীবনের অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ নূতন; তাঁহাকে জীবনে আর কখন সেরূপ সঙ্কটপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয় নাই, এমন কি বোম্বেটে দলনেত্রী মিস্ আমেলিয়া কার্টারও কোন দিন তাঁহাকে ডায়েনা টেম্পলের মত বিপন্ন

ও বিব্রত করিতে পারে নাই। ডায়েনা প্রলয়ের ঝটিকার স্তায় উদ্দাম, বন্ধনহীন; বজ্রের স্তায় কঠোর, এবং মৃত্যুর স্তায় অনিবার্য্য ও ভীষণ!

তৃতীয় পর্ব্ব

উত্তুরে টান্

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেণ্ট প্যারেনাস্ ষ্টেশনের অদূরে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া, নিঃশেষিতপ্রায় চুরুটের গোড়াটা মুখ হইতে বাহির করিয়া অদূরে নিক্ষেপ করিলেন।

প্রাতঃকাল, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল।—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স নীলবর্ণ ওভারকোটের কলারটা চিবুকের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত টানিয়া তুলিয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে রেল-ষ্টেশনের অন্ধকারাচ্ছন্ন হলে প্রবেশ করিলেন। রেল-ষ্টেশন সাধারণতঃ অত্যন্ত বিশ্রী যায়গা; যাত্রীদলের কোলাহল, ব্যস্ততা, কুলীদের দৌড়াদৌড়ি, মালপত্র লইয়া টানাটানি, হাঁকাহাঁকি, ঝাঁকাঝাঁকি প্রভৃতি কাণ্ড বাহিরের কোনও লোকের প্রীতিকর নহে। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও সেই শীতের প্রভাবে সখ করিয়া সেখানে বেড়াইতে আসেন নাই। লণ্ডনের একটি ব্যাঙ্কের 'কেসিয়ার' ব্যাঙ্কের বিস্তর টাকা আত্মসাৎ করিয়া উত্তরাঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের একজন সহযোগী-ইন্‌স্পেক্টর তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রভাতের ট্রেণে লণ্ডনে আনিতেছিলেন; তিনি ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে ট্রেণের সময় ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিবার জন্ম টেলিগ্রামে অনুরোধ করায়, কুট্‌সকে তত সকালে ষ্টেশনে আসিতে হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মন ভাল ছিল না। দশ দিন পূর্ব্বে ব্যবহারাজীব হ্যামার্টন গ্রীস তাহার বাসায় বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছিল; ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই হত্যারহস্য-ভেদের ভার পাইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া হত্যাকারীর সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হ্যামার্টন গ্রীস কিরূপ দুশ্চরিত্র ছিল, এবং সে কিরূপ অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত—তাহা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের অজ্ঞাত ছিল না। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার স্তায় নরপিশাচের আকস্মিক অপমৃত্যুতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত না হইলেও এই হত্যারহস্য ভেদের জন্ম চেষ্টা যত্নের ক্রটি করেন নাই। হ্যামার্টন গ্রীস সাধু নগরবাসী হইলেও তাহার হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্ম তিনি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের এক পাশ হইতে একজন উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, "গুড-মর্ণিং ইন্‌স্পেক্টর!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; তিনি গাঢ় সবুজ পরিচ্ছদধারী একটি দীর্ঘাকৃতি শীর্ণ যুবককে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন;—সে তাঁহার পরিচিত জেলখানাসী তস্কর চার্লি চ্যাট। চার্লি চ্যাট ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "চার্লি, তুমি এখানে কেন?"

চার্লি বলিল, "আমি এখন ভদ্রলোক, আপনার মতই 'জেণ্ট্‌লম্যান'; সুতরাং আমাকে ঐ নামে না ডাকিয়া মিঃ এড্‌ওয়ার্ড বলিয়া সম্বোধন করাই আপনার উচিত ছিল।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "জেলখানা হইতে বাহির হইয়া 'ভদ্দর লোক' হইয়াছ? পোষাকেরও ত বেশ ঘটা দেখিতেছি! কাহারও কাছে চাকরী-বাকরী করিতেছ না কি? না, এই কয়দিনের মধ্যেই আবার কোথাও মোটা রকম দাঁও মারিয়াছ? তুমি যে কি চীজ—তাহা ত আমার অজানা নয়।"

চার্লি বলিল, "যিনি আমাকে চাকরী দিয়াছেন, তিনি আদেশ করিয়াছেন, যতক্ষণ আমি তাঁহার কার্য্যে লিপ্ত থাকিব—ততক্ষণ কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিতে পারিব না; আমাকে মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। তিনি স্ত্রীলোক বটে, কিন্তু ভারী কড়া মনিব। কাজেই আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিব না; একদম্ 'স্পিক্‌টি নট'!"

তাহার কথা শুনিয়া ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বিস্মিত হইলেন; চার্লি চ্যাট উদরান্নের সংস্থানের জন্ম অসৎ পন্থা ত্যাগ করিয়া সাধু ভাবে চাকরী করিতেছে; বিশেষতঃ তাহার মনিব স্ত্রীলোক! কোন ভদ্র মহিলা তাহাকে চাকরী দিয়াছেন, এবং তাহার মত দুর্ব্বিনীত লুব্ধ তস্করকে বশে রাখিতে পারিয়াছেন—ইহা বিশ্বাস করিতে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু কারাগার হইতে

তাহার মুক্তি লাভের পর পুলিশ তাহার কোন ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারে নাই। সে প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে থানায় হাজিরা দিত, এবং কুসংসর্গে মিশিয়া কোন রকম বে-আইনি কায করে না—ইহা জানাইয়া আসিত। পুলিশ তাহার লাইসেন্সে কোন প্রতিকূল মন্তব্য লিখিতে পারে নাই।

চার্লি চ্যাট ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের উৎসাহের অভাব লক্ষ্য করিয়া খুসী হইল। সে হাসিয়া বলিল, "আমার কথা বিশ্বাস হইল না বুঝি!—সত্যই সাধু ভাবে একটি 'লেডি'র চাকরী করিতেছি; তাঁহার বাড়ীর সর্দ্দার হইয়াছি; উত্তরাঞ্চলে আমার সেই মনিবের বাস।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হুম্! উত্তরাঞ্চলের কোথায়?"

চার্লি বলিল, "লীড্‌সে। একটা চলিত কথা আছে না?—'যদি কপাল ফিরা'তে চাও ত উত্তর-মুখে লীড্‌সে যাও।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "যদি সৎপথে থাকিয়া কপাল ফিরাইতে পার—তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু থানায় রীতিমত হাজিরা দিতে ভুলিও না। সে বিষয়ে ত্রুটি হইলে—"

সেই সময় আর একজন ভদ্রলোক কিছু দূরে থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে! পরম বন্ধু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে এত সকালে এই অস্থানে দেখিতেছি যে! আপনাকে হঠাৎ দেখিয়া ভারি খুসী হইলাম ইন্‌স্পেক্টর!"

চার্লি চ্যাট আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া চিনিতে পারিল—সে মণ্টি লেন। চার্লি মুখভঙ্গি করিয়া তৎক্ষণাৎ দূরে সরিয়া গেল।

মণ্টি লেন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার করমর্দ্দনের আশায় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিল; কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহার কর স্পর্শ না করিয়া বলিলেন, "মণ্টি যে!—এই ট্রেণে নগর ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতেছ বুঝি?"

মণ্টি লেন কি প্রকৃতির লোক, পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সও তাহাকে চিনিতেন। মণ্টি লেন দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "লণ্ডনের বাহিরে গরু চরাইবার বিস্তর মাঠ আছে, এবং চরাইবার গরুরও অভাব নাই; সুতরাং বাহিরে গিয়া কিঞ্চিৎ বুদ্ধি খাটাইয়া আসি।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "বুঝিয়াছি; লণ্ডনের পশ্চিমপল্লী (West End) তোমার পক্ষে কিঞ্চিৎ বেশী গরম—অর্থাৎ দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে!" (getting a little too hot.)

মণ্টি লেন মাথা ঘুরাইয়া বলিল, "আপনার অনুমান সত্য নহে। আপনি খামকা আমার সম্বন্ধে একটা মন্দ ধারণা করিয়া বসিয়াছেন! আপনি আমার উপর কিরূপ দুরভিসন্ধির আরোপ করিতেছেন?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ বলিলেন, "দুরভিসন্ধিটা তুমিই নিজের মুখ হইতে বাহির করিয়াছ। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ঘরে কে?—কলা খাইয়াছ কি না, তাহা জানিতে চাহি নাই। কিন্তু আমি বলিয়া রাখিলাম—শীঘ্রই এমন একদিন আসিবে, যে দিন তুমি আর সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিবে না। আমরা অনেকদিন হইতে তোমার উপর নজর রাখিয়াছি; (kept our eyes on you for a long time.) তোমার দড়ির অভাব নাই; এক দিন সেই দড়ি গলায় জড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িবে।"

মণ্টি লেন বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, "গায়ে পড়িয়া উপদেশ দিতে আসা পুলিশের একটা বদ্ অভ্যাস; ভদ্রলোককে খামকা বে-ইজ্জৎ করিতে তাহাদের লজ্জা হয় না। যখন তোমার কাছে উপদেশ চাহিতে যাইব, তখন উপদেশ দিও বেয়াদপ!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের চোখ মুখ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। মণ্টি লেন কি উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত, এবং সে কি চরিত্রের লোক, তাহা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তিনি কোন দিন তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার সুযোগ লাভ করেন নাই।

মণ্টি লেন প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের অন্য ধারে গিয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় প্রবেশ করিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সবিস্ময়ে দেখিলেন—সেই ট্রেণখানি 'লীড্‌স-এক্সপ্রেস্।'

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মনে মনে বলিলেন, "রকমটা বড় সুচারু বলিয়া মনে হইতেছে না! প্রথমেই এখানে চার্লি চ্যাটের দর্শন লাভ করিলাম; তাহার পর তাহা অপেক্ষাও কুলীন মণ্টি লেনের শুভাগমন! —ইহার পর—"

কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিল, তিনি পাঁচ ছয় জন আরোহীকে আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে লীড্‌স এক্‌সপ্রেসের দিকে ব্যস্তভাবে ধাবিত হইতে দেখিলেন। তাহাদের সকলেই বিখ্যাত দস্যু!

কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! বিসপ, ইগ্‌লফ পিটারম্যান, সিভিলিটি স্মিথ—সকলেই উত্তরের যাত্রী! উহাদের প্রত্যেকের পাঁচ সাতবার করিয়া ফাঁসি হইতে পারিত! লণ্ডন হইতে নামজাদা সকল দস্যুই এই ট্রেণে চলিতেছে। উহাদের উদ্দেশ্য কি—সন্ধান লইতে হইবে।"

হঠাৎ সিভিলিটি স্মিথের সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল; সে তাঁহাকে দেখিয়া একটু হাসিল, তাহার পর দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া একখানি প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বসিল।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স প্ল্যাটফর্ম্মের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিলেন; সেই সময় তিনি আরও চারিজন বিখ্যাত তস্করকে লীড্‌স-এক্সপ্রেসের অভিমুখে দৌড়াইতে দেখিলেন; তখন ট্রেণ ছাড়িবার অধিক বিলম্ব ছিল না। এতদ্ভিন্ন এগ্রনস্কি এবং কিড্‌ লুইসও তাড়াতাড়ি লীড্‌স-এক্সপ্রেসের দিকে ধাবিত হইল। এগ্রনস্কি 'অগ্নিরাজ' নামে অভিহিত হইত; কারণ, ঘরে আগুন দিতে তাহার সমকক্ষ সুদক্ষ দস্যু ইংলণ্ডে তখন আর একজনও ছিল না; বিশেষতঃ, কিড্‌ লুইস্ এরূপ পাকা জালিয়াৎ যে, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষকেও তাহার ভয়ে সর্ব্বদা শশব্যস্ত থাকিতে হইত।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ হইলেও তিনি কল্পনাকুশল ছিলেন না। তিনি তদন্ত করিয়া যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সাফল্য লাভের চেষ্টা করিতেন; মাথা ঘামাইয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁহার অসাধ্য। লণ্ডন হইতে দশ বার জন অসম-সাহসী ভীষণ প্রকৃতি পরাক্রান্ত দস্যু তস্কর একই ট্রেণে লীড্‌স-এক্সপ্রেসে উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইল; তিনি অনুমান করিলেন বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই দস্যুদল একসঙ্গে লণ্ডন ত্যাগ করিল। কিন্তু মণ্টি লেন, সিভিলিটি স্মিথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দস্যু কোন্ মহাপরাক্রান্ত দস্যুপতির আহ্বানে একযোগে উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করিল—তাহা অনুমান করা তাঁহার অসাধ্য হইল। যদি তাঁহার সাধ্য হইত—তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে সেই ষ্টেশনেই গ্রেপ্তার করিতেন, দল বাঁধিয়া তাহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে দিতেন না; কিন্তু বিশেষ কোন অপরাধে তাহাদের কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার পরোয়ানা না থাকায় তিনি ক্ষুব্ধচিত্তে তাহাদের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন তাহাদের অনেকেই দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মুক্তিলাভ করিয়াছিল, এবং তাহারা স্বাধীন ভাবে যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিত,—তাহাতে বাধা দেওয়ার উপায় ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি অবিলম্বে লীড্‌সের পুলিশ-সুপারিণটেন্‌ডেণ্টকে টেলিগ্রাম করিয়া সেই সকল দস্যুর লণ্ডন ত্যাগের সংবাদ জানাইবেন, এবং তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য অনুরোধ করিবেন। যদি তাহারা তাঁহার এলাকার বাহিরে না যাইত, তাহা হইলে তিনি তাহাদের অনুসরণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি রেলওয়ে টেলিগ্রাফ আফিসে প্রবেশ করিয়া লীডসের পুলিশ সুপারিণ-টেন্‌ডেণ্টের নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় একখানি টেলিগ্রাম (a code wire) পাঠাইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। টেলিগ্রাফের কেরাণী তাঁহার টেলিগ্রামের মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স টেলিগ্রাফ-আফিস হইতে বাহির হইয়া তীব্র বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন, প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—লীড্‌স্-এক্সপ্রেস তাহার গন্তব্য পথে ধাবিত হইয়াছে।

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "উত্তরাঞ্চলের লোকগুলাকে পরমেশ্বর রক্ষা করুন। আমার বিশ্বাস, লীড্‌সে শীঘ্রই একটা ভয়ঙ্কর ফ্যাসাদ বাধিয়া উঠিবে!"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের এই অনুমান যে মিথ্যা নহে, ইহা শীঘ্রই সপ্রমাণ হইয়াছিল। কারণ উত্তরাঞ্চলের শিল্প-প্রধান লীড্‌স নগরের রাউণ্ডহে পার্ক নামক উদ্যানের অদূরে একখানি নিভৃত অট্টালিকা ভাড়া লইয়া রহস্যময়ী মিস্ ডেথ্ আড্ডা স্থাপন করিয়াছিল; সেই আড্ডায় বসিয়া সে বিস্ময়কর অসাধারণ শক্তি পরিচালিত করিতেছিল। সে সেই অট্টালিকার নাম রাখিয়াছিল "রহস্যনিকেতন।"

লণ্ডনস্থ বেকার ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক তাঁহার উপবেশনকক্ষে বসিয়া পাইপ টানিতে টানিতে 'ডেলি রেডিও' নামক দৈনিক পত্রিকাখানি পাঠ করিতেছিলেন। তাহার সহকারী স্মিথ কিছু দূরে বসিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত কাঁচি-কাটা অংশগুলি মিঃ ব্লেকের

'ইন্‌ডেক্স-বহি'তে আটা দিয়া আঁটিয়া রাখিতেছিল। দেশ বিদেশে যে সকল বড় বড় ফৌজদারী মামলা আরম্ভ হয়, তাহার বিবরণ, বিচার ফল, আসামী ও ফরিয়াদারী নাম, তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই 'ইন্‌ডেক্স-বহি'তে এই ভাবে সংরক্ষিত হয়। এই 'ইন্‌ডেক্স-বহি'ই মিঃ ব্লেকের গোয়েন্দাগিরির প্রধান অবলম্বন, এবং ইহারই সাহায্যে তিনি অনেক জটিল রহস্যের সূত্র সহজে আবিষ্কার করিতে পারেন।

মিঃ ব্লেক হঠাৎ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া স্মিথকে বলিলেন, "হ্যামার্টন গ্রীসের হত্যা-রহস্যের কোন সূত্র এখনও আবিষ্কৃত হইল না স্মিথ।"

স্মিথ বলিল, "না কর্ত্তা, তাহা আবিষ্কৃত হইবে বলিয়াও মনে হয় না। আমার বিশ্বাস—হত্যাকারী হত্যা-রহস্যের সকল সূত্র সাবধানে সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। হ্যামার্টন গ্রীসের মত ইতর নরপশু দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সমাজের রক্ত শোষণ করিবে, এরূপ প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে। সে তাহার কুকর্ম্মের প্রতিফল পাইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু সে জন্য আইনের ত গতিরোধ হইবে না। গ্রীস যতই পাজী ও বদমায়েস হউক, তাহার হত্যাকাণ্ড সমর্থনের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দুর্জ্জনের শাস্তি প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু ঐ ভাবে তাহাকে হত্যা করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।"

হ্যামার্টন গ্রীসের হত্যাকাণ্ডের পর অনেক দিন অতিবাহিত হইল, কিন্তু গুপ্ত ঘাতকের কোন সন্ধান হইল না; তাহার পরিচয় সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা গেল না! এজন্য লণ্ডনের দৈনিক পত্রিকাগুলি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। 'অকর্ম্মণ্য' পুলিশের বিরুদ্ধে তেজস্বী সম্পাদক মহাশয়গণের সুশাণিত বাক্যবাণ বর্ষণের বিরাম রহিল না। মিঃ ব্লেক হ্যামার্টন গ্রীসের গুপ্ত ব্যবসায়ের সন্ধান জানিতেন এবং তাহার জলৌকাবৃত্তির পরিচয়ও অবগত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ধারণা হইল—সে গুপ্ত অপরাধ প্রকাশের ভয় দেখাইয়া যাহাদের শোণিত শোষণ করিতেছিল, তাহাদেরই কেহ তাহার জুলুম সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক সংবাদ-পত্রখানির বিভিন্ন পৃষ্ঠায় চোখ বুলাইতে বুলাইতে একস্থানে দেখিলেন, "নামহীন দাতার বিরাট দান!"—দাতা কাহাকে কি উদ্দেশ্যে কি দান করিল; তাহা জানিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হওয়ায় তিনি সেই সংবাদটি পাঠ করিলেন; তাহাতে লেখা ছিল,—

"বৃটিশ ক্যান্‌সার হাসপাতাল (কর্কট রোগের চিকিৎসালয়) গত রাত্রে পাঁচ হাজার পাউণ্ড দান পাইয়া তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছে। 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডে'র নোট দ্বারা এই অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে। হাসপাতালের বাহিরের দেওয়ালে জনসাধারণের দান সংগ্রহের জন্য যে বাক্সটি স্থাপিত আছে, সেই বাক্সের মধ্যেই উক্ত পাঁচ হাজার পাউণ্ডের নোট পাওয়া গিয়াছে! কিন্তু দাতা তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। এই বিপুল অর্থ দানের জন্য হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ অজ্ঞাতনামা দাতাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। নিজের নাম গোপন রাখিয়া দীন হীন নিরাশ্রয় আর্ত্তের চিকিৎসার ও সেবা শুশ্রূষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এইরূপ বিপুল অর্থ দান নিরতিশয় প্রশংসার যোগ্য, এবং সাত্ত্বিক দানের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"

বিবরণটি পাঠ করিয়া মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিলেন; তাঁহার মনে হইল—যে যুগে লোকে 'নামকা-ওয়াস্তে' চারি গণ্ডা পয়সা দান করিয়াও সংবাদ-পত্রে ঢাক বাজাইয়া সেই দানের ঘোষণা করিতে লজ্জিত হয় না, সেই যুগে দীন হীন আর্ত্তের হিতার্থে নিঃস্বার্থ ভাবে লোকে এইরূপ বিপুল অর্থ দান করিতেছে—দেখিলে আশা হয় মনুষ্য সমাজ হইতে দয়া ও মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। মিঃ ব্লেক বহুদিন যাবৎ ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, সমাজের কালিমালিপ্ত পাপ-মলিন দূষিত অংশই সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন, এজন্য মানবজাতির দয়া, ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান, নিষ্ঠা, সদাশয়তা প্রভৃতি সৎবৃত্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন (had become a trifle cynical.) বিশেষতঃ মনুষ্য জাতির দুর্দ্দমনীয় লোভ, স্বার্থপরতা ও উৎকট দম্ভের বহুবিধ প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে এই ক্ষুদ্র সংবাদটি তাঁহার নিকট মরুবক্ষে সুশীতল নির্ম্মল নির্ঝর-ধারাবৎ তৃপ্তিদায়ক বলিয়াই প্রতীয়মান হইল। কিন্তু এই সহৃদয়তাপূর্ণ দানের সহিত হতভাগ্য হ্যামার্টন গ্রীসের শোচনীয় পরিণামের সম্বন্ধ থাকিতে পারে—এ সন্দেহ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

মিঃ ব্লেক কাগজখানি টেবিলের এক পাশে রাখিয়া দিলেন; সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার পাচিকা মিসেস্ বার্ডেল বিরাট বপু আন্দোলিত করিতে

করিতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে মিঃ ব্লেককে বলিল, "টিক্‌টিকি কুট্‌স আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে কর্ত্তা!—আর আজ রাত্রে আপনি বাড়ীতেই খাইবেন কি না, তাহাও জানিতে আসিলাম।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার টিক্‌টিকি বন্ধু আজ রাত্রে আমায় নিমন্ত্রণ করিবে—এরূপ সন্দেহের কোন কারণ নাই মিসেস্ বার্ডেল্! তুমি আমার খানা প্রস্তুত রাখিও, আর কুট্‌সকে এখানে পাঠাইয়া দাও।"

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক একটি চুরুট দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়াছ দেখিতেছি, সংবাদ কি বন্ধু!"

ইন্‌স্পেক্টর চেয়ারে বসিয়া টুপিটি মাথা হইতে নামাইয়া হাঁটুর উপর সংস্থাপিত করিলেন, তাহার পর চুরুটটি ধরাইবার জন্য ম্যাচবাক্স তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "হুম্,—আসামীর সন্ধান মিলিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কোন্ আসামী!—তুমি বোধ হয় হ্যামার্টন গ্রীসের হত্যাকারীর কথা বলিতেছ। গ্রীসের হত্যাকাণ্ডের তদন্ত লইয়া তোমার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছে।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "একদম!—তোমার অনুমান সত্য, গ্রীসের হত্যাকারীর সন্ধান পাইয়াছি; কিন্তু সে আদালতের এলাকার বাহিরে পলায়ন করিয়াছে। তাহার একরারনামা নকল করিয়া আনিয়াছি; কারণ অপরাধীর সন্ধান জানিবার জন্য তোমারও আগ্রহ অত্যন্ত অধিক।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আদালতের এলাকার বাহিরে পলায়ন করিয়াছে! আত্মহত্যা করিয়াছে বুঝি? মারিয়া মরিল—লোকটা কে?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স্ বলিলেন, "ছোকরার নাম মোফাট। সে রক্ষী সৈন্যদলে চাকরী করিত। গ্রীস তাহাকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে গ্রীসের জুলুম বরদাস্ত করিতে না পারিয়া এক গুলীতেই তাহাকে সাবাড় করিয়াছে। মোফাটের একরারনামাখানা একটু অদ্ভুত বটে, পড়িয়া দেখ।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স মিঃ ব্লেককে একখানি চিঠির কাগজ দিলেন। সেই কাগজের মাথায় জার্মিন ষ্ট্রীটের ঠিকানা লেখা ছিল; নীচে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্র লেখা ছিল,—"যাহারা জানিতে চাহে—তাহাদের জানাইবার জন্য এই একরারনামা দ্বারা স্বীকার করিতেছি যে, নরপশু হ্যামার্টন গ্রীসকে আমিই গুলী করিয়া মারিয়াছি। তাহার মত ঘৃণিত জীবের অত্যাচার হইতে সমাজকে মুক্তিদান করিবার জন্যই আমি এ কায করিয়াছি; কারণ, এইরূপ মৃত্যুই তাহার প্রাপ্য। আমি এইভাবে নরহত্যা—না পশুহত্যা করিয়া বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নহি। আমার আর জীবন ধারণেরও কোন প্রলোভন নাই; কারণ গ্রীস অসংখ্য নরনারীর ন্যায় আমারও সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমার জীবনের সকল সুখ নষ্ট করিয়াছে। গ্রীস আমার মত অন্য কোন হতভাগ্যকে ভবিষ্যতে উৎপীড়িত করিতে পারিবে না—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া আমি সন্তুষ্ট চিত্তে ইহলোক ত্যাগ করিতেছি। আমার এই একরারনামা লিখিয়া যাওয়ার কারণ এই যে, ইহার অভাবে পুলিশ হয় ত লোহিত পরিচ্ছদধারিণী রমণীটিকে অপরাধিনী বলিয়া সন্দেহ করিত; কারণ আমি যখন গ্রীসকে হত্যা করি, সেই সময় সেই রমণীকে গ্রীসের অফিসে তাহার নিকট উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলাম। সেই রমণী সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমি সেই রমণীর পরিচয় জানিতে পারি নাই; সে তখন যে উদ্দেশ্যেই হ্যামার্টন গ্রীসের অফিসে আসিয়া থাক, গ্রীসের হত্যাকাণ্ডের জন্য সে দায়ী নহে; কারণ আমিই স্বহস্তে গুলী করিয়া নরপশু হ্যামার্টন গ্রীসের প্রাণবধ করিয়াছি।—উইলফ্রেড মোফাট।"

মিঃ ব্লেক হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি পাঠ করিয়া বলিলেন, "তবে ত গোলমাল মিটিয়াই গিয়াছে। হত্যারহস্য ভেদের জন্য আর তোমাকে মাথা ঘামাইতে হইবে না।—গ্রীস্ ভাল লোক ছিল না, সে তাহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছে।"

ইনস্পেক্টর কুট্‌স উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ভাল লোক? তাহার হত্যাকাণ্ডের পর তাহার আফিস খানাতল্লাস করিয়া তাহার বহু অপরাধের যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহার সাহায্যে তাহাকে যাবজ্জীবন কারাগারে রাখা চলিত। হতভাগাটা মরিয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। গুপ্ত কথা প্রকাশের ভয় দেখাইয়া যে সকল নরপিশাচ এই লণ্ডনে ধনাঢ্য নরনারীবর্গকে শোষণ করে, হ্যামার্টন গ্রীস তাহাদের দলের মাথা ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমারও সেইরূপ জানা ছিল; মোফাট সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছ?"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "সে পিস্তলের

গুলীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার দলের লোক আজ সকালে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাইয়া টেলিফোনে আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লোহিত পরিচ্ছদধারিণী সেই রমণীর সংবাদ কি?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “একদম্ ফেরার। তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই। তাহার ঘটে এক বিন্দু বুদ্ধি থাকিলে সে লুকাইয়া থাকিবে; কাহারও নিকট সে কোন কথা প্রকাশ করিবে না। গ্রীসকে অন্য লোকে হত্যা করিয়াছে—এ সংবাদ জানিতে পারিলে সে নিশ্চিন্ত হইবে; কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, হ্যামার্টন গ্রীসের সিন্দুকে নোট গিনি প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নাই! তাহার গোপনীয় কাগজপত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া—আমাদের তদন্তের পূর্ব্বেই কেহ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, সমস্তই পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এ কায কে করিল? গ্রীস নিজে, না মোকাট, অথবা সেই লাল পরিচ্ছদধারিণী স্ত্রীলোকটা?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উহাদের তিন জনের একজন উহা করিয়াছিল।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “তাহা জানিয়াই বা ফল কি? আমার কায শেষ হইয়াছে; আমি নিশ্চিন্ত আসামী ও ফরিয়াদী এক পথে গিয়াছে, আর কোন ঝঞ্ঝাট নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আর কোন নূতন সংবাদ আছে?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স উৎসাহ ভরে বলিলেন, “হাঁ, একটা জরুরি সংবাদ আছে ব্লেক! লীড্‌সবাসীদের কি একটা ভীষণ সঙ্কট আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে; পরমেশ্বর তাহাদিগকে রক্ষা করুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লীড্‌সে সঙ্কট! সে আবার কি ব্যাপার? লীড্‌স ত বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর, অধিবাসীদের অধিকাংশেরই অবস্থা ভাল। দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাদের একটা উৎসবে লীড্‌সের মেয়র কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সেখানে গিয়াছিলাম। লীড্‌সের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “হইতে পারে; এবার যদি দুই পাঁচ দিনের মধ্যেই লীড্‌সের পুলিশ-সুপারিন্‌টেনডেণ্টের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া পুনর্ব্বার তোমাকে সেখানে যাইতে হয়—তাহা হইলে আমি বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইব না। আজ সকালে একদল নামজাদা দস্যু তস্কর লণ্ডন হইতে লীড্‌সে যাত্রা করিয়াছে। আমি সেই দলে মণ্টি লেন, সিভিলিটি স্মিথ এবং ইগ্‌লফ্‌ পিটারম্যানকে দেখিয়াছি।”

মিঃ ব্লেক এই সংবাদে বিস্মিত হইলেন, এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “অদ্ভুত বটে! লণ্ডনই এই সকল বিখ্যাত দস্যুর কর্ম্মক্ষেত্র, উত্তরের কোন নগর তাহাদের বিষয়-কর্ম্মের উপযুক্ত স্থান নয়।”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “তুমি খাঁটি কথাই বলিয়াছ; তাহারা সকলেই মহানগরীর দস্যু। প্যারিস, বার্লিন, নিউইয়র্ক প্রভৃতি প্রধান নগরগুলি তাহাদের উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্র। তাহারা সাধারণতঃ লণ্ডনেই তাহাদের বিষদন্ত ক্ষয় করে। লীড্‌স ধনাঢ্য নগর বটে, কিন্তু তাহারা সেখানে গিয়া দল বাঁধিয়া দস্যুবৃত্তি করিতে পারে, লীড্‌স সেরূপ বৃহৎ সহর নহে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লীড্‌সে পাঁচ লক্ষ লোকের বাস। সমগ্র ইংলণ্ডে এরূপ ধনাঢ্য নগর অধিক নাই; তবে ইগ্‌লফ্‌ ও অন্যান্য দুর্দ্দান্ত দস্যু দল-বাঁধিয়া সেখানে গিয়াছে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় বটে! হাঁ, দুশ্চিন্তারও কারণ আছে; তাহারা কোন দুরভিসন্ধিতেই সেখানে গিয়াছে।—সকলেই কি ট্রেণে গিয়াছে?”

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, “হাঁ, আজ সকালের একস্‌প্রেসে গিয়াছে। তাহাদের বেশ নিস্পরোয়া ভাব দেখিলাম; এমন কি, চার্লি চ্যাট পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই! মণ্টি লেন আমাকে দেখিয়া প্রেমভরে হাত বাড়াইয়াছিল!”

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া বলিলেন, “ইয়র্ক সায়ার হইতে শীঘ্রই কোন ভীষণ সংবাদ শুনিতে পাওয়া যাইবে।—আহার প্রস্তুত, আহারটা এখানেই শেষ করিয়া যাও।”

কুট্‌স হাসিয়া বলিলেন, “তোমার মত বন্ধুজনকে বাধিত করিতে আমার কোন আপত্তি নাই, তবে মিসেস্ বার্ডেলের কায একটু বাড়িবে।”

চতুর্থ পর্ব্ব

রহস্য-নিকেতন

ডায়েনা টেম্পল লীড্‌স নগরের কুইন্‌স্ হোটেলের একটি কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল। সে লণ্ডন হইতে লীড্‌সে আসিয়া এই হোটেলে বাসা লইবার

পর একদিন সায়ংকালে সেই কক্ষের একটি বাতায়নের নিকট একাকী দাঁড়াইয়া ছিল। সেই বাতায়নের নীচেই সুপ্রশস্ত রাজপথ। সেই পথ দিয়া নানাপ্রকার শকট গন্তব্য স্থানে ধাবিত হইতেছিল; নানাপ্রকার পরিচ্ছদধারী নর নারীগণও সেই পথে যাতায়াত করিতেছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইবার পূর্ব্বেই পথিপ্রান্তস্থ আলোক-স্তম্ভশ্রেণীর শিরে আলোকমালা প্রদীপ্ত হইল, এবং অদূরবর্ত্তী প্রমোদাগার 'পিক্‌চার-হাউস্' আলোকমালায় মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। পথের মধ্যস্থলে একটি সুপ্রশস্ত সমচতুর্ভুজ স্থানে অতীত যুগের বীর পুরুষ ব্ল্যাক্‌প্রিন্সের বিশাল মূর্ত্তি। একটি কৃষ্ণবর্ণ সুবৃহৎ অশ্বিনীর পৃষ্ঠে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। যেন সজীব মূর্ত্তি! ব্ল্যাকপ্রিন্স অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট থাকিয়া দস্তানামণ্ডিত দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া যেন তাঁহার অনুচরবর্গকে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন!

সেই মূর্ত্তি দেখিয়া ডায়েনার মনে হইল ঐ মূর্ত্তি যেন তাহারই হৃদয়-ভাবের বাহ্য প্রতীক, যেন তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে—তোমার অনুচরদের সমর-ক্ষেত্রে পরিচালিত কর। সে যেন স্বয়ং কৃতান্তকুমারী, তাহার ইঙ্গিতে দস্যুসমাজ যে সমরে প্রবৃত্ত হইবে—সেই যুদ্ধের ফল সাংঘাতিক যুদ্ধের ন্যায় অতি ভীষণ ও প্রাণান্তকর হইবে।

দশ দিন পূর্ব্বে ডায়েনা টেম্পল সাউদামটন রোডে হ্যামার্টন গ্রীসের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নিহত হইতে দেখিয়াছিল; সেই দিনই সে গ্রীসের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিল। এই দশ দিনের মধ্যে সে যে সকল কার্য্য সংসাধন করিয়াছিল—তাহা অন্য কোন নারী দূরের কথা, কোন পুরুষেরও অসাধ্য! কোন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাহসী পুরুষ একমাসেও সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিত না।

ডায়েনা টেম্পল নিউইয়র্কবাসিনী ধনাঢ্য বিধবা বলিয়া হোটেলে নিজের পরিচয় দিয়াছিল। তাহার সৌন্দর্য্যে ও আড়ম্বরে হোটেলের সকল লোক মুগ্ধ হইয়াছিল।—তাহার যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইত, বহুমূল্য হইলেও তাহা সে নগদ মূল্যে ক্রয় করিত,—দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল—সেই বিদেশিনী বিধবা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী।

হ্যামার্টন গ্রীসের হত্যাকাণ্ডের পর লণ্ডনের পুলিশ চঞ্চল হইয়াছিল, এবং হত্যাকারীর সন্ধানে বড় বড় ডিটেক্‌টিভের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছিল।—সেই আন্দোলন আলোচনা নিবৃত্ত হইলে ডায়েনা টেম্পল লীড্‌সের কুইন্‌স্ হোটেল ত্যাগ করিয়া রাউণ্ডহে পার্ক নামক স্থানে একটি বৃহৎ ধূসর অট্টালিকা ভাড়া লইল। এক সপ্তাহের মধ্যে সেই অট্টালিকা তাহার আদেশানুসারে সুসজ্জিত হইল। সেই অট্টালিকায় বাস করিয়া 'মিস্ ডেথ' নামধারিণী ডায়েনা টেম্পল তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইল। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড বহুদূরে থাকায় এই নূতন ধূমকেতুর উদয়ের সংবাদ জানিতে পারিল না। ডায়েনা টেম্পল হ্যামার্টন গ্রীসের সিন্দুকে যে কেতাবখানি সংগ্রহ করিয়াছিল, সে তাহার নাম দিয়াছিল—'কৃতান্তের দপ্তর।'—ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান দস্যু তস্করদের অনুষ্ঠিত নানা দুষ্কর্ম্মের বিবরণ উপযুক্ত প্রমাণ সহ তাহাতে সন্নিবিষ্ট থাকায় সে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল; কারণ তাহারা জানিত—তাহাদের অপরাধ সপ্রমাণ হইলে অনেককে কঠোর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এবং অনেকের প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য হইবে। (would mean penal servitude for some, and for others the gallows). মিস্ ডেথ কোন কৌশলে তাহাদের ভাগ্যসূত্র হস্তগত করিয়াছে—ইহা জানিতে পারায় তাহাদের আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। আরব্য রজনীর আলাদীনের আজ্ঞাবাহী দৈত্যগণের ন্যায় তাহারা মিস্ ডেথের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

ডায়েনা টেম্পল যখন বুঝিতে পারিল—তাহার সকল আয়োজন অনুষ্ঠান শেষ হইয়াছে—তখন সে সমাজ-তরুর রসপুষ্ট পরগাছাগুলার (parasites of Society) বিরুদ্ধে শাণিত কুঠার প্রয়োগে উদ্যত হইল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রবিনহুডের ন্যায় সে আত্মসর্ব্বস্ব কৃপণ ধনীগুলির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া সেই অর্থরাশি দ্বারা বিপন্ন দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক রোগীর দেহের বিষাক্ত জীবাণু ধ্বংস করিবার জন্য যেমন তাহার প্রতিষেধক অন্য প্রকার বিষাক্ত জীবাণু তাহার দেহে অনুপ্রবিষ্ট করেন, ডায়েনা টেম্পল সেই পন্থারই অনুসরণ করিল।

ডায়েনা টেম্পল নানা কারণে লীড্‌স নগর তাহার প্রধান আড্ডা স্থাপনের উপযোগী মনে করিয়াছিল। প্রথম কারণ, লীড্‌স তাহার জন্মস্থান, সে আজন্ম সেখানে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল; এজন্য ইয়র্কসায়ারের প্রতি তাহার

আন্তরিক প্রীতির আকর্ষণ ছিল। ইয়র্ক সায়ারের গৃহহীন অসহায় ও দরিদ্র শ্রমজীবীরা তাহার সহায়তা লাভ করিতে পারে, তাহাদের দুঃখ কষ্ট প্রশমিত হয়, ইহাই সে প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, লীড্‌স লণ্ডন হইতে অনেক দূরে অবস্থিত বলিয়া সে স্কট্‌ল্যাণ্ড-ইয়ার্ডের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিবার আশা করিয়াছিল। সে যে লীড্‌সের মত প্রাদেশিক-নগরে ইংলণ্ডের সর্ব্ব-প্রধান দস্যুতস্করগুলাকে দলবদ্ধ করিয়া ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত করিতেছিল—ইহা স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না বলিয়াই তাহার ধারণা হইয়াছিল।

ডায়েনা টেম্পলের আদেশানুসারে মণ্টি লেন, সিভিলিটি স্মিথ ও ইগ্‌লফ্‌ পিটারম্যান, লীড্‌স-এক্‌সপ্রেসের আরোহী হইলেও, লীড্‌স নগরের ষ্টেশনে অবতরণ না করিয়া অন্যান্য ষ্টেশনে নামিয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ লণ্ডন ত্যাগকালে তাহারা ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সকে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে দেখিয়া, লীড্‌স ষ্টেশনে অবতরণ করা সঙ্গত মনে করে নাই। এই জন্য ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স লীড্‌সের পুলিশ-সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্টকে যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা নিরর্থক হইয়াছিল। এক্‌প্রেসের আরোহী দস্যুগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য স্থানীয় পুলিশের একজন ইন্‌স্পেক্টর লীড্‌স ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু এক্‌সপ্রেস্‌ প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইলে, তিনি কোন দস্যুকে নামিতে দেখিলেন না।

পুলিশের দৃষ্টি অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। মণ্টি লেন ও ইগ্‌লফ্‌ সেফীল্ড ষ্টেশনে নামিয়াছিল; অন্য কয়েক জন দস্যু আরও দূরে চলিয়া গিয়াছিল। চার্লি চ্যাট 'মিসেস ডেভিল্যাণ্ট' নাম্নী ঐশ্বর্য্যশালিনী মার্কিণ মহিলার মোটর-কারের সোফেয়ার হইয়া লীড্‌সে প্রবেশ করিয়াছিল; সুতরাং লীড্‌সের পুলিশ তাহাকে সন্দেহ করিবার কারণ পায় নাই।

ডায়েনা টেম্পল তাহার নূতন বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় নূতন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিল। 'মিসেস্‌ ডেভিল্যাণ্ট' লীড্‌সে বাস করিবার জন্য হোটেল ত্যাগ করিয়াছিল, কুইন্‌স্‌ হোটেলের কর্ম্মচারীরা তাহা জানিতে পারে নাই।

সেই অট্টালিকা উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত; প্রাচীরের উপর সুতীক্ষ্ণ লৌহফলকসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে প্রোথিত। অট্টালিকার সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ সমুন্নত এলম্‌ তরু। ডায়েনার মোটর-কার তাহারই ছ'য়ায় আসিয়া দাঁড়াইলে ডায়েনা গাড়ী হইতে নামিয়া অট্টালিকার দ্বার উন্মুক্ত করিল।—সেই দ্বারের চাবি তাহার নিকটেই ছিল।

হল-ঘরের মধ্যস্থলে একখানি সুদৃশ্য মেহগ্নি-টেবিল, তাহার উপর পুষ্পাধারে একরাশি প্রস্ফুটিত লাল গোলাপ শোভা পাইতেছিল। ডায়েনা সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র একটি সুরূপা যুবতী পরিচারিকা পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে অভিবাদন করিল।

ডায়েনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ট্রেড্‌ওয়েলকে বল আজ রাত্রে আমি একাকী বসিয়া আহার করিব।"

পরিচারিকা বক্রদৃষ্টিতে ডায়েনার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তাহাই হইবে মাম'সেল!"

ডায়েনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; তাহাকে বলিল, "সেলেষ্টি, আমার আদেশ পালন করিতে হওয়ায় তুমি দুঃখিত?"

সেলেষ্টি প্রফুল্ল হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "একটুও নয়, মাম'সেল! কিন্তু এক এক সময় আমার ভয় হয়—"

ডায়েনা বাধা দিয়া বলিল, "ভয়ের কোন কারণ নাই। প্যারিসে তুমি যে কীর্ত্তি করিয়াছিলে, তাহা কেবল আমিই জানি; আর তোমার আসল নামও আর কেহ জানে না। তুমি আমার নিকট সদয় ব্যবহার পাও নাই? আমি কি তোমার নিকট অঙ্গীকার করি নাই—আর দুই মাসের অধিক তোমাকে আমার পরিচারিকার কায করিতে হইবে না?"

সেলেষ্টি বলিল, "হাঁ, আপনার অঙ্গীকার আমার স্মরণ আছে। আপনার সদয় ব্যবহারের জন্যও আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ; কিন্তু সদর দরজায় কেহ ঘা' দিলেই আমার বুকে যেন হাতুড়ি পড়ে! আমার আশঙ্কা হয়—ঐ বুঝি পুলিশ আসিল!"

ডায়েনা হাসিয়া বলিল, "তোমার ভয় অকারণ; ইংলণ্ডে বিশেষতঃ লীড্‌সে কেহই জানে না যে, তুমিই মেরী লা সালে, এবং তুমি—"

পরিচারিকা কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "না, না, সে সকল কথা আর বলিবেন না; আমি তাহা ভুলিয়া যাইতে চাই।"

ডায়েনা সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,

"বেশ তাহাই হইবে; মুখ বুঁজিয়া আমার সকল আদেশ পালন করিও, তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না।"

সেলেষ্টি ডায়েনার দিকে চাহিয়া রহিল; তাহার চক্ষুতে ঘৃণা ফুটিয়া উঠিল। ডায়েনা দ্বিতলে প্রস্থান করিলে সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "মাদ্‌মাইসেল লা মর্ট! (মেয়ে যম!)—নামটা উহার উপযুক্তই বটে!"

সে ভাবিতে লাগিল, দ্বিতলস্থ যে কক্ষটির দ্বার কৃষ্ণবর্ণ—সেই রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে কিরূপ ভীষণ পদার্থ সংগুপ্ত আছে, তাহা কে বলিতে পারে? সেই দ্বারটি তালা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। একদিন এই নিষ্ঠুরা গৃহকর্ত্রীর সোফেয়ার কৌতূহলবশতঃ কর্ত্রীর অজ্ঞাতসারে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু সে যখন সেই কক্ষের বাহিরে আসিল—তখন ভয়ে তাহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছিল, সে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল!

অতঃপর সেই পরিচারিকা পাকশালায় প্রবেশ করিয়া একটি সিগারেট টানিতে টানিতে তাহার ভাগ্য-বিড়ম্বনার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। সেই সময় চার্লি চ্যাট তাহার সম্মুখে আসিয়া তাহার সঙ্গে একটু রসিকতা করিবার জন্য বলিল, "দেখ সুন্দরি! ঐ পোষাকে তোমাকে কি রকম দেখাইতেছে বলিব?—যেন 'কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে'!"

সেলেষ্টি মাথা তুলিয়া চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল, "আ মর পোড়ারমুখো! সামান্য গাড়োয়ান হইয়া তোর এত সাহস—তুই আসিস্ আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে? মসিয়ে ট্রেড ওয়েল্‌কে বলিয়া দিয়া যদি তোর—"

চার্লি চুম্‌কুড়ি ছাড়িয়া বলিল, "থামো! অত ফুটুনীতে দরকার কি? আমি সেই খানসামাটার ভয়ে কাঁপিয়া মরিলাম আর কি! আমাদের সকলের মত সেটাও পাকা চোর। সে আজ মিস্ ডেথের হুকুমে বাহিরে গিয়াছে! তাহার ভাগ্যে কি আছে তাহা সে জানে না; মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল! সে তোমার নালিশ শুনিয়া আমার সঙ্গে বিবাদ করিবে? যা নয়—তাই!"

বস্তুতঃ দস্যুদল মিস্ ডেথের আদেশে প্রাণভয়ে তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের কাহারও মনে সুখ ছিল না। তাহারা জানিত মিস্ ডেথ তাহাদের সকলকে মুঠায় পুরিয়াছে। সে হ্যামার্টন গ্রীসের সিন্দুক হইতে যে 'কৃতান্তের দপ্তর' হস্তগত করিয়াছিল—তাহাতে তাহাদের গুপ্ত অপরাধের সকল প্রমাণ সন্নিবিষ্ট ছিল, এবং সেই সকল প্রমাণের সাহায্যে সে তাহার অনুচরবর্গের এবং বহু অপরাধিনী নারীর জীবন বিপন্ন করিতে পারিত; এই জন্য তাহারা সকলেই ডায়েনা টেম্পলকে যমের মত ভয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা জানিত—মিস্ ডেথের শাসন অতি কঠোর।

কিন্তু চার্লি চ্যাট ডায়েনা টেম্পলের আদেশ পালনে কোন দিন কষ্ট অনুভব করে নাই, বা বিরক্ত হয় নাই; বরং সে তাহার পক্ষপাতী হইয়াছিল। ডায়েনা টেম্পল যে অসীম শক্তিসম্পন্না নারী, এবং দস্যুসমাজকেও পরিচালিত করা তাহার অসাধ্য নহে, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী ও চতুরা, ইহার সে অনেক প্রমাণ পাইয়াছিল, এবং তাহার শ্রেষ্ঠতাও বুঝিতে পারিয়াছিল। সে প্রভুভক্ত কুকুরের মত ডায়েনার অনুগত হইয়াছিল। (worshipped her with a doglike devotion,) ডায়েনার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা আন্তরিক। সে ডায়েনার আদেশে নানা উপায়ে এবং নূতন নূতন কৌশলে ডায়েনার সেই নূতন আড্ডার বিভিন্ন কক্ষ তাহার মনের মত সুসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহারই আন্তরিক চেষ্টায় লণ্ডনের প্রধান প্রধান দস্যুতস্করগণ ডায়েনা টেম্পলের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাহার দলভুক্ত হইয়াছিল। সে দূতরূপে (as liaison offiicer) উভয় পক্ষের মিলন সংঘটিত করিয়াছিল।

মণ্টি লেনও প্রাণভয়ে কৃতদাসের ন্যায় ডায়েনার অনুগত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার সেই আনুগত্য আন্তরিক কি না বুঝিবার উপায় ছিল না। মণ্টি লেন চাপা লোক, এবং পাকা খেলোয়াড়; তথাপি ডায়েনার ভয়ে তাহাকে ঘাব্‌ড়াইতে হইয়াছিল। ডায়েনার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া সে লীড্‌সের পরিবর্ত্তে সেফীণ্ডে নামিয়াছিল, এবং সেই দিনই অপরাহ্নে মোটরযোগে লীড্‌সের গ্রীফিন্ হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল। হ্যামার্টন গ্রীস মণ্টি লেনের কোন কোন অপকর্ম্মের সন্ধান জানিত, এমন কি, সেই সকল দুষ্কর্ম্মের প্রমাণ পর্য্যন্ত সে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; এ জন্য ভবিষ্যতে জেলে যাইবার আশঙ্কায় হ্যামার্টন গ্রীসকে সে যমের মত ভয় করিত, তাহার কোন আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিত না; সুতরাং হ্যামার্টন গ্রীসের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সে সুখী হইয়াছিল। যে দিন সে শুনিতে পাইল মিঃ মোফাট নামক এক ব্যক্তি হ্যামার্টন গ্রীসকে হত্যা করিয়াছে, সে দিন মোফাটের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, মহাভয় হইতে সে পরিত্রাণ লাভ

করিয়াছিল। তাহার আশা হইয়াছিল, তাহার গুপ্ত অপরাধের কথা চির দিনের জন্য চাপা পড়িল।

তাহার পর এক দিন বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় (like bolt from the blue) এক ভীষণ নিমন্ত্রণ-পত্র আসিয়া মণ্টি লেনের সকল সুখস্বপ্ন চূর্ণ করিল। পত্রখানির লেফাপায় লীড্‌স ডাকঘরের মোহর অঙ্কিত ছিল। পত্রখানি সজ্ঞিপ্ত, হস্তাক্ষর পরিচ্ছন্ন। পত্রের মাথায় লাল কালী দ্বারা একটি নর-কপাল অঙ্কিত।

মণ্টি লেন সেই পত্রখানি পকেটে লইয়াই লীড্‌সের গ্রীফিন্ হোটেলে উপস্থিত হইয়াছিল ; সে সেই সাংঘাতিক পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া পুনর্ব্বার পাঠ করিল। সেই পত্র পাইবামাত্র সে প্রত্যুষে সেণ্ট প্যানেরাস্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া এক্সপ্রেস্ ট্রেণের আরোহী হইয়াছিল ; পান ভোজনের জন্য বিলম্ব করিতেও তাহার সাহস হয় নাই।

পত্রখানি এইরূপ—

"তোমার মঙ্গলের জন্য এতদ্বারা তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে, আগামী কল্য রাত্রি আট ঘটিকার সময় তুমি যেরূপে পার লীড্‌সের গ্রীফিন্ হোটেলে উপস্থিত হইবে। সেই সময় তোমার নিকট কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে। যদি তুমি আমার এই আদেশ অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে তাহার ফল তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে না। একজন সংবাদবাহক গ্রীফিন্ হোটেলে যথাসময়ে তোমার প্রতীক্ষা করিবে, এবং সে তোমাকে যেখানে লইয়া যায়—তুমি সেই স্থানে যাইবে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া তুমি মিস্ ডেথের সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে।"

পত্রখানি কাল কালীতে লেখা, কিন্তু তাহার নীচে লাল কালী দিয়া মোটা মোটা হরফে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল, **"সাইমন ওয়েডের কথা স্মরণ রাখিও।"**

মণ্টি লেন পত্রখানি পকেটে ফেলিয়া ব্যাকুলভাবে ঘড়ির দিকে চাহিল। রাত্রি আটটা বাজিতে তখন দশ মিনিট বাকি ছিল। সে পত্রের নিম্নে লাল কালীতে লেখা যে কয়েকটি কথা পাঠ করিয়াছিল, তাহা তাহার পক্ষে এরূপ আতঙ্কজনক যে, তাহাই পাঠ করিয়া তাড়াতাড়ি লীড্‌সে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। সে হোটেলে বসিয়া আধ বোতল নির্জ্জলা ব্র্যাণ্ডি গিলিল—তথাপি তাহার বুকের ধড়ফড়ানি থামিল না। যে ভয় দীর্ঘকাল হইতে তাহার অন্তরে সংগুপ্ত ছিল, তাহা যেন সেই পত্রশীর্ষস্থ নরকঙ্কালের আকার ধারণ করিয়া সুদীর্ঘ তীক্ষ্ণদন্তে তাহাকে চর্ব্বণ করিতে উদ্যত হইল।

তিন বৎসর পূর্ব্বে সাইমন ওয়েড নামক একব্যক্তি গুপ্তঘাতকের অস্ত্রে নিহত হইলে, পুলিশ বহু চেষ্টাতেও হত্যাকারীর সন্ধান করিতে পারে নাই ; করোনারের আদালতে মৃতদেহ পরীক্ষিত হইলে করোনার রায় দিয়াছিলেন, "কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিহত।"—সুতরাং পুলিশ সেই হত্যা-রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই ; কিন্তু মণ্টি লেন ও হ্যামার্টন গ্রীস জানিত কোন্ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি এই নরহত্যার জন্য দায়ী। হ্যামার্টন গ্রীসের মৃত্যুতে মণ্টি লেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল ; কিন্তু তাহার পর হঠাৎ এ কি সর্ব্বনেশে পত্র ?—ব্র্যাণ্ডি ঠুকিয়াও তাহার মন চাঙ্গা হইল না! সে গ্ল্যাস রাখিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিল, তাহার পর কম্পিত পদে উঠিয়া ভাবিতে লাগিল—লীড্‌সে এমন লোক কে আছে যে, তাহার অপকার্য্যের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছে? সে কি ইচ্ছা করিলে বিচারালয়ে তাহার নরহত্যা সপ্রমাণ করিতে পারিবে? যদি পারে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড অপরিহার্য্য!—ব্র্যাণ্ডির মাদকতাশক্তি তাহার আতঙ্কাভিভূত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

রাত্রি আটটা বাজিবামাত্র গ্রীফিন্ হোটেলের সেই কক্ষে সহসা একটি যুবকের আবির্ভাব হইল, মণ্টি লেন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এই যুবকই কি সেই পত্রনির্দ্দিষ্ট সংবাদবাহক? যুবকের পরিধানে সোফেয়ারের পরিচ্ছদ ; কিন্তু তাহার মুখ মণ্টি লেনের পরিচিত বলিয়াই মনে হইল।

আগন্তুক মণ্টি লেনকে তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া হোটেলের বাহিরে আসিল। বহির্দ্বারে একখানি সুবৃহৎ মূল্যবান মোটর-কার দাঁড়াইয়া ছিল। চার্লি সেই গাড়ীতে উঠিয়া চালকের আসনে বসিল, এবং অঙ্গুলি সঙ্কারিত করিয়া মণ্টি লেনকে সেই শকটে উঠিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। মণ্টি লেন তাহার আদেশ পালন করিলে শকটখানি তাহাকে লইয়া অদূরবর্ত্তী রাউণ্ডহে পার্ক অভিমুখে ধাবিত হইল।

শকট ডায়েনা টেম্পলের রহস্য-নিকেতনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে মণ্টি লেন শকট হইতে অবতরণ করিয়া অট্টালিকার দরজার সম্মুখে উপস্থিত

হইল, এবং রুদ্ধদ্বারে ঘণ্টাধ্বনি করিল। সে সেই অট্টালিকার কোনও বাতায়নে কক্ষস্থিত আলোকের চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইল না। বাতায়নগুলি সমস্তই রুদ্ধ।

কিন্তু তাহার ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া গেল। সর্দ্দার খানসামা ট্রেড্‌ওয়েল্ তাহার সম্মুখে গম্ভীর ভাবে দণ্ডায়মান হইল।

ট্রেড্‌ওয়েল্ কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "আপনারই নাম কি মণ্টি লেন? হাঁ, আপনারই ঐ নাম বটে; আসুন আমার সঙ্গে—তিনি আপনারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।"

ট্রেড্‌ওয়েল্ হল-ঘরের ভিতর দিয়া মণ্টি লেনকে পাশের একটি কুঠুরীতে লইয়া চলিল। কক্ষটি ক্ষুদ্র হইলেও নানা মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত, বৈদ্যুতিক দীপের ফানুষ ভেদ করিয়া যে আলোক-ধারা সেই কক্ষ উদ্ভাসিত কবিতেছিল— তাহা জ্যোৎস্নালোকের মত প্রখরতাবর্জ্জিত। সেই সুধাধবল আলোকে কক্ষটি যেন হাসিতেছিল।

সেই কুঠুরীর এক পাশে দোতালায় উঠিবার সিঁড়ি। সর্দ্দার খানসামা মণ্টি লেনকে সেই সিঁড়ি দেখাইয়া বলিল, "আপনি ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে যান; দোতালায় উঠিয়া ডাইন দিকে যে কুঠুরী দেখিতে পাইবেন—সেই কুঠুরীতে প্রবেশ করিবেন। সেই কুঠুরীর দবজা কাল রঙ্গের।"

মণ্টি লেন বলিল, "কাল রঙ্গের দরজা?"

সে কম্পিত পদে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতালায় উপস্থিত হইল এবং অদূরে কৃষ্ণবর্ণ দ্বার দেখিতে পাইল। সে ধীরে ধীরে সেই দ্বারের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দ্বারের হাতল ঠেলিবামাত্র কক্ষদ্বার নিঃশব্দে ভিতরের দিকে খুলিয়া গেল।

মণ্টি লেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং দুই এক পা অগ্রসর হইয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইল। সেই কক্ষেব উর্দ্ধে একটি গোলাকার ফানুসের ভিতর হইতে বিজলী-প্রভা বিকীর্ণ হইতেছিল; কিন্তু সেই আলোক নীলাভ লোহিত। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে একটি দীর্ঘাকৃতি বাক্স সংস্থাপিত ছিল; শবাধারের ন্যায় তাহার আকার। সেই শবাধারটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি এক অজ্ঞাত ভয়ে মণ্টি লেনের সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে সেই শবাধারের চতুর্দ্দিকে ছয়খানি চেয়ার সংস্থাপিত দেখিল।

মণ্টি লেন বিহ্বল চিত্তে জিহ্বাদ্বারা শুষ্ক অধর লেহন করিল। সহসা দূরাগত মৃদু সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় বাদ্যধ্বনি বায়ু প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহা যেন বিষাদমাখা মৃত্যু-সঙ্গীত; শবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই যেন সেই বাদ্য ধ্বনিত হইতেছিল। সেই বাদ্যধ্বনি শুনিয়া মণ্টির মন আতঙ্কে পূর্ণ হইল; ভয়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। সেই বাদ্যধ্বনি ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হইয়া অবশেষে তাহার কর্ণজ্বালা উৎপাদন করিল; অথচ তাহার কি যেন অদ্ভুত মোহকরী শক্তি ছিল! যেন তাহা কোন ভীষণ অমঙ্গলের আভাস জ্ঞাপন করিতেছিল। মণ্টি লেন সেই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। সে ব্যাকুল স্বরে বলিল, "কে আছ—ঐ বাজনা বন্ধ কর; ইহা আমার অসহ্য। এই দৃশ্য আর আমি দেখিতে পারিতেছি না।"

সহসা অদূরবর্ত্তী পর্দ্দার আড়াল হইতে কে বলিল, "তোমার আশঙ্কার কোন কারণ নাই মণ্টি লেন। ইহাতেই তুমি ভয় পাইয়াছ? কিন্তু এক দিন তোমারও এই অবস্থা হইতে পারে—ইহা ভুলিও না।"

মণ্টি লেন সেই কক্ষে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আরও কয়েক পদ অগ্রসর হইল; সেই সময় হঠাৎ সেই কক্ষের নীলাভ লোহিতালোক উজ্জ্বল পীতবর্ণ ধারণ করিল!

মণ্টি লেন পুনর্ব্বার শুনিল, "তুমি একখানি চেয়ারে বসিতে পার মণ্টি লেন!"

মণ্টি লেন বিস্ফারিত নেত্রে চারি দিকে চাহিয়ে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। সেই সময় একটি নারীমূর্ত্তি পর্দ্দার আড়াল হইতে তাহার সম্মুখে আসিল। সেই মূর্ত্তি সুলোহিত পরিচ্ছদে আবৃত, কিন্তু তাহার মুখ অতি ভীষণ! মুখে প্রকাণ্ড হাঁ, সুদীর্ঘ দন্তশ্রেণী উন্মুক্ত; অক্ষি-কোটরের অভ্যন্তরে দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু ধ্বক্-ধ্বক্ করিতেছিল। তাহার ললাট ও কেশহীন মস্তক শুভ্র নরকপাল মাত্র; যেন তাহা সজীব প্রেতমূর্ত্তি!

রমণী মৃদুস্বরে বলিল, "মিঃ লেন, তুমি ভয় পাইও না। তুমি সম্মুখে যে সামগ্রী দেখিতেছ—উহা আমারই শবাধার। তুমি শুনিয়া আশ্বস্ত হইবে যে, আমি আর অল্পদিন পরেই উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া চিরদিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিব; আমাকে তোমরা আর কখন দেখিতে পাইবে না।"

মণ্টি লেন ভয়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! কে তুমি? তুমি কি নারী—না অন্য কিছু? তুমি কি চাও?"

ডায়েনা টেম্পল মৃদু স্বরে বলিল, "তুমি আমাকে মিস্ ডেথ নামে অভিহিত করিতে পার। আমি তোমার কাছে কি চাই—তাহা তুমি পরে জানিতে পারিবে। দেখ বন্ধু, তুমি তোমার পকেটের নিকট হাত লইয়া যাইও না, উহাতে আমার আপত্তি আছে। যদি মরিবার ইচ্ছা না থাকে—তাহা হইলে হাত দু'খানি তফাতে রাখ। তুমি আমার অনিষ্ট করিবার পূর্ব্বেই আমি সতর্ক হইয়াছি, তাহার প্রমাণ চাও?—চাহিয়া দেখ।"

মণ্টি লেন সেই প্রেতমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া দেখিল—একটি পিস্তল লোহিত পরিচ্ছদের ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার বক্ষঃস্থলে উদ্যত রহিয়াছে। মণ্টি লেন বুঝিল—নারী ঘোড়া টিপিলেই তাহার মৃতদেহ শবাধারের পার্শ্বে লুটাইয়া পড়িবে!—কি ভীষণ সঙ্কট-জনক অবস্থা!

নরকপাল-ধারিণী নারী বলিল, "সাইমন ওয়েডকে কে হত্যা করিয়াছে তাহা আমার সুবিদিত, এবং সেই হত্যাকাণ্ডের সকল প্রমাণ আমারই কাছে আছে—একথা ভুলিও না মণ্টি লেন!"

মণ্টি লেন ভগ্ন স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তুমি সব জান? তুমি যে-কোন মুহূর্ত্তে আমার জীবন বিপন্ন করিতে পার! আমি বুঝিয়াছি তুমি শয়তানী।" (you she devil,)

মিস্ ডেথ তীব্র স্বরে বলিল, "থামো! স্থির ভাবে বসিয়া তোমার পকেটের পিস্তলটা ঐ শবাধারের উপর রাখিয়া দাও। মণ্টেগু লেন, স্মরণ রাখিও—আমি মানুষ অথবা পিশাচ কাহাকেও ভয় করি না। এই বাড়ীর নাম রহস্য-নিকেতন। কেবল তুমি কেন, এ দেশের সকল নর-পিশাচের জীবনের সকল কুকীর্ত্তি আমার অগোচর নহে। তুমি এইমাত্র জানিয়া রাখ—এক দিন প্রভাতে আটটার সময় একজন লোক তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিবে, কিন্তু সেই ব্যক্তিকে তুমি পূর্ব্বে কখন দেখ নাই। সে—"

মণ্টি লেন বাধা দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "থামো, মুখ বন্ধ কর, পিশাচি! তুমি আমাকে যে আদেশ করিবে তাহাই পালন করিব। হাঁ নিশ্চয়ই করিব। কোন কাষ—"

মিস্ ডেথ অবজ্ঞা ভরে বলিল, "চুপ কর। সিঁড়ি দিয়া কে উপরে আসিতেছে!"

পঞ্চম পর্ব্ব

লীড্‌সে রবার্ট ব্লেক

লণ্ডন হইতে লীড্‌স-এক্স্‌প্রেস ট্রেণ যখন সবেগে লীড্‌সের সমীপবর্ত্তী হইল, তখন মিঃ রবার্ট ব্লেকের সহকারী স্মিথ রেলগাড়ীর কামরা হইতে জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া উর্দ্ধমুখ অসংখ্য 'চিমনী' হইতে উদ্গত ধূমকুণ্ডলী-সমাচ্ছন্ন কৃষ্ণাভ আকাশের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মাথা ঘুরাইয়া মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল' "কর্ত্তা, বাষ্পীয় শিল্পের বিরাট প্রতিষ্ঠান এই উত্তরাঞ্চলকে নমস্কার! ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার; আর গগনস্পর্শী চিমনীগুলা যেন পরিশ্রান্ত দৈত্যের মত তীব্র আর্ত্তনাদ করিতেছে! কেবল কতকগুলা প্রাণহীন কলের চীৎকার, ফোঁস-ফোঁসানী আর অবিশ্রান্ত দাপাদাপি!—দুত্তোর উত্তর! আমাদের অলস দক্ষিণ (Indolent South) আমার কাছে অনেক ভাল মনে হয়!"—স্মিথের এই উক্তিকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই যেন সেফীল্ডের লোহার কারখানাগুলির লোহা গলাইবার বড় বড় হাপর হইতে অগ্নিরাশির লোহিত জিহ্বা উর্দ্ধে প্রসারিত হইয়া আকাশ লেহন করিতে উদ্যত হইল।

মিঃ ব্লেক তখন সেই কামরায় স্মিথের অদূরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে ছিলেন; স্মিথের কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। স্মিথ তাঁহাকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া বহিঃপ্রকৃতির নিরানন্দময় দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট পরে 'ডেলি রেডিও' নামক সংবাদ-পত্রখানি পাশে ফেলিয়া, চক্ষুর্দ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, "হাঁ, ইগ্‌লফের হাতের কাষ বলিয়াই মনে হইতেছে! আর দশ মিনিটের মধ্যেই আমরা লীড্‌সে পৌঁছিতে পারিব; তাহার পর সিন্দুকটির অবস্থা দেখিলেই আমার অনুমান সত্য কি না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইব।"

স্মিথ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের ভবিষ্যদ্বাণী অন্ততঃ এবার মিথ্যা হয় নাই কর্ত্তা!"—সে দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল "হাঁ, গত তিন দিন হইতে লীড্‌সে যে, কোন অসাধারণ ব্যাপার চলিতেছে—এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, গত সোমবার সার ফেন্‌উইক গম্বার্লির বাড়ীতে চোর ঢুকিয়া লেডি

গম্বার্লির জহরতের অলঙ্কারগুলি সমস্তই সাবাড় করিয়াছে ; তাহার পর মঙ্গলবার রাত্রে ইয়র্ক সায়ার ক্লিফ্‌ট ব্যাঙ্কে'র চ্যাপেল-টাউন শাখা লুণ্ঠনের চেষ্টা হইয়াছিল। তৃতীয় দিন, অর্থাৎ গত রাত্রে স্কোনবার্গ এণ্ড মেয়ো কোম্পানীর লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থরাশি দস্যুরা লুণ্ঠন করিয়াছে। দস্যু তস্করেরা দন্তস্ফুট করিতে পারে না এরূপ সিন্দুক হইতে নগদ দশ হাজার পাউণ্ড দস্যুর হস্তগত হইয়াছে !—এ সকল অতি সুসংবাদ কর্ত্তা।"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "লীড্‌সের মত সমৃদ্ধ ও বৃহৎ সহরে চুরি ডাকাতি হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে স্মিথ, এবং কোথায় কাহার ঘর হইতে চোরে কি চুরি করিল তাহা জানিবার জন্যও আমি ব্যস্ত নহি। আমি স্বীকার করি দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হওয়ায় সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গের ও সার ফেনউইক গম্বার্লির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই নাই ; সেই রহস্য ভেদের জন্যও আমার আগ্রহ হয় নাই। আর সত্য কথা বলিতে কি, ঐ দুইজন কারবারীর কিছু টাকা মারা গিয়াছে, এ সংবাদ শুনিয়া আমার এক বিন্দুও দুঃখ হয় নাই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহারা ব্যবসাদারীর সুযোগ পাইয়া যে দাঁও মারিয়াছিল, তাহার ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা—বিপন্ন স্বদেশের হৃদয়-শোণিত—তাহারা মহানন্দে শোষণ করিয়াছিল। সুতরাং এই ক্ষতিতে তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কা নাই ; এই ক্ষতি তাহারা অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবে।—আমার কৌতূহলের কারণ এই যে, ইগ্‌লফ্‌, পিটারম্যান এবং সিভিলিটি স্মিথ লণ্ডনের প্রধান দস্যুদলের মাথা—তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, পরস্পরকে তাহারা মহাশত্রু মনে করে ; অথচ তাহারা সেই শত্রুতা ভুলিয়া, পরস্পরের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইয়া এই উত্তরাঞ্চলে দস্যুবৃত্তি করিতে আসিল—ইহার কারণ কি ? বিশেষতঃ, ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের কথা সত্য হইলে—লণ্ডনের নামজাদা দস্যুদলের অনেকেই একসঙ্গে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া ইয়র্ক সায়ারে আসিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ; কিন্তু তাহাদের এইরূপ যোগাযোগেরই বা কারণ কি ? দস্যু তস্কর সম্প্রদায়ে এরূপ শক্তি-সম্পন্ন দস্যুনায়ক একজনও নাই যে, ইগ্‌লফের দলকে আর সিভিলিটির অধীন দুর্দ্দান্ত দস্যুদিগকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুদলকে অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত করা কোন দস্যুদলপতির সুসাধ্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। এ অবস্থায় তাহারা বিভিন্ন দল স্বতন্ত্র থাকিয়া তাহাদের নেতৃদ্বয় দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, কি কোন অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দস্যুদলপতির ইঙ্গিতে তাহারা বাধ্য হইয়া অভিন্ন উদ্দেশ্যে একত্র পরিচালিত হইতেছে—ইহাই জানিবার জন্য আমার কৌতূহল হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক জানিতেন—ইগ্‌লফের দল ও সিভিলিটীর নেতৃত্বে পরিচালিত দস্যুরা বহুদিন হইতে পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ, এমন কি, কখন কখন তাহারা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। তাহারা সকলেই সদলে লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিল—ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স অনুসন্ধান করিয়া ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, গোয়েন্দা-পুলিশের যে সকল গুপ্তচর গোপনে সংবাদদাতার কায করে, দস্যুতস্করদের গতিবিধির সংবাদ পুলিশের গোচর করে—তাহারা সকলেই তস্কর হইলেও পুলিশের অনুগৃহীত। লণ্ডনের পুলিশ তাহাদের নিকট সংবাদ পাইয়াছিল—যে সকল দস্যুতস্কর দুঃসাহসী ও শক্তিশালী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল—তাহাদের একজনও তখন লণ্ডনে ছিল না ; যেন সকলেই একযোগে কোন এক বিশেষ কারণে লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিল !

মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া লীড্‌সে যাইতেছিলেন, কারণ লীড্‌সের প্রধান প্রধান অধিবাসীবর্গের গৃহ হইতে বহু ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হওয়ায় সেই সকল চুরি ডাকাতির তদন্তের জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি জানিতেন ইহা সাধারণ পুলিশের কায। পুলিশের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া সাধারণ গোয়েন্দার মত তদন্তে প্রবৃত্ত হইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ ছিল না। যদিও তিনি সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গের টেলিগ্রাম পাইয়া তাহার অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্যই লণ্ডন ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। লণ্ডনের প্রধান প্রধান দস্যু পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া কোন্ শক্তিশালী দস্যুনায়কের আদেশে লীড্‌সে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাদের ঐ ভাবে একত্র সম্মিলিত হইবার উদ্দেশ্য কি, ইহাই জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল প্রবল হইয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, লীড্‌সে উপস্থিত হইয়া তিনি অপহৃত ধনরত্ন উদ্ধার করিতে

পারুন বা না পারুন, সেই জটিল রহস্য ভেদ না করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিবেন না।

অপরাহ্ণ ৩টা ৫০ মিনিটের সময় ট্রেণখানি ষ্টেশনে প্রবেশ করিলে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নামিতে লাগিল। স্মিথ মিঃ ব্লেকের ব্যাগ প্রভৃতি জিনিসপত্র কুইন্‌স্ হোটেলের একজন আরদালীর জিম্মা করিয়া দিল, তাহার পর মিঃ ব্লেকের সঙ্গে ষ্টেশনের বাহিরে আসিল।

কুইন্‌স্ হোটেল রেল-ষ্টেশনের অদূরে অবস্থিত। মিঃ ব্লেক সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি কক্ষ বাসের জন্য ভাড়া লইলেন; তাহার পর তাড়াতাড়ি প্রসাধন শেষ করিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং বাহিরে যাইবার জন্য একখানি ট্যাক্সি আনাইতে আদেশ করিলেন।

দশ মিনিট পরে মিঃ ব্লেক স্মিথ সহ সার জুলিযস্ স্কোনবার্গের প্রকাণ্ড কারখানায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া একজন সুবেশধারী আরদালী সসম্মান অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগকে সেই কারখানার অধ্যক্ষের খাস-কামরায় লইয়া চলিল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ তাহার অনুসরণ করিয়া কাচনির্ম্মিত দ্বারশোভিত একটি কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন, সেই কক্ষের দ্বারে উজ্জ্বল পিত্তলফলকে খোদিত আছে, "ম্যানেজিং ডিরেক্টর।"

আরদালী কক্ষদ্বারে মৃদু করাঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল, তখন সে সেই কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিয়া বলিল, "মিঃ রবার্ট ব্লেক আসিয়াছেন।"

সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া মিঃ ব্লেকের অভ্যর্থনা করিতে আসিল। লোকটি শীর্ণকায়, বার্দ্ধক্যভরে দীর্ঘদেহ ঈষৎ কুব্জ, মাথার চুলগুলি তৈলাক্ত এবং সযত্নে ব্রস্ করা (oily hair carefully brushed.) মুখে অল্প দাড়ি, নাকটি ঈষৎ বক্র। চক্ষু দুইটি অসাধারণ উজ্জ্বল, কিন্তু দৃষ্টি অত্যন্ত কুটিল। সার জুলিয়সের পশ্চাতে পুলিশের একজন সার্জ্জেণ্ট দাঁড়াইয়া ছিল। লোকটির দেহ যেমন দীর্ঘ সেইরূপ স্থূল। উদর যেন বস্ত্রাবৃত একটি জালা।—জালার উপর স্থাপিত ক্ষুদ্র ফুটবলের মত একটি মাথা। সার্জ্জেণ্ট সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া সম্মান ভরে শিরস্ত্রাণ স্পর্শ করিল, এবং সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক কারখানার কর্ত্তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "নমস্কার সার জুলিয়স্! আমি আপনার টেলিগ্রাম পাইয়াই উত্তরের ট্রেণ ধরিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছি—ইহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।"—তিনি সার জুলিয়সের প্রসারিত করপল্লব ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিলেন।

সার জুলিয়স্ বলিল, "এ জন্য আমি আপনার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ মিঃ ব্লেক! অতি ভীষণ ব্যাপার!—আসুন, ভিতরে আসিয়া বসুন।"

মিঃ ব্লেক সার জুলিয়সের খাস-কামরায় প্রবেশ করিয়া তাহার টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিলেন; তাহার পর বলিলেন, "আপনি সংক্ষেপে সকল ঘটনার বিবরণ বলিলে আমরা অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করিতে পারি। লণ্ডনের দৈনিকগুলিতে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতে স্পষ্ট কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।"

সার জুলিয়স্ কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, "বিশেষ কিছুই বলিবার নাই মিঃ ব্লেক! আপনি বোধ হয় জানেন স্কোনবার্গ এণ্ড মেয়ো কোম্পানীর পোষাকের দোকানের বিভিন্ন শাখা এদেশের প্রত্যেক বৃহৎ নগরে প্রতিষ্ঠিত আছে। কেবল এই লীড্‌স নগরেই আমাদের দোকানের ছয়টি শাখা বর্ত্তমান! স্কোনবার্গ এণ্ড মেয়ো কোম্পানীর নির্ম্মিত পরিচ্ছদ পরিধান করা সম্ভ্রমের নিদর্শন—ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য। আমাদের কাট-ছাঁট যেমন নিখুঁত, সিলাইয়ের পরিপাট্যও সেইরূপ অ—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার দোকানের ঐ সকল বিজ্ঞাপন ক্রেতাদের নিকটেই প্রকাশযোগ্য, উহা শুনিয়া ডিটেক্‌টিভের কোন উপকার নাই।—কখন কি ভাবে চুরি হইল—তাহাই শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। আপনাদের পোষাকের প্রশংসা শুনিয়া আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই।"

সার জুলিয়স্ মিঃ ব্লেকের কথায় একটু লজ্জিত হইয়া হাত তুলিয়া বলিল, "হাঁ, আপনার কথা ঠিক বটে; চোর আমাদের কারখানার কদর জানে ইহা আপনাকে বুঝাইবার জন্যই প্রথম হইতে সকল কথা বলিতেছিলাম কি না?—যাহা হউক, সংক্ষেপেই বলি।—ইয়র্ক সায়ারের বিভিন্ন অংশে আমাদের যে সকল শাখা কার্য্যালয় আছে—তাহা হইতে কাল বৈকালে এই দোকানে তাহাদের সংগৃহীত টাকার চালান আসিয়াছিল। তাহারা ব্যাঙ্কে টাকা না পাঠাইয়া টাকাগুলি সদর আফিসেই পাঠাইয়া থাকে। ইহাই আমাদের দস্তুর। সেই সমস্ত টাকা ও আমাদের এই দোকানের পোষাক-বিক্রয়ের

টাকা একত্র করিয়া দশ হাজার পাউণ্ডের কিছু অধিক হইয়াছিল। সেই সকল টাকা কাল রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমাদের এই দোকানের সিন্দুকে তুলিয়া রাখা হইয়াছিল। হাঁ, আমরা নিশ্চিন্ত মনেই তাহা সিন্দুকে রাখিয়াছিলাম; কারণ যাহারা সেই সিন্দুক প্রস্তুত করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল—এই সিন্দুক ভাঙ্গিতে পারে—কোন চোরের বা ডাকাতের বাবারও সে সাধ্য নাই! উহা দস্যুভীতি-নিবারক সিন্দুক!"

এক নিশ্বাসে এই সকল কথা বলিয়া সার জুলিয়স্ একটু দম লইল; তাহার পর আবার বলিতে লাগিল, "দস্যুভীতি-নিবারক সিন্দুক হইলে কি তাহার ঐ রকম দুরবস্থা হয়? না, চোরে তাহা ভাঙ্গিয়া যথাসর্ব্বস্ব লইয়া যাইতে পারে?—মিথ্যাবাদী দমবাজ কামার বেটার নামে আমি খেসারতের দাবী দিয়া এক নম্বর মামলা জুড়িয়া দিব। ফাঁকি দিয়া কতকগুলা টাকা দাম লইয়াছে—বলে কি না—চোর ডাকাতে উহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারে না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নালিশ করিতে হয় পরে করিবেন।—দেখ সার্জ্জেণ্ট, সিন্দুকটাই আমরা আগে পরীক্ষা করিয়া আসি; কি বল? আমি খবরের কাগজ হইতে জানিতে পারিয়াছি—রাত্রি দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে বীটের চৌকিদার উইলিয়ম রোড্ খাতাঞ্চীর আফিসে একটা আলো দেখিতে পাইয়াছিল। সে ব্যাপার কি দেখিবার জন্য দরজার কাছে আসিবামাত্র তাহার মাথায় এক 'ডাণ্ডা' পড়ে; সেই আঘাতেই বেচারা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। সে হাসপাতালে পড়িয়া আছে—এখনও চেতনা-সঞ্চার হয় নাই।—খবরের কাগজে ইহার অধিক কিছুই জানিতে পারি নাই; আপনার নিকট নূতন কিছু শুনিতে পাইব কি, সার জুলিয়স?"

সার জুলিয়স মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আপনার তদন্তের সুবিধা হইতে পারে—এরূপ কোন কথা আমার জানা নাই মিঃ ব্লেক!"

পুলিশ-সার্জ্জেণ্ট এইবার সর্ব্বপ্রথম কথা কহিল; সে বলিল, "আপনি সিন্দুকটা আগে পরীক্ষা করিলে ভাল হয় মিঃ ব্লেক! আশা করি আমাদের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট আপনি কোন কোন বিষয় জানিতে পারিবেন।"

সার জুলিয়স মিঃ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষের অদূরবর্ত্তী একটি রুদ্ধ দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। সার্জ্জেণ্ট একটি চাবি বাহির করিয়া সেই দ্বারটি খুলিয়া ফেলিল। তাঁহারা সেই দ্বার দিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন।—সেই কক্ষে একখানি টেবিল, একটি ডেস্ক এবং দুইখানি চেয়ার ব্যতীত কক্ষের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড সিন্দুক ছিল। সিন্দুকটি পাঁচ ফিট উচ্চ এবং চারি ফিট প্রশস্ত। সিন্দুকটির দুইটি তালা, এবং হরফ ঘুরাইয়া তাহা বন্ধ করিবার (fitted with a combination.) ব্যবস্থা ছিল। সিন্দুকের সম্মুখ ভাগ দেখিয়া দস্যুর আক্রমণের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

মিঃ ব্লেক সিন্দুকের ইস্পাত নির্ম্মিত উজ্জ্বল ডালাখানি (shining steel top) পরীক্ষা করিলেন। সেই স্থানে এক ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি ফুকর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি ফুকরটির চারি পাশে রৌপ্যবৎ শুভ্র সূক্ষ্ম গুঁড়া দেখিতে পাইলেন, এতদ্ভিন্ন অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটদেহের মত ইস্পাতের তারও সেখানে পড়িয়া ছিল।—তাহা পরীক্ষা করিয়া মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। ইহা যে কাহার হাতের কায তাহা বুঝিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না। কোন বিখ্যাত গ্রন্থকারের গ্রন্থে তাঁহার নাম না থাকিলেও যেমন গ্রন্থের রচনা-পদ্ধতি দেখিয়া কে সেই গ্রন্থের লেখক সাহিত্যরসজ্ঞ পাঠকের তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না, সেইরূপ সিন্দুকের ডালার সেই কর্ত্তিত অংশ দেখিয়া—কোন্ দস্যু তাহা কাটিয়াছিল তাহা বুঝিতে তাঁহার কষ্ট হইল না।

তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যাহা ভাবিয়াছিলাম—তাহাই বটে।—ইহা ইগ্‌লফেরই কায। বার্নি-প্যাটার্সনও ইহা করিতে পারিত, কিন্তু সে পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাজ্ঞা লাভ করিয়া মেড্‌ষ্টোনের জেলে আবদ্ধ আছে। ভ্যাণ্ডাইক জিমি এদেশে থাকিলে—ইহা তাহার হাতের কায বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত; কিন্তু সে এখন সিং-সিংএ নির্ব্বাসিত। তিনজনের মধ্যে বাকি ইগ্‌লফ, তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ আছে—এবং সে উত্তরে আসিয়াছে; সুতরাং তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও এই কার্য্যের জন্য দায়ী করিতে পারি না।"

সার জুলিয়স্ একটু দূরে ছিল, সে মিঃ ব্লেকের কথা শুনিতে না পাইয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার পাশে আসিল, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, "শয়তান! শয়তান!—দুই একটা নয়, আধ ডজন শয়তান এই কোষাগারে ঢুকিয়া সিন্দুকের ডালাটা ফাঁসাইয়া

দিয়াছে! এই ডালার ইস্পাত তিন ইঞ্চি পুরু; কিন্তু কি রকম সহজে ডালাখানা কাটিয়াছে দেখিয়াছেন!—পাঁচ ছয় বেটা ডাকাতে উহা এক সঙ্গে কাটিয়াছে কি না,—যেন মাখনের দলার উপর বা পাকা কলার উপর ছুরি চালাইয়াছে!"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য নহে; একজন লোকেই এই কায করিয়াছে, খুব বেশী হইলে আর একজনমাত্র তাহার সঙ্গে ছিল—জোগাড় দেওয়ার জন্য।"

সার জুলিয়স্ মুখ বিকৃত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "ইস্পাতখানা পচা অর্থাৎ নিতান্ত রদি মাল।—ইহাই দস্যু-ভীতিনিবারক সিন্দুক! কামার বেটারা কি জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী! আমি তাহাদের বিরুদ্ধে ঠিক নালিশ করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তা করিবেন, কিন্তু আপনি সুবিধা করিতে পারিবেন না।"

সার জুলিয়স্ বলিল, "অর্থাৎ?"

মিঃ ব্লেক অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "অর্থাৎ মামলা করিলে আপনি হারিবেন।"

সার জুলিয়স্ বলিল, "আমিই হারিব? অদ্ভুত বটে!—হারিবার কারণ?"

মিঃ ব্লেক বলিল, "কারণ, এই ইস্পাত অতি উৎকৃষ্ট। (the steel is excellent,) এই সিন্দুক সেফীণ্ডের সুবিখ্যাত সিন্দুকনির্ম্মাতা ইভ্‌স এণ্ড কোম্পানীর কারখানায় নির্ম্মিত। তাহাদের নামই এই সিন্দুকের দৃঢ়তার ও শ্রেষ্ঠতার অকাট্য প্রমাণ। না সার জুলিয়স, পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইস্পাতও থারমিটের প্রভাব বরদাস্ত করিতে পারে না।" (can not stand up against thermit.)

সার জুলিয়স্ দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "থারমিট!—থারমিটটা কি পদার্থ? কোন ডাকাতের নাম না কি?"

মিঃ ব্লেক ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ধাতুবিজ্ঞানে আপনার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা থাকিলে আপনি ওকথা বলিয়া আমাকে হাসাইতেন না। এলুমিনিয়ম এবং লৌহ বা ক্রোমিয়ম্ দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার ধাতব 'অক্সাইড্' (metallic oxide) সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট অংশে মিশ্রিত করিলে 'থারমিট' প্রস্তুত হয়। 'অক্সিএসেটিলিন ব্লো-ল্যাম্পে'র সাহায্যে যখন তাহা উত্তপ্ত করা হয়—তখন তাহা হইতে যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় তাহা প্রায় তিন হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের (3000°c) সমান! সেই উত্তপ্ত পদার্থ যদি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ইস্পাতে সংযুক্ত হয় তবে তাহা সেই ইস্পাতেও উত্তপ্ত ছুরি দিয়া মাখনের দলা কাটিবার মত অতি সহজে কাটিবে।" (bite through the toughest steel as easily as one cuts butter with a warmed knife)

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া সার জুলিয়স্ সবিস্ময়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আপনার কি বিশ্বাস সেই ডাকাতগুলা আমার সিন্দুকের ডালা কাটিবার জন্য সেই অদ্ভুত জিনিস ব্যবহার করিয়াছিল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ আমি যে প্রমাণ পাইতেছি—তাহা অকাট্য। আমি জানি—দুর্ভেদ্য সিন্দুকের ডালা কাটিয়া সিন্দুক লুঠ করিবার জন্য থারমিট ব্যবহার করে—এরূপ দস্যু ইংলণ্ডে এখন একজনমাত্র আছে। এই ভাবে সিন্দুকের ডালা কাটিবার জন্য থারমিটের ব্যবহার অত্যন্ত বিপজ্জনক, বিশেষতঃ ইহা ব্যয়সাধ্য উপায়; কিন্তু কৌশলটি অব্যর্থ, চেষ্টা বিফল হইবার আশঙ্কা নাই।"

সার জুলিয়স্ বলিল, "আপনি যখন এই সকল বিষয় জানেন—তখন কোন্ দস্যু এই কায করিয়া গিয়াছে—তাহাও আপনি জানেন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, একজনকে আমার সন্দেহ হইয়াছে বৈ কি!"

সার জুলিয়স্ সোৎসাহে বলিল, "আপনি ত অল্পকাল পূর্ব্বেই বলিয়াছেন—ইংলণ্ডের একজনমাত্র দস্যু এই কঠিন কার্য্য করিতে পারে, এবং তাহার নামও আপনার অজ্ঞাত নহে। আপনি বলুন আপনাকে কি পারিশ্রমিক দিতে হইবে। আপনি যে মুহূর্ত্তে সেই দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পুরিবেন—সেই মুহূর্ত্তেই আপনার দাবীর সমস্ত টাকা—"

মিঃ ব্লেক সার জুলিয়সের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় প্রেরণ করা পুলিশের কার্য্য; উহা আমার কর্ত্তব্যের অঙ্গ নহে।—স্মিথ চল, আর এখানে আমাদের বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই। আমার বিশ্বাস, স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর এই ডাকাতির সকল বিবরণই অবগত আছেন। কন্‌ষ্টেবল রোড্‌স এতক্ষণ হয় ত চেতনা লাভ করিয়াছে। তাহার জ্ঞান হইয়া থাকিলে তাহার নিকট আমরা অনেক দরকারী কথা জানিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক প্রস্থানোদ্যত হইয়া সার জুলিয়সকে বলিলেন, "সকল কথা আপনাকে পরে জানাইব।—নমস্কার, সার জুলিয়স্!"

তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া সার জুলিয়সের কারখানা পরিত্যাগ করিলেন। সার জুলিয়স্ মিঃ ব্লেকের নিকট অনেক আশা করিয়াছিল, মিঃ ব্লেক এই ভাবে প্রস্থান করায় সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইল।

* * * *

সেই দিন মিঃ টিমিন্স্ নামক একজন দালাল লীড্সের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই অঞ্চলে নূতন একটি আড়ত খুলিবার কথা-বার্ত্তা শেষ করিল। মিঃ টিমিন্স্ কয়েক দিনই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেছিল, এবং ব্যবসায়ী মহাশয়েরও ধারণা হইয়াছিল—সে খুব কাযের লোক!

দালাল একতাড়া ব্যাঙ্ক-নোট তাহার হাতের এটাচি-কেসের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ মহাশয়, আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ! আমাদের 'ফারম' এই অঞ্চলে শীঘ্রই একটী শাখা আফিস খুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে; আমার বিশ্বাস সেণ্টপল্স্ ষ্ট্রীটে নূতন আফিস খুলিলে কাযকর্ম্ম বেশ ভাল রকমই চলিবে।"

ব্যবসায়ী বলিলেন, "হাঁ আমার বিশ্বাস, নূতন আফিস খুব ভালই চলিবে। লীড্স চমৎকার সহর। এখানে আপনাদের ব্যবসায়ের অনেক সুবিধা আছে, তাহাও ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।"—ব্যবসায়ী দালালটার নামের কার্ডের দিকে চাহিলেন।

ব্যবসায়ীর টেবিলের উপর দালালটার নামের যে কার্ডখানি পড়িয়াছিল, তাহাতে লেখা ছিল,—

জে, জে, টিমিন্স,

শাখা কার্য্যালয়ের ম্যানেজার,

"টাইনসাইড, টোয়াইন ম্যানুফিং কোং লিমিটেড।"

মিঃ টিমিন্স বলিল, "এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; আমাদের কাযকর্ম্ম বেশ জোরেই চলিবে। টাকা আপনাদের, পরিশ্রম আমার; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কি রকম লাভ দেখাইয়া দিব—তাহা এখন বলিয়া কোন লাভ নাই। দু'টাকা লাভের আশাতেই ত আমরা—"

মুখের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সে এটাচি-কেসটি তুলিয়া লইয়া পথে আসিল, এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া, হাড়গিলের মত তাড়াতাড়ি পা ফেলিয়া গ্রীফিন হোটেলের দিকে অগ্রসর হইল। সে হোটেলে উপস্থিত হইয়া কর্ণেল মণ্টেগুর নিকট তাহার নামের কার্ড পাঠাইল। সেই প্রসিদ্ধ সৈনিক পুরুষ (that distinguished military man) তখন সোফায় ঠেস্ দিয়া একগ্লাস হুইস্কি-সোডার সদ্ব্যবহার করিতেছিল। সহসা টাইন-সাইড টোয়াইন কোম্পানীর নিরীহ আকারের ম্যানেজারটি (meek-looking manager) তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কর্ণেল মণ্টেগু অর্থাৎ মণ্টি লেন মুখের উৎকট ভঙ্গি করিয়া বলিল, "তুমিও আসিয়া জুটিয়াছ সিভিলিটি!"

মিঃ টিমিন্স্ অর্থাৎ সিভিলিটি স্মিথকে দেখিয়া নিতান্ত গোবেচারা মনে হইলেও (for all his seeming meekness) তাহার ন্যায় পাপিষ্ঠ নরহন্তা ইংলণ্ডে অল্পই ছিল। দস্যু তস্কর সমাজে সিভিলিটি স্মিথের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য কেবল একজন দস্যু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প ছিল; সেই দস্যু চূড়ামণির নাম ইগ্‌লফ পিটারম্যান। সে কতবার নরহত্যা করিয়া পুলিশের চোখে ধূলা দিয়াছিল—তাহা তাহার বিশ্বস্ত অনুচরবর্গের সকলে জানিত না। তাহার প্রধান অনুচর ম্যাড্ওয়েল নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াও অনেকবার তাহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। ম্যাডওয়েল তাহাদের দলপতি ইগ্‌লফের অত্যন্ত অনুগত ছিল। তাহার কৌশলেই পুলিশ ইগ্‌লফকে কোন দিন নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করিতে পারে নাই।

সিভিলিটি মণ্টি লেনকে নিম্নস্বরে বলিল, "সেই সর্ব্বনাশী শয়তানী জানিতে না পারে এরূপ কোন গোপনীয় আড্ডায় গিয়া আমাদের পরামর্শ শেষ করিতে হইবে। যদি আমরা সেই রাক্ষসীটার মাথা লইতে পারিতাম তাহা হইলে আমাদের সকল আক্ষেপ দূর হইত মণ্টি!"

মণ্টি লেন গ্রীফিন হোটেলে কর্ণেল মণ্টেগু নামে পরিচিত হইয়াছিল; সুতরাং সে কিরূপ ভয়ানক লোক তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই। সিভিলিটির কথা শুনিয়া সে একটু হাসিল, তাহার পর নীরস স্বরে বলিল, "তুমি একটি দ্বিপদ গর্দ্দভ বলিয়াই ঐ কথা বলিলে। উহাতে কি লাভ?—দেখ সিভিলিটি, সেই শয়তানীটা আমাদের সকলকে মুঠায় পুরিয়াছে। তুমি কি তাহার শক্তির পরিচয় পাও নাই? তাহার আদেশ অলঙ্ঘনীয় মনে না হইলে তুমিই কি এখানে আসিতে? বেটী সত্যই পেত্‌নী; সে আমাকে তাহার শবাধারের ঘরে

ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিয়াছিল,—যদি আমরা তাহার মাথা লইবার চেষ্টা করি তাহা হইলে শয়তান হ্যামার্টন গ্রীসের সেই খাতা সোজা স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডে দাখিল করা হইবে।—তাহার কি ফল হইবে তাহা কি আমাদের অজ্ঞাত ?”

সিভিলিটি স্মিথ সভয়ে গলায় হাত দিল; যেন অদৃশ্য ফাঁসের দড়ি তাহার গলায় উঠিয়াছিল! সে মনের ভাব গোপন করিয়া দুই হাতে গোঁফে চাড়া দিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, না, তেমন বেশী ভয়ের কারণ নাই; আমরা সকলে চেষ্টা করিলে উদ্ধারের একটা উপায় আবিষ্কার করিতে পারিব। আর তাও যদি না হয় তাহা হইলেও মোট তিন মাস ত! তিন মাসের মধ্যেই পেত্নীটা শিঙ্গা ফুঁকিবে বলিয়াছিল। আঃ, বেটি মরিলে আমাদের হাড় জুড়ায়!”

মর্ণি লেন হতাশ ভাবে বলিল, “তাহার কথা সত্য হইলেও তিন মাসের অনেক দেরী। এই তিন মাসেই সে আমাদের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবে। আমরা পরের গলায় ছুরি দিয়া যাহা উপার্জ্জন করিব—তাহার বার আনা অংশ তাহাকে দিতে হইবে। ইগ্‌লফ লুঠের মালের এই রকম বখ্‌রার কথা শুনিয়া রাগে প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল।”

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, “ইগ্‌লফ্‌ এখন কোথায় হে!—বেটা পেত্নীটার পাল্লায় পড়িয়া খুব জব্দ হইয়াছে, আমি খুসী হইয়াছি।”

মর্ণি হাসিয়া বলিল, “ভয় নাই, সাপে বেজীতে শীঘ্রই মিলন হইবে। ইগ্‌লফ এখন মেরিসন ষ্ট্রীটের একটা হোটেলে পান-দোষনিবারণী সভার অধ্যক্ষ-রূপে বাস করিতেছে। ‘মদ্য-মদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং’ ইহাই তাহার মূলমন্ত্র হইয়াছে! বেচারাকে পাদরীর অভিনয় করিতে হইতেছে;—তাহার নাম হইয়াছে—রেভারেণ্ড উইনিয়ম বীবি!—তাহার ছদ্মবেশ তোমার ছদ্মবেশ অপেক্ষা নিখুঁত হইয়াছে। নরহন্তা আজ পাদরী; মদের কুপো লোককে মদ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতেছে! অত্যন্ত কঠিন শাস্তি; কিন্তু তুমি যে ব্যবসায়ের ম্যানেজার সাজিয়াছ সেই ব্যবসায়টি অত্যন্ত গর-পছন্দ। দড়ির কারবারের ম্যানেজার! সেই দড়ি গলায় না ওঠে!”

সিভিলিটী স্মিথ হাসিয়া বলিল, “মন্দ কি? সকলে একসঙ্গে ঝুলিতে পারিব; দড়ির অভাব হইবে না। কাল সেন্টপল ষ্ট্রীটে নূতন দোকান খুলিব স্থির হইয়া গিয়াছে। স্থানটি নির্জ্জন, গলির ধারে দোকান, ব্যবসা ভালই চলিবে। আমার অনুচরগুলা সেফীল্ডে লুকাইয়া আছে; আমি ডাকিলেই তাহারা আসিবে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তাহারা দুটো দাঁও মারিয়াছিল—তাহাতেই সেফীল্ডের লোকগুলা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে!”

মর্ণি বলিল, “তোমার অনুচরগুলা আরও ভাল ভাল দাঁও মারুক, ইহাই আমার কামনা। সেই পেত্নী বেটির সঙ্গে আজ রাত্রে আবার দেখা করিতে হইবে—হুকুম হইয়াছে। কথাটা ভুলিও না। আমাদিগকে সে যে কাতে শোয়াইতেছে, সেই কাতেই আমাদিগকে শুইতে হইতেছে। কি শোচনীয় বিড়ম্বনা! কিন্তু উপায় নাই। তাহাকে দেখিলেই ভয়ে প্রাণ উড়িয়া যায়। এ পর্য্যন্ত অনেক চতুর মেয়েমানুষ দেখিয়াছি; কিন্তু এ বেটী সকলের সেরা! (she's got'em all beat,) পৃথিবীতে সে কাহাকেও ভয় করে না; যদি তুমি তাহার সঙ্গে কোন রকম চালাকী করিতে যাও তাহা হইলে সে তোমাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিবে।” (she'd shood you like dog if you tried any funy buseness.)

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, “বিপদ ত ঐখানেই! যদি সে সাধারণ স্ত্রীলোক হইত তাহা হইলে আমরা কি তাহার তোয়াক্কা করিতাম? কিন্তু সে জানে শীঘ্র তাহাকে মরিতেই হইবে। এই বিশ্বাসে সে আমাদের সকলেরই অজেয় হইয়া উঠিয়াছে।”

সে তাহার হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, “এখন স-সাতটা। চল আমরা কোন রেস্তোরাঁয় গিয়া কিছু খাইয়া লই। এই রাস্তার ধারে কিছু দূরে একটা ভাল রেস্তোরাঁ আছে—তাহার নাম জ্যাকোমেলির রেস্তোরাঁ। সেখানে রাত্রিকালে ক্লাবের মত আমোদ প্রমোদেরও ব্যবস্থা আছে।”

মর্ণি লেন তাহার হাতের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া সিভিলিটি স্মিথের সহিত গ্রীফিন হোটেলের নীচের তালায় আসিল। হোটেলের বারান্দায় সংবাদপত্র বিক্রেতার একখান দোকান ছিল; মর্ণি সেই দোকান হইতে একখানি ‘ইয়র্কসায়ার-ইভ্‌নিং-পোষ্ট’ নামক দৈনিক কিনিয়া লইল। সেই দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল, “গতরাত্রের ডাকাতির নূতন সূত্র।”

মর্ণি লেন সিভিলিটি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া অদূরবর্ত্তী জেকোমেলির রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করিল। তাহারা দোতালায় উঠিয়া দুইখানি

চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলে, সিভিলিটি স্মিথ তাহাদের উভয়ের জন্য খানা ও এক বোতল স্যাম্পেন্ পাঠাইবার আদেশ করিল। মন্টি লেন খবরের কাগজখানি খুলিয়া তাহার উপর চক্ষু বুলাইতে লাগিল।

সিভিলিটি স্মিথ মন্টিকে আগ্রহের সহিত কাগজ পড়িতে দেখিয়া বলিল, "ওরকম নিবিষ্টচিত্তে কি অধ্যয়ন করিতেছ দোস্ত? কোন টাট্‌কা খবর-টবর আছে না কি?"

মন্টি লেন বলিল, "হাঁ কাল রাত্রে দর্জ্জি-বেটাদের দোকানে যে ডাকাতি হইয়াছে, তাহার একটু বিবরণ বাহির হইয়াছে। টিকটিকিদের বিশ্বাস কোন পাকা লোক অর্থাৎ সিন্দুক ভাঙ্গিবার ওস্তাদ কোন দস্যু উহাদের সিন্দুক লুঠ করিয়াছে। টিকটিকিগুলার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে; তাহাদের সিদ্ধান্ত মিথ্যা নহে। ইহা যে পাকা লোকের কায তাহা দেখিয়াই তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে; উঃ কি অসাধারণ শক্তি!"—তাহার কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আভাস ছিল।

মন্টি লেন কাগজের পাতা উল্টাইয়া আর একটি সংবাদ দেখিতে পাইল; সে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সেই সংবাদটি পাঠ করিতে লাগিল।

সংবাদটি এই—

লীড্‌সে রবার্ট ব্লেকের আগমন

"আমরা জানিতে পারিলাম লণ্ডনের বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক আজ অপরাহ্ণে লীড সে উপস্থিত হইয়াছেন। কয়েক দিন হইতে এই নগরের বিভিন্ন অংশে যে সকল চুরি ডাকাতি হইতেছে তাহারই তদন্তের জন্য তিনি এখানে আহূত হইয়াছেন। আমাদের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহার সহিত কোন কথার আলোচনা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ অপরাহ্ণে তিনি স্থানীয় টাউন হলে উপস্থিত হইয়া পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেন্টের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া গোপনে পরামর্শ করিয়াছিলেন। মিঃ ব্লেকের ন্যায় বহুদর্শী প্রতিভাবান ডিটেক্‌টিভ লীড্‌সে উপস্থিত হওয়ায় সকলেই আশা করিতেছেন—তিনি শীঘ্রই এই সকল আকস্মিক দস্যুবৃত্তির রহস্যভেদে কৃতকার্য্য হইবেন। আমরা তাঁহার তদন্ত ফল জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।"

মন্টি লেন এই সংবাদটি মনে মনে পাঠ করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "দারুণ দুঃসংবাদ বটে! —হঠাৎ একটা ফ্যাসাদে পড়িতে না হয়।"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "দুঃসংবাদ? সংবাদটা কি হে!"

মন্টি লেন কাগজখানি তাহার বন্ধুর হাতে দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। সিভিলিটি স্মিথ তাহা পাঠ করিল; সহসা তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, ক্রোধে ও ঘৃণায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সিভিলিটি মিঃ ব্লেককে যেরূপ ভয় করিত, ততোধিক ঘৃণাও করিত। ওল্ড বেলির আদালতের বিচারে একবার তাহাকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের সহায়তা ভিন্ন পুলিশ তাহার অপরাধ সপ্রমাণ করিতে পারিত না, ইহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না; এই জন্য সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, মিঃ ব্লেককে 'বাগে পাইলে' সে তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবে, তাঁহার গোয়েন্দাগিরির সাধ মিটাইবে।

সিভিলিটি কাগজখানি ফেলিয়া রাখিয়া চক্ষু তুলিতেই একটি দীর্ঘদেহ সুবেশধারী, গম্ভীরপ্রকৃতি ভদ্র লোকের সৌম্যমূর্ত্তি সেই রেস্তোরাঁর প্রবেশ-দ্বারের নিকট দেখিতে পাইল; তাঁহার পশ্চাতে একটি অল্পবয়স্ক যুবক, তাহার নীল নেত্রে চাঞ্চল্য ও কৌতূহল পরিস্ফুট।

সিভিলিটি স্মিথ আগন্তুক ভদ্র লোকটির মুখের দিকে একবারমাত্র চাহিয়াই তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সে আতঙ্কে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া মন্টি লেনকে আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "মন্টি! কাগজে যাহার কথা পড়িতেছিলাম ঐ দেখ সে—স্বয়ং এখানে উপস্থিত! বাছিয়া বাছিয়া খুব চমৎকার যায়গায় খাইতে আসিয়াছি! তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচি!"

ষষ্ঠ পর্ব্ব

রস্কো ষ্ট্রীটের বাড়ী

মিঃ রবার্ট ব্লেক যখন লীড্‌সে পৌছিলেন তখন অধিক বেলা ছিল না; কিন্তু সেই সময়টুকু তিনি বিশ্রামে অতিবাহিত না করিয়া তাহার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিলেন।

তিনি স্মিথকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে ক্লোনবর্গ এণ্ড

মেয়ো কোম্পানীর কারখানায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেখানে ডাকাতির তদন্ত শেষ করিয়া তিনি স্থানীয় টাউন-হলে চলিলেন। লীড্‌সের পুলিশ-সুপারিন্‌টেনডেন্ট এবং স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার সেখানে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচারই সেই ডাকাতির তদন্তের ভার পাইয়াছিলেন। পুলিশ-সুপারিন্‌টেনডেন্ট এবং ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার উভয়েই ইয়র্কসায়ারের অধিবাসী; উভয়েই বুদ্ধিমান এবং কর্ম্মঠ কর্ম্মচারী তাহা মিঃ ব্লেক অতি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের ন্যায় সুদক্ষ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী স্থানীয় পুলিশে অধিক ছিল না।

ইন্‌স্পেক্টর এই ডাকাতির তদন্তের ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট স্বীকার করিলেন—তাঁহার চেষ্টা সফল হয় নাই; অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন—এরূপ কোন সূত্র আবিষ্কারে তিনি অসমর্থ হইয়াছিলেন। ডাকাতির কথা জানিতে পারিবার পর কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছিল; পুলিশ যে সকল মোটরকারের আরোহীদের সন্দেহ করিয়াছিল—সেই সকল গাড়ী থামাইয়া গাড়ীগুলি পরীক্ষা করা হইয়াছিল; কিন্তু দস্যুদলের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই সকল কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টরের তৎপরতার ও সতর্কতার প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু তিনি বলিলেন—যে সকল দস্যু এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল তাহারা প্রাদেশিক দস্যু নহে, লণ্ডনের বিখ্যাত দস্যু; উহারা অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, অত্যন্ত চতুর। যাহারা বহুদিন হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভগণের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া দীর্ঘকাল হইতে নানা অপকর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে, তাহারা সতর্কতার অভাবে ইয়র্ক সায়ারের পুলিশের হাতে ধরা দিবে ইহা আশা করা যায় না।

ইন্‌স্পেক্টর দস্যুপতি ইগ্‌লফের অদ্ভুত শক্তির ও তাহার অনুষ্ঠিত কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তাহার চেহারা কিরূপ, তাহাও তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট জানিতে পারিলেন। তিনি তদনুসারে ইগ্‌লফকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অবিলম্বে হুলিয়া বাহির করিলেন। মিঃ ব্লেক স্মিথকে সঙ্গে লইয়া জ্যাকোমেলির রেস্তোরাঁয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সেই হুলিয়া চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল।

সে দিন তদন্তকার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না; কিন্তু মিঃ ব্লেক বিভিন্ন স্থানে চুরি ডাকাতির বিবরণ অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন—এই সকল লুণ্ঠনাদি কোন ভীষণতর অপকর্ম্মের সূচনা মাত্র। (a prelude to far greater crimes.) এই জন্য তিনি ইহার পরিণামের প্রতীক্ষায় লীড্‌সে কিছুকাল বাস করাই সঙ্গত মনে করিলেন।

যাহা হউক, তিনি স্মিথের নিকট মনের কথা প্রকাশ না করিয়া তাহাকে বলিলেন, "কি হে ছোক্‌রা! আমার সঙ্গে ত লীড্‌সে বেড়াইতে আসিলে; এই নগর সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা হইয়াছে শুনি।"

স্মিথ হঠাৎ গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "এখনও ভাল মন্দ কোন রকম ধারণা করিবার সুযোগ পাই নাই কর্ত্তা! বিশেষতঃ এই উত্তরাঞ্চলের ছোক্‌রাগুলাকে বুঝিয়া উঠা কঠিন; তাহারা যেন একটু বেশী রকম আত্মম্ভরী!'

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা দক্ষিণাঞ্চলের লোক প্রথম দৃষ্টিতে উহাদের সম্বন্ধে ঐ রকমই 'ফয়তা' দিয়া বসি বটে! কিন্তু উহাদের বাহ্যিক কঠোরতা বা রূঢ়তার অন্তরালে যে হৃদয় আছে—তাহাতে করুণার অভাব নাই, এবং আতিথেয়তায় তাহারা কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের লোকগুলিকে তাহারা সাধারণতঃ একটু সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকে; কিন্তু এজন্য তাহাদিগকে অপরাধী করিতে' পারি না। বিশেষতঃ এই সপ্তাহে দক্ষিণাঞ্চল হইতে যে সকল 'সহুরে' নমুনার আমদানী হইয়াছে, তাহাদের সহৃদয়তা ও সাধুতার পরিচয় পাইয়া উহারা যে আমাদের প্রতি সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠিবে—এরূপ আশা করিতে পারি না।"

স্মিথ বলিল, "কোন্ সহুরে নমুনার কথা বলিতেছেন? ইগ্‌লফ্ এণ্ড কোম্পানী?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাদের ভিন্ন আর কাহার কথা বলিব?"—তিনি মাথা তুলিয়া সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; সহসা সেই কক্ষের এক প্রান্তে উপবিষ্ট দুই জন ভোক্তার মুখ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল।—মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ অনেক দূরে থাকিয়াও তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন; কিন্তু তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন কেহই বুঝিতে পারিল না। তিনি চক্ষু অবনত করিয়া আড়চোখে

দস্যুদ্বয়কে দেখিতে লাগিলেন। মিঃ ব্লেকের মনে হইল দীর্ঘদেহ সৈনিকের আকারবিশিষ্ট লোকটিকে তিনি পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন; কিন্তু সে কে তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের উভয়ের দিকে বক্রদৃষ্টিতে দুই একবার চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহাদের ভোজন শেষ হইয়াছে। মিঃ ব্লেক শীর্ণদেহ উদ্ধত প্রকৃতির লোকটির চোখ মুখের ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন—কোন কারণে সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছে, ক্রোধ, ঘৃণা ও অধীরতা তাহার মুখে পরিস্ফুট। দূর হইতে লোকের মুখ দেখিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারা অত্যন্ত কঠিন হইলেও মিঃ ব্লেকের তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল। কিন্তু রেস্তোরাঁয় ভোজন করিতে আসিয়া সে কি কারণে ঐরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ মণ্টি লেনকে পূর্ব্বে দেখিলেও তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাহার নাম তাঁহার স্মরণ হইল না; এজন্য নিজের উপর তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল।

স্মিথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার এই ভাবান্তর বুঝিতে পারিল; কিন্তু সে তাঁহাকে তখন কোন প্রশ্ন করা সঙ্গত মনে করিল না।—সিভিলিটি স্মিথ আহার শেষ করিয়া অত্যন্ত গরম বোধ করায় মাথার টুপিটা মুহূর্ত্তের জন্য উর্দ্ধে তুলিয়া পুনর্ব্বার মাথায় আঁটিয়া দিল; মিঃ ব্লেক সেই এক মুহূর্ত্তেই লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাহার মস্তকটি একটি পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত; সেই আবরণের উপর সাদা কাল পরচুলা সন্নিবিষ্ট—তাহাই যেন তাহার স্বাভাবিক চুল! সে পরচুলা পরিয়া ছদ্মবেশে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে মিঃ ব্লেকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি তাহাদের উভয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলেন। কয়েক মিনিট পরে তাহারা তাহাদের খাদ্যদ্রব্য ও পানীয়ের মূল্য দিয়া ভোজনাগার পরিত্যাগ করিল।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "তুমি এই মুহূর্ত্তেই ঐ দুইজন লোকের অনুসরণ কর। উহারা কোথায় যায় জানিয়া কুইনস্ হোটেলে এক ঘণ্টার মধ্যে আমাকে সংবাদ দিবে।"

স্মিথ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। মিঃ ব্লেক কি উদ্দেশ্যে তাহাকে এই আদেশ করিলেন—তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস বা অবসর হইল না।

স্মিথ কিছু দূরে থাকিয়া মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথের অনুসরণ করিতে করিতে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের নিকট উপস্থিত হইল। স্মিথ দেখিল তাহারা উভয়ে পথিমধ্যে হঠাৎ থামিয়া দুই এক মিনিট কি পরামর্শ করিল, তাহার পর একটি মদের দোকানে প্রবেশ করিল। স্মিথ সেই দোকানের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রাচীর-সন্নিবিষ্ট থিয়েটারের প্ল্যাকার্ডগুলি পাঠ করিতে লাগিল।

মণ্টি ও সিভিলিটি স্মিথ প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মদের দোকানের বাহিরে আসিল, তাহার পর সেই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বাঁ-দিকের একটি পথে প্রবেশ করিল; স্মিথ সেই পথের নাম পাঠ করিয়া জানিতে পারিল তাহা মেবিয়ন ষ্ট্রীট। সেই পথের ধারে একটি হোটেল ছিল; মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ সেই হোটেলের দরজায় দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিল। স্মিথ অদূরবর্ত্তী একটী অট্টালিকার প্রাচীর-ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের কোন কথা শুনিতে পাইল না।

পরামর্শ শেষ হইলে মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ সেই হোটেলেই প্রবেশ করিল। স্মিথ মুহূর্ত্তপরে সেই হোটেলের সম্মুখে আসিয়া হোটেলের দরজায় একখানি পিত্তল-ফলক দেখিতে পাইল। তাহাতে মোটা মোটা অক্ষরে খোদিত ছিল—"নর্দ্দারণ টেম্পারেন্স।"

স্মিথ সেই হোটেলের দরজায় দাঁড়াইয়া, অতঃপর কি করিবে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। সেই দুই জন লোকের অনুসরণ করিয়া তাহাদের গতিবিধির সংবাদ এক ঘণ্টার মধ্যেই মিঃ ব্লেককে জানাইতে হইবে—তাঁহার এই আদেশ স্মরণ হওয়ায় সে মুহূর্ত্ত মধ্যে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

স্মিথ সেই হোটেলে প্রবেশ করা সঙ্গত মনে না করিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়া আগন্তুকদ্বয়ের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ হোটেলে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মাত্মা পাদরী রেভাবেণ্ড বীবির সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাদরীপুঙ্গব মধুর হাস্যে উভয়ের অভ্যর্থনা করিয়া কোমল স্বরে বলিল, "নমস্কার কর্ণেল! নমস্কার মিঃ টিমিন্স! আপনারা দয়া করিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। আমি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলাম। তা' আপনারা আসিলেন ত দয়া করিয়া উপরে চলুন। আমার বাসের কক্ষ অত্যন্ত সাদা সিধা, আড়ম্বরবর্জ্জিত; কিন্তু সেখানে আমাদের সেকালের পুরাতন কথার

আলোচনায় ত কোন রকম বাধা ঘটিবার আশঙ্কা নাই! কত কালের বন্ধু আপনারা, আর কত দিন পরে আপনাদের সঙ্গে দেখা! আনন্দ হইবারই ত কথা।"

অদূরে একটা আরদালী দাঁড়াইয়া ধর্ম্মাত্মার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পাদরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আরদালী, আমার ঘরে তিনজনের জন্য তিন পেয়ালা চা দিতে তোমার কি খুব কষ্ট হইবে?"

আরদালী বলিল, "কষ্ট! না মহাশয়, আমার কোন কষ্ট হইবে না; আমাদের কাযই ত ঐ। আমি এখনই আপনার ঘরে তিন পেয়ালা চা পাঠাইয়া দিতেছি ধর্ম্মাত্মা!"

আরদালী প্রস্থান করিলে রেভারেণ্ড উইলিয়ম বীথি আগন্তুকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাহার কামরায় প্রবেশ করিল। তাহাই তাহার শয়নের ও উপবেশনের কক্ষ। (his bed-sitting room) সে সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিবামাত্র তাহার মুখ হইতে ধর্ম্মাত্মার মুখের মুখোস যেন খসিয়া পড়িল; তাহার মুখের প্রসন্ন হাসি, কোমলতাপূর্ণ সরল ভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া ভ্রূকুটিকুটিল নিষ্ঠুর উগ্রতা ফুটিয়া উঠিল, তাহা পৈশাচিকতায় পূর্ণ!

সে কঠোর স্বরে বলিল, "তোমরা কি মতলবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ? কি চাও?"

মণ্টি লেন মৃদু স্বরে বলিল, "আমাদের পুরাতন বন্ধু রবার্ট ব্লেক লীড্‌সে আসিয়াছে।"

পাদরীর ছদ্মবেশধারী ইগ্‌লফ্‌ পিটারম্যান মণ্টির কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ কেউটের মত ফোঁস করিয়া উঠিল; সক্রোধে বিকৃত স্বরে বলিল, "সেই নচ্ছার শয়তানীটা যদি আমাকে মুঠায় না পুরিত, (had n't got me under her thumb) তাহা হইলে আমি কি চীজ্‌ তাহা—"

কক্ষের বাহিরে আরদালীর পদশব্দ শুনিয়া সিভিলিটি স্মিথ হাত তুলিয়া বলিল, "চুপ—"

মুহূর্ত্তমধ্যে ইগ্‌লফের মুখের ক্রোধপূর্ণ কঠোর ও উত্তেজিত ভাব পরিবর্ত্তিত হইল; সকরুণ কোমল ভাবে ধর্ম্মাত্মা পাদরীর মুখকমল সদ্যোবিকশিত কমলের ন্যায় ঢল ঢল করিতে লাগিল! বস্তুতঃ তাহার অভিনয়-নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ। যদি সে দস্যুবৃত্তির পরিবর্ত্তে কোন রঙ্গালয়ে অভিনেতার কার্য্যভার গ্রহণ করিত, তাহা হইলে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিত, এবং প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সগৌরবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত।—কিন্তু দস্যু সমাজের নেতৃত্বই সে প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিল।

ইগ্‌লফ আরদালীটাকে ভুলাইবার জন্য তাহার সঙ্গীদের বলিল, "প্রভুর ইচ্ছা! তিনি যখন যে অবস্থায় রাখেন—সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা তাঁহার অপার করুণায় নির্ভর করিয়া প্রসন্ন মনে যেন সকল ক্ষতি সহ্য করিতে পারি।"

আরদালী তিন পেয়ালা চা নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল; তাহার পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইবামাত্র ইগ্‌লফ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হতভাগা ব্লেক লীড্‌সে মরিতে আসিয়াছে! সে বেটাকে খুন করিতে হইবে; বুঝিয়াছ, শীঘ্র তাহাকে সাবাড় করা দরকার; যেন সে আর লণ্ডনে ফিরিতে না পারে। তাহার অনধিকারচর্চ্চা অসহ্য, প্রাণদণ্ডই তাহার একমাত্র শাস্তি, বুঝিয়াছ? লীড্‌সের পুলিশগুলাকে আমি গ্রাহ্য করি না, তাহাদিগকে এক পাল ভ্যাড়া মনে করি; কিন্তু এই ব্লেক অতি ভয়ঙ্কর লোক!"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "ব্লেক আমার পরম বন্ধু! আমিই তাহার সাবাড়ের ভার গ্রহণ করিলাম।"

মণ্টি বলিল, "কিন্তু আর একটা কথা ত ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না; সেই পেত্‌নীটা আজ রাত্রি ঠিক দশটার সময় আমাদিগকে তাহার সম্মুখে হাজির হইতে আদেশ করিয়াছে। কড়া তলপ! আমাদিগকে ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হইতেই হইবে—নতুবা—"

সিভিলিটি স্মিথ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "আমাদের ভাগ্যে কি আছে সে কথা স্মরণ করাইবার প্রয়োজন নাই। যে যমের দপ্তর তাহার হাতে আছে তাহা দিবা রাত্রি সরু সূতায় বাঁধা খাঁড়ার মত আমাদের মাথার উপর ঝুলিতেছে—ছিঁড়িয়া পড়িলেই আমাদের দফা শেষ!"

* * * *

ডায়েনা টেম্পল তাহার বাস-ভবনের উপবেশন-কক্ষে বসিয়া মুক্ত বাতায়ন-পথে উদ্যানের বৃক্ষশ্রেণী নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে পূর্ব্ব-রাত্রির লুণ্ঠনের কথা স্মরণ করিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল; তাহার চক্ষুতে প্রতিহিংসানল ফুটিয়া বাহির হইল। তাহার মনে হইল স্কোনবার্গের যে ক্ষতি করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে; ঐরূপ দণ্ডই তাহার প্রাপ্য। যুদ্ধের সময় সে ব্যবসায় উপলক্ষে

স্বদেশের লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড আত্মসাৎ করিয়াছিল; এক শিলিংএর জিনিস সে এক পাউণ্ডে বিক্রয় করিয়াছিল, কারণ দেশের তখন অত্যন্ত দুর্দ্দিন। সে যে সকল পোষাকের কাপড় পূর্ব্বে জলের দামে কিনিয়া রাখিয়াছিল, তাহা তখন অন্যত্র সংগ্রহ করিবার উপায় ছিল না; এ জন্য সে তদ্দ্বারা পোষাক প্রস্তুত করিয়া অগ্নিমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলেও সে অবাধে দরিদ্রের শোণিত শোষণ করিয়া রাশি রাশি অর্থ সঞ্চয় করিতেছিল। সে কোন হাসপাতালে বা কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে কোন দিন একটি পেণীও দান করে নাই। এ সকল সংবাদ ডায়েনার সুবিদিত; কারণ সে অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত স্কোনবার্গের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিল। স্কোনবার্গ তাহার রোগের কথা জানিয়াও তাহার ছুটী মঞ্জুর করে নাই, তাহাকে ইস্তফানামা দাখিল করিতে বাধ্য করিয়াছিল; ইহার কারণ স্মরণ হওয়ায় সে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। ডায়েনা অসাধারণ সুন্দরী, তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া সেই নরপশু তাহার নিকট অপমানজনক প্রস্তাব করিয়াছিল, এবং সে দরিদ্র বলিয়া তাহাকে অর্থের লোভ দেখাইয়া তাহার দেহ ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিল! ডায়েনার ইচ্ছা হইয়াছিল সেই স্বর্ণ-গর্দ্দভের মুখে পদাঘাত করিয়া চাকরী পরিত্যাগ করে; কিন্তু স্কোনবার্গ কলঙ্ক-প্রচারের ভয়ে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহার সহিত আপোষ করিয়াছিল। সেই আপোষের এই পরিণাম!—ডায়েনাকে রোগাতুর ও বিপন্ন দেখিয়া সে তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিল। সেক্রেটারীর কার্য্যে তাহার অসাধারণ দক্ষতা না থাকিলে তাহাকে হয় ত বহুপূর্ব্বেই পদচ্যুত হইতে হইত।

ডায়েনা মনে মনে বলিল, "আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে স্কোনবার্গের অর্থে কোন কোন হাসপাতালের অর্থকষ্টের লাঘব করিতে হইবে।"—স্কোনবার্গের সিন্দুকে যে দশ হাজার পাউণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, তাহা আর্ত্তের ও পীড়িতের দুঃখ কষ্ট, অভাব ও রোগ-যন্ত্রণা প্রশমনের পক্ষে নিতান্তই অল্প; বিশেষতঃ তাহার কঠিন সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য ও তাহার দুর্ব্বিনীত দুর্দ্দান্ত অনুচরবর্গের অভাব মোচনের নিমিত্ত এই অর্থের অর্দ্ধাংশ তাহাকে নিজের তহবিলে সঞ্চিত রাখিতে হইবে। মণ্টি লেম, ইগ্‌জক, সিভিলিটি স্মিথ, ও বিশপ প্রভৃতি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দুঃসাহসী দস্যুদলকে সে স্বেচ্ছায় পরিচালিত করিতে না পারিলে তাহার সঙ্কল্পসিদ্ধির আশা নাই। তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে হইলে তাহাদের সকল অভাব দূর করিতে হইবে; তাহা প্রচুর অর্থসাপেক্ষ। তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতে না পারিলে তাহার সকল আশা বিফল হইবে বুঝিয়া সে নানা স্থান হইতে অর্থ লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করিয়াছিল।

ডায়েনা টেম্পল খড়খড়ির পাখী নামাইয়া দিয়া (drew down blind.) সেই কক্ষের দ্বার অর্গলরুদ্ধ করিল। তাহার পর সে পুস্তকের আলমারির নিকট আসিয়া একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক বাহির করিয়া লইল; তাহা চামড়া-মোড়া খাতা। এই খাতাই সে হ্যামার্টন গ্রীসের সিন্দুক হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, এবং এই 'কৃতান্তের দপ্তর' নামক খাতার সাহায্যে সে দস্যু সমাজের নেতৃত্বের অধিকারিণী হইয়াছিল; লণ্ডনের সকল দুর্দ্দান্ত দস্যু তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল।

সেই খাতায় কেবল যে দস্যু তস্করগণেরই গুপ্ত রহস্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল এরূপ নহে; লণ্ডন সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয়, তাঁহাদের অনেকের গুপ্ত অপরাধ ও নৈতিক অধঃপতনের ইতিহাসও অকাট্য প্রমাণ সহ তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ডায়েনা টেম্পল সেই খাতাখানির অধিকাংশ পূর্ব্বেই পাঠ করিয়াছিল। সেদিন তাহার বিভিন্ন অংশ পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিল। সে স্কোনবার্গের অনেক গুপ্ত কীর্ত্তির কাহিনী সেই খাতার নানা স্থানে সন্নিবিষ্ট দেখিল; তাহা পাঠ করিয়া তাহার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল, এবং তাহার ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল স্কোনবার্গের প্রতি সে যে দণ্ড-বিধান করিয়াছে, তাহার অপরাধের তুলনায় তাহা অত্যন্ত লঘু; তাহার আরও কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত। * * *

'নর্দ্দারণ টেম্পারেন্স' হোটেলের অদূরে পথের ধারে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া স্মিথ অধীর হইয়া উঠিল। সেই রাত্রে শীতের প্রাখর্য্য অত্যন্ত অধিক হওয়ায়, পথে দাঁড়াইয়া সে শীতে হী-হী করিয়া কাঁপিতে লাগিল; 'ডিনার জ্যাকেটে'র উপর কলারের বোতাম আঁটিয়াও তাহার শরীর গরম হইল না। তাহার পর সে যখন বুঝিতে পারিল—কেহ কেহ দূরে থাকিয়া সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেছে—তখন তাহার চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠা বর্দ্ধিত হইল।

স্মিথ হোটেল-সন্নিহিত পথে প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিল ; কিন্তু সে মিঃ ব্লেকের আদেশে যে দুই মূর্ত্তির অনুসরণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে সেই সময়ের মধ্যে হোটেলের বাহিরে আসিতে দেখিল না। তাহার সন্দেহ হইল সেই হোটেলের পশ্চাতে কোন গুপ্ত দ্বার আছে, এবং সেই দুইজন লোক হয় ত সেই পথেই হোটেল ত্যাগ করিয়াছে ; কিন্তু তাহার এই সন্দেহ সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য হোটেলে প্রবেশ করিতে তাহার সাহস হইল না। তাহার আশঙ্কা হইল—সে সেই স্থান ত্যাগ করিলে লোক দুইটি তাহার অলক্ষ্যে হোটেল হইতে বাহির হইয়া অদৃশ্য হইতেও পারে ; তখন সে কোথায় গিয়া তাহাদের সন্ধান পাইবে ?

আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর স্মিথ হতাশ হইয়া সেই স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে—সেই সময় মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ হোটেল হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে নিউ ব্রিগেটের দিকে চলিল ; স্মিথও তৎক্ষণাৎ নূতন উৎসাহে দূরে থাকিয়া তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। তাহারা উভয়ে মেরিয়ন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া তাড়াতাড়ি একখানি ট্রাম-গাড়ীতে উঠিয়া বসিল ; চলন্ত ট্রামখানি তাহাদিগকে লইয়া গন্তব্য পথে প্রস্থান করে দেখিয়া স্মিথ কি উপায়ে তাহাদের অনুসরণ করিবে তাহা হঠাৎ স্থির করিতে পারিল না। কিন্তু সে যখন দেখিল তাহারা ট্রাম-গাড়ীর ভিতরে না বসিয়া গাড়ীর দোতালায় উঠিল, তখন সে তাড়াতাড়ি সেই ট্রামেই উঠিয়া এক কোণে বসিয়া পড়িল। মণ্টি লেন ও সিভিলিটি ট্রাম-গাড়ীর দোতালায় থাকায় তাহাকে দেখিতে পাইল না ; কিন্তু স্মিথ সিঁড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার আশা হইল—তাহারা তাহার অজ্ঞাতসারে নামিয়া অদৃশ্য হইতে পারিবে না।

প্রায় দশ মিনিট পরে মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ ট্রাম-গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি স্কিনার লেনের ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহারা গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র স্মিথ ট্রাম-গাড়ীতে আর অপেক্ষা না করিয়া সেই চলন্ত গাড়ী হইতে পথে নামিয়া পড়িল। সে দস্যুদ্বয়ের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেখিতে পাইল—তাহারা কয়েকটি গলি পার হইয়া অন্য একটি পথে আসিল, এবং একটি দোতালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দুই এক মিনিট মৃদুস্বরে কি পরামর্শ করিল। স্মিথ তখন দশ বার গজ দূরস্থ অন্য একখানি অট্টালিকার প্রাচীর ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্মিথ তাহাদের পরামর্শ শুনিতে না পাইলেও মণ্টি লেনের মুখে ইগ্‌লফ ও চার্লি চ্যাটের নাম শুনিতে পাইল ; সে কার্কষ্টল আব্বের উল্লেখ করিয়া আরও কি বলিল। এই সকল নাম শুনিয়া স্মিথ অত্যন্ত উৎসাহিত হইল ; সে মনে মনে বলিল, "কর্ত্তা ত উহাদিগকে ঠিক চিনিয়াছিলেন ! উহারা নিশ্চয়ই ইগ্‌লফের দলের লোক ; নতুবা তাহার কথার আলোচনা করিবে কেন ? দেখিতেছি আমার পরিশ্রম বিফল হয় নাই !"

সেই পথে তখন সেই দুইজন দস্যু এবং স্মিথ ভিন্ন অন্য কোন পথিকের সমাগম ছিল না। স্মিথ অতঃপর কি করিবে—তাহাই চিন্তা করিতেছিল ; সেই সময় মণ্টি লেন সেই অট্টালিকার দ্বারের সম্মুখে গিয়া রুদ্ধদ্বারে কয়েকবার আঙ্গুলের টোকা দিল। মুহূর্ত্ত পরে একটি ক্ষীণাঙ্গী বৃদ্ধা সেই দ্বার খুলিয়া দিল ; তখন মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

স্মিথ ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিল। তাহার মনে হইল মিঃ ব্লেক তাহার নিকট হইতে সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কারণ স্মিথকে বিদায় দেওয়ার পর এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সংবাদ দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ-প্রায় ; কিন্তু সে যাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল এবং যাহাদিগকে ইগ্‌লফের দলের লোক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ সংগ্রহ না করিয়া ফিরিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে স্থির করিল—উহারা আর কোথায় যায় বা কি করে তাহা জানিয়া টেলিফোনে মিঃ ব্লেককে সকল কথা বলিবে।

সেই অট্টালিকার কয়েক গজ দূরে একটি গলি ছিল ; সেই গলিটি উক্ত অট্টালিকার পশ্চাৎ দিয়া আর একটি পথে মিশিয়াছিল। স্মিথ তাড়াতাড়ি সেই গলিতে প্রবেশ করিয়া অট্টালিকার পশ্চাতে উপস্থিত হইল, এবং একটি প্রাচীর দেখিতে পাইল। সেই প্রাচীরটি আট ফিট উচ্চ। সে সেই প্রাচীর পার হইতে পারিলে অট্টালিকার পশ্চাতের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিতে পারিবে বুঝিয়া সেই প্রাচীরের কাছে দাঁড়াইয়া চারি দিক দেখিতে লাগিল। গলির ভিতর আলো ছিল না ; সেই অট্টালিকার পশ্চাতের একটি কক্ষের জানালার ভিতর দিয়া সে দীপালোক দেখিতে পাইল।

স্মিথ মনে মনে বলিল, "ঐ আলোকিত কুঠুরীটার ভিতরটুকু যদি এক নজর দেখিতে পাইতাম ! কাযটা একটু বিপজ্জনক হইলেও—"

সে হঠাৎ বুকের পকেটে করাঘাত করিতেই সেই পকেটে সংরক্ষিত পিস্তলটা দুলিয়া উঠিল; তাহার পর সে সেই প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টায় পা বাধাইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতে লাগিল। সে বিড়ালের মত অবলীলাক্রমে নিঃশব্দে প্রাচীরে উঠিতে পারিত। (could chimb like a cat and as noiselessly.) সেই প্রাচীরের দ্বারের নিকট শুরকী-ঢাকা একটি গর্ত্ত ছিল। সে সেই শুরকীগুলি সরাইয়া ফেলিয়া তাহার ভিতর একখানি পা গুঁজিয়া দিল; তাহার পর মুহূর্ত্ত মধ্যে সেই প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া বসিল, এবং দুই হাতে প্রাচীরের কার্ণিস ধরিয়া ভিতরের দিকে ঝুলিয়া পড়িল।

স্মিথ ভিতরের আঙ্গিনায় নামিয়া মিনিট-দুই স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সম্মুখে চাহিয়া নীচের তালার একটি কুঠুরীর জানালা কয়েক ইঞ্চি খোলা দেখিতে পাইল। সেই কক্ষে কোন কোন লোক নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল; তাহাদের অস্ফুট কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণগোচর হইল।

স্মিথ ধীরে ধীরে সেই জানালার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার ধারীর নীচে দাঁড়াইল, তাহার পর কাণ পাতিয়া লোকগুলির পরামর্শ শুনিতে লাগিল! তাহাদের কথা শুনিয়া তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল! স্মিথ রুদ্ধনিশ্বাসে শুনিল, একজন ক্রোধ-বিচলিত কর্কশ স্বরে বলিতেছিল, "আমার উপর সকল ভার দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার বন্ধু! ব্লেক কি আমাকে অল্প কষ্ট দিয়াছে? তাহার ব্যবহার আমি জীবনে ভুলিতে পারিব না; এবার আমি তাহাকে সাবাড় না করিয়া নিশ্চিন্ত হইব না। কোসার কিডের প্রতিজ্ঞা অটল; তাহার কথা কখন মিথ্যা হয় না; সে মিথ্যা জাঁক করিতেও জানে না।"

· বক্তার এই সকল কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গী বলিল, "কিন্তু তুমি সতর্ক ভাবে কায না করিলে ঠকিবে কোসার! আমরা সেফীল্ডে যাইব ত, সেখানে না যাওয়া পর্য্যন্ত তুমি কোন রকম হাত খেলাইবার চেষ্টা করিও না। আমরা সেখানে গিয়া কায আরম্ভ করিব। আমাদের দলের যে সকল লোক সেফীল্ডে আছে—তাহারা কন্‌ষ্টেবলগুলাকে ভুলাইয়া তফাতে লইয়া যাইতে পারিবে।"

যে ব্যক্তি এই সকল কথা বলিল, স্মিথ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া কোসার বলিল, "না, না; তোমার ওকথা নিতান্ত বাজে কথা। বিলম্ব করিয়া ফল কি? আজ রাত্রে যদি সুযোগ পাই, তবে তাহা ত্যাগ করিবার কি কোন কারণ আছে? দেখ মণ্টি, তুমি লেখাপড়া জানা লোক; তুমি তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার একটা ফন্দী বাহির করিতে পারিবে না? তুমি একখান চিঠি লিখিয়া ব্লেককে জানাও—ইগ্‌লফ কোথায় লুকাইয়া আছে —তাহা তাহাকে বলিতে পারিবে; কিন্তু তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে তোমার সাহস হয় না, এইজন্য তাহাকে তোমার কাছেই আসিতে হইবে। সে ইগ্‌লফকে ধরিবার লোভে ফাঁদে পা দিলেই আমি তাহাকে সাবাড় করিব।"

স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইল, সে কোসার কিড্‌কে চিনিত। ঘোড়-দৌড়ের খেলায় সে বহু লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; নরহত্যায় তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা ছিল না, এবং সে বহু লোককে খুন করিয়াছিল। সেই খুনে দস্যুও লীড্‌সে আসিয়াছে! —লীড্‌সে সহসা অসংখ্য দস্যু-সমাগমের কারণ কি —স্মিথ তাহা বুঝিতে পারিল না; কিন্তু এই উত্তরাঞ্চলে দস্যুদলের জটলার মূলে যে কোন গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল—ইহা সে সহজেই বুঝিতে পারিল, এবং মিঃ ব্লেক তাহাকে এই প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহাও তাহার স্মরণ হইল।

মুহূর্ত্ত পরে স্মিথ সিডিলিটি স্মিথের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল; সে বলিল, "কোসার কিড্ মন্দ কথা বলে নাই, কিন্তু সেই পেত্‌নী-মাগী থাকিতে ও সকল ফন্দী খাটিবে কি?—সে আমাদের সকলকে মুঠার ভিতর পুরিয়াছে, আমরা কাহারও মাথা লইবার চেষ্টা করিলে সে রাগিয়া আগুন হইবে; আমাদিগকে ইচ্ছামত কায করিতে দিবে না। তাহার অবাধ্য হইয়া কোন কায করিব—সে শক্তি আমাদেরই নাই। নরহত্যায় সে নারাজ।"

মণ্টি লেন সক্রোধে বলিল, "সেই হারামজাদীর মাথায় বাজ পড়ুক! রবার্ট ব্লেকের সঙ্গে আমাদের ঘরাও বিরোধ। (Private feud.) সে সর্ব্বনাশীর অনধিকারচর্চ্চা কে গ্রাহ্য করে?"

সহসা পশ্চাতের প্রাচীরের দ্বার খুলিবার ঝন্ ঝন্ শব্দ শুনিয়া মণ্টি লেন ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া সেই

দিকে দৃষ্টিপাত করিল। স্মিথ সেই দিকেই জানালার নীচে দাঁড়াইয়া ছিল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

কোসার কিড্ নামক দস্যু মণ্টিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "চিন্তার কোন কারণ নাই বন্ধু! পিট আসিতেছে।—সে যখন আসে, ঠিক ঐ ভাবেই আসে।"

আগন্তুক খিড়কী দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিল। স্মিথ ধরা পড়িবার ভয়ে লুকাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু সেখানে লুকাইবার উপায় ছিল না। ক্ষুদ্র আঙ্গিনা, চারি দিক খোলা! আগন্তুক স্মিথকে অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া কর্কশ স্বরে বলিল, "ওখানে দাঁড়াইয়া কে? কে হে তুমি?—কোসার! এখানে কে এক বেটা গাঁটা দিয়া—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই স্মিথ এক লম্ফে সেই জোয়ানটার সম্মুখে গিয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল! নবাগত দস্যু হঠাৎ এই ভাবে আক্রান্ত হওয়ায় বে-সামাল হইয়া পড়িল। সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে নাই; কিন্তু স্মিথের কবল হইতে উদ্ধার লাভের জন্য তাহাকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তখন স্মিথ তাহার চুয়ালে প্রচণ্ড বেগে এক ঘুসি মারিল। সেই ঘুসি খাইয়া জোয়ানটা মাটীতে চিত হইয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইল; তাহার পর সে তাহার হাতের এক গাছা কাল রুল দিয়া স্মিথের ললাট লক্ষ্য করিয়া সবেগে আঘাত করিল; কিন্তু স্মিথ মুহূর্ত্ত মধ্যে মাথা সরাইয়া লওয়ায় রুল তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিল না। সেই সময় সে তাহার পশ্চাতে কয়েকজন লোকের সক্রোধ হুঙ্কার ও পদশব্দ শুনিয়া পকেট হইতে তাড়াতাড়ি পিস্তল বাহির করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু সে পকেটের পিস্তল স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই একজন আততায়ী তাহার পশ্চাতে লাফাইয়া-পড়িয়া দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। স্মিথ মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে আরও দুইজন আসিয়া তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল।

স্মিথ তিন জন আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও তাহাদের সহিত বনবিড়ালের মত যুদ্ধ করিতে লাগিল। (fighting like a wild cat.) কিন্তু তাহার গলায় এ রকম চাপ পড়িল যে, তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল; তাহার দুই চক্ষু যেন ঠেলিয়া বাহির হইল! সে হা করিয়া হাঁপাইতে লাগিল। তাহার মনে হইল কেহ অত্যুত্তপ্ত লোহার সাঁড়াশী দিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছে; প্রাণ যায় আর কি! তাহার দেহ অসাড় হইল, এবং চেতনা হ্রাস হইতে লাগিল।

স্মিথ নিরুপায় হইয়াও সম্মুখস্থ একজন দস্যুকে সবেগে পদাঘাত করিল। তাহার জুতা সমেত লাথি দুরমুখের মত সেই দস্যুর তলপেটে আঘাত করিল। দস্যুটা আর্ত্তনাদ করিয়া চিত হইয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই স্মিথের মস্তকে রুলের আঘাত হইল। সেই আঘাতে স্মিথ হতচেতন ও ধরাশায়ী হইল।

পিট নামক নবাগত দস্যু স্মিথের অবস্থা দেখিয়া উল্লাসভরে বলিল, "এবার বেটাকে মাটী লইতে হইয়াছে!—পুলিশের গুপ্তচর না কি?"

কোসার কিড্ শীর্ণদেহ দীর্ঘাকৃতি যুবক, কোকেন-খোরের মত চেহারা; মুখ বিবর্ণ, অধরোষ্ঠ শুষ্ক। সে পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া সেই আলোকে স্মিথের মুখ দেখিয়া লইল, তাহার পর হরিদ্রাভ দন্তশ্রেণী বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, গুপ্তচর বটে, কিন্তু পুলিশের নয়; এটা গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেকের সেই তল্পিদার। উহার নাম স্মিথ!"

কোসার কিড্ পকেট হইতে ক্ষুর বাহির করিয়া তাহা সংজ্ঞাহীন স্মিথের কণ্ঠে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল! তাহা দেখিয়া মহাপাপিষ্ঠ মণ্টি লেনও বিচলিত হইয়া উঠিল। সে কোসার কিডের কার্য্যে বাধা দেওয়ার জন্য তাহার হাত হইতে ক্ষুরখানি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ! করিতেছ কি? মিস্ ডেথ যদি তোমার ব্যবহারের কথা জানিতে পারে তাহা হইলে তোমার কি অবস্থা হইবে ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "ক্ষুরখান সেই পেত্নীটার গলায় চালাইতে পারিলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতাম; কিন্তু সে সাধ্য আমাদের নাই। পিট, ব্লেকের ঐ কারপরদাজটাকে তুলিয়া ঘরের ভিতর লইয়া চল। উহাকে লইয়া কি করা যাইবে, তাহা পরে স্থির করা যাইবে। এই ছোকরা এখানে কেন আসিয়াছিল বুঝিয়াছ ত? ব্লেক আমাদের সন্ধান পাইয়াছে; সে হয় ত এখানে আমাদের গ্রেপ্তার করিতে আসিতেছে! আশঙ্কার কথা বটে; এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি তাহাই আগে স্থির কর।"

সপ্তম পর্ব্ব

মিস্ ডেথ কে?

সুপ্রসিদ্ধ বণিক সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার আফিসে বসিয়া কাজ করিতে-ছিল, সে সময় তাহার আফিসে অন্য কোন লোক ছিল না। সেই বৃহৎ অট্টালিকা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সার জুলিয়সের সম্মুখে ডেস্কের উপর চেকবহি ও একখানি খাতা; কিন্তু সেখানি সাধারণ খাতা নহে, তাহা তাহার হৃদয়শোণিতের ন্যায় প্রিয় বস্তু, তাহার ব্যাঙ্কের পাশ-বহি। সেই পাশ-বহিখানি সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া সার জুলিয়স্ গভীর চিন্তায় মগ্ন।

সহসা পশ্চাতে পদশব্দ শুনিয়া সার জুলিয়সের চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল; সে চমকিয়া মাথা তুলিতেই অদূরে তাহার দোকানের নৈশ-প্রহরীকে দেখিতে পাইল; কিন্তু সে প্রহরীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই প্রহরী বিনীত ভাবে বলিল, "হুজুর বেয়াদপি মাফ করিবেন; সার্জ্জেণ্ট ডাউকিন্‌স একবার আপনার সঙ্গে দেখা করিবেন, তাঁহার কি বলিবার আছে।"

সার জুলিয়স্ বিরক্তি ভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "এই হতভাগা পুলিশম্যানগুলার বেয়াদপি অসহ্য; তাহাদের সময় অসময় জ্ঞান নাই!—আচ্ছা, তাহাকে এখানে লইয়া এসো ষ্টোক্‌স!"

সার জুলিয়সের প্রহরী দ্বারপ্রান্তে ফিরিয়া গিয়া নীলপরিচ্ছদধারী একটি বিশালকায় মূর্ত্তিকে (a burly, blue-uniformed figure,) তাহার অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিল। সেই জোয়ানটি সার জুলিয়সের সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রম শিরস্ত্রাণ স্পর্শে করিল, তাহার পর বিনীতভাবে বলিল, "সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট সাহেব আপনাকে সেলাম জানাইয়া আমার সঙ্গে অবিলম্বে টাউন হলে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, ডাকুটাকে গিরেফ্‌তার করিয়া সেখানে হাজির করা হইয়াছে।"

সার জুলিয়স এই সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া সোৎসাহে বলিল, "কি বলিলে? সেই ডাকাতটা ধরা পড়িয়াছে? তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া টাউন হলে হাজির করা হইয়াছে?—সুসংবাদ, তোফা! আমার বিশ্বাস, মিঃ ব্লেকের চেষ্টাতেই ডাকাতটা এত শীঘ্র—"

সার্জ্জেণ্ট সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মহাশয়, মিঃ ব্লেক তাহাকে গিরেফ্‌তার করিতে পারেন নাই; আমাদের ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচারের কৌশলেই সেই ডাকু ধরা পড়িয়াছে।"

সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গ এই সংবাদে অধিকতর উৎসাহিত হইয়া বলিল, "চমৎকার!—এই সংবাদে আমি ভারী খুসী হইলাম সার্জ্জেণ্ট!" এ সংবাদে সত্যই যেন সার জুলিয়সের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। সার জুলিয়স্ মিঃ ব্লেককে বলিয়াছিল—তিনি দস্যুটাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিলে যে 'ফি' চাহিবেন—তাহাই পাইবেন। সুতরাং যদি দস্যুটা তাঁহার হাতে ধরা পড়িত তাহা হইলে মিঃ ব্লেকের দাবীর টাকাগুলি তাহাকে বাহির করিয়া দিতে হইত; সম্ভবতঃ তিনি বিস্তর টাকা 'ফি' চাহিয়া বসিতেন; কিন্তু স্থানীয় ইন্‌স্পেক্টর দস্যুটাকে গ্রেপ্তার করায় মিঃ ব্লেককে কিছুই দিতে হইবে না। এই জন্যই সার জুলিয়সের মন আনন্দে পূর্ণ হইল।

সার্জ্জেণ্ট বলিল, "আপনাকে লইয়া যাইবার জন্য আমি গাড়ী আনিয়াছি। গাড়ী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে।"

সার জুলিয়স্ সার্জ্জেণ্টের কথা শুনিয়া চেক-বহি ও ব্যাঙ্কের খাতাখানি ডেস্কের উপর হইতে তুলিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া সার্জ্জেণ্টের মুখের দিকে চাহিল। সার্জ্জেণ্ট তাহাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

সার জুলিয়স্ দোকানের বাহিরে আসিয়া সদর দরজা বন্ধ করিল; তাহার পর সুদীর্ঘ বারান্দা অতিক্রম করিয়া দেউড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। সে চলিতে চলিতে সার্জ্জেণ্টকে বলিল, "লোকটা কে? ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার কি কৌশলে তাহাকে গ্রেপ্তার করিলেন?—আমার বিশ্বাস ডাকাতটার আড্ডা খানাতল্লাস করিয়া চোরা মাল সমস্তই—"

সার্জ্জেণ্ট মাথা নাড়িয়া বলিল, "আপনার ঐরূপ বিশ্বাসের কোন মূল্য নাই, কারণ চোরা মাল কিছুই পাওয়া যায় নাই; তবে আপনি সেখানে গিয়া ডাকাতটাকে জেরা করিলে চোরা মালের সন্ধান পাইতেও পারেন। আপনি সেখানে পৌছিলেই সকল ব্যাপার জানিতে পারিবেন।"

সার জুলিয়স্ সার্জ্জেণ্টের সঙ্গে কার্কটল রোডে আসিয়া একখানি মোটর-কার দেখিতে পাইল; গাড়ীখানির দ্বার জানালাগুলি রুদ্ধ ছিল। সার্জ্জেণ্ট স্বয়ং তাহার দ্বার খুলিয়া সার জুলিয়স্‌কে গাড়ীতে

তুলিয়া দিল, তাহার পর সে নিজে উঠিয়া তাহার পাশে বসিল।

সার জুলিয়সের আত্মসম্মানে বোধ হয় আঘাত লাগিল। যে দাঙ্গর ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এবং এক বিন্দু তৈল ব্যয় না করিয়াও সরকারের নিকট মহাসম্মানের 'সার' উপাধি লাভ করিয়াছিল, একজন সার্জ্জেণ্ট সেই গাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অসঙ্কোচে তাহার পাশে বসিল! পাহারাওয়ালার এরূপ স্পর্দ্ধা অমার্জ্জনীয়।

যাহা হউক, সার জুলিয়স তাহার ব্যবহারের প্রতিবাদ না করিয়া নীরস স্বরে বলিল, "কি বলিলে তুমি? ডাকাতটা ধরা পড়িল, অথচ তাহার আড্ডায় নোট ও গিনিগুলি পাওয়া গেল না! তবে কি সে এই অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলি সরাইয়া ফেলিবার সুযোগ পাইয়াছিল?

সার্জ্জেণ্ট মুখের কথায় উত্তর দিল না, কিন্তু হাতের কাযে যে উত্তর দিল—তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত! সে এক হাতে সার জুলিয়সের ঘাড় ধরিয়া অন্য হাতে তাহার নাক টিপিয়া ধরিল; সেই হাতে একখানি ভিজে রুমাল ছিল, রুমালখানি হইতে একটা উৎকট উগ্র গন্ধ বাহির হইতেছিল। সেই ভিজে রুমালের চাপে সার জুলিয়সের নাসারন্ধ্রে সেই গন্ধ প্রবেশ করিল।

সার জুলিয়স্ সার্জ্জেণ্টের হাত ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য মুহূর্ত্ত মাত্র চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার হাত দুইখানি আড়ষ্ট ভাবে দুই পাশে ঝুলিয়া পড়িল। আক্রমণটা এরূপ আকস্মিক যে, সার জুলিয়স্ আত্মরক্ষার জন্য একটুও ধস্তাধস্তি করিবার অবসর পাইল না। তাহার সকল ইন্দ্রিয় বিকল হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ কাঠের গুঁড়ির মত তাহার সঙ্গী সেই পুলিশ সার্জ্জেণ্টের পাশে লুটাইয়া পড়িল।

তখন সার্জ্জেণ্টটা ঈষৎ হাসিয়া সেই গাড়ীর কথা কহিবার নলটি (speeking tube) হাতে তুলিয়া লইল, তাহার পর সোফেয়ারকে বলিল, "কায হাসিল চার্লি!—এত সহজে কার্য্যোদ্ধার হইবে—ইহা আশা করি নাই। দর্জ্জির সর্দ্দার গাড়ীর ভিতর কুপোকাৎ!"

চার্লি চ্যাট সেই গাড়ী চালাইতেছিল। সে হাসিয়া বলিল, "তোমার ভাগ্য ভাল ট্রেড্‌ওয়েল! যদি এত সহজে কৃতকার্য্য হইতে না পারিতে, তাহা হইলে কি কর্ত্রীকে মুখ দেখাইতে পারিতে?"

ট্রেড্‌ওয়েল আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত; সুতরাং কাহার কৌশলে সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গের এই দুর্দ্দশা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ট্রেড্‌ওয়েলের সার্জ্জেণ্টের ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছিল।

* * * *

অন্য দিকে মিঃ ব্লেকও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তিনি পুলিশের সাহায্যে লীড্‌স হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, দশ দিন পূর্ব্ব হইতে যে সকল লোক লীড্‌সে আসিয়া হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের নাম, ধাম, পেশা, প্রভৃতি বিবরণ পুলিশে দাখিল করিতে হইবে।—কিন্তু ইহাতে তিনি কোন ফল পাইলেন না; হোটেল হইতে পুলিশের নিকট বিস্তর লোকের নাম প্রেরিত হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কাহাকেও সন্দেহ করা তাঁহার অসাধ্য হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, হোটেলের খাতায় কোন দস্যু তস্কর ঠিক নাম লিখিয়া রাখে নাই। সকলেই এক একটা কাল্পনিক নাম ব্যবহার করিয়াছে। কতকগুলি নাম নিতান্ত সাধারণ যথা—ব্রাউন, স্মিথ, রবার্টস, চার্লস। আবার কোন কোন দস্যু কোন বিখ্যাত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের নায়কের নাম গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা হোটেলের রেজেষ্ট্রী-বহির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে! মিঃ ব্লেক ডাইরেক্টরী আনাইয়া নামগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না, অবশেষে একটি নাম দেখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন; নামটি কর্ণেল এল, মণ্টেগু, ঠিকানা—জুনিয়র সার্ভিস ক্লাব, পল্‌মল।

কর্ণেল এল্ মণ্টেগু—মণ্টি লেনের ছদ্মনাম, মিঃ ব্লেক ইহা জানিতেন। সুতরাং এই নামটি দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন মণ্টি লেন সম্পূর্ণ মিথ্যা নাম ব্যবহার করে নাই। হোটেলের ঠিকানা হইতে তিনি জানিতে পারিলেন মণ্টি লেন বোয়ার লেনের গ্রীফিন হোটেলে বাস করিতেছিল। মিঃ ব্লেক জেকোমেলির রেস্তোরাঁয় আহার করিতে গিয়া যে দুই ব্যক্তিকে সন্দেহ করিয়াছিলেন অথচ ঠিক চিনিতে পারেন নাই, তাহাদেরই একজন মণ্টি লেন এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন। উৎসাহে তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। তাঁহার মনে হইল তাঁহার ভ্রম হইতেও পারে; কিন্তু যখন সন্দেহ হইয়াছে তখন নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। তিনি ওভারকোটে সজ্জিত হইয়া গ্রীফিন হোটেলের দিকে চলিলেন। সেই হোটেলে উপস্থিত হইয়া মণ্টি

লেনের সন্ধান লইবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল।

মিঃ ব্লেক গ্রীফিন হোটেলে উপস্থিত হইয়া হলের আরদালীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; লোকটিকে বশীভূত করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না। তিনি সেই আরদালীর নিকট জানিতে পারিলেন—মণ্টেগু কয়েক দিন হইতে সেই হোটেলের ৫৪ এ নং কুঠুরীতে বাস করিতেছে। কিন্তু সে সকালে হোটেলে ছিল কি বাহিরে গিয়াছিল আরদালী তাহা বলিতে পারিল না। তবে সে কিছুকাল পূর্ব্বে তাহার একজন বন্ধুর সঙ্গে বাহিরে বেড়াইতে গিয়াছিল; তাহার সেই বন্ধুটির নাম অতি অদ্ভুত—টিম্স কি টিমিন্স এই রকম; লোকটিকে দেখিয়া দালাল বা কোন সদাগরের সরকার বলিয়াই মনে হয়। আরদালী তাহার কার্ড দেখিয়াছিল, এজন্য তাহার নাম স্মরণ রাখিতে পারিয়াছিল।

মিঃ ব্লেক আরদালীকে পুরস্কারে পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন—তিনি কর্ণেলের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিবেন। তাহার পর তিনি ধীরে ধীরে দোতালায় উঠিলেন। তিনি বারান্দা দিয়া ধূমপানের কক্ষে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু সেই কক্ষে জনপ্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। সেই রাত্রে গ্রীফিন হোটেলে তখন খানা চলিতেছিল; নীচের খানার কক্ষে বহু লোকের গুঞ্জন-ধ্বনি, মদের বোতল খুলিবার শব্দ, মদের গ্লাসের ঠুংঠাং আওয়াজ মিঃ ব্লেকের শ্রবণগোচর হইল। কিন্তু তিনি সে দিকে না গিয়া দ্বিতলের শয়ন-কক্ষগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, অবশেষে বারান্দার একপ্রান্তে ৫৪ এ নম্বর কামরা দেখিতে পাইলেন।

তিনি সেই কামরার রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার সেই দীর্ঘ বারান্দায় দৃষ্টিপাত করিলেন, কোন দিকে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি পকেট হইতে একটি উজ্জ্বল যন্ত্র বাহির করিলেন, তাহা ইস্পাতনির্ম্মিত, সূক্ষ্মাগ্র। তিনি সেই যন্ত্রটির অগ্রভাগ দ্বারের তালার ভিতর প্রবেশ করাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দ্বার খুলিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মণ্টি লেনের বাস-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে অর্গল রুদ্ধ করিলেন।—এই কার্য্য করিতে তাহার বক্ষঃস্থল মুহূর্ত্তের জন্য কম্পিত হইল না!

কিন্তু এই কাযটি যে অত্যন্ত বিপজ্জনক—ইহা তিনি নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হোটেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশ করিয়া অন্য লোকের জিনিষপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, সেই সময় যদি কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তিনি যতই সাধু পুরুষ হউন, তাঁহার নিষ্কৃতি লাভের উপায় ছিল না।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কোন্ জিনিসটি কোথায় কি ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিলেন। মণ্টি লেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও 'গোছাল' লোক; তাহার পোষাকের টেবিল ও পরিচ্ছদাধার ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। সেই কক্ষের এক কোণে তিনি একটি ট্রঙ্ক দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই ট্রঙ্কের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং পকেট হইতে একটি 'সব্‌খোল' চাবি বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে অতি সহজেই ট্রঙ্কটি খুলিয়া ফেলিলেন।

সেই ট্রঙ্কের ভিতর একটি কালরঙ্গের টিনের বাক্স ছিল; ক্ষুদ্র ক্যাস-বাক্সের মত সেই বাক্সটির আকার। বাক্সটি দেখিয়া মিঃ ব্লেক প্রফুল্ল হইলেন, সেই বাক্সে কি আছে—তাহা অনুমান করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না তিনি অতি সহজেই তাহা খুলিয়া ফেলিলেন; বাক্সের ভিতর যে সকল জিনিষ ছিল, তাহা দেখিয়া তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "যা ভাবিয়াছিলাম—ঠিক তাই; আমার অনুমান মিথ্যা নহে!"

বাক্সের ভিতর দশ বার রকম পরচুলা, নানা প্রকার রঙ্গ, তুলি, চর্ব্বি ও আটা ছিল। ছদ্মবেশ ধারণের জন্য যে সকল সামগ্রী অপরিহার্য্য তাহা সমস্তই সেই বাক্সের বিভিন্ন অংশে সজ্জিত ছিল।

মিঃ ব্লেক জিনিসগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "যে ব্যক্তি এক সময় সৈন্য বিভাগে কর্ণেলের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাকে ছদ্মবেশ ধারণের এই সকল উপকরণ সঙ্গে লইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলে তাহার সাধুতায় সন্দেহ না হইবে কেন?"

ট্রাঙ্কের ভিতর ভাঁজ-করা জ্যাকেটের নীচে তিনি একটা কল্টের পিস্তল দেখিতে পাইলেন। পিস্তলটির ভিতর টোটা সন্নিবিষ্ট ছিল। এতদ্ভিন্ন চিঠি পত্রের একটি বাণ্ডিল দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দুইখানি লেফাপার উপর লীড্‌সের ডাকঘরের মোহর ছিল। মিঃ ব্লেক একখানি লেফাপা হইতে চিঠিখানি বাহির করিলেন; পত্রখানির কাগজ স্থূল, তাহার মাথায় লাল কালীতে নর-কপালের চিত্র অঙ্কিত!—সেই পত্রখানি পাইয়াই

মণ্টি লেনকে লণ্ডন হইতে তাড়াতাড়ি উত্তরাঞ্চলে আসিতে হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "মিস্ ডেথের আহ্বানলিপি! কিন্তু এই মিস ডেথটি কে?"

মিঃ ব্লেক্ পত্রখানি যথাস্থানে রাখিয়া গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না।—তাঁহার মনে হইল—মণ্টি লেন, সিভিলিটি স্মিথ প্রভৃতি দস্যু তস্কর সহজে ভয় পাইবার পাত্র নহে, তাহারা কাহারও আদেশে বশ্যতা স্বীকার করিবে—ইহাও বিশ্বাসের অযোগ্য; অথচ এই রহস্যময়ী নারীর আদেশ অগ্রাহ্য করিতে তাহাদের সাহস হয় নাই; তাহার আহ্বানে সকলেই এখানে আসিয়া জুটিয়াছে। এই অসাধারণ শক্তিশালিনী নারী কে? এই সকল ভীষণপ্রকৃতি, দাম্ভিক ও নির্ভিক দস্যুদলের উপর তাহ'র এরূপ অসামান্য প্রভাবেরই বা কারণ কি?

মিঃ ব্লেক সেই পত্রখানির নীচেই সাইমন ওয়েডের নাম দেখিতে পাইলেন।—নামটি মিঃ ব্লেকের পরিচিত; তিন বৎসর পূর্ব্বে যে হত্যাকাণ্ডের রহস্য কেহই উদ্ঘাটিত করিতে পারে নাই; সেই হত্যাকাণ্ডের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি গভীর বিস্ময়ে বিচলিত স্বরে বলিলেন, "অতি গভীর জলে আমার জাল পড়িয়াছে! হাঁ, এ যে অকূল পাথার!"

তিনি গম্ভীরভাবে অন্য পত্রখানি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন; তাহাতে পূর্ব্বদিন রাত্রি ৯-৩০ মিনিটে ডাকঘরের মোহর পড়িয়াছিল। সেই পত্র কোন বর্ণজ্ঞানরহিত মূর্খের হস্তাক্ষরে (illiterate hand) লিখিত অক্ষরগুলি আঁকাবাঁকা, অসমান, ভাষা অশুদ্ধ পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"ডিয়ার মণ্টি, নাঃ, আর এভাবে এখানে ত নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়া থাকা যায় না। হাত পা নিশ্‌পিশ্‌ করিতেছে; কবে কখন নড়াচড়া করিতে হইবে? কাল এখানে লফ্‌টি লুকে দেখিবা' ভরসা করিতেছি,—যদি সে টিক্‌টিকিগুলার চোখ এড়াইতে পারে। কাল রাত্রি ৯টার সময় এখানে হাজিরা দিবে। সর্দ্দারণীকে বলিবে—আমি এখানে আসিয়া জলের মাছ ডাঙ্গায় উঠিয়াছি।—কোসার।"

লেফাপার উপরে ঠিকানা ছিল—"৫নং রস্কো ষ্ট্রীট, লীড্‌স।"

মিঃ ব্লেক হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তখন রাত্রি সাড়ে আটটা। তিনি পত্রের বাণ্ডিল যথাস্থানে রাখিয়া ট্রঙ্ক বন্ধ করিলেন। এইবার তিনি গুপ্তরহস্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মিস্ ডেথ নাম্নী রমণী বিপুল শক্তির অধিকারিণী হইয়া যে দুর্ভেদ্য রহস্যের সূত্র পরিচালিত করিতেছে, তাহা আয়ত্ত করা অতি দুরূহ ব্যাপার! কিন্তু সেই রমণী কে—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; যে সকল নারীদস্যু সেই সময় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, মিস্ ডেথ তাহাদের কেহ নয়, কোন নূতন কর্ম্মী, অথচ তাহার শক্তি সামর্থ্য অসাধারণ, দস্যুসমাজ তাহার পদানত—এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইলেন।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় রুদ্ধদ্বারে কে করাঘাত করিল! মিঃ ব্লেক বুঝিলেন তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিয়াছে, অবিলম্বে ধরা পড়িতে হইবে। তিনি মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গোপনে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্যে সেই কক্ষের পশ্চাতের জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সে দিক দিয়া পলায়নের উপায় ছিল না। সেই বাতায়নের সম্মুখে উচ্চ প্রাচীর, তাহা অতিক্রম করা অসাধ্য; সেই প্রাচীরে উঠিলে নীচে নামিবার সম্ভাবনা ছিল না। ত্রিশ ফিট নীচে পথ; সেই ত্রিশ ফিট লাফাইয়া পড়িলে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হইবে বুঝিয়া তিনি সেই চেষ্টায় বিরত হইলেন।

রুদ্ধদ্বারে পুনর্ব্বার করাঘাত হইল; দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া নবাগত আগন্তুক অধীর ভাবে পুনঃপুনঃ দ্বারে ধাক্কা দিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক ফাঁদে পড়িয়া ঘামিয়া উঠিলেন। এখন উপায়?

অষ্টম পর্ব্ব

বন্দীযুগল

সার জুলিয়স স্কোনবার্গের চেতনাসঞ্চার হইলে তাহার মনে হইল সে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছে। দুই এক মিনিট সে কিছুই বুঝিতে পারিল না, তাহার পর ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তাহার স্মরণ হইল—সে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার আফিসে বসিয়া কায করিতেছিল—হঠাৎ একটা পুলিশম্যান আসিয়া সংবাদ দিল—তাহারা চোর ধরিয়াছে, তাহাকে টাউন-হলে যাইতে হইবে,—পুলিশ সুপারিন্‌টেনডেণ্টের অনুরোধ। সে আফিস

বন্ধ করিয়া ট্যাক্সিতে উঠিয়াছিল—তাহার পর? তাহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—তাহা অত্যন্ত সাংঘাতিক! পুলিশ-সার্জ্জেণ্টটা তাহার নাকে একখানি ভিজা রুমাল অথবা স্পঞ্জ চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার গন্ধ ক্লোরোফর্মের মত, উগ্র ও দুঃসহ। সেই গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করায় সে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারে নাই।

ধীরে ধীরে সকল কথাই তাহার মনে পড়িল। পুলিশ-সার্জ্জেণ্ট তাহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিল?—ইহা কি সম্ভবপর?—বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; মনে করিল অতিরিক্ত সরাপ টানিয়া সে জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। কিন্তু সত্যই কি স্বপ্ন? সার জুলিয়স বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া নিজের শয্যায় দৃষ্টি ফিরাইল। সে দেখিল একটি সুসজ্জিত কক্ষে সে একখানি কৌচে শায়িত আছে। সেই কক্ষের তিন দিকের দ্বারে সুরঞ্জিত পর্দ্দা। অদূরে একখানি টেবিল ও কয়েকখানি চেয়ার। বিদ্যুতালোকে কক্ষটি আলোকিত; কিন্তু সেই আলোক মৃদু, স্নিগ্ধকর।

সার জুলিয়স কাতর স্বরে বলিল, "কে কোথায় আছ, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও! ঈশ্বরের দোহাই, বলিয়া দাও—আমি এ কোথায় আসিয়াছি?"

মুহূর্ত্তপরে সেই কক্ষের এক দিকের দ্বারের সম্মুখস্থ পর্দ্দা ধীরে ধীরে অপসারিত হইল, এবং লোহিত পরিচ্ছদমণ্ডিতা এক নারীমূর্ত্তি সেই কক্ষে আবির্ভূত হইল। সেই মূর্ত্তির মুখ নাই, একটি ভীষণদর্শন নর-কপাল সুতীক্ষ্ণ শুভ্র দন্তশ্রেণী উন্মুক্ত করিয়া তাহার মুখের দিকে কট-মট করিয়া চাহিতে লাগিল। নর-কপালের ললাট ও মস্তক শুভ্র, কেশহীন। অক্ষি-কোটরের অভ্যন্তরে জ্বলন্ত আগুনের দুইটি ভাঁটা!

স্কোনবার্গ সেই নারীর অথবা পিশাচীর মুখের দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া আতঙ্কে কাঁপিতে লাগিল; তাহার মুখ দিয়া একটিও কথা বাহির হইল না, এমন কি, তাহার হাত পা নাড়িবারও সামর্থ্য রহিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট, অবসন্ন হইল।

সেই নারী অথবা পিশাচী কর্কশ স্বরে বলিল, "উঠিয়া দাঁড়াও।"

কিন্তু উঠিবে কে? স্কোনবার্গ উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নড়িতে পারিল না; সে আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "তুমি আমার কাছে কি চাও?"

মিস্ ডেথ ধীর-পদবিক্ষেপে স্কোনবার্গের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "স্কোনবার্গ, আজ তুমি মৃত্যুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ। বিগত যুদ্ধের সময় তুমি সমর বিভাগে পোষাক বিক্রয় করিয়া কোটীপতি হইয়াছ। দেশের দুর্দ্দিনে স্বদেশের শোণিত শোষণ করিয়া লাভবান হইয়াছিলে; কিন্তু যাহারা তোমার স্বদেশকে শত্রুকবল হইতে রক্ষা করিবার জন্য, তোমার ব্যবসায় বাণিজ্য অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে অশেষ দুঃখ কষ্ট, যন্ত্রণা সহ্য করিয়া হৃদয়-শোণিত বিসর্জ্জন করিয়াছে, রণক্ষেত্রে মৃত্যুকে বরণ করিয়া তোমার লাভের পথ মুক্ত করিয়াছে—তাহাদের হিতের জন্য কোন দিন একটি পেণীও ব্যয় কর নাই। স্বার্থ চিন্তা, বিপুল অর্থ সঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা ভিন্ন কোন চিন্তা, কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন দিন তোমার মনে স্থান পায় নাই। যদি স্বদেশীয় বীরগণ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গরম জামা জুতা পাইত, যদি তাহাদিগকে অর্থাভাবে নানা প্রকার দুঃখ দুর্গতি সহ্য করিতে না হইত, তাহা হইলে অনেকেই অকালে প্রাণত্যাগ করিত না, অনেকে রণক্ষেত্র হইতে সুস্থদেহে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিত; পরিচ্ছদের অভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের খদের ভিতর শীতে তাহাদিগকে মৃত্যুকে বরণ করিতে হইত না। তোমারি হৃদয়-হীনতায়, স্বার্থপরতায়, কত স্বদেশপ্রেমিক বীর—কত দরিদ্রা জননীর একমাত্র পুত্র নিউমোনিয়ায়, বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে—তাহা যিনি তোমার মত নরপশুকে, নিষ্ঠুর কৃপণকে সৃষ্টি করিয়াছেন—কেবল তিনিই বলিতে পারেন। তুমি অর্থের উপাসক, অর্থ ভিন্ন অন্য কোন দিকে তোমার দৃষ্টি ছিল না। অর্থ সংগ্রহ করিয়া সিন্দুক পূর্ণ করা ভিন্ন আর কিছুই তুমি প্রার্থনীয় বলিয়া মনে কর নাই।"

স্কোনবার্গ অধীর স্বরে বলিল, "কে তুমি, পাদরীর মত আমাকে উপদেশ দিতেছ? তুমি কে তাহা জানি না; কিন্তু তোমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য। আমি তোমাকে তোমার এই রকম—"

স্কোনবার্গ মিস্ ডেথের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল; কিন্তু তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিস্ ডেথ লোহিত পরিচ্ছদের ভিতর হইতে পিস্তল বাহির করিয়া তৎক্ষণাৎ স্কোনবার্গের ললাটে উদ্যত করিল, এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "পিছাইয়া যাও—শীঘ্র; নতুবা এই পিস্তলের গুলী তোমার ললাট বিদীর্ণ করিবে।"

লগুড়াহত কুকুরের মত স্কোনবার্গ তৎক্ষণাৎ

পশ্চাতে হটিয়া গিয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল; তাহার মুখে আর কোন কথা বাহির হইল না।

স্কোনবার্গের বিহ্বল মুখের দিকে চাহিয়া মিস্ ডেথ তীব্রস্বরে বলিল, "তুমি নির্লজ্জ, নরপশু, তোমার বিন্দুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই। তোমার অর্থতৃষ্ণা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই; এই জন্য এখনও তুমি তোমার কারিগর ও শ্রমজীবীগণের হৃদয়-শোণিত শোষণ করিয়া, তাহাদের অস্থি মাংস চর্ব্বণ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিতেছ, তাহাদের প্রাণ লইয়া খেলা করিতেছ। তুমি কি জান—কোন দিন কি তুমি জানিবার চেষ্টা করিয়াছ, তোমার দুর্ব্যবহারে, তোমার কারখানায় কঠোর পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইয়া কত বালিকা, কত নারী দুশ্চিকিৎস্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছে? কত হতভাগ্য শ্রমজীবী রোগাক্রান্ত হইয়া ঔষধ ও পথ্যের অভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে? আর তুমি তাহাদেরই শ্রমলব্ধ অর্থে টাকার পাহাড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর বসিয়া মহানন্দে বিলাস-লালসা পরিতৃপ্ত করিতেছ! যে সকল যুবতী তোমার দোকানে কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধাহারে দিনপাত করিতেছে, উপযুক্ত পরিচ্ছদের অভাবে শীতে কাঁপিতেছে, রোগে ঔষধ পাইতেছে না, তাহাদের মুখের দিকে চাহিবার অবসর পাইয়াছ কি? কত জন তোমার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া কঠোর পরিশ্রমের ফলে পীড়িত হইলে অকর্ম্মণ্য বলিয়া তোমার আদেশে বিতাড়িত হইয়াছে—তাহা কি তোমার স্মরণ আছে? তাহাদিগকে তুমি চাকরী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ, কিন্তু একটি পেনী দিয়া সাহায্য কর নাই; এমন কি, তাহাদিগকে পদচ্যুত করিবার সময় একটি মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিতেও তোমার প্রবৃত্তি হয় নাই!"

স্কোনবার্গ ভগ্নস্বরে বলিল, "মিথ্যা কথা; তুমি আমার মিথ্যা বদনাম দিতেছ!"

মিস্ ডেথ তীব্র স্বরে বলিল, "শোন স্কোনবার্গ, আমি এখানে মৃত্যুদ্বারে দণ্ডায়মান; আমি তোমার অপরাধের বিচার করিয়া যথাযোগ্য দণ্ড বিধান করিব।"

সে সবেগে দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিবামাত্র যেন কোন অদৃশ্য বাদ্যযন্ত্র হইতে স্বরলহরী নিঃসারিত হইয়া সেই রুদ্ধ কক্ষের বায়ুস্তর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সেই শব্দতরঙ্গের অদ্ভুত মোহকরী শক্তি ছিল; কিন্তু স্কোনবার্গ তাহা শুনিয়া অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূত হইল, এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইল।

মিস্ ডেথ মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিল, "শুনিতেছ স্কোনবার্গ! ইহা মৃত্যুর-নৃত্য-সঙ্গীত। (Dance of Death) স্কোনবার্গ! তুমি এরূপ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর যে, লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয় করিয়াও জীবনে কখন কোন হাসপাতালে একটি পেনীও দান কর নাই। লীড্সের যে সকল সেবাশ্রম আছে—তাহাদের কোনটি কোন দিন তোমার নিকট একটি সেণ্ট আদায় করিতে পারে নাই। তাহারা তোমার দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকৃত হয় নাই। আজ আমি তোমাকে তোমার এই ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ দান করিব। এখনই—এইমুহূর্ত্তে বাহক মারফৎ টাকা দেওয়ার আদেশে (payable to bearer) কুড়ি হাজার পাউণ্ডের একখানি চেক লিখিয়া দাও; তাহা হইলে তুমি অক্ষত দেহে মুক্তিলাভ করিবে। যদি তুমি আমার আদেশ পালনে অসম্মত হও, তাহা হইলে প্রতিদিন তিল তিল করিয়া মৃত্যুগ্রাসে আত্মসমর্পণ করা কিরূপ ভীষণ কষ্টজনক ব্যাপার—তাহা জানিতে পারিবে।

মিস্ ডেথ তৎক্ষণাৎ মৃদুস্বরে কাহাদিগকে আহ্বান করিল। মুহূর্ত্তপরে শুভ্র পরিচ্ছদমণ্ডিত তিনটি মূর্ত্তি একটি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাদের দুইজন পুরুষ, একটি স্ত্রীলোক। তাহারা স্তব্ধভাবে স্কোনবার্গের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

স্কোনবার্গ তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। বহুকাল ধরিয়া ভূগর্ভস্থ কোন অন্ধকারময় কক্ষে বাস করিলে মানুষের মুখ যেরূপ ফ্যাকাশে হইয়া থাকে—তাহাদেরও মুখ সেইরূপ বিবর্ণ। তাহাদের একজনের নাসিকা পচিয়া গলিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল, নাসিকাহীন নাসারন্ধ্রের দৃশ্য অতি ভীষণ! অন্য দুই জনের অধর, ওষ্ঠ ও গাল ছিল না; খোলা মাড়ীর উপর দুই সারি সাদা দাঁত করাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল।

মিস্ ডেথ গম্ভীর স্বরে বলিল, "গলিত কুষ্ঠ ব্যাধিতে উহাদের নাক মুখের ঐ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। উহাদিগকে স্পর্শ করিতে আমার কোন ভয় নাই, কারণ আমার জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান বিলুপ্ত-প্রায়।"

মৃত্যুর নৃত্যসঙ্গীত ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল—যেন তাহা স্কোনবার্গকে জীবন আহুতিদানের জন্য

আহ্বান করিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া স্কোনবার্গের মনে হইল—মৃত্যু কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল পক্ষ বিস্তার করিয়া তাহার মাথার উপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে! সে প্রাণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়া মিস্ ডেথের পদপ্রান্তে উভয় জানু অবনত করিয়া বসিয়া পড়িল. তাহার পর সে উন্মাদের মত আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; তাহার ওষ্ঠের উভয় প্রান্ত মুখনিঃসৃত ফেনরাশিতে ভরিয়া উঠিল।

মিস্ ডেথ অচঞ্চল স্বরে বলিল, "কাল সকালে সংবাদপত্রে কিরূপ সংবাদ পাঠ করিয়া জন-সাধারণ বিস্মিত ও বিচলিত হইবে—তাহা বোধ হয় তোমার ধারণা করিবারও শক্তি নাই; কিন্তু আমি তোমাকে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারি। এই তিনজন কুষ্ঠরোগী একটি অজ্ঞাতনামা হাসপাতাল হইতে সম্পূর্ণ রহস্যজনক ভাবে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিল। উহারা কি উপায়ে পলায়ন করিয়াছিল—সেই রহস্য ভেদ করা পুলিশের অসাধ্য; কিন্তু আমার তাহা সুবিদিত। আমারই ষড়যন্ত্রে তাহারা হাসপাতালের রক্ষীগণের অজ্ঞাতসারে হাসপাতাল ত্যাগ করিয়াছিল। তাহারা আমার আদেশ পালন করিয়াছে—এজন্য আমি তাহাদিগকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করিব।"

স্কোনবার্গ আতঙ্কে অধীর হইয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, "না, না, উহাদিগকে আমার কাছে আসিতে দিও না; ঐ গলিত ক্ষতদেহ দ্বারা উহারা যেন আমাকে স্পর্শ না করে। তুমি যাহা চাহিবে—যত টাকা দিতে বলিবে—আমি তাহাই দিব।"

মিস্ ডেথ বলিল, "তাহাই দিবে? উত্তম, তোমার চেক-বহি বাহির কর, আমি যে কথাগুলি বলিব—তাহাই লিখিয়া দিবে। হাঁ, চেক তুমি দিবে বটে, কিন্তু আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া সেই চেক রহিত করিবার (stopping the cheque,) চেষ্টা করিও না। যদি সেরূপ চেষ্টা কর, টাকাগুলির লোভ সংবরণ করিতে না পার—তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা (your death-warrant) বাহির হইবে। তাহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক ভীষণ মৃত্যু।"

স্কোনবার্গ বিবর্ণমুখে ও কম্পিত হস্তে পকেট হইতে চেক-বহি বাহির করিল, তাহার মুখ দেখিয়া মিস্ ডেথের ধারণা হইল—স্কোনবার্গ স্বহস্তে যেন নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া বাহির করিল!

কৃপণ ধনীকে কেহ প্রাণদণ্ডের ভয় দেখাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা দান করিতে বাধ্য করিলে তাহার মুখের ভাব কিরূপ হয় তাহা না দেখিলে কেহ বুঝিতে পারিবেন না।

* * *

সার জুলিয়স স্কোনবার্গ যখন ক্লোরোফর্ম্মের প্রভাব অতিক্রম করিয়া চেতনা লাভ করিয়াছিল, সেই সময় স্মিথও ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করিয়া মস্তকে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিল; তাহার গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল। সে অতি কষ্টে চক্ষু মেলিল বটে, কিন্তু হস্ত পদ প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিয়া বুঝিতে পারিল তাহা দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ! সে কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুমাল দিয়া মুখ বাঁধা! সেই রুমালখানি কোনও উগ্রগন্ধ আরাকে সিক্ত।

একজন উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, "কি হে দোস্ত! তোমার হুঁস হইয়াছে দেখিতেছি! কিন্তু হাত পা নাড়িয়া উঠিবার চেষ্টা করিও না; আমি বলিয়া রাখিতেছি তোমার চেষ্টা সফল হইবে না।"

স্মিথ দৃষ্টি ফিরাইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিল। সে তাহার শয্যাপ্রান্তের একখানি চেয়ারে যে লোকটিকে উপবিষ্ট দেখিল, তাহার মাথার সমুদয় চুল পাকিয়া সাদা হইয়াছিল; তাহার মুখে সরলতা ও কোমলতা পরিস্ফুট, এবং তাহাকে দেখিয়া বৃদ্ধ পাদরী বলিয়া স্মিথের ধারণা হইল। সেই কক্ষটি ক্ষুদ্র ও অপরিচ্ছন্ন; কক্ষের মধ্যস্থলে একখান টেবিল ছিল। টেবিলের কাছে যে দুইজন লোক বসিয়াছিল—তাহাদের একজন কোসার কিড্; দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রকাণ্ড জোয়ান, গুণ্ডার মত তাহার চেহারা; তাহার নাম পিট।

স্মিথ কিরূপে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা তাহার স্মরণ হইল। সে পাদরীর মত চেহারার লোকটির মুখের দিকে চাহিলে সেই লোকটি হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "মাষ্টার স্মিথ যে! তুমি বোধ হয় কিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক সান্ত্বনা (spiritual consolation,) লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছ। হাঁ, তোমার ঐ অবস্থায় তাহার প্রয়োজন আছে বটে; কিন্তু আমার নিকট তোমার আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ আমি মেষ-চর্ম্মধারী নেকড়ে (a wolf in sheep's clothing) তাহা তুমি তুমি শীঘ্রই বুঝিতে পারিবে।"

ইগ্‌লফ্ ইয়র্ক সায়ারে আসিবার জন্য কোন দিন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই, এবং স্বেচ্ছায় সেখানে আসে নাই; মিস্ ডেথের আদেশে সে সেখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিভিন্ন দলভুক্ত দস্যুরা

মিস্ ডেথের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকায় পরিণত হইয়াছিল। মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ পূর্ব্বেই মিস্ ডেথের রহস্যনিকেতনে গমন করিয়াছিল। ইগ্‌লফ অল্পকাল পূর্ব্বে তাহাদের আড্ডায় আসিয়া স্মিথের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইয়াছিল। সে দলপতি বলিয়া স্মিথের দণ্ডের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিল। পিট নামক দস্যুটা রস্কো ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীর মালিক। সে কোসার কিডের আত্মীয় বলিয়া স্থানীয় পুলিশ তাহার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছিল; কিন্তু পুলিশ কোন দিন এই বাড়ী খানাতল্লাস করে নাই, এজন্য এখানে তাহারা কতকটা নিশ্চিন্ত ছিল।

স্মিথের মুখ আবদ্ধ থাকায় তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না; সে দুই একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু গোঁ-গোঁ শব্দ ভিন্ন কোন কথাই তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সে শয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

পিট বলিল, "এই শয়তানের বাচ্চাটাকে লইয়া তুমি কি করিবে? উহাকে এখানে রাখা নিরাপদ নয় কর্ত্তা! (Tain't safe keepin' 'im 'ere guv' nor!)"

ইগ্‌লফ উভয় করতল পরস্পরের সহিত সজোরে ঘর্ষণ করিয়া চুম্‌কুড়ি ছাড়িয়া বলিল, "উহাকে আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হও দোস্ত! মণ্টি ও সিভিলিটি সেই পেত্‌নী বেটীর আড্ডা হইতে ফিরিয়া আসুক, তাহার পর আমরা উহাকে গাড়ীতে পুরিয়া নদীর ধারে লইয়া যাইব। নদীর ধারে এ রকম সুবিধার যায়গা অনেক আছে—যেখানে কাহকেও ফেলিয়া রাখিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহার সন্ধান হয় না। হাঁ, কাকে বকে টের পাইবে না, মানুষ ত দূরের কথা!—পিট, শুনিয়াছি তুমি ইস্পাতের কারখানায় কায কর। সেখানকার উনানে ইস্পাত গলাইবার হাপরের মধ্যে ফেলিয়া উহাকে ছাই করিতে পারিবে না?"

ইগ্‌লফের প্রস্তাব শুনিয়া স্মিথের সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে রোমাঞ্চিত হইল, তাহার বুকের ভিতর যেন হাতুড়ীর ঘা পড়িতে লাগিল। সে বুঝিতে পারিল এই পিশাচগুলার কবল হইতে তাহার উদ্ধারের আশা নাই; তাহার প্রাণরক্ষার কোন উপায় নাই। ইহারা কোন অপকর্ম্মেই কুণ্ঠিত হইবে না। ইগ্‌লফ পাদরীর পরিচ্ছদে সজ্জিত থাকায় পুলিশের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিয়াছিল। কিন্তু সে কিরূপ দুর্দ্দান্ত লোক স্মিথ তাহার দুই একটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল।

ইগ্‌লফ স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা তোমাকে ঘরের পিছনের গুদামে আনিয়া ফেলিয়াছি, এখন তোমার মুখের বাঁধন খুলিয়া দিলেও আমাদের কোন অসুবিধা হইবে না; তুমি চেঁচাইয়া গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও কেহ তোমার আওয়াজ শুনিতে পাইবে না। আমরা অনেক কথা বলিয়াছি তাহা তুমি শুনিয়াছ, এখন আমরা তোমার কাছে দুই একটি কথা শুনিতে চাই; আমরা জানিতে চাই—তোমার মনিব অনধিকারচর্চ্চা করিতে লীড্‌সে আসিয়া এখন কি কায লইয়া ব্যস্ত আছে?"

ইগ্‌লফ স্মিথের উত্তর শুনিবার আশায় তাহার মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল। স্মিথ ইহাতে কতকটা সুস্থ হইল। সেই কক্ষের দূষিত বদ্ধ বায়ুও তাহার মিষ্ট বোধ হইল। সে ইগ্‌লফের ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "হাঁ, তোমাদের মত কুকুরগুলাকে সায়েস্তা করিবার জন্য কর্ত্তাকে মধ্যে মধ্যে অনধিকারচর্চ্চা করিতে হয় বটে! তিনি লীড্‌সে আসিয়া কি করিতেছেন জানিতে চাও?—তুমি আর বিভিন্ন দলের নামজাদা ডাকাতগুলা লীড্‌সে আসিয়া লোকের সর্ব্বনাশ আরম্ভ করিয়াছ—ইহা জানিতে পারিয়া তিনি তোমাদের সকলগুলাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন।"

ইগ্‌লফ একটা চুরুট ধরাইয়া লইয়া স্মিথের মুখের উপর একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "বটে? বড় মজার কথা ত! তা তুমি এখন কি রকম মজার যায়গায় আসিয়া আরাম ভোগ করিতেছ—তাহা কি সে জানিতে পারিয়াছে?"

স্মিথ মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "জানিতে পারিয়াছেন কি না জানিতে চাও?—তিনি তাহা জানিতে পারিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এতক্ষণ পুলিশ-ফৌজ সঙ্গে লইয়া এই বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করিতে পার। ইগ্‌লফ, তুমি ফূর্ত্তি কর, ইঁদুর খাঁচায় পড়িয়া যেমন আনন্দে ফূর্ত্তি করে—তুমিও সেইরূপ করিতে পার, কারণ এখন তোমাদের অবস্থা ঠিক সেই রকমই হইয়াছে।"

ইগ্‌লফ বলিল, "বেশ ছে.করা, বেশ! তুমি চমৎকার ধাপ্পা দিতে শিখিয়াছ। তোমার ধাপ্পাবাজি বুঝিতে পারিব না—আমরা এতই বোকা, আমাদের সম্বন্ধে তোমার এরূপ উচ্চ ধারণার কারণ কি, জানিতে চাই বাপধন!—প্রথমতঃ তুমি এখানে

আসিয়া আমাদের পাল্লায় পড়িয়া ঘণ্টাখানেক বেহুঁস হইয়া পড়িয়া ছিলে; তাহার উপর আমার দোস্ত পিট একটু আগে গলির বাহিরে গিয়া তল্লাস করিয়া আসিয়াছে—কিন্তু সে কোন পুলিশম্যানের বা টিক্‌টিকির ল্যাজটি পর্য্যন্ত দেখিতে পায় নাই! হাঁ, এক মাইলের মধ্যে এক বেটা পাহারাওয়ালাও হাজির নাই। শেষ কথা, আমি কুইন্‌স্‌ হোটেলে টেলিফোনে সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছি গোয়েন্দা ব্লেক আজ রাত্রির ট্রেণে সেফীল্ডে চলিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় তোমার কথাগুলি ধাপ্পাবাজি না হইলে অন্য কি রকম বাজি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিতে পার কি? তোমার আর কি বলিবার আছে?"

স্মিথ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমার এই মাত্র বলিবার আছে যে, তুমি অতি ইতর দস্যু, আর তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী।"

সে একথা বলিল বটে, কিন্তু ইগ্‌লফের কথা মিথ্যা কি না, এ বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ হইতে পারিল না। তাহার মনে হইল মিঃ ব্লেক লীড্‌সে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা কষ্টকর মনে করিয়া হয় ত সেই রাত্রেই সেফীল্ডে যাত্রা করিয়াছেন। হয় ত তিনি কোন নূতন রহস্য-সূত্র আবিষ্কার করিয়া তাড়াতাড়ি সেফীল্ডে যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করিয়াছেন। সে যে শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে—ইহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া নিশ্চিন্ত মনেই সেফীল্ডে তদন্ত করিতে গিয়াছেন; এইরূপ নানা চিন্তায় স্মিথের মন আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে হতাশভাব পরিস্ফুট হইল, কিন্তু তাহা ইগ্‌লফের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। ইগ্‌লফ হাসিয়া বলিল, "আমার কথা সত্য, তাহা তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছ; আমি মিথ্যা কথা বলি নাই, তাহা স্বীকার করিতে তোমার সাহস হইতেছে না। এখন আমার যাহা বলিবার আছে শোন। আমি সত্য কথা শুনিতে চাই। তুমি যে দুইজন লোকের সন্ধান লইয়া এখানে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলে—কিরূপে তাহাদের সন্ধান পাইলে? তাহাদিগকে সন্দেহ করিবারই বা কারণ কি বল।"

মিঃ ব্লেক কি জন্য তাহাদিগকে সন্দেহ করিয়া স্মিথকে তাহাদের অনুসরণে পাঠাইয়াছিলেন, স্মিথ তাহা জানিত না, এবং জানিলেও সে কথা ইগ্‌লফের নিকট প্রকাশ করিত না; সে কোন উত্তর না দিয়া মুখ বুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

স্মিথকে নিরুত্তর দেখিয়া ইগ্‌লফ সক্রোধে বলিল, "ওরে শয়তানের বাচ্চা! শীঘ্র আমার প্রশ্নের জবাব দে; নতুবা—"

সে স্মিথের গালে প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিল।

স্মিথ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ইগ্‌লফের মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু এই অপমানের প্রতিফল দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত, সে নির্ব্বাক রহিল।

ইগ্‌লফ বিকৃত স্বরে বলিল, "শীঘ্র আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। ব্লেক আমাদের সম্বন্ধে কি জানে, আর কেনই বা সে লীড্‌সে আসিয়াছে, তাহা আমি জানিতে চাই।"

স্মিথ বলিল, "আমি তাহা জানি না; যদি জানিতাম, তাহা হইলেও তোমাকে বলিতাম না।"

ইগ্‌লফ সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া স্মিথের শয্যাপ্রান্ত হইতে অগ্নিকুণ্ডের নিকট উপস্থিত হইল। অন্য দস্যুদ্বয় সেই কক্ষের অন্য দিকে বসিয়া তাস খেলিতেছিল, তাহারা খেলা করিতে করিতে একবার সকৌতুকে ইগ্‌লফের মুখের দিকে চাহিল।

ইগ্‌লফ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঐ শয়তানের পা হইতে জুতা ও মোজা খুলিয়া লও কোসার! আমি উহার মুখ দিয়া কথা বাহির করিবার ব্যাবস্থা করিব।"

কোসার কিড হাতের তাসগুলি ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ইগ্‌লফের নিষ্ঠুর আদেশ শুনিয়া আনন্দে ও উৎসাহে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল।—নিষ্ঠুর ব্যবহারের সুযোগ পাইলে তাহার মন আনন্দে পূর্ণ হইত।

স্মিথ পা ছুড়িয়া বাধা দানের চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না; কোসার তাহার পা হইতে জুতা ও মোজা খুলিয়া লইল। ইগ্‌লফ অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া লোহার শিক আগুনে পুড়িয়া সাদা হইল কি না তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিল। অগ্নির আলো তাহার চক্ষুতে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহার চক্ষু দুইটি ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের চক্ষুর ন্যায় অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তাহার পর সে স্মিথের দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে বলিল, "তুমি মুখ খুলিবে না বটে, কিন্তু আমরা তোমার মত অবাধ্য লোকের মুখ খুলাইতে জানি। আমাদের সেই প্রক্রিয়া অব্যর্থ।"

স্মিথের বক্ষঃস্থল দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার সাহসের অভাব ছিল না, কিন্তু আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে সাহসীকেও আতঙ্কাভিভূত হইতে হয়। স্মিথ চক্ষু মুদিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে স্তব্ধভাবে

পড়িয়া রহিল। কিডের পাশবিকতাপূর্ণ মুখের (bestial face.) দিকে চাহিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে ভাবিল, মিঃ ব্লেককে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া এই ভীষণ স্থানে একাকী প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত নির্ব্বোধের কায হইয়াছে! মিঃ ব্লেক যথা সময়ে সংবাদ পাইলে পুলিশ-ফৌজ সহ এখানে উপস্থিত হইতেন এবং অধিকাংশ দস্যুকেই গ্রেপ্তার করিতে পারিতেন।—তাহা না করিয়া সে বাহাদুরী দেখাইতে আসিল; নির্ব্বুদ্ধিতার উপযুক্ত শাস্তি।

স্মিথ হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিল, ইগ্‌লফের আদেশে কোসার উত্তপ্ত লৌহশলাকা হাতে লইয়া তাহার শয্যাপ্রান্তে অগ্রসর হইয়াছে!—ইগ্‌লফ সোৎসাহে বলিল, "ওহে ব্লেকের তল্পীদার, এবার সামলাও! হয় আমার কথার উত্তর দাও, না হয়—কোসার, উহার দুই পায়ের উপর চাপিয়া বসিয়া থাক; লোহার শিকটা আমার হাতে দাও, আমি উহার নষ্টামী দূর করিতেছি।"

ইগ্‌লফ কোসারের হাত হইতে জলন্ত অঙ্গারবৎ লোহিত শিক লইয়া তাহার ডগা স্মিথের পায়ের তলার কাছে আনিল, তাহার পর কর্কশ স্বরে বলিল "কি বল? আমার কথার জবাব দিবে?—এই আমার শেষ প্রশ্ন।"

স্মিথ চক্ষু মুদিয়া বিকৃত মুখে দৃঢ় স্বরে বলিল, "আমাকে তোমরা হত্যা কর, পুড়াইয়া মার, যাহা খুসী কর; আমি তোমাদের কোন প্রশ্নের উত্তর দিব না।"

ইগ্‌লফ সেই শিক স্মিথের পদতলে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইল। স্মিথ তাহার অসহ্য উত্তাপ অনুভব করিয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিল।

* * * * *

ডায়েনা টেম্পল তাহার রহস্য-নিকেতনে একাকিনী বসিয়া ছিল। মন্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ উভয়েই তৎপূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিল। তাহারা সেখানে অল্পকাল ছিল, তাহার আদেশ শুনিয়াই চলিয়া গিয়াছিল। ডায়েনা টেম্পল জানিত তাহারা তাহাকে যতই ঘৃণা করুক, তাহার আদেশ পালন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। ডায়েনা স্মিথের দুর্দ্দশার সংবাদ জানিতে পারে নাই, কারণ স্মিথের নিগ্রহকারীরা মিস্ ডেথের নিকট এই সংবাদ গোপন রাখিবারই সঙ্কল্প করিয়াছিল। তাহারা মিঃ ব্লেককে মহাশত্রু মনে করিত; মিঃ ব্লেকের গুপ্ত সঙ্কল্প জানিতে না পারিলে তাহারা স্মিথকে রক্সো স্ট্রীটের সেই বাড়ীর বাহিরে যাইতে দিবে না, তাহাকে গুম্ করিয়া রাখিবে—এইরূপ স্থির করিয়াছিল।

মিস্ ডেথ এক কলম কালী লইয়া 'কৃতান্তের দপ্তর' হইতে সার জুলিয়াস স্কোনবার্গের নামটি কাটিয়া দিল।—ট্রেড্‌ওয়েলের কৌশলে তিনজন সুস্থদেহ পুরুষ কিরূপ কুষ্ঠ-রোগীর আকার ধারণ করিয়াছিল, এবং তাহাদিগকে দেখিয়া স্কোনবার্গের কিরূপ আতঙ্ক হইয়াছিল, তাহা স্মরণ হওয়ায় তাহার মুখে হাসি ফুটিল। স্কোনবার্গের ন্যায় অর্থলোভী কৃপণকে এত সহজে আয়ত্ত করিতে পারিবে—ইহা সে পূর্ব্বে আশা করে নাই। তাহার আদেশে প্রত্যেক দস্যু যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইতেছিল, কেহই বিদ্রোহী হইতে সাহস করে নাই—ইহা সে তাহার সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিল। তাহার হৃদয় আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হইল।

সে বুঝিতে পারিল স্কোনবার্গের আতঙ্ক বাহ্যিক নহে, সে প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়াছিল। ভবিষ্যতে বিপন্ন হইবে বুঝিয়া সে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিবে না—এ বিষয়ে ডায়েনা নিঃসন্দেহ হইয়াছিল; কারণ সে যখন স্কোনবার্গকে চার্লি চ্যাটের হস্তে অর্পণ করিয়া তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত করিয়াছিল, তখন সে তাহাকে পুনর্ব্বার বলিয়াছিল' "শোন স্কোনবার্গ! আজ এই রাত্রির কোন ঘটনার কথা যদি তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ কর, কিংবা চেকখানির টাকা দেওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা কর—তাহা হইলে আমি তোমাকে হত্যা করিব; কেহই তোমায় প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে না।"

স্কোনবার্গ তাহাকে যে কুড়ি হাজার পাউণ্ডের চেকখানি দিয়াছিল, তাহা ডায়েনার টেবিলের উপর তখনও পড়িয়া ছিল। সে চেকখানি একখানি লেফাপায় পুরিয়া লেফাপার উপর লীড্‌সের হাসপাতালের নাম লিখিল। পরদিন লীড্‌স নগরের সকলেই সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গের এই বিপুল দানের সংবাদ শুনিয়া কিরূপ বিস্মিত হইবে ভাবিয়া ডায়েনা টেম্পল হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ডায়েনা 'কৃতান্তের দপ্তর' খুলিয়া পুনর্ব্বার পাঠ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল সেই খাতায় এরূপ নাম অনেকের আছে—যাহারা সার জুলিয়স স্কোনবার্গের মতই নরপিশাচ, এবং সেইরূপ ব্যবহার পাইবারই যোগ্য। তাহার জীবনের যে অল্পকাল

অবশিষ্ট আছে—তাহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে তাহার কঠোর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

কিন্তু কোনরূপ আশঙ্কা তাহার মনে স্থান পাইল না; তাহার অনুষ্ঠিত কুকর্ম্মগুলি অবৈধ এবং সমর্থনের অযোগ্য—ইহা সে জানিত। এই সকল কার্য্যে সে কোন সাধু ব্যক্তির সহায়তা পাইবে না—ইহাও তাহার অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সে এই সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল যে, সে মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেক পীড়িত অনাথ আর্ত্তের দুঃখভার লাঘব করিতে পারিবে। কর্ম্মহীন ভাবে অদূরাগত নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা অপেক্ষা এই ভাবে মৃত্যুকে বরণ করাই সে প্রার্থনীয় মনে করিয়াছিল।

ডায়েনা টেম্পল শুনিয়াছিল মিঃ রবার্ট ব্লেক লীড্‌সে উপস্থিত হইয়া পুলিশকে সাহায্য করিতেছেন। সে বুঝিতে পারিল লণ্ডনের এই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ শীঘ্রই জানিতে পারিবেন—লীড্‌স নগরে যে সকল লুঠ তরাজ, চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে—লণ্ডনের অনেক বিখ্যাত দস্যু সেই কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। মিস্ ডেথ্‌. কে, তাহাও হয় ত এক দিন তিনি জানিতে পারিবেন। মিঃ ব্লেক দৃঢ়চিত্ত, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী, অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ডিটেক্‌টিভ। তিনি ডায়েনার বে-আইনী কার্য্যের সমর্থন করিবেন না; সুতরাং তাঁহার সহিত তাহার সঙ্ঘর্ষণ অপরিহার্য্য। ডায়েনা মিঃ ব্লেকের সহৃদয়তার অনেক কাহিনী শুনিয়াছিল; এই জন্য তাহার আশা হইল—কার্য্যক্ষেত্রে মিঃ ব্লেক তাহার শত্রু হইলেও তিনি যদি কোন দিন তাহার নিঃস্বার্থ হৃদয়-বৃত্তির পরিচয় জানিতে পারেন—তাহা হইলে সে কি তাঁহার একবিন্দুও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবে না?

তাহার এই আশা পূর্ণ হইবে কি না, কে বলিতে পারে?

——

নবম পর্ব্ব

সমরে আহ্বান

নরহত্যায় অকুণ্ঠিত নিষ্ঠুর দস্যু কোসার কিড্‌, স্মিথের ধরালুণ্ঠিত পদদ্বয় উভয় হস্তে দৃঢ়রূপে চাপিয়া ধরিয়া অধীর স্বরে বলিল, "ইগ্‌লফ্‌, আর বিলম্ব কেন? এই হতভাগা গোয়েন্দাটার পায়ের তলায় জ্বলন্ত শিকটা বুলাইয়া দাও।"

ইগ্‌লফ দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে অত্যুত্তপ্ত লাল শিকটা স্মিথের পায়ের তলায় ধীরে ধীরে সরাইয়া আনিল। পৈশাচিক আনন্দে তাহার গোল গোল চক্ষু আগুনের ভাঁটার মত জ্বলিতে লাগিল। স্মিথ অসহ্য যন্ত্রণায় নাক মুখ সিট্‌কাইতে লাগিল, কিন্তু আর্ত্তনাদ করিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় প্লাবিত হইল। তাহার সকল আশা অন্তর্হিত হইল। তাহার মনে হইল তাহার চক্ষুর সম্মুখে সেই কক্ষটি বন্‌-বন্‌ করিয়া ঘুরিতেছে, এবং পিশাচের দল তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে!

হঠাৎ বিশালকায় পিট স্মিথের পায়ের তলায় দৃষ্টিপাত করিয়া আবেগ ভরে বলিয়া উঠিল, "থামো সর্দ্দার! তুমি এই গোয়েন্দাটার পায়ের তলায় তপ্ত নরুণের খোঁচা দিয়া কি সুখ পাইবে বল ত? একটু অপেক্ষা কর, আমি আমার ক্ষুরখানা শানাইয়া আনি; তাহা উহার গলায় বাধাইয়া একটি পেঁচ দিলেই গলাখানি এক লহমায় দো-ফাঁক! তার পর—"

সহসা বহির্দ্বারে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা সবেগে বাজিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল; সে প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে ইগ্‌লফের মুখের দিকে চাহিল।

ইগ্‌লফ উত্তপ্ত লৌহদণ্ড সরাইয়া লইয়া বিচলিত স্বরে বলিল, "কে ও? ও কে! পিট, একবার দরজার কাছে গিয়া দেখিয়া এসো আবার কে আসিল!"

কোসার কিড্‌ বিরক্তি ভরে বলিল, "বোধ হয় মণ্টি ও সিভিলিটি ফিরিয়া আসিল সর্দ্দার! অন্য কেহ আসিয়াছে বলিয়া ত মনে হয় না।"

এই প্রকার আকস্মিক বাধায় স্মিথের বুকের ভিতর ধড়-ফড় করিতে লাগিল, নিদারুণ উত্তেজনায় তাহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল। ইগ্‌লফ তাহার হাতের শিকটি সরাইয়া লইয়া গিয়া অগ্নিকুণ্ডের ভিতর পুনর্ব্বার গুঁজিয়া দিল।

কোসার কিড্‌ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে বলিল, "দেখ সর্দ্দার! রকম সকম বড় ভাল বোধ হইতেছে না! পাহারাওয়ালাগুলা ঐ গোয়েন্দাটার পাছু পাছু এখানে আসিয়া থাকিলে আমাদের ভাগ্যে কি ঘটিবে বলা যায় না। এখানকার পুলিশ

পিটকে সাধু পুরুষ বলিয়া মনে করে না, এ জন্য কোঁৎকা লইয়া উহার পিছনে ঘুরিয়া বেড়ায়।"

ইগ্‌লফ তাহার কথা শুনিয়া সরোষে বলিল, "মুখ বুজিয়া থাক্ বেটা পাতি চোর।"

দুই এক মিনিট পরে পিট দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সে একা আসিল না, তাহার পশ্চাতে একজন দীর্ঘাকৃতি বিশ্রী চেহারার পুরুষ। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্মিথের মন নিরাশায় পূর্ণ হইল। আগন্তুকের চেহারা দেখিয়াই স্মিথের ধারণা হইল এই লোকটাও ঐ দলের! তাহার ললাটের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ক্ষত-চিহ্ন, মুখে নিষ্ঠুরতা পরিস্ফুট!

কোসার কিড্ দুই এক মিনিট আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, "আরে! এ যে আমাদের পুরানো দোস্ত লফ্‌টি!—এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? কোথা হইতে আসিতেছ? ঠিক সময়ে আসিয়া জুটিয়াছ ভাই!"

আগন্তুক তাহার মাথার টুপিটা সবেগে অদূরবর্ত্তী টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া প্রথমে স্মিথের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া ইগ্‌লফ ও কোসার কিডকে লক্ষ্য করিয়া বিকৃত স্বরে বলিল, "এখানে যে বাছাই বাছাই নমুনা (fine specimen) এক সঙ্গে দেখিতেছি! কোসার, তোমাদের কোন একটা মস্ত বড় মতলব আছে বুঝিতেছি, সেই মতলবখানা কি শুনিতে পাই না? যে যেখানে ছিলে ঝাঁক বাঁধিয়া সকলেই উত্তরে আসিয়া হাজির। অথচ কেহ আমাকে ইসারাতেও একটা কথা জানাইলে না?"

ইগ্‌লফ বলিল, "আমরা তোমাকে কি জানাইব? তুমি ত সিভিলিটির দলের লোক। কেমন, এ কথা সত্য কি না?"

আগন্তুক বলিল, "আলবৎ।"

কোসার কিড বলিল, "হা, হা! লফ্‌টি লুইস কি কম তুখোড় ছোকরা? পুলিশ উহার দাপটে জলখাবো জলখাবো বলে।"

লফ্‌টি লুইস সগর্ব্বে বলিল, "শুধু জল? আমি তাহাদের শরষের ফুল দেখাই না?

ইগ্‌লফ নীরস স্বরে বলিল, "তোমার বচনের বেশ যুৎ আছে দেখিতেছি! কপালের ঐ দাগটি তোমার সাহসের চিহ্ন বটে; কিন্তু তোমার সঙ্গে আমাদের ত কোন সম্বন্ধ নাই। তোমাদের দলের সর্দ্দার সিভিলিটি শীঘ্রই এখানে আসিবে; সে তোমার সঙ্গে আলাপ-বিলাপ করিবে। যদি পাহারাওয়ালাগুলা তোমাদের পিছনে লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তোমরা লীড্‌সে মুহূর্ত্তের জন্য নিরাপদ নহ। আমার মনে হয় তোমরা সেফীল্ডে গিয়া সেই স্থানের দলে ভিড়িলেই ভাল করিতে। তোমরা খাসা ক্ষুর চালাইতে শিখিয়াছ, আর সেফীল্ডেই ভাল ভাল ক্ষুর প্রস্তুত হয়; সুতরাং সেখানে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কামাইতে পারিবে।"

লফ্‌টি লুইস্ রাগ করিয়া বলিল, "কোসার, এই ভদ্রলোকটা কে হে!—মশায়, তোমাকেও ত খুব বচনমর্দ্দন বলিয়া মনে হইতেছে! (you talk too much mister!) আমি আমাদের সর্দ্দার ভিন্ন আর কাহারও খাতির করি না। অন্য কাহার হুকুমও গ্রাহ্য করি না।"

কোসার কিড বলিল, "লফ্‌টি, ওভাবে এখন মেজাজ গরম করিও না। ইনি অন্য দলের সর্দ্দার ইগ্‌লফ পিটারম্যান। আমি ত তোমাকে লিখিয়াছিলাম উনি আর আমাদের সর্দ্দার বিশেষ কোন কারণে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।"

লফ্‌টি লুইস বলিল, "কি নাম বলিলে ইগ্‌লফ? আমি ভাবিয়াছিলাম—"

ইগ্‌লফ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তুমি কি ভাবিয়াছিলে তাহা শুনিয়া কি আমরা রাজা হইব? তুমি দরকার মত আসিয়া পড়িয়াছ, উত্তম। আমরা যে কাযে হাত দিয়াছি, মুখ বুজিয়া তাহাতে লাগিয়া যাও।"

স্মিথের সকল আশা বিলুপ্ত হইল। সে লফ্‌টি লুইসের নাম শুনিয়াছিল, সিভিলিটির সহযোগী স্যাড্‌ওয়েলের দলে তাহার মত নিষ্ঠুর শোণিত-লোলুপ দস্যু অধিক ছিল না, ইহাও সে জানিত। সুতরাং সে তাহার নিকট কোন প্রকার সাহায্য পাইবে ইহা দুরাশা বলিয়াই স্মিথের মনে হইল।

লফ্‌টি কানের পাশ হইতে একটি অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেট বাহির করিয়া স্মিথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ ছোকরাটা কে—আলুর বস্তার মত ওখানে পড়িয়া আছে?"

কোসার কিড বলিল, "ও ছোকরা গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেকের পোলা। গোয়েন্দা ব্লেক গভীর জলে থাকিয়া পোলারে বার্ত্তা লইবারে পাঠাইয়াছে! ব্লেক কি মতলবে আসিয়াছে, আমাদের উপর তাহার নজর আছে কি না, জানিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু উহার মুখ খুলাইতে পারি নাই, এই জন্য কথা বাহির করিবার দাওয়াই

প্রস্তুত হইতেছিল; সেই সময় তুমি আসিয়া পড়িলে।"

লফ্‌টি বলিল, "সেজন্য তোমাদের কাযের অসুবিধা হইবে না। চলুক দাওয়াই; আমি উহার ঠ্যাং দু'খানা ধরিয়া রাখিব কি?"

লফ্‌টি লুইস্ স্মিথের পাশে দাঁড়াইয়া তাহার হতাশ মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "কি হে বাপু, তুমিই রবার্ট ব্লেকের গুপ্তচর স্মিথ না কি? তোমার নাম শুনিয়াছি বটে, তুমি কালে পাকা গোয়েন্দা হইবে আশা করিয়াছিলে?"

স্মিথ তাহার কথায় কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না। সে ইগ্‌লফের দিকে চাহিয়া রহিল। ইগ্‌লফ অগ্নিকুণ্ডের ভিতর হইতে লোহার শিকটি বাহির করিয়া লইয়া স্মিথকে কথা কহাইতে চলিল।

স্মিথ নিষ্কৃতি লাভের আশা বহুপূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়াছিল, নির্য্যাতনের আরম্ভেই বাধা উপস্থিত হওয়ায় সে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমশঃই তাহার যন্ত্রণা বর্দ্ধিত হইতেছিল। সকল কষ্ট ও যন্ত্রণা ধীর ভাবে সহ্য করিবার জন্য সে বিধাতার অনুকম্পা প্রার্থনা করিতেছিল।

ইগ্‌লফ স্মিথের পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া অগ্নিবর্ণ শিকটি বাগাইয়া ধরিল, তাহার পর দৃঢ় স্বরে বলিল, "এই শেষবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে কি না?"

স্মিথ অবজ্ঞা ভরে বলিল, "তোর যাহা সাধ্য—করিতে পারিস্, আমার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইবে না। আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। কর্ত্তা, শেষ সময়ে আপনার সঙ্গে দেখা হইল না? বিড়ম্বনা!"

ইগ্‌লফ স্মিথের পায়ের তলার দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া শিক বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইল; সেই মুহূর্ত্তেই সে শুনিতে পাইল, "ইগ্‌লফ, শিকটা শীঘ্র দূরে ফেলিয়া দাও, নতুবা আমি এক গুলীতে তোমার মগজ ফুটা করিব।"

ইগ্‌লফ তৎক্ষণাৎ মাথা তুলিয়া দেখিতে পাইল—লফ্‌টি লুইস তাহার মাথার উপর পিস্তল উচাইয়া দাঁড়াইয়া আছে!

কি সর্ব্বনাশ! লফ্‌টি কি শত্রুপক্ষের গুপ্তচর?

কিন্তু তখন আর চিন্তা করিবার সময় ছিল না। লফ্‌টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন স্বরে বলিল, "সকলে মাথার উপর হাত তুলিয়া দাঁড়াও। যে এ আদেশ অগ্রাহ্য করিবে, তাহাকেই গুলী খাইতে হইবে।"

কোসার কিড দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ও আবার কি রকম রসিকতা? তুমি কি পুলিশের চাকরী লইয়াছ লফ্‌টি! টিকটিকির গোলাম ছুঁচো?"

লফ্‌টি বলিল, "আমি তিন পর্য্যন্ত গণিয়াই গুলী করিব।"

ইগ্‌লফ উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আমাদিগকে বেকুব বনাইয়াছে। (we've been fooled,) এ ত লফ্‌টি নহে—এ যে, এ যে—"

উত্তর হইল, "রবার্ট ব্লেক। শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া ধর।"

মুহূর্ত্তকাল সকলেই নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ, তাহার পর ইগ্‌লফ মিঃ ব্লেককে একটা কুৎসিত গালি দিয়া তাহার হাতের শিক মিঃ ব্লেকের মুখ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিল।

কিন্তু মিঃ ব্লেকের পিস্তল তৎপূর্ব্বেই গর্জ্জিয়া উঠিয়া ইগ্‌লফের মণিবন্ধ বিদীর্ণ করিল। ইগ্‌লফ আর্ত্তনাদ করিয়া লুটাইয়া পড়িল। মুহূর্ত্তপরে সেই কক্ষে মহা কোলাহল উত্থিত হইল; টেবিলে কেরোসিনের যে ল্যাম্প জ্বলিতেছিল, একজন সহসা তাহার উপর লাঠীর আঘাত করিবামাত্র ল্যাম্পটি চূর্ণ হইল, সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ হইল।

পিট দ্বারের নিকট গিয়া গর্জ্জন করিল, "গোয়েন্দাটাকে খুন কর, উহাকে পলাইতে দিও না।"

মিঃ ব্লেকের পিস্তল সেই অন্ধকারের মধ্যেই দুইবার 'ডুড়ুম' 'দুড়ুম' শব্দে গর্জ্জিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে একজন ধরাশায়ী হইল।—সে গৃহস্বামী পিট।

মিঃ ব্লেক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "স্মিথ, তুমি কোথায়? আশা করি—তোমার দেহে আঘাত লাগে নাই।"

স্মিথ বলিল, "এই যে কর্ত্তা! আমি খাসা আছি, আমার জন্য চিন্তা নাই; তবে হাত পা বাঁধা, উঠিতে পারিতেছি না। আপনি একটা ডাকাতকেও পলাইতে দিবেন না কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক স্মিথের পাশে গিয়া ছুরী দিয়া তাহার হাতের ও পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে বহির্দ্বারে দুম্‌দাম্ পদাঘাত আরম্ভ হইল; সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ হুইস্লের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইল।

কোসার কিড্ বলিল, "পুলিশ বাড়ী ঘিরিয়াছে। কি বিপদ্! পিট্, পিট্! কোথায় তুমি? কোন্

পথে পলাইবার সুবিধা হইবে শীঘ্র বল। আর এখানে এক মুহূর্ত্ত—"

তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল; মিঃ ব্লেক তাহার কথা শুনিয়া সেই অন্ধকারেই এক লম্ফে তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং দুই হাতে তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন।—কোসার কিড্ মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া টেবিলে বাধিয়া টেবিল সমেত উল্টাইয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক তাহার বুকে বসিয়া তাহার মুখে দুই তিন ঘুসি মারিলেন।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, উহাকে ছাড়িবেন না; আমি অন্যগুলাকে কায়দা করিতেছি।"

পুনর্ব্বার বহির্দ্বারে পদাঘাত, সঙ্গে সঙ্গে একজন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "যদি ভাল চাও ত শীঘ্র দরজা খুলিয়া দাও।"

স্মিথ সেই অন্ধকারের মধ্যে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই পিটের ধরালুণ্ঠিত দেহে বাধিয়া মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কর্ত্তা! আপনি কোথায়?"

মিঃ ব্লেক ভগ্নস্বরে বলিলেন, "এই যে আমি এখানেই আছি; বোধ হয় ইগ্‌লফ এই অন্ধকারে সরিয়া পড়িয়াছে।"

মিঃ ব্লেক দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইলেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী একটা ভাঙ্গা জানালা দিয়া সুশীতল নৈশ বায়ুর একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া মিঃ ব্লেকের উত্তপ্ত চোখে মুখে লাগিল; তিনি বুঝিলেন—ইগ্‌লফ সেই জানালা ভাঙ্গিয়া অট্টালিকার বাহিরে পলায়ন করিয়াছে।

পিস্তলের একটি গুলী সবেগে সেই অট্টালিকার দেওয়ালে বিদ্ধ হইল। মিঃ ব্লেক দ্বারের বাহিরে নীল পরিচ্ছদধারী একজন পাহারাওয়ালার দীর্ঘ মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তিনি স্মিথকে ডাকিয়া বলিলেন, "স্মিথ, তুমি এই দরজায় পাহারায় থাক, আমি ইগ্‌লফকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করি।"

মিঃ ব্লেক সেই ভাঙ্গা জানালা দিয়া পিছনের আঙ্গিনায় লাফাইয়া পড়িলেন; তাহার পর খিড়কীর দরজার দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। পিট নামক দস্যু সেই পথেই কিছুকাল পূর্ব্বে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই দ্বার খুলিয়া একটি গলি দেখিতে পাইলেন; সেই গলিটি রস্কো ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া অন্য দিকের একটি পথ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। মিঃ ব্লেক সেই গলি দিয়া রস্কো ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া দেখিলেন, মোড়ের কিছু দূরে একখানি মোটর-কার দাঁড়াইয়া ছিল, এবং পাদরীর পরিচ্ছদধারী একজন লোক তাড়াতাড়ি সেই গাড়ীতে উঠিবামাত্র গাড়ীখানি নক্ষত্রবেগে অন্তর্দ্ধান করিল।

মিঃ ব্লেক কয়েক গজ দূর হইতে এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "হায়, হায়, ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার যদি ওখানে পাহারায় থাকিতেন, তাহা হইলে ইগ্‌লফ ওভাবে পলাইতে পারিত না।"

মুহূর্ত্তপরে বিপরীত দিক হইতে আর একখানি কার সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সেই গাড়ীতে দুইজন পুলিশ-কর্ম্মচারী উপবিষ্ট ছিলেন।

মিঃ ব্লেক তাঁহাদের একজনকে চিনিতে পারিলেন; তিনি ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, "সব গোল হইয়া গিয়াছে ইন্‌স্পেক্টর! ইগ্‌লফ এইমাত্র পলায়ন করিল।"

ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, "পলায়ন করিল! তুমি কে?"

ছদ্মবেশী ব্লেক বলিলেন, "আমি ব্লেক, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। সে সকল কথা পরে বলিব; একটু আগে যে মোটর-কার ঐ পথে ছুটিয়াছে—শীঘ্র তাহার অনুসরণ করুন।"

ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার মিঃ ব্লেককে তাঁহার কণ্ঠস্বরেই চিনিতে পারিলেন; তিনি শকট-চালককে বলিলেন, "শীঘ্র পলাতক দস্যুর অনুসরণ কর। তাহার 'কার' এখনও অধিক দূরে যাইতে পারে নাই।"

ইন্‌স্পেক্টরের গাড়ী সবেগে চলিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক সেই গাড়ীতে উঠিয়া ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচারের পাশে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ইগ্‌লফ ঐ গাড়ীতে পলায়ন করিতেছে; আপনি আমার টেলিফোনের উপদেশ গ্রহণ করিয়া ভালই করিয়াছেন। তাহারা স্মিথকে ধরিয়া নির্য্যাতন করিতেছিল, সেই সময় আমি তাহাদের আড্ডায় প্রবেশ করি।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "কিন্তু আপনি কিরূপে উহাদের আড্ডার সন্ধান পাইয়াছিলেন—তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; টেলিফোনে আপনার উপদেশ শুনিয়াই—"

ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচারের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই 'দুড়ুম' করিয়া পিস্তলের শব্দ হইল। তাঁহারা যে গাড়ীর অনুসরণ করিতেছিলেন, সেই গাড়ী হইতে

তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষিত হইল।—ইন্‌স্পেক্টরের গাড়ী সবেগে ধাবিত হইয়া অগ্রগামী গাড়ীর সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল।

ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার বলিলেন, "উহারা সহজে ভয় পাইবার পাত্র নয়, আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িতেছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন "না, উহারা সহজে ধরা দিবে না। ঐ—দেখুন।"

পুনর্ব্বার তাঁহারা পিস্তলের গম্ভীর গর্জ্জন শুনিতে পাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের গাড়ীর পাশ দিয়া আলোকের একটি তরঙ্গ বহিয়া গেল! আর একটি গুলীতে ইন্‌স্পেক্টরের গাড়ীর সম্মুখস্থ কাচের পর্দ্দা চূর্ণ হইল। সেই পথে তখনও অনেক নরনারী যাতায়াত করিতেছিল। পুরুষেরা সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, নারী-কণ্ঠ হইতে আর্ত্তনাদ নিঃসারিত হইল। মিঃ ব্লেক গাড়ী হইতে মাথা বাড়াইয়া পিস্তল তুলিলেন; কিন্তু ব্রিগেট পল্লীর প্রমোদাগার হইতে নরনারীরা গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাহাদের কেহ আহত হইতে পারে ভাবিয়া তিনি সম্মুখস্থ গাড়ীর টায়ার লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতে সাহস করিলেন না। ইগ্‌লফের গাড়ী জনতা ভেদ করিয়া বায়ুবেগে সম্মুখে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ পথে গুলী চালাইলে বিপদ ঘটিতে পারে। উহারা সহর ছাড়াইয়া মাঠে পড়িলে আমরা—"

কিন্তু তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই দস্যুদের গাড়ী বহুদূরে চলিয়া গেল। সিভিলিটি স্মিথ সেই গাড়ী চালাইতেছিল, এবং মণ্টি লেন ও ইগ্‌লফ তাহার ভিতর বসিয়া পুলিশের গাড়ী লক্ষ্য করিয়া গুলী চালাইতেছিল। তাহাদের গাড়ী সবেগে কার্কষ্টল রোডের অভিমুখে ধাবিত হইল; ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন

মণ্টি লেন সক্রোধে বলিল, "ইগ্‌লফ, তুমি কি মূর্খ! তুমি ব্লেকের সেই তল্পিদারটাকে কথা কহাইবার জন্য অতখানি সময় কেন নষ্ট করিলে? সেই পেত্‌নীটা তোমাকে তাহার বাড়ীতে যাইতে আদেশ করিয়াছিল; তাহার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া তুমি এমন একটা বাজে কাজে মাতিয়া উঠিলে যে, এখন তুমি ফাঁসের ভিতর মাথা বাড়াইতে উদ্যত!" (you run your head into a noose)

ইগ্‌লফ খেঁকী কুকুরের মত দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "থামো! আমি কিছু অন্যায় করি নাই। তুমি হঠাৎ আসিয়া ভালই করিয়াছিলে। ব্লেক পিটের বাড়ীর চারি দিকে পুলিশের পাহারা বসাইয়াছিল, তাহা কি তখন আমি জানিতাম? সে কিরূপে পিটের বাড়ীর সন্ধান পাইল? আমার বিশ্বাস, কোসারের অসতর্কতাই ইহার কারণ।"

মণ্টি গাড়ীর পশ্চাদ্বর্ত্তী জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! উহাদের গাড়ী যে আসিয়া পড়িল! শেষে কি আমাদিগকে ধরা দিতে হইবে? সিভিলিটি জোরে—আরও জোরে গাড়ী চালাও।"

পুলিশের সহিত বিরোধ করিবার জন্য সিভিলিটির আগ্রহ ছিল না; সে লীড্‌স ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়নের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। সে ইগ্‌লফকে মহাশত্রু মনে করিত। মিস্ ডেথের কঠোর আদেশে সে ইগ্‌লফের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল; কিন্তু ইগ্‌লফের সহিত এই ভাবে সাময়িক সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেও সিভিলিটি তাহাকে বন্ধু মনে করিতে পারে নাই; এমন কি, ইগ্‌লফকে বিপন্ন হইতে দেখিলেই সে আনন্দিত হইত। সে গাড়ী চালাইতে চালাইতে ইগ্‌লফকে জব্দ করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল! সে জানিত রজ্জু-ব্যবসায় উপলক্ষে টিমিন্‌স্ নাম গ্রহণ করায় লীড্‌সে সে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ হইয়াছিল; কিন্তু ইগ্‌লফের অসতর্কতায় ও অধীরতায় তাহাকে এ ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

সে ও মণ্টি লেন মিস্ ডেথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহারই একখানি গাড়ীতে রস্কো ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইয়া দেখিল—দস্যুর সেই আড্ডাটি একদল পুলিশ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। মণ্টি লেন কোসারের অনুরোধেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু পুলিশ কিরূপে সেই আড্ডার সন্ধান পাইল, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সিভিলিটি স্মিথও তাহা জানিত না। ইগ্‌লফ জানালা ভাঙ্গিয়া রস্কো ষ্ট্রীটের মোড়ে পলাইয়া আসিয়া সিভিলিটি স্মিথকে গাড়ী লইয়া সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়াছিল। সেই গাড়ীতেই উঠিয়া সে পলায়ন করিয়াছিল, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। সিভিলিটি স্মিথ অনিচ্ছায় ইগ্‌লফকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া লইলেও তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে—এইরূপ তাহার মনের ভাব!

সিভিলিটি স্মিথ বিকৃত স্বরে বলিল, "পুলিশের

গাড়ী আসিয়া পড়িল না কি? না, আর উহাকে আমাদের অনুসরণ করিতে দেওয়া হইবে না। ইগ্‌লফ, উহাদের 'টায়ারে' গুলী কর।" (fire at their tyres.)

সিভিলিটি স্মিথ কার্কষ্টলের প্রান্ত দিয়া সবেগে গাড়ী চালাইতে লাগিল। তাহাদের বামে কার্কষ্টলের পুরাতন পরিত্যক্ত গীর্জ্জার সমুচ্চ গম্বুজ অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চতুর্দ্দিকে বিশাল অরণ্য, এবং পুরাতন কারখানার ধ্বংসাবশেষ।

সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইগ্‌লফ গাড়ীর পশ্চাৎস্থিত জানালা দিয়া দুইবার পিস্তলের আওয়াজ করিল। পুলিশের গাড়ী তখন তাহাদের কয়েক গজ মাত্র পশ্চাতে ছিল।

মুহূর্ত্তের মধ্যে পুলিশের গাড়ী দুলিয়া উঠিল; তাহার সম্মুখের দুইটি টায়ারই মহাশব্দে ফাঁসিয়া গেল! সিভিলিটি স্মিথ হঠাৎ এরূপ জোরে ব্রেক কষিল যে, ইগ্‌লফ গাড়ীর ভিতর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া গেল।

সে সোজা হইয়া বসিয়া সক্রোধে বলিল, "ইঃ, কপাল ফুলিয়া উঠিল! ব্যাপার কি হে বাপু?"

সিভিলিটি স্মিথ গাড়ী থামাইয়া বলিল, "গাড়ী হইতে শীঘ্র নামিয়া পড়। যেখানে পার পালাও; আমাদের আর এক সঙ্গে থাকা চলিবে না। আমি এই গাড়ী এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়িব।"

সিভিলিটি স্মিথ তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে পথে নামিল; মন্টি লেনও নীচে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর তাহারা উভয়ে পূর্ব্বোক্ত অরণ্য লক্ষ্য করিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। তাহারা সেই প্রাচীন গীর্জ্জা সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিলে সিভিলিটি স্মিথ মন্টিকে বলিল, "এই জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া থাক; একটিও কথা কহিও না। ইগ্‌লফ হয় ত রেলের ষ্টেশনের দিকে যাইবে; কিন্তু সেখানে তাহার ধরা পড়িবার আশঙ্কা আছে। আমরা এখানে সারা রাত্রি লুকাইয়া থাকিতে পারিব। এখানে কেহই আমাদের সন্ধান পাইবে না। পুলিশ চারি দিকে ঘুরিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে।"

মন্টি লেন রাত্রিকালে সেই অরণ্যে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর ও বিপজ্জনক মনে করিল; সে চারি দিকে চাহিয়া সভয়ে বলিল, "ঐ পুরানো গীর্জ্জার কাছে গোরস্থান, ভূতের আড্ডা! এখানে লুকাইয়া থাকিতে আমার সাহস হয় না সিভিলিটি, চল আমরা অন্য দিকে যাই। এখান হইতে রেলের ষ্টেশন ত বেশী দূর নয়, সেই দিকেই যাওয়া যাক। ইগ্‌লফ এতক্ষণ হয় ত—"

সিভিলিটি স্মিথ তাহার কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বোকার মত কথা বলিও না। ব্লেক ও তাহার দলের লোক ইগ্‌লফের অনুসরণ করিয়াছে, হয় ত রেল-ষ্টেশনের দিকেই গিয়াছে। তাহারা এখানে আমাদিগকে খুঁজিতে আসিবে না। আমরা এখানে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া নদীর ওপারে যাইব। সেই দিকের রেলের লাইন দিয়া অনেক মালবাহী ট্রেণ বহুদূরে যাতায়াত করিতেছে; আমরা কোন একখানা মাল-গাড়ীতে আশ্রয় লইব।"

শীতে মন্টি লেনের বুক কাঁপিতেছিল, দাঁতে দাঁতে বাধিতেছিল। সে সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া সিভিলিটি স্মিথকে বলিল, "ইগ্‌লফ কোথায় গেল? তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই। পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিলে আমাদের সকল গুপ্ত কথাই তাহার নিকট জানিয়া লইবে; আমরা পরে বিপদে পড়িব।"

সিভিলিটি স্মিথ বিকৃত স্বরে বলিল, "সে বেটা মরুক, তাহার জন্য আমাদের এত কি মাথা ব্যথা? পুলিশ তাহাকে ধরিলে—সে আমাদের গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবে?—না, তাহার সেরূপ সাহস হইবে না। মিস্ ডেথ তোমার আমার মত তাহাকেও মুঠায় পুরিয়াছে। প্রাণ থাকিতে সে সেই পেত্‌নী মাগীর অবাধ্য হইতে পারিবে না।—পেত্‌নীটার কি মরণ নাই?"

পুলিশের গাড়ী অচল হইলে মিঃ ব্লেক ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার ও অন্য পুলিশ কর্ম্মচারীটিকে লইয়া সেই টায়ার-ফাটা গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলেন। তাঁহারা দস্যুদলের শকট আক্রমণ করিবার জন্য তিনজনে দৌড়াইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সিভিলিটি স্মিথ গাড়ী লইয়া তখন বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিল—এই অনুমানে মিঃ ব্লেক পদব্রজে তাহা ধরিবার আশা ত্যাগ করিয়া কার্কষ্টলে গিয়া টেলিফোন করাই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি ভাবিলেন বেড্‌ফোর্ড মোড়ের পুলিশকে টেলিফোনে সংবাদ দিলে, তাহারা পথের ধারে লুকাইয়া থাকিয়া দস্যুদের গাড়ী ধরিতে পারিবে; কিন্তু তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দস্যুত্রয় কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত মোটর-কারখানি পথের ধারেই দেখিতে পাইলেন।

ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার বলিলেন' "ঐ দেখুন তাহারা

গাড়ীখানা এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চম্পট দিয়াছে !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "গাড়ী হইতে নামিয়া তাহারা এখনও অধিক দূর যাইতে পারে নাই। রেলপথ বোধ হয় অধিক দূরে নয় ?"

ইন্স্পেক্টর বলিলেন, কার্কষ্টন-ষ্টেশন খুব কাছেই বটে ; ন-এগারটার ট্রেণ বোধ হয় কয়েক মিনিটের মধ্যেই ষ্টেশনে আসিবে।"

হঠাৎ গীর্জ্জা-সন্নিহিত জঙ্গলের ভিতর হইতে 'গুড়ুম' শব্দে পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল ; একটি গুলী মিঃ ব্লেকের মাথার উপর দিয়া সশব্দে চলিয়া গেল ! মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ সরিয়া গিয়া দস্যু-পরিত্যক্ত শকটের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, এবং সেই স্থান হইতে পূর্ব্বোক্ত অরণ্য লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষণ করিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি একটি কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তিকে গুড়ি মারিয়া অরণ্যের বাহিরে আসিতে দেখিলেন।

মিঃ ব্লেক দ্রুতবেগে সেই মূর্ত্তির দিকে ধাবিত হইলেন ; সে যে ইগ্‌লফ—এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি তাহার সম্মুখীন হইয়া তীব্রস্বরে বলিলেন, "ইগ্‌লফ, আর তোমার চালাকি খাটিবে না। এবার তুমি আমাদের হাতে পড়িয়াছ !"

ইগ্‌লফ সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "উচ্ছন্ন যাও তুমি ! আমাকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিবে—সে সাধ্য কাহারও নাই।"

ইগ্‌লফের হাতে একখান ছোরা ছিল, সে তৎক্ষণাৎ তদ্দ্বারা মিঃ ব্লেকের স্কন্ধে আঘাত করিল। সেই আকস্মিক আঘাতে মিঃ ব্লেক ঘুরিয়া পড়িলেন ; তাহা দেখিয়া ইগ্‌লফ হো-হো শব্দে হাসিয়া, "কেমন গোয়েন্দা সাহেব ! আমাকে গ্রেপ্তার করিবে না ? আমি তোমাকে এমন শিক্ষা—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক সামলাইয়া লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, এবং চক্ষুর নিমেষে তাহার স্কন্ধ লক্ষ্য করিয়া গুলী করিলেন।

ইগ্‌লফ আর্ত্তনাদ করিয়া উভয় হস্তে ক্ষতস্থল আবৃত করিল ; তাহার হাতের অস্ত্র মাটীতে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে ধরাশায়ী হইল। দেহ স্থির, নিস্পন্দ !

ইন্স্পেক্টর স্লেচার অন্ধকারে মিঃ ব্লেককে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, আপনি কোথায় ?"

মিঃ ব্লেক স্কন্ধের যন্ত্রণায় বিচলিত হইয়া বলিলেন, "আমি এই দিকে আসিয়াছি ইন্স্পেক্টর। ইগ্‌লফ ধরা পড়িয়াছে। আমার গুলীতে সে বোধ হয় বেশী রকম যখম হইযাছে। আপনি এখানে আসিয়া তাহার ভার লউন। আমিও আহত হইয়াছি, কিন্তু আশা করি, শীঘ্রই সুস্থ হইতে পারিব।"

মিঃ ব্লেক টলিতে টলিতে পূর্ব্বোক্ত গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু হঠাৎ মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান দেখিয়া ইন্স্পেক্টরের সঙ্গী সার্জ্জেণ্ট তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

সার্জ্জেণ্ট তাহার হাতের বিজলি-বাতির আলোক মিঃ ব্লেকের আহত স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ ! আপনার কাঁধ কাটিয়া যে রক্তের ধারা বহিতেছে মিঃ ব্লেক !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি সামলাইয়া উঠিয়াছি ; তুমি ইগ্‌লফকে দেখ। আশঙ্কা হইতেছে—তাহার আঘাত সাংঘাতিক হইয়াছে।" (I'm afraid he's done for.)

সহসা অদূরবর্ত্তী এয়ারী নদীর অপর পারস্থ রেলপথ হইতে একখানি ট্রেণের গুম্ গুম্ শব্দ তাঁহাদের কর্ণগোচর হইল। অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রান্তর ভেদ করিয়া ট্রেণের আলোক তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল।

* * * *

স্মিথ মিঃ ব্লেকের সহিত কুইন্‌স্ হোটেলে আহার করিতে বসিয়া 'ইয়র্ক-সায়ার-পোষ্ট' নামক দৈনিকখানি দেখিতে দেখিতে বলিল, "কর্ত্তা, আমাদের আক্ষেপের কোন কারণ নাই। আমরা কোসার কিড, পিট ও ইগ্‌লফ—এই তিনজন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছি। আপনার ক্ষতের অবস্থাও ত অনেক ভাল !"

মিঃ ব্লেক কাফির পেয়ালায় চুমুক দিয়া বলিলেন, "স্মিথ, তুমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পার, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট নহি। পিট ও কোসার কিড তেমন নামজাদা দস্যু নহে ; ইগ্‌লফ দুর্দ্দান্ত দস্যু হইলেও আমি তাহাকে অসাধারণ দস্যু বলিয়া স্বীকার করি না। মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ পলায়ন করিয়াছে ; তাহাদের সন্ধান পাই নাই। তাহারা উভয়েই ইগ্‌লফ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাহারা সমাজের অত্যন্ত অধিক অপকার করিয়াছে ; বিশেষতঃ আমি যে রহস্য ভেদ করিতে দীড়্‌সে

আসিয়াছি, তাহার কোনও সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিলাম না!"

স্মিথ বলিল, "আপনি মিস্ ডেথের কথা বলিতেছেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ; তুমি মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথের অনুসরণ করিলে, আমি গ্রীফিন হোটেলে গিয়া মণ্টির কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমি তাহার ট্রঙ্ক পরীক্ষা করিয়া সেই কামরা হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই দ্বারে করাঘাত-শব্দ শুনিতে পাই; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে কেহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল না। যে ব্যক্তি দ্বারে করাঘাত করিয়াছিল, সে বোধ হয় মনে করিয়াছিল সেই কক্ষ খালি পড়িয়া আছে বলিয়া তাহা বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু অন্য লোক না হইয়া মণ্টিই যদি তাহার কক্ষে সেই সময় ফিরিয়া যাইত, তাহা হইলে আপনাকে কি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িতে হইত! যাহা হউক, আপনি মণ্টির ট্রাঙ্কে লফ্‌টির চিঠিখানা ভাগ্যে পাইয়াছিলেন। সেই পত্র না পাইলে কি আপনি রস্কো ষ্ট্রীটের সেই বাড়ীতে গিয়া আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেন? না, সেই ডাকাতগুলা ওভাবে ধরা পড়িত? আপনি লফ্‌টির ছদ্মবেশ ধারণের উপকরণগুলির সাহায্য পাওয়াতেই বোধ হয় অত শীঘ্র কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন; বিলম্ব হইলে আপনি আমাকে জীবিত দেখিতে পাইতেন না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "লোকটার ছদ্মবেশ ধারণ করিতে না পারিলে আমি সেই আড্ডায় প্রবেশ করিতে পারিতাম না; তোমার জীবন রক্ষা করাও কঠিন হইত।"

স্মিথ বলিল, "আমি সেখানে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আপনাকে টেলিফোনে সকল কথা না জানাইয়া বড়ই ভুল করিয়াছিলাম কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখন সে জন্য আক্ষেপ করা বৃথা। ইগ্‌লফ উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছে। কোসার কিড ও পিট দায়রার বিচারে যথাযোগ্য দণ্ড লাভ করিবে; কিন্তু মিস্ ডেথই এই দুর্দ্দান্ত দস্যুদলের অধিনেত্রী হইলেও, আমরা তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না, তাহার প্রকৃত পরিচয়ও জানিতে পারিলাম না। ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচার ও তাঁহার সহযোগিগণের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। দুর্ভেদ্য বিশাল প্রাচীর তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান! যে শক্তিসম্পন্না নারী লণ্ডনের সকল দস্যুকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিতেছে, সে যে লীড্‌সের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের কয়েক হাজার পাউণ্ড লুঠ করিবার জন্যই এই কার্য্য করিয়াছে—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহার নিশ্চয়ই কোন গভীরতর উদ্দেশ্য আছে; কিন্তু তাহা জানিবার উপায় নাই!"

স্মিথ বলিল, "আর একটা কথা কর্ত্তা; আজ ইয়র্কসায়ার-পোষ্টে সার জুলিয়স্ স্কোনবার্গ সম্বন্ধে একটা বড় মজার খবর বাহির হইয়াছে; সে স্থানীয় হাসপাতালে কুড়ি হাজার পাউণ্ড দান করিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক অবিশ্বাস ভরে বলিলেন, "তুমি বলিতেছ কি? সে যে অসুস্থ হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছে; সে কাহারও সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত করিতেছে না।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, সে বেচারা উত্থানশক্তি-রহিত; কিন্তু টাকাটা বোধ হয় সে অসুস্থ হইবার পূর্ব্বেই দান করিয়াছে!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "অদ্ভুত বটে! শুনিয়াছি তাহার মত কৃপণ ধনী জগতে বিরল, আর সে একটা হাসপাতালে ফস্ করিয়া কুড়ি হাজার পাউণ্ড দান করিল! আর একটি ব্যাপারও আমি বুঝিতে পারি নাই, ইগ্‌লফের ঘর খানাতল্লাস করিয়া তাহার লুঠের টাকা কিছুই পাওয়া যায় নাই।"

স্মিথ বলিল, "সে হয় ত পূর্ব্বেই তাহা লণ্ডনে চালান করিয়াছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হইতেও পারে; কিন্তু একটা বিষয়ে আমি কৃতসঙ্কল্প। মিস্ ডেথ কে, সে কোথায় বাস করে এবং সে কি উদ্দেশ্যে দস্যুদলকে পরিচালিত করিতেছে, তাহার সন্ধান না লইয়া আমি বাড়ী ফিরিব না। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে যে ভীষণ কাণ্ড ঘটিবে, গত সপ্তাহের চুরি ডাকাতি তাহার পূর্ব্বসূচনা মাত্র।"

মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবামাত্র সেই কক্ষের দ্বারে করাঘাত হইল। স্মিথ উঠিয়া দ্বার খুলিলে একজন আরদালী একখানি লেফাপা স্মিথের হস্তে প্রদান করিল। স্মিথ পত্রখানি মিঃ ব্লেকের সম্মুখে রাখিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা খুলিয়া পাঠ করিলেন। সেই পত্রখানির মাথায় লাল কালীতে মুদ্রিত নর কপাল! মিঃ ব্লেকের স্মরণ হইল তিনি মণ্টি লেনের ট্রাঙ্কের ভিতর এইরূপ চিহ্নাঙ্কিত পত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি কৌতুহলভরে সেই পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিলেন; তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"মিঃ রবার্ট ব্লেক, আপনার অনধিকারচর্চ্চা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আপনি আমার সঙ্কল্পে বাধা দানে উদ্যত হইয়া আমার যথেষ্ট অসুবিধা ঘটাইয়াছেন! অতএব আপনাকে এতদ্দ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যদি আপনি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লণ্ডনে প্রত্যাগমন না করেন, তাহা হইলে আমাকে অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত আপনার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে হইবে। আপনাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইতে হইবে; এমন কি, আপনার জীবনও বিপন্ন হইতে পারে। আপনাকে সতর্ক করিবার জন্য ইহাই আমার প্রথম ও শেষ পত্র—মিস্ ডেথ।"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন; তাঁহার পর স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ পত্র কে আনিয়াছিল?"

স্মিথ বলিল, "হোটেলের একজন আরদালী দিয়া গিয়াছে।"

আরদালী যাহার নিকট পত্রখানি পাইয়াছিল—সে বাহিরের লোক, অপরিচিত।

মিঃ ব্লেক স্মিথকে বলিলেন, "আর আমার দুশ্চিন্তার কারণ নাই স্মিথ! রহস্যময়ী মিস্ ডেথ আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে।"

স্মিথ পত্রখানি পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তবে ত মিস্ ডেথ কোন কাল্পনিক স্ত্রীলোক নহে, সে সত্যই আছে!—আপনি এখন কি করিবেন কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "সে আমাকে কিরূপে অপদস্থ, লাঞ্ছিত ও বিপন্ন করে, তাহা দেখিবার জন্য এখন ইয়র্কসায়ারে থাকিব; কিন্তু লীডস আমার সদর আড্ডা হইবে। আমাদের যুদ্ধ পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে; এবার সে প্রকাশ্য ভাবে সমরঘোষণা করিল! স্ত্রীলোকের সহিত সংগ্রাম—গৌরবের বিষয় নহে; তবে রহস্যময়ী মিস্ ডেথ সাধারণ শক্তিশালিনী নারী।"

স্মিথ হাসিয়া বলিল, "মিস্ আমেলিয়া কার্টার অপেক্ষাও কি অধিক চতুরা ও বুদ্ধিমতী?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্য্যক্ষেত্রে তাহার পরিচয় পাইব।"

সমাপ্ত

টাকের উপর টেক্কা

দীনেন্দ্র কুমার রায়

টাকের উপর টেক্কা

প্রথম লহর

শীতের অপরাহ্ন। লণ্ডন-এক্সপ্রেস্ যখন সুবিখ্যাত লৌহ-নগরী সেফীল্ডের রেল-ষ্টেশনে প্রবেশ করিল, তখন কুজ্ঝটিকা বায়ুপ্রবাহিত ধূলিরাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল। প্রকৃতি দেবী যেন তাঁহার ধূসরাঞ্চলে নগরের সকল শোভা মুছিয়া দিয়াছিলেন।

ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইলে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরা হইতে দুইজন আরোহী প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া আসিল। উভয়ের আকৃতিতে ভয়ঙ্কর বৈসাদৃশ্য! একজন দীর্ঘকায় বলবান প্রৌঢ়, মুখের রঙ ফিকে বাদামী; গোল মুখে জমকাল একজোড়া পাকা গোঁফ, এবং রামছাগলের দাড়ির মত সুদীর্ঘ সাদা দাড়ি সূচল করিয়া ছঁটা। বিশাল দেহ ভারী কোটে আবৃত, সেই কোটের কিনারায় পাখীর পালকের গুচ্ছ; মাথায় ছত্রিওয়ালা প্রকাণ্ড টুপি। তাহাকে প্ল্যাটফর্ম্মে নামিতে দেখিয়া ষ্টেশনের পোর্টারের ধারণা হইল—লোকটি নিশ্চয়ই কোন অসাধারণ ব্যক্তি; সে তাহার সম্মুখে গিয়া সম্ভ্রম ভরে অভিবাদন করিল।

দ্বিতীয় ব্যক্তি খর্ব্বকায়, ক্ষীণদেহ; মুখের রঙ তামাটে, মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্নমাত্র নাই। গালের হাড় অত্যন্ত উঁচু; টুইডের বিবর্ণ পোষাকটা তাহার শীর্ণ দেহে ঢল-ঢল করিতেছিল এবং প্যাণ্টটা দুই হাঁটুর কাছাকাছি ঠেলিয়া উঠিয়াছিল! সে এই নূতন স্থানে আসিয়া মুখব্যাদান করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চারি দিকে চাহিতেছিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার সঙ্গী সকৌতুকে তাহার ঘাড় ধরিল এবং হাসিয়া স্প্যানীস্ ভাষায় বলিল, "জাপেটেক, আমরা লম্বা পথ পাড়ি দিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এই নগর তোমার খুব অদ্ভুত বলিয়াই মনে হইবে; একে বিষম ঠাণ্ডা, তাহার উপর চারি দিক ধোঁয়া ও কুয়াসায় ঢাকা! নগর সম্বন্ধে তোমার খুবই খারাপ ধারণা হইবে।"

খর্ব্বদেহ তাম্রবর্ণ মানুষটি মাথা ঘুরাইয়া নীরস স্বরে বলিল, "হাঁ, সিনর।"

পোর্টারটা আরোহীদ্বয়ের লগেজগুলি ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কর্ত্তা বলিল, "ওসব তুমি কোথায় লইয়া যাইবে? আমি গ্র্যাণ্ড হোটেলে কামরা ভাড়া করিয়া রাখিয়াছি। ষ্টেশনে মোটর-কার রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম; তাহারা কি গাড়ী পাঠায় নাই?"—কথাগুলি সে ইংরাজীতেই বলিল! তাহার ভাষা বিশুদ্ধ, তবে বিদেশী বলিয়া উচ্চারণে একটু টান ছিল।

পোর্টার চারি দিকে চাহিয়া বলিল, "গ্র্যাণ্ড হোটেলের আরদালীকে একটু আগে দেখিয়াছিলাম বটে,—কোথায় সে?"

গ্র্যাণ্ড হোটেলের উর্দ্দীধারী আরদালী আসিয়া আগন্তুক বিদেশীদের লগেজ প্রভৃতি হোটেলের গাড়ীতে তুলিতে লাগিল।

দীর্ঘদেহ জমকাল চেহারার লোকটি হোটেলের আরদালীকে বলিল, "গার্ডের গাড়ীতে আমার একটা ট্রাঙ্ক আছে; তাহাতে আমার নাম ও ঠিকানা আছে—দেখিলেই চিনিতে পারিবে। আমার নাম ডাক্তার রামন বেলিসারিও সালভেডর; আমি টেগুসিগাল্পা হইতে আসিতেছি।"

আরদালী গভীর সম্মান ভরে টুপি স্পর্শ করিয়া বলিল, "যো হুকুম, হুজুর।"

হুজুর বলিল, "বেশ, এখন আমাকে তোমাদের গাড়ী দেখাইয়া দাও।"

সে সেই তামাটে বর্ণের খর্ব্বকায় সঙ্গীকে লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল, এবং হোটেলের গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। ট্রাঙ্কটি গার্ডের গাড়ী হইতে নামাইয়া আনিয়া শকট-চালকের পাশে রাখা হইলে ডাক্তার রামন সালভেডর আরদালীকে তাহার আশাতীত পুরস্কার প্রদান করিল। আরদালীর সেলামের বহর দেখিয়া তাহার পাকা গোঁফের আড়াল হইতে হাসি ফুটিয়া উঠিল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে ডাক্তার রামন সালভেডর লোহার কারখানাগুলির ধূম্রধূসর আকাশস্পর্শী উর্দ্ধশির চিম্‌নী সমূহের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, "জাপোটেক, বন্ধু, ঐদিকে চাহিয়া দেখ—লোহার কল কারখানা এখানে কত বেশী! এই সেফীল্ডের লোকের হৃদয় ও মস্তক এখানকার ইস্পাতের অপেক্ষাও কঠিন; কিন্তু অন্য লোক এখানে আসিয়া ইহাদের স্বার্থে দন্তস্ফুট করিতে না পারিলেও, আমরা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব।"

জাপোটেক কলের পুতুলের মত মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক বলিয়াছেন সিনর! আমরা কায গুছাইতে পারিব; কারণ, কথায় বলে—ইস্পাতের ফলা অপেক্ষা রূপার চিম্‌টা বেশী ধারালো।"

ডাক্তার রামন সালভেডর এই উক্তির সমর্থন করিয়া বলিল, "এবং অধিকতর সাংঘাতিক।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গাড়ী গ্র্যাণ্ড হোটেলের সম্মুখে আসিয়া থামিল; ডাক্তার রামন ও তাহার সঙ্গী হোটেলে প্রবেশ করিল। ডাক্তার রামন সালভেডর হোটেলের আফিসের খাতায় নিজেদের নাম লিখাইয়া আফিস হইতে তাহার কামরার চাবি চাহিয়া লইল। নিজেদের ঠিকানা লিখিবার ঘরে সে যখন লিখিল—'টেগুসিগাল্পা, হণ্ডুরাস্'—তখন হোটেলের কেরাণী সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর বলিল, "আপনারা ত বহুদূর হইতে আসিতেছেন মহাশয়!"

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "হাঁ বন্ধু, আমরা প্রায় ছয় হাজার মাইল দূরবর্ত্তী দেশ হইতে আসিতেছি; হাঁ, আপনাদের এই বিখ্যাত নগর দেখিবার জন্যই এত দূর হইতে আসিয়াছি।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এরূপ বিদ্রূপের আভাস ছিল যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া কেরাণী অত্যন্ত অস্বচ্ছন্দ বোধ করিতে লাগিল; কিন্তু সে মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গী ঐ ভদ্রলোকটি—কি নাম বলিলেন—মিঃ জাপোটেক?—তা উনি আপনার শয়ন-কক্ষের পাশের কক্ষে শয়ন করিবেন, আমরা সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছি।"

ডাক্তার বলিল, "উত্তম ব্যবস্থা।—আপনি বলিতে পারেন আমার নামে কোন চিঠিপত্র আসিয়াছে কি?"

কেরাণী চিঠির বাক্স খুলিয়া একখানি নীল বর্ণের চৌকা লেফাপা বাহির করিল। সে তাহা ডাক্তার রামন সালভেডরের হাতে দিয়া বলিল, "আজ বৈকালের ডাকে উহা পাওয়া গিয়াছে।"

ডাক্তার রামন সালভেডর পত্রখানির শিরোনামায় দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, এবং তাড়াতাড়ি তাহা পকেটে ফেলিয়া তাহার সঙ্গীর সহিত 'লিফ্‌টে' উঠিল। জাপোটেক ডাক্তারের শয়ন-কক্ষের পার্শ্বস্থ কামরায় প্রবেশ করিল।

ডাক্তার রামন সালভেডর তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পকেট হইতে সেই নীল লেফাপা বাহির করিল; সেই সময় তাহার হাত ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সে লেফাপা হইতে একখানি ক্ষুদ্র পত্র বাহির করিয়া আতঙ্ক-বিস্ফারিত নেত্রে পত্রখানির মাথার দিকে চাহিয়া রহিল।—পত্রের মাথায় লাল কালীতে একটি নর-কপাল অঙ্কিত ছিল!

ডাক্তার রামন সালভেডর সেই পত্রখানি রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঠ করিল; তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, চক্ষুতে নিরাশার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল! সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "এই শয়তানীর কবল হইতে কি উদ্ধার লাভের কোন উপায় নাই? হা ভগবান, আর কত দিন এই পিশাচীর দাসত্ব করিতে হইবে?"

সে যে পত্রখানি পাঠ করিল, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল,—

"এখানে তোমার আসা দরকার। আজ রাত্রি দশটা হইতে বারটার মধ্যে এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে।—মিস্ ডেথ।"

ডাক্তার রামন সালভেডর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর ভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই পত্রখানির উদ্দেশ্য কি—তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। তাহার হৃদয় আতঙ্কে পূর্ণ হইল।

সহসা সেই কক্ষের দ্বারে কে করাঘাত করিল, সেই শব্দ শুনিয়া ডাক্তার রামন পত্রখানি তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

জাপোটেক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া মিটমিট করিয়া হাসিতেছিল। সে ডাক্তারকে বলিল, "আপনি কি টেকো হলডুরানিয়ানের সেই চুলের খেলা দেখাইবেন কর্ত্তা!"

ডাক্তার সালভেডর বলিল, "টেকো হলডুরানিয়ান চুলোয় যাক! আঁধারে ঢাকা এই হতভাগা দেশে আসিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! এখানে আমার না আসাই উচিত ছিল।"

জাপোটেক মাথা নাড়িয়া দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—"কিন্তু এ দেশের আগুনের জল (fire

water) খুব সরেশ চিজ, কর্ত্তা! এক বোতল আনাইয়া লইব কি?

ডাক্তার সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু পরদিন তাহার অদৃষ্টে কি আছে তাহা বুঝিতে না পারায় তাহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না।

* * * *

লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের সহকারী স্মিথ এক গোছা চাবি হাতে লইয়া নাড়িতে নাড়িতে একখানি কৌতূহলোদ্দীপক ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পাঠ করিতেছিল। পুস্তকখানি সে হঠাৎ বিরক্তি ভরে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া কুইন্‌স্ হোটেলের সেই কক্ষের জানালার নিকট উপস্থিত হইল। সেই জানালা হইতে হোটেলের সম্মুখবর্ত্তী পথের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যাইত। লীড্‌সের কুইন্‌স্ হোটেলের যে কামরা মিঃ ব্লেক ভাড়া লইয়াছিলেন, সেই কামরার ঠিক পাশেই স্মিথের কামরা।

স্মিথ পথের অন্য ধারে একটি ময়দান দেখিতে পাইল; তাহার এক প্রান্তে সুদীর্ঘ স্তম্ভশ্রেণী-সুশোভিত টাউন-হল। মিঃ ব্লেক পুলিশ-সুপারিন্‌টেনডেণ্টের সহিত দেখা করিবার জন্য প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে একাকী টাউন হলে গিয়াছিলেন।

স্মিথ কয়েক মিনিট সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সে প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মিঃ ব্লেকের সহিত লীড্‌সে আসিয়াছিল। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় প্রথম কয়েক দিন সে বেশ আনন্দেই অতিবাহিত করিয়াছিল, কিন্তু শেষের তিন দিন তাহার হাতে কোন কায না থাকায় সে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতেছিল; বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি তাহার দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, সে বিমর্ষ ভাবে পথের দিকে চাহিয়া পথিকগণের জনতা লক্ষ্য করিতেছিল। কিছু দূরে ব্ল্যাকপ্রিন্সের অশ্বারোহী মূর্ত্তি, বৃষ্টিধারায় সেই পাষাণ-মূর্ত্তি সিক্ত। সেই মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে সন্ধ্যার অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

স্মিথ একাকী ঘরের ভিতর ছট্‌ফট্ করিতেছিল, একাকী গৃহ-কোণে বসিয়া থাকা কষ্টকর মনে করিয়া সে স্থির করিল অদূরবর্ত্তী 'ম্যাজেষ্টিক পিক্‌চার হাউসে' গিয়া ঘণ্টা-দুই কাটাইয়া আসিবে।—এই উদ্দেশ্যে সে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনে উদ্যত হইয়াছে, সেই সময় হঠাৎ তাহার কামরার রুদ্ধদ্বারে কে সবেগে করাঘাত করিল।

স্মিথ তাড়াতাড়ি দরজা খুলিতেই একটি দীর্ঘদেহ, সুবেশধারী বলবান যুবককে দ্বার-প্রান্তে দেখিতে পাইল; তাহাকে দেখিয়া স্মিথের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

আগন্তুক যুবক সোৎসাহে বলিল, "স্মিথ যে! তুমিও এখানে? খবর কি বল শুনি।"

স্মিথ বলিল, "তুমিই বা হঠাৎ কি মতলবে লণ্ডন হইতে লীড্‌সে আসিয়াছ? লীড্‌স ত বেড়াইতে আসিবার মত স্থান নয় প্ল্যাস!—কিন্তু এখানে দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কথা হইবে না, ভিতরে এস।"

প্ল্যাস পেজ আমাদের নূতন পাঠকগণের অপরিচিত। সে লণ্ডনের সুবিখ্যাত দৈনিক 'ডেলি রেডিও'র প্রধান লেখকগণের অন্যতম। 'ডেলি রেডিও'তে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি ফৌজদারী অপরাধ-সংক্রান্ত যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হয়, প্ল্যাস পেজ তাহারই লেখক। সেই সকল বিষয় সে এরূপ সরস ভাষায় লিখিয়া থাকে যে, তাহার রচনা পাঠের জন্য পাঠক পাঠিকাগণ অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন; বস্তুতঃ তাহার বর্ণনাগুণেই 'ডেলি রেডিও' অন্যান্য দৈনিক অপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে বলিয়া দীর্ঘকাল হইতে এই ভার তাহারই হস্তে ন্যস্ত আছে। প্ল্যাস পেজকে 'রেডিও'র রিপোর্টার হইয়া মধ্যে মধ্যে দেশান্তরেও যাইতে হয়। ইংলণ্ডের যে অংশে চুরি ডাকাতি খুন জালিয়াতী বা দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ হয়, প্ল্যাস পেজকে সেই স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্ল্যাস পেজ স্মিথের কামরায় প্রবেশ করিয়া টুপিটা অদূরবর্ত্তী টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিল, তাহার পর বর্ষাতি কোটটা খুলিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল এবং অগ্নিকুণ্ডের দিকে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক কি উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আসিয়াছেন, তাহার সন্ধান লইবার জন্যই আমাকে আসিতে হইল। তিনি তোমাকেও লইয়া আসিয়াছেন—ইহা সুলক্ষণ বলিয়া মনে হয় না। তোমরা কয়েক দিন পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছ; তোমাদের এত কি কায, তাহা জানা চাই ত!—ইয়র্ক সায়ারে তোমরা কি কায়েমী আড্ডা করিলে?"

স্মিথ বিরক্তি ভরে বলিল, "দুত্তোর কায়েমী আড্ডা! এ রকম নিরানন্দময় অন্ধকারাচ্ছন্ন ভদ্রলোকের সমাগমহীন স্থানে কাহার থাকিতে ইচ্ছা হয়?—সে কথা যাক, তুমি কখন আসিলে? মতলব কি, খুলিয়া বল দেখি।"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "আমি একটু আগে তিনটা পঞ্চাশ মিনিটের ট্রেণে এখানে পৌঁছিয়াছি। একটা প্রকাণ্ড ফৌজদারী মামলার বিবরণ সংগ্রহ করিতে সংপ্রতি মার্সেলে গিয়াছিলাম; কাল সকালে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম—ইয়র্ক সায়ারে অরাজকতার স্রোত বহিতেছে! গত রাত্রে আমাদের 'রেডিও'র নৈশ সম্পাদক জুলিয়স্ জোন্সের আফিসে গিয়া দাঁড়াইতেই সে হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া অসন্তুষ্ট ভাবে আমাকে সংবাদ দিল—আমাদের কাগজের লীড্সের স্থানীয় সংবাদদাতা তোমাদের কর্ত্তাটির সঙ্গে দেখা করিবার সুযোগ পায় নাই! কাজেই রহস্য-ভেদের জন্য আমাকেই তাড়াতাড়ি আসিতে হইল। সে পরের কথা পরে হইবে—এখন মিঃ ব্লেক কোথায়, তাহাই আগে জানিতে চাই।"

স্মিথ বলিল, "তিনি লীড্সের পুলিশ-সুপারিন্টেনডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছেন; কোন্ বিষয়ের পরামর্শ, তাহা আমার অজ্ঞাত, এবং কর্ত্তা এখানে কি করিতেছেন, লুঠ-তরাজ সম্বন্ধে কি জানিতে পারিয়াছেন—তাহা তিনি কোন কাগজের রিপোর্টারের নিকট প্রকাশ করিতে সম্মত নহেন।—তোমাদের কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা কে, তাহা জানি না; তবে কর্ত্তা আমাকে হুকুম দিয়াছেন—সে বা অন্য কোন কাগজের সংবাদদাতা যদি এখানে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসে—তাহা হইলে ঘাড় ধরিয়া তাহাকে নীচে নামাইয়া দিতে হইবে। আমি তাঁহার আদেশ পালন করিব; তবে তোমার মত বন্ধুজনের সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে। কর্ত্তা কোন গুপ্ত রহস্যের সকল সূত্র আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে কাহাকেও কোন কথা বলেন না, মুখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকেন—ইহা ত তুমি জান।"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "হাঁ, তাঁহাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। কত বার তাঁহার সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়াছি, একত্র বিপদে পড়িয়াছি, সঙ্কটে পরস্পরকে সাহায্য করিয়াছি; তুমিও ত তাহা জান। কিন্তু তিনি মুখ বুঁজিলে তাঁহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারা যায় না।"

স্মিথ বলিল, "তুমি পরিশ্রান্ত, ও সকল কথাবার্ত্তা এখন থাক্; আগে একটু চায়ের ব্যবস্থা করিয়া দিই। চা-পানের পর তোমাকে মোটামুটি সকল কথা বলিব।"

স্মিথ উঠিয়া গিয়া টেলিফোনে আরদালীকে আদেশ করিল—তাহাদের জন্য অবিলম্বে দুই পেয়ালা চা পাঠাইতে হইবে।

স্মিথ প্ল্যাস পেজের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "কি জানিতে চাও বল।"

প্ল্যাস পেজ একটি সিগারেট ধরাইয়া দুই এক মিনিট ধূমপান করিল, তাহার পর স্মিথকে বলিল, "আমার নিজের কথাই আগে বলি। মার্সেলে গিয়া সেখানে আমাকে এক সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল; বলিয়াছি ত একটা বড় ফৌজদারী মামলার সকল তথ্য সংগ্রহের জন্যই আমাকে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। সেই সময় সেখানে কোন ইংরাজী সংবাদ-পত্র দেখিবার সুযোগ পাই নাই। আমি লণ্ডনে ফিরিয়া স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্স্পেক্টর কুট্সকে টেলিফোন করিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম—লণ্ডনের সকল চোর ডাকাত দল বাঁধিয়া উত্তরে চলিয়া আসিযাছে!"

স্মিথ বলিল, "তুমি সত্য সংবাদই পাইয়াছিলে। তাহারা সকলেই ইয়র্কসায়ারে উপস্থিত। মণ্টি লেন, সিভিলিটি স্মিথ, ইগ্‌লফ, পিটারম্যান, ক্রো প্রভৃতি নামজাদা দস্যু-সর্দ্দারেরা একত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে লীড্সে আসিয়া আড্ডা লইয়াছে!"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "কিন্তু ইগ্‌লফ পিটারম্যান যুদ্ধ করিতে গিয়া বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়াছে শুনিলাম!—এ সকল কি কাণ্ড স্মিথ! তোমরা কি কোন গুপ্ত রহস্যের আভাস পাও নাই?"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, এই সকল ব্যাপার কোন জটিল-রহস্যের ফল; কিন্তু সে যে কি রহস্য, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারি নাই। কর্ত্তা রহস্যভেদের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইবেন কি না কি করিয়া বলি? প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে ইন্স্পেক্টর কুট্স্ সেণ্ট প্যানেরাস রেল-ষ্টেশনে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছিলেন; সেই সময় সেই ষ্টেশন হইতে লীড্স এক্সপ্রেস ছাড়িতেছিল। তিনি দশ বারজন বিখ্যাত দস্যুকে সেই ট্রেণে উঠিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না থাকায় তিনি তাহাদিগকে সে সময় গ্রেপ্তার করিতে বা তাহাদের গতিরোধ করিতে পারেন নাই, তবে তিনি তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য লীড্সের পুলিশের নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।

"সেই ঘটনার দুই দিন পরে লীডসের প্রসিদ্ধ পোষাক-বিক্রেতা স্কোনবার্গের আফিসের সিন্দুক ভাঙ্গিয়া দস্যুরা দশ হাজার পাউণ্ড অপহরণ করে।

তদ্ভিন্ন লেডি গম্বার্লি নাম্নী সম্ভ্রান্ত মহিলার বহুমূল্য জহরতের অলঙ্কারও লুণ্ঠিত হইয়াছিল; কর্ত্তা স্কোনবার্গের সিন্দুক পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাহা দস্যুদলপতি ইগ্‌লফের কীর্ত্তি! তারপর কর্ত্তা ইগ্‌লফের সন্ধান লইবার চেষ্টা করেন। অবশেষে শ্লিগো ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে ইগ্‌লফের সন্ধান মিলিল। আমি বোকামী করিয়া অসতর্কভাবে সেই বাড়ীতে গোপনে প্রবেশ করিয়াছিলাম; তাহার ফলে আমাকে ধরা পড়িতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কর্ত্তা ছদ্মবেশে কিছুকাল পরেই তাহাদের সেই আড্ডায় প্রবেশ করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যদি তিনি ঠিক সময়ে সেখানে উপস্থিত হইতে না পারিতেন—তাহা হইলে আজ তুমি আমাকে এখানে দেখিতে পাইতে না।"

দুর্দ্দান্ত দস্যু কোসার কিড্ ও ইগ্‌লফ তাহাকে যে ভাবে উৎপীড়িত করিতেছিল, তাহা স্মরণ হওয়ায় স্মিথের হৃৎকম্প হইল; সে হঠাৎ নিস্তব্ধ হইল।

স্মিথকে নির্ব্বাক দেখিয়া প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "সকল কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিলে কেন? আর যাহা বলিবার আছে বল শুনি। কাগজে দেখিলাম—এখানকার কার্কষ্টল আবির নিকট দস্যুদলের সহিত তোমাদের একটা ছোট খাট যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধেই ইগ্‌লফ নিহত হয়; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কি, তাহা জানিতে পারি নাই।"

স্মিথ বলিল, "সে সাংঘাতিক কাণ্ড! ইগ্‌লফ পূর্ব্বোক্ত আড্ডা হইতে পলায়ন করিয়া সিভিলিটি স্মিথ ও মণ্টি লেনের মোটর-গাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা দুইজনে সেই আড্ডাতেই আসিতেছিল; কিন্তু পুলিশ তাহাদের আড্ডা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে শুনিয়া ইগ্‌লফকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া পলায়ন করে। কর্ত্তা ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচারের মোটর-কারে উঠিয়া তাহাদের অনুসরণ করেন। ইন্‌স্পেক্টর ফ্লেচারের সঙ্গে একজন সার্জ্জেণ্ট ছিল। দস্যুরা ধরা পড়িবার ভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া সরিয়া পড়ে। কর্ত্তা পুলিশসহ কার্কষ্টল আবির নিকট উপস্থিত হইলে ইগ্‌লফ জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া কর্ত্তাকে আক্রমণ করে। কর্ত্তা আহত হইলেও ইগ্‌লফকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করেন; সেই গুলীতে ইগ্‌লফ সাংঘাতিক রূপে আহত হয়, তাহার পর তাহার মৃত্যু হয়; কিন্তু মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়াছিল। কর্ত্তা তাহাদিগের সন্ধান পান নাই; মিস্ ডেথেরও পরিচয় জানিতে পারেন নাই।"

প্ল্যাস পেজ সবিস্ময়ে বলিল, "মিস্ ডেথ!—সে আবার কে?"

স্মিথ বলিল, "সে কে, তাহা জানিবার জন্যই ত আমরা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি! সেই রহস্যময়ী নারী সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত আমরা কোনও কথা জানিতে পারি নাই। কর্ত্তার বিশ্বাস, এই নারীই সকল রহস্যের মূল! তাহার ইঙ্গিতেই সকল দস্যু অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইতেছে; কিন্তু মিস্ ডেথ কি উদ্দেশ্যে লুঠ তরাজের সমর্থন করিতেছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তুমি ত জান দস্যুপতি ইগ্‌লফ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যু-সর্দ্দার সিভিলিটি স্মিথের মহাশত্রু, তাহারা পরস্পরকে হত্যা করিবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে।"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "হাঁ, ঐ সংবাদ আমার অজ্ঞাত নহে। সিভিলিটি স্মিথ এখন স্যাড্‌ওয়েলের দলের নেতা; সে ইগ্‌লফের দলের ধ্বংস কামনা করে।"

স্মিথ বলিল, "ইহা হইতেই তুমি মিস্ ডেথের শক্তি-সামর্থ্য ও প্রভাব প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ আভাস পাইবে। ইগ্‌লফের দল ও সিভিলিটি স্মিথের দল পরস্পরের মহাশত্রু হইলেও মিস্ ডেথ এই উভয় দলের দস্যুদের বশীভূত করিয়া তাহার আদেশ পালনে বাধ্য করিয়াছে; তাহার বিরুদ্ধে কাহারও মাথা তুলিবার শক্তি নাই। আমরা দুইজন দস্যু—কোসার কিড ও পিট হ্যানিগ্যান্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া ফৌজদারী সোপরুদ্দ করিয়াছি; কিন্তু কর্ত্তার বিশ্বাস—ইহাতে অশান্তি দূর হইবে না। এমন কি, প্রকৃত যুদ্ধ এখনও আরম্ভ হয় নাই! সেই যুদ্ধ কবে কোথায় আরম্ভ হইয়া কি ভাবে শেষ হইবে—তাহা জানিবার জন্যই কর্ত্তা লীড্‌সে আড্ডা লইয়াছেন।"

প্ল্যাস পেজ স্মিথের কথা শুনিয়া কয়েক মিনিট চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "মিঃ ব্লেককে আমি বেশ চিনি! তিনি কায কর্ম্ম ছাড়িয়া লণ্ডন হইতে এতদূরে আসিয়া নিষ্কর্ম্মার মত নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবার পাত্র নহেন; তিনি নিশ্চয়ই কোন একটা বিরাট রহস্যের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই সকল কথা তোমার নিকট প্রকাশ করিবার বোধ হয় এখনও সময় হয় নাই বলিয়াই তুমি তাহা জানিতে পার নাই।"

স্মিথ বলিল, "শীঘ্রই যে একটা ভীষণ বিভ্রাট ঘটিবে, গোপনে তাহার যোগাড়যন্ত্র চলিতেছে—ইহা আমিও বুঝিতে পারিয়াছি। কার্কষ্টন আবির নিকট যে রাত্রে ইগ্‌লফ্‌ কর্ত্তার গুলীতে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিল, তাহার ঠিক পর দিন তিনি মিস্ ডেথের নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়াছিলেন। সেই পত্রে সে নিজের কোন পরিচয় না দিলেও চোখ রাঙ্গাইয়া কর্ত্তাকে লিখিয়াছিল—যদি তিনি অবিলম্বে লণ্ডনে প্রত্যাগমন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গল নাই, এমন কি, তাঁহার জীবনও বিপন্ন হইতে পারে। সেই পত্রে সে কর্ত্তাকে তাহার সঙ্কল্পপথের প্রধান বিঘ্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, এবং তাঁহাকে এই অঞ্চল হইতে তাড়াইবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে; সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে একটা বিষম ফ্যাসাদ বাধিয়া উঠিবে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।"

প্ল্যাস পেজ স্মিথের কথা শুনিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি মিঃ ব্লেক সেই পত্র পাইয়া তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিবার জন্য আরও কিছুদিন এখানে বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন; বরং সেই পত্র না পাইলে তিনি হয় ত শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতেন। মিস্ ডেথ জানে না যে, তিনি কিরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও নির্ভীক। ঐ পত্রখানি লিখিয়া সে প্রকাণ্ড ভুল করিয়াছে।"

স্মিথ বলিল, "তোমার অনুমান মিথ্যা নহে; কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলিলে বোধ হয়—"

স্মিথের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত হইল: সেই শব্দ শুনিয়া স্মিথ উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মুহূর্ত্ত পরে একজন আরদালী চা লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

প্ল্যাস পেজ চা পান করিতে করিতে অস্ফুট স্বরে বলিল, "মিস্ ডেথ মিঃ ব্লেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিলাম; শীঘ্রই ইহার ফলাফল জানিতে পারিব—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, তবে মিস্ ডেথ নামটি তেমন সুশ্রাব্য নহে। যেন স্বয়ং যম নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিয়াছে—লোকের মনে এইরূপ আতঙ্কজনক ধারণা সে বদ্ধমূল করিতে চায়। তাহার অদ্ভুত নামটি আমাদের কাগজ বিক্রয়ের অনুকূল হইবে। 'মিস্ ডেথের অভ্যুত্থান' বা 'বিরাট ষড়যন্ত্র' এই শিরোনামায় প্রবন্ধ বাহির হইলে কয়েক ঘণ্টাতেই লক্ষ লক্ষ কাগজ উড়িয়া যাইবে। নামের গুণে হুজুগ জাগিয়া উঠিবে, ইহাও অল্প লাভ নহে।"

স্মিথ চায়ের পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "মিস্ ডেথের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, সে যে শীঘ্রই একটা ফ্যাসাদ বাধাইয়া তুলিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আমার হাতে কোন কায কর্ম্ম না থাকায় আমি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছি; দিনগুলা যেন আর কাটিতে চাহে না।—ইহাকে কি বাঁচিয়া থাকা বলে? নিতান্ত অসহ্য হইলে একবার হোটেলের চারি দিকে ঘুরিয়া আসি। কর্ত্তা প্রায় সমস্ত দিন বাহিরে থাকেন, কোথায় যান, কি করেন, তাহা জানিতে পারি না; তবে কোন কাযে ব্যস্ত আছেন ইহা বেশ বুঝিতে পারি। এমন হতভাগা যায়গা যে, কাহারও সঙ্গে আলাপ করিব—তাহারও—"

স্মিথের মুখের কথা মুখেই রহিল, কারণ মিঃ ব্লেক সেই মুহূর্ত্তে দ্বার ঠেলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর, চক্ষুতে ক্লান্তির ভাব পরিস্ফুট। কিন্তু প্ল্যাস পেজকে সেই কক্ষে দেখিয়া তাঁহার মুখে হাসি ফুটিল। তিনি উৎসাহ ভরে বলিলেন, "হালো প্ল্যাস্! তুমি কতক্ষণ? এখানে আসিয়া ত বেশ আসব জমাইয়া লইয়াছ দেখিতেছি! স্কোন্‌বার্গের আফিসে ডাকাতি হইয়াছে শুনিয়া তাহারই বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছ বুঝি? কিন্তু আরও কয়েক দিন আগে আসিলেই ভাল করিতে, খবরটা বাসী হইয়া গিয়াছে।"

প্ল্যাস পেজ গম্ভীর ভাবে বলিল, "স্কোন্‌বার্গের টাকা লুঠের সংবাদ শুনিয়া আসিযাছি, আপনার এ অনুমান সত্য নহে; মিস্ -ডেথের রহস্যটা কি, তাহাই জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "মিস্ ডেথের সংবাদ জানিতে চাও? সেই রহস্যময়ী নারীর সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। তাহার সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য আমিও উৎসুক। আমি তাহার আর একখানি পত্র পাইয়াছি; আমি হোটেলে প্রবেশ করিতেই হোটেলের চাপরাসী পত্রখানি আমার হাতে দিল।"

স্মিথ আগ্রহ ভরে বলিল, "সে পুনর্ব্বার আপনাকে পত্র লিখিয়াছে? মাগী জ্বালাইয়া তুলিল দেখিতেছি! এবার সে কি লিখিয়াছে কর্ত্তা!"

মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া পকেট হইতে একখানি নীলবর্ণ লেফাপা বাহির করিলেন; তিনি তাহা খুলিয়া যে পত্রখানি বাহির করিলেন, তাহার

মাথায় লাল কালী দ্বারা একটি নর-কপাল অঙ্কিত ছিল। তিনি সেই পত্রখানি প্ল্যাস পেজের হাতে দিলে সে তাহা রুদ্ধ নিশ্বাসে পাঠ করিল; তাহার পর শিস্ দিয়া বলিল "বেটীর সকলই বিট্‌কেল, পত্রখানি পড়িয়া বুঝিলাম ইহা ফাঁকা আওয়াজ নয়; আপনাকে একটু বেগ না দিয়া সে ছাড়িতেছে না! স্মিথ, সে কি লিখিয়াছে শোন্, তাহার দম্ভের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি।"

প্ল্যাস পেজ কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে অনুচ্চ স্বরে পাঠ করিল—

"রবার্ট ব্লেক, তুমি আমার প্রথম পত্র অগ্রাহ্য করাই সঙ্গত মনে করিয়াছ। সেই পত্র যথাসময়ে তোমার হস্তগত হইলেও তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। এই জন্য এই দ্বিতীয় পত্র দ্বারা তোমাকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, যদি তুমি আজ রাত্রি নয়টার ট্রেণে তোমার তল্পী-তল্পা সহ লণ্ডনে যাত্রা না কর এবং ইয়র্ক সায়ারে আসিয়া তুমি যে গোয়েন্দাগিরি আরম্ভ করিয়াছ তাহা বন্ধ না কর—তাহা হইলে তোমার বিপদ অপরিহার্য্য; তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে। তাহার শোচনীয় ফলের জন্য আমি দায়ী হইব না। এই জন্য পুনর্ব্বার তোমাকে ও তোমার সহকারীকে সতর্ক করিতেছি। মনে করিও না আমি তোমাদিগকে মিথ্যা ভয় প্রদর্শন করিতেছি; আমি মুখে যাহা বলি—তাহা কার্য্যে পরিণত করি, এবং তাহা করিবার শক্তিও আমার আছে—ইহা বিশ্বাস না করিলে পরে তোমাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে।—মিস্ ডেথ।"

প্ল্যাস পেজ পাঠ শেষ করিলে স্মিথ গম্ভীর স্বরে বলিল, "আমাদিগকে এখান হইতে তাড়াইবার জন্য উহার কি প্রবল আগ্রহ! পাছে আমরা বিপদে পড়ি এই আশঙ্কায় আমাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে; কিন্তু পত্রের ভাষার ভিতর দিয়া তাহারই আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তা ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহা কি সে বুঝিতে পারে নাই? আপনি আর কিছু দিন এখানে থাকিলে তাহার ফন্দী ফিকির সকলই বিফল হইবে, শেষে তাহাকেও ধরা পড়িতে হইবে—ইহা সে বুঝিতে পারিয়াছে এবং মনে করিয়াছে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কি না!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, প্রকারান্তরে সে স্বীকার করিয়াছে আমি ইয়র্ক সায়ারে থাকিলে তাহার সকল সঙ্কল্প বিফল হইবে। হয় ত সে আমাকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিবে। সেই চেষ্টা সফল হইতেও পারে; আমি এখনও তাহার শক্তির পরিমাণ জানিতে পারি নাই। তবে সে আমাকে যতই ভয় প্রদর্শন করুক, তাহার প্রকৃত পরিচয় না লইয়া আমি লণ্ডনে ফিরিব না; বিশেষতঃ মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা জানিতেই হইবে।"

দ্বিতীয় লহর

আতঙ্কের প্রভাব

লীড্‌স নগরের একপ্রান্তে অবস্থিত ধূসর বর্ণের একটী পাষাণময় হর্ম্ম্যের দ্বিতলস্থ একটি নিভৃত কক্ষে রহস্যময়ী মিস্ ডেথ একাকিনী উপবিষ্টা; তাহার সম্মুখে একটি ডেস্ক, ডেস্কের উপর দোয়াত, কলম, কাগজ সংরক্ষিত।

সে একখানি প্রকাণ্ড খাতা খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে কি পাঠ করিতেছিল। খাতাখানি চামড়া-বাঁধা। খাতাখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে পরিপূর্ণ; তাহা পাঠ করিতে করিতে তাহার নীল নেত্রে চাঞ্চল্য ফুটিয়া উঠিল। সে অন্যমনস্ক ভাবে পেনের কলমটা তুলিয়া লইয়া কলমের লাল পালকগুলি গালে ঘষিতে লাগিল; তাহার পর সে কি ভাবিয়া পেনটা ডেস্কের উপর নিক্ষেপ করিল।

মিস্ ডেথ এই ছদ্মনামধারিণী ডায়েনা টেম্পলের বয়স তখন বাইশ বৎসর মাত্র; কিন্তু সে দরিদ্রের কন্যা। এই বয়সেই তাহাকে বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। সে সার জুলিয়াস স্কোনবার্গের সুবিস্তীর্ণ পরিচ্ছদাগারে চাকরী করিতে করিতে সাংঘাতিক যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। লণ্ডনের সর্ব্বপ্রধান হৃদ্রোগ-চিকিৎসক তাহার রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, ছয়মাসের অধিক কাল তাহার বাঁচিবার আশা নাই। সুবিখ্যাত ডাক্তার সার অর্মণ্ডের এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল ছিল না। সেই দিন হইতেই ডায়েনা টেম্পল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল মৃত্যুর পূর্ব্বে সে দরিদ্র শ্রমজীবিগণের দুঃখ কষ্ট ও রোগ-যন্ত্রণা প্রশমনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। অনাথাশ্রম, হাসপাতাল প্রভৃতিতে বিপুল অর্থদান করিয়া সেগুলির সকল অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মরিবে; স্বল্পাবশিষ্ট জীবন-কাল সে ব্যর্থ হইতে দিবে না।

কিন্তু সে দরিদ্রা, সহায়সম্বল-বঞ্চিতা, সমাজে উপেক্ষিতা; তাহার এই আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?—সে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে একদিন রাত্রিকালে একটি নৈশ ক্লাবে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইয়াছিল। সেখানে হ্যামার্টন গ্রীস নামক একটা ধনাঢ্য লম্পটের সহিত তাহার পরিচয় হইল। হ্যামার্টন গ্রীস বহু সম্রান্ত নর-নারীর, অনেক বিখ্যাত দস্যু ও তস্করের গুপ্ত অপরাধ ও কলঙ্কের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল; সে তাহাদের গুপ্ত অপরাধের কথা প্রকাশ করিবার ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট উৎকোচ আদায় করিত। যে প্রকাণ্ড খাতায় সেই সকল অপরাধের বিবরণ ও প্রমাণ সন্নিবিষ্ট ছিল—সেই খাতা 'কৃতান্তের দপ্তর' নামে অভিহিত হইত। এই কৃতান্তের দপ্তরের সাহায্যে হ্যামার্টন গ্রীস অসীম শক্তির অধিকারী হইয়াছিল।

হ্যামার্টন গ্রীস ডায়েনা টেম্পলকে দেখিয়া কন্দর্পের শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়াছিল। সে সেই ক্লাব হইতে ডায়েনা টেম্পলকে সঙ্গে লইয়া নিজের বাসায় গিয়াছিল; কিন্তু তাহার উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া একটি যুবক তাহাকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সেই রাত্রে হ্যামার্টন গ্রীসের বাসায় আসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে সেই রাত্রেই গুলী মারিয়া হ্যামার্টন গ্রীসকে হত্যা করে। ডায়েনা টেম্পল হ্যামার্টন গ্রীসর সিন্দুক পরীক্ষা করিয়া সেই 'কৃতান্তের দপ্তর' দেখিতে পায়, এবং তাহা আত্মসাৎ করিয়া সেই রাত্রেই লণ্ডন পরিত্যাগ করে।

'কৃতান্তের দপ্তর' হস্তগত হওয়ায় ডায়েনা টেম্পল অসীম শক্তির অধিকারিণী হইল। সম্রান্ত সমাজের বহু বিখ্যাত ব্যক্তির গুপ্ত কলঙ্কের প্রমাণ তাহার হস্তগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান দস্যুর গুপ্ত অপরাধের বিবরণ প্রমাণ সহ আয়ত্ত করিয়া সে অজেয় হইয়া উঠিল। তাহার শক্তির পরিচয় পাইয়া ইউরোপের প্রধান প্রধান দস্যু তস্কর প্রাণভয়ে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিল; তাহার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন দলের মহাপরাক্রান্ত দস্যুরা পরস্পরের বিরোধ ভুলিয়া নতশিরে ডায়েনা টেম্পলের আদেশ পালন করিতে লাগিল। তাহারা ডায়েনা টেম্পলকে চিনিত না; তাহারা জানিত মিস্ ডেথ নাম্নী রহস্যময়ী নারী তাহাদের ভাগ্যসূত্র আয়ত্ত করিয়াছে, তাহার অবাধ্য হইলে তাহাদের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে, তাহাদের জীবন বিপন্ন হইবে। মিস্ ডেথের বিরুদ্ধে তাহাদের মাথা তুলিবার শক্তি রহিল না। তাহারা ইহাও জানিত যে, মিস্ ডেথকে গোপনে হত্যা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদেরও সর্ব্বনাশ অপরিহার্য্য।

অতঃপর ডায়েনা টেম্পল রাউণ্ডহের নির্জ্জন গৃহ-কক্ষে বসিয়া দৃঢ় হস্তে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিতে লাগিল। সে কখন নিজের বুদ্ধি-কৌশলে, কখন তাহার অনুচরবর্গের সাহায্যে কৃপণ ধনী ও হঠাৎ-নবাবদের সঞ্চিত অর্থরাশি সংগ্রহ করিয়া অনাথাশ্রম, হাসপাতাল প্রভৃতিতে গোপনে প্রেরণ করিতে লাগিল। ইয়র্ক সায়ারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সহস্র সহস্র পাউণ্ড প্রেরিত হইত; কিন্তু কে এই ভাবে দান করিতেছিল—তাহা কেহই জানিতে পারিত না। মৃত্যুর দিন যতই সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, ডায়েনা টেম্পলের সাহস, উৎসাহ, সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য উদ্যম ততই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যাহার প্রাণের ভয় নাই, কোন কার্য্যেই সে কুণ্ঠিত হয় না। তখন তাহার একমাত্র আশঙ্কা—হঠাৎ ধরা পড়িয়া তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ না হয়; এইজন্য তাহাকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইত।

ডায়েনা টেম্পল সেই নির্জ্জন কক্ষে ডেস্কের নিকট বসিয়া 'কৃতান্তের দপ্তরের' পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিঃশব্দে পাঠ করিতেছিল; কিন্তু তাহার মন নানা চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সর্ব্বপ্রধান দুশ্চিন্তার কারণ—সেই নগরে লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেকের আকস্মিক আবির্ভাব! মিঃ ব্লেক কর্ত্তৃক তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে বিস্তর কায শেষ করিতে হইবে,—কিন্তু সে তাহার সুযোগ পাইবে কি? সে বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেককে লীড্‌স হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে না পারিলে সে তাহার আরব্ধ কার্য্য শেষ করিতে পারিবে না।

ডায়েনা টেম্পল জানিত—মণ্টি লেন, সিডিলিটি স্মিথ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুরা প্রাণপণে তাহার আদেশ পালন করিবে; তাহাদের ভাগ্যসূত্র তাহার মুষ্টিগত—এইজন্য তাহারা তাহার বশীভূত। তাহারা তাহার অবাধ্য হইতে সাহস না করিলেও মিঃ ব্লেক হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়ায় তাহারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল, তাহাদের উৎসাহ উদ্যম সাহস অন্তর্হিত হইয়াছিল; দল বাঁধিয়া কোথায় ডাকাতি করিতে যাইতে তাহাদের সাহস হইতেছিল না। তাহাদের নিরুৎসাহ হইবার কারণ ছিল।

ইগ্‌লফ পিটারম্যান নামক দুর্দ্দান্ত দস্যু মিঃ ব্লেকের গুলীতে সাংঘাতিক আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, এবং আর দুইজন প্রধান দস্যু তাহাদের গুপ্ত আড্ডায় ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিল। মিঃ ব্লেকের ভয়ে মণ্টি লেন ও সিভিলিটি স্মিথ লীড্‌স ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা লীড্‌সে প্রত্যাগমন করিতে অসম্মত; অথচ ভবিষ্যৎ কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য ডায়েনা টেম্পল তাহাদিগকে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছিল।—সম্মুখে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা দেখিয়া ডায়েনা টেম্পল ক্রোধে বিচলিত হইল।

ডায়েনা টেম্পল গম্ভীর ভাবে উঠিয়া-দাঁড়াইয়া ডেস্কের পূর্ব্বপ্রান্ত-সন্নিবিষ্ট গজদন্তনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র শুভ্র বোতামের উপর আঙ্গুলের চাপ দিল। দুই এক মিনিট পরে একটি খর্ব্বাকার যুবক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে চঞ্চল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া সেই কক্ষের মেঝের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিল, এবং মিস্ ডেথের সংরক্ষিত শবাধারটি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিল; মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল।

মিস্ ডেথ যুবককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "চার্লি, তুমি আমার চিঠি ঠিক যায়গায় দিয়া আসিয়াছ ?"

চার্লি হাসিয়া বলিল, "হাঁ কর্ত্রী, আমি এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া, যতদূর সাধ্য সাবধান হইয়া অত্যন্ত গোপনে সেই চিঠি বিলি করিয়া আসিয়াছি। আপনি ত জানেন আপনার হুকুম তামিল করিবার জন্য আমি জান কবুল করিতেও রাজী। চিঠিখানা হোটেলের আরদালীর হাতে দিয়া আসিয়াছি।"

চার্লি চ্যাট পাকা চোর, লোকের পকেট মারিতে সে সিদ্ধহস্ত; কিন্তু মিস্ ডেথের চাকরী লইবার পর সে এই সকল কায ছাড়িয়া দিয়াছিল। মিস্ ডেথের অনুগ্রহে তাহার সকল অভাব দূর হইয়াছিল। মিস্ ডেথ যে সকল দস্যুতস্করকে বশীভূত করিয়া তাহার আদেশ পালনে বাধ্য করিয়াছিল—তাহাদের মধ্যে চার্লি চ্যাট তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত, এবং মিস্ ডেথের প্রকৃত হিতৈষী ছিল। তাহার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র কপটতা ছিল না। সে জানিত মিস্ ডেথের দ্বারা তাহার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।"

মিস্ ডেথকে বহুমূল্য সৌখীন পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখিয়া চার্লি চ্যাট মুগ্ধ নেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিস্ ডেথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সে আজই চলিয়া যাইবে কি না তাহা জানিতে পারিয়াছ ?"

চার্লি চ্যাট বলিল, "আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি—মিঃ রবার্ট ব্লেক তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইবে না। আজ রাত্রে সে এখান হইতে নড়িতেছে না—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

চার্লি চ্যাটের কথা শুনিয়া মিস্ ডেথ বিরক্তিভরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল; মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল মিঃ ব্লেক তাহার পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তাহার আদেশ উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহার ভয়-প্রদর্শন নিষ্ফল হইয়াছে। সে তাঁহার অবজ্ঞার পাত্রী!

চার্লি চ্যাটই মিস্ ডেথের পত্র কুইনস্ হোটেলে রাখিয়া আসিয়াছিল; মিঃ ব্লেক হোটেলে প্রত্যাগমন করিয়া সেই পত্র পাইয়াছিলেন। মিস্ ডেথ সেই পত্রে কি লিখিয়াছিল—পাঠক পাঠিকাগণ পূর্ব্বেই তাহা জানিতে পারিয়াছেন।

চার্লি চ্যাট মিস্ ডেথের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া ক্ষণকাল কি চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "আমি হোটেলের আরদালীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করিয়া কথায় কথায় তাহার নিকট জানিতে পারিলাম—আজ সন্ধ্যার পর হঠাৎ আমার একটি পুরাতন বন্ধু লণ্ডন হইতে কুইনস্ হোটেলে আসিয়া জুটিয়াছে।—সেই বন্ধুটি আমার পরম হিতৈষী; আমাকে রাজার অতিথিশালায় পাঠাইবার জন্য অনেক দিন হইতেই তাহার কি প্রবল আগ্রহ! লোকটা ভারী চতুর; সে হয় ত আমার এই ছদ্মবেশের ভিতর দিয়াও আমাকে চিনিতে পারিবে—এই ভয়ে আমি সেখান হইতে চট্‌পট্ সরিয়া পড়িলাম। রামছাগলের দাড়ির বদলে যদি মুখে চাপ্‌দাড়ি আঁটিয়া যাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় একটু নিশ্চিন্ত মনে আরও কিছুকাল সেখানে কাটাইয়া আসিতে পারিতাম। রামছাগলের দাড়ি কি আমার এমুখে মানায় ?"

মিস্ ডেথ তাহার বাগাড়ম্বরে অসহিষ্ণু হইয়া তীব্র স্বরে বলিল, "এখন ও সকল বাজে কথা রাখ; লণ্ডন হইতে কে কুইনস্ হোটেলে আসিয়াছে বলিলে ?—তোমার একটি পুরাতন বন্ধু!—কিরূপ বন্ধু? তোমার মত পাকা চোর, না রবার্ট ব্লেকের মত ফন্দীবাজ গোয়েন্দা ?"

চার্লি চ্যাট মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঐ দুই রকমের সে এক রকমও নয়। সে খবরের কাগজের একজন লেখক; তাহার নাম প্ল্যাস পেজ। লণ্ডন

হইতে একখানা নামজাদা দৈনিক কাগজ বাহির হয় —সেই কাগজখানার নাম 'রেডিও।' আপনি বোধ হয় সেই কাগজ দেখিয়াছেন। প্ল্যাস পেজ সেই কাগজে বড় বড় চুরি ডাকাতির নিখুঁত বিবরণ এ রকম মজাদার করিয়া লিখিয়া পাঠায় যে—তাহা পড়িলে মনে হয় সে চোর ডাকাতের দলে মিশিয়া তাহাদের কায় কর্ম্ম দেখিয়া আসিয়াছে! অদ্ভুত শক্তি!"

মিস্ ডেথ বলিল, "হাঁ, লোকটা লেখে ভাল।"

চার্লি বলিল, "কেবল ভাল নয়, অত্যন্ত সাংঘাতিক। আমি জেলে যাইবার আগে সে আমার সম্বন্ধে এ রকম জোরকলমে এক লেখা বাহির করিয়াছিল যে, সকলকে ছাড়িয়া আমার উপরেই পুলিশের নজর পড়িয়া গেল! তাহার সেই লেখাই আমার কাল হইল; কিন্তু তাহার লেখা পড়িয়া আমার মনে একটু অহঙ্কার হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল—অভ্যাস রাখিলে কালে আলেকজাণ্ডার-বাদসা বা ঐ রকম কিছু হইতে পারিব, এক একটা রাজ্য পকেটে পুরিয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইব; কিন্তু পুলিশের রুলের গুঁতায় শীঘ্রই আমার সেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল!"

মিস্ ডেথ বলিল, "কিন্তু আমি তোমাকে বলিয়া দিয়াছি অত বেশী বাজে কথা বলিলে আমার কাছে তোমার কায করা পোষাইবে না চার্লি! যাহারা যত বেশী কথা বলে, তাহারা তত কম কায করে। কায করাইবার জন্য আমি তোমাকে কাছে রাখিয়াছি, মুখবন্ধ করিয়া তোমাকে কায করিতে হইবে।"

চার্লি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে আমি বেশী কথা বলি না, তাহাতেও যদি আপনার আপত্তি হয়—তাহা হইলে আজ হইতে আমি মুখ বুঁজিলাম; হাঁ, একদম্ বোবা সাজিব। আর হুকুম হয় ত জিভটাও কাটিয়া ফেলিব, (I'd cut my tongue out.) কথার বনিয়াদ পর্য্যন্ত সাবাড় হইবে।"

মিস্ ডেথ বলিল, "না, তোমাকে জিভ কাটিয়া ফেলিতে হইবে না, তবে জিভ আল্গা না রাখিয়া বন্ধ দিও। এখন যাও, আর আমার সময় নষ্ট করিও না; সন্ধ্যা সাতটার সময় গাড়ী চাই; আজ রাত্রে বাহিরে খানা খাইব, কাল আমরা লীড্‌স ছাড়িয়া সেফীল্ডে যাইব।"

চার্লি চ্যাট মিস্ ডেথকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মিস্ ডেথ অর্থাৎ ডায়েনা টেম্পল পুনর্ব্বার তাহার ডেস্কের ধারে বসিয়া কৃতান্তের কেতাবের পাতাগুলি উল্টাইতে লাগিল। সেই অদ্ভুত খাতার এক পৃষ্ঠায় সে মিঃ রবার্ট ব্লেকের নাম দেখিতে পাইল। মিঃ ব্লেকের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক; তাঁহার চরিত্রে কেহ কলঙ্কারোপ করিতে পারিত না। তিনি চিরকুমার হইলেও তাঁহার নৈতিক চরিত্রে কোন দিন পাপ স্পর্শ করে নাই। ডায়েনা টেম্পল বিস্মিত হইয়া ব্লেকের গুপ্ত কথা পাঠ করিতে লাগিল; অবশেষে সে মুখ তুলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "তুমি রবার্ট ব্লেক, আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিয়াছ; কিন্তু তোমাকে আমার বশ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে। আজ আমি জানিতে পারিলাম—তোমার ঘরে কাবোর্ডের ভিতর একটি নর-কঙ্কাল লুকাইয়া রাখা হইয়াছে; যাহার এই কঙ্কাল তাহার মৃত্যু রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন। হ্যামার্টন গ্রীস তোমার অপরাধের কি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে—তাহা দেখিতে হইবে।"

মিস্ ডেথ অতঃপর সেই কেতাবখানি বন্ধ করিয়া চর্ম্ম-নির্ম্মিত একখানি আল্গা মলাটের ভিতর পুরিয়া আলমারিতে আবদ্ধ করিল। যদি কেহ আলমারির কাচের ভিতর দিয়া সেই মলাটখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিত—তাহা হইলে সে কৃতান্তের দপ্তরের পরিবর্ত্তে দেখিত তাহা "মহাকবি সেক্সপীয়ারের গ্রন্থাবলী।"

মিস্ ডেথ সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দীপ নির্ব্বাপিত করিল; এবং সেই কক্ষের বাহিরে আসিয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিল সে বারান্দা পার হইয়া তাহার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার প্রধানা পরিচারিকা সেলেষ্টী ওরফে মেরী লা-সালে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল।

মিস্ ডেথ তাহাকে বলিল, "আজ রাত্রে আমি বাড়ীতে খাইব না।"

এই কথা শুনিয়া পরিচারিকা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে ডায়না টেম্পলের মুখের দিকে চাহিল মাত্র, কোন কথা বলিল না। সেলেষ্টী ডায়েনা টেম্পলকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত, কিন্তু প্রাণভয়ে সে মুখ বুঁজিয়া ডায়েনার সকল আদেশ পালন করিত। সে জানিত ডায়েনা প্যারিসের পুলিশে তাহার বিরুদ্ধে কোন কোন কথা লিখিলে তাহাকে কঠোর নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। মেরী লা-সালে সেলেষ্টী নাম ধারণ করিয়া মিস্ ডেথের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল, প্যারিসের পুলিশ তাহা জানিত না; কিন্তু সে নরহত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিল

—ইহার অকাট্য প্রমাণ মিস্ ডেথের 'কৃতান্তের দপ্তরে' সঞ্চিত ছিল। সেলেষ্টী যদি বুঝিতে পারিত—মিস্ ডেথ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না—তাহা হইলে সে তাহাকেও হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

ডায়েনা টেম্পল আয়নার দিকে চাহিয়া তাহার পরিচারিকার মুখভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল; সে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "সেলেষ্টী, তুমি বাঘের মত কট-মট করিয়া আমার মুখের দিকে না চাহিলেও ক্ষতি নাই। তুমি কিরূপ চুক্তিতে আমার কাযে লাগিয়াছ, তাহা বোধ হয় এত শীঘ্র ভুলিয়া যাও নাই। তিন মাস পর্য্যন্ত তোমাকে আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে, তাহার পর তোমার যেথানে ইচ্ছা যাইতে পারিবে; তোমার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যদি অস্বাভাবিক ভাবে আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-আফিসে একখানি পত্র যাইবে। পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ সেই পত্রখানি পাঠে জানিতে পারিবে প্যারিসের রু ড্য সেন্তিযারে অল্প দিন পূর্ব্বে যে ভীষণ নরহত্যা হইযাছিল, সেই নরহত্যার জন্য কে—"

পরিচারিকা কাতর স্বরে বলিল, "মা'মসেলি, ও সকল কথা আর আপনি মুখে আনিবেন না, আমি প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন করিব; আমি কোন দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিব না। আমার দ্বারা আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।"

ডায়েনা টেম্পল বলিল, "আমার মৃত্যুর পর ভিন্ন তুমি মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, এ কথা স্মরণ রাখিও। সাবধান, কোনদিন তুমি আমাকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিও না।"

তৃতীয় লহর

লোমের যম

ছুরী কাঁচি ক্ষুর প্রভৃতি অস্ত্রাদির জন্য সেফীল্ড প্রসিদ্ধ। সেফীল্ডের 'রদারফোর্ড ক্ষুর' সমগ্র সভ্য জগতে সমাদৃত। এই ক্ষুরের সুবিস্তীর্ণ কারখানার স্বত্বাধিকারী মিঃ মার্টিন রদারফোর্ড সেফীল্ডের পেনিষ্টন রোডে অবস্থিত তাঁহার কারখানা সংলগ্ন আফিসে একাকী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার সম্মুখেই সেই কক্ষের বাতায়ন-পথে তাঁহার দৃষ্টি বহু দূরে প্রসারিত। কিন্তু সেফীল্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য আদৌ চিত্তাকর্ষক নহে; ইহার চারি দিকেই বিশ্রী আকারের কারখানাগুলি নিরানন্দময় ও বৈচিত্র্য-বিহীন; কারখানার গগন-স্পর্শী, ঊর্দ্ধমুখ চিমনীগুলি হইতে ধূম্ররাশি নিঃসারিত হইয়া ধূসর আকাশে যেন দ্রব সীসার স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। অদূরে ডন নদী বিবর্ণ জলস্রোত বক্ষে লইয়া ধীর মন্থর গতিতে ধাবিত হইতেছিল। তাহার কিছু দূরে রেলের লাইন। মালবাহী ট্রেণগুলি মিনিটে মিনিটে ইঞ্জিনের শব্দে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া রেলের বিভিন্ন লাইনের উপর দিয়া যাতায়াত করিতেছিল, এবং বিভিন্ন কারখানার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাপরের শব্দের সহিত সেই বিকট শব্দের সংমিশ্রণে যে শব্দতরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল—তাহা অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর, যেন লোহার রোলারের নিষ্পেষণে কলা-লক্ষী বিকলাঙ্গ, তাহার সকল সৌন্দর্য্য বিধ্বস্ত! লৌহ এখানে নানা মূর্ত্তিতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। মহাশব্দে কল চলিতেছে,—কোথাও লৌহরাশি গলিয়া তরল স্রোতে পরিণত হইতেছে, কোথাও অগ্নিবর্ণ প্রকাণ্ড লৌহপিণ্ডের উপর মহাশব্দে কলের হাতুড়ী পড়ায় রাশি রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ-বিদারক শব্দ, যেন শৃঙ্খলিত দানবের দল দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সবেগে দাপাদাপি করিতে করিতে বিকট শব্দে আর্ত্তনাদ করিতেছে।

মার্টিন রদারফোর্ড সেফীল্ডেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; অস্ত্রের কারখানায় তাঁহার অসামান্য উন্নতি হইয়াছিল। সেফীল্ডের কর্ম্মকার-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি অসাধারণ। সেফীল্ডের কর্ম্মক্ষেত্রকে তিনি তীর্থের ন্যায় পবিত্র মনে করিতেন; সেফীল্ড ত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

লোকটি খর্ব্বকায়, স্থূল, বয়স প্রায় চল্লিশ। তাঁহার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর দশ বৎসর মধ্যে তিনি ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি করিয়াছিলেন।

মিঃ রদারফোর্ডের মুখে কমনীয়তার অভাব সত্ত্বেও তিনি সুপুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন; লোকটি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও পরিশ্রমী—ইহা তাঁহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত। তাঁহার মাথার চুলগুলি কর্কশ, তাহা তিনি আগাগোড়া খাটো

করিয়া ছাঁটিয়া ফেলিতেন; নব্য ছোকরাদের মত দশ আনা ছয় আনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মুখে দাড়ি ছিল না, জমকাল গোঁফ জোড়াটা তাঁহার ওষ্ঠের শোভা বর্দ্ধন করিত। (ornamented his upper lip.)

তিনি যৌবনারম্ভের পর পিতার সাহচর্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোন দিন পরিশ্রমের ক্রটি করেন নাই; কঠোর পরিশ্রমে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। ইস্পাতের কারখানায় দিবারাত্রি কায করিয়া তাঁহার প্রকৃতিও ইস্পাতের মত কঠিন হইয়াছিল। অলিম্পসের বিশ্বকর্ম্মা ভল্কানই তাঁহার আরাধ্য দেবতা। (his god was Vulcan, the smith of Olimpus.)

তাঁহার কারখানায় যে সকল অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইত—তন্মধ্যে 'রদারফোর্ডক্ষুর' সমগ্র সভ্যজগতে এরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, লোকে তাঁহার কারখানার ক্ষুরগুলিকে 'রদারফোর্ড' নামে অভিহিত করিত।

মানুষের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হয় না; মার্টিন রদারফোর্ডের উন্নতি-স্রোতও যেন কিছু দিন হইতে প্রতিহত হইয়াছিল। ইহার একাধিক কারণ ছিল। ইয়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের পর তাঁহার ব্যবসায়ের নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল; তাহার উপর আমেরিকা ও জার্ম্মানী অস্ত্র-শিল্পে ইংলণ্ডের এরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল যে, রদারফোর্ড-ক্ষুরের বিশ্ববিশ্রুত সুনাম থাকিলেও আমেরিকা ও জার্ম্মানীর সুলভ অথচ উৎকৃষ্ট ক্ষুরগুলি পৃথিবীর বাজার হইতে রদারফোর্ডকে ধীরে ধীরে নির্ব্বাসিত করিতে লাগিল। কিছু দিন পরে 'নিরাপদ' ক্ষুরের (safety razor) প্রচলনে 'সেকেলে গলাকাটা' ('old-fashioned cut throat') ক্ষুর সভ্য সমাজের প্রায় সর্ব্বত্রই অচল হইয়া উঠিল। তখন রদারফোর্ড তাঁহার কারখানায় নূতন নূতন কল বসাইয়া লক্ষ লক্ষ 'নিরাপদ' ক্ষুর নির্ম্মাণ করাইতে লাগিলেন; তাহা রদারফোর্ডের সাবেক ক্ষুরের ন্যায় উৎকৃষ্ট হইলেও বিদেশী কোম্পানীগুলির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পূর্ব্বের প্রসার অক্ষুন্ন রাখিতে পারিল না। রদারফোর্ডের ক্ষুরের ব্যবসায়কে কঠোর আঘাত সহ্য করিতে হইল।

মার্টিন রদারফোর্ড এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে ডেস্কের উপর হইতে 'সেফীল্ড ডেলি-টেলিগ্রাফ' নামক দৈনিক পত্রিকাখানি তুলিয়া লইলেন। তিনি তাহা খুলিয়া পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সেই সময় তাঁহার আফিসের একটি কেরাণী হঠাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মার্টিন রদারফোর্ড তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবর কি ওয়াল্টার্স!"

কেরাণী বলিল, "আপনার বিশ্রামের বোধ হয় ব্যাঘাত করিলাম, এজন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু দুইজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে, তাহাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারায় আপনাকে সংবাদ দিতে আসিতে হইল। তাহাদের একজন তাহার নামের যে কার্ড দিয়াছে—তাহা পড়িয়া কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; এ রকম দাঁতভাঙ্গা নাম আর কখন দেখি নাই কর্ত্তা!"

কেরাণী নামের কার্ডখানি রদারফোর্ডের সম্মুখে রাখিল। মার্টিন রদারফোর্ড দেখিলেন—নামের কার্ড হইলেও তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ, এবং আগন্তুকের নামের চতুর্দ্দিকে সোনার জলে ছাপা লতা-পাতার বাহার!

মার্টিন রদারফোর্ড সোনার জলে ছাপা নামটি দেখিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এই ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে—কিন্তু নামটি যে আড়াই হাত লম্বা! দাঁড়াও, নামটি পড়িবার চেষ্টা করি—ডাক্তার রামন বেলিসারিও-ডি-সোয়ারেজ সালভেডর, টেগুসিগাপ্পা, হন্‌ডুরাস।"—বাপ্! কি উৎকট নাম; নামের জন্যও লোকটার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। দু'জন আসিয়াছে বলিলে না?—বেশ, তাহাদিগকে এখানে পাঠাইয়া দাও। কিন্তু লোকটার নামের মতই যদি তাহার বচনের বহর হয়—তাহা হইলে তাহাকে তাড়াতাড়ি বিদায় না করিলে প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে।"

ওয়াল্টার্স সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার দুই তিন মিনিট পরে ডাক্তার রামন সাল্‌ভেডর তাহার অনুচর জাপোটেক সহ রদারফোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত হইল। মার্টিন রদারফোর্ড সবিস্ময়ে ডাক্তারের দীর্ঘ দেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তার রামনের পাশে তাহার অনুচর জাপোটেক যেন হাতীর পাশে মশা!

ডাক্তার রামন মাথার টুপি হাতে লইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "গুড-মর্ণিং মিঃ রদারফোর্ড! আমি পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া আপনার সঙ্গে দেখা করিবার সময় স্থির করি নাই; তথাপি আমি হঠাৎ আপনার আফিসে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিবামাত্র আপনি আমার

প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আপনার এই সহৃদয়তায় আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

মিঃ রদারফোর্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকদ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "ডাক্তার—ছা—ছাগ ডেভর, আপনি দয়া করিয়া বসুন।"

ডাক্তার সালভেডর বলিল, "ধন্যবাদ; কিন্তু আমার নাম রামন সালভেডর, ছাগ.ডেভর নয়; আর আমাব এই বন্ধুটির নাম জাপোটেক। কিন্তু আপনাদের ইংরেজী ভাষায় উঁহার অভিজ্ঞতা নাই; তবে কি কারণে উনি এই দূব দেশে আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, তাহা আপনি শীঘ্রই জানিতে পারিবেন।"

ডাক্তার রামন সাল্‌ভেডব রদারফোর্ডের ডেস্কের উপর একটি চর্ম্মনির্ম্মিত পেটিকা রাখিয়া ডেস্কের অদূরস্থিত চেয়াবে বসিল, তাহার পর বুকের পকেট হইতে সোনার 'সিগার-কেস' বাহির করিয়া মিঃ রদাবফোর্ডের সম্মুখে ধরিল, এবং বিনীত ভাবে বলিল, "মিঃ রদারফোর্ড, এই হনডুরেনিয়ান চুরুট যে কি চমৎকাব জিনিস, তাহা কি আপনি পরীক্ষা করিবেন না? আশা করি, ইহা আপনার অপ্রীতিকর হইবে না। আমার নিজেব ক্ষেতে এই তামাকের আবাদ করিয়াছি। যাহাবা পাকা তামাকখোর—এই তামাক তাহাবা পছন্দ করিবেই?"

মিঃ রদাবফোর্ড ডাক্তারের শিষ্টাচারে প্রীত হইয়া একটি চুরট তুলিয়া লইলেন; কিন্তু তিনি ইয়র্ক সায়ারের লোক, অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতি ও সন্দিগ্ধচেতা। ডাক্তার রামন সাল্‌ভেডর কি উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, তাহা না শুনিয়া তিনি খোলাখুলি ভাবে তাহার সহিত আলাপ করা সঙ্গত মনে করিলেন না।

ডাক্তার রামন সালভেডর তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি কি উদ্দেশ্যে আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আপনি একটু ধাঁধায় পড়িয়াছেন মিঃ রদারফোর্ড। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন—আমি কোন চুরুট-ব্যবসায়ার দালাল বা ফেরীওয়ালা নহি; আমি বিশেষ কোন কারণে ছয় হাজার মাইল দূর হইতে কেবল আপনারই সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

রদারফোর্ড হাতের চুরুটটি ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন, "কেবল আমারই সঙ্গে দেখা করিতে অতদূর হইতে আসিয়াছেন? আশ্চর্য্য বটে! কিন্তু হনডুরাসের কোন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় আছে বলিয়া ত স্মরণ হয় না। 'রদার-ফোর্ড ক্ষুর' যে সেই দূরদেশেও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে—এ বিষয়ে আমাব সন্দেহ না থাকিলেও; সে দেশের কোন লোক কোন কারণে—"

ডাক্তার রামন সাল্‌ভেডর তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মিঃ রদারফোর্ড! আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন; কিন্তু আমার কথায় আপনি অসন্তুষ্ট না হইলে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আমাদের উভয়েরই অন্নসংস্থানের স্থানের অভাব নাই; তথাপি আমি কি উদ্দেশ্যে আপনাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলাম, তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া শ্রবণ করুন, আমি আপনার অধিক সময় নষ্ট করিব না।"

রদারফোর্ড চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান ডাক্তার! আমি আপনাকে দশ মিনিটের অধিক সময় দিতে পারিব না।"

ডাক্তার রামন সালভেডব উৎসাহ ভরে বলিল, "উত্তম, দশ মিনিটেই আমার সকল কথা শেষ করিতে পারিব; আর যদি ঠিক দশ মিনিটের মধ্যে আমার সকল কথা শেষ না হয়, তাহা হইলে আমার বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আপনি পরে আরও দুই চারি মিনিট ব্যয় করিতে সম্মত হইবেন, ইহা দুরাশা বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আমার বক্তব্য বিষয় আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে যদি আপনাকে বলি—আমার ঐ চর্ম্ম-পেটিকার ভিতর এরূপ কোন সামগ্রী সংগুপ্ত আছে, যাহার মূল্য ন্যূনপক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড—(something that is worth at least five million Pounds) তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আপনার ধারণা হইবে আমি মিথ্যাবাদী অথবা প্রতারক!—কেমন, আপনার কি এইরূপ ধারণা হইবে না?"

রদারফোর্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "অন্য রকম ধারণাও হইতে পারে।"

ডাক্তার রামন সালভেডর বলিল, "অন্য কি রকম?"

রদারফোর্ড বলিলেন, "আপনি বিকৃতমস্তিষ্ক,

অর্থাৎ একটা বদ্ধ পাগল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিল, "ঠিক, আপনি বুদ্ধিমানের মত কথাই বলিয়াছেন; ও কথা পাগলের মুখেই শোভা পায়! আমি জানি আপনি ইয়র্কশায়ারের লোক, যে কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না, সে কথায় আপনার বিশ্বাস উৎপাদন করা অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু এ সকল কথা জানিয়াও আপনাকে মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি আমি যাহা বলিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য, এবং তাহা বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে—ইহা সপ্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি।"

মার্টিন রদারফোর্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহারা উন্মাদ কি প্রতারক—ইহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমরা ইয়র্ক শায়ারের লোক, আমরা অনেক লোকের কাছে সম্ভব ও অসম্ভব অনেক কথা শুনিতে পাই বটে, কিন্তু বিনা-প্রমাণে কোন কথা বিশ্বাস করা আমাদের অসাধ্য মনে হয়।"

ডাক্তার বলিল, "এ অতি সঙ্গত কথা। আপনি স্বচক্ষে দেখিয়া আমার কথা সত্য কি না পরীক্ষা করুন—ইহাই আমার প্রার্থনা।"

ডাক্তার গম্ভীর ভাবে পকেট হইতে একগোছা চাবি বাহির করিল, এবং একটি চাবি দিয়া সেই চর্ম্ম-পেটিকা খুলিয়া ফেলিল। মার্টিন রদারফোর্ড ডাক্তার রামন সালভেডরকে দশ মিনিট মাত্র সময় মঞ্জুর করিয়াছিলেন; এই সকল কথায় সেই দশ মিনিট প্রায় অতীত হইল, তথাপি তিনি তাহাকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন না; ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল হইল। তিনি আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই পেটিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ডাক্তার রামন সালভেডর পেটিকার ভিতর হইতে চীনা মাটীর একটি ভাঁড় বাহির করিল। ভাঁড়াটি ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ এবং লোহিত চিত্র-ভূষিত; তাহার মুখ একখান গোলাকার ডিস্ দ্বারা আবৃত; ডিসখানি পীতবর্ণ গালা দ্বারা আবদ্ধ, গালার উপর মোহরাঙ্কিত।

ডাক্তার রামন সালভেডর সেই ভাঁড়ে অঙ্গুলী স্থাপন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আমার এই ভাঁড়ে যে জিনিস আছে, তাহার বিনিময়ে সেফীল্ডকে কিছু দিনের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড বাহির করিয়া দিতে হইবে। আপনি ব্যবসাদার মানুষ, ছুরী, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি নির্ম্মাণের কারখানা করিয়া আপনি সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, বিশেষতঃ আপনার কারখানায় যে ক্ষুর নির্ম্মিত হয়—তাহাকে 'ক্ষুরের রাজা' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আপনার ক্ষুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই সমাদৃত। এই ক্ষুর বিক্রয় করিয়া আপনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, এ কথা আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না।"

রদারফোর্ড ধূমপান করিতে করিতে ডাক্তারের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। তিনি কিছুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করিলেন না; তাঁহার মুখ হইতে আর একটি কথাও বাহির হইল না।

ডাক্তার রামন সালভেডর তাঁহার সুগম্ভীর অবিচলিত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মনে করুন, যদি কেহ এরূপ কোন নূতন কৌশল আবিষ্কার করে—যাহার সহায়তা গ্রহণ করিলে সকল রকম ক্ষুর, এমন কি, নিরাপদ ক্ষুর (safety razor) পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ অচল হইয়া যায়—তাহা হইলে কি আপনাদের এই বিস্তীর্ণ কারবারের কোন ক্ষতি হইবে না? যদি কাহারও দাড়ি গোঁফ কামাইবার জন্য কখন ক্ষুর ব্যবহার করিবার প্রয়োজন না হয়—তাহা হইলেও কি আপনাদের সেফীল্ডের এই সকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামার-শালা হইতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুর নির্ম্মিত হইতে থাকিবে?"

রদারফোর্ড গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কঠিন সমস্যা বটে! কিন্তু আমাকে দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে—আপনি কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমার সময় নষ্ট করিতেছেন। সভ্য জগতের অধিকাংশ লোকেরই কামাইবার অভ্যাস আছে; যত দিন পর্য্যন্ত তাহারা সেই অভ্যাস ত্যাগ না করিবে—তত দিন তাহাদিগকে কোন না কোন প্রকার ক্ষুরের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। আপনার বক্তৃতা শুনিয়া একজনও যে কামাইবার অভ্যাস ত্যাগ করিবে—তাহার সম্ভাবনা কোথায়? —অন্য লোকের কথা ছাড়িয়া দিই—আপনার চিবুকের নীচে 'ইম্পিরিয়াল' দাড়ি (an Imperial beard) বিরাজ করিলেও আপনার গালের দাড়িগুলি ত আপনাকে কামাইতে হইয়াছে। আপনি কি ক্ষুরের সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন?"

ডাক্তার রামন সালভেডর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি গত আট মাস দাড়ি কামাইবার জন্য ক্ষুর

ব্যবহার করি নাই, এবং দাড়ি কামাইবার জন্য ভবিষ্যতে আমাকে কোন ক্ষুর, এমন কি, আপনার বিশ্ববিখ্যাত 'রদারফোর্ড-ক্ষুর' পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে হইবে না।—আমার এ কথা শুনিয়া আপনি বিস্মিত হইতে পারেন, কিন্তু আমি সত্য কথাই বলিলাম।"

মিঃ রদারফোর্ড সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ডাক্তার রামন সালভেডরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাক্তারের কথা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; ঐরূপ প্রলাপ বাক্যের প্রতিবাদ করিতেও তাঁহার ঘৃণা হইল।

ডাক্তার তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, তাহার পর অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "মিঃ রদারফোর্ড, আমার কথাগুলি আপনার শ্রুতিমধুর না হইলেও, এমন কি, আমার সকল কথা আপনি বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, তাহা শুনিবার জন্য যথেষ্ট সময় নষ্ট করিলেন—এজন্য আপনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। আমার কথা শুনিয়া আমাকে বাচাল বলিয়া আপনার সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু আপনাকে আমার মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আমাকে কিছু বেশী কথা বলিতে হইতেছে। আমি আমার মনের কথা সরল ভাবেই প্রকাশ করিতেছি। আপনার নিকট একটি সারবান প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার জন্যই ছয় হাজার মাইল দূরবর্ত্তী হনডুরাস হইতে এদেশে আসিয়াছি। আমি কথাপ্রসঙ্গে আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়াছি; কিন্তু অনেক বিষয়েই আমার সহিত আপনার মতভেদ হইলেও বোধ হয় একটি বিষয়ে আপনি আমার সমর্থন করিবেন। ক্ষুরের ব্যবসায়ে আপনি খ্যাতি ও প্রচুর অর্থ অর্জ্জন করিলেও বোধ হয় স্বীকার করিবেন—সকলেই গোঁফ দাড়ি কামাইতে অস্বচ্ছন্দ বোধ করে; না কামাইলে মুখ অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়, মুখে কাদম্ব-কেশরের শোভা লইয়া ভদ্রলোকের সম্মুখে যাইতে সঙ্কোচ হয়, তাই সকলে দায়ে পড়িয়া ক্ষুরের আশ্রয় গ্রহণ করে। আপনার জগৎবিখ্যাত রদারফোর্ড-ক্ষুর হোক, আর নিরাপদ ক্ষুরই হোক—সকল ক্ষুরের ব্যবহারই সমান বিড়ম্বনাজনক। ক্ষুরের ব্যবহারের প্রয়োজন থাকিলেও তাহা বিরক্তিকর প্রয়োজন।" (a bothersome necessity.)

রদারফোর্ড মৃদু স্বরে বলিলেন, "আপনার ও কথা আমি স্বীকার করি।"

ডাক্তার রামন সালভেডর হাসিয়া বলিল, "উত্তম; দেখিতেছি আপনি কতকটা পথে আসিয়াছেন, আমার যুক্তিপূর্ণ কথা আপনি গ্রাহ্য করিতে অসম্মত নহেন। আমি অযৌক্তিক কোন কথা আপনাকে বলিব না। আমার অকাট্য যুক্তি ঐ ভাঁড়ের ভিতর নিহিত আছে।"

রদারফোর্ড সবিস্ময়ে সেই ভাঁড়ের দিকে চাহিয়া ঈষৎ বিদ্রূপ ভরে বলিলেন, "ভাঁড়ের ভিতর আপনার অকাট্য যুক্তি! মজার কথা বটে; কিন্তু ওটি কি পদার্থ? আমি ত জানি যুক্তি যতই অকাট্য হউক, তাহা নিরাকার, অন্ততঃ বায়বীয় পদার্থ; বক্তার মুখবিবর হইতে তাহা বাক্যরূপে নিঃসারিত হয়, তাহা ভাঁড়ে বা অন্য কোন পাত্রে সঞ্চিত থাকে না!"

ডাক্তার রামন সালভেডর বলিল, "আমার ও আমার সঙ্গী জাপোটেকের এই গুপ্ত রহস্য সাধারণের অজ্ঞাত। আমার এই ভাঁড়ে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী সঞ্চিত আছে, এবং তাহার উপকারিতা কি—তাহা আপনাকে বলিবার জন্যই ত এই দূর দেশে আসিয়াছি।"

জাপোটেক এতক্ষণ পরে দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমরা টাকের উপর টেক্কা দিতে আপনাদের এই লোহা-লক্কড়ের দেশে আসিয়া অক্কা পাইবার জোগাড় করিয়া তুলিয়াছি!"

রদারফোর্ড বলিলেন, "টাকের উপর টেক্কা! সে আবার কি?"

ডাক্তার রামন সালভেডর বলিল, "টাকের অর্থ মস্তকে কেশের অভাব; চুল উঠিয়া গেলে মাথায় টাক পড়ে। অনেকের মুখে দাড়ি গোঁফ গজায় না, তাহাদিগকে 'মাকুন্দ' বলে, মাথার পরিবর্ত্তে তাহাদের মুখে টাক।—এই টাক জিনিসটি বিধিদত্ত দান; কিন্তু আমার এই ভাঁড়ের জিনিসের শক্তি এরূপ অমোঘ যে, তাহার নিকট টাকও পরাস্ত! আপনি ইহার ঘ্রাণ লইয়া দেখুন, কি চমৎকার খোস্‌বো।"

ডাক্তার তাহার ভাঁড়ের ঢাকনী সরাইয়া ভাঁড়টি রদারফোর্ডের নাকের কাছে ধরিল। রদারফোর্ড ভাঁড়ের ভিতর দৃষ্টিপাত করিয়া মাখনের মত পীতাভ মলম দেখিতে পাইলেন; সদ্য-ফোটা যুঁই ফুলের মত তাহার সৌরভ!

রদারফোর্ড ভাঁড়টি পরীক্ষা করিয়া ডেস্কের উপর রাখিলেন, তাহার পর ডাক্তার রামন সালভেডরকে বলিলেন, "হাঁ, গন্ধটি বেশ মনোরম

বটে, কিন্তু উহা কি টাকের মহৌষধ—টাকে মালিশ করিলে চক্ষুর নিমেষে পড়্-পড় করিয়া চুল গজায় না কি?—বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি ইণ্ডিয়ার অনেক কেশ-তৈলের ঐরূপ অমোঘ শক্তি আছে।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, ঠিক তাহার উল্টা; ইহা টাকের দর্প চূর্ণ করিয়াছে। টাকের আধিপত্য দুই চারি জনের মাথায়, কিন্তু আমার এই মলমের আধিপত্য সর্ব্বত্র। সাধে কি বলিয়াছি ইহার মূল্য অন্যূন পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড?—আমার এই মলম মুখে মাখিবামাত্র দাড়ি বলুন, গোঁফ বলুন—মুখের বিলকুল লোম এক মিনিটের মধ্যে নির্ম্মূল হইবে, এবং মুখমণ্ডল ঘসা পয়সার মত মসৃণ শোভা ধারণ করিবে; দাড়ি গোঁফের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য জীবনে আর কখন ক্ষুর ব্যবহার কবিতে হইবে না। ক্ষৌরকর্ম্মের যত কষ্টকর ঝঞ্ঝাট চিরকালের মত দূর হইবে। (will banish for ever all the troublesome bother of shaving.) অর্থাৎ ইহা অব্যর্থ লোমনাশক মলম; এই মলম 'ক্ষুরারি' নামে প্রসিদ্ধ। ত্বকের অনিষ্টকর কোন দ্রব্য ইহাতে নাই; অথচ ইহা যখন তখন যেখানে সেখানে টাক সৃষ্টি কবিতে পারে।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "ক্ষুবারি?—হাঁ, আপনার এই মলমের নামটি নূতন বটে, কিন্তু ঐ প্রকার লোমনাশক মলম চূর্ণ প্রভৃতি সামগ্রী এদেশে বিস্তর আছে; আপনি যে-কোন সংবাদপত্রে তাহাদের চটকদার বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইবেন। এই সেফীল্ডেরই কোন কোন 'কেমিকেল ওয়ার্কস্' হইতে তাহা প্রস্তুত হইতেছে, লণ্ডন প্রভৃতি বড় বড় সহরের ত কথাই নাই; কিন্তু ঐ সকল 'ক্ষুরাবি' আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে যত ক্ষুর বিক্রয় হইত, এখন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিক্রয় হইতেছে; সুতরাং আপনি ছয় হাজার মাইল দূর হইতে এই ভাঁড় ঘাড়ে লইয়া এখানে আসিয়া যে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন—ইহা কিরূপে স্বীকার করি?—আপনার লম্বা লম্বা কথা শুনিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম—হয় ত আপনি আমাকে কোন অদ্ভুত রকমের নূতন জিনিস দেখাইতে আসিয়াছেন; শেষে কি না লোমনাশক মলম! ছিঃ, আমার ঘণ্টাখানেক সময়ই বৃথা নষ্ট করিলেন!"

ডাক্তার রামন সালভেডর মিঃ রদারফোর্ডের তাচ্ছীল্যপূর্ণ উক্তি শুনিয়া বিন্দুমাত্র দমিল না; সে অসঙ্কোচে বলিল, "কেবল আপনাদের দেশে কেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও লোমনাশক নানা প্রকার রাসায়নিক পদার্থ বিক্রয় হইতেছে—ইহা আমার অজ্ঞাত, এইরূপ অনুমান করিয়া যদি আপনি আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন—তাহা হইলে আমি আপনার সেই আনন্দে বাধা দিতে চাহি না। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না—সেই সকল অপকৃষ্ট পদার্থ প্রধানতঃ স্ত্রীলোকেরাই ব্যবহার করে; (are mostly used by women.) সেগুলির ব্যবহারের ফল সন্তোষজনক নহে। ত্বকের অনিষ্টকর উপাদানের অভাব নাই। কোন ভদ্রলোক তাহাদের কার্য্যোপযোগিতায় নির্ভর করিতে পারেন না; বিশেষতঃ, সেই সকল দ্রব্য ব্যবহারে হিতে বিপরীত হয়—অর্থাৎ কেশরাশি দুই চারিদিনের জন্য অদৃশ্য হইলেও পুনর্ব্বার আরও নিবিড়তর ভাবে কেশোদগম হইয়া থাকে; যাহার মুখে পাতলা দাড়ি ছিল, তাহার মুখ চাপ দাড়িতে ভরিয়া উঠে! কিন্তু আমার এই 'ক্ষুরারি' আদি ও অকৃত্রিম; প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল উপাদানে এই মলম প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই সকল উপাদানই ইহাতে বর্ত্তমান; ইহা প্রস্তুত করিতে তিনশত বাষট্টি রকম দুর্লভ বৃক্ষের ত্বক, পুষ্প, বীজ ও মূল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী কেবল একজন মাত্র অসাধারণ ব্যক্তির বিদিত ছিল; তিনি জাপোটেক জাতির প্রধান গুরু। আমার এই বন্ধুটি তাঁহার প্রধান চেলা; এই চেলাকে তিনি ইহার প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন। আমার এই বন্ধুর সাহায্যে আমার বহু দিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে—এইবার আপনি আমার মলমের শক্তি পরীক্ষা করুন।"

ডাক্তার রামন সালভেডর সেই ভাঁড়ের ভিতর অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া কিঞ্চিৎ মলম তুলিয়া লইল, তাহার পর বাঁ-হাতের কোটের আস্তিন গুটাইয়া লোমাবৃত মণিবন্ধ উন্মুক্ত করিল। মিঃ রদারফোর্ড দেখিলেন—তাহা কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ লোমরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। ডাক্তার সেই লোমরাশির উপর দুই ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া সেই মলম আঙ্গুল দিয়া ঘষিতে লাগিল। এক মিনিট ঘর্ষণের পর সে পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া তদ্দ্বারা সেই স্থানটি মুছিয়া ফেলিল। সেই অংশের লোমরাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে অপসারিত হইল; লোমবর্জ্জিত ত্বক শুভ্র ও মসৃণ, যেন সেখানে কোন দিন লোমের অস্তিত্ব ছিল না!

ডাক্তার রামন সালভেডর মণিবন্ধের সেই স্থান মিঃ রদারফোর্ডের সম্মুখে উচু করিয়া ধরিয়া উৎসাহ

ভরে বলিল, "আমার উক্তির অকাট্য প্রমাণ দেখিতে পাইলেন কি?"

রদারফোর্ড স্তম্ভিতভাবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সুদীর্ঘ নিবিড় কৃষ্ণ লোমরাশি কোথায় অপসারিত হইল? ইহার কাছে ক্ষুর কোথায় লাগে? স্থানটি ঠিক টাকের মতই মসৃণ, সেখানে কখন লোম ছিল, ইহা বুঝিবার উপায় রহিল না!

ডাক্তার রামন সালভেডর মিঃ রদারফোর্ডের মুখের উপর সগর্ব্ব দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "মিঃ রদারফোর্ড, এই একটি প্রমাণেই আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলিতেছি না। আপনি আমার এই সঙ্গীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন উঁহার মুখে দাঁড়ি গোঁফ নাই; প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে উঁহার মুখে লম্বা গোঁফ ছিল, কৃষ্ণ চামরের মত ঘন দাড়িতে উঁহার বুক ঢাকিয়া থাকিত; কিন্তু আমার এই 'ক্ষুরারি' ব্যবহারের ফলে উঁহার সেই দাড়ি গোঁফ অদৃশ্য হইয়াছে। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ঐ মলম উঁহার মুখে ব্যবহৃত হইয়াছিল—ইহা কি সহজে বিশ্বাস হয়? মনে হয় যেন পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে উনি কামাইয়া উঠিয়াছেন।"

রদারফোর্ড কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বিচলিত ভাবে বলিলেন, "হাঁ, ইহা একটু বিস্ময়ের বিষয় বটে; মলমটুকু লাগাইয়া দুইএক মিনিট ঘষিবামাত্র স্থানটা নির্লোম হইয়া গেল! তবে একটিমাত্র দৃষ্টান্তদ্বারা কোন জিনিসের উপযোগিতার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় কি না, সন্দেহের বিষয়। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার পর—"

ডাক্তার রামন সালভেডর মিঃ রদারফোর্ডের কথায় বাধা দিয়া সোৎসাহে বলিল, "মহাশয়, সরলভাবে আমার মনের কথা বলিতেছি শুনুন; তাহার পর আপনার যাহা বলিবার থাকে বলিবেন। আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করিয়াছি, দয়া করিয়া আমার শেষ কথাগুলি শুনিয়া আপনি কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।—স্বীকার করিতেছি আমি ধনবান; কিন্তু নিজের অবস্থায় কেহই সন্তুষ্ট নহে। আমার অর্থের অভাব না থাকিলেও আমি আরও অধিক ঐশ্বর্য্যশালী হইব—ইহাই আমার ইচ্ছা। যে প্রাচীন জাপোটেক বংশ এই ক্ষুরারি মলমের প্রস্তুত-প্রণালী এবং ইহার উপাদানগুলির নাম ও পরিমাণ অবগত ছিল—সেই বংশে এখন তিনজন মাত্র লোক জীবিত আছে; আমার এই বন্ধুটি তাহাদের অন্যতম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার এই বন্ধু উঁহার গুরুর কৃপায় ইহা শিখিতে পারিয়াছেন। এ জন্য উঁহাকে কি কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা শুনিলে আপনার বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না; কিন্তু সেই কাহিনী বলিয়া আপনার সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই। এক সময় আমি উঁহাকে মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম বলিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ উনি আমাকে ক্ষুরারি মলমের প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইয়াছিলেন, এবং যে সকল দুর্লভ উপাদানে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে—তাহা আমি বহু চেষ্টায় সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

"এই ক্ষুরারি মলম এখন আমারই সম্পত্তি, আমি ইহা যথেচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি। সুতরাং আমি আপনাকে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিবেন। আপনি ত জানেন দাড়ি গোঁফ কামাইবার জন্য প্রত্যেকের জীবনের কতখানি সময় নষ্ট হয়; কিন্তু আমার এই ক্ষুরারি মলম ব্যবহারে কেশের বিলোপ সাধন করিতে এক মিনিটের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় না, এবং একবার ব্যবহারের পর আর কখন ইহা ব্যবহার করিতে হয় না, কারণ সেই স্থানে আর কখন কেশোদ্গম হয় না। ইহা একবার ব্যবহার করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, নাপিত ডাকিতে হয় না; আর যাঁহারা নিজেই দাড়ি গোঁফ কামাইয়া থাকেন—তাঁহাদিগকে সাবান, বুরুশ, ক্ষুর, আয়না প্রভৃতি কিনিয়া অর্থের অপব্যয় করিতে হয় না। ক্ষুর শানাইবার জন্য শানওয়ালার তোয়াক্কা রাখিতে হয় না; কারণ ইহা ব্যবহারের পর কেহই ক্ষুর কিনিবে না। ক্ষুরের ব্যবসায়ে সেফীল্ডের কামারেরা আজ বিপুল সম্পদের অধিকারী; কিন্তু আমার এই ক্ষুরারি মলম সমাজে প্রচারিত হইলে ক্ষুর অচল হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সেফীল্ডের কামারদের অন্ন উঠিবে। তাহাদের এই বিশাল শিল্প-বাণিজ্য বিধ্বস্ত হইবে।

"আমার কথা শুনিয়া আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন—কি জন্য আমি বহু অর্থব্যয় করিয়া ছয় হাজার মাইল দূর হইতে সেফীল্ডে আসিয়াছি। আমার এই মলমের মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড বলিয়াছি, ইহা যে অসঙ্গত নহে—তাহাও আপনি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।"

ডাক্তার রামন সালভেডরের মনের কথা শুনিয়া মার্টিন রদারফোর্ড চিন্তিত ভাবে গাল চুলকাইতে লাগিলেন। ডাক্তারের কথাগুলি অসঙ্গত নহে—ইহা বুঝিতে পারিলেও তাহা স্বীকার করিতে তাঁহার

প্রবৃত্তি হইল না। একটা অপরিচিত বিদেশী হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া ধোঁকা দিয়া তাঁহাদের লাভের কারবারটি নষ্ট করিয়া যাইবে—ইহা তিনি কি করিয়া সহ্য করিবেন? কিন্তু ডাক্তার রামন সালভেডরের মলমটি ঐরূপ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলে তাঁহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি অপরিহার্য্য, এ বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ডাক্তার রামন স্যালভেডরের যুক্তি অখণ্ডনীয়; তাহার মলম ক্ষুরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও তিনি দেখিতে পাইলেন। সেই প্রমাণ অগ্রাহ্য করিবার উপায় ছিল না।

রদারফোর্ডকে নতমুখে চিন্তা করিতে দেখিয়া, ডাক্তার রামন তাহার মলমের ভাঁড়টির মুখ বন্ধ করিয়া তাহা চর্ম্ম-পেটিকায় রাখিয়া বলিল, "মিঃ রদারফোর্ড, আপনি কি ভাবিতেছেন বলুন; এখনও আপনার মতামত জানিতে পারি নাই।"

রদারফোর্ড মুখ তুলিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "হুম্! আপনার মলমের শক্তি অদ্ভুত বটে, উহার কার্য্যোপযোগিতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি; কিন্তু উহার প্রতিকূলেও অনেক কথা বলিবার আছে। আপনি বলিলেন—উহা একবার ব্যবহার করিলে চিরদিনের জন্য সেখানে কেশোদ্গম হইবে না, স্থায়ী ভাবে টাক পড়িয়া যাইবে; কিন্তু তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য—ইহা প্রমাণসাপেক্ষ। বিশেষতঃ, ঐরূপ টাক সকলেরই বাঞ্ছনীয় কি না—এ বিষয়ে মতভেদ নাই, ইহাই বা কি করিয়া স্বীকার করি? মনে করুন কোন শিরোরোগগ্রস্তা ভদ্রমহিলার, কি কোন বিকারের রোগীর মাথার চুল সাময়িক ভাবে অপসারিত করিবার প্রয়োজন হইলে, ঐ মলম তাহারা মাথায় ঘষিয়া চিরস্থায়ী টাক পড়াইতে সম্মত হইবে কি?"

ডাক্তার রামন সালভেডর বলিল, "হাঁ, সে কথা সত্য; কিন্তু জগতে সেরূপ রোগী কত জন? বিশেষতঃ, এই মলম ব্যবহারের পর প্রয়োজন হইলে কেশহীন স্থানে কেশ উৎপাদনের উপায়ও আমার অজ্ঞাত নহে। যাহা প্রমাণ-সাপেক্ষ তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করা কঠিন নহে, এবং সেজন্য আমি সর্ব্বক্ষণই প্রস্তুত আছি। মিথ্যা দ্বারা সত্যকে ঢাকিয়া রাখা যায় না, এবং প্রবঞ্চনার সাহায্যে কোন ব্যবসায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি ধনবান, তথাপি বিনা-উদ্দেশ্যে আমি এই দূর দেশে আসি নাই। আমি জানিতে চাই সেফীল্ডে আপনার যে সকল সমব্যবসায়ী আছেন—তাঁহারা আমার এই ক্ষুরারি মলমের উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতে ইহা তাঁহাদের স্বার্থ নষ্ট করিবে কি না—এ বিষয়ে তাঁহাদের কিরূপ ধারণা, তাহাও জানা প্রয়োজন। আমি এই মলমের পেটেণ্ট লইয়া সেফীল্ডে ইহার দোকান খুলিব, কি ইহা সমগ্র সভ্য জগতে প্রচারিত করিবার জন্য ইয়ুরোপের প্রধান প্রধান নগরে এজেণ্ট নিযুক্ত করিব—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। যদি আমার এই মলমের প্রতিকূলে কাহারও কোন কথা বলিবার থাকে, তাহা শুনিতে পাইলে আমি তাঁহাদের সকল আপত্তি খণ্ডন করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমি আপনার অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, আর আপনার কাযের ক্ষতি করিব না। আপনি দয়া করিয়া আজ রাত্রে আমার হোটেলে আসিয়া আমার সহিত আহার করিলে আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব। সেই সময় এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা চলিতে পারে। আমি আপাততঃ গ্র্যাণ্ড হোটেলে বাসা লইয়াছি।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "ধন্যবাদ ডাক্তার, আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় বোধ হয় আপনার অসুবিধা হইবে না?"

ডাক্তার রামন স্যালভেডর বলিল, "বেশ, ঐ সময়েই আমি আপনার প্রতীক্ষা করিব।"—ডাক্তার উঠিয়া টুপি হাতে লইয়া তাহার সঙ্গীকে বলিল, "এস হে জাপোটেক! আমরা মিঃ রদারফোর্ডের অনেকখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করিলাম; কিন্তু আশা করি উনি সেজন্য অসন্তুষ্ট হন নাই।"

ডাক্তার রামন মিঃ রদারফোর্ডের হাতে দুই তিনটি ঝাঁকুনি দিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। মার্টিন রদারফোর্ড শূন্য দৃষ্টিতে বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার কারখানার শ্রমজীবীরা শত শত প্যাকিংবাক্স রাশি রাশি ক্ষুর দ্বারা পূর্ণ করিতেছিল; তাহা দেখিয়া রদারফোর্ডের মনে হইল—আর অধিক দিন এভাবে কায চলিবে না, এই লাভজনক ব্যবসায় শীঘ্রই অচল হইবে; তাহার পরিবর্ত্তে ক্ষুরারি মলম দেশব্যাপী হইবে!—এতদিন পরে ইস্পাতের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস শিথিল হইল।

চতুর্থ লহর

দস্যুদলের মন্ত্রণা

সেকালে আমাদের পল্লী অঞ্চলে কেহ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিলে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইত, 'এক বোতল ডি-গুপ্ত খাও';—আমরা তখন বালক মাত্র, ঐ কথা শুনিয়া মনে করিতাম 'ডি-গুপ্ত' নামক কোন ভদ্রলোককে পাচনে পরিণত করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখা হইয়াছে; সেই পাচন পানে ম্যালেরিয়া জ্বর পলায়ন করিবে। শেষে জানিলাম বোতলস্থিত সেই তরল জ্বরঘ্ন পদার্থের আবিষ্কারকের নাম ডিঃ গুপ্ত।—একালেও বিলাতের অনেক লোক ইস্পাতকে 'সেফীল্ড' বলে, এবং সেফীল্ড বলিলে ইস্পাত বুঝায়। বস্তুতঃ, ইস্পাতের কারখানা এবং ইস্পাত-নির্ম্মিত পণ্য দ্রব্যের জন্যই সেফীল্ড নগর যেন ইস্পাতের একটি প্রকাণ্ড হাপর!

এই নগরের ইস্পাতের কারখানাগুলি যে কিরূপ বিরাট ব্যাপার, তাহা আমরা সহজে কল্পনা করিতে পারি না। সেফীল্ডে ইস্পাত-নির্ম্মিত পণ্য দ্রব্য ও নানাবিধ কল-কব্জার যে সকল কারখানা আছে—তাহাদের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক! এই সকল কারখানা যে কিরূপ বিশাল প্রতিষ্ঠান—তাহা আমাদের ধারণা করা কঠিন; পাঠক-পাঠিকাগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, সেফীল্ডের একটি মাত্র কারখানায় বৎসরে পঞ্চাশ লক্ষ ছুরী কাঁচি ও ক্ষুর নির্ম্মিত হয়! ম্যাঞ্চেষ্টার যেমন তাঁতীর নগর, সেফীল্ড সেইরূপ কামারের নগর; ইস্পাতই এই নগরের বাস্তুদেবতা।

সেফীল্ড ইয়র্ক-সায়ারের প্রধান নগর। কলিকাতা অঞ্চলের অমার্জ্জিত রুচির লোকগুলি পূর্ব্ব-বঙ্গের অধিবাসীগণকে যেরূপ অবজ্ঞার পাত্র মনে করে, এবং তাঁহাদের অনেকের চরণ স্পর্শ করিবার যোগ্য না হইলেও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে—লণ্ডনের অনেক লোক ইয়র্ক সায়ারের অধিবাসীগণকে ঠিক সেই ভাবেই অবজ্ঞা ও তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে। ইয়র্ক সায়ারের লোকগুলি স্বল্পভাষী; তাহারা মনের ভাব গোপন করিতে ভালবাসে, সহজে চাঞ্চল্য প্রকাশ করে না এবং গায়ে পড়িয়া লোকের সহিত আলাপ করে না। তাহাদের প্রকৃতি গম্ভীর। ভিন্ন জেলার লোকেরা মনে করে—উহারা রসমাধুর্য্যে বঞ্চিত ও অত্যন্ত কঠোর-প্রকৃতি; কিন্তু ইয়র্কসায়ার সম্বন্ধে যাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে—তাঁহারা জানেন ইহার নীরস বহিঃপ্রকৃতির অন্তরালে কবিত্বের ও সরস উপন্যাসের উপাদানের অভাব নাই। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে খালিফ হারুণ-অল্-রশীদের রাজত্বকালে প্রাচ্য বোগদাদ নগরী যেমন আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর লোমাঞ্চকর বহু রহস্য-লীলায় পূর্ণ ছিল, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে প্রতীচ্য সেফীল্ডে সেইরূপ উপন্যাস-সুলভ বৈচিত্র্যের অভাব নাই।

দ্বিতীয় জর্জ্জের রাজত্বকালে ইংলণ্ডের সাহসী বীর পুরুষেরা যে সুরভিত নস্য ব্যবহারে গর্ব্ব অনুভব করিতেন, সেই নস্য সেফীল্ডেই প্রস্তুত হইত। সেই বীরত্বপূর্ণ অতীত যুগের দুই শতাব্দী পরে—বর্ত্তমান কালেও সমগ্র ইয়ুরোপে যে পরিমাণ নস্য ব্যবহৃত হয়—তাহার শতকরা নব্বই ভাগ এক সেফীল্ডের নস্যের কারখানা সমূহেই প্রস্তুত হইয়া থাকে! এতদ্ভিন্ন এখানে প্রতি বৎসর দশ লক্ষ চশমার কাচ ও বিশালাকার দূরবীক্ষণ সমূহের (giant teliscopes) কাচ নির্ম্মিত হয়। এই সেফীল্ডের টাউন-হলের অদূরে একদল বিচক্ষণ শিল্পীর বাস, তাহারা খোদাইকর্ম্মে এরূপ সুদক্ষ যে, ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের নোট প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন নক্সার যে সকল তাম্রফলক (copper-plates) ব্যবহৃত হয়, তাহা তাহারাই নির্ম্মাণ করে।

সেফীল্ডের প্রত্যেক অধিবাসী অহঙ্কার করিয়া বলিতে পারে—'জীবন ধারণ কিংবা আরাম কারণ' যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন, তাহা সেফীল্ডেই উৎপন্ন হয়, সেই সকল সামগ্রীর জন্য তাহাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। তাহার পায়ের জুতা হইতে মাথার টুপি পর্য্যন্ত সকল পরিচ্ছদ সেফীল্ডে প্রস্তুত হয়। তাহার সখের সরঞ্জাম গ্রামফোন হইতে উনানের কয়লা সেফীল্ডেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সেফীল্ডে বহুবিধ পণ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে 'হেম্পে'র দড়ি উল্লেখযোগ্য। এই রজ্জু এরূপ সুদৃঢ় যে, তাহার সাহায্যে দুই টন ওজনের ভারী মালও বহন করিতে পারা যায়। এইজন্যই লণ্ডনের বিখ্যাত দস্যু সিভিলিটি স্মিথ সেফীল্ডে আসিয়া মিঃ টিমিন্স এই ছদ্মনামে রজ্জু-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, এবং পুলিশের চক্ষুতে ধূলা দেওয়ার জন্য সেফীল্ডের সাউথ রোডে একখানি দোকান

খুলিতেছিল। সে যে দুর্দ্দান্ত নরহন্তা দস্যু—ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিত না; তাহার ছদ্মবেশ ও আকার প্রকার দেখিলে সকলেরই ধারণা হইত —সে মধ্যবিত্ত অবস্থার সাধারণ ব্যবসায়ী।

ডাক্তার রামন সালভেডর যেদিন সেফীল্ডে উপস্থিত হইল—তাহার তিন দিন পূর্ব্বে টিমিন্‌স রজ্জু-ব্যবসায়ের জন্য একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়াছিল; সেই অট্টালিকাটি অত্যন্ত পুরাতন, জীর্ণ এবং কদাকার। এক সময় তাহা ভজনালয় ছিল, কিন্তু কি কারণে বলা যায় না—সেই ভজনালয়ে উপাসকবৃন্দের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ায় ধর্ম্মপ্রাণ যাজক মহাশয় তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; তাহার পর সেই বাড়ীখানি এক এক সময় এক এক রকম কাযে ব্যবহৃত হইতেছিল। ভজনালয় কিছুদিন পরে কাঠের নানাপ্রকার আসবাব-পত্রের গুদাম হইল; কিছুদিন পরে গুদামটি খালি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া একজন 'সিনেমা'-ব্যবসায়ী সেখানে বায়স্কোপের আড্ডা করিল; দর্শকগণের উৎসাহের অভাবে বায়স্কোপওয়ালা কিছু অর্থ দণ্ড দিয়া পলায়ন করিলে, কতকগুলি আমোদপ্রিয় অলস যুবক সেখানে ক্লাব খুলিয়া বসিল; কিন্তু অর্থাভাবে বা মুরুব্বিদের ঔদাসীন্যে সেই ক্লাবও সেখানে স্থায়ী হইল না। অবশেষে টিমিন্‌স সেই বাড়ী অল্প টাকায় ভাড়া লইল। বাহিরে দোকানের ভড়ং থাকিলেও ভিতরে তাহার সহযোগী দস্যুদের জুটাইয়া গুপ্ত পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করিবার সুবিধা ছিল। টিমিন্‌স রজ্জু-ব্যবসায়ী হইলেও রজ্জু ক্রয়-বিক্রয়ে তাহার আগ্রহ বা উৎসাহ দেখা যাইত না।

ডাক্তার রামন সালভেডর যে সময় মিঃ মার্টিন রদারফোর্ডের আফিসে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল, সেই সময় টিমিন্‌স সাউথ রোডের কিছু দূরে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া তাহার নূতন বাসার দিকে আসিতেছিল। সে তাহার বাসার সম্মুখে আসিয়া দুইজন রাজমিস্ত্রীকে দেখিতে পাইল—তাহারা কুর্ণি লইয়া তাহার দোকানের দরজায় তাহার নাম-খোদিত একখানি পিত্তলফলক গাঁথিতেছিল। তাহাদের একজন পিত্তল-ফলকখানি দেওয়ালের গায়ে ধরিয়া রাখিল, আর একজন ইস্কুপ দিয়া তাহা আঁটিতে লাগিল। তাহারা টিমিন্‌সের দলভুক্ত মিস্ত্রী-বেশধারী দস্যু; চেহারা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত তাহারা দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা।

টিমিন্‌স তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাশিয়া উঠিল; সেই শব্দ শুনিয়া তাহারা মাথা তুলিয়া টিমিন্‌সের মুখের দিকে চাহিল।

টিমিন্‌স উৎসাহভরে বলিল, "গুড্‌ মর্ণিং কন্‌কি! তোমাদের কায দেখিয়া ভারী খুসী হইয়াছি; খাসা মানান-সই করিয়া গাঁথিয়াছ।"

কন্‌কি দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার কায আপনার পছন্দ হইয়াছে শুনিয়া সুখী হইলাম কর্ত্তা! কিন্তু এ সকল ত বাজে আড়ম্বর, আমাদের আসল কায কবে আরম্ভ হইবে, তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের সঙ্গীরা হাত পা গুটাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে রাজী নয়; কাযে লাগিবার জন্য তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়াছে।"

টিমিন্‌স মৃদুস্বরে বলিল, "থামো কন্‌কি! পথের ধারে দাঁড়াইয়া ও কি কথা! ভিতরে চল, নূতন খবর শুনিতে পাইবে।"

'কন্‌কি'র আসল নাম ষ্টিভেন্‌স; দস্যুপতি স্যাড্‌ওয়েলের দলের সে উজ্জ্বল রত্ন, ঘোড়দৌড়ের খেলায় সে অদ্বিতীয় প্রতারক।—দলপতির কথা শুনিয়া সে কায ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিল। তাহারা উভয়ে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল; অন্য মিস্ত্রী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতে লাগিল।

সেই অট্টালিকার বহির্ভাগ জীর্ণ, তাহার অভ্যন্তরভাগও সুদৃশ্য নহে; সেখানে শৃঙ্খলা ও পারিপাট্যের সম্পূর্ণ অভাব। ভিতরে প্রকাণ্ড একটা হল-ঘর, তাহার মধ্যস্থলে একটি ভাঙ্গা বেদী —ভজনালয়ের অতীত স্মৃতির নির্জ্জীব নিদর্শন। কড়িকাঠ-সংলগ্ন দুইটি লোহার হুক, এক সময় তাহাতে বায়স্কোপের পর্দ্দা ঝুলিত। (from which the cenema-sheet had once descended,) সেই হলের মেঝেতে কয়েকখানি ভাঙ্গা চেয়ার, জীর্ণ টেবিল এবং দ্বার-বিহীন পুরাতন আলমারি বিশৃঙ্খলভাবে পড়িয়া ছিল। দেওয়ালের কিয়দংশ চিত্রাঙ্কিত ছিল—দেওয়াল চুণকাম করায় ছবিগুলি ঢাকা পড়িয়াছিল। সেই হল-ঘরের এক পাশে একটি কক্ষ। সেই কক্ষে একটি ডেস্ক, একটি পুরাতন সিন্দুক এবং দুইখানি আরাম-কেদারা রাখিয়া টিমিন্‌স সেই কক্ষটিকে তাহার অফিসে পরিণত করিয়াছিল।

টিমিন্‌স সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া কন্‌কিকে একখানি চেয়ারে বসিতে ইঙ্গিত করিল, এবং পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

কন্‌কি তাহা মুখে গুঁজিয়া ধরাইয়া লইল, তাহার পর প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে টিমিনসের মুখের দিকে চাহিলে, সে আর একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিল, "তুমি বোধ হয় জান আমাদের মহাশত্রু গোয়েন্দা ব্লেক এখনও ইয়র্কশায়ার হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া যায় নাই। আমি সিভিলিটি স্মিথ—পুলিশকে ভয় করি না, তাহাদের তোয়াক্কাও রাখি না; কিন্তু আমাকেও এই গোয়েন্দাটার ভয়ে সতর্ক থাকিতে হইয়াছে। ভাগ্যে গোড়া বাঁধিয়া কায করিয়াছিলাম! ছদ্মবেশে দড়াদড়ির কারবার আরম্ভ করিয়াছি—তাই তাহার চোখে ধূলা দিতে পারিয়াছি।"

কন্‌কি মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "সেই সুম্‌মুন্দি' শিকারী কুকুরের মত এখানে থাবা গাড়িয়া বসিয়া আছে—তাহা কি আমি জানি না? তুমি ত জান আমার চক্ষু দুটিতে লজ্জা নামক জিনিষটি না থাকিলেও দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় নাই!—সেই হতভাগা ইগ্‌লফকে গুলী করিয়া মারিয়াছে —সেজন্য আমি দুঃখিত নহি; বরং আমরা কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছি। ইগ্‌লফ চিরদিনই আমাদের বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিত। সে হাতে হাতে তাহার বদমায়েসীর প্রতিফল পাইয়াছে।"

সিভিলিটি স্মিথ নাক মুখ দিয়া একরাশি ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল, "হাঁ, ইগ্‌লফ অক্কা পাইয়াছে; যে মরিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলাই ভাল। তুমি ত জান ইগ্‌লফকে আমি কিরূপ ঘৃণা করিতাম। তাহার মত বিশ্বাসঘাতক দুনিয়ায় দুটি দেখি নাই; সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার পরম বন্ধুকেও ধরাইয়া দিতে ইতস্ততঃ করিত না। কিন্তু সে মরিয়াছে, আমি তাহার নিন্দা করিব না।"

কন্‌কি হাসিয়া বলিল, "হাঁ, সে মরিয়াছে বলিয়াই আপনি তাহার এত প্রশংসা করিতেছেন! কিন্তু আপনি তাহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন বলিতেছেন, তবে আপনি তাহার সঙ্গে যোগ দিয়া বিষয়-কর্ম্মের সন্ধানে লীড্‌সে আসিলেন কেন?—তাহারই বুদ্ধির দোষে কোসার কিড্‌ পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছে। আপনি একদলের কর্ত্তা হইয়া শত্রুদের সঙ্গে কেন মিশিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

সিভিলিটি স্মিথ গম্ভীর ভাবে বলিল, "হাঁ, তাহা জানিবার জন্য তোমার কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু আমি তোমাকে সে সকল কথা বলিতে পারিব না।"

সিভিলিটি স্মিথ মিস্ ডেথের আদেশে তাহার শত্রুর সহিত একযোগে কায করিতে বাধ্য হইয়াছিল—একথা তাহার অনুচরের নিকট প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করিল না। সে জানিত মিস্ ডেথের আদেশ অগ্রাহ্য করিলে হক্সটন-হত্যার আমূল বৃত্তান্ত স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ডে প্রেরিত হইবে, এবং সেই হত্যা-রহস্য পুলিশের গোচর হইলে পুলিশ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফাঁসে লট্‌কাইবার ব্যবস্থা করিবে।

কন্‌কি বলিল, "আপনি সর্দ্দার, আমরা তাঁবেদার। সর্দ্দার কি মতলবে কখন কোন্ কায করেন, তাহা তাঁহার তাঁবেদারদের বলিতে বাধ্য নহেন; হয় ত ইহার কোন সঙ্গত কারণ ছিল। কিন্তু এখন আমাদের কথা এই যে, আমরা এই নরককুণ্ডে আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ চুপচাপ বসিয়া আছি; কাযের অভাবে আমাদের হাত নিস্‌পিস্ করিতেছে; অথচ কোন দিকে হাত বাড়াইবার হুকুম পাইতেছি না! আপনি বলিয়াছিলেন— আমরা এখানে আসিয়া জুটিলেই চারি দিক হইতে এত রকম কাযের চাপ পড়িবে যে, আহার নিদ্রার অবসর পাইব না; কিন্তু এখানে আসিয়া দেখিতেছি সব ফক্কিকার! নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিয়া আমাদের হাঁটুতে বাত ধরিবার উপক্রম হইয়াছে! এ রকম সাধুগিরি আমাদের ধাতে বরদাস্ত হইবে না।"

সিভিলিটি স্মিথ তাহার অশান্ত সহচরকে নিরস্ত করিবার জন্য নোটের থলি খুলিয়া পাঁচখানি ট্রেজারী-নোট লইয়া কন্‌কির হাতে গুঁজিয়া দিল। তাহার পর মোলায়েম স্বরে বলিল, "শীঘ্রই তোমরা বড় রকম দাঁও মারিতে পারিবে; যে পর্য্যন্ত সেই সুযোগ না আসে—সে পর্য্যন্ত এই টাকায় খরচ-পত্র চালাইও, আপাততঃ ইহাতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। আমি মণ্টি লেনের প্রতীক্ষা করিতেছি —সে আজই বোধ হয় সেফীল্ডে আসিবে। সে আসিলে আমাদের কায কর্ম্ম আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হইবে। আমাদের দলের অন্য সকলে কেমন আছে?"

কন্‌কি বলিল, "একদম বেকার; কায কর্ম্মের অভাবে সকলেই ছটফট্ করিতেছে। কাল রাত্রে গোটে ও বস্কিলে পুলিশের সঙ্গে আমাদের একটু হাতাহাতির উপক্রম হইয়াছিল। সেফীল্ডের কয়েকটা বদমায়েস আমাদের উপর ঝুঁকিয়া-পড়িয়া আমাদের হাত হইতে মদের বোতল কাড়িয়া

লইবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহা দেখিয়া আমাদের ম্যাক্-ক্লসকি আর রাগ সামলাইতে না পারিয়া সেফীল্ডের গুণ্ডাদের সর্দ্দারের মাথায় বিয়ারের একটা বোতল গুঁড়া করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মাথা ফাটিয়া রস গড়াইতে লাগিল। তখন প্রায় কুড়িজন গেঁয়ো গুণ্ডা আস্তিন গুটাইয়া রুখিয়া আসিল। অনেকের হাতেই দাণ্ডা; তাহারা আমাদের সকলকে ঘিরিয়া ফেলিল। আমরাও কিল ঘুসি চালাইতে লাগিলাম, শেষে একদল পুলিশ আসিয়া পড়িল দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি খসিয়া পড়িলাম; কিন্তু দুই বেটাকে ঘাল না করিয়া চম্পট দিই নাই।"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "খুব ভাল কায করিয়াছ; কিন্তু আর ও-ভাবে এখানে হাত দেখাইতে যাইও না; কারণ শীঘ্রই অন্য কাযে তোমাদের বীরত্ব প্রকাশের প্রয়োজন হইবে। মন্টির সঙ্গে আমার গুপ্ত পরামর্শ শেষ হইলেই তোমাদের সকলকে এখানে ডাকাইয়া কাযে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব। যদি তোমরা বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের ইয়র্কসায়ারে আসা বিফল হইবে না; এখানে হাজার হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এ অবস্থায় দুই চারিদিন হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইয়াছে বলিয়া অধীর হইও না। তোমরা দুইজনে একটু পরিশ্রম করিয়া এই বাড়ীর জিনিস-পত্রগুলি গুছাইয়া রাখ। সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে; কারণ আজ রাত্রে এখানে একটি যুবতীর আসিবার সম্ভাবনা আছে।"

কন্‌কি বলিল, "যুবতী! আজ রাত্রে এখানে আসিবে? সর্দ্দার, আপনি এই বুড়া বয়সে নারীর প্রেম-তরঙ্গে পড়িয়া নাকানি-চুবানি খাইতেছেন, না কি?—এ যে ভারী মজার কথা!—'মামীর পীরিতে মামা হ্যাঁকোচ-প্যাঁকোচ'!"

সিভিলিটি স্মিথ হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "মুখ বন্ধ কর, গাধা!—সে বড় সোজা চীজ্‌ নয়, বাপ্‌ধন! মিস্ ডেথ কে, তাহা এখনও জানিতে পার নাই। সে মূর্ত্তি দেখিলেই তোমার—" সিভিলিটি স্মিথ কথা শেষ না করিয়া, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া আধ হাত জিভ বাহির করিল।

কন্‌কি বলিল, "আমার কি হইবে বুঝিতে পারিলাম না।"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকিবে,—মনে হইবে তাহার সম্মুখে না আসিলেই ভাল হইত।"

* * * *

সেফীল্ডের গ্র্যাণ্ড হোটেলে নৈশ ভোজন শেষ হইয়াছে।—ডাক্তার রামন বেলিসারিও সালভেডর চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। তাহার পরিধানে আড়ম্বরপূর্ণ সান্ধ্য পরিচ্ছদ; গলায় একছড়া মেডালের মালা। ভড়ং দেখিয়া তাহাকে অসাধারণ লোক বলিয়াই মনে হইতেছিল। তাহার পাশে মার্টিন রদারফোর্ড সান্ধ্য পরিচ্ছদে উপবিষ্ট। অদূরবর্ত্তী কক্ষ হইতে 'অরচেষ্ট্রা'র ঐকতানিক বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। ডাক্তার রামন সালভেডর চুরুট টানিতে টানিতে সেই বাদ্যের তালে তালে মাথা নাড়িতেছিল। সে হঠাৎ চুরুটের একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া প্রফুল্লভাবে বলিল, "সেফীল্ড ত লোহা-লক্কড়ের কারখানায় পূর্ণ; কিন্তু এখানকার সামাজিক জীবন যে এ রকম রসমাধুর্য্যে ভরা—ইহা পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আপনাদের ব্যবহারে সরলতার পরিচয় পাইয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি বন্ধু! আর আমি অনেক স্থানে অনেকবার 'অরচেষ্ট্রা শুনিয়াছি' কিন্তু এখানে যাহা শুনিতেছি, ইহা সেগুলির তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট।"

মার্টিন রদারফোর্ড সুরার গ্ল্যাসে চুমুক দিয়া বলিলেন, "কিন্তু সেফীল্ডে আসিয়া অনেক লোককে হতাশ হইতেও দেখিয়াছি। ডাক্তার, আপনি হয় ত শুনিয়া বিস্মিত হইবেন—যে নগরে দিবারাত্রি বাষ্পচালিত হাতুড়ীর আঘাতে কান ঝালাপালা হইতেছে, এবং ইস্পাতের শত শত কলে সশব্দে কায চলিতেছে, সেই নগরেই সৌখীন নরনারীগণের আনন্দ বিধানের জন্য রাশি রাশি বাঁশী ও অর্গান প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রও নির্ম্মিত হইতেছে।"

রামন সালভেডর বিস্ফারিত নেত্রে রদারফোর্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্য না কি? আপনি যে আমাকে অবাক করিয়া দিলেন।" (you astonish me)

মার্টিন রদারফোর্ড বলিলেন, "পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্গান সমূহের অনেকগুলিই এই নগরে নির্ম্মিত হয়। সেফীল্ডের বাহ্যিক আকার দেখিলে মনে হয় তাহার ভিতর প্রাণের স্পন্দন নাই, কেবল লোহা ও ইস্পাতের কল-কারখানাই ইহার সর্ব্বস্ব, কিন্তু সত্যই এখানে রসের অভাব নাই।"

ডাক্তার রামন সালভেডর বলিল, "আপনার

কথা শুনিয়া বুঝিলাম এখানকার লোকগুলি বেশ রসিক, তাহাদের প্রাণে কবিত্ব আছে।”

রদারফোর্ড বলিলেন, “হাঁ তা আছে বৈ কি! কিন্তু দেখুন ডাক্তার, আজ সকালে আপনি আমাকে টাকের উপর টেক্কার যে নমুনা দেখাইয়াছিলেন, এখানকার সকল কবিত্ব অপেক্ষা তাহাই আমাকে অধিকতর মুগ্ধ করিয়াছিল। আমি সারাদিন কেবল সেই কথাই ভাবিয়াছি; কিন্তু আপনি কি উদ্দেশ্যে আমাকে সেই কৌশলটি দেখাইয়াছিলেন—তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।”

রামন সালভেডর তাহার চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, “আপনি সরলভাবে আপনার মনের কথা বলিলেন; এ অবস্থায় আমারও সরলভাবেই আপনাকে উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।—এক কথায় আমার উত্তর—টাকা। আমি জানি আমার সেই ক্ষুরারি মলমের সাহায্যে আমি লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিতে পারিব। যদি আপনি আমার ঘরে আসেন তাহা হইলে আমি আপনাকে কয়েকখানি মজার ছবি দেখাইতে পারি। সেই সকল ছবি নাড়াচাড়া করিয়াই জাহাজের উপর আমার দীর্ঘ দিনগুলি মহানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল।”

রদারফোর্ড গ্লাসটি টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ডাক্তার রামনের কামরায় যাইবার জন্য তাহার সঙ্গে ‘লিফ্‌ট’ উঠিলেন।

রদারফোর্ড ডাক্তার রামনকে বলিলেন, “আজ সকালে আপনি আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা যদি নিঃসন্দেহে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনি অল্প দিনেই বহু অর্থ উপার্জ্জন করিবেন—এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে।”

ডাক্তার রামন সালভেডর বলিল, “কেন? তাহা ত সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে; এ অবস্থায় আপনার সন্দেহের কি কারণ থাকিতে পারে?”

মিঃ রদারফোর্ড ডাক্তার রামনের সুসজ্জিত কামরায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “হাঁ, আপনার ক্ষুরারি মলমের কার্য্যকারিতা কতকটা সপ্রমাণ হইয়াছে বটে, কিন্তু আপনি তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিতে পারিবেন কি? আপনার মলমটি প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল উপাদানের প্রয়োজন, তাহা হনুডুরাসে দুর্লভ না হইতে পারে—কিন্তু এ দেশে তাহা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা—”

রামন সালভেডর বলিল, “উহাতে যে সকল উদ্ভিদের নির্য্যাস আছে—তাহাদের দুই একটি কেবল গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই জন্মে বটে, কিন্তু যে পরিমাণ মলম আমার এই ভাঁড়ে আছে—তাহারই মূল্য লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড! দাড়ি গোঁফ নির্ম্মূল করিতে হইলে এই মলম জীবনে একবার মাত্র ব্যবহার করিতে হয়, এবং তাহার পরিমাণ কত অল্প, তাহাও আপনি দেখিয়াছেন; সুতরাং অত্যন্ত সুলভ মূল্যের ক্ষুরের সহিত ইহার মূল্যের তুলনা করিলেও ইহা কত সুলভ, তাহা আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না?”

রদারফোর্ড ডাক্তারের যুক্তির প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। ডাক্তার তাঁহার নিকট ক্ষুর অপেক্ষা মলমের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছিল, এবং তাঁহার সকল আপত্তিই দক্ষতার সহিত খণ্ডন করিয়াছিল।

রদারফোর্ড ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আপনি আমাকে আপনার চিত্রপটগুলি দেখাইবার পূর্ব্বে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিলে বাধিত হইব। আপনি বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে, পৃথিবীতে এরূপ লোকের অভাব নাই—যাহারা একদিন দাড়ি গোঁফ কামাইয়া চিরজীবনের জন্য ‘মাকুন্দে’ হইয়া থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করে না; আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন—দাড়ি গোঁফ কামাইবার ঝোঁক ছোকরাদের যত বেশী, বুড়োদের তত বেশী নয়; অনেক অজাতশত্রু যুবক দাড়ি গোঁফ গজাইবার আশায় মুখে ক্ষুর ঘসে; দাড়ি গোঁফ গজাইবার ইচ্ছা না থাকিলে তাহারা ওরূপ করিবে কেন? তাহারা কি আপনার মলম মুখে মাখিয়া চিরকাল ‘মাকুন্দে’ হইয়া থাকিতে সম্মত হইবে? বিশেষতঃ, অনেক বৃদ্ধ প্রাচীন বয়সে দাড়ি গোঁফ রাখিবারই পক্ষপাতী, পাকা দাড়ি গোঁফে বুড়োদের মুখ সুন্দর দেখায়; কিন্তু আপনার মলম ব্যবহার করিলে তাহাদের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা কোথায়?”

ডাক্তার রামন সালভেডর হাসিয়া বলিল, “কি আশ্চর্য্য! এইবার আমি যে আপত্তি খণ্ডন করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, আপনি আমার ক্ষুরারি মলমের প্রতিকূলে ঠিক সেই আপত্তিই উত্থাপিত করিয়াছেন! আপনাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্ষুরারি মলমের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া কেশ উৎপাদন করিতে পারে এরূপ দ্রব্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার ফল তাড়াতাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তাহা মুখে মাখিলে নির্লোম স্থানে পুনর্ব্বার লোমোদ্গম হয়; ছেলের দল বা বুড়ারা ইচ্ছা

করিলে কিছুদিন পরে পুনর্ব্বার দাড়ি গোঁফ লাভ করিয়া জীবন সফল করিতে পারিবে। আমি আমার মলমটিকে সাধারণের আদরণীয় করিবার জন্য ব্যস্ত থাকায় উহার প্রতিষেধক প্রস্তুতে মনোযোগী হইবার অবসর পাই নাই; কিন্তু প্রয়োজন হইলে ভবিষ্যতে তাহাও আমদানী করিতে পারিব। ক্ষুধায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহেরই প্রয়োজন, সে সময় জোলাপের ঔষধ প্রস্তুতে সময় নষ্ট করা বাতুলতার লক্ষণ!"

ডাক্তার রামন সালভেডর তাহার ডেস্কের দেরাজ হইতে কয়েকখানি চিত্রপট বাহির করিল। সে ডেস্কের উপর একখানি পট প্রসারিত করিয়া বিস্ময়াভিভূত রদারফোর্ডকে তাহা দেখাইতে লাগিল। ডাক্তার বলিল, "ছবিগুলি তেমন দক্ষতার সহিত অঙ্কিত না হইলেও, চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য বুঝিতে আপনার কষ্ট হইবে না।"

সে প্রথমে যে ছবিখানি খুলিয়া দেখাইল, তাহা কোন আফিসের একটি কেরানীর ছবি; এই কেরানীটির প্রত্যহ মুখে ক্ষুর বুলাইবার অভ্যাস প্রবল। বেলা দশটা বাজিয়াছে, আফিসের সময় উত্তীর্ণপ্রায়, সে মুখে সাবান ঘসিয়া তাহাতে ক্ষুর বুলাইতেছে; একবার সে সম্মুখের আয়নার দিকে চাহিতেছে, আর একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তখনও এক দিকের গাল কামাইতে বাকি, সেই গাল সাবানের ফেনায় সাদা! অতিরিক্ত ব্যস্ততায় হাত কাঁপিতেছে।—ছবির নীচে লেখা আছে "ক্ষুরের গোলাম! ক্ষুরের দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্য ক্ষুরারি মলম ব্যবহার কর।"

তাহার পর সে আর একখানি ছবি দেখাইল— একজন লোক হাতের ক্ষুর দূরে নিক্ষেপ করিয়া মাথায় হাত দিয়া আক্ষেপ করিতেছে; আর একজন লোক ক্ষুরারি মলমের ভাঁড় হাতে লইয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিতেছে—"ক্ষুর ধরিয়া কামাইতে গিয়া তোমার অমূল্য জীবনের বায়ান্ন দিন বৃথা কাটিয়াছে! এখনও সাবধান হও; ক্ষুর ছাড়িয়া মুখে একবার মাত্র ক্ষুরারি মলম ব্যবহার কর, আর সময় নষ্ট হইবে না। এখন আক্ষেপ নিষ্ফল।"

ক্ষুরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার এইরূপ চিত্র আরও কয়েকখানি ছিল। রদারফোর্ড একে একে সকলগুলিই দেখিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন ডাক্তার রামন সালভেডর বিভিন্ন সংবাদপত্রে, মাসিকে, এই সকল সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে দেশের সর্ব্বত্র ক্ষুরারি মলমের বিক্রয় দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইবে, এবং তাঁহার রদারফোর্ড-ক্ষুর মরিচা ধরিয়া দোকানে দোকানে পড়িয়া থাকিবে, কেহই তাহা কিনিতে চাহিবে না। তাঁহার এই লাভজনক ব্যবসায়ের পরিণাম কি শোচনীয়!

মার্টিন রদারফোর্ড কিছুকাল নতমস্তকে চিন্তা করিলেন; ডাক্তার রামন সালভেডরের যুক্তি, তর্কপ্রণালী, ব্যবসায়-বুদ্ধি ও কর্ম্মশক্তি অসাধারণ। কিন্তু তিনি যুক্তি তর্কে পরাভূত হইয়াও তাহাকে আমোল দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি ইয়র্ক সায়ারের কামার, কূটবুদ্ধি ও অত্যন্ত সতর্ক। তিনি ডাক্তারের হস্তে আত্মসমর্পণ করা পরাজয়ের নিদর্শন মনে করিয়া মাথা নাড়িলেন এবং গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ডাক্তার, আমি আপনার সকল কথা শুনিলাম বটে, কিন্তু এখনই আপনাকে আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইতে পারিতেছি না। আমাকে ভাবিয়া-চিন্তিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে, কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ; এজন্য আমি কিছু সময় চাই। আপনি যদি এদেশে আপনার ক্ষুরারি মলমের ব্যবসায় চালাইতে পারেন, তাহা হইলে এই ব্যবসায়ে যে সাফল্য লাভ করিবেন—এ আশা আপনি অনায়াসেই করিতে পারেন। বাজারে আপনার মালের কাটতি বাড়িলে আমাদের কারবারটি নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে; কেবল আমিই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইব এরূপ নহে, সেফীল্ডে আরও অনেকগুলি কোম্পানীর ক্ষুরের বৃহৎ কারখানা আছে, তাহাদেরও ক্ষতি অপরিহার্য্য। এ অবস্থায় আমরা সকলে যুক্তি পরামর্শ করিয়া আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করিলে উভয় পক্ষের স্বার্থই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে; তবে আমার মনে হয় আপাততঃ দুই একবৎসরের জন্য চুক্তি করিয়া বাজারের অবস্থা দেখিলে কোন পক্ষেরই আক্ষেপের কারণ থাকিবে না।"

ডাক্তার রামন সালভেডর হাসিয়া বলিল, "আপনি চতুর ব্যবসাদারের মতই কথা বলিয়াছেন। আমি দুই এক বৎসরের জন্য আপনাদের সহিত চুক্তি করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকি, ক্ষুরারি মলম আমার ভাঁড়েই আবদ্ধ হইয়া পচিতে থাক, আর আপনাদের গুদামে যত ক্ষুর সঞ্চিত আছে—এই অবসরে তাহা বাজার ছাইয়া ফেলুক। কি চমৎকার কথাই বলিলেন!"

রদারফোর্ড বলিলেন, "না না, কথাটা আমি

আপনাকে ঐ উদ্দেশ্যে বলি নাই; আপনার এই মলম পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই প্রচুর পরিমাণে চালান দিতে হইলে আপনার বিপুল মূলধনের প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করা ত সময়সাপেক্ষ; এই অবসরে অস্থায়ী ভাবে 'মলম' বিক্রয় বন্ধ রাখিবার চুক্তি করিলে আপনারও অর্থাগম হইবে, আমরাও কিছু কিছু মাল কাটাইতে পারিব। বাজারে আপনার মালের আমদানী বন্ধ থাকিবে বটে, কিন্তু আপনার উপার্জ্জন বন্ধ থাকিবে না। আপনাকে টাকা দিতে হইবে—এই জন্য আমাদের ব্যবসায় বন্ধ রাখা চলিবে না। ইহা কি চাতুর্য্যপূর্ণ প্রস্তাব? তবে বিষয়টির গুরুত্ব হিসাবে আমার সমব্যবসায়ীদের (my colleagues in the) trade) সহিত পরামর্শ করা প্রয়োজন; ইহাতে আপনার বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না?"

রামন সালভেডর বলিল, "না, এ প্রস্তাবে আমার আপত্তির বিশেষ কারণ নাই; বরং তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া সকল কথা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়াই আমি সঙ্গত মনে করি। আমি সেফীল্ডে একটি আফিস খুলিবার ইচ্ছা করিয়াছি: এমন কি, ইতিমধ্যে একটি বাড়ীও আমি আফিসের জন্য মনোনীত করিয়াছি। এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সকলকে লইয়া আপনি একটি মজলিস করিলে মন্দ হয় না।"

রদারফোর্ড অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন, "তা মন্দ কি?"—তাঁহার মনে হইল সেই চতুর বিদেশীটার কাছে তিনি যে সকল কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তত বেশী কথা না বলাই ভাল ছিল। যদি সে অবিলম্বে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ক্ষুরারি মলম ছড়াইতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে সেফীল্ডের ক্ষুরের ব্যবসায়ের দারুণ অবনতি অপরিহার্য্য। ইহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি বলিলেন, "আমার মনে হয়—"

সেই মুহূর্ত্তে সেই কক্ষের রুদ্ধদ্বারে কে করাঘাত করিল; তাহা শুনিয়া রামন সালভেডর তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল, "আপনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন মহাশয়! কাহার কি বলিবার আছে শুনিয়া আসি।"

ডাক্তার রামন সালভেডর দ্বার খুলিয়া দিলে একজন আরদালী একখানি 'ভিজিটিং-কার্ড' সহ রেকাব তাহার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন—তাঁহার জরুরি কথা আছে।"

ডাক্তার রামন কার্ডখানি হাতে লইয়া বলিল, "ওঃ, এ যে ভারি মুস্কিলের কথা! দেখ আরদালী, তুমি সেই ভদ্রলোকটিকে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিতে বল। পাঁচ মিনিট পরে সে এখানে আসিতে পারে।"

আরদালীকে বিদায় করিয়া ডাক্তার রামন মিঃ রদারফোর্ডকে বলিল, "মহাশয়, আপনার সহিত আলাপে হঠাৎ বাধা পড়িল, আমার এই অনিচ্ছাকৃত ক্রুটির জন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার লণ্ডনের দালাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে আমার জরুরি পরামর্শ আছে, সুতরাং আপনার নিকট বিদায় লওয়া ভিন্ন—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই রদারফোর্ড বলিলেন, "জরুরি কায, তাহার সঙ্গে আপনাকে ত দেখা করিতেই হইবে। আমার অবশিষ্ট কথা আপততঃ বন্ধ রাখিলে ক্ষতি হইবে না। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিলাম। আপনার স্বদেশ হনডুরস না দনডুরস কি বলিলেন, সেই দেশটি খুব মজার দেশ বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনি আমার সঙ্গে 'ডিনার' করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব। ভোজনটা আপনাদের সেই দনডুরসের খানার মত জমকালো হইবে না, আমাদের ইয়র্ক-সায়ারী খানা নিতান্ত সাদাসিধা; এখানে দনডুরসের রসের বড় অভাব।"

ডাক্তার রামন হাসিয়া বলিল, "দনডুরস নয়, হনডুরাস। যাহা হউক, আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মানিত হইলাম। ইয়র্ক সায়ারের অতিথিবাৎসল্য প্রশংসনীয়, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

কর্ম্মকার-ধুরন্ধর (Steel magnate) প্রস্থান করিলে রামন সালভেডর চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিল; কিন্তু তাহার মুখে যে নষ্টামীর হাসি ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিতে পাইলে রদারফোর্ড তৎক্ষণাৎ তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেন।

পাঁচ মিনিট পরে মিঃ টিমিনস্ অর্থাৎ সিভিলিটি স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ডাক্তার রামন সালভেডর সেই কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বলিল, "মিঃ টিমিনস্, তোমার খবর কি বল।"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "মণ্টি, শীঘ্র একটা হুইস্কীর বোতল আনাও, গলা শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছে। মণ্টি, তোমার ছদ্মবেশটি চমৎকার

হইয়াছে; তুমি হনডুবাসের ডাক্তার রামন সালভেডর? হা, হা! এত বড় ঝানু কামারটাকে একদম্ বোকা বানাইয়া দিয়াছ, তোমার ক্ষমতা আছে বটে!"

মণ্টি লেন আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইয়া বলিল, "আমি ডন্ রামন বেলিসারিও-ডি সোয়ারেজ সালভেডর—হনডুরাস হইতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি, আমার ক্ষমতা নাই? আমার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সেফীল্ডের কামারগুলার আক্কেল গুড়ুম হইবে; আমার অদ্ভুত আবিষ্কারে তাহাদের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছি। আমার ছদ্মবেশে কোন খুঁত নাই।—তুমি আমার পত্র পাইয়াছ ত?"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "পত্র না পাইলে কি এখানে আসিতাম।—কিন্তু এ কি ব্যাপার বল ত। পৃথিবীর এত দেশ থাকিতে হনডুবাসের লোক সাজিলে কেন?"

মণ্টি লেন বলিল, "যৌবনকালে একটা কুকর্ম্ম করিয়া দক্ষিণ-আমেরিকায় চম্পট দিয়াছিলাম; সেখানে অনেক দিন কাটাইয়া আসিয়াছি। ফ্রাঙ্কিকে সঙ্গে লইয়া এই কামার বেটাদের উপর একটা প্রকাণ্ড চাল চালিবার চেষ্টায় আছি। লোমনাশক একটি মলম আবিষ্কার করা গিয়াছে; এবার ক্ষুরের ব্যবসা মাটী করিব। দাড়ি গোঁফ কামাইবার জন্য আর কেহ ক্ষুর কিনিবে না।"

মণ্টি লেন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা স্পর্শ করিবামাত্র পাশের কক্ষের দ্বার খুলিয়া তাম্রবর্ণ বেঁটে জাপোটেক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি সিগারেট।

মণ্টি লেন তাহাকে বলিল, "হুইস্কির বোতল-টোতল আছে কি ফ্রাঙ্কি?"

ফ্রাঙ্কি বর্ণসঙ্কর, সে মেক্সিকোর অধিবাসী। মণ্টি লেনের কথা শুনিয়া সে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিল, "আমাকে ফ্রাঙ্কি বলিলে আমার মানহানি হইবে। আমি ট্রিকি টোলটেক জাতির ধর্ম্মগুরুর প্রধান চেলা জাপোটেক। টাকের উপর টেক্কা আমারই হাতযশের ফল। মণ্টির সঙ্গে মিশিয়া আমি এই কামার বেটাদের ক্ষুরের ব্যবসা পয়মাল করিব।"

সিভিলিটি স্মিথ মণ্টি লেনকে বলিল, "তুমি যে কি চাল চালিতেছ, তাহা সদাপ্রভুই জানেন; কিন্তু তোমার ঐ ছদ্মবেশ দেখিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে তোমাকে চিনিতে পারে! এমন কি, তুমি কাল অনায়াসে লীডসে গিয়া রবার্ট ব্লেকের চোখেও ধূলা দিয়া আসিতে পার।"

মণ্টি লেন বলিল, "হয় ত তা পারি; কিন্তু তাহাকে ঠকাইতে পারিব কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই। তুমি বাসা ভাড়া করিয়াছ ত?"

সিভিলিটি বলিল, "হাঁ, দোকান খুলিয়া বসিয়াছি; দলের সকলকে সেখানে জুটাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজ রাত্রে শ্রীমতীও সেখানে যাইবে যে!

মণ্টি লেন বলিল, "হাঁ, সে সংবাদ পাইয়াছি। সে না মরিলে আমাদের নিষ্কৃতি নাই; পেত্নীটা ঘাড়ে চাপিয়া আমাদিগকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে! সিভিলিটি, তাহাকে জব্দ করিবার কোন উপায় স্থির করিতে পারিলে না? তাহার কর্তৃত্ব আর ত সহ্য হয় না। আমি উপার্জ্জনের যে ফন্দী বাহির করিয়াছি, কৌশলটা যদি ফাঁসিয়া না যায়, তাহা হইলে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড হাতে আসিবে; কিন্তু সেই সর্ব্বনাশীর চোখে ধূলা দিয়া তাহা ভোগ করিবার উপায় নাই। টাকাগুলা সমস্তই সে আমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। আমি স্বীকার করি—ফন্দীটা প্রথমে তাহারই মাথায় গজাইয়াছিল; কিন্তু আমিই ত তাহা কাযে লাগাইয়াছি। আমার বুদ্ধিতে যাহা উপার্জ্জন হইবে—তাহা সমস্তই তাহারই হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, কি কষ্ট!"

ফ্রাঙ্কি তাহার কামরা হইতে হুইস্কির একটা বোতল ও গ্লাস লইয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল। সে বোতলটা সিভিলিটির হাতে দিয়া বলিল, "আজ রাত্রে আড্ডাগুলাতে কি কাণ্ড আরম্ভ হয় তাহা দেখিতে চলিলাম; তোমরা এখন স্ফূর্ত্তি কর।"

ফ্রাঙ্কি সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে সিভিলিটি স্মিথ মণ্টি লেনের সম্মুখে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া নিম্নস্বরে বলিল, "মিস্ ডেথকে কি উপায়ে সাবাড় করিব—দিবা রাত্রি তাহাই চিন্তা করিতেছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি কোন উপায় স্থির করিতে পারিলাম না। তুমি যে কায লইয়া ব্যস্ত আছ—তাহার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই, আমি তোমার সঙ্গে যোগ দিতে উৎসুক নহি; কিন্তু একটা মেয়েমানুষ যে তোমার ঘাড়ে চাপিয়া তোমার মত চতুর লোকের সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিবে, আর তুমি নিরুপায় হইয়া তাহার সকল হুকুম তামিল করিবে—তোমার এই দুর্গতি আমার অসহ্য মণ্টি। তবে আমার অবস্থাও

অত্যন্ত শোচনীয়; সেই শয়তানী আমাকেও মুঠায় পুরিয়াছে। যদি তাহার মৃত্যু হয়, আর করোনার তাহা স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বলিয়া রায় প্রকাশ করে—(the verdict ain't natural.death,) তাহা হইলে হক্সটনের ব্যাপার লইয়া স্কট্‌ল্যাণ্ড ইয়ার্ড আমাকে ফাঁসীকাঠে তুলিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিবে।"

মণ্টি লেন বলিল, "তুমি বুঝি চরম কীর্ত্তি করিয়া বসিয়া আছ?"

সিভিলিটি গ্লাসে হুইস্কি ঢালিতে ঢালিতে বলিল, "হাঁ, একদম্ সাবাড়; কিন্তু প্রমাণের অভাবে পুলিশ আমার ল্যাজে হাত দিতে পারে নাই। আমি জানিতে পারিয়াছি প্রমাণগুলা সমস্তই সেই মাগীর হাতে পড়িয়াছে। আমি তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিলেই সে আমাকে চর্কিতে তুলিবে। ফাঁসের দড়ি গলায় লইতে আমার আগ্রহ নাই; মেয়েমানুষের গোলামী তার চেয়ে অনেক ভাল।"

মণ্টি লেন বলিল, "আমাকেও সে মুঠায় পুরিয়াছে; কিন্তু আমি তাহার কবল হইতে মুক্তি লাভের একটা ফন্দী বাহির না করিয়া ক্ষান্ত হইব না। শুনিয়াছি—তিনমাসের বেশী সে বাঁচিবে না; সে নিজেই এ কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। গরীব দুঃখী রোগীদের চিকিৎসার জন্য যে সকল হাসপাতাল, অনাথ অনাথাদের জন্য যে সকল আশ্রম আছে—সেগুলি যাহাতে ভাল চলে, এজন্য সে না কি মরিবার আগে অনেক টাকা দিয়া যাইবে; সেই টাকা আমাদিগকেই সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে! এ কি সামান্য জুলুম? কিন্তু সে জানে তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে—এই জন্য কোন দুষ্কর কায করিতে তাহার আপত্তি নাই; কাহাকেও সে ভয়ও করিতেছে না। যে মরিবার জন্য প্রস্তুত, সে কাহাকে ভয় করিবে? আমি যদি জানিতাম ঠিক দুই মাস পরে আমাকে শিঙ্গা ফুকিতে হইবে, তাহা হইলে আমি স্ফূর্ত্তি করিয়াই সেই দুই মাস কাটাইয়া দিতাম। অন্য লোকের উপকারের জন্য লুঠের টাকা দান করিয়া লাভটা কি? মেয়েমানুষের বুদ্ধি কি না!"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "তুমি ত টাকা উপায়ের একটা ফন্দী করিয়াছ; সে মাগী যে আমাকে নাকে দড়ি দিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে।—আমি কাহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া হাসপাতালের জন্য টাকা সংগ্রহ করিব? আমার মনে এক বিন্দু সুখ নাই ভাই!"

মণ্টি লেন বলিল, "আমার মনেই কি সুখ আছে? অধীনতার শিকলে আমার হাত পা বাঁধা। আমি লক্ষপতি কামার রদারফোর্ড বেটাকে বাগে পাইয়াছি, যে টোপ ফেলিয়াছি তাহা সে গিলিয়াছে। এখন তাহাকে খেলাইয়া তুলিতে পারিলে একটা মোটা দাঁও মারিতে পারিব; কিন্তু মিস্ ডেথ এ সকল কথা জানে না। আমি মনে করিয়াছি তাহাকে বলিব—রদারফোর্ড অত্যন্ত চতুর লোক, তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা সফল হইবে না। টাকাগুলা আদায় করিয়া আমি লুকাইয়া ফেলিব, ও বেটিকে সে কথা জানিতে দিব না। মিস্ ডেথ চতুর বটে, কিন্তু সে মণ্টি লেনের অপেক্ষা বেশী চতুর নয়।"

হঠাৎ সেই কক্ষের একখানি পর্দ্দার আড়াল হইতে কে বলিয়া উঠিল, "সত্য না কি মণ্টি লেন? নিজের বুদ্ধির প্রশংসা যে তোমার মুখে ধরিতেছে না!"

মণ্টি লেন গ্লাসে হুইস্কি ঢালিয়া তাহা মুখে তুলিতেছিল; এই কথা শুনিবামাত্র তাহার হাতের গ্লাসটা মেঝের উপর খসিয়া-পড়িয়া শত খণ্ডে চূর্ণ হইল। সে সভয়ে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই লোহিত পরিচ্ছদধারিণী মিস্ ডেথকে পুরুপর্দ্দার নিকট দণ্ডায়মান দেখিল। তাহার মুখ অতি ভীষণ; শুভ্র নর-কপাল দীর্ঘ দন্তশ্রেণী উন্মুক্ত করিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। নর-কপালের অক্ষিকোটরের ভিতর হইতে যেন আগুনের হল্কা বাহির হইতেছিল!

সিভিলিটি স্মিথ সভয়ে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি কি প্রথম হইতে ঐ পর্দ্দার আড়ালেই দাঁড়াইয়া ছিলেন?"

ডায়েনা টেম্পল তাহার মুখ হইতে নর-কপালের মুখোস অপসারিত করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, নরহন্তা ও বিশ্বাসঘাতক দস্যুদের পরিচালিত করিতে হইলে কখন কখন আড়ালে থাকিয়া তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিবার প্রয়োজন হয়। মণ্টি, তুমি আশা করিয়াছ, যে টাকাগুলা তোমার হাতে আসিবে—আমাকে প্রতারিত করিয়া তাহা নিজের ভোগে লাগাইবে? পূর্ব্বে একবার তোমাকে সাইমন ওয়াডোর শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম; আজ তোমাকে পুনর্ব্বার সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইল।"

মণ্টি লেন মিস্ ডায়েনার মুখের দিকে আতঙ্ক-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠ লেহন

করিতে লাগিল। মিস্ ডেথ তাহাকে যে কথা বলিল—তাহার মর্ম্ম তাহার মনে গাঁথা ছিল। সাইমন ওয়ার্ডো রহস্যজনক ভাবে নিহত হইলে স্কট্ল্যাণ্ড ইয়ার্ড যথাসাধ্য চেষ্টাতেও সেই হত্যা-রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই; মণ্টি লেন কি কৌশলে তাহাকে হত্যা করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল, তাহা অন্য কেহ জানে না বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল; কিন্তু পরে সে মিস্ ডেথের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার অপরাধের অকাট্য প্রমাণ মিস্ ডেথ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে; তাহার নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই।

মণ্টি লেন আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "আমি ঐ কথা লইয়া উঁহার সঙ্গে একটু মজা করিতেছিলাম; আমি কি আপনাকে প্রতারিত করিতে পারি? আপনি ত জানেন—সে শক্তি আমার নাই।"

মিস্ ডেথ অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিন্তু যদি ভাল চাও তাহা হইলে ও সকল কথা আর কখন মুখেও আনিও না। সিভিলিটি, কাল রাত্রির মধ্যে তোমার আড্ডাটি কাযের উপযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করা চাই; আর তুমিও মণ্টি, শুনিয়া রাখ, রদারফোর্ডের সঙ্গে তোমার দেখা হইলে তিন জন লোককে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্য তাহাকে জিদ করিয়া ধরিবে। সেই তিন জন লোকের নাম তুমি পরে জানিতে পারিবে। লীড্সে আমাদের বাস করা ক্রমশঃ বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। লণ্ডনের গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক সেখানে আসিয়া আড্ডা লইয়াছে। সে আমাদের দলের সন্ধান পাইয়াছে, আমাদের কিছু কিছু অসুবিধা ঘটাইতেও আরম্ভ করিয়াছে; এই জন্য আমি সেফীল্ডে আসিয়া বাস করাই কর্ত্তব্য মনে করিয়াছি। সেফীল্ডে থাকিয়াই আমি সকল কায পরিচালিত করিব।"

সিভিলিটি স্মিথ চোখ মুখ লাল করিয়া বলিল, "আমরা কি চেষ্টা করিলে সেই হতভাগা গোয়েন্দাটাকে সাবাড় করিতে পারি না? তাহার মাথা লইতে আমার আপত্তি নাই। আপনি ত জানেন ও কাযে আমার হাতযশ আছে; কেবল আপনার কাছেই ধরা পড়িয়া বেকুব হইয়াছি। ব্লেক ভয়ঙ্কর লোক, তাহার কাছে কাহারও কোন রকম চালাকি খাটে না।"

মিস্ ডেথ বলিল, "তোমরা মুখে বড়াই করিলেও তাহার ভয়ে কাঁপিয়া মর। সে ছেলে নয়, গোখ্রো; তাহার লেজে হাত দিতে তোমাদের সাহস হইবে না। তোমরা যে কাযের যোগ্য নও, সেই কাযের ভার লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা নিষ্ফল। ব্লেককে সরাইবার ব্যবস্থা আমিই করিয়াছি। মণ্টি, তোমাকে যে কাযের ভার দিয়াছি—তাহা অপেক্ষাকৃত সহজ। তুমি রদার-ফোর্ডের সংস্রব ত্যাগ করিও না। তুমি কিরূপ কথাবার্ত্তায় তাহাকে ভুলাইবে—তাহা তুমি স্থির করিবে; আমি তোমাকে সে সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না। তবে সকল কায শীঘ্র শেষ করিতে হইবে, সময় নষ্ট করিলে চলিবে না।"

মিস্ ডেথের কথা শুনিয়া মণ্টি লেন মুখে অস্ফুট শব্দ করিল; তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না। এই সুন্দরী, অসাধারণ শক্তিশালিনী চতুরা যুবতীকে গলা টিপিয়া হত্যা করা যদি তাহার সাধ্য হইত, তাহা হইলে সেই সুযোগ সে নষ্ট করিত না। সে রদারফোর্ডকে প্রতারিত করিয়া বিপুল অর্থ হস্তগত করিবার জন্য যে কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা সফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। সেই অর্থরাশি সে অনায়াসে ভোগ করিতে পারিত; কিন্তু সেই আশা তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল। সে বুদ্ধি খাটাইয়া যাহা উপার্জ্জন করিবে—তাহা তাহাকে মিস্ ডেথের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে! মিস্ ডেথের কবল হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই। ক্রোধে ক্ষোভে তাহার মনের ভিতর ঝটিকা বহিতে লাগিল; কিন্তু নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া সে নির্ব্বাক রহিল। সে বুঝিতে পারিল কোন কার্য্যেই তাহার বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা নাই; মিস্ ডেথের অবাধ্য হওয়া তাহার অসাধ্য। মিস্ ডেথ ইচ্ছা করিলে তাহাদের দলের সকলকে ফাঁসি কাঠে তুলিতে পারে (was capable of sending them all to the gallows) ইহা তাহাদের কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং সে যে কয়েক মাস জীবিত থাকিবে—সেই কাল পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যেক আদেশ অসহ্য হইলেও নত শিরে পালন করিতে হইবে-ইহা বুঝিয়া উভয়েই স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

অবশেষে হঠাৎ মণ্টি লেনের মাথায় একটা ফন্দী আসিল, সে বলিল, "রদারফোর্ড অত্যন্ত সন্দিগ্ধচেতা ও চতুর লোক, যদি সে আমার ফাঁদে প্রবেশ না করে?"

মিস্ ডেথ বলিল, "তাহা হইলে তাহাকে ফাঁদে ফেলিবার অন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু তোমার চেষ্টার ত্রুটি হইলে চলিবে না।"

পঞ্চম লহর

গুণ্ডাদের গুণ্ডামী

ভোজন-টেবিলে বসিয়া স্মিথ বলিল, "দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে সিভিলিটি স্মিথ লীড্সবাসীদের কাঁধের উপর হইতে নামিয়াছে; তাহাদিগকে হাঁপ ফেলিবার অবসর দিয়া সে সেফীল্ডের ঘাড়ে চাপিয়াছে।"

প্ল্যাস পেজ 'ইয়র্কসায়ার পোষ্ট' নামক দৈনিকের উপর চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "কাগজের সংবাদগুলি দেখিয়া সেই রকমই ত আমার মনে হইতেছে। মিঃ ব্লেক, আপনার কি মনে হয়?"

প্ল্যাস পেজ যে দিন লীডসতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার পর দিন প্রভাতে লীড্সের কুইন্স হোটেলে আহার করিতে বসিয়া তাহাদের এই সকল কথার আলোচনা চলিতেছিল।

মিঃ ব্লেক তখন একখানি পত্র পাঠ করিতেছিলেন, প্ল্যাস পেজের কথা শুনিয়া তিনি মুখ তুলিতেই সে তাহার হাতের স্থানীয় দৈনিকখানির একস্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে ধরিল।

মিঃ ব্লেক দৈনিকের সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মোটা মোটা অক্ষরে লেখা ছিল—

পুলিশের সহিত গুণ্ডাদলের যুদ্ধ!
সেফীল্ডে গুণ্ডাদলের গুণ্ডামী!
গুণ্ডা ও পুলিশ আহত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন; "হাঁ, সেফীল্ডেই এখন গুণ্ডাদের তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে। আমিও কিছুকাল পূর্ব্বে সেফীল্ড হইতে দুইখানি পত্র পাইয়াছি; পত্র দুইখানি কি উদ্দেশ্যে আমাকে লেখা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি নাই! ইহা পড়িয়া তোমার কি মনে হয় বল।"

তিনি ময়লা পাতলা কাগজে লেখা একখানি পত্র প্ল্যাস পেজের হাতে দিলেন; হস্তাক্ষর অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, তাহা অসংখ্য বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। সেই সকল বর্ণাশুদ্ধির নমুনাসহ তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল—

"প্রীয়ো মহাশয়, পাজী হতোচ্ছারা গুণ্ডা সিবিলিটী তার দলের ঠ্যাংআড়েগুলোকে সংগে নিএ সেফীল্ডে এসে বিস্তাই অত্তেচার আর গুণ্ডামী করচে। পুলীশ তাদের দমোন করবে কি, তাদের ভয়ে গা ঢাকা দিচ্ছে; ভাব্চে আপ্নি বাঁচলে বাপের নাম। আপনি সাউথ রোডের গোট্ ইন্এ একবার জদি যেতে পারেন তবে তাদেব কিত্তির অনেক পেরমান পাবেন। আমরা নীরিহো গেরোস্থ মানুষ, আমাদের সহরে গুণ্ডার এই রকোম হৈ-হাংগামা আর তো বরদাস্থ হয় না। তাদের হেঁকিএ দিতে পারেন তো আমরা বেঁচে যাই। সকোল কথা সংখ্যাপে লিকলাম।—একজন গেরোস্থ।"

প্ল্যাস পেজ চিঠিখানি ফেলিয়া রাখিয়া বলিল, "পত্রলেখকের অক্ষর পরিচয় আছে বটে! আমার মনে হয় ইগলফের দলের কোন গুণ্ডা অন্যান্য গুণ্ডার সঙ্গে বিবাদ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছে, কিংবা সেফীল্ডের কোন গুণ্ডা স্যাডওয়েলের দলের গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এইভাবে তাহাদিগকে সেফীল্ড হইতে তাড়াইবার মতলব করিয়াছে। এ কোন্ দলের কায তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

মিঃ ব্লেক একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "তোমার শেষের অনুমানই সত্য মনে হইতেছে। লোকটা সেফীল্ডের বাসেন্দা না হইলে কি 'আমাদের সহরে' লিখিত? পত্রলেখক যে পত্রে নিজের নাম প্রকাশ করিতে সাহস করে না, সেই পত্রের কোন মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না; কিন্তু কাল রাত্রে গুণ্ডারা দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়াছিল, এ সংবাদ সত্য। তদ্ভিন্ন, সিভিলিটি স্মিথ লণ্ডন হইতে এই অঞ্চলে আসিয়াছে—এ সংবাদও আমরা জানি; সুতরাং এই পত্রের মূলে কোন সত্য নাই বলিয়া অভিযোগটা উড়াইয়া দিতে পারা যায় না।"

স্মিথ বলিল, "এ অবস্থায় সেফীল্ডে একবার ঘুরিয়া আসিতে দোষ কি কর্ত্তা! সেফীল্ড ত লীড্স হইতে অধিক দূর নয়। ইন্স্পেক্টর ফ্লেচার লীড্সের সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু মণ্টি লেন ও সিভিলিটির সন্ধান পাওয়া যায় নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ সেফীল্ডে একবার ঘুরিয়া আসিলে মন্দ হয় না। আমি যে দ্বিতীয় পত্রখানি পাইয়াছি, তাহাও সেফীল্ড হইতে

আসিয়াছে। পত্রলেখক সেফীল্ডের একটি বৃহৎ কারখানার মালিক। যে সময় মহাযুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় তিনি আমার নিকট কিঞ্চিৎ উপকার পাইয়াছিলেন; সে কথা বোধ হয় এখনও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তোমরাও বোধ হয় তাঁহার নাম জান। তিনি বিখ্যাত রদারফোর্ড ক্ষুর-নির্ম্মাতা মিঃ মার্টিন রদারফোর্ড।"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "হাঁ, এই কর্ম্মকার মহাশয়ের নাম জানি-বৈ কি; তাঁহার কারখানার ক্ষুর অতি উৎকৃষ্ট; আমি রদারফোর্ড-ক্ষুর ভিন্ন অন্য কোন ক্ষুর ব্যবহার করি না।"

মিঃ ব্লেক বলিতে লাগিলেন, "মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে সেফীল্ডের অন্যান্য কারখানার মালিকের মত রদারফোর্ডকেও তাঁহার কারখানায় আংশিক ভাবে গোলা, গুলী ও বন্দুকনির্ম্মাণের ভার লইতে হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯১৭ সালে তাঁহার কারখানায় হঠাৎ একদিন বোমা ফাটিয়া বিস্তর জিনিসপত্র নষ্ট হয়; ইহার কারণ সম্বন্ধে অনেক কুৎসিৎ জনরব (ugly rumours শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। সে সময় এদেশে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। সাধারণের ধারণা হইয়াছিল—তাহারা নানাভাবে দেশের অনিষ্ট করিতেছিল। সেই বোমা-বিভ্রাটের কারণ আবিষ্কারের জন্য সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি রদারফোর্ডের কারখানা পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। আমি কি ভাবে তদন্ত করিয়াছিলাম, সে সকল কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন; তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার তদন্ত-ফলে রদারফোর্ডের উপকারই হইয়াছিল; এজন্য তিনি আমার নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। আজ তাঁহার যে পত্র পাইয়াছি, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল সেই উপকার তিনি এখনও ভুলিতে পারেন নাই।"

মিঃ ব্লেক পকেট হইতে রদারফোর্ডের পত্রখানি বাহির করিলেন, কারখানার চিত্রাঙ্কিত চিঠির কাগজে পত্রখানি 'টাইপ' করিয়া লেখা। পত্রখানি এইরূপ,—

"প্রিয় মিঃ রবার্ট ব্লেক, সংবাদপত্রে দেখিলাম আপনি সংপ্রতি ইয়র্কসায়ারে আসিয়াছেন। আপনার সময় কিরূপ মূল্যবান, এবং কার্য কর্ম্ম লইয়া আপনি কিরূপ ব্যস্ত থাকেন—তাহা আমার সুবিদিত। কিন্তু আপনি লণ্ডনে ফিরিবার পূর্ব্বে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে। পূর্ব্বে একবার আপনার সংস্পর্শে আসিয়া যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই; সুতরাং আপনার সহিত মিলনানন্দের জন্য লোভ হওয়া আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

"কখন আপনার অবসর হইবে তাহা আমাকে জানাইলে তদনুসারে আমি স্বয়ং আপনার কাছে গিয়া দেখা করিতে পারি; আর যদি আপনার হাতে তেমন কোন জরুরি কাজ না থাকে, তাহা হইলে আপনি কি সেফীল্ডে আসিয়া দুই একদিনের জন্য আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না? কোন বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে আমি আপনার উপদেশ গ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছি; আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলে আমাদের উভয়েরই স্বার্থসিদ্ধি হইবে।

আপনার একান্ত অনুগত
মার্টিন রদারফোর্ড"

মিঃ ব্লেক পত্রখানি প্ল্যাস্ পেজের হাতে দিয়া বলিলেন, "রদারফোর্ড বৈষয়িক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ করিতে উৎসুক; তিনি আমাকে যথাযোগ্য পারিশ্রমিকেরও লোভ দেখাইয়াছেন! ওটুকু লোভ না দেখাইলেও আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতাম।—বোধ হয় নটা পনের মিনিটে সেফীল্ডের ট্রেণ ছাড়িবে।—তোমার কাযের ব্যবস্থা কিরূপ হইবে প্ল্যাস্?"

প্ল্যাস্ পেজ বলিল, "আমার কায ত আপনারই কাছে; সুতরাং আপনাকে ছাড়িয়া আমার এখানে একা বসিয়া থাকা নিরর্থক। এখানে যে অপরাধের স্রোত বহিয়া যাইতেছে—তাহার একটি গূঢ় কারণ আছে, এবং তাহা একটি কৌতুকাবহ গল্পের বিষয়। সেই গল্পটি গুছাইয়া লিখিতে না পারিলে আমার এখানে আসা বিফল হইবে। আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে না পারিলে সেই গল্পটির উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিব না। এই জন্য আপনার সঙ্গে থাকাই প্রার্থনীয় মনে করি। বিশেষতঃ সেফীল্ড হইতেই শীঘ্র ঝড় উঠিবে—এবিষয়ে আমি কতকটা নিঃসন্দেহ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে চল—এই ট্রেণেই যাই। স্মিথ, আর অধিক সময় নাই, জিনিসপত্রগুলি গুছাইয়া লও। সেখানে কাযে লাগিতে পারে এরকম কোন জিনিস ভুলিয়া ফেলিয়া যাইও না।"

মিঃ ব্লেক সদলে সেফীল্ডে যাত্রা করিলেন।

বেলা এগারটার কয়েক মিনিট পরে তাঁহারা তিনজনে ট্রেণ হইতে সেফীল্ড-ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল। ষ্টেশনের অদূরেই 'রয়াল ভিক্টোরিয়া হোটেল'। প্ল্যাস পেজ সেই হোটেলেই বাসা লইবার প্রস্তাব করিল; বৃষ্টির মধ্যে দূরবর্ত্তী অন্য কোন হোটেলে আশ্রয় লইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বেশ, সেখানেই চল, আমার পক্ষে সকল হোটেলই সমান।"

তাঁহারা তিনজনেই ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্ল্যাস পেজ পথের চারি দিকে চাহিতে চাহিতে চলিতেছিল; চলিতে চলিতে সে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেশনের দিক হইতে একখানি বৃহৎ ধূসরবর্ণ মোটর-কার দ্রুতবেগে তাঁহাদের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। সেই কারের সোফেয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া প্ল্যাস পেজের গতিরোধ হইয়াছিল। প্ল্যাস পেজ হঠাৎ মিঃ ব্লেকের কোটের আস্তিন আকর্ষণ করিলে তিনি সেই শকটের আরোহিণীর মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু শকট-খানি দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল। একটি পরমা সুন্দরী যুবতী গাড়ীর ভিতর বসিয়া ছিল।

প্ল্যাস পেজ বলিল, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমি ঐ গাড়ীর সোফেয়ারটাকে চিনি। লোকটা পাকা চোর, উহার ডাক-নাম চার্লি চ্যাট!"

গাড়ীখানি অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বেই মিঃ ব্লেক গাড়ীর নম্বরটি দেখিয়া লইয়াছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি সার্টের শুভ্র 'কফে' সেই নম্বরটি পেন্সিল দিয়া লিখিয়া রাখিলেন; তাহার পর বলিলেন, "চার্লি চ্যাট? হাঁ, আমি শুনিয়াছি সে লণ্ডন হইতে উত্তরাঞ্চলে আসিয়াছে। চুরি করিয়া সে একবার জেল খাটিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিতেছিল—চার্লি চ্যাট চুরি ছাড়িয়া এখন সাধু হইয়াছে; (He has reformed.) কিন্তু আমি তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

স্মিথ বলিল, "কিন্তু এ সুলক্ষণ (It's a good omen.) কর্ত্তা! ডাকাতের দল এখানে আসিয়াছে, ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

হোটেলে বাসা লইয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর মিঃ ব্লেক স্মিথ ও প্ল্যাস পেজকে সাউথ রোড়ের বিভিন্ন আড্ডায় গুণ্ডাদের দাঙ্গা দেখিতে পাঠাইলেন। তিনি বলিলেন, "বেনামা পত্রে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা সত্য হইলে তোমরা গোট্‌ইনে গুণ্ডাদের দাঙ্গা দেখিতে পাইবে; তুই একটা গুপ্ত সংবাদও সংগ্রহ করিতে পারিবে। আমি টিফিন শেষ করিয়া রদারফোর্ডের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। তাঁহার বৈষয়িক কথা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে। তাঁহার পত্র পড়িয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস—তিনি আমার সঙ্গে যে বিষয়ের পরামর্শ করিবেন, তাহার সহিত আমার পেশার সম্বন্ধ আছে।"

স্মিথ বলিল, "আমরাও গুণ্ডার মত সাজ পোষাক করিয়া ছয়টার সময় গুণ্ডাদের কীর্ত্তি দেখিতে যাইব। মিস্ ডেথ বোধ হয় মনে করিয়াছে—তাহার পত্র পাইয়া আমরা প্রাণভয়ে লীড্‌স হইতে পলায়ন করিয়াছি। সে গুণ্ডাদের কাছে আমাদের লীড্‌স ত্যাগের সংবাদ শুনিয়া ভারী খুসী হইবে।"

কিন্তু কত শীঘ্র তাঁহার আশা পূর্ণ হইবে—তাহা মিঃ ব্লেক তখন ধারণা করিতে পারেন নাই।

* * * *

মার্টিন রদারফোর্ড তাঁহার খাসকামরায় ডেস্কের কাছে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার ঠিক পশ্চাতেই সেই কক্ষের বৃহৎ জানালা খোলা ছিল; তিনি সেই জানালা দিয়া বাহিরের কর্ম্মশালা সমূহের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। বৈদ্যুতিক শক্তিতে কারখানার নানা দিকে নানা প্রকার কল সবেগে পরিচালিত হইতেছিল; এই জন্য তাঁহার সেই বিস্তীর্ণ কারখানার বাড়ীটি মহাসমুদ্রগামী সুবৃহৎ জলযানের মত অল্প অল্প কাঁপিতেছিল। (trembled slightly like an ocean liner.) নীচের কল কারখানা হইতে অবিশ্রান্ত ঘর্ঘর-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল।

রদারফোর্ডের মন তখন দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত; কিন্তু তাহা তিনি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ডাক্তার রামস সালভেডার হওুরাস হইতে হঠাৎ সেফীল্ডে আসিয়া ক্ষুরারি মলমের ধাপ্পায় তাঁহার মনে চমক লাগাইয়া দেওয়াতে তাঁহার দুশ্চিন্তা হইলেও অন্য কারণেও তাঁহার উৎকণ্ঠার অভাব ছিল না। নানা কারণে সেফীল্ড-জাত পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টারের তাঁতীদের মত সেফীল্ডের কামারদের ব্যবসায়েও কিছু দিন হইতে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। যদিও সেফীল্ডের ইস্পাতনির্ম্মিত শিল্প-দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সমাদৃত হইত, কিন্তু কিছুদিন হইতে জার্ম্মানী সুলভ মূল্যের

ছুরী কাঁচি ক্ষুর প্রভৃতি এত অধিক পরিমাণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করিতেছিল যে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতায় সেফীল্ডকে 'কোণ-ঠাসা' হইতে হইয়াছিল; তাহার উপর আমেরিকা হইতে লক্ষ লক্ষ 'সেফ্‌টি রেজর' অর্থাৎ নিরাপদ ক্ষুরের আমদানী হওয়ায় রদারফোর্ড ও তাঁহার সমব্যবসায়ীদের কারখানার ক্ষুর ক্রমশঃ অচল হইয়া উঠিতেছিল।

এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, এই চিন্তাতেই রদার-ফোর্ডের মন আলোড়িত হইতেছিল। তিনি গাল চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিলেন—ডাক্তার রামন সালভেডর যাহা তাঁহাকে বলিয়া গিয়াছে, তাহা সত্য হইলে পৃথিবীর ক্ষুরের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া যাইবে। (the razar manufacturers of the world would be put out of business.) ডাক্তার রামন সালভেডর তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিল—তাহা তিনি অবিশ্বাস করিবার কারণ পান নাই; কিন্তু রদারফোর্ড ইয়র্কসায়ারবাসী, ইয়র্ক সায়ারের অধিবাসীরা অত্যন্ত সতর্ক ও সদা-সন্দিগ্ধ। কেবল এই জন্যই রদারফোর্ড তখন পর্য্যন্ত তাহাকে আমোল দিতে সম্মত হন নাই।

তিনি পূর্ব্ব-রাত্রে ডাক্তার রামনের সহিত আলাপ করিয়া গ্র্যাণ্ড হোটেল হইতে বাড়ী ফিরিয়া বৃদ্ধ জোসেফ হডল্‌ষ্টোনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। হডল্‌ষ্টোন বহুদর্শী কর্ম্মকার। তিনি হেডেল্‌ষ্টোনের সহিত ডাক্তার রামনের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। হডল্‌ষ্টোন তাঁহার সকল কথা শুনিয়া অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়াছিল; কিন্তু রদারফোর্ড তাহাকে বলিলেন—ক্ষুরারি মলমের কার্য্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিলে তাহার প্রতিবাদ করিবার উপায় থাকিবে না। তাঁহার কথা শুনিয়া হডল্‌ষ্টোন ক্ষুরারি মলমের উপযোগিতা পরীক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিল।

রদারফোর্ডের প্রস্তাবে ষ্টিফেন রোড্‌স নামক অন্য একজন সুদক্ষ কর্ম্মকারও ক্ষুরারি মলমের শক্তি পরীক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিল; স্থির হইয়াছিল—সেই দিন সন্ধ্যার পর তাঁহারা তিনজনে ডাক্তার রামন সালভেডরের মলমের কার্য্যপ্রণালী সন্দর্শন করিবেন। ডাক্তার রামনকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করা হইলে, সে আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিল।

রদারফোর্ড যখন ডাক্তার রামনকে টেলিফোনে এ কথা জানাইয়াছিলেন, তখন ডাক্তার রামন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল; তাহার ব্যস্ততার কারণ—সে তখন সেফীল্ডে আফিস খুলিবার জন্য একখানি বাড়ী ভাড়া লইবার অভিপ্রায়ে বাড়ীওয়ালার সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছিল।—ইহা হইতেই রদারফোর্ড বুঝিতে পারিলেন, ডাক্তার রামন সালভেডর কেবল বচনবাগীশ নহে; সে যাহা বলিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করাই তাহার অভিপ্রেত। সে তাঁহাদের ব্যবসায়ের অনিষ্ট সাধনে কৃতসঙ্কল্প।

সহসা দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়া রদারফোর্ড মাথা তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন; তাঁহার একটি কেরানী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, মিঃ রবার্ট ব্লেক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

রদারফোর্ড এই সংবাদে আনন্দিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ ব্লেকের শক্তি-সামর্থ্যে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রদারফোর্ডের কারখানায় বোমা ফাটিলে তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষের সন্দেহভাজন হইতে হইয়াছিল। এ জন্য তিনি অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া-ছিলেন, তাঁহার কারবার নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ ব্লেকের তদন্ত-কৌশলে তিনি নিরপরাধ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহার বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল। এই জন্য তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার যে উপকার করিয়াছিলেন, দীর্ঘকাল পরেও তিনি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

রদারফোর্ড দ্বারের বাহিরে গিয়া সম্ভ্রমভরে বলিলেন, "আসুন মিঃ ব্লেক আমার বসিবার ঘরে আসুন। এ ভাবে হঠাৎ আপনার দেখা পাইব, ইহা আমি আশা করিতে পারি নাই; এ আনন্দ অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব।" (This is an unexpected pleasure.)

মিঃ ব্লেক রদারফোর্ডের করমর্দ্দন করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আমি আজ সকালে আপনার পত্র পাইয়াছিলাম। আজই সেফীল্ডে আসিব স্থির ছিল; আপনার পত্র পাইয়া ভাবিলাম—এখানে পৌঁছিয়াই আপনার সঙ্গে দেখা করিব।"

রদারফোর্ড সোৎসাহে বলিলেন,—"মিঃ ব্লেক, আপনি খুব ভাল করিয়াছেন, আপনাকে দেখিয়া আমার কি আনন্দ হইতেছে—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি নাই। তা—আপনি ঠিক টিফিনের সময়েই আসিয়াছেন, ইহাও আমার সৌভাগ্য

বলিতে হইবে। চলুন, গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাই; সেখানে 'টিফিন' করিতে করিতে আমরা সকল কথার আলোচনা করিব। বহুকাল পরে আজ আপনার সঙ্গে—"

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, "ধন্যবাদ, কিন্তু আমি ত 'টিফিন' শেষ করিয়াই আসিয়াছি। আপনি বোধ হয় গ্র্যাণ্ড হোটেলেই আমার বাসার ব্যবস্থা করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু আমার কি কোথাও স্থির হইয়া থাকিবার উপায় আছে? আমি কখন কোথায় যাই তাহার স্থিরতা নাই; হয় ত যে কোন মুহূর্ত্তে আমাকে সেফীল্ড ত্যাগ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া রদারফোর্ডের প্রফুল্লতা অন্তর্হিত হইল; তিনি নিরুৎসাহ ও বিমর্ষ হইলেন। তাহার পর ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন, "কিন্তু আমি সংবাদ-পত্রে আপনার সম্বন্ধে যাহা পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম—ইয়র্ক সায়ারে যে সকল চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছে, তাহারই তদন্তের ভার লইয়া আপনি এখানে আসিয়াছেন।"

মিঃ ব্লেক চেয়ারে বসিয়া পাইপে তামাক সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "স্থানীয় সংবাদ-পত্রগুলি যে সকল চুরি-ডাকাতির আলোচনা করিয়াছে—তাহা তাহারা উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে করিলেও তাহাদের মূলে যে অপকর্ম্মের উৎস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার কার্য্যকারিতা এখনও আরম্ভ হয় নাই। যাহা হউক, আপনার পত্র পাঠ করিয়া আমার ধারণা হইয়াছিল, আপনি বৈষয়িক কার্য্য সম্বন্ধে আমার সহিত পরামর্শ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। যদি আপনি আমাকে কোন তদন্তের ভার প্রদান করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে সেই ভার গ্রহণ করিতে পারিব—তাহার সম্ভাবনা অল্প। কারণ, আমি যে তদন্ত-ভার গ্রহণ করিয়াছি তাহাই আমাকে প্রথমে শেষ করিতে হইবে; যে কায হাতে লইয়াছি, তাহা শেষ করিবার পূর্ব্বে নূতন কোন ভার গ্রহণ করিবার সুবিধা হইবে না; অথচ আপনার কাযটি জরুরি হইলে তাহা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ফেলিয়া রাখাও সঙ্গত হইবে না। তবে আমি যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ আপনাকে যতটুকু সাহায্য করিতে পারি, তাহার ক্রটি হইবে না।"

রদারফোর্ড কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, আমি যে বিষয়ে আপনার সহিত পরামর্শ করিতে উৎসুক—সেই বিষয়টির সহিত গোয়েন্দাগিরির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এবং আপনি তাহার তদন্তের যোগ্য বিষয় বলিয়া মনে করিবেন কি না—তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; তথাপি কথাটা আপনার নিকট প্রকাশ করাই সঙ্গত মনে হইতেছে। কাল একটি অদ্ভুত-প্রকৃতি বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে হঠাৎ আমার পরিচয় হইয়াছিল; লোকটির নাম ডাক্তার রামন সালভেডর; তাহার এই নামের পশ্চাতে কতকগুলি শব্দ সংযুক্ত ছিল।—তাহার সেই আধ হাত লম্বা লেজুড় উচ্চারণ করিলে দাঁত ভাঙ্গিবার আশঙ্কা আছে, আমার তাহা স্মরণও নাই।—সেই ডাক্তারটি আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, তাহা যেমন অদ্ভুত, সেইরূপ বিস্ময়কর!

"ইয়র্ক সায়ারে আজ কাল আমাদের কায-কর্ম্মের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ; কিন্তু সেই লোকটি আমাকে যে সকল কথা বলিল, তাহা শুনিয়া বুঝিলাম—সে যে মতলব লইয়া এখানে আসিয়াছে, যদি তাহা সুসিদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের কারখানা বন্ধ করিয়া বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিতে হইবে। তাহার যুক্তি আমি একেবারে উড়াইয়া দিতে না পারিলেও—লোকটা যে খুব চতুর ও ফন্দীবাজ, ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আমার আশঙ্কা, সে চেষ্টা করিলে আমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে; এই জন্য তাহাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই, এবং তাহাকে কোন কৌশলে তাড়াইবার জন্যই আমার আগ্রহ হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে তাড়াইতে পারিলেই যে আমরা তাহার কবল হইতে নিস্কৃতি লাভ করিব—ইহা কি করিয়া আশা করি? যদি তাহার বুজরুকি ধরিতে পারা যায়—তাহা হইলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।"

রদারফোর্ডের কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেকের কৌতূহল হইল; ডাক্তার রামন সালভেডর পূর্ব্ব-দিন রদারফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিল, তাহা তিনি রদারফোর্ডের নিকট সবিস্তার শুনিয়া লইলেন। শুনিতে শুনিতে তিনি রদারফোর্ডকে দুই একটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করিলেন বটে, কিন্তু সকল কথা শুনিবার পূর্ব্বে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

রদারফোর্ড সকল কথা বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মিঃ

ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলেন; কিন্তু মিঃ ব্লেক কোন কথা না বলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। রদারফোর্ড তাঁহাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া বলিলেন "আমরা কিরূপ সঙ্কটে পড়িয়াছি তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন মিঃ ব্লেক! আজ সন্ধ্যার পর আমি, হড্‌লষ্টোন ও ষ্টীভ রোড্‌সকে লইয়া সেই ডাক্তারটার সঙ্গে দেখা করিব। সেখানে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিব, এবং ডাক্তারের ক্ষুরারি মলমের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া তাহার শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইব। যদি তাহার পরীক্ষায় বুঝিতে পারি তাহার ক্ষুরারি মলম দ্বারা এক মিনিটে অতি সহজে ক্ষুরের কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এবং ক্ষুরের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্র তাহারই আদর হইবে—তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমাদের ব্যবসায়ের বিষম ক্ষতি হইবে।" it is going to hit our business hard,)

মিঃ ব্লেক পাইপে দুই টান দিয়া বলিলেন, "গল্পটি অদ্ভুত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কিন্তু সেই ক্ষুরারি মলম প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে ক্ষুরের প্রযোজনীয়তা সত্যই নষ্ট করিতে পারিবে কি না—ইহা পরীক্ষা না করিয়া আমি আপনাকে কোন উপদেশ দেওয়া সঙ্গত মনে করি না। আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলে, এই আবিষ্কারটি বর্ত্তমান যুগের যে একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।—হনুডুরাসের সেই ডাক্তারটির সহিত দেখা করিবার জন্য আমারও আগ্রহ হইয়াছে। তাহার ক্ষুরারি মলম আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিব।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের ত তাহার সঙ্গে দেখা করিবার কথা আছে, সেই সময় আপনিও আমাদের দলে যোগদান করিলে ক্ষতি কি? আমরা সকলেই গ্র্যাণ্ড হোটেলে গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। সেখান হইতে আমাদিগকে বোধ হয় ডাক্তার রামন সালভেডারের নূতন আফিসে যাইতে হইবে। আমি তাহার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম—তাহার ক্ষুরারি মলমের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের দলের তিন চারি জন লোককে সঙ্গে লইয়া যাইব।—ভাবিয়াছিলাম সে এই প্রস্তাবে আপত্তি করিবে; কিন্তু সে সহজেই আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "উত্তম, তাহাই হইবে; আমি আপনাদের দলে মিশিয়া তাহার 'টাকের উপর টেক্কা' দেওয়ার শক্তি পরীক্ষা করিয়া আসিব। আমি রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় গ্র্যাণ্ড হোটেলের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইব; কিন্তু বিশেষ কোনও কারণে আমি সেখানে নিজের নাম প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক। নামটি গোপন করিতে হইলে আমাকে ছদ্মবেশ ধারণ করিতে হইবে—এ কথার উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। আপনি সে সময় আপনার বন্ধুগণের নিকট আমাকে ব্রাউন—প্রোফেসার সিটন ব্রাউন বলিয়া পরিচিত করিবেন; আর আমার ছদ্মবেশ দেখিয়া আপনি তখন বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। আমার এইরূপ সতর্কতার কারণ আছে; ডাক্তার রামন সালভেডর আমার পূর্ব্ব-পরিচিত কোন ভদ্র লোক হইতেও পারে। যদি তাহাই হয়—তাহা হইলে আমার ছদ্মবেশ ধারণ অসঙ্গত হইবে না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া রদারফোর্ড কৌতূহল-ভরে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন; ছয় হাজার মাইল দূরবর্ত্তী হনুডুরাসের ডাক্তার রামন সালভেডর মিঃ ব্লেকের পরিচিত হইতেও পারে! কিন্তু একথার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিলেও তিনি মিঃ ব্লেককে কোন প্রশ্ন না করিয়া বলিলেন, "বেশ তাহাই হইবে। আপনাকে সেখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত হইতে দেখিয়া আমি বিস্ময় প্রকাশ করিব না; আমার সঙ্গীগণের নিকট আপনাকে প্রোফেসার সিটন ব্রাউন বলিয়াই পরিচিত করিব। আপনি যে এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন, ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম। আপনি এভাবে সময় নষ্ট করিতে সম্মত হইবেন—ইহা পূর্ব্বে আশা করিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমার সময় মূল্যবান বটে, কিন্তু ডাক্তার রামন সালভেডরের অদ্ভুত আবিষ্কারের কাহিনী শুনিয়া লোকটিকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে; তদ্ভিন্ন তাহার ক্ষুরারি মলমের শক্তি পরীক্ষার জন্য কিছু সময় নষ্ট করিতেও আমার আপত্তি নাই।"

কয়েক মিনিট পরে মিঃ ব্লেক রদারফোর্ডের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার হোটেলে ফিরিলেন, কিন্তু তাঁহার মন নানা নূতন চিন্তায় পূর্ণ হইল।

ইতিমধ্যে স্মিথ ও প্ল্যাস পেজ ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া সাউথ রোডের সন্নিহিত একটি মদের আড্ডার সম্মুখে আসিল। তাহাদের পরিচ্ছদ জীর্ণ ও মলিন; মাথায় কাপড়ের টুপি। তাহাদিগকে দেখিলে ভবঘুরে বেকার বলিয়াই মনে হইত। প্ল্যাস পেজ সুলভ মূল্যের একটি অর্দ্ধদগ্ধ চুরুট মুখে গুঁজিয়াছিল। সে মুখে রঙ্গ দিয়া গঁদ ও তুলির সাহায্যে মুখভাবের এরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল যে,

তাহাকে দেখিয়া ভদ্রলোক বলিয়া সন্দেহ করিবার উপায় ছিল না।

গোট্‌. ইন নামক আড্ডাটি গুণ্ডাদের মাতলামি করিবার স্থান। স্মিথ ও প্ল্যাস পেজ সেই আড্ডার সম্মুখে গিয়া একদল গুণ্ডাকে দেখিতে পাইল; সেই আড্ডার সম্মুখে পথের অপর প্রান্তে তাহারা আর একদল লোককে নানা বেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিল—যেন কোন দিকে তাহাদের ভ্রুক্ষেপ ছিল না; সম্পূর্ণ নিস্পরোয়া ভাব। তাহারা পরস্পরকে চেনে না, এই ভাব প্রকাশ করিলেও, স্মিথ ও প্ল্যাস পেজ বুঝিতে পারিল তাহারা একই দলের লোক, এবং কোন বিশেষ মতলবেই সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। (hanging about there of set plan.) স্মিথ প্ল্যাস পেজকে বলিল, "ইহারা দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ; তবে উহারা স্থানীয় লোক, কি লণ্ডনের আমদানী, তাহা—"

প্ল্যাস পেজ তাহাকে নীরব হইতে ইঙ্গিত করিয়া তাহার হাত ধরিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল।

গোট্‌. ইনের সম্মুখে দুইজন লোক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল; অন্যান্য লোকের দিকে তাহাদের দৃষ্টি ছিল না। কেহ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, ইহাও তাহারা কাহাকেও বুঝিতে দিল না; কিন্তু প্ল্যাস পেজ বুঝিতে পারিল গুণ্ডার দল তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ বিচলিত হইয়াছে। অনেকে আড়চোখে তাহাদের দিকে চাহিতেছিল।

সেই দুই ব্যক্তির একজন দীর্ঘকায়, চেহারা কতকটা বানরের মত; স্মিথ ও প্ল্যাস পেজ পরে জানিতে পারিয়াছিল—তাহার নাম কন্‌কি (ষ্টিভেন্‌স)। তাহার সঙ্গীর চেহারা গুণ্ডার মত, কদাকার মুখ; মাথায় জীর্ণ ও বিবর্ণ টুপি, তাহা তাহার ঘাড়ের দিকে হেলিয়া ছিল। প্ল্যাস পেজ তাহাদের দিকে স্মিথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেই তাহারা গোট্‌. ইনএ প্রবেশ করিল।

স্মিথ প্ল্যাস পেজের হাত ধরিয়া পাশের একটি দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "এখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দেখি। বোধ হয় শীঘ্রই দাঙ্গা আরম্ভ হইবে।"

বস্তুতঃ দাঙ্গা আরম্ভ হইতে বিলম্ব হইল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একদল গুণ্ডা পথের অন্য দিক হইতে মহা উৎসবে সেই আড্ডার সম্মুখস্থ দ্বারে ঝুঁকিয়া পড়িল। অস্ত্র-শস্ত্রগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদের পরিচ্ছদের অন্তরাল হইতে বাহির করিতে দেখা গেল। কাহারও হাতে বোতল, কাহারও হাতে ছোরা বা ক্ষুর, কাহারও হাতে ছোট মোটা রুল।

মুহূর্ত্তমধ্যে সেই স্থান তর্জ্জন-গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পর কাচের গ্ল্যাস সবেগে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সেগুলি মাটিতে পড়িয়া ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে চূর্ণ হইতে লাগিল। কেহ কেহ তদ্দ্বারা আহত হইয়া কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিল; কাহারও কপাল, গাল, ভ্রূ কাটিয়া রক্তের ধারা বহিতে লাগিল। ক্রমশঃ আড্ডার ভিতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, চেয়ার টেবিল উল্টাইয়া পড়ায় দুম্‌-দাম্‌ শব্দ আরম্ভ হইল, ঘরের আসবাব-পত্র চতুর্দ্দিকে সশব্দে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

প্ল্যাস পেজ বলিল, "গুণ্ডাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় গুণ্ডারা গোট্‌ইনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; লণ্ডনের গুণ্ডারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। চল, আমরা আর একটু সরিয়া গিয়া দাঙ্গা দেখি।"

স্মিথ পাশের একটি দ্বারে উপস্থিত হইয়া এক হাতে দ্বারটি খুলিয়া চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। প্ল্যাস পেজ তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ভিতরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল। ইনের ভিতর তখন সবেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। ঘরের মেঝে রক্তে প্লাবিত, ভাঙ্গা বোতল ও গ্ল্যাসে সেই কক্ষ পরিপূর্ণ; তাহার উপর কেহ হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ছিল, কাহারও মাথা ফাটিয়া রক্তের স্রোত বহিতেছিল। বীভৎস দৃশ্য!

প্ল্যাস পেজ অস্ফুট স্বরে বলিল, "জানোয়ার-গুলার আচরণ দেখিলে ঘৃণা হয়। স্মিথ চল, পাহারাওয়ালাগুলা এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমরা সরিয়া পড়ি। আমরা উহাদের দলে মিশিলে—"

প্ল্যাস পেজের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পথের দিকে নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের হুইস্‌ল-ধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। প্ল্যাস পেজ তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইতে উদ্যত হইল; কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে ইয়র্কশায়ারবাসী একটি বিশালদেহ মাতাল গুণ্ডা তাহার হাতের বোতলটা মাথার উপর তুলিয়া প্ল্যাস পেজকে আক্রমণ করিল।

প্ল্যাস পেজ চক্ষুর নিমেষে ঘুসি তুলিয়া সেই জোয়ানটার চুয়াল্লে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল; সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডাটার হাতের বোতল উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইল, এবং সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চিত হইয়া পড়িয়া গেল। বোতলটা দরজায় চৌকাঠে পড়িয়া

শত খণ্ডে চূর্ণ হইল। প্ল্যাস পেজ পুনর্ব্বার ঘুসি তুলিয়া ধরাশায়ী গুণ্ডার দেহের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া আরও তিনজন ইয়র্ক-সায়ারবাসী গুণ্ডা প্ল্যাস পেজকে শত্রু মনে করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। তখন স্মিথ প্ল্যাস পেজকে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল। প্ল্যাস পেজও আত্মরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের উভয়েরই বুকের পকেটে টোটাভরা পিস্তল ছিল; কিন্তু অন্য কাহারও হাতে পিস্তল না থাকায় তাহারা গুলী চালাইতে সাহস করিল না। পিস্তল দুটি তাহাদের পকেটেই রহিয়া গেল। তাহাদের যুদ্ধে কিল ঘুসিই অবিশ্রান্ত ভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু সে সময় চতুর্দ্দিকে যে ভাবে দাঙ্গা চলিতেছিল, তাহাতে আত্মরক্ষার চেষ্টা ব্যতীত কাহারও কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর হইল না, অবশেষে নীল পরিচ্ছদধারী পুলিশ-প্রহরীদল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল।

প্ল্যাস পেজ স্মিথকে গলির ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিল। স্মিথ দুই হাতে ঘুসি চালাইতে চালাইতে সেই দিকে চলিল; সে তখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতেছিল।

স্মিথ সরিয়া গিয়া হাতের দিকে চাহিল। তাহার উভয় হস্ত হইতে রক্তের স্রোত বহিতেছিল; আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলি বিদীর্ণ হইয়াছিল। সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "গুণ্ডাগুলা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; এখন পুলিশের সঙ্গে উহাদের যুদ্ধ না বাধে। আমাদের অভিজ্ঞতা কি শোচনীয়!"

প্ল্যাস পেজ তাহার পাশে আসিয়া বলিল, "কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইলাম। মিঃ ব্লেক যে বেনামা চিঠি পাইয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা ধাপ্পাবাজি নহে। দস্যুপতি স্যাড্‌ওয়েলের দল ঝাঁক বাঁধিয়া এখানে উপস্থিত; (are here in full force) সুতরাং সিভিলিটি স্মিথ এ অঞ্চলে নাই এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় না। আজ 'ইভ্‌নিং অয়ারলেশে' (Evening wireless) দুই কলম ভরিয়া এই দাঙ্গার বিবরণ লিখিতে পারিব—ইহাই আমার লাভ।"

রাত্রি প্রায় তিনটা বাজিল। প্ল্যাস পেজ তখনও মদের আড্ডা হইতে ভীষণ কোলাহল, গ্লাস ও বোতল ভাঙ্গিবার শব্দ এবং টেবিল চেয়ারের হুড়ামুড়ি শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "এ অভিনয় আর অধিক কাল চলিবে না।"

ষষ্ঠ লহর

সচল অবস্থা

মন্টি লেন তাহার আফিসের চেয়ারে বসিয়া মুখ দিয়া একরাশি ধোঁয়া বাহির করিয়া বলিল, "মাকড়সার জাল পাতিয়া বসিয়াছি, কীট-পতঙ্গগুলা উড়িয়া আসিয়া এই জালে পড়িবেই।"

সিভিলিটি স্মিথ ডেস্কের পাশে বসিয়া মন্টি লেনের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি খাসা আছ মন্টি! তোমার দুশ্চিন্তার কারণ নাই! স্যাড ওয়েলের দলকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য তোমাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না; কিন্তু তাহারা শীঘ্র কোন দিকে হাত বাড়াইতে না, পারিলে আমাকেই আগে ছিঁড়িয়া খাইবে।"

ডায়েনা টেম্পল সেই কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অবজ্ঞাভরে বলিয়া উঠিল, তাহারা ঠিক কার্যই করিবে। তুমি যদি তোমার অনুচরগুলাকে শাসনে রাখিতে না পার, তাহা হইলে তাহাদের হাতে তোমার দুর্গতি ও লাঞ্ছনা হওয়াই উচিত। স্মরণ রাখিও, যদি মুহূর্ত্তের জন্য তোমার পদস্খলন হয়, তাহা হইলে তোমাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। মন্টির সাহস আছে, তাহার ফন্দী ফিকিরও প্রশংসনীয়; তোমার মত দশ বারটা একত্র হইলেও তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। তবে তাহার প্রধান দোষ—সে অত্যন্ত কপট, সুযোগ পাইলেই বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে।"

মন্টি লেন সক্রোধে বলিল, "কি বলিলে? আমি কপট, আমি বিশ্বাসঘাতক? আমাকে এভাবে তিরস্কার করিবার কোন অধিকার তোমার নাই। যদি তুমি স্ত্রীলোক না হইতে, তাহা হইলে আমি কি কাণ্ড করিতাম, তাহা—"

ডায়েনা টেম্পল তাহাকে তীব্র স্বরে ধমক দিয়া বলিল, "আত্মবিস্মৃত হইও না মন্টি! তুমি যে কথা বলিতেছিলে তাহার মর্ম্ম এই যে, যদি আমি তোমাকে বেতের আগায় না রাখিতাম (If I did not hold the whip-hand over you) তাহা হইলে তুমি সাইমন ওয়েডকে যে ভাবে হত্যা করিয়াছিলে—সেই ভাবে আমাকেও হত্যা করিতে।"

ডায়েনা টেম্পলের কথা শুনিয়া মন্টি লেন ভয়ে বেত্রাহত কুকুরের মত ফ্যাঁচ করিয়া উঠিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "ও সকল পুরাতন কথা

তুলিয়া লাভ কি? আমি খুন-জখমের দিক দিয়াও যাইতে চাহি নাই। আমি ত তোমার হুকুম তামিল ক'রিবার জন্য চেষ্টা-যত্নের ত্রুটি করিতেছি না। সকল কায বেশ নির্ব্বিঘ্নেই চলিতেছে। রদারফোর্ড আজ রাত্রে হড্‌লষ্টোন ও রোড্‌সকে সঙ্গে লইয়া আমার সঙ্গে দেখা করিবে। যদি আমার বুজ্‌রুকিতে কামার বেটারা ঠকিয়া না যায়, তাহা হইলে আমার নামই মিথ্যা।"

ডায়েনা টেম্পল একটি সিগারেট মুখে গুঁজিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল, তাহার পর সেই কক্ষের মধ্যস্থলে আসিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই কক্ষ পূর্ব্বেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ায় তাহার শ্রী ফিরিয়াছিল; আবর্জ্জনারাশি অপসারিত করিয়া আসবাব-পত্রগুলি শৃঙ্খলার সহিত যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল। সেই কক্ষের দেওয়ালে কয়েকখানি রঙ্গীন ছবি ঝুলিতেছিল, তাহা ক্ষুরারি মলমের সচিত্র বিজ্ঞাপন। আমাদের দেশের কেশ-তৈল ও এসেন্স বিক্রেতাদের সাধ্য কি যে, সেরূপ সচিত্র বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া দেশের লোকের মন ভুলাইবে? সেরূপ কৌশলপূর্ণ 'পোষ্টার' বাহির করিবে—এদেশে তেমন চিত্রকর কোথায়?

ডায়েনা টেম্পল দৃঢ়স্বরে বলিল, "যদি রূপার মত মিষ্ট কথায় কায না হয়—তাহা হইলে আমরা ইস্পাতের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য ইস্পাতেরই ব্যবহার করিব।—যে তিনজন কামারকে নিমন্ত্রণ করিয়াছ, তাহারা সকলেই লক্ষপতি। তাহারা তাহাদের সঞ্চিত অর্থরাশি বুকের রক্ত অপেক্ষা প্রিয়তর মনে করে। তাহারা যে সহজে সেই টাকার মায়া বিসর্জ্জন করিবে—এরূপ আশা করা মূঢ়তা মাত্র।"

মন্টি লেন গম্ভীর স্বরে বলিল, "সে ভার আমার উপর দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পার। আমি যে কৌশল খাটাইয়াছি, সে কৌশল অব্যর্থ; কাহারও সাধ্য নাই যে তাহার মর্ম্মভেদ করিবে। আমার ক্ষমতার কথা ভাবিয়া আমি নিজেই অবাক্ হইয়া যাই! বুঝিতে পারি, এমন ফন্দী আর কখন আমার মাথায় গজায় নাই। ভাগ্যে ফ্রাঙ্কিটা জ্যাপোটেক নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে আমাকে সাহায্য করিতেছে; কেহ তাহার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। ওয়ানীর চিঠিপত্রগুলি আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল হইবে। সিভিলিটি ভয়েই মরিতেছে; কিন্তু তাহার সহায়তা আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি।"

সিভিলিটি স্মিথ ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "অত বড়াই করিও না দোস্ত! তুমি অভ্রান্ত পুরুষ—একথা কি জোর করিয়া বলিতে পার? তুমি তাহাদিগকে এখানে আনিয়া তোমার মলমের কারচুপি দেখাইবার মতলব করিয়াছ; আশা করিয়াছ তাহারা তোমার চালাকিতে ভুলিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিবে। কিন্তু যদি তাহারা তোমার প্রস্তাবে রাজী না হয়, তখন তুমি কি উপায়ে তাহাদিগকে মুঠায় পুরিবে?—তখন যে আমার সাহায্য না লইলে তোমার সকল ফন্দী-ফিকির ভ্যাস্তাইয়া যাইবে। তোমার বুদ্ধি ও কৌশল অপেক্ষা আমার বাহুবলে অনেক বেশী ফল পাওয়া যাইবে।"

সেই সময় টেলিফোনের ঘণ্টা ঝন্-ঝন্ শব্দে বাজিয়া উঠিল; তাহা শুনিয়া সিভিলিটি স্মিথ রিসিভারটা তুলিয়া লইল, এবং সাড়া দিয়া বলিল, "হাঁ, হাঁ, আমি সিভিলিটি কথা কহিতেছি; তোমার কি বলিবার আছে বলিতে পার ক্রিউ!"

সিভিলিটি স্মিথ রিসিভারটা প্রায় দুই মিনিট কানের কাছে ধরিয়া রাখিয়া অবশেষে মিস্ ডেথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "ব্লেক আমাদের সন্ধানে আসিতেছে! ট্রেড্‌ওয়েল সংবাদ দিয়াছে—ব্লেক আজ সকালে লীড্‌স হইতে রওনা হইয়াছে। ক্রিউ বলিতেছে ট্রেড্‌ওয়েলের এই সংবাদ সত্য, ইহা সে সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছে। ব্লেক সেফীল্ড-ষ্টেশনে নামিয়া ভিক্টোরিয়া হোটেলে বাসা লইয়াছে। একঘণ্টা পূর্ব্বে সে রদারফোর্ডের কুঠীতে প্রবেশ করিয়াছিল; সেখানে সে অনেকক্ষণ ছিল। তুমি রদারফোর্ডের অ'ফিসের যে কেরানীটাকে সোনার পয়জার মারিয়া গোলাম করিয়াছ, সেই কেরানী রদারফোর্ডের সহিত ব্লেকের গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছে। ব্লেক রদারফোর্ডের কুঠী হইতে চলিয়া যাইবার পর ক্রিউ সেই ঘুষখোর কেরানীটার সঙ্গে গোপনে দেখা করিয়াছিল। সে তাহার কাছে জানিতে পারিয়াছে—ব্লেক আজ রাত্রে রদারফোর্ডের সঙ্গে আসিবে। হাঁ, ছদ্মবেশে আসিবে; তখন তাহার নাম হইবে—প্রফেসার ব্রাউন। রদারফোর্ড ব্লেককে প্রোফেসার ব্রাউন বলিয়া পরিচিত করিবে। ব্লেকের মতলব কি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ মিস্?"

সিভিলিটি স্মিথের কথা শুনিয়া মন্টি লেন লাঙ্গুলাকৃষ্ট ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিল। মিঃ ব্লেক তাহাদের নৈশ পরামর্শ-সভায় উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সকল ফন্দী ফাঁসিয়া যাইবে—ইহা তাহারা

সকলেই বুঝিতে পারিল। তাহারা জানিত ব্লেককে প্রতারিত করা তাহাদের অসাধ্য।

মিস্ ডেথ সিভিলিটিকে বলিল, "ক্রিউকে বলিয়া দাও—সে সকল কাজ ছাড়িয়া ব্লেকের গতিবিধি লক্ষ্য করিবে, এবং ব্লেক ও তাহার কারপরদাজ স্মিথ কোথায় যায়, কি করে—তাহার সন্ধান লইয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাহা আমাদিগকে জানাইবে।"

সিভিলিটি স্মিথ টেলিফোনে ক্রিউকে মিস্ ডেথের আদেশ জ্ঞাপন করিল। ক্রিউ দস্যুপতি স্যাড্ওয়েলের দলের সর্দ্দার-গোয়েন্দা। সে গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দাগিরি করিবার ভার পাইল।

মন্টি লেন সক্রোধে বলিল, "গোয়েন্দা ব্লেক গোল্লায় যাক! সে কি উপায়ে আমাদের সন্দেহ করিল? ডাক্তার বামন সালভেডরকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কোন বিষয়েই ত আমাদের ত্রুটি হয় নাই। ক্রিউ রদারফোর্ডের যে কেরানীটাকে বশীভূত করিয়াছে, সে দেনার দায়ে বিব্রত; কাজেই পঞ্চাশ গিনির লোভে সে আমাদের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করিতে সম্মত হইয়াছে। রদারফোর্ড ব্লেককে ডাক্তার বামন সালভেডরের আবিষ্কৃত ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তির কথা বলিলে, ব্লেক ছদ্মবেশে রদারফোর্ডের দলে মিশিয়া সকল কথা শুনিতে উৎসুক হইয়াছে। ভয়ের কথা বটে! কিন্তু ব্লেক আমাকে সন্দেহ করিবার কি কারণ পাইয়াছে?"

মিস্ ডেথ বলিল, "তুমি যে বক্তৃতায় রদারফোর্ডকে ভুলাইতে পারিয়াছ ভাবিয়া মনে মনে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছিলে, তোমার সেই বক্তৃতা নিষ্ফল হইয়াছে। রদারফোর্ড ব্লেকের সাহায্য-প্রার্থী।"

মন্টি লেন সবিস্ময়ে বলিল,—"নিষ্ফল হইয়াছে! আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি, সেফীল্ডের লাখপতি কামারগুলা আমার ক্ষুরারি মলমের প্রস্তুতপ্রণালী শিখিয়া লইবার জন্য পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

সিভিলিটি স্মিথ অবিশ্বাস ভরে হাসিয়া বলিল, "জাল ডাক্তারের জাঁকের কথা শুনিলে মিস্! উহার সকল কথাতেই ঐ রকম জাঁক। যাহার যেমন স্বভাব! কিন্তু বাজে বুজ্রুকিতে কি সকলকে ভুলাইতে পারা যায়? ও কথা থাক্। রবার্ট ব্লেক কি মতলব করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছ কি? এখন তুমি কি করিবে? তোমার ফন্দীতে আর কোন কায হইবে না মন্টি! সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চল। উহাদের চারিজনকেই কোন কৌশলে এখানে লইয়া এস; উহাদের জানাও—তোমার মলমের গুণের পরীক্ষা এখানেই হইবে। তোমার হোটেলে তাহাদিগকে কায়দা করিতে পারিব না। এখানে আমার অনুচরেরা চারি দিকে পাহারায় থাকিবে, উহারা এখানে আসিলে উহাদিগকে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাঁধিয়া ফেলিবে; তাহার পর উহাদিগকে বস্তাবন্দী করিয়া একদম্ সাবাড়!"

মিস্ ডেথ বলিল, "সিভিলিটি, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত কথা বলিলে! তোমার এই প্রস্তাব অত্যন্ত অসার; আমি তোমার এই গুণ্ডামীর সমর্থন করি না। রবার্ট ব্লেক সাধারণ গোয়েন্দা নহে, তাহার কাছে তোমাদের কোন চালাকী খাটিবে না। সে বুঝিয়াছে রদারফোর্ডকে তোমরা কৌশলে প্রতারিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ। তুমি কি আশা কর সে পুলিশকে সতর্ক না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তোমার ফাঁদে আসিয়া পড়িবে? না, স্মিথকে না জানাইয়া এখানে সে গোপনে আসিবে?

"সে রদারফোর্ডের সহিত ছদ্মবেশে আসিতে চাহিয়াছে; ইহাতেই কি বুঝিতে পারিতেছ না—সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং একটা বিভ্রাটের আশঙ্কায় সতর্ক হইয়াই সে এখানে আসিবার সঙ্কল্প করিয়াছে? আমরা রদারফোর্ডের কুঠীতে গুপ্তচর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া খুব ভাল কায করিয়াছি। যদি তাহার সেই কেরানীটাকে ঘুষ দিয়া বশীভূত না করিতাম, তাহা হইলে আমাদের সকল ফন্দী ফাঁসিয়া যাইত।" (the whole scheme would have gone phut!)

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "হাঁ, আমার বুদ্ধি কিছু মোটা; সেই বুদ্ধিতে যে কায সহজ মনে হয়, তাহাই আমি করিয়া ফেলি। আমি তাহাদের চারি জনকেই গোপনে সরাইয়া ফেলিতে চাই। লক্ষপতি কামারগুলাকে গুম্ করিয়া রাখিয়া তাহাদের মুক্তিপণ আদায় করিব; রবার্ট ব্লেকের গোয়েন্দাগিরি করিবার সখ মিটাইব।—ইহাই আমার সঙ্কল্প। সেই গোয়েন্দাটা আমার মহাশত্রু, এবার বাগে পাইলে আমি তাহাকে তাহার গোস্তাকির প্রতিফল দিব। আমি অনেক দিন হইতে তাহাকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতে-

ছিলাম। এত দিন পরে সেই সুযোগ মিলিয়াছে, ইহার সদ্ব্যবহার আমাকে করিতেই হইবে।"

মিস্ ডেথ বলিল, "কিন্তু আমি নরহত্যার সমর্থন করি না। তুমি কাহা'কেও খুন করিতে পারিবে না। ব্লেকের জন্য যে ব্যবস্থা করিতে হয়, আমিই তাহা করিব। খুন জখম না করিয়াও তাহাকে জব্দ করিবার অন্য উপায় আছে; তাহাতে বেশী কায হইবে।"

মণ্টি লেন তাহার হস্তের ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "না, আর আমাদের তর্ক বিতর্ক করিবার সময় নাই। এখন আমরা কি করিব? তাহাদিগকে গ্র্যাণ্ড হোটেল হইতে ভুলাইয়া এখানে আনিব, না, কর্ত্তব্য স্থির করিবার জন্য আরও কিছু সময় লইব?"

মিস্ ডেথ বলিল, "সে ভার আমিই গ্রহণ করিলাম; ব্লেক প্রোফেসার ব্রাউন—এই ছদ্মনামে রদারফোর্ডের দলে মিশিয়া আসিবে বলিলে না?"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "হাঁ, এইরূপই সংবাদ পাইয়াছি।"

মিস্ ডেথ বলিল, "আগেই সংবাদটা পাওয়া গেল—ইহাতে আমাদের কাযের সুবিধা হইবে। ব্লেক রদারফোর্ডের দলে মিশিয়া আসিতেছে—এ সংবাদে আমি খুসী হইয়াছি। সে বুঝিতে না পারিলেও, তাহারই সাহায্যে আমরা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বাজি জিতিব।"

মণ্টি লেন বলিল, "আমি তোমার মতলব বুঝিতে পারিলাম না! ব্লেকের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। আমি ছদ্মবেশে যে কাযে হাত দিয়াছি, তাহা সফল হইতে পারে; কিন্তু ধূর্ত্ত ব্লেকের চোখে ধূলা দেওয়া অসাধ্য হইবে।"

মিস্ ডেথ উঠিয়া বলিল, "প্রত্যুষে পাঁচটার সময় ট্রেড্‌ওয়েল, ক্রিউ, ওয়ালী এবং বিশপকে এখানে মন্ত্রণার জন্য আহ্বান করিবে। আমি ব্লেকের ভার গ্রহণ করিব। আমি তাহাকে দুইবার সতর্ক করিয়াছি; কিন্তু সে আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছে। এইবার তাহার ধৃষ্টতার প্রতিফল দিতে হইবে।"

সে তাহার চিন্‌চিলা কোটের বোতাম আঁটিয়া হাত-ব্যাগটা তুলিয়া লইল। সিভিলিটি স্মিথ ও মণ্টি লেন তাহার তেজঃপূর্ণ মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। সেইরূপ লাবণ্যবতী তেজোগর্ব্বময়ী বলিষ্ঠা যুবতী আর কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রাণত্যাগ করিবে—ইহা বিশ্বাস করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না। সমগ্র দস্যু-সমাজকে সে অঙ্গুলি-সঞ্চালনে পরিচালিত করিতেছিল, প্রবল পরাক্রান্ত দুঃসাহসী দস্যুদল তাহাকে যমের মত ভয় করিত—তাহার কোমলতাপূর্ণ মাধুর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিত না। তাহার কুসুম-কোমল হৃদয়ে বজ্রের শক্তি ও দৃঢ়তা সংগুপ্ত রহিয়াছে—ইহা কাহারও ধারণা করিবার শক্তি ছিল না।

মিস্ ডেথ বলিল, "প্রত্যুষে পাঁচটার সময় আমি এখানে ফিরিয়া আসিব। মণ্টি, তোমার বন্ধু জাপোটেক সে সময় নেশায় বেহুঁস না হইয়া প্রকৃতিস্থ থাকে—সে দিকে লক্ষ্য রাখিবে। যদি কোন বাধা বিঘ্ন না ঘটে, তাহা হইলে কাল আমরা পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া সেফীল্ড পরিত্যাগ করিতে পারিব—এ সম্বন্ধে তোমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পার।"

মিস্ ডেথ প্রস্থান করিলে সিভিলিটি স্মিথ ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মণ্টি, তুমি কি মনে কর আমরা জীবন বিপন্ন করিয়া যে টাকা উপার্জ্জন কবিব, সেই টাকাগুলা আমাদের কাযে না লাগিয়া ইয়র্কসায়ারের অনাথ আতুরদের ভোগে লাগিবে? কি অন্যায়!—ইচ্ছা হইতেছে দুই হাতে মাগীর টুঁটি ধরিয়া একটি টেপনেই উহাকে সাবাড় কবি!—এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না।"

মণ্টি লেন প্রশান্তভাবে বলিল, "যেদিন তুমি ঐ কার্য্যটি করিবে, তাহার দুই দিন পরেই জেলখানার জল্লাদ তোমার গলায় ফাঁস বাঁধিয়া তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া দিবে; কাজেই টাকাগুলা হাতে পাইলেও তাহা ভোগ করিবার সুযোগ পাইবে না। অথচ জল্লাদ বেটা এই কাযের জন্য দয়ালু সরকারের নিকট দশ গিনি বকশিস্ পাইবে!"

* * * *

মিঃ ব্লেক দ্বার-প্রান্তে পদশব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতেই দুই মূর্ত্তি ব্যগ্রভাবে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের কেশ-বেশ বিশৃঙ্খল, দেহ অবসন্ন, দেহের কোন কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত।

মিঃ ব্লেকের সহকারী স্মিথ প্যাস পেজকে সঙ্গে লইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখীন হইল।

স্মিথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "কর্ত্তা, হল-ঘরে যে দরোয়ান বেটা পাহারায় আছে—তাহার হাত ছাড়াইয়া এখানে আসিতে কি কম কষ্ট

পাইয়াছি? আমাদের অবস্থা দেখিয়া, দাঙ্গাবাজ গুণ্ডা মনে করিয়া সে আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া বারান্দায় বাহির করিয়া দিয়াছিল আর কি! শেষে তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাহার হাতে দশ শিলিংএর নোট গুঁজিয়া দিলে সে ঠাণ্ডা হইল।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "চেহারা দেখিয়া সে তোমাদের ভদ্রলোক মনে করিতে পারে নাই—এ জন্য তাহাকে অপরাধী করা যায় না। তোমার একটি চক্ষু ফুলিয়া উঠিয়াছে, কপালও ফাটিয়া গিয়াছে; ইহা বোধ হয় গোট্ ইন দর্শনের পুরস্কার?"

স্মিথ তাহার টুপিটা টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া সবেগে মাথা ঝাঁকাইল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া প্ল্যাস পেজ বলিল, "হঁ', সেখানে যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও তীব্র—যেন একটা প্রচণ্ড 'টর্ণেডো' বহিযা গেল! আমি সে দাঙ্গাব বিবরণটি পাঁচ শো কথায় এমন চমৎকার করিয়া লিখিয়া আমাদের কাগজে পাঠাইব যে, তাহা পাঠ করিয়া পঞ্চাশ হাজার পাঠকের মুণ্ড এক সঙ্গে দুলিযা দুলিয়া সেই বর্ণনার তারিপ করিবে। মিঃ ব্লেক, আপনাব অনুমান সত্য, ডাকাতগুলা ইয়র্কসায়ারেই আসিয়া জুটিয়াছে। সেফীল্ডে প্রতি রাত্রেই এই রকম দাঙ্গা চলিলে আইনের গুঁতায় তাহা বন্ধ করিতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু দস্যুদের বড় বড় সর্দ্দার—মণ্টি লেন, বিশপ, ওয়ালী প্রভৃতি কোথায় লুকাইয়া আছে—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! প্রথমোক্ত দু'জন দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যোগ দিতে ভালবাসে না, তাহারা অদৃশ্য থাকিয়া কলকাঠী নাড়ে। তৃতীয় ভদ্রলোকটি দাঙ্গাবাজ না হইলেও জালিয়াৎরাজ; এ দেশে জাল জুয়াচুরীতে সিদ্ধহস্ত ঐ রকম দু'জন মহাপুরুষ আছে কি না সন্দেহের বিষয়! তাহার যে হাত কলম চালাইতেই সুদক্ষ, ঘুঁস চালাইয়া সে সেই হাতের গৌরব নষ্ট করিতে রাজী নয়।"

প্ল্যাস বলিল, "তবে কি আপনার বিশ্বাস—তাহারা সেফীল্ডেই লুকাইয়া আছে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কুট্‌সও আমাকে টেলিগ্রাম করিয়া এ কথা জানাইয়াছে। স্মাড্‌ওয়েলের দলের একজন গুপ্তচর এ সংবাদ দিয়াছে, সুতরাং তাহা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য। সেই গুপ্তচরটা ইন্‌স্পেক্টরের অনুগৃহীত, মধ্যে মধ্যে কিছু বক্‌শিস্ পায়।"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "তবে এখন আপনি কি করিবেন স্থির করিয়াছেন? আমরা ত কোন নূতন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। গুণ্ডারাজ কন্‌কির সন্ধান পাইতেও পারি; কিন্তু পুলিশ তাহাকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা জানিতে পারি নাই।"

মিঃ ব্লেক চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া বলিলেন, "আজ আমি এক অদ্ভুত গল্প শুনিয়া আসিযাছি; কিন্তু সেই ঘটনাটি অত্যাশ্চর্য্য ও কৌতুকাবহ ইন্দ্রজাল, অথবা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর আবিষ্কার সমূহের অন্যতম (one of the most remarkable inventions of the age,) তাহা সম্ভবতঃ আজ রাত্রে বুঝিতে পারা যাইবে। প্ল্যাস, সে বড়ই বিচিত্র কাহিনী! আমার বিশ্বাস, তাহা তোমাদের 'রেডিও'তে প্রকাশিত হইলে চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল উত্থিত হইবে; লক্ষ লক্ষ কাগজ দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইবে। তোমার এখানে আসা সার্থক হইবে।"

প্ল্যাস পেজ কৌতূহল ভরে বলিল, "এমন কি অদ্ভুত কাণ্ড মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তবে শোন।"—তিনি সেই দিন মার্টিন রদারফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ডাক্তার রামন সালভেডবের আবিষ্কৃত ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা সমস্তই প্ল্যাস পেজ ও স্মিথের গোচর করিলেন।

সেই সকল কথা শুনিয়া প্ল্যাস পেজ বলিল, "অদ্ভুত ব্যাপার বটে!—ডাক্তার সালভেডরেব আবিষ্কৃত সেই মলমের যদি সত্যই এইরূপ বিশিষ্টতা থাকে—তাহা হইলে সেই বিদেশী ডাক্তারটা অল্প দিনেই লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড উপার্জ্জন করিবে। এই মলম মনুষ্য জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। আমার মনেহয় এরূপ উপকারী দ্রব্য বহুদিন পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হওয়া উচিত ছিল।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সালভেডরের উক্তি অনুসারে এই সামগ্রী না কি দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল! কিন্তু সে কথা এখন থাক; তুমি আমার একটু কায করিতে পারিবে? আমি যে সেফীল্ডে আসিয়াছি—এ সংবাদ মিস্ ডেথ জানিতে পারিয়াছে এবং পূর্ব্বেই তাহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি; মিস্ ডেথের অনুচরবর্গেরও তাহা অজ্ঞাত নহে। বাহিরের কোন লোক এই হোটেলের অফিস-ঘরে আসিয়া আফিসের

কেরানীকেও আমার সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। এই সংবাদে আমার দুশ্চিন্তার কোন কারণ না থাকিলেও, আমি বুঝিতে পারিয়াছি কেহ কেহ আমার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছে।"

স্মিথ নিস্তব্ধ ভাবে মিঃ ব্লেকের কথা শুনিতেছিল; সে এতক্ষণ পরে বলিল, "এ সকল বড় ভাল লক্ষণ নয় কর্ত্তা! আপনাকে একটু সতর্ক থাকিতে হইবে। আপনি আজ রাত্রে কি করিবেন স্থির করিয়াছেন?"

মিঃ ব্লেক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "প্রোফেসার সিটন ব্রাউন ডাক্তার রামন সালভেডরের ক্ষুরারি মলম পরীক্ষা করিবেন; তবে তাহা পরীক্ষা করিয়া সেই মলমের পক্ষপাতী হইবেন কি না তাহা এখন নিঃসন্দেহে বলা অসম্ভব। কিন্তু আমি তোমাদের উভয়েরই কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া দিতেছি।—একদল মহাপরাক্রান্ত অপরাধীর বিরুদ্ধে আমাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে; প্রকৃত পক্ষে তাহারাই আমাদের বিরুদ্ধে রণসজ্জা করিয়াছে। আমি যে ডাক্তার রামন সালভেডরের অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা শুনিয়াছি, সে হয় ত প্রকৃতই খাঁটী মানুষ; (may be a perfectly bonafide person.) কিন্তু আমার বিশ্বাস সে যে অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করাইয়া রদারফোর্ড ও তাঁহার সমব্যবসায়ী লোকগুলিকে হতবুদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহা কোন রকম ইন্দ্রজাল বা যাদুবিদ্যা। আমি জানি মণ্টি লেন এইরূপ যাদুবিদ্যার পরিচয় দিতে ভালবাসে, সুতরাং এই রামন সালভেডর লোকটি খাঁটি কি মেকি, তাহা পরীক্ষা করিতে হইবে।

"কিন্তু আমাদের প্রধান অসুবিধা এই যে, সিভিলিটি স্মিথ ও তাহার দলভুক্ত দস্যুদের সহিত মিস্ ডেথের কোন সম্বন্ধ আছে কি না তাহার কোন প্রমাণ এখন পর্য্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমরা জানিতে পারিয়াছি, সে কোন কৌশলে মণ্টি লেনকে বশীভূত করিয়াছে। মণ্টি লেন, স্বেচ্ছায় হউক আর বাধ্য হইয়াই হউক, তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাহারা এই ভাবে মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা কিরূপ যোগাড়যন্ত্র ও আয়োজন করিয়াছে—তাহা জানিতে না পারায় আমাদের কোন দিকেই অগ্রসর হইবার উপায় নাই। প্যাস, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আমি নির্ভর করিতে পারি; আমাকে তোমার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে অনেক গুপ্ত রহস্যই তুমি জানিতে পারিবে; কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার সম্মতি না লইয়া সেই সকল সংবাদ তুমি তোমাদের কাগজ 'ডেলি রেডিও'তে প্রকাশ করিবে না।"

প্যাস পেজ বলিল, "হাঁ মিঃ ব্লেক, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি। যদিও আমাদের কাগজের স্বার্থে দৃষ্টি রাখা আমার প্রথম কর্ত্তব্য, তথাপি আপনার কায নষ্ট করিয়া এবং আপনার ন্যস্ত বিশ্বাসের অপপ্রয়োগ করিয়া সে কায আমি করিব না—আমার এই অঙ্গীকারে আপনি নির্ভর করিতে পারেন। আপনি আমাকে যে কার্য্যের ভার দিবেন, তাহাই আমি সানন্দে গ্রহণ করিব; অধিক কি, আপনি আমাকে কোন ভার না দিলেও আমি আপনাকে ছাড়িয়া যাইতাম না, কারণ আমি জানি আপনার সঙ্গে থাকিলে এক সময় আমার আশা পূর্ণ হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "এখানে থাকিয়া আমরা পরস্পরের উপকার করিতে পারিব; আজ রাত্রে আমি তোমাকে একটু নূতন রকম কার্য্যের ভার দিব, এই কায তোমাকে একাকী করিতে হইবে, তুমি কাহারও সাহায্য পাইবে না; কিন্তু ইহার কারণ তুমি পরে বুঝিতে পারিবে। এই ভাবে স্মিথকেও অন্য একটি কাযের ভার লইতে হইবে। বিভিন্ন দিক দিয়া এইরূপ চেষ্টা করিলে আমরা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দস্যুদলকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই—"

সেই মুহূর্ত্তে টেলিফোন ঝণ্-ঝণ্ শব্দে বাজিয়া উঠিল, এজন্য মিঃ ব্লেকের মুখের কথা আর শেষ হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ রিসিভার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিতেই সেফীল্ড-পুলিশের ইন্স্পেক্টর নিউষ্টফের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। মিঃ ব্লেক সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে মিঃ রদারফোর্ডের কুঠীতে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিবার পূর্ব্বে ইন্স্পেক্টর নিউষ্টফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন কোন প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছিলেন।

ইন্স্পেক্টর নিউষ্টফ বলিলেন, "হালো, আপনি কি মিঃ রবার্ট ব্লেক!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ আমি ব্লেক—কথা বলিতেছি। কোন নূতন সংবাদ আছে কি ইন্স্পেক্টর?"

উত্তর হইল, "বিস্তর! আজ অপরাহ্নে আর দুই দল গুণ্ডার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক দলের একটা

গুণ্ডা ছোরার আঘাতে মারা পড়িয়াছে। আমরা আধ ডজন গুণ্ডাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। তাহাদের কেহ কেহ দস্যু-সর্দ্দার স্মাড্‌ওয়েলের দলভুক্ত বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে। আপনি এদিকে আসিলে আমাদের পরামর্শ করিবার সুবিধা হইবে; বিশেষতঃ আপনি বোধ হয় দুই একটা দস্যুকে সনাক্ত করিতে পারিবেন। উহারা ধরা পড়িলেও অত্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছে; কেহই নিজের নাম বলিতে সম্মত নহে। সকলেই বোবা সাজিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হুম্! তা বেশ, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করিতেছি।

মিঃ ব্লেক রিসিভার নামাইয়া রাখিয়া স্মিথ ও প্ল্যাস পেজকে বলিলেন, "দস্যুরা আর নিশ্চল ভাবে বসিয়া নাই; এখন তাহাদের সচল অবস্থা। আজ রাত্রে তোমাদিগকে কি করিতে হইবে, তাহা বলিতেছি; আমার সকল কথা সতর্ক ভাবে শুনিয়া রাখ। তোমাদের সঙ্গে আর আমার দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ শীঘ্রই আমাকে বাহিরে যাইতে হইবে।"

মিঃ ব্লেক সঙ্ক্ষেপে উভয়কে যে উপদেশ দিলেন তাহা শুনিয়া আনন্দে ও উৎসাহে স্মিথের চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইল। তাহাদিগকে যে কৌশল ও ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহার গুরুত্ব বুঝিয়া স্মিথ অত্যন্ত আনন্দিত হইল; কারণ সেইরূপ কার্য্যই সে ভালবাসিত। মিঃ ব্লেক অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর না করিয়া সকল দিক বিবেচনার পর যে প্রণালী স্থির করিলেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টিরই নিদর্শন।

স্মিথ সোৎসাহে বলিল, "আপনার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব, তাহার পর হার জিত! ফলাফল আপনি জানিতেই পারিবেন।' এত দিন পরে কাযের মত একটা কায পাওয়া গেল!'

সপ্তম লহর

বুজ রুকি

পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন—বিখ্যাত দস্যু মন্টি লেন ডাক্তার ডন্ রামন বেলিসারিও-ডি-সোয়ারেজ সালভেডর এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া সেফীল্ডের ধনাঢ্য কর্ম্মকারগুলিকে প্রতারিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। সে যাহাকে জাপোটেক নামে পরিচিত করিয়াছিল—সে আর একটি চতুর দস্যু; তাহার নাম ডাগো ফ্রাঙ্ক। রহস্যময়ী মিস্ ডেথের আদেশে দস্যুদল নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছিল। লুণ্ঠন, প্রতারণা, জালিয়াতী প্রভৃতি কোন অনুষ্ঠানেরই তাহাদের ত্রুটি ছিল না।

সন্ধ্যা সাতটা অতীত হইলে ডাক্তার রামন সালভেডর মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাহার অগ্নিপরীক্ষা আরম্ভ হইবে—ইহা জানিয়াও সে বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত হইল না। মিস্ ডেথকে সে আন্তরিক ঘৃণা করিলেও তাহার অবাধ্য হওয়া মন্টি লেনের অসাধ্য। মিঃ ব্লেক সেই মন্ত্রণা-সভায় ছদ্মবেশে উপস্থিত হইবেন শুনিয়া সে উৎকণ্ঠিত হইলেও, মিস্ ডেথ মিঃ ব্লেককে সায়েস্তা করিতে পারিবে বুঝিয়া আশ্বস্ত হইল।

বস্তুতঃ মিস্ ডেথের মস্তিষ্কের পরিচালনা-শক্তি অসাধারণ, এবং নারী হইলেও সে নেপোলিয়নের মত শাসন-দক্ষতার (executive ability of a female Napoleon) অধিকারিণী হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক তাহার সকল সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে পারেন—এই আশঙ্কায় সে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। সে প্রত্যূষে পাঁচটার সময় মন্টি লেনের আড্ডায় উপস্থিত হইয়া দস্যু-সভায় তাহার গুপ্ত সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। তাহার কার্য্য-প্রণালীর বিবরণ শুনিয়া সিভিলিটি স্মিথ পর্য্যন্ত তাহার চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইল।

সিভিলিটি স্মিথের অনুচরেরা সেফীল্ডের গুণ্ডাদের সহিত দাঙ্গা করিয়া বিপন্ন হওয়ায় সিভিলিটি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার দলের চারিজন দস্যু পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়াছিল, এবং তাহার প্রধান অনুচর কন্‌কি ধরা পড়িবার ভয়ে অদৃশ্য হইয়াছিল। ক্রিউ তাহাকে জানাইয়াছিল—পুলিশের 'ধর পাকড়' শেষ না হইলে 'কন্‌কি'র সাড়া পাওয়া যাইবে না। পুলিশ কন্‌কিকে গোপনে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই।

মন্টি প্রত্যূষে পাঁচটার সময় হোটেলে বসিয়া মিস্ ডেথের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই সময় দ্বারে করাঘাত হইলে সে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মিস্ ডেথ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। মিস্ ডেথ সেই কক্ষের অদূরে কয়েকটি কক্ষ ভাড়া লইয়াছিল। হোটেলওয়ালা জানিত সে আমেরিকা-বাসিনী ধনাঢ্য বিধবা, কিছুদিন সে সেফীল্ডে বাস

করিবার জন্যই সেই হোটেলে ঘরভাড়া লইয়াছিল। —মণ্টি লেন ডাক্তার রামন সালভেডরের ছদ্মবেশে পূর্ব্ব হইতেই সেই হোটেলে বাস করিতেছিল।

মিস্ ডেথ তাহাকে বলিল, "সব প্রস্তুত ?"

মণ্টি লেন বলিল, "হাঁ, আমি রদারফোর্ডের নাম করিয়া প্রোফেসাব সিটন ব্রাউন অর্থাৎ রবার্ট ব্লেককে টেলিফোনে পরামর্শ-সভায় আহ্বান করিয়াছি। তাহাকে বলিয়াছি হোটেলে আসিয়া সে ৫৪নং কামরায় প্রবেশ করিবে। কিন্তু রদারফোর্ড ও তাহার সঙ্গীদের আসিতে আবও আধ ঘণ্টা বিলম্ব হইবে; সুতরাং রবার্ট ব্লেককে কায়দায় ফেলিবার জন্য যথেষ্ট সুযোগ পাইব।"

মিস্ ডেথ বলিল, "চমৎকার!—তোমাদের অন্য বন্ধু বিশপ কোথায় ?"

পাশেই একটি শয়ন-কক্ষ ছিল, মণ্টি লেন সেই কক্ষের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া চক্ষু টিপিল; তাহার পর বলিল, "দরজা বন্ধ করিয়া সে মুখে রঙ্গ ও তুলি বুলাইতেছে। ছদ্মবেশ ধরিতে তাহার মত ওস্তাদ এদেশে অল্পই আছে।"

মিস্ ডেথ বলিল, "সেই জন্যই ত এই দুরূহ কার্য্যে তাহার সাহায্য লইয়াছি। আমি যখন ব্লেককে ধবিয়া ফাঁদে ফেলিব—তখন তুমি নিকটেই থাকিও মণ্টি! চার্লি চ্যাট রাত্রি পৌনে আটটার সময় 'কার' লইয়া উপস্থিত হইবে।"

চার্লি চ্যাট মিস্ ডেথের বিশস্ত অনুচর। সে পাকা চোর; কিন্তু তখন সে চুরি ছাড়িয়া মিস্ ডেথের সোফেয়ারী করিতেছিল। তদ্ভিন্ন, তাহার উপর আবও অনেক কার্য্যেব ভাব ছিল।

মণ্টি লেন চুমকুড়ি ছাড়িয়া বলিল, "তোফা! আজ যেন একটু কায কর্ম্মের সাড়া পাওয়া যাইতেছে।"

সে শয়ন কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিতেই দেখিতে পাইল একটি দীর্ঘাকৃতি পক্ককেশ প্রবীণ ব্যক্তি আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নাকের ডগায় শিং-বাঁধানো চশমা আঁটিতেছিল। তাহার পরিধানে সান্ধ্য পরিচ্ছদ। তাহাকে দেখিলে প্রবীণ 'প্রোফেসর' বলিয়াই সকলের ধারণা হইত।

এই লোকটিই বিসপ নামে পরিচিত; কিন্তু মিস্ ডেথ ভিন্ন অন্য কেহ তাহার প্রকৃত নাম জানিত না। তাহার অনেকগুলি উপনাম ছিল। সে এক সময় রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিল; অভিনয়ে সে অর্থ ও যশ উভয়ই উপার্জ্জন করিতে পারিত; কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তিই অর্থোপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল। ছদ্মবেশে সে অনেকের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল। পুলিশ কোন দিন তাহাকে ধরিতে না পারিলেও 'কৃতান্তের দপ্তরের' বেড়া-জাল সে এড়াইতে পাবে নাই, এজন্য তাহাকে মিস্ ডেথের কবলে পড়িতে হইয়াছিল; অগত্যা সে ভূতের বোঝা বহিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বিসপ বলিল, "আমেরিকানদের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতে আমার একটু অসুবিধা হয়, কি বিশ্রী তাহাদেব কথার টান! সেই গোয়েন্দা বেটা ঠিক সময়ে এদিকে আসিবে ত?"—মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইল।

মণ্টি বলিল, "কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে এখানে আসিয়া জুটিবে। তাহাকে কায়দা করিবার মাল-মসলাগুলা ঠিক আছে ত ?"

বিসপ বলিল, "সেজন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না; তুমি শুধু তফাতে দাঁড়াইয়া মজা দেখিও।"

মণ্টি বলিল, "তোমাকে এখানে থাকিয়াই গোয়েন্দা বেটাকে বেসামাল করিতে হইবে। আমাদের সর্দ্দারণী কিন্তু তাহাকে দুই একটা কথা বলিয়া লইবে; কাজেই, তাহাকে ঘুম পাড়াইবার আগে মিনিট দুই চারি সজ্ঞান অবস্থায় রাখিতে হইবে।"

বিসপ কদর্য্য মুখভঙ্গি করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "কোন্‌টাকে আমি বেশী ঘৃণা করি তা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু মিস্ ডেথের ইচ্ছাই আগে পূর্ণ করিতে হইবে, কারণ সে আমাদের সকলকেই এক হাটে কিনিয়া অন্য হাটে বেচিতে পারে।"

সেই সময় মণ্টির কামরার দ্বারে করাঘাত হওয়ায় মণ্টি তাড়াতাড়ি বিসপের সাজ-ঘর ত্যাগ করিয়া নিজের কামরায় প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে সে মিস্ ডেথ বা জাপোটেককে দেখিতে পাইল না; সে একখানি চেয়ারে বসিয়া দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিল। মুহূর্ত্তপরে পুনর্ব্বার দ্বারে করাঘাত হইল, তাহা শুনিয়া মণ্টি বলিল, "কে? ভিতরে এস।"

হোটেলের একটি আরদালী একজন আগন্তুকের সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে ডাক্তার রামন সালভেডরকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "প্রোফেসর সিটন ব্রাউন মিঃ রদারফোর্ডের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।"

আরদালী উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই

সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে অদৃশ্য হইলে মণ্টি লেন উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বুকের ভিতর যেন সবেগে হাতুড়ি পড়িতে লাগিল। সে মনের ভাব গোপন করিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিল। যদি সে পূর্ব্বে সংবাদ না পাইত—তাহা হইলে এই পক্ককেশধারী বৃদ্ধই যে ছদ্মবেশী রবার্ট ব্লেক—ইহা সে কোন প্রকারেই বুঝিতে পারিত না। মিঃ ব্লেকের ছদ্মবেশে কোন খুঁত ছিল না; তবে যদি কেহ তাঁহার চশমার ভিতর দিয়া চক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইত, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিত—তাঁহার চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতেজ ভাব সেই পক্ককেশ বৃদ্ধের বয়সের তুলনায় যেন একটু অস্বাভাবিক।

ছদ্মবেশী মিঃ ব্লেকও বামন সালভেডর-বেশধারী মণ্টি লেনের মুখের দিকে চাহিয়া 'সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি'র ভঙ্গিতে কিঞ্চিৎ আড়ষ্ট স্বরে বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল মিঃ রদারফোর্ডকে এখানেই দেখিতে পাইব। আমি টেলিফোনে যে সংবাদ পাইয়াছিলাম—তাহাতে তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা করিবার সময় পরিবর্ত্তিত করিয়া সন্ধ্যা সাতটায় সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তিনি কোথায়? আশা করি, আমি এখানে অনধিকার প্রবেশ করি নাই।"

মণ্টি লেন ব্যগ্রভাবে বলিল, "অনধিকার প্রবেশ! না না—মিঃ কি বলে, প্রফেসার! আপনি পূর্ব্ব-নির্দ্দেশানুযায়ী ঠিক কামরাতেই আসিয়াছেন। আপনি বসিবেন না?—মিঃ রদারফোর্ড দুই এক মিনিটের মধ্যেই এখানে আসিবেন। আপনি—

মণ্টি লেনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের এক প্রান্তের দ্বারের পরদা ঠেলিয়া মিস্ ডেথ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহার হাতের মুঠার ভিতর একটি ক্ষুদ্র পিস্তল ঝক্-ঝক্ করিতেছিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ গাঢ় লোহিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত এবং তাহার মুখমণ্ডল বিকটাকার নর-কপালের মুখোসে আচ্ছাদিত।

মিস্ ডেথ মিঃ ব্লেকের ললাট লক্ষ্য করিয়া তাহার হাতের পিস্তল উদ্যত করিল, এবং দৃঢ়স্বরে বলিল, "তোমার দুই হাত মাথার উপর উঁচু কর মিঃ রবার্ট ব্লেক! আমি স্বীকার করি তোমার ছদ্মবেশে কোন খুঁত নাই; কিন্তু তথাপি তুমি আমার চক্ষুকে প্রতারিত করিতে পার নাই।"

মিঃ ব্লেক সম্পূর্ণ অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "অতি বিকটাকার ছদ্মবেশে সজ্জিত হইলেও ঐ কদর্য্য মুখোস দ্বারা তুমিও আমাকে আতঙ্কিত করিতে পার নাই সুন্দরি!"

ডায়েনা টেম্পল পিস্তলটি আরও এক ইঞ্চি উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া তীব্র স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার সঙ্কল্পে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। যদি তুমি চীৎকার কর, কিম্বা আত্মরক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা কর—তাহা হইলে আমার এই পিস্তলের গুলী নিঃশব্দে তোমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিবে। ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "নারীর এই অভিনয় চমৎকার নাট্যকলা-কৌশলে পূর্ণ—এ কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য।"

ডায়েনা টেম্পলের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে মিঃ ব্লেককে গুলী না করিয়া বাঁ হাতের আঙ্গুল মট্‌কাইল! সেই মুহূর্ত্তে জ্যাপোটেক টেবিলের তলা হইতে গুড়ি মারিয়া বাহির হইয়া একখান লম্বা ও পুরু ফ্লানেলের থান মিঃ ব্লেকের মাথার উপর ছুড়িয়া ফেলিল; তাহার পর দুই হাতে দৃঢ়রূপে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। মিঃ ব্লেকের মাথা ও মুখ ঢাকা পড়িল।

এই আক্রমণ এরূপ আকস্মিক যে, মিঃ ব্লেক সতর্ক হইবার অবসর পাইলেন না। তিনি মুক্তিলাভের চেষ্টায় উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার উভয় বাহুমূলে যেন অত্যুত্তপ্ত সূচী (red-hot needles) বিদ্ধ হইল। তাঁহার আর হাত তুলিবার শক্তি হইল না।

তথাপি মিঃ ব্লেক মুক্তিলাভের চেষ্টা করিলেন; তাঁহার পাকা পরচুলা মাথার এক পাশে সরিয়া গেল এবং তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ চুলগুলি তাহার আড়াল হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

মণ্টি লেন সোৎসাহে বলিল, "এবার তোমাকে হাতে পাইয়াছি ব্লেক! আর তোমার নিস্তার নাই।"

মিস্ ডেথ বলিল, "শীঘ্র কায শেষ কর; উহাকে আর অধিকক্ষণ মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে হইবে না।"

মণ্টি লেন বলিল, "আর একবার পিচ্‌কিরির খোঁচা চালাও।"

মণ্টি লেনের অনুচর 'জ্যাপোটেক' অর্থাৎ ডাকো ফ্রাঙ্ক পিচ্‌কিরির সূচী-মুখ সজোরে নীচের দিকে ঠেলিয়া দিল। মিঃ ব্লেকের সর্ব্বাঙ্গ একবার

কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার দেহ অসাড় হইল।

মিস্ ডেথ তাঁহার অচেতন দেহের দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জাপোটেককে বলিল, "জাপোটেক, শীঘ্র এই গোয়েন্দাকে বাঁধিয়া ফেল। এখন ঘণ্টা-দুই উহার চেতনা লাভের সম্ভাবনা নাই। রবার্ট ব্লেকের মত বিখ্যাত গোয়েন্দা একটা সামান্য ফাঁদে ধরা পড়িল? উহার পক্ষে কি লজ্জার কথা!"

অন্য কক্ষের দ্বারপ্রান্ত হইতে বিসপ বলিল, "যাহারা বেশী সতর্ক, তাহারাই অতি সহজে বিপদে পড়ে। ফ্রাঙ্কি, তাড়াতাড়ি গোয়েন্দাটার মুখ বাঁধিয়া ফেল। উহাকে ঐ বেতের বাক্সে পুরিয়া রাখ। সিভিলিটি আসিলে উহাকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিতে পারিলেই আমরা নিশ্চিন্ত হইব।"

সেই কক্ষের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড বেতের বাক্স ছিল; তাহা প্রায় পাঁচ ফিট দীর্ঘ এবং সেই অনুপাতে উচ্চ। বিসপ যে সময় রঙ্গালয়ে অভিনয় করিত, সেই সময় সেই বাক্সের ভিতর তাহার জিনিস-পত্র লইয়া বিভিন্ন নগরে অভিনয় দেখাইতে যাইত। সেই বাক্সের ভিতর একজন লোককে অনায়াসে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যাইত।

মিস্ ডেথের ষড়যন্ত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে সফল হইল। বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ মিঃ ব্লেক হাত পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় বেতের বাক্সের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তাঁহাকে অদৃশ্য হইতে হইল। মিস্ ডেথ আদেশ করিল—চার্লি চ্যাট ও ট্রেড্‌ওয়েল আধ ঘণ্টার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই বেতের বাক্স সিভিলিটির নিকট লইয়া যাইবে। হোটেলের কর্ম্মচারী বা পরিচারকবর্গ সেই বাক্স দেখিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না; কারণ ভ্রমণকারীরা দেশ বিদেশে ভ্রমণের সময় ঐরূপ বাক্স ব্যবহার করে।

চার্লি চ্যাট সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিস্ ডেথকে অভিবাদন করিল; তাহার পর খুসী হইয়া বলিল, "কর্ত্রী, আপনার ফিকির অব্যর্থ; যেন মন্ত্রবলে সকল কার্য্য শেষ হয়! প্রথমে আমার একটু ভয় হইয়াছিল। অত-বড় বিশ্ববিখ্যাত গোয়েন্দার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ভয় না হয় কাহার? কিন্তু আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। মিঃ ব্লেককে যখন আমরা কায়দায় পাইয়াছি, তখন আমাদের বাকি কায জলের মত সহজ হইবে।"

মিস্ ডেথ বলিল, "হাঁ, সেইরূপই আশা করি। ব্লেককে কয়েদ করায় আমাদের শক্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইল; আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম। রদারফোর্ড অত্যন্ত সন্দিগ্ধচেতা; মণ্টি তাহার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহা সত্য বলিয়া সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই, এই জন্য সে ব্লেককে মণ্টির কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। এসকল কথা আমরা রদারফোর্ডের কর্ম্মচারী ওয়াল্‌টার্সের নিকট জানিতে পারিয়াছি; ওয়াল্‌টার্স তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়া তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু টাকা খাইয়া হতভাগাটা তাহার অন্নদাতা মনিবের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই! সে চোরেরও অধম, বিশ্বাসঘাতক।

মণ্টি লেন বলিল, "হাঁ, সে পঞ্চাশ গিনির লোভে এই কুকর্ম্ম করিয়াছে; তাহাকে টাকাগুলা দিয়া আমরা কায গুছাইয়া লইয়াছি। ক্রিউ আমাদিগকে পরামর্শ না দিলে আমরা তাহাকে বশীভূত করিতে সাহস করিতাম না। ক্রিউ জানিত ওয়াল্‌টার্সকে ক্রয় করা কঠিন হইবে না।"

মিস্ ডেথ বলিল, "ঐ ফন্দী ক্রিউর মাথায় গজায় নাই, আমিই তাহাকে এই পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়াছিলাম। মণ্টি, তুমি রদারফোর্ডকে প্রতারিত করিবার জন্য যে কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলে, ব্লেককে এ ভাবে আটক করিতে না পারিলে তোমার সেই কৌশল নিষ্ফল হইত। রদারফোর্ড ব্লেকের উপর কিরূপ নির্ভর করে, তাহাকে কতদূর বিশ্বাস করে—তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই? রদারফোর্ড আজ রাত্রে ব্লেককে এখানে আসিতে অনুরোধ করায় ব্লেক প্রোফেসার সিটন ব্রাউনের ছদ্মবেশে এখানে আসিতে সম্মত হইয়াছিল। রদারফোর্ড হড্‌লষ্টোন ও রোডস নামক সমব্যবসায়ী কামার দুটোকে ছদ্মবেশী ব্লেকের পরিচয় দিয়া থাকিবে; কিন্তু ব্লেক কিরূপ ছদ্মবেশে এখানে আসিবে, তাহা তাহারা জানে না। রদারফোর্ডও ছদ্মবেশধারী ব্লেককে চিনিতে পারিবে—তাহার সম্ভাবনা নাই। ছদ্মবেশ ধরিলে ব্লেককে কেহই চিনিতে পারে না।

"আমাদের বন্ধু বিসপ অতি উৎকৃষ্ট অভিনেতা; এইবার সে দুইজনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আমাদের সকলকে তাহার অদ্ভুত শক্তির পরিচয়ে বিস্মিত করিবে; সে ব্লেকের ও প্রোফেসর ব্রাউনের স্থান অধিকার করিবে।"

বিসপ খুসী হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব প্রলোভনের বিষয় বটে ; আরও আনন্দের বিষয় এই যে, আমি যখন সেই বিশ্ববিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিতে থাকিব, তখন সেই টিক্‌টিকিপ্রবর একটি বেতের বাক্সের ভিতর কতকগুলি ছেঁড়া ন্যাকড়ায় মণ্ডিত হইয়া জড়-পিণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকিবে। নিয়তির কি অদ্ভুত পরিহাস! মণ্টি, আমাকে কি ভাবে বক্তৃতা করিতে হইবে, বলিয়া দাও, সে সময় ত তালিম দেওয়ার সুযোগ পাইবে না।"

মিস্ ডেথ তাহার হাতের ঘড়িটার দিকে চাহিয়া দেখিল—সাতটা বাজিয়া গিয়াছে। সে মণ্টিকে বলিল, "মণ্টি, এখন কি করিতে হইবে, তাহা ত তোমার জানা আছে। যদি তাহারা তোমার টোপ না গেলে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সিভিলিটির হস্তে সমর্পণ করিবে ; কিন্তু প্রথমে রূপার মত মিষ্ট কথা প্রয়োগ করিতে ভুলিও না।"

মুহূর্ত্ত পরে জাপোটেক একটা পিতলের তালা আনিয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্সের ডালা বন্ধ করিল। তাহা দেখিয়া মিস্ ডেথ নিশ্চিন্ত মনে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মিস্ ডেথ প্রস্থান করিলে বিসপ বলিল, "উঃ, কি অদ্ভুত খেলোয়াড় মেয়ে মানুষ! সকল দিকেই মাগীর দৃষ্টি আছে ; আমাদিগকে যেন চরকি-কলে তুলিয়া ঘুরাইয়া মারিতেছে!"

মণ্টি লেন মুখ ভার করিয়া বলিল, "হাঁ, আমাদিগকে ফাঁসির ভয় দেখাইয়া গোলামের মত নাকে দড়ি দিয়া খাটাইয়া লইতেছে! বেটীর মাথায় কি যে অদ্ভুত খেয়াল ঢুকিয়াছে—গরু মারিয়া জুতা দান করিবে! রাজ্যের যেখানে যত হাসপাতাল, অনাথাশ্রম প্রভৃতি দাতব্য ভাণ্ডার আছে—চারি দিক হইতে টাকা লুঠ করিয়া তাহাতেই দান করিবে! ঐ বেটী আমাদের ঘাড়ে না চাপিলে এই টাকাগুলি উপার্জ্জন করিয়া আমরাই অনায়াসে ভোগ করিতে পারিতাম ; কিন্তু এখন উহার দয়ার নির্ভর করা ভিন্ন আমাদের কোন উপায় নাই। দুর্ভাগ্য আমাদের, মেয়ে লোকের গোলামী করিতে হইতেছে!"

*   *   *   *

রাত্রি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় মার্টিন রদারফোর্ড একটি খর্ব্বাকৃতি লোক সঙ্গে লইয়া গ্র্যাণ্ড হোটেলে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিবামাত্র মণ্টি লেন বিসপকে কি ইঙ্গিত করিয়া অন্য কক্ষে প্রবেশ করিল।

বিসপ টেবিলের কাছে একাকী বসিয়া ছিল, মণ্টি লেনের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া সে উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। রদারফোর্ড সেই মুহূর্ত্তে সহচর সহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিসপ মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিয়া বলিল, "নমস্কার মিঃ রদারফোর্ড। মনে হইতেছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি।"

রদারফোর্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিসপের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! মিঃ ব্লেক, আপনিই কি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন? আপনার কণ্ঠস্বর না শুনিলে কেবল চেহারা দেখিয়া আমি আপনাকে চিনিতে পারিতাম না। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!"

বিসপ হাসিয়া বলিল, "আমি ত আপনাকে বলিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া আপনি আমার আকৃতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইবেন।"

রদারফোর্ড বিসপকে ছদ্মবেশী ব্লেক মনে করিয়া বলিল, "প্রোফেসার, আপনার সহিত মিঃ যোসেফ হড্‌লষ্টোনের পরিচয় করিয়া দিই ; সেফীল্ডে যাঁহারা সকলপ্রকার অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। আপনি ছদ্মবেশে এখানে আসিলেও উঁহার নিকট আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন করা আমি সঙ্গত মনে করি নাই ; আপনি কে, তাহা উনি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। আমরা যে বিষয় সম্বন্ধে এখানে যুক্তি পরামর্শ করিতে আসিয়াছি, সেই বিষয়ে আপনার অভিমত অবগত হওয়া যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আপনার পরামর্শে আমরা উপকৃত হইব—ইহা উনি আমার নিকট স্বীকার করিয়াছেন।"

বিসপ হড্‌লষ্টোনের করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "আমাকে এখানে ছদ্মবেশে আসিতে হইয়াছে এবং প্রোফেসারের ছদ্মনাম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ইহাতে আপনি বিস্মিত হইবেন না। আপনি আমার এই ছলনা মার্জ্জনা করিবেন। আমি সেফীল্ডে আসিয়াছি—এই সংবাদ নানা কারণে গোপন রাখা বাঞ্ছনীয় মনে করি।"

হড্‌লষ্টোন মাথা ঝাঁকাইয়া বলিল, "আপনি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন মিঃ ব্লে—অর্থাৎ প্রোফেসার! আপনাদের অনুমতি হইলে কিঞ্চিৎ পানীয় আনাইতে পারি।"

মুহূর্ত্তমধ্যে ডাক্তার রামন সালভেডর অর্থাৎ মণ্টি লেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মান ভরে আগন্তুকগণকে অভিবাদন করিল। রুদারফোর্ড তাহার সহিত হুড লষ্টোন ও প্রোফেসার ব্রাউনের পরিচয় করিয়া দিলেন। তাঁহারা সকলে উঠিয়া পানাহারের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন—সেই সময় একটি খর্ব্বদেহ শীর্ণকায় ব্যক্তি দ্রুতবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার মাথা-ভরা টাক, কেশহীন মাথাটি চক্-চক্ করিতেছিল; দাড়ি গোঁফহীন গোল মুখ মসৃণ।

নবাগত লোকটি কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, "রুদারফোর্ড, আমার এখানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে—এ জন্য আমি দুঃখিত। একটি লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল; সে কি উঠিতে চায়? তাহার কথা আর শেষ হয় না! বহু কষ্টে তাহাকে বিদায় করিয়া তাড়াতাড়ি আসিতেছি।"

রুদারফোর্ড নবাগত লোকটিকে অন্য সকলের সহিত পরিচিত করিলেন, বলিলেন, "ইঁহারই নাম মিঃ ষ্টিফেন রোড্‌স; ইনি ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও, এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার অল্পই আছে।"

মণ্টি বলিল, "যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল—তাঁহারা সকলেই ত আসিয়াছেন; তাহা হইলে 'ককটেল' আনাইবার ব্যবস্থা করি?"

হুড লষ্টোন বলিল, "আমি কিন্তু এক গ্লাস ঝাঁঝাল মাল চাই। ডাক্তার সালভেডর, আপনাদের ঐ সকল 'ইয়াঙ্কি' পানি আমার মুখে রোচে না। "ককটেল' 'ফকটেল' আমার অপছন্দ।"

মণ্টি হাসিয়া বলিল, "ফরাসীরা বলে, 'আপ্ রুচি খানা' (every man to his taste) তা, যিনি যে পানীয়ের পক্ষপাতী—তাহাই আনাইতেছি।"

মদ আসিল। সকলেই এক এক পাত্র মুখে তুলিয়া গলা ভিজাইয়া লইল; তাহার পর মণ্টি লেন হঠাৎ উঠিয়া বলিল, "আমার কসুর মাফ্ করিবেন, আমাকে মুহূর্ত্তের জন্য কক্ষান্তরে যাইতে হইতেছে; টেলিফোনে ম্যানেজারকে দুই একটি কথা বলিয়া আসি।"

ডাক্তার রামন সালভেডর অর্থাৎ চতুরচূড়ামণি মণ্টি লেন সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে রুদারফোর্ড বিসপের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার কানে কানে বলিলেন, "মিঃ ব্লেক, ডাক্তার রামনকে দেখিলেন ত, উহার সম্বন্ধে আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে?"

বিসপ গম্ভীর ভাবে বলিল, "লোকটি দর্শনধারী বটে, মনে হয় লোকের মনের উপর প্রভাব বিস্তারের শক্তি আছে; তবে উহার মলমের শক্তি পরীক্ষা করিয়া তাহার ফলাফল লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে—এবং উহার কি বলিবার আছে তাহা না শুনিয়া, কেবল মানুষটিকে দেখিয়াই ত তাহার সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করা চলে না। এখন আপনাকে আমার এই উপদেশ যে, সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইবেন।"

রোড্‌স সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "যদি খোলাখুলি ভাবে মনের কথা বলিলে দোষ না হয়—তাহা হইলে আমি জোরের সঙ্গেই বলিতেছি, ও সকল কথা আমি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি না। যদি ডাক্তারের উক্তি সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় এবং তাঁহার কাযের ভিতর কোন রকম চালাকি না থাকে, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে আমাদের ক্ষুরের ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকারাচ্ছন্ন।"

মণ্টি লেন সেই সময় মজলিসে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—তাহার গাড়ী হোটেলের গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

রুদারফোর্ড প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

মণ্টি লেন বলিল, "আমি যে বাসা ভাড়া লইয়াছি, তাহা তেমন বড় নহে, আর সেখানে আমার দীর্ঘকাল বাস করিবারও ইচ্ছা নাই। আমাকে দুই শত একর জমি লইয়া একটি কারখানা খুলিতে হইবে। তথাপি আপনারা দয়া করিয়া আমার বাসায় চলুন; সেই স্থানেই আপনাদের চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন হইবে।"

রুদারফোর্ড তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া ডাক্তার রামনবেশী মণ্টি লেনের অনুসরণ করিলেন। হোটেলের গাড়ী-বারান্দায় আসিয়া তাঁহারা তাহার সুবৃহৎ মোটরগাড়ীতে উঠিয়া বসিলে, গাড়ীখানি হাই-ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল সেফীল্ডে উপস্থিত হইয়া সেই নগর সম্বন্ধে তাহার কিরূপ ধারণা হইয়াছিল—মণ্টি সরস ভাষায় তাহাই তাহার সঙ্গীগণকে শুনাইতে লাগিল। তাহার গল্প বলিবার শক্তি অসাধারণ। বিসপ তাহার বাগ্মিতায় যেন কতই মুগ্ধ হইয়াছে—এই ভাবে বলিল, "ডাক্তার সালভেডর, আপনার সরল

কথাগুলি শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে আপনার হৃদয় কবিত্বে পূর্ণ, আপনি স্বভাবতঃই কবি; কিন্তু আপনার ক্ষুরারি মগজের মধ্যে যদি কিছু কাব্যরস থাকে, তবে তাহা টাকের উপর টেক্কা দেওয়ার শক্তিকে ভাসাইয়া দিয়া আমাদের চিত্তকে রসার্দ্র করিতে পারিবে—এ আশা দুরাশা বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"

রদারফোর্ড হাসিয়া বলিলেন, "আপনি খাঁটি সত্য কথাই বলিয়াছেন প্রোফেসার!"

এ কথা শুনিয়া বিসপ খুসী হইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল। সে স্থির করিয়াছিল—রদারফোর্ড ও তাঁহার সঙ্গীগণের বিশ্বাসভাজন হইবার জন্য সে নিরপেক্ষ ভাবেই সকল কথার আলোচনা করিবে; সে যে মন্টি লেনের দলের লোক, এ সন্দেহ কাহারও মনে স্থান না পায—এই ভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিবে; তাহা হইলে আসল কাযের সময় তাহার কথা কেহই অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না। তাহার কথা মূল্যবান বলিয়াই বিবেচিত হইবে। (his word should carry due weight.) মিস্ ডেথ মিঃ ব্লেককে কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া কূটবুদ্ধি বিসপকে তাঁহার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করিয়া অসাধারণ বুদ্ধির ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল।

মন্টি লেন তাহার বাসায় আসিয়া পাশের একটি দরজায় ধাক্কা দিতেই সিভিলিটি স্মিথ দ্বার খুলিয়া তাহাকে সম্মান-অভিবাদন করিল। মন্টি লেন সদলে সেই কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া সিভিলিটি স্মিথকে রদারফোর্ড প্রভৃতির নিকট পরিচিত করিবার জন্য বলিল, "ইনি আমার লণ্ডনের এজেণ্ট মিঃ টিমিন্‌স্। মহাশয়েরা ভিতরে চলুন। আমি এখন পর্য্যন্ত আমার বাসার আসবাব-পত্র গুছাইয়া বাসাটা ঠিক বাসোপযোগী করিতে পারি নাই, এ অবস্থায় আপনাদিগকে এখানে আনিয়া বোধ হয় অত্যন্ত অসুবিধায় ফেলিলাম, আপনাদের অভ্যর্থনার যথেষ্ট ত্রুটি হইবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনারা আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আমার আফিসের সকল আসবাব আপনাদের এই নগরেই প্রস্তুত হইয়াছে, এবং আমার আদেশে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আফিসটি ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছে; সুতরাং নানা প্রকার ত্রুটি লক্ষিত হইবে।"

রদারফোর্ড সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসবাব-পত্রগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সেগুলি যেরূপ মূল্যবান সেইরূপ সুরুচিসঙ্গত; মেঝেটি উৎকৃষ্ট পুরু গালিচায় মণ্ডিত। সেই কক্ষের এক কোণে একটি পরমাসুন্দরী তরুণী 'টাইপিষ্ট' অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে একখানি চিঠি 'টাইপ' করিতেছিল।

মন্টি বলিল, "আপনারা সকলে দয়া করিয়া বসুন। আমার স্বদেশজাত চুরুটগুলি অতি উৎকৃষ্ট, আপনারা তাহা ব্যবহার করিয়া দেখুন, আশা করি, ধূমপানে পরিতৃপ্ত হইবেন।"—সে প্ল্যাটিনমমণ্ডিত কারুখচিত সুদৃশ্য একটি চুরুটের বাক্স আনিয়া তাহার অতিথিগণের সম্মুখস্থ টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

মিঃ রদারফোর্ড ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয় আরামদায়ক আরাম-কেদারায় বসিয়া এক একটি চুরুট ধরাইয়া লইলেন। মন্টি লেন সিভিলিটি স্মিথকে বলিল, "জাপোটেক কি এখনও আসে নাই?"

সিভিলিটি বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, সে আসিয়াছে। মালের বাক্সটাও আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সব ঠিক আছে, আপনার উৎকণ্ঠার কারণ নাই।"

মন্টি লেন খুসী হইয়া বলিল, "বেশ, বেশ,"—মিঃ ব্লেক বাক্সবন্দী হইয়া সিভিলিটি স্মিথের হাতে পড়িয়াছেন বুঝিয়া তাহার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইল; আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই। অতঃপর কার্য্যোদ্ধার করা সহজ হইবে, এই বিশ্বাসে সে উৎফুল্ল হইল। সে জানিত তাহার বাসার বাহিরে ছয়জন দুর্দ্দান্ত গুণ্ডা তাহার ইঙ্গিতের প্রতীক্ষায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে; যদি মন্টির চাতুরী নিষ্ফল হয়—তাহা হইলে তাহারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিবে।

কয়েক মিনিট পরে টাইপিষ্টের হাতের কায শেষ হইল; তাহা দেখিয়া মন্টি তাহাকে বলিল, "মিস্ ডি—আজ রাত্রে আর তোমার কোন কায নাই। আজ সারা দিন তোমাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, এক মুহূর্ত্ত তোমার হাতের অবসর ছিল না। তুমি চিঠির ফাইল আমাকে দিয়া চলিয়া যাও, আমি চিঠিগুলি স্বাক্ষরিত করিয়া নিজেই তাহা ডাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিব।"

টাইপিষ্ট রেশিনী মিস্ ডেথ চিঠিপত্রগুলি নিঃশব্দে গুছাইয়া-লইয়া মন্টির ডেস্কের উপর রাখিয়া আসিল; তাহার পর সে মন্টিকে বিদায়সূচক অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মন্টি মুহূর্ত্তের জন্য আড়চোখে বিসপের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর সে সেই কক্ষের

এক কোণে সংরক্ষিত লোহার সিন্দুকের নিকট উপস্থিত হইয়া সিন্দুকটি খুলিয়া ফেলিল এবং তাহার ভিতর হইতে মাটির একটি ভাঁড় বাহির করিয়া অদূরবর্ত্তী সিভিলিটি স্মিথকে নিম্নস্বরে কি আদেশ করিল। তাহার কথা শুনিয়া সিভিলিটি সদর দরজার বাহিরে প্রস্থান করিল। মণ্টি লেন কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিল; কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া ও অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া বিসপ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

অতঃপর মণ্টি লেন গম্ভীর স্বরে বলিল, "ভদ্র মহোদয়গণ, এইবার আমি আমার ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত গুণের প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। আপনারা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া একবাক্যে স্বীকার করিবেন—ক্ষৌরকার্য্যের জন্য আর কাহারও ক্ষুর ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে না, ক্ষুর সম্পূর্ণরূপে অচল হইবে; সুতরাং ক্ষুর-নির্ম্মাণ বন্ধ করিতে হইবে। আমার এই উক্তির যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য আমি মিঃ টিমিন্‌সকে আদেশ করিয়াছি—সে পথ হইতে যে কোন দুইজন সাধারণ পথিককে এখানে ডাকিয়া আনিবে, তবে সেই পথিকদ্বয়ের মুখে অল্প দাড়ি থাকা চাই, অর্থাৎ নাপিতের সাহায্য গ্রহণের জন্য উৎসুক—এরূপ দুইজন লোককে এখানে লইয়া আসিতে হইবে। আপনাদের কেহ ইচ্ছা করিলে তাহার সঙ্গে যাইতে পারেন, তাহা হইলে সে কিরূপ লোক লইয়া আসে, তাহা পথে গিয়া দেখিতে পাইবেন।"

মণ্টি লেনের কথা শুনিয়া রদারফোর্ড বিসপের মুখের দিকে চাহিলেন; এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য তাহা মিঃ ব্লেকই স্থির করিবেন—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মণ্টি লেন পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল রদারফোর্ড এবিষয়ে মিঃ ব্লেকেরই পরামর্শপ্রার্থী হইবেন।—তাহার অনুমান মিথ্যা হয় নাই।

বিসপ রদারফোর্ডের ইঙ্গিতে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিল, "বেশ, আমিই বাহিরে যাইতেছি। ক্ষুরারি মলমের ইতিহাস জানিবার জন্য আমার আগ্রহ নাই, কিংবা ইহার ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্বন্ধে কোন গল্প শুনিবার জন্যও আমার কৌতূহল হয় নাই; আমি স্বচক্ষে ইহার ব্যবহার-ফল দেখিবার জন্য উৎসুক।"

বিসপের কথা শুনিয়া 'মিঃ ব্লেকে'র যুক্তির সারবত্তায় হড্‌লষ্টোনের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল। তাহার মনে হইল 'মিঃ ব্লেক' ঠিক তাহাদের মনের মত কথাই বলিয়াছেন। সে মিঃ রদারফোর্ডের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'তোফা! মিঃ ব্লেক চতুর লোক, আসল কাযে তাঁহার ভুল হইবার যো নাই, তাঁহার চোখে ধূলা দেওয়াও অসাধ্য।"

বিসপ অদৃশ্য হইলে মণ্টি লেন তাহার অতিথিগণকে ক্ষুরারি মলমের আবিষ্কার-সংক্রান্ত সকল বিবরণ সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিল। সেই সকল বিবরণ সে এরূপ গম্ভীর ভাবে ও আন্তরিকতার সহিত বলিতে লাগিল যে, তাহার কথা অবিশ্বাস করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না। সকলেরই ধারণা হইল—লোকটি মেকি নহে, খাঁটি। অবশেষে মণ্টি লেন দেওয়ালের ছবিগুলি দেখাইয়া—তাহার মলমের সচিত্র বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণের কিরূপ চিত্তাকর্ষক হইবে এবং সেই সকল বিজ্ঞাপনের সাহায্যে মলমের কাট্‌তি কিরূপ বাড়িবে ও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরের আদর কি পরিমাণে হ্রাস হইবে, তাহা পরিস্ফুটরূপে বুঝাইয়া দিল।

বস্তুতঃ, তাহার যুক্তি-তর্ক ও বাগ্মিতা অমোঘ বলিয়াই সকলের ধারণা হইল। তাহার বুঝাইবার শক্তিও অসাধারণ। সে যুক্তি-তর্ক দ্বারা বুঝাইয়া দিল—ক্ষুরারি মলম বর্ত্তমান যুগেরই উপযোগী পদার্থ; তাহা একবার মাত্র ব্যবহার করিলে আর ক্ষুরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে না; লোকের সময় নষ্ট হইবে না, বিস্তর পয়সাও বাঁচিবে। ক্ষৌরকর্ম্ম বন্ধ হইলে কে আর সখ করিয়া ক্ষুর কিনিবে? সভ্য জগতে যদি কেহ ক্ষুর না কেনে, তাহা হইলে ক্ষুরের কাট্‌তি বন্ধ হইবে; সুতরাং তখন ক্ষুর প্রস্তুত করিবারও প্রয়োজন হইবে না; এই জন্য যে সকল কারখানায় ক্ষুর প্রস্তুত হয়—কাযের অভাবে তাহা বন্ধ করিতেই হইবে। এই বক্তৃতা শেষ করিয়া মণ্টি লেন ডেস্কের উপর হইতে একখানি পত্র তুলিয়া লইল। সেই পত্রখানি জার্ম্মানীর কোন 'নিরাপদ ক্ষুরে'র কারখানার মালিক কর্ত্তৃক লিখিত। পত্রের মাথায় সেই কারখানার নাম, ঠিকানা, ছাপার অক্ষরে সন্নিবিষ্ট; তাহা জাল চিঠি বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না।

মণ্টি লেন সেই পত্রখানি রদারফোর্ডের হাতে দিয়া বলিল, "আমার এজেণ্ট মিঃ টিমিন্‌স সংপ্রতি বার্লিন হইতে এই পত্র লইয়া এদেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। আপনি এই পত্রখানির লেখকের নাম দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন—পত্রলেখক তাঁহার রাসেনহীম-ক্ষুরের কারখানা সমূহের যে প্রতিনিধি-সমিতির সভাপতি, সেই সমিতির

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কারখানা সমূহে প্রতিবৎসর দুই কোটি 'নিরাপদ' ক্ষুরের ফলা (razor blades) প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সভাপতি মহাশয় জার্ম্মানীতে ক্ষুরারি মলমের প্রচার রহিত করিবার জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমাকে পাঁচ লক্ষ মার্ক প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা পাঁচ লক্ষ মার্ক মূল্যের ক্ষুরারি মলম কিনিয়া লইবেন। আমি সে দেশে ঐ মলম বিক্রয় করিব না; সুতরাং তাঁহাদের ক্ষুরের ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে। আমি স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিলে উহা অপেক্ষা অনেক অধিক মূল্যের মলম সমগ্র জার্ম্মান সাম্রাজ্যে বিক্রয় করিতে পারি; এ অবস্থায় টাকার পরিমাণ নিতান্ত অল্প বলিয়া আমি হার্ রাসেনহীমের প্রস্তাবে সম্মত হই নাই।"

জো হড্‌লষ্টোন নাকে চশমা আঁটিয়া পত্রখানি পাঠ করিল, তাহার পর গম্ভীর স্বরে বলিল, "হার রাসেনহীম ঐ অদ্ভুত সামগ্রীর বিনিময়ে ডাক্তার সালভেডরকে এতগুলি টাকা দিতে সম্মত হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, তিনি ইহার কার্য্যোপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, তাঁহারা ক্ষুর প্রস্তুত বন্ধ রাখিয়া ঐ মলমের ব্যবসায় আরম্ভ করিবেন। তখন সেফীল্ডের ক্ষুরের ব্যবসায়ও বন্ধ হইয়া যাইবে।"

মণ্টি লেন তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, "মিঃ হড্‌লষ্টোন, আপনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন, কোন নূতন অনুষ্ঠানে যাহারা প্রথমে হস্তক্ষেপণ করে, তাহারাই লাভবান হইয়া থাকে। কিং জিলেট নিরাপদ ক্ষুরের ফলা আবিষ্কার করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিবার পর অন্যান্য কোম্পানী বুঝিতে পারিল—সাবেক 'ফ্যাসনে'র সেই 'গলা-কাটা ক্ষুরের' যুগ চলিয়া গিয়াছে। (The day of old fashioned 'cut-throat' was over.) ক্ষুরারি মলমের প্রথম প্রচারকগণও লক্ষ লক্ষ টাকা অনায়াসে উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। আমি পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশেই ইহার প্রস্তুত-প্রণালী পেটেণ্ট করিয়া লইয়াছি। বিশেষতঃ, আমি ক্ষুরারি মলম প্রচারিত না করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইব না; কারণ যাহারা কামাইবার বুরুষ ও সাবান প্রস্তুত করে, তাহারাই মলমের প্রচার বন্ধ রাখিবার জন্য আমাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রচুর অর্থ প্রদান করিতে সম্মত আছে। আমি—"

মণ্টি লেনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সিভিলিটি স্মিথ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পশ্চাতে বিসপ এবং দুইজন কদাকার অসভ্য চাষা। তাহাদের 'বিয়ার'-সিক্ত মুখে দাড়ির কণ্টকারণ্য! মণ্টি লেন বুঝিতে পারিল—দুই সপ্তাহ বা তাহারও অধিক কাল তাহারা দাড়ি কামাইবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারায় নাপিতের দোকানে যায় নাই। তাহারা দুই হাতে দাড়ি চুলকাইতে চুলকাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

মণ্টি লেন বলিল; "এই বার আপনাদিগকে ক্ষুরারি মলমের অব্যর্থ শক্তির পরিচয় দিতে পারিব।"—সে সেই দুইজন পথিককে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "বন্ধুগণ, তোমরা প্রত্যেকে বিনা-পরিশ্রমে দশ শিলিং উপার্জ্জন করিতে রাজী আছ?"

পথিকদ্বয়ের একজন বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমরা খুব রাজী। এই ভদ্রলোক বলিলেন—উনি আমাদের দাড়ি কিনিয়া লইবেন এতদিন পর্য্যন্ত আমরা নাপিতকে পয়সা দিয়া মুখের জঞ্জাল সাফ করিয়াছি; এইবার দাড়ি বিক্রয়ের সুযোগ হইল। এবার নাপিতের রুজি মারা যাইবে দেখিতেছি! কি মজা!"

মণ্টি লেন বলিল, "কেবল নাপিতের? যাহারা ক্ষুরের কারখানা করিয়া লাখপতি হইয়াছে, তাহাদেরও কারখানা বন্ধ হইবে না?"

সিভিলিটি স্মিথ বিসপের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই প্রোফেসার পথে দাঁড়াইয়া, এই দুইজন ভদ্র লোককে দিয়া মলমের গুণ পরীক্ষার জন্য কুড়ি পঁচিশ জন পথিকদের ভিতর হইতে উহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন, উহাদিগকে কি জন্য এখানে আনা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

মণ্টি লেন মাটীর ভাঁড়টি খুলিতে খুলিতে বলিল "উত্তম হইয়াছে। শোন বন্ধুগণ, তোমাদের দাড়ি ফেলিয়া মুখ পরিষ্কার করিতে কোন কষ্ট হইবে না। তোমরা এতকাল ত ক্ষুর দিয়া দাড়ি কামাইয়া আসিয়াছ; কিন্তু আজ ক্ষুরের পরিবর্ত্তে এই মলম ব্যবহার করিয়া দেখ—কামাইয়া এ রকম আরাম জীবনে কখন পাও নাই। (the mo' refreshing shave you've ever had in your life) কেবল কি তাহাই?—এই মলম ব্যবহারের পর আর কখন তোমাদের কামাইবার দরকার হইবে না।"

একজন চাষা বলিল, "তার মানে?—আর কি কখন দাড়ি গজাইবে না?"

মণ্টি লেন বলিল, "একদম্! এই মলম টাকের উপর টেক্কা দিয়াছে।"

দ্বিতীয় চাষা ব্যগ্রভাবে বলিল, "তবে আর বিলম্ব করিয়া ফল কি? উহা লাগাইতে আরম্ভ করুন।" (git on wi'it.)

মণ্টি লেন একখানা রুমাল বাহির করিল।—তাহার কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিবার জন্য রদারফোর্ড ও তাঁহার সঙ্গী দুইজন সেই দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মাথা বাড়াইলেন। মণ্টি লেন ভাঁড়ের ভিতর হইতে খানিক মলম তুলিয়া লইয়া সেই রুমালের এক দিকে পাতলা করিয়া মাখাইয়া লইল; তাহার পর সে দাড়ি কামাইবার উমেদার দুইটির একজনকে বলিল, "মাথা তুলিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও। ক্ষুর দিয়া কামাইবার কষ্ট বুঝিতে পারিবে না; এমন আরাম পাইবে যে, মনে হইবে ঘুম আসিতেছে।"

আগন্তুক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মাথা উঁচু করিল; তখন মণ্টি ধীরে ধীরে রুমালখানি দিয়া তাহার গাল ও চিবুক এভাবে ঢাকিয়া দিল যে, তাহার মুখের যে অংশে দাড়ি ছিল—তাহা সমস্তই ঢাকা পড়িল। তাহার পর সে ধীরে ধীরে রুমালখানির উপর আঙ্গুল ঘসিতে লাগিল। প্রায় এক মিনিটকাল এই প্রকার প্রক্রিয়ার পর মণ্টি দাড়ির উপর হইতে রুমালখানি টানিয়া লইল এবং চাষাটার হাতে একখানি তোয়ালে দিয়া তদ্দ্বারা মুখ মুছিয়া ফেলিতে বলিল।

বৃদ্ধ জো হুড.লষ্টোন চাষাটার মুখের দিকে চাহিয়া গভীর বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া মুখব্যাদান করিল। সে চাষাটার মুখের সেই কৃষ্ণবর্ণ নিবিড় দাড়ির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইল না। ক্ষুর দিয়া সতর্কভাবে কামাইলে দাড়িগুলি যে ভাবে অদৃশ্য হয়, সেই ক্ষুরারি মলম ব্যবহারে তাহার মুখের অবস্থা ঠিক. সেইরূপ হইল। তাহার মুখ বালকের মুখের মত কেশহীন ও মসৃণ হইল। (as smooth and hairless as a baby's.)

চাষাটা গালে হাত বুলাইয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তোফা! মলম লাগাইতেই বিল্‌কুল্ দাড়ি সাবাড়! .এ যে ভারী মজার মলম! দুত্তোর ক্ষুর, ক্ষুর দিয়া এতক্ষণে আধখানা গালও কামানো হইত না; আর যদি কোন আনাড়ি নাপিত ক্ষুর ধরিত, তাহা হইলে গাল কাটিয়া রক্ত ঝরিত।—এক নিমেষে একমুখ দাড়ি উড়িয়া গেল!"

মণ্টি লেন উৎসাহভরে বলিল, "হাঁ, এক নিমেষেই তোমার দাড়ি বিল্‌কুল্ সাবাড়। কেবল কি তাহাই? এই মলমের গুণ চিরস্থায়ী। তোমার মুখে এজন্মে আর দাড়ি গজাইবে না; যতদিন বাঁচিবে, কখন মুখে ক্ষুর ছোঁয়াইতে হইবে না।"

রদারফোর্ড ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া ছিলেন। ডাক্তার রামন সালভেডরের কথা শুনিয়া তিনি প্রোফেসার সিটন ব্রাউনের বেশধারী বিসপকে বলিলেন, "প্রোফেসার, আপনি ত ক্ষুরারি মলম ব্যবহারের ফল প্রত্যক্ষ করিলেন; ইহা দেখিয়া শুনিয়া আপনার কিরূপ ধারণা হইয়াছে বলুন।"

ডাক্তার রামন সালভেডরের ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে মিঃ রদারফোর্ডের সকল সন্দেহ অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন প্রোফেসার ব্রাউনের বেশধারী 'মিঃ ব্লেক' পথ হইতে দুইজন লোককে স্বেচ্ছানুসারে বাছিয়া লইয়া আসিলেন, তাঁহাদের সকলের সম্মুখে তাহাদেরই একজনের মুখে মলম লাগাইয়া মুখ নির্লোম করা হইল; এই কার্য্যে কোন রকম চালাকি বা প্রতারণা ছিল না; সুতরাং ডাক্তার রামন সালভেডর তাঁহাদিগকে বুজরুকির সাহায্যে ভুলাইয়াছে বা তাঁহাদের চোখে ধূলা দিয়া মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে—এরূপ সন্দেহ আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না। এই পরীক্ষার পর প্রোফেসার কি মন্তব্য প্রকাশ করেন—তাহাই শুনিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ প্রবল হইয়াছিল।

প্রোফেসার-বেশী বিসপ উঠিয়া-দাঁড়াইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "অসাধারণ! অদ্ভুত! ডাক্তার সালভেডর, আপনি যখন আপনার ক্ষুরারি মলমের অপূর্ব্ব শক্তির কথা বলিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সে সময় আমার সন্দেহ হইয়াছিল, আপনার কথাগুলি অতিরঞ্জিত; কোন গূঢ় কারণে আপনি প্রবঞ্চনা দ্বারা আমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। —সত্য কথা বলিতে কি, আপনার কথায় আমি আদৌ আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন আপনার এই মলমের অদ্ভুত শক্তি পরীক্ষা করিয়া আমার পূর্ব্ব-সন্দেহের জন্য লজ্জিত হইয়াছি —ইহা আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করিতেছি। আপনি আপনার মলমের যে বিস্ময়কর শক্তির অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন, তাহা কোনপ্রকার চাতুর্য্যের ফল, এরূপ সন্দেহের কারণ নাই; তথাপি আমি স্বয়ং বৈজ্ঞানিক বলিয়া

এই একটি মাত্র দৃষ্টান্তেই সন্তুষ্ট বা সম্পূর্ণরূপ নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছি না। কোন বৈজ্ঞানিক একটি মাত্র পরীক্ষার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা অব্যর্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সম্মত হইবেন না। একটি দৃষ্টান্ত সফল হইলেও অন্যটি নিষ্ফল হইতে পারে। এ অবস্থায়—"

মণ্টি লেন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "হাঁ প্রোফেসার! আপনি দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের মতই কথা বলিয়াছেন; আপনার যুক্তি অসঙ্গত নহে। আপনি আর এক জনকে ধরিয়া আমার মলমের কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিতে পারেন; কেবল আর একজনই বা বলি কেন, পরীক্ষার জন্য যতগুলি লোক আনিতে ইচ্ছা হয় ততগুলিই আনিতে পারেন।"

দ্বিতীয় চাষা বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া তাহার সঙ্গীর মুখের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। মণ্টি লেন তাহাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিল। সে মণ্টি লেনের সম্মুখে গিয়া বলিল, "কর্ত্তা, আপনি বলিলেন না—ঐ মলম মুখে মাখাইয়া দাড়িগুলি সাবাড় করিলে এ জন্মে মুখে আর দাড়ি গজাইবে না—আর কখন নাপিতের কাছে যাইতে হইবে না?"

মণ্টি লেন বলিল, "হাঁ, আমি ঠিক কথাই বলিয়াছি। তোমার গালে আর কখন ক্ষুর ছোঁয়াইতে হইবে না। নাপিতের সন্ধানেও আর তোমাকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না। তোমার মুখে এ জীবনে আর দাড়ি গজাইবে না।"

চাষা বলিল, "তবে তাড়াতাড়ি আমারও মুখে ঐ মলম লেপিয়া এই দাড়িগুলার দফা রফা করুন। আর যদি কখন নাপিতকে পয়সা দিতে না হয়, তাহা হইলে আমাদের অনেক পয়সা বাঁচিয়া যাইবে। কামাইবার জন্য নাপিতকে ত বছরে কম পয়সা দিতে হয় না।"

তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। মণ্টি লেন সেই হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, "হাঁ, আমাদের এই বন্ধুটি সত্য কথাই বলিয়াছে। ইহারা দু'জনেই বুঝিতে পারিয়াছে—ক্ষুরারি মলম ব্যবহার করিলে যত দিন বাঁচিবে—নাপিতকে আর পয়সা দিতে হইবে না; উহারা অনেক অর্থ বাঁচাইতে পারিবে। সে বড় অল্প সাশ্রয় নহে! কামাইবার ঝঞ্ঝাট নাই, অধিকন্তু অর্থ ও সময় উভয়ই বাঁচিয়া যাইবে।"

মণ্টি লেন দ্বিতীয় চাষার মুখেও পূর্ব্ববৎ মলম মাখাইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার মুখ নির্লোম করিয়া দিল; তাহার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাড়ি ফেলিতে তোমার মুখে লাগিয়াছে কি?"

চাষা বলিল, "না কর্ত্তা! ভারী সোয়াস্তি বোধ হইতেছিল। ক্ষুর দিয়া দাড়ি চাঁচিতে এক একদিন মনে হইত নাপিত বেটা আধখানা গালই বুঝি ঝুড়িয়া দিল! কতদিন কামাইতে বসিয়া গাল দিয়া রক্ত ঝরিয়াছে! তারপর কোথায় সাবান, কোথায় বুরুষ, কোথায় ক্ষুর—ফ্যাসাদের একশেষ! আর এই মলমে মুখ এক মিনিটে ঝরঝরে। তোফা জিনিস! আর নাপিতের খোসামোদ করিতে হইবে না।"

মণ্টি হাসিয়া বলিল, "আবার কিছু লাভও হইল ত?"—সে পকেট হইতে দশ শিলিংএর দুইখানি নোট বাহির করিয়া এক একখানি তাহাদিগকে উপহার প্রদান করিল। তাহারা খুসী হইয়া মণ্টি লেনকে অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মণ্টি লেন বিসপকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনার আপত্তির আর কোন কারণ আছে প্রোফেসার?—আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন ত?"

বিসপ গম্ভীর স্বরে বলিল, "সন্তুষ্ট কি? আপনার মলমের অমোঘ শক্তির পরিচয় পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি; আমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন হইয়াছে। তবে আপনি বলিলেন—এই মলম ব্যবহারের ফল চিরস্থায়ী—আপনার এ কথাও সত্য কি?"

মণ্টি লেন বলিল, "হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য; আমার কথা আপনি নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন। আমি আপনাদিগকে আমার বন্ধু জাপোটেকের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে বহুদিন পূর্ব্বে এই মলম ব্যবহার করিয়াছিল, তাহার পর এ কাল পর্য্যন্ত তাহার মুখে দাড়ি গোঁফ গজায় নাই; তাহার মুখ স্ত্রীলোকের মুখের মত নির্লোম। সে যত দিন বাঁচিবে, তত দিন তাহাকে দাড়ি গোঁফের অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না। আর আমিও ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে এই মলম মুখে ব্যবহার করিয়াছিলাম; তাহার পর হইতে আমার মুখের এই অবস্থা। আমার গালের দিকে চাহিলে মনে হইবে—এইমাত্র কামাইয়া উঠিলাম! আমার দুই গাল কেমন মসৃণ পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"—সে গালে আঙ্গুল ঘষিতে লাগিল।

রদারফোর্ডের মুখমণ্ডল উত্তেজনায় লাল হইয়া

উঠিল; তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল। কিন্তু তিনি সংযত স্বরে বলিলেন, "ডাক্তার সালভেডর, আপনার এই মলমের প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইবার জন্য আপনি কত টাকার দাবী করেন?"

মণ্টি লেন গম্ভীর স্বরে বলিল, "পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড; তা' ছাড়া আপনাদের কোম্পানীর একটা অংশও আমাকে দিতে হইবে।"

রদারফোর্ড তাঁহার সমব্যবসায়ী বৃদ্ধ জো হড্‌লষ্টোনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

হড্‌লষ্টোন বলিল, "এই মলমে যদি আমরা আশানুরূপ ফল পাই, তাহা হইলে উহার দাবী অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু অনিশ্চিত আশায় হঠাৎ এতগুলি টাকা বাহির করিয়া দেওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না।"

মণ্টি লেন বলিল, "হাঁ, আমিও বুঝিতে পারিয়াছি আপনাদের মনের ধাঁধা কাটিতে সময় লাগিবে; এজন্য আমি কি করিব—তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি শুনুন। জর্ম্মানেরা সে দেশে ক্ষুরারি মলম বিক্রয়ের অধিকার ক্রয়ের জন্য আমাকে পাঁচ লক্ষ মার্ক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে; তাহাদের সেই পত্র আপনাদিগকে দেখাইয়াছি। এই অধিকার কেবল জর্ম্মানীতেই আবদ্ধ থাকিলেও আমি তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিয়াছি; কারণ ইহাতে আমার ক্ষতিই হইবে। বিশেষতঃ আমি চতুর জর্ম্মানদের অঙ্গীকারে বিশ্বাস করি না। এইজন্য আমার প্রস্তাব—আমি আপনাদের তিনজনের নিকট ষাট হাজার পাউণ্ড মাত্র গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে তিন মাসের জন্য এদেশে আমার ক্ষুরারি মলম একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিক্রয়ের অধিকার প্রদান করিব। এই তিন মাসের মধ্যে আপনারা ইহা যে কোন বৈজ্ঞানিকের লেবরেটারীতে পাঠাইয়া যে ভাবে ইচ্ছা ইহার দোষ গুণ পরীক্ষা করাইতে পারিবেন। যদি পরীক্ষার ফল আশানুরূপ সন্তোষজনক না হয়—আমি জানি সে আশঙ্কা আদৌ নাই—তাহা হইলে আপনারা ইহার সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারিবেন। আর যদি ইহার পরীক্ষা-ফলে আপনারা আশ্বস্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে ইহার প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইবার জন্য আমি কত টাকা লইব—সে বিষয়ের আলোচনা সেই তিন মাস পরেও করা যাইতে পারে।"

মণ্টি লেনের কথা শুনিয়া জো হড্‌লষ্টোন প্রথমে রদারফোর্ডের তাহার পর ষ্টিভেন রোড্‌সের মুখের দিকে চাহিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল, "কেবল তিন মাস! ইহার দোষ গুণ বিচারের জন্য এতগুলি টাকা বাহির করিয়া দেওয়াও কি সঙ্গত হইবে? ষাট হাজার পাউণ্ড! টাকা ত কম নয়—তবে—"

কিন্তু রদারফোর্ড বৃদ্ধ হড্‌লষ্টোনকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি পকেট হইতে চেক-বহি বাহির করিলেন এবং তাহা দুই হাতে নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিলেন, "যদি আমার কথা বলেন, তাহা হইলে এখনই আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতেছি—এই মলমের কার্য্যোপযোগিতায় আমি নিঃসন্দেহ হইয়াছি। আমাদের বন্ধু প্রোফেসার ব্রাউন যদি ইহার ভবিষ্যৎ সাফল্যের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে ডাক্তার সালভেডরের প্রস্তাবিত তিন মাসের চুক্তির আমার অংশের কুড়ি হাজার পাউণ্ডের চেক দিতে প্রস্তুত আছি। হড্‌লষ্টোন, আপনি কি করিবেন শুনি? সেফীল্ডে কেবল আমাদেরই তিনজনের ক্ষুরের কারখানা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; সুতরাং ডাক্তার সালভেডরের এই অদ্ভুত আবিষ্কারে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইব। যদি আমরা কিছু টাকা দিয়া তিন মাসের সময় লইতে পারি তাহা হইলে সম্ভবতঃ সেই সময়ের মধ্যেই আমাদের কায কর্ম্মের নূতন ব্যবস্থা করিতে পারিব; অন্য প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণের পন্থাও অবলম্বন করা আমাদের অসাধ্য হইবে না।"

হড্‌লষ্টোন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, "হাঁ, আপনার কথাগুলি নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আমরা প্রত্যেকে যদি কুড়ি হাজার পাউণ্ড দিই, তাহা হইলে তাহা দেওয়া আমাদের পক্ষে তেমন বেশী কষ্টকর হইবে না বটে, কিন্তু যদি—"

মণ্টি লেন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমি বুঝিতে পারিতেছি, নিজেদের মধ্যে গোপনে পরামর্শ করিয়াই আপনাদের এই সকল ঘরোয়া ব্যাপারের মীমাংসা করা উচিত। সে সকল কথা আমার অগোচরে হওয়াই প্রার্থনীয়; আর আমারও তেমন তাড়াতাড়ি নাই। আপনারা পরামর্শ করুন, আমি বাহিরে গিয়া একটু কায সারিয়া আসি। যদি আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমি প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দিয়া আপনাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। মিঃ টিমিন্‌সকে সঙ্গে লইয়া এখন আমি বাহিরে চলিলাম।"

মণ্টি লেন তাহার মলমের ভাঁড়টি তুলিয়া লইয়া সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, তাহার পর টুপি মাথায় দিয়া বাহিরে চলিল। সেই কক্ষের বাহিরে একটি দৌড়ঘর (a long room) ছিল; পূর্ব্বে সেখানে স্কুল বসিত। সেই কক্ষের দ্বার বন্ধ ছিল।

মণ্টি লেন সেই দ্বার খুলিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে সিভিলিটি স্মিথকে দেখিয়া মণ্টি উৎসাহ ভরে বলিল, "কাম ফতে সিভিলিটি! কামারগুলা টোপ গিলিয়াছে; বিসপ সেই কাতলাগুলাকে খেলাইয়া ডাঙ্গায় তুলিতে পারিবে, এ বিষয়ে তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। টাকাগুলি তাহাদের নিকট ঠিক আদায় হইবে।"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "উত্তম কথা; এদিকে আসল ব্লেকের অবস্থা কিরূপ, তাহা দেখিয়া আসি চল। কনৃকি ও মিস্ ডেথ তাহাদের পাহারায় আছে।"

তাহারা সেই কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের মধ্যস্থলে সংরক্ষিত একখানি বৃহৎ গোল টেবিলের ধারে ছয়জন ভীষণাকৃতি গুণ্ডা বসিয়া মদ্যপান করিতে করিতে নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিল। তাহাদের সম্মুখে তিনটি আধখালি হুইস্কির বোতল। সিভিলিটিকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা পরামর্শ বন্ধ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

একজন চাপা গলায় বলিল, "কর্ত্তা, কনৃকি আপনার খোঁজ করিতেছিল; কখন আমাদের তামাসা সুরু হইবে, তাহাই সে জানিতে চায়।"

সিভিলিটি স্মিথ সরোষে বলিল, "সে তাহা জানিতে চায়! সেই পাজী আজ গরহাজির থাকিয়া আমাদের কি কম কষ্ট দিয়াছে?"

সিভিলিটি অন্য একটি দ্বার খুলিয়া আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল। যখন এই অট্টালিকা ভজনালয়রূপে ব্যবহৃত হইত, তখন তাহার রক্ষীরা এই কক্ষে বাস করিত। এই কক্ষটি গুণ্ডাদের লুকাইয়া থাকিবার উপযুক্ত স্থান; কারণ তাহার বিভিন্ন দিকে যে সকল দ্বার ছিল—বিপদের আশঙ্কা ঘটিলে সেই সকল দ্বার দিয়া তাহারা নানা দিকে পলায়নের সুযোগ পাইত।

সিভিলিটি সেই কক্ষে কনৃকিকে একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিয়া নীরস স্বরে বলিল, "কি হে বাপু কনৃকি! তোমার খবর কি? মিস্ ডেথ কোথায়?"

কনৃকি মাথা তুলিয়া বলিল, "তিনি নিকটেই আছেন। তাঁহার জন্য তোমার এত মাথাব্যথা কেন? এখন আমার একটা কথার জবাব দাও। সুম্মুন্দি ব্লেককে সেই বেতের বাক্স হইতে কখন বাহির করা হইবে? তাহার মাথার খুলি এক দাওয়ায় ভাঙ্গিবার জন্য আমার হাত নিস্-পিস্ করিতেছে। আমি ক্ষুর দিয়া তাহার নাক আর দুই কান কাটিয়া লইয়া বোতলের মধ্যে আরোকের ভিতর ডুবাইয়া রাখিব; অনেক দিন টাট্‌কা থাকিবে। যত বন্ধু-লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে—সেই কাটা নাক কান তাহাদিগকে দেখাইব; সকলেই আমার হাত-যশের তারিফ করিবে। সুম্মুন্দিকে সাবাড় করিতে না পারিলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইবে না।"

মিস্ ডেথ দ্বার-প্রান্ত হইতে তীব্র স্বরে বলিল, "মুখ বন্ধ করিয়া বসিয়া থাক গাধা!"

দ্বারের দিকে চাহিয়া মিস্ ডেথকে দেখিয়া কনৃকি স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। সে কোন দিন মিস্ ডেথের অনাবৃত মুখ দেখিতে পায় নাই, সে দিনও তাহার মুখোসাবৃত মুখই দেখিতে পাইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত। কনৃকি স্তব্ধভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে মিস্ ডেথের শক্তির পরিচয় পায় নাই, এবং সেই নরমুণ্ডের 'দাঁত-খামুটির' ভিতর কিরূপ মূর্ত্তি বিরাজিত, তাহাও বুঝিতে পারিল না; কেবল তাহার মনে হইতে লাগিল,—এই সেই নারী, যে ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান দস্যু-সমাজকে অমোঘ শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এবং ভীষণপ্রকৃতি দুর্দ্দান্ত দস্যুরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধ ভুলিয়া নিরীহ মেষের ন্যায় তাহার প্রত্যেক আদেশে পরিচালিত হইতেছে। সিভিলিটি স্মিথ ও মণ্টি লেন একযোগে তাহার দাসত্ব করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

মিস্ ডেথ মুখোসের অক্ষি-কোটরের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মণ্টি লেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "মণ্টি, তোমার তর্কশক্তিই জয়লাভ করিয়াছে; আমি ডিক্টাফোনের সাহায্যে তোমাদের উভয় পক্ষেরই তর্ক-বিতর্ক শুনিয়াছি। তুমি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পর তাহাদের যে গুপ্ত পরামর্শ হইয়াছে—তাহাও আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। অনেক যুক্তি-পরামর্শের পর তাহারা তিন জনেই তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছে; আর তোমাকে গরজ দেখাইতে হইবে না। বিসপ তাহাদিগকে খাসা খেলাইয়া ডাঙ্গায়

তুলিয়াছে ; টাকাগুলা আর হাতছাড়া হইবার আশঙ্কা নাই।"

মন্টি লেন অপ্রসন্নভাবে বলিল, "ঐরূপ হইবে, তাহা জানিতাম।"—সে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিল, "এতগুলি টাকা, সবই এই শয়তানীর হাতে পড়িবে!"

তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া মিস্ ডেথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু উপায় নাই মন্টি! তাহা দরিদ্র শ্রমজীবীদের দেহের রক্ত ; তাহাদেরই অনাথ আতুর আত্মীয় ও আত্মীয়াগণের কল্যাণের জন্য তাহা ব্যয় করিতে হইবে। তোমার আমার তাহাতে অধিকার নাই।"

মন্টি লেন বলিল, "কিন্তু সেই কুকুর ব্লেকটা যদি সেখানে থাকিত, তাহা হইলে আমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইত ; সে দুই মিনিটের মধ্যে আমাদের কারসাজি ধরিয়া ফেলিত। সেই শয়তানটা ঠিক সময়ে ধরা পড়িয়াছিল। তাহার চেতনা হইয়াছে, না—এখনও সে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছে?"

সিভিলিটি স্মিথ বেতের বাক্সের নিকট সরিয়া গিয়া বলিল, "এখনই তাহা জানিতে পারিব।"—সে সেই বাক্সের পিতলের ভারি তালা খুলিয়া ফেলিল। তাহার পর বাক্সের ডালা তুলিয়া চাদরখানি সরাইয়া লইল। সেই চাদরের নীচে একটি রজ্জুবদ্ধ সংজ্ঞাহীন দেহ অসাড়ভাবে পড়িয়া ছিল।"

সেই নিশ্চল আড়ষ্ট দেহের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সিভিলিটি বলিল, "আরে! গোয়েন্দা বেটা অক্কা পাইয়াছে না কি? না, না, উহার নাক কান না কাটিয়া উহাকে মরিতে দেওয়া হইবে না। উহাকে লইয়া খানিক মজা করিবার আগেই—(before we've ad our fun with him.) ও মরিবে? কন্‌কি, এস, উহাকে ধরাধরি করিয়া বাহির করি। এতক্ষণে ত উহার জ্ঞান হওয়া উচিত ছিল।"

তাহারা সেই বাক্সের ভিতর হইতে রজ্জুবদ্ধ সংজ্ঞাহীন ডিটেক্‌টিভকে বাহির করিয়া মেজের উপর ফেলিল। মন্টি লেন জাল প্রোফেসার সিটন ব্রাউনের পাকা ঝুটা গোঁফ-জোড়াটা খুলিয়া লইল। তাহার পর হাসিয়া বলিল, "গোয়েন্দাটা খাসা প্রোফেসার সাজিয়াছিল, হঠাৎ চিনিবার উপায় ছিল না ; কিন্তু এখন আর উহার ঐ ছদ্মবেশ রাখিবার কি দরকার?"

মন্টি লেন বলিল, "কন্‌কি, উহার মাথায় এক জগ ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দাও, তাহা হইলে গোয়েন্দা বেটার হুঁস হইবে। তাহার পর উহার কি বলিবার আছে শুনা যাইবে।"

সিভিলিটি স্মিথ সরোষে বলিল, "মন্টি, সুন্দিকে আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়া তুমি সেই কামার বেটাদের কাছে মলম বেচিতে যাও ; তাড়াতাড়ি তাহাদের কাছে চেক আদায় না করিলে বোধ হয় ত সব ফস্‌কাইয়া যাইবে। এদিকে যাহা করিতে হয় আমি করিব ; তুমি নিজের চরকায় তেল দাও।"

মন্টি লেন রাগ করিয়া বলিল, "আমি মাথা খাটাইয়া যাহা করিয়াছি—লাঠীর জোরে তাহা করা তোমার ত দূরের কথা—তোমার বাপেরও অসাধ্য। আমি কি বলি নাই—আমার কাযে তোমার দলের গুণ্ডাদের সাহায্য লইতে হইবে না? আমি কামার বেটাদের কাছে চেক আদায় করিয়া একবার তাহা ভাঙ্গাইতে পারিলে হয়। গুণ্ডামী করিয়া কি এত বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়?"

সিভিলিটি স্মিথ মাথা নাড়িয়া বিড়-বিড় করিয়া কি বলিল, তাহার পর সংজ্ঞাহীন ডিটেক্‌টিভের কাঁধে পায়ের ধাক্কা দিল।

মিস্ ডেথ বলিল, "খানিক ব্রাণ্ডি উহার গলার ভিতর ঢালিয়া দাও ; উহার জ্ঞান হইলে আমি উহাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

সিভিলিটি স্মিথ মিস ডেথের আদেশ পালন করিল ; সে ডিটেক্‌টিভের মুখ খুলিয়া তাঁহার গলার ভিতর অল্প অল্প ব্রাণ্ডি ঢালিয়া দিতে লাগিল। দুই তিন মিনিট অসাড় দেহে কোন সাড়া পাওয়া গেল না ; তাহার পর হঠাৎ তাঁহার চোখের পাতা কাঁপিয়া উঠিল ; অবশেষে তিনি চক্ষু খুলিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

তিনি কোথায় আসিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিলেন না। প্রথমে কোন কথা স্মরণ হইল না ; তাহার পর মনে পড়িল তিনি প্রোফেসার সিটন ব্রাউনের ছদ্মবেশে গ্র্যাণ্ড হোটেলে উপস্থিত হইলে ডাক্তার সালভেডরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কয়েক মিনিট পরে নর কপালের মুখোসধারিণী লোহিত পরিচ্ছদাবৃতা এক নারী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলে, কি ভাবে তাঁহাকে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল—তাহা ধীরে ধীরে তাঁহার মনে পড়িল।

তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন।

তাঁহাকে বসিতে দেখিয়া সিভিলিটি স্মিথ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিল, "কি হে গোয়েন্দা ব্লেক! আজ তুমি আমাদের দলে আসিয়া পড়িয়াছ। আমরা অনেক দিন হইতে তোমাকে মুঠায় পুরিবার চেষ্টায় ছিলাম; এতদিন পরে তুমি নিজেই আসিয়া ফাঁদে ধরা দিয়াছ! খুব ভাল কায করিয়াছ। তোমার নাকটি ও কান-দুটি কাটিয়া লইয়া শিশির ভিতর আরোকে ভিজাইয়া রাখিব; তাহা দেখিলে আর কোন গোয়েন্দা আমাদের কাছে ভিড়িবে না।"

প্রোফেসারের ছদ্মবেশধারী বলিল, "তোমার আবদার অতি চমৎকার গুণ্ডাজি! কিন্তু তোমাদের দলের সকলকে ত আমি চিনিতে পারিতেছি না! ঐ অনাবশ্যক বিকটাকার মুখোস মুখে আঁটিয়া যে মহিলাটি ও-ধারে দাঁড়াইয়া আছে—ঐ বুঝি তোমাদের দস্যুদলের সর্দ্দারণী মিস্ ডেথ? আর ঐ পুরুষটি কি কন্‌কি? কিন্তু আমি জানিতাম—কন্‌কি কেবল একজনই আছে। তোমাদের দলের সকল দস্যুর চেহারাই এক ছাঁচে ঢালা; একবার দেখিলে আর দ্বিতীয়বার মুখ তুলিয়া চাহিতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদের চেহারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যই কি তোমাদের সর্দ্দারণীর মুখে ঐ বিদ্‌ঘুটে মুখোস?"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "মুখ সাম্‌লাইয়া কথা বল দোস্ত! বেশী রসিকতা করিলে তোমার জিভ আর কান দুটি ক্ষুর দিয়া কাটিয়া লইব।"

কয়েদী মিস্ ডেথকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মাদাম, কি চমৎকার সঙ্গীগুলিকেই তুমি তোমার চারি পাশে জুটাইয়া লইয়াছ!—বলিহারি তোমার রুচি।"

মিস্ ডেথ অবজ্ঞাভরে বলিল, "তোমার মত নির্লজ্জ গোয়েন্দার ধৃষ্টতার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হইলে এই রকম সঙ্গীদেরই প্রয়োজন মিঃ ব্লেক! আমি তোমাকে দুইবার সতর্ক করিয়াছি। দুইবার জানাইয়াছি—আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিলে তোমার জীবন বিপন্ন হইবে; কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই।"

কয়েদী বলিল, "মাদাম, আমার বিশ্বাস, তোমার চক্ষুর একটু দোষ ঘটিয়াছে; অথবা তুমি মানুষ চিনিতেই ভুল করিয়াছ—নতুবা তুমি আমাকে মিঃ ব্লেক বলিয়া সম্বোধন করিবে কেন?"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "এখনও ধাপ্পা দিয়া আমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা! ও ফিকির আর খাটিতেছে না। তুমি বলিবে—তুমি প্রোফেসার সিটন ব্রাউন; কিন্তু তোমাকে কি আমরা চিনি না গোয়েন্দা ব্লেক! তুমি আমাদের হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছ; আর তোমার রক্ষা নাই।"

কয়েদী বলিল, "বেশ, আমাকে ব্লেক মনে করিয়া যদি সুখী হও, তাহাতে আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমার ছদ্মবেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে আমি ব্লেক নহি।"

মিস্ ডেথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কয়েদীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি ব্লেক নও? তবে তুমি কে?"

কয়েদী বলিল, "আমার নাম প্ল্যাস পেজ; আমি লণ্ডনের সুবিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা 'রেডিও'র রিপোর্টার।"

প্ল্যাস পেজের কথা শুনিয়া মিস্ ডেথের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। সে চমকিয়া উঠিয়া অতি কষ্টে সামলাইয়া লইল।

অষ্টম লহর

টেক্কার উপর তুরুপ

সিভিলিটি স্মিথ সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! আমাদের যে বোকা বানাইয়া দিয়াছে! এ ত গোয়েন্দা ব্লেক নয়; সে তবে কি কৌশলে কোথায় পলাইল?"

প্ল্যাস পেজ বলিল—"ক্ষমতা থাকে, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির কর সর্দ্দার! আমি ত আর গোয়েন্দা ব্লেক নই।"

মিস্ ডেথও ভাবিতে লাগিল—গোয়েন্দা ব্লেক ধরা পড়িয়াও কি কৌশলে কোথায় সরিয়া পড়িল? তাহার ধারণা হইল—বেতের বাক্সটা গ্র্যাণ্ড হোটেল হইতে এই আড্ডায় আনিবার সময় ব্লেক প্ল্যাস পেজকে দেখিয়া, তাহাকে বাক্সে পুরিয়া-রাখিয়া স্বয়ং অন্তর্দ্ধান করিয়াছে; কিন্তু রজ্জুবদ্ধ বন্দী ব্লেকের পক্ষে তাহা কতদূর সম্ভবপর, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহার মন ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় পূর্ণ হইল। সে সক্রোধে প্ল্যাস পেজের মুখের দিকে চাহিতেই, প্ল্যাস পেজ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মাদাম, তোমাকে নিরাশ হইতে দেখিয়া আমার ভারী দুঃখ হইতেছে; কিন্তু উপায় নাই। মিঃ ব্লেকের হাতে জরুরি কায থাকায় তিনি আমাকে তোমাদের কাছে রাখিয়া সেই কাযে গিয়াছেন!"

সিভিলিটি স্মিথ ধমক দিয়া বলিল, "ওরে

খবরের কাগজের ভূত! তোর রসিকতা রাখিয়া দে। তোকে কি শাস্তি দিই, তা এখনই দেখিতে পাইবি। কন্‌কি, ব্লেকের বদলে এই শয়তানেরই নাক কান কাটিয়া লও। বাহির কর তোমার ক্ষুর।"

কন্‌কি পকেট হইতে তীক্ষ্ণধার ক্ষুর বাহির করিয়া তাহা বাগাইয়া ধরিল, প্ল্যাস পেজকে বলিল, "ওরে সুমুন্দি! সোজা হইয়া বসিয়া মুখ তোল; আগে তোর নাক সাবাড করি—তারপর কান দুটো।"

মিস্ ডেথ দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া কন্‌কিকে বলিল, "সরিয়া যা বর্ব্বর! এই শয়তানের শাস্তি এখন মুলতবি রাখিলেও ক্ষতি নাই; আমরা কাযের অন্য ব্যবস্থা করিব মনে করিতেছি। রবার্ট ব্লেক যদি আমাদের কবল হইতে সত্যই মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কোন্ দিক হইতে কি ভাবে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। সিভিলিটি, তুমি মণ্টিকে সতর্ক করিয়া এস—যেন সে—"

সেই মুহূর্ত্তে মণ্টি লেন সবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল; তাহার মুখ হাস্যময়, চক্ষু উজ্জ্বল; আনন্দে ও উত্তেজনায় যে বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

মণ্টি লেন উৎসাহ ভরে একখানি চেক মাথার উপর ঘুরাইয়া বলিল, "কাম ফতে! আজ কামার বেটাদের কাছে ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের চেক পাওয়া গিয়াছে; বাকি টাকার চেক তাহারা কাল দিতে চাহিয়াছে। হাঁ, কাল হড্‌লষ্টোন তাহার উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বাকি টাকাগুলির চেক দিবে বলিয়াছে। আমি তাহাদিগকে লইয়া এখনই গ্র্যাণ্ড হোটেলে—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সিভিলিটি স্মিথ তাহাকে দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দেখাইল। তাহা দেখিয়া মণ্টি লেন বলিল, "কেন, কি হইয়াছে? কোন নূতন ফ্যাসাদ বাধিয়াছে না কি? আমি এত টাকার চেক আনিলাম, আর তুমি—"

মিস্ ডেথ তৎক্ষণাৎ মণ্টি লেনের সম্মুখে হাত বাড়াইয়া বলিল, "চেকখানা শীঘ্র আমার হাতে দাও মণ্টি!—আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাহাকে ধরিয়া প্যাকবন্দী করিয়াছিলাম, সে লোক রবার্ট ব্লেক নয়, সে অন্য লোক। ব্লেক কোথায় পলায়ন করিয়াছে, তাহা জানি না; কিন্তু তাহাকে এই রাত্রেই খুঁজিয়া বাহির করিয়া আটক করিতে হইবে। ঐ চেক ভাঙ্গাইবার পূর্ব্বে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া চলিবে না। তাহাকে ধরিতে না পারিলে কাল আমরা চেকের টাকা পাইব না; তাহার পরামর্শে ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করিবে।"

মিস্ ডেথের কথা শুনিয়া মণ্টি লেন অবিশ্বাস ভরে হা করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেককে অজ্ঞান করিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখা হইয়াছিল; তাহার উপর বাক্সটি তালা চাবি দিয়া বন্ধ,—সেই বাক্স হইতে ব্লেক পলায়ন করিয়াছেন, এ কথা সে কি করিয়া বিশ্বাস করিবে? সে হতবুদ্ধি হইয়া প্ল্যাস পেজের মুখের দিকে চাহিয়া আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "এ যদি ব্লেক না হয়, তবে এ বেটা কে?"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "ও লণ্ডনের একখান দৈনিক কাগজের রিপোর্টার—সেই গোয়েন্দাটার বন্ধু। তুমি এক কায কর মণ্টি! কামারগুলাকে হোটেলে ফেরত লইয়া যাও; আমি আমার দলের লোকগুলাকে ব্লেকের সন্ধানে পাঠাইব। ব্যাঙ্ক হইতে টাকাগুলি তুলিয়া না লওয়া পর্য্যন্ত ব্লেককে আটক করিয়া রাখাই চাই। কন্‌কি, এই রিপোর্টারটাকে লইয়া কি করা যায়?"

কন্‌কি প্ল্যাস পেজের মাথার উপর ক্ষুর তুলিয়া কঠোর স্বরে বলিল, "আমি উহাকে সাবাড় করিতেছি; তুমি উহার জন্য চিন্তা করিও না।"

মণ্টি লেন বলিল, "কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! ব্লেক সিটন ব্রাউনের ছদ্মবেশে আসিয়াছিল,—আমাদের বন্ধু ক্রিউ এই সংবাদ জানাইয়াছিল। তা ছাড়া—"

মিস্ ডেথ তীব্র স্বরে বলিল, "ও সকল বিষয় লইয়া তোমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই মণ্টি! কথাটা এখন চাপিয়া যাও। কাল সকালে ব্যাঙ্ক খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চেকখানি ভাঙ্গাইয়া লইব। তুমি তাড়াতাড়ি রদারফোর্ড ও তাহার সঙ্গীদের কাছে যাও; তোমাকে এখন দেখিতে না পাইলে তাহাদের সন্দেহ হইতে পারে। আজ রাত্রে আমরা অন্যান্য বিষয়ের পরামর্শ শেষ করিব। মণ্টি, চেকখানা আমার কাছে রাখিয়া যাও, তোমার কাছে উহা না রাখাই ভাল।"

মণ্টি লেন হুঙ্কার দিয়া মুখ ফিরাইল। সে নানা রকম ফন্দী ফিকির খাটাইয়া ত্রিশ হাজার পাউণ্ডের চেক হস্তগত করিয়াছে। টাকাগুলি ব্যাঙ্ক হইতে আনিতে পারিলেই তাহার কার্য্যসিদ্ধি; কিন্তু মিস্ ডেথ তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে! তাহার অন্তরাত্মা মুহূর্ত্তের জন্য

বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; কিন্তু মিস্ ডেথ তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া যখন পুনর্ব্বার তীব্রস্বরে বলিল, "ভাবিতেছ কি? চেকখানা শীঘ্র আমাকে দাও।"—তখন সে বিমর্ষ মুখে চেকখানি তাহার হাতে দিল।

সেই সময় তাহার কাতর মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সিভিলিটি স্মিথের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। মিস্ ডেথের যথেচ্ছাচারে তাহার রক্ত গরম হইল; কিন্তু তাহারা উভয়েই নিরুপায়।

প্ল্যাস পেজ বিদ্রূপ ভরে বলিল, "হায় হায় মণ্টি! স্ত্রীলোকের হাতে তোমার কি লাঞ্ছনা! চোরের ধন বাটপাড়ে খায়—এ কথা মিথ্যা নয়। আজ রাত্রে যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, তাহা জীবনে ভুলিব না। 'রেডিও'তে দস্যুদল-নায়িকা সম্বন্ধে এমন চমৎকার গল্প বাহির হইবে যে, লক্ষ লক্ষ পাঠক—"

তাহার কথা শুনিয়া স্মিথ ডেথ ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "ঐ আশা ত্যাগ কর মিঃ পেজ! তুমি সুলেখক হইতে পার, কিন্তু আমাদের গুপ্ত রহস্য ও তোমার অভিজ্ঞতার কাহিনী 'রেডিও'তে প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবে না; তবে যদি তোমার প্রেতাত্মা পরলোক হইতে কিছু লিখিয়া পাঠাইতে পারে, তবেই তাহা কাগজে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ইহলোকে থাকিয়া আর তোমার রিপোর্টারগিরি করা চলিবে না।"

সিভিলিটি স্মিথ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কন্‌কি, আর কেন? এই হতভাগা রিপোর্টারের গলায় ক্ষুর বসাইয়া উহাকে জবাই কর। আমি উহার মৃত দেহের সদ্গতি করিব; তাহার পর গোয়েন্দা ব্লেকও উহার অনুসরণ করিবে।"

কন্‌কির হাতের ক্ষুর প্ল্যাস পেজের গলার কাছে নামিয়া আসিল; তাহা দেখিয়া মিস্ ডেথ অস্ফুট শব্দ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সে দস্যুদলের অধিনেত্রী হইলেও এরূপ হত্যাকাণ্ড-দর্শনে অভ্যস্তা ছিল না; নরহত্যায় তাহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল।

মুহূর্ত্ত পরে গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "তোমরা তিন জনেই মাথার উপর হাত তুলিয়া দাঁড়াও—আদেশ অগ্রাহ্য করিলে তোমাদের গুলী করিয়া মারিব।"

এই কথা শুনিয়া মিস্ ডেথ, সিভিলিটি স্মিথ ও মণ্টি প্ল্যাস পেজের দিকে চাহিয়া দেখিল—তাহার বন্ধন অদৃশ্য হইয়াছে—সে মুক্তিলাভ করিয়া তাহাদের মস্তকে পিস্তল উদ্যত করিয়াছে! অধিকতর বিস্ময়ের বিষয়, কন্‌কির হাতের পিস্তলও তাহাদের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উদ্যত হইয়াছে।

মিস্ ডেথ সক্রোধে বলিল, "কন্‌কি! বিশ্বাস-ঘাতক! এ তোমার কিরূপ ব্যবহার? পিস্তল ফেলিয়া দাও।"

মিঃ ব্লেক পরচুলা ও দাড়ি গোঁফ দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিদ্রূপভরে বলিলেন, "আমি কন্‌কি নহি, কন্‌কি সেফিল্ডের হাজতে আবদ্ধ আছে। আমি তোমার যম—রবার্ট ব্লেক!"

মিস্ ডেথ আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "গোয়েন্দা ব্লেক কন্‌কির ছদ্মবেশে! এ কি স্বপ্ন, না সত্য?"

মিঃ ব্লেক বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন, "কঠোর সত্য; শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও—দস্যু নারী! তোমার সকল ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইয়াছে।"

সিভিলিটি স্মিথ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া সভয়ে বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! ও কন্‌কি নয়, ও রবার্ট ব্লেক!—এখন সামলাও মাদাম!"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "পলায়নের চেষ্টা করিয়াছ কি মরিয়াছ। দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াও।"

মণ্টি লেন মিঃ ব্লেকের হাতের পিস্তলের দিকে চাহিয়া রাগে ফুলিতে লাগিল। তাহার পর বিকৃত স্বরে বলিল, "ব্লেক, তুমি কি আশা করিয়াছ—আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবে? না, এখানে তোমার কোন ফিকির খাটিবে না। সিংহের গুহায় প্রবেশ করিয়া—"

সে কথা শেষ না করিয়াই অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া শিষ দিল। মুহূর্ত্তমধ্যে পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে তীব্র হুইস্ল-ধ্বনি হইল। সেই কক্ষে যে সকল গুণ্ডা মদ্যপান করিতেছিল—তাহারা দলবদ্ধ হইয়া মিস্ ডেথ ও তাহার অনুচরদ্বয়কে সাহায্য করিতে আসিল।

তাহাদিগকে সবেগে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেক কর্কশ স্বরে বলিলেন, "যে প্রথমে এখানে আসিবে, তাহাকেই মরিতে হইবে।"

সিভিলিটি স্মিথ বলিল, "নির্ভয়ে দাণ্ডা চালাও ভাই সকল; এই গোয়েন্দা ও তাহার সঙ্গীটার মাথা গুঁড়া কর।"

ছয়জন গুণ্ডা লাঠী ঘাড়ে লইয়া দ্বারের নিকট স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। জোড়া পিস্তল উদ্যত দেখিয়া সেই কক্ষে অগ্রসর হইতে কাহারও সাহস

হইল না ; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা মিঃ ব্লেকের চক্ষু লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ মাথা সরাইয়া লইয়া গুলী করিলেন। তাঁহার পিস্তলের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সম্মুখস্থ গুণ্ডা দ্বারপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

গুণ্ডাদের দিকেই মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি ছিল ; সেই সুযোগে সিভিলিটি স্মিথ সীসার একটা কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া সেই কক্ষের কাচের কেরোসিন ল্যাম্পে নিক্ষেপ করিল ; ল্যাম্পটা চূর্ণ হইয়া মেঝের উপর পড়িল এবং তাহার জ্বলন্ত পলিতা বিক্ষিপ্ত তৈলরাশি স্পর্শ করিবামাত্র কেরোসিন তেল জ্বলিয়া উঠিল !

সেই মুহূর্ত্তে সেই অট্টালিকার বাহিরে পুলিশের আট দশটা হুইশ্ল হইতে তীব্রধ্বনি উত্থিত হইল। সেই শব্দ শুনিয়া ভীত গুণ্ডার দল ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "ঐ জানালার দিকে চল প্ল্যাস, আর আমাদের চিন্তা নাই। স্মিথকে থানায় সংবাদ দিতে বলিয়াছিলাম ; সংবাদ পাইয়া পুলিশ এই বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।"

তাহার পর তিনি চারি দিকে চহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "স্ত্রীলোকটা কোন্ দিকে পলাইল ?—মিস ডেথ ?"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "সে ত দরজার দিকে যায় নাই ?—আমরা তাহাকে রক্ষা না করিলে ক্ষিপ্তপ্রায় গুণ্ডাগুলা তাহাকে হত্যা করিবে ; এখন আর তাহারা উহার প্রভুত্ব গ্রাহ্য করিবে না।"

কেরোসিনের তেল জ্বলিয়া সেই কক্ষের গালিচায় আগুন ধরিয়াছিল ; সেই আগুনের ধূমে কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। সেই সময় দুই জন গুণ্ডা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিঃ ব্লেককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। মিঃ ব্লেক তাঁহার পিস্তলের কুঁদার আঘাতে দুইজনকেই ধরাশায়ী করিলেন। আর একজন গুণ্ডা প্ল্যাস পেজকে আক্রমণ করিলে প্ল্যাস পেজ তাহার নাকের ডগায় প্রচণ্ডবেগে এক ঘুসি মারিল ; সেই ঘুসি খাইয়া গুণ্ডাটা বসিয়া পড়িল। কেরোসিন তেলের আগুন মেঝের গালিচায় ধরিয়া তাহার সকল অংশ অগ্নিময় করিয়া তুলিল ; কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশিতে সকলের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল।

প্ল্যাস পেজ সেই নিবিড় ধূম্ররাশির মধ্যে মিঃ ব্লেককে দেখিতে না পাইয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি কোথায় ?"

মিঃ ব্লেক নিরুত্তর। তাঁহার সাড়া না পাইয়া প্ল্যাস পেজ দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলা—নীল পরিচ্ছদধারী পুলিশ-প্রহরীরা দলে দলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। তাহাদের অবস্থা দেখিয়াই প্ল্যাস পেজ বুঝিতে পারিল, তাহারা সেই কক্ষের বাহিরে ছত্রভঙ্গ গুণ্ডাদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল।

প্ল্যাস পেজের মাথা ঘুরিতে লাগিল্। তাহাকে মাদক দ্রব্যের সাহায্যে অজ্ঞান করা হইয়াছিল ; সে তখনও তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে প'রে নাই, তাহার উপর পরিশ্রমও যথেষ্ট হইয়াছিল ; সে অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে সেই কক্ষের টেবিল ধরিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল ; সেই সময় সে পদপ্রান্তে প্রজ্বলিত গালিচার উপর লাল রেশমী পরিচ্ছদের একটু টুকরা দেখিতে পাইল। সে মেঝের উপর ঝুঁকিয়া সেই বস্ত্রখণ্ড ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই দেখিল—তাহার এক অংশ একটি চতুষ্কোণ দ্বারের কপাটে চাপা পড়িয়াছিল।

প্ল্যাস পেজ সবিস্ময়ে বলিল, "মেঝের এই দরজার নীচে সুড়ঙ্গ-পথ আছে না কি ?—এ ব্যাপার কি ?"

প্ল্যাস পেজ বসিয়া পড়িয়া সেই চতুষ্কোণ দ্বারে পিত্তলের একটি আংটা দেখিতে পাইল। সে সেই আংটা ধরিয়া আকর্ষণ করিবামাত্র দ্বার উন্মুক্ত হইল ; তখন সে গুপ্ত পকেট হইতে বিজলি-বাতি বাহির করিয়া তাহার সাহায্যে নীচের গহ্বরে একখানি কাঠের সিঁড়ি দেখিল। সে বুঝিতে পারিল—মিস্ ডেথ সেই সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া যাইবার সময় তাহার পরিহিত পরিচ্ছেদ সেই দ্বারে বাধিয়া যাওয়ায় তাহারই কিয়দংশ ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

প্ল্যাস পেজ সেই সিঁড়ির সাহায্যে গহ্বর-মধ্যে নামিবার উপক্রম করিতেই স্মিথ পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, "প্ল্যাস, তুমি এখানে কি করিতেছ ?"

সে মাথা তুলিয়া স্মিথকে দেখিতে পাইল। স্মিথের পরিচ্ছদ ছিন্ন, গলার কলার এক পাশে ঝুলিতেছিল ; এবং তাহার মুখে আঘাত-চিহ্ন থাকিলেও চক্ষুতে আনন্দ ও উৎসাহ পরিস্ফুট।

স্মিথ বলিল, "কর্ত্তা, সিভিলিটি স্মিথকে ও বিসপকে গ্রেপ্তার করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন ; তাহারা এখন পুলিশের হেফাজাতে। তিনি মণ্টি লেন ও সেই সর্দ্দারণীটাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তিনি আর তাহাদের সন্ধান পাইবেন না।

তাহারা বোধ হয় এই সুড়ঙ্গ-পথে পলায়ন করিয়াছে। মিস্ ডেথের পরিচ্ছদের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া এখানে পড়িয়া আছে।"

স্মিথ বলিল, "তবে চল আমরা ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়া পড়ি; হয় ত সুড়ঙ্গের ভিতর তাহাদের সন্ধান পাইব। এখানে আমাদের আর কোন কায নাই, পুলিশ এই বাড়ীর ভার লইয়াছে।"

প্ল্যাস পেজ সোৎসাহে বলিল, "পরিশ্রমে আমার মাথা ঘুরিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হইয়াছিল; তোমার কথা শুনিয়া আমি যেন নূতন বল পাইলাম। চল, সুড়ঙ্গ-পথে নামিয়া যাই—দেখি ইহার শেষ কোথায়? কিন্তু এখানে এ রকম সুড়ঙ্গ কেন?"

স্মিথ বলিল, "ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না; বোধ হয় উহারই ভিতর দিয়া এই বাড়ীর ড্রেণ। ঘরগুলি ধুইয়া সেকালে ঐ ড্রেণ দিয়া জল বাহির করিয়া দেওয়া হইত। প্রাচীনকালে যে চৌবাচ্চার জলে এই গীর্জ্জায় দীক্ষা দেওয়া হইত, সেই জল বাহির করিবারও বোধ হয় ইহাই একমাত্র পথ ছিল।"

তাহারা উভয়ে সিঁড়ি দিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিল। কিছুকাল পরে সুশীতল মুক্ত বায়ুর একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া তাহাদের চোখে মুখে লাগিল। তাহারা বিজলি-বাতি উর্দ্ধে তুলিয়া প্রায় কুড়ি ফিট উচ্চে একটি গোলাকার বৃহৎ গবাক্ষ দেখিতে পাইল। সেই গবাক্ষ দিয়া আকাশের তারা দেখা যাইতেছিল। সেই গবাক্ষের নীচেই আর একখানি সিঁড়ির মাথা। সিঁড়িখানি সুড়ঙ্গের সেই দিকের দেওয়ালে লাগাইয়া রাখা হইয়াছিল।

স্মিথ বলিল, "তাহারা এই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ঐ গবাক্ষের ভিতর দিয়া অন্য দিকে চলিয়া গিয়াছে।—এখন কি করিবে?"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "চল—সিঁড়িতে উঠিয়া দেখি—গবাক্ষের বাহিরে কি আছে; ঐ পথে কোথায় যাওয়া যায়—দেখিতে হইবে। পথ খোলা আছে; ব্যস্ততাবশতঃ তাহারা উহা বন্ধ করিয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছে।"

স্মিথ ও প্ল্যাস পেজ বিজলি-বাতির আলোকে সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া গবাক্ষে প্রবেশ করিল। গবাক্ষের বাহিরে পদার্পণ করিয়া তাহারা সম্মুখে একটি পথ দেখিতে পাইল। সেই পথটি সাউথ রোডের সমান্তরাল ভাবে প্রসারিত। সেই পথে দাঁড়াইয়া তাহারা দস্যুদলের আড্ডার গোলমাল শুনিতে পাইল। দস্যুরা ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া সেই পল্লীর অধিবাসীগণ সেখানে সমবেত হইয়া গণ্ডগোল আরম্ভ করিয়াছিল।

প্ল্যাস পেজ বলিল, "মিস্ ডেথ ও মণ্টি লেন এই পথে পলায়ন করিয়াছে; আমরা তাহাদের সন্ধান পাইব না। মিঃ ব্লেক এখনও হয় ত ঐ দিকেই আছেন; চল, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করি। কাল সকালে 'রেডিও'তে অনেক অদ্ভুত ও লোমাঞ্চকর সংবাদ লিখিতে পারিব! এত কষ্ট পাইলেও আমার এখানে আসা সার্থক হইয়াছে।"

—

নবম লহর

কুমারি মলয়ের রহস্যভেদ

মার্টিন রদারফোর্ড উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "উঃ, বেটা কি শয়তান! আমাদের তিনজনেরই চোখে ধূলা দিয়াছিল—বেটা বদ্‌মায়েস! আমাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল আর কি?"—উত্তেজনাভরে কর্ম্মকার-পুঙ্গবের বিশাল দেহ চেয়ারের উপর ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না, মৃদুস্বরে বলিলেন, "মিঃ রদারফোর্ড, আপনি বৃথা আক্ষেপ করিতেছেন; আপনার দোষ কি? আমি জানি মণ্টি লেন বদ্‌মায়েসের ধাড়ী, এই সকল অপকর্ম্মে তাহার অসাধারণ দক্ষতা!"

দস্যুদল পুলিশের হাতে ধরা পড়িবার পরদিন প্রভাতে 'রয়াল ভিক্টোরিয়া' হোটেলে মিঃ ব্লেকের কামরায় বসিয়া মিঃ রদারফোর্ডের সহিত তাঁহার এই সকল কথার আলোচনা চলিতেছিল। পূর্ব্ব-রাত্রে মিঃ ব্লেকের নিদ্রা না হইলেও তাঁহার চোখে মুখে ক্লান্তির কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না; সে দিন তিনি অত্যন্ত প্রফুল্ল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় রদারফোর্ডও সারা রাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই; প্রভাতেই তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। দস্যুদলের সহিত পুলিশের পূর্ব্ব-রাত্রির যুদ্ধের কথা লইয়া সেফীল্ডের আবালবৃদ্ধবনিতা আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ করিয়াছিল।

মিঃ রদারফোর্ড ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া

বলিলেন, "দেখুন মিঃ ব্লেক, সেই শয়তানটা কি কৌশলে আমাদিগকে প্রতারিত করিল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি ন'! বোধ হয় সে আমাদিগকে সম্মোহিত করিয়াছিল; তাহার অদ্ভুত সম্মোহন-শক্তিতে আমরা অভিভূত হইয়াছিলাম। আমি আপনার নিকট চিংকৃতজ্ঞ মিঃ ব্লেক! যদি আপনি এ বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার না করিতেন, তাহা হইলে আমার নির্ব্বুদ্ধিতার কথা লইয়া সমগ্র ইংলণ্ডে হাসির গর্‌রা উঠিত।" (I would have been the laughing-stock of England.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু এখনও আমি সকল রহস্য ভেদ করিতে পারি নাই; তবে ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের চেকের টাকা লওয়া যে বন্ধ করিতে পারিয়াছি—ইহাই আপনাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আপনাদিগকে প্রতারিত করিয়াও উহারা লাভবান হইতে পারিল না।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "ক্ষুরারি মলম মুখে ঘসিবামাত্র মুখের দাড়ি গোঁফ নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল, কেশপূর্ণ স্থান নির্লোম হইল—এ কি রহস্য বুঝিতে পারিলাম না!"

স্মিথ বলিল, "হাঁ কর্ত্তা, আমিও তাহা বুঝিতে পারি নাই; এ কি ভেল্‌কি, দৃষ্টিবিভ্রম? না—ইহার অন্য কোন কারণ আছে?"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "আমি আরও অনেক কথা বুঝিতে পারি নাই।—মিস্ ডেথ কে? কোথা হইতে এখানে আমদানী হইল? উহার মতলব কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমাদের সকলের সকল প্রশ্নের এক সঙ্গে উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য; আমি যাহা জানিতে ও বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা একে একে বলিতেছি শোন।—মিস্ ডেথ কে—তাহা এখনও জানিতে পারি নাই। তাহার জীবনের ইতিহাস রহস্যাবৃত; তবে সে দস্যুদলের অধিনেত্রী এবং যে কৌশলেই হউক, সে এ দেশের প্রধান প্রধান দস্যুগণকে পদানত করিয়া ইচ্ছানুসারে পরিচালিত করিতেছে। তাহারই আদেশে মন্টি লেন, সিভিলিটি স্মিথ, ইগ্‌লফ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দস্যু এই অঞ্চলে আসিয়া নানাভাবে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল। মিঃ রদারফোর্ডের নিকট রামন সালভেডরের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, কোন চতুর দস্যু ছদ্মবেশে তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিয়া কিছু টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। এই জন্যই আমি ছদ্মবেশে প্রোফেসার ব্রাউন নাম ধারণ করিয়া রামন সালভেডরের সহিত সাক্ষাতের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম—রামন সালভেডর খাঁটি লোক হইলে তাহার সহিত আমার সাক্ষাতের ফল মন্দ না হইতে পারে, কিন্তু সে ছদ্মবেশী দস্যু হইলে আমাকে চিনিতে পারিয়া সতর্ক হইবে; তখন দস্যুদলকে গ্রেপ্তার করা অত্যন্ত কঠিন হইবে। সুতরাং ছদ্মবেশেই আমার সঙ্কল্প-সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। তাহার পর আমি থানায় গিয়া সংবাদ পাইলাম কন্‌কি ধরা পড়িয়াছে। আমি ইন্‌স্পেক্টরকে বলিলাম তাহার গ্রেপ্তারের সংবাদ যেন প্রকাশিত না হয়, এবং অন্যান্য দস্যুরা তাহার সন্ধান না পায়। কন্‌কিকে জেরা করিয়া মিস্ ডেথ সম্বন্ধে কোন কোন কথা জানিতে পারিয়াছিলাম, এবং তখনই স্থির করিয়াছিলাম কন্‌কির ছদ্মবেশে দস্যুদলের সহিত যোগদান করিয়া তাহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি জানিয়া লইব।

"এই সময় আমি মিঃ রদারফোর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, এ সংবাদ মিস্ ডেথ জানিতে পারিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই; এতদ্ভিন্ন আমি যে প্রোফেসার ব্রাউনের ছদ্মবেশে গ্র্যাণ্ড হোটেলে যাইব, সে কোন্ উপায়ে এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিল, তাহাও আমার অজ্ঞাত ছিল। যদি তাহা জানিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাকে ভবিষ্যতের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিতে হইত। অন্ততঃ, প্ল্যাস পেজকে তাহা হইলে ও-ভাবে বিপন্ন হইতে হইত না। আমার ব্যবস্থার দোষেই উহাকে ঘণ্টা-দুই অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে হইয়াছে।"

প্ল্যাস পেজ তাঁহার কথা শুনিয়া বলিল, "আমি বিপন্ন হইয়াছিলাম ভাবিয়া আপনি দুঃখিত হইবেন না মিঃ ব্লেক! আমি প্রায় দুই ঘণ্টা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া ছিলাম; সে সময় আমার যন্ত্রণা-বোধের শক্তি ছিল না।"

স্মিথ বলিল "কর্ত্তা আমাকে মিঃ রদারফোর্ডের উপর নজর রাখিতে বলিয়াছিলেন; সেই সময় তোমার ছদ্মবেশ দেখিয়া আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়াছিলাম; (I was a bit puzzled) কিন্তু বিসপকে প্রোফেসার-সাজিতে দেখিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, সে সময় প্রোফেসার-বেশধারী বিসপকে আমি চিনিতেও পারি নাই। আমি ত জানিতাম কর্ত্তাই প্রোফেসারের ছদ্মবেশ ধারণ করিবেন; তিনিই শেষে সাজিলেন কন্‌কি! কোথায় প্রোফেসার ব্রাউন, আর কোথায় দস্যু কন্‌কি!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, কৌশলটা ভালই

হইয়াছিল। রদারফোর্ড জানিতেন আমি ছদ্মবেশে তাঁহাদের মজলিসে উপস্থিত হইব; এইজন্য আমার পরিবর্ত্তে ছদ্মবেশী বিসপকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হন নাই। কিন্তু আমি কন্‌কির ছদ্মবেশ না ধরিয়া প্রোফেসার ব্রাউনের ছদ্মবেশ ধারণ করিলে প্ল্যাস পেজের পরিবর্ত্তে আমাকেই ধরিয়া তাহারা বাক্সে পুরিত; বিসপ, রদারফোর্ড প্রভৃতিকে প্রতারিত করিবার জন্য আমার পরিবর্ত্তে প্রোফেসার ব্রাউন সাজিয়া মণ্টি লেনের বুজরুকির সমর্থন করিত।—তাহার সেই ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছিল।

"মণ্টি লেন, এমন কি, মিস্ ডেথও বিশ্বাস করিয়াছিল আমাকে তাহারা মুঠায় পুরিয়াছে। তাহারা যখন বেতের বাক্স খুলিয়া প্ল্যাসকে বাহির করিবার পর শুনিতে পাইল—আমার পরিবর্ত্তে আর একটি লোককে তাহারা সেই বাক্সের ভিতর আবদ্ধ করিয়াছে—তখন তাহাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইয়াছিল! তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া আমার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়াছিল।"

প্ল্যাস পেজ বলিল, "কিন্তু আপনি পিস্তল তুলিয়া তাহাদিগকে গুলী করিবার ভয় দেখাইলে যখন তাহারা বুঝিতে পারিল আপনি কন্‌কি নহেন রবার্ট ব্লেক, ঝুটা দাড়ি গোঁফ খুলিয়া-ফেলিয়া আপনি নিজের পরিচয় দিলেন, তখন তাহাদের মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল।—আপনি ক্ষুরখানা আমার গলার কাছে বাগাইয়া ধরিলে আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি আমার গলা না কাটিয়া আমার হাত-পায়ের সঙ্গে গলার বাঁধনটা কাটিয়া দিলেন; তখন বুঝিতে পারিলাম—আপনি কন্‌কি নহেন, আমাদেরই কোন লোক! আমি তৎক্ষণাৎ আপনার নিকট হইতে আর একটা পিস্তল পাইয়া আপনার পক্ষ অবলম্বন করিলাম। সকল ঘটনা যেন স্বপ্নের মত ঘটিয়া গেল! যাহা হউক, আপনার কৌশলে দস্যুদের ষড়যন্ত্র বিফল হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই পুলিশের হাতে ধরা পড়িয়া হাজতে গিয়াছে—ইহাই পরম লাভ।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, সিভিলিটি স্মিথ, বিসপ, ডাগো ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি আট দশজন দুর্দ্দান্ত দস্যু ধরা পড়িয়াছে; কিন্তু ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই। মিস্ ডেথ ও মণ্টি লেন উভয়েই আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে না পারায় আমাদের জয় অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "কিন্তু সেজন্য আমাদের আক্ষেপ নাই। আপনি আমাদের ষাট হাজার পাউণ্ড রক্ষা করিয়াছেন; টাকাগুলি জলে পড়িয়াছিল আর কি। আপনার সাহায্য ভিন্ন সেগুলি আমরা রাখিতে পারিতাম না। আপনার এই ঋণ আমরা কখন পরিশোধ করিতে পারিব না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের সৌভাগ্যক্রমেই এই বিপুল অর্থ বৃথা নষ্ট হয় নাই—আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "বোধ হয় আপনার ধারণা হইয়াছে আমি অত্যন্ত নির্ব্বোধ; কিন্তু ক্ষুরারি মলমের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। পরীক্ষা দ্বারা তাহারা মলমের কার্য্যোপযোগিতা সপ্রমাণ করিয়াছিল; তাহার মধ্যে কোন রকম চাতুরী ছিল না—একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি। মণ্টি লেন তাহার বাহুমূলে মলম ঘসিয়া মুহূর্ত্ত পরে রুমাল দিয়া সেই স্থান মুছিবামাত্র সেই স্থানের নিবিড় লোমরাশি অদৃশ্য হইয়াছিল। তাহার পর দুইজন পথিককে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের দাড়িতে মলম ঘষিলে কণ্টকিত দাড়িগুলিও মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়াছিল, আমরা ইহা সচক্ষে দেখিয়াছি; এই কার্য্যেও প্রতারণার আভাস পাই নাই।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মণ্টি লেন তাহার 'অদ্ভুত' মলমের সাহায্যে যে কাজ করিয়াছিল, ক্ষুরারি মলমের অভাবেও আমি সেই কায ঠিক সেই ভাবেই করিতে পারি। উহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "কিন্তু আপনি অতিশয় অবিশ্বাস্য কথা বলিতেছেন! কি উপায়ে আপনি এই কায করিবেন?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আপনারা দুই এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি এখনই তাহা দেখাইতেছি।"—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহার প্রসাধন-কক্ষে (dressing room) প্রবেশ করিলেন। দুই-তিনমিনিট পরে তিনি টিনের একটি কৌটা লইয়া বন্ধুগণের সম্মুখে ফিরিয়া আসিলেন।

মিঃ ব্লেক পূর্ব্ববৎ তাঁহার চেয়ারে বসিয়া সার্টের আস্তিন সরাইয়া বাহুমূল উন্মুক্ত করিলেন।—সেই স্থান কৃষ্ণবর্ণ ঘন লোমরাজিতে সমাচ্ছন্ন ছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমার এই কৌটায় যে

জিনিস আছে তাহা—মনে করুন—ডাক্তার রামন সালভেডরের সেই ভাঁড়ের ক্ষুরারি মলম!"

তিনি পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া সেই রুমালের এক অংশে একটু মলম অর্থাৎ কৌটার চট্‌চটে জিনিস আঙ্গুল দিয়া মাখাইলেন, তাহার পর রুমালখানি মুহূর্ত্তকাল সেই লোমরাশির উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহা সজোরে টানিয়া লইলেন।—সকলেই বিস্ফারিত নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহারা দেখিলেন—লোমশ বাহুমূলের দুই ইঞ্চি স্থান লোমহীন হইয়াছে।

রদারফোর্ড স্তম্ভিত ভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! লোমগুলি সমস্তই রুমালে বাধিয়া উঠিয়া গেল! ক্ষুরারি মলম ব্যবহারেও ত ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল।"

স্মিথ বলিল—"কর্ত্তা, কর্ত্তা! এ যে বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! আপনি ইহা করিলেন কিরূপে?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "মণ্টি লেন যে উপায়ে ঐ কায করিয়াছিল—আমিও ঠিক সেই উপায়েই করিলাম। লোমগুলি মলম ব্যবহারে অদৃশ্য হয় নাই, মিঃ রদারফোর্ডের ক্ষুরের সাহায্যেই নির্মূল হইয়াছে। মণ্টি লেনকেও প্রথমে ক্ষুর ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "ক্ষুর ব্যবহার করিতে হইয়াছিল? আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি ঐ কুঠুরীতে গিয়া আমার কামাইবার ক্ষুর দিয়া দুই ইঞ্চি স্থানের লোম কামাইয়া ফেলিলাম,—তাহার পর সেখানে অল্প পরিমাণে নারিকেলের মাখন ঘষিয়া লইলাম। (then rubbed a little cocoa-butter on the spot.) স্থানটি চট্‌চটে হইলে চাঁচিয়া-ফেলা লোমগুলি কাগজ হইতে তুলিয়া লইয়া খাড়া করিয়া সেই স্থানে বসাইয়া দিলাম। নারিকেলের মাখন আঠাল বলিয়া তাহার সাহায্যে ছদ্মবেশ ধারণের কত সুবিধা তাহা ত তুমি জান স্মিথ! লোমগুলি সেই আঠায় বাধিয়া অস্থায়ী ভাবে সেই স্থানে আট্‌কাইয়া রহিল। তাহার পর এখানে আসিয়া কি ভাবে সেই স্থান নির্লোম করিলাম, তাহা দেখিতে পাইয়াছ।"

রদারফোর্ড বলিলেন, "শয়তানটা এত সহজে আমাদিগকে বোকা বানাইয়াছিল! কিন্তু সেই অপরিচিত চাষা দুটোকে পথ হইতে ধরিয়া আনিয়া কিরূপে ঐ কৌশল খাটাইল?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহারা মণ্টি লেনেরই দলের লোক। তাহাদেরও দাড়ি কামাইয়া ঠিক ঐ উপায়েই মুখে পুনর্ব্বার সেই দাড়ি আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিসপ পূর্ব্বেই তাহাদিগকে ঐ ভাবে সজ্জিত করিয়া পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে পাঠাইয়াছিল। আপনি মনে করিয়াছিলেন আমিই প্রোফেসার ব্রাউনের ছদ্মবেশে আপনাদের সমর্থন করিতেছিলাম; এইজন্য ছদ্মবেশী বিসপকে ও চাষা দুইটিকে আপনারা সন্দেহ করিতে পারেন নাই।"

মিঃ রদারফোর্ড বলিলেন, "উঃ, কি ভীষণ প্রতারণা! এক ভাঁড় সুরভিত নারিকেলের মাখন দেখাইয়া সে আমাদের ষাট হাজার পাউণ্ড ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিল আর কি!"

সেই মুহূর্ত্তে একজন আরদালী একখানি পত্র আনিয়া মিঃ ব্লেকের হাতে দিল। নীলবর্ণ লেফাপাখানি দেখিয়াই মিঃ ব্লেক মুহূর্ত্তের জন্য চমকিয়া উঠিলেন। লেফাপার উপর ব্রাড্‌ফোর্ড ডাকঘরের মোহর। পূর্ব্ব রাত্রে ১১টা ১৫ মিনিটের সময় চিঠিতে সেই মোহর পড়িয়াছিল।

মিঃ ব্লেক লেফাপা খুলিয়া যে পত্র বাহির করিলেন, তাহার মাথায় লাল কালীতে ভীষণদর্শন নর-কপালের চিত্র অঙ্কিত ছিল।

মিঃ ব্লেক পত্রখানি পাঠ করিলেন—

"প্রিয় মিঃ ব্লেক, তুমি পুনর্ব্বার জয়লাভ করিয়াছ; কিন্তু ইহাতে তোমার কোন গৌরব নাই। তুমি আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিয়া সহস্র সহস্র গৃহহীন নিরন্ন অক্ষম অনাথ ও আতুরের সুচিকিৎসার সুযোগ নষ্ট করিয়াছ; তাহাদিগকে মুখের গ্রাসে বঞ্চিত করিয়াছ। আমি স্বার্থসিদ্ধির আশায় কৃপণ ধনী ও হঠাৎ নবাবদের অর্থদণ্ড করি নাই। তাহাদের সঞ্চিত অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম।

"হাঁ, তুমি আমাকে নিরাশ করিয়াছ। আমি দস্যু-বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইলেও আর্ত্তের ও দরিদ্রের দুঃখ বিমোচনই আমার উদ্দেশ্য থাকায় আমার বিবেক অক্ষুণ্ণ ছিল; কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি দয়া, মায়া, বিবেক, সহানুভূতি, আশা, ভয়, সমস্তই ত্যাগ করিয়া প্রতিহিংসা-পরায়ণা রাক্ষসীতে পরিণত হইলাম। এজন্য তুমিই দায়ী। প্রতিহিংসা ও ঘৃণাই আমার এখন একমাত্র সম্বল। স্মরণ রাখিও তোমাকে তোমার এই অনধিকারচর্চ্চার ও অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করিতে হইবে।

আমি মৃত্যু ভয়ে পলায়ন করি নাই, কারণ আমি মৃত্যুরই অনুসরণ করিয়া তাহাকে জয় করিবার জন্য উৎসুক; তোমাকে যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়াই যাহার উদ্দেশ্য, আমিই সেই— **মিস্ ডেথ**।"

মিঃ ব্লেক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এই ভ্রান্তমতি দুর্দ্দমনীয়া নারীর সহিত পুনর্ব্বার আমার সংঘর্ষণ অপরিহার্য্য! জানি না, আবার কবে সে আত্মপ্রকাশ করিবে।"

সমাপ্ত



আরও কয়েকখানি প্রাচীন

—রহস্য-উপন্যাস—

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র	...	৷৹
যুবরাজ	...	৶৹
শোণিত সোপান	...	।৹
শয়তান	...	।০
সেবিন	...	৷৹
মহতের প্রতিশোধ	...	৷৹
রহস্যময়ী	...	৷৹
মার্কিণী দেবীচৌধুরাণী		৷০
একটি অল্পাবিস্তর হত্যাকাণ্ড		১৲

বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

কলিকাতা—১২